গীতবিতান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অখণ্ড

গীতবিতান



রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

গীতবিতান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ ॥ তিন খণ্ড ॥ আশ্বিন ১৩৩৮। শ্রাবণ ১৩৩৯
পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ॥ দুই খণ্ড ॥ মাঘ ১৩৪৮
নূতন সংস্করণ ॥ যথাক্রমে মুদ্রিত তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ
পৌষ ১৩৫২। আশ্বিন ১৩৫৪। আশ্বিন ১৩৫৭
সংশোধিত ও সংযোজিত পুনর্মুদ্রণ
প্রথম খণ্ড : চৈত্র ১৩৭০। দ্বিতীয় খণ্ড : আশ্বিন ১৩৭০। তৃতীয় খণ্ড : জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬
অখণ্ডসূচী-সহ একত্র প্রকাশ ॥ আশ্বিন ১৩৭১
পুনর্মুদ্রণ আশ্বিন ১৩৭২, বৈশাখ ১৩৭৩, বৈশাখ ১৩৭৪, বৈশাখ ১৩৭৫
সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬
পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৩৭৭
সংস্করণ পৌষ ১৩৮০
পুনর্মুদ্রণ চৈত্র ১৩৮৫, চৈত্র ১৩৮৬, বৈশাখ ১৩৮৯, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪
বৈশাখ ১৩৯৭, আশ্বিন ১৩৯৮, আশ্বিন ১৩৯৯
বৈশাখ ১৪০০

প্রকাশক শ্রীসুধাংশুশেখর ঘোষ
বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭
মুদ্রক স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণী। কলিকাতা ৯

বিজ্ঞাপন

গীতবিতান যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তখন সংকলন-কর্তারা সত্বরতার তাড়নায় গানগুলির মধ্যে বিষয়ানুক্রমিক শৃঙ্খলা বিধান করতে পারেন নি। তাতে কেবল যে ব্যবহারের পক্ষে বিঘ্ন হয়েছিল তা নয়, সাহিত্যের দিক থেকে রসবোধেরও ক্ষতি করেছিল। সেইজন্যে এই সংস্করণে ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করে গানগুলি সাজানো হয়েছে। এই উপায়ে, সুরের সহযোগিতা না পেলেও, পাঠকেরা গীতিকাব্যরূপে এই গানগুলির অনুসরণ করতে পারবেন।

[ভাদ্র ১৩৪৫]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ-কৃত বিষয়বিন্যাস

প্রচল গ্রন্থে :

রবীন্দ্রনাথ-কৃত বিষয়বিন্যাস

ভাগ	প্রচল গ্রন্থে : সংখ্যা । ক্রমিক সংখ্যা	পৃষ্ঠাঙ্ক
॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ১৩৪৬ ॥		
প্রেম		
গান	২৭ । ১-২৭	২৭১-৮১
প্রেমবৈচিত্র্য	৩৬৮ । ২৮-৩৯৫	২৮১-৪২৩
প্রকৃতি		
সাধারণ	৯ । ১-৯	৪২৭-৩১
গ্রীষ্ম	১৬ । ১০-২৫	৪৩১-৩৭
বর্ষা	১১৫ । ২৬-১৪০	৪৩৭-৮১
শরৎ	৩০ । ১৪১-৭০	৪৮১-৯৩
হেমন্ত	৫ । ১৭১-৭৫	৪৯৪-৯৫
শীত	১২ । ১৭৬-৮৭	৪৯৫-৫০০
বসন্ত	৯৬ । ১৮৮-২৮৩	৫০০-৪০
বিচিত্র	১৩৮ । ১-১৩৮	৫৪৩-৬০৪
আনুষ্ঠানিক	৯ । ১০-১৮	৬১০-১৪
পরিশিষ্ট*	২	৯০৬-০৭

রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সম্পাদিত প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড গীতবিতানের মুদ্রণ ও বিরল-প্রচারিত প্রথম প্রকাশের কাল যথাক্রমে : ভাদ্র ১৩৪৫ ও ভাদ্র ১৩৪৬।

[১] দ্বিতীয় সংস্করণে গানের সংখ্যা ১৪৪ ; তন্মধ্যে ১৪২-সংখ্যক রচনা বর্তমানে বর্জিত হইল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপির তৃতীয় খণ্ডে এই গান (সংখ্যা ৬) রবীন্দ্রনাথের নামে মুদ্রিত, পরে slip-এ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ছাপাইয়া সংশোধিত— এরূপ গ্রন্থ দেখা গিয়াছে। ইন্দিরাদেবীর অভিমত এই সংশোধনেরই অনুকূলে।

[২] বর্তমান মুদ্রণে এই গীতিগুচ্ছ দ্বিতীয় খণ্ডে আনুষ্ঠানিক সংগীতের প্রথম পর্যায়রূপে সংকলিত। কবির বহু গীতিসংকলনে এই গান বা এরূপ গান সংগত কারণেই অনুষ্ঠানসংগীত-রূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে।

[৩] ১৩৪৬ ভাদ্রে গ্রন্থমুদ্রণ প্রায় শেষ হইবার পর রচিত হওয়ায় পরিশিষ্টে দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। বর্তমানে বিষয় ও রচনা-কাল বিচার করিয়া তৃতীয় খণ্ডে যথোচিত স্থানে সংকলন করা হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডের নানা সংস্করণে নানারূপ যোগবিয়োগের কারণে, ক্রমিক সংখ্যা তথা পৃষ্ঠাঙ্ক নির্দেশ ফলদায়ক হইবে না, গান দুটি প্রেম ও প্রকৃতি অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট, প্রথম ছত্র যথাক্রমে—

১. (যবে) রিমিকি ঝিমিকি ঝরে ভাদরের ধারা

২. বারে বারে ফিরে ফিরে তোমার পানে

স্বরলিপিপঞ্জী

প্রথম ছত্রের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্রে, কোথায় কোন্ গানের স্বরলিপি প্রকাশিত তাহার নির্দেশ আছে; গ্রন্থোত্তর সংখ্যা গ্রন্থের খণ্ড-বাচক; সাময়িক-পত্রের নির্দেশের সহিত সংখ্যাদ্বারা যথাক্রমে মাস বৎসর ও পৃষ্ঠাঙ্ক উল্লিখিত। যে-সকল পুস্তকে বা সংগীত-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি প্রকাশিত, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

নাম	প্রথম প্রকাশ	নাম-সংক্ষেপ
অরূপরতন[১] (স্বরবিতান ৪২)	১৩৬২	
আনুষ্ঠানিক সংগীত	১৩৭০	আনুষ্ঠানিক
কাব্যগীতি[২] (স্বরবিতান ৩৩)	১৩২৬	
কালমৃগয়া (স্বরবিতান ২৯)	১৩৬০	
কেতকী (স্বরবিতান ১১)	১৩২৬	
গীতপঞ্চাশিকা (স্বরবিতান ১৬)	১৩২৫	
গীতমালিকা (দুই ভাগ : স্বর ৩০[৩] ও ৩১)	১৩৩৩ ও ১৩৩৬	
গীতলিপি[৪] (ছয় খণ্ড)	১৯১০-১৮ খ্রীস্টাব্দ	
গীতলেখা[৫] (তিন ভাগ)	১৩২৪-২৭	
গীতিচর্চা (তিন খণ্ড)	১৩৬৮, ১৩৭৩ ও ১৩৮৫	

---

১ রাজা নাটকের রূপান্তর— অরূপরতন; উহার ১৩২৬ মাঘ ও ১৩৪২ কার্তিক এই দুইটি সংস্করণের সব গানেরই স্বরলিপি আছে।

২ ১৩২৬ পৌষে প্রকাশিত; ইহার ৫টি গানের স্বরলিপি 'অরূপরতন' (স্বরবিতান ৪২) গ্রন্থে সংকলিত ও কাব্যগীতির পুনর্মুদ্রণে বর্জিত।

৩ ১৩৩৩ সালে প্রথম ভাগ প্রকাশিত, ১৩৪৫ সনে উহাতে ১০টি নূতন স্বরলিপি যুক্ত হয়। স্বরবিতান ৩০, শেষোক্ত গ্রন্থেরই পুনর্মুদ্রণ।

৪ অধিকাংশই স্বরবিতানের ৩৬, ৩৭ ও ৩৮ -অঙ্কিত খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত— মাত্র ১৫টি গানের স্বরলিপি শেফালি, কেতকী, অরূপরতন ও অন্য দু-একখানি গ্রন্থে থাকায়, উল্লিখিত তিন খণ্ডে গৃহীত হয় নাই।

৫ অধিকাংশ স্বরলিপি স্বরবিতানের ৩৯, ৪০ ও ৪১ -অঙ্কিত খণ্ডে সংকলিত।

নাম	প্রথম প্রকাশ	নাম-সংক্ষেপ
গীতিবীথিকা (স্বরবিতান ৩৪)	১৩২৬	
তপতী[৬] (স্বরবিতান ৫৭)	১৩৩৮	
তাসের দেশ (স্বরবিতান ১২)	১৩৫৭	
নবগীতিকা (দুই খণ্ড : স্বর ১৪ ও ১৫)	১৩২৯	
নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা (স্বরবিতান ১৮)	১৩৪৫	চণ্ডালিকা
নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা (স্বরবিতান ১৭)	১৩৪৩	চিত্রাঙ্গদা
প্রায়শ্চিত্ত (স্বরবিতান ৯[৭])	১৩১৬	
ফাল্গুনী (স্বরবিতান ৭)	১৩৫৫	
বসন্ত (স্বরবিতান ৬)	১৩৩০	
বাল্মীকিপ্রতিভা (স্বরবিতান ৪৯)	১৩৩৫	
বিশ্বভারতী পত্রিকা ॥ ত্রৈমাসিক	শ্রাবণ ১৩৫০-	বিশ্বভারতী
বিসর্জন (স্বরবিতান ২৮[৮])	১৩৫৯	
বৈতালিক[৯]	১৩২৫	
ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি[১০] (ছয় খণ্ড)	১৩১১-১৮	ব্রহ্মসঙ্গীত

---

৬ ১৩৩৬ ভাদ্রের বিশেষ পুস্তকে এবং ১৩৩৮ জ্যৈষ্ঠ বা ১৩৫৬ বৈশাখের সকল পুস্তকে স্বরলিপি প্রদত্ত। প্রথমোক্ত পুস্তকে 'সর্ব খর্বতারে দহে' গানটি নাই; অন্যান্য পুস্তকে 'যমের দুয়ার খোলা পেয়ে' গানটি বর্জিত। 'স্বরবিতান ৫৭' শেষোক্ত গ্রন্থের স্বরলিপিসমূহের পুনর্মুদ্রণ।

৭ প্রায়শ্চিত্ত (১৩১৬) নাটকে স্বরলিপি অংশের সংকলন।

৮ এক কালে বিসর্জন নাটকের পরিশিষ্টে (১৩৪৯-১৩৫১) বিসর্জনের গানগুলির স্বরলিপি মুদ্রিত ছিল। বর্তমান গ্রন্থে সেগুলি, সেইসঙ্গে 'রাজা ও রানী' এবং 'ব্যঙ্গকৌতুক'-এর গানগুলির স্বরলিপি সংকলিত।

৯ এই গ্রন্থ, প্রধানতঃ ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি, গীতলিপি ও গীতলেখা হইতে সংকলন। ইহার ৬টি নূতন স্বরলিপির মধ্যে স্বরবিতানের সপ্তবিংশ খণ্ডে ৫টি ও ১টি ত্রয়শ্চত্বারিংশ খণ্ডে সংকলিত।

১০ কাঙ্গালীচরণ সেন -কর্তৃক সংকলিত 'ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি'র ছয় খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের ১৯৮টি গানের স্বরলিপি ছিল; তন্মধ্যে স্বরবিতানের চতুর্থ খণ্ডে ৫০টি, দ্বাবিংশ চতুর্বিংশ পঞ্চবিংশ ও ষড়্‌বিংশ খণ্ডের প্রত্যেকটিতে

নাম	প্রথম প্রকাশ	নাম-সংক্ষেপ
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী[১১] (স্বরবিতান ২১)	১৩৫৮	ভানুসিংহ
ভারততীর্থ[১২]	১৩৫৪	
মায়ার খেলা (স্বরবিতান ৪৮)	১৩৩২	
শতগান[১৩]	১৩০৭	
শাপমোচন	১৩৭১	
শেফালি (স্বরবিতান ৫০)	১৩২৬	
শ্যামা (স্বরবিতান ১৯)	১৩৪৬	
সংগীতগীতাঞ্জলি[১৪]	১৯২৭ খ্রীস্টাব্দ	গীতাঞ্জলি
সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা। মাসিকপত্র	বৈশাখ ১৩৩১	সঙ্গীতবিজ্ঞান
স্বরলিপি-গীতিমালা[১৫]	১৩০৪	গীতিমালা
স্বরবিতান[১৬]	১৩৪২-	বিকল্পে : স্বর

২৫টি, ত্রয়োবিংশ খণ্ডে ২৬টি, এবং ১৯টি সপ্তবিংশ খণ্ডে সংকলিত। সপ্তবিংশ-খণ্ড স্বরবিতানের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে যে 'ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি' প্রকাশিত হইতেছে (১৩৫৮ মাঘ হইতে) তাহা স্বতন্ত্র পুস্তক। পরবর্তী সূচীতে উহার উল্লেখস্থলে গ্রন্থের পুরা নাম ও প্রকাশকাল প্রদত্ত।

১১ মাত্র ৯টি পদাবলীর সুর বা স্বরলিপি পাওয়া গিয়াছে ও এই গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে; অধিকন্তু গোবিন্দদাস-রচিত 'সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি' গানে রবীন্দ্রনাথ যে সুর দেন তাহাও আছে।

১২ স্বরবিতানের ৪৬ ও ৪৭ -অঙ্কিত খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের সমুদয় স্বদেশসংগীত সংকলিত হওয়ায় এই স্বরলিপিগ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হয় নাই।

১৩ একটি বেদগান ব্যতীত ইহার সমুদয় রবীন্দ্রসংগীত-স্বরলিপি স্বরবিতানের বিভিন্ন খণ্ডে সংকলিত।

১৪ অধিকাংশ স্বরলিপি পূর্বপ্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থে প্রচারিত। বর্তমানে ইহার সমুদয় স্বরলিপি স্বরবিতানের বিভিন্ন খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

১৫ ইহার অধিকাংশ রবীন্দ্রসংগীত-স্বরলিপি স্বরবিতানের ১০, ২০, ৩২ ও ৩৫ -অঙ্কিত খণ্ডে পাওয়া যাইবে।

১৬ রবীন্দ্রসংগীতের সমুদয় স্বরলিপি এই গ্রন্থমালায় সংকলিত হইতেছে। এ পর্যন্ত ৬৩টি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

নাম	প্রথম প্রকাশ	নাম-সংক্ষেপ
স্বরবিতান[১১]	১৩৬৩	
Twenty-six Songs by Rabindranath Tagore : *notation by* A. A. Bake	১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দ	বাকে

স্বরবিতান ৩৭ ও ৩৮ উভয় খণ্ডে গীতাঞ্জলি কাব্যের ৫৯টি, গীতাঞ্জলি-পূর্ব ১টি, মোট ৬০টি গানের স্বরলিপি আছে।

স্বরবিতান ৩৯, ৪০ ও ৪১ -অঙ্কিত খণ্ডে গীতিমাল্য কাব্যের ৭৮টি গানের স্বরলিপি, প্রধানতঃ গীতলেখার বিভিন্ন খণ্ড হইতে সংকলিত।

স্বরবিতান ৪৩ ও ৪৪ -অঙ্কিত খণ্ডে গীতালি কাব্যের মোট ৫২টি গানের স্বরলিপি রহিয়াছে।

স্বরবিতান ৪৫ -অঙ্কিত খণ্ডে ৩০টি ভগবদ্‌ভক্তিমূলক গানের স্বরলিপি আছে।

স্বরবিতান ৪৬ -অঙ্কিত খণ্ডে বঙ্গভঙ্গজনিত জাতীয় আন্দোলন -কালে রচিত ২৪টি রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি ছাড়া 'বন্দে মাতরম্' গানের রবীন্দ্র-সুর সংকলন করা হইয়াছে।

স্বরবিতান ৪৭ -অঙ্কিত খণ্ডে রাষ্ট্রীয় সংগীত ও রবীন্দ্রনাথের দেশভক্তিসূচক অন্যান্য (মোট ২৬টি) গানের স্বরলিপি আছে।

স্বরবিতান ৫২ -অঙ্কিত খণ্ডে অচলায়তন নাটকের ১৮টি এবং মুক্তধারা নাটকের ৮টি, মোট ২৬টি গানের স্বরলিপি সংকলিত।

স্বরবিতান ৫৩ ও ৫৪ -অঙ্কিত খণ্ডে কবির শেষ বয়সে রচিত বহু গানের স্বরলিপি সংকলিত।

স্বরবিতান ৫৫ -অঙ্কিত খণ্ডে, পূর্বে কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই এরূপ বহু আনুষ্ঠানিক সংগীতের স্বরলিপি সংকলিত হইয়াছে।

স্বরবিতান ৫৬ -অঙ্কিত খণ্ডের ২৫টি সংগীতস্বরলিপির অতি অল্পই ইতিপূর্বে পুস্তকে বা পত্রিকায় প্রকাশিত।

স্বরবিতান ৫৮ ও ৫৯ -অঙ্কিত খণ্ডে কবির শেষ বয়সের, প্রধানতঃ বর্ষা ও বসন্তের, যথাক্রমে ২০টি ও ২৫টি গানের স্বরলিপি সংকলিত।

স্বরবিতান ৬০, ৬১, ৬২ ও ৬৩-অঙ্কিত খণ্ডে যথাক্রমে ১৫টি, ১৪টি, ১৩টি ও ২টি গানের স্বরলিপি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

[১১] নাগরী হরপে প্রচারিত স্বরবিতানে গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি'র *নির্বাচিত ২৫টি গানের* স্বরলিপি সংকলিত। বাংলা স্বরবিতান হইতে ভিন্ন।

চৈত্র ১৩৮৫

১৩৫৭ আশ্বিনে গীতবিতানের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের পর কয়েকটি বিরল-প্রচারিত গানের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল; ১৩৫৮ আশ্বিনে দ্বিতীয় খণ্ডের পুনরমুদ্রণকালে সেগুলি সংকলিত—

বিশ্বরাজালয়ে বিশ্ববীণা বাজিছে॥ ১৩০২ সালের মাঘোৎসবে গাওয়া হইয়াছিল মনে হয়, ১৮১৭ শকের ফাল্গুন-সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তে ও পরবর্তী একাধিক ব্রহ্মসঙ্গীত-সংকলনে প্রকাশিত। এই গানের সপ্তম ছত্রের প্রথমে 'শুনি রে' বাক্যাংশটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় না থাকিলেও, শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরাদেবী মনে করেন, প্রচলিত গানের অনুরূপ অংশের অনুসরণে থাকাই প্রশস্ত। দ্রষ্টব্য পৃ. ৬১৫

দিনের বিচার করো॥ পূরবী-একতালা॥ আদিব্রাহ্মসমাজের একটি পুরাতন অনুষ্ঠানপত্র (১১ মাঘ, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭০। বাংলা ১৩০৬) হইতে সংকলিত। 'আমার বিচার তুমি করো আপন করে' গানটির সহিত তুলনীয়। কেবল পাঠভেদ নয়, সুরভেদের জন্য পৃথক গান বলিতে হয়। দ্রষ্টব্য পৃ. ৬১৫

তোমার আনন্দ ওই গো॥ 'আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা'য় স্বরলিপির সহিত প্রকাশিত আখর-যুক্ত পাঠ ৬১৬ পৃষ্ঠায় সংকলিত হইল।

আমি শ্রাবণ-আকাশে ওই॥ ১৩৪৪ সালে শান্তিনিকেতনে যে বর্ষামঙ্গল-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তদুপলক্ষে রচিত। কলিকাতায় পুনরনুষ্ঠান (ভাদ্র ১৩৪৪) উপলক্ষে কবি উল্লিখিত গানটির একটি আখর-সমৃদ্ধ রূপ কল্পনা করেন; কিন্তু তেমন সময় না থাকায়, সকলকে শিখাইয়া সাধারণ-সমক্ষে গাওয়াইতে পারেন নাই। পরবর্তী কালেও এ গানটি অল্পই গাওয়া হইয়াছে। শ্রীশান্তিদেব ঘোষের সৌজন্যে এই গানের সন্ধান পাওয়া গেল; শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদারের সৌজন্যে ইহার বিস্তারিত পাঠ স্থির করা হইয়াছে। দ্রষ্টব্য পৃ. ৬০৫

সন্ন্যাসী যে জাগিল ওই॥ 'বনবাণী' কাব্যের 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা' অংশের 'উৎসব'-শীর্ষক কবিতা। রচনাকাল অগ্রহায়ণ ১৩৩৪। ১৩৪৫ সালের ১৮ ফাল্গুনে কবি ইহার **শেষ অংশে** (এসেছে হাওয়া বাণীতে দোল-দোলানো ইত্যাদি) প্রথমেই একটি সুর দেন। পরে রচনাটির প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত **অন্য একটি সুর** দেন। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ও শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদারের সৌজন্যে ইহা গান বলিয়া জানা গিয়াছে এবং ইহাতে সুর-সংযোগে কালনির্ণয় সম্ভবপর হইয়াছে। দ্রষ্টব্য পৃ. ৬০৬

গীতবিতান গ্রন্থ রবীন্দ্রসংগীতের গায়ক-গায়িকাদের সদা-সর্বদা ব্যবহারে লাগে। বহু ক্ষেত্রে যেরূপ গাওয়া হয় ও স্বরবিতানে পাওয়া যায়, তাহার সহিত পূর্বমুদ্রিত রূপের মিল না হওয়ায় কিছু অসুবিধা হইতে পারে। বর্তমান মুদ্রণে গানগুলির গীত ও পঠিত রূপের সামঞ্জস্য-সাধনে যত্ন করা হইয়াছে।

যে ক্ষেত্রে কোনো গানের সূচনাতেই কোনো শব্দ বা কতকগুলি শব্দ ডাহিনে একটি বন্ধনীচিহ্ন দিয়া মুদ্রিত (যেমন পৃ. ৩৩১, গীত-সংখ্যা ১৫৫) বুঝিতে হইবে ঐটুকু সূচনাকালে গাওয়া হয় না, পরন্তু গানের সূচনায় ফিরিয়া গাওয়া হইয়া থাকে, অথবা স্থলবিশেষে পুনঃ পুনঃ গাওয়া হয়।

বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত স্বরবিতান-সূচীপত্রে রবীন্দ্র-সংগীতের সহজলভ্য সমুদয় স্বরলিপি সম্পর্কে বিশদ সন্ধান পাওয়া যাইবে।

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

প্রথম ছত্রের সূচী

বাংলা বর্ণমালার নির্দিষ্ট ক্রমেই গানের প্রথম ছত্রগুলি সাজানো। ড়=ড, ঢ়=ঢ, য়=য এরূপই ধরা হয়। উপস্থিত সূচীপত্রে ং=ঙ্‌ এরূপও ধরা হইয়াছে; অর্থাৎ 'সংকট' শব্দ, 'সঙ্কট' বানান থাকিলে যেখানে বসিবার সেইখানেই বসিয়াছে। ঁ এবং ঃ স্বাতন্ত্র্যমর্যাদা পায় নাই, ঐরূপ চিহ্ন না থাকিলে শব্দটি যে স্থানে থাকিবার সেখানেই আছে। 'ঐ' বর্ণটিকে বাংলা শব্দের আদিতে স্বীকার করা হয় নাই, 'ওই' বানানে তদুপযুক্ত স্থানে বসানো হইয়াছে।

বর্তমান সূচীতে, সম্ভব হইলেই স্বরলিপিহীন গানের সুর বা সুর-তাল-সম্পর্কিত তথ্য সংকলন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সূচীতে সংকলিত প্রথম ছত্রের পূর্বে * চিহ্ন দিয়া, চিহ্নিত গান যে এদেশীয়, পূর্বপ্রচলিত অন্যের কোনো বিশেষ গান অথবা গতের আদর্শে কিম্বা প্রভাবে রচিত ইহাই জানানো হইয়াছে। অপর পক্ষে ছত্রের পূর্বে † চিহ্ন দিয়া বুঝানো হইয়াছে যে, ঐ গান কোনো বিলাতি গানের আদর্শে বা প্রভাবে রচিত। (এ সম্পর্কে ইন্দিরাদেবী-প্রণীত 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম' পুস্তিকায় বহু তথ্য সংকলিত হইয়াছে।)

কোনো কোনো গানের সূচনাতেই পাঠভেদ দেখা যায়— কখনো বা একটি পাঠের সূচনাতেই অতিপর্বিক একটি শব্দ আছে, অন্য পাঠে নাই— এরূপ ক্ষেত্রে অধিকাংশ পাঠই সূচীপত্রে ধরা হইয়াছে এবং একটি পাঠের উল্লেখস্থলে প্রয়োজন হইলে বন্ধনী-মধ্যে অন্য পাঠের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা' প্রভৃতি স্বরলিপিগ্রন্থে, বিভিন্ন চরিত্র-কর্তৃক গীত হওয়ায়, একই গানের বিভিন্ন অংশের স্বরলিপি পৃথক পৃথক মুদ্রিত আছে; বর্তমান সূচীপত্রে অপ্রধান রচনা-খণ্ডের স্বতন্ত্র উল্লেখ নাই।

—

গীতবিতান

ভূমিকা

প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে
প্রথম দিনের উষা নেমে এল যবে
প্রকাশপিয়াসি ধরিত্রী বনে বনে
শুধায়ে ফিরিল সুর খুঁজে পাবে কবে ॥
এসো এসো সেই নবসৃষ্টির কবি
নবজাগরণযুগপ্রভাতের রবি—
গান এনেছিলে নব ছন্দের তালে
তরুণী উষার শিশিরস্নানের কালে
আলো-আঁধারের আনন্দবিপ্লবে ॥

সে গান আজিও নানা রাগরাগিণীতে
শুনাও তাহারে আগমনীসঙ্গীতে
যে জাগায় চোখে নূতন-দেখার দেখা।
যে এসে দাঁড়ায় ব্যাকুলিত ধরণীতে
বননীলিমার পেলব সীমানাটিতে,
বহু জনতার মাঝে অপূর্ব একা।
অবাক্ আলোর লিপি যে বহিয়া আনে
নিভৃত প্রহরে কবির চকিত প্রাণে,
নব পরিচয়ে বিরহব্যথা যে হানে
বিহ্বল প্রাতে সঙ্গীতসৌরভে
দূর আকাশের অরুণিম উৎসবে ॥



পূজা

১

কান্নাহাসির-দোল-দোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা,
তারি মধ্যে চিরজীবন বইব গানের ডালা—
এই কি তোমার খুশি, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের-গন্ধ-ঢালা ?।
তাই কি আমার ঘুম ছুটেছে, বাঁধ টুটেছে মনে,
খ্যাপা হাওয়ার ঢেউ উঠেছে চিরব্যথার বনে,
কাঁপে আমার দিবানিশার সকল আঁধার আলা!
এই কি তোমার খুশি, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের-গন্ধ-ঢালা ?।
রাতের বাসা হয় নি বাঁধা দিনের কাজে ত্রুটি,
বিনা কাজের সেবার মাঝে পাই নে আমি ছুটি।
শান্তি কোথায় মোর তরে হায় বিশ্বভুবন-মাঝে,
অশান্তি যে আঘাত করে তাই তো বীণা বাজে।
নিত্য রবে প্রাণ-পোড়ানো গানের আগুন জ্বালা—
এই কি তোমার খুশি, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের-গন্ধ-ঢালা ?।

২

সুরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা—
মোরা সুরের কাঙাল, এই আমাদের ভিক্ষা ॥
মন্দাকিনীর ধারা, উষার শুকতারা,
কনকচাঁপা কানে কানে যে সুর পেল শিক্ষা ॥
তোমার সুরে ভরিয়ে নিয়ে চিত্ত
যাব যেথায় বেসুর বাজে নিত্য।
কোলাহলের বেগে ঘূর্ণি উঠে জেগে,
নিয়ো তুমি আমার বীণার সেইখানেই পরীক্ষা ॥

৩

তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায় তারি পারে
দেবে কি গো বাসা আমায় একটি ধারে?।
আমি শুনব ধ্বনি কানে,
আমি ভরব ধ্বনি প্রাণে,
সেই ধ্বনিতে চিত্তবীণায় তার বাঁধিব বারে বারে॥
আমার নীরব বেলা সেই তোমারি সুরে সুরে
ফুলের ভিতর মধুর মতো উঠবে পুরে।
আমার দিন ফুরাবে যবে,
যখন রাত্রি আঁধার হবে,
হৃদয়ে মোর গানের তারা উঠবে ফুটে সারে সারে॥

৪

তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী,
আমি অবাক্ হয়ে শুনি কেবল শুনি॥
সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে,
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে,
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে
বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী॥
মনে করি অমনি সুরে গাই,
কণ্ঠে আমার সুর খুঁজে না পাই।
কইতে কী চাই, কইতে কথা বাধে—
হার মেনে যে পরান আমার কাঁদে,
আমায় তুমি ফেলেছ কোন্ ফাঁদে
চৌদিকে মোর সুরের জাল বুনি॥

৫

আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান
তার বদলে আমি চাই নে কোনো দান॥

ভুলবে সে গান যদি নাহয় যেয়ো ভুলে
উঠবে যখন তারা সন্ধ্যাসাগরকূলে,
তোমার সভায় যবে করব অবসান
এই ক'দিনের শুধু এই ক'টি মোর তান ॥
তোমার গান যে কত শুনিয়েছিলে মোরে
সেই কথাটি তুমি ভুলবে কেমন করে?
সেই কথাটি, কবি, পড়বে তোমার মনে
বর্ষামুখর রাতে, ফাগুন-সমীরণে—
এইটুকু মোর শুধু রইল অভিমান
ভুলতে সে কি পার ভুলিয়েছ মোর প্রাণ ॥

৬

তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে,
এ আগুন ছড়িয়ে গেল সব খানে ।
যত সব মরা গাছের ডালে ডালে
নাচে আগুন তালে তালে রে,
আকাশে হাত তোলে সে কার পানে ॥
আঁধারের তারা যত অবাক্ হয়ে রয় চেয়ে,
কোথাকার পাগল হাওয়া বয় ধেয়ে ।
নিশীথের বুকের মাঝে এই-যে অমল
উঠল ফুটে স্বর্ণকমল রে,
আগুনের কী গুণ আছে কে জানে ॥

৭

তোমার বীণা আমার মনোমাঝে
কখনো শুনি, কখনো ভুলি, কখনো শুনি না যে ।
আকাশ যবে শিহরি উঠে গানে
গোপন কথা কহিতে থাকে ধরার কানে কানে—

তাহার মাঝে সহসা মাতে বিষম কোলাহলে
আমার মনে বাঁধনহারা স্বপন দলে দলে।
হে বীণাপাণি, তোমার সভাতলে
আকুল হিয়া উন্মাদিয়া বেসুর হয়ে বাজে॥
চলিতেছিনু তব কমলবনে,
পথের মাঝে ভুলালো পথ উতলা সমীরণে।
তোমার সুর ফাগুনরাতে জাগে,
তোমার সুর অশোকশাখে অরুণরেণুরাগে।
সে সুর বাহি চলিতে চাহি আপন-ভোলা মনে
গুঞ্জরিত-ত্বরিত-পাখা মধুকরের সনে।
কুহেলী কেন জড়ায় আবরণে—
আঁধারে আলো আবিল করে, আঁখি যে মরে লাজে॥

৮

তোমার নয়ন আমায় বারে বারে বলেছে গান গাহিবারে॥
ফুলে ফুলে তারায় তারায়
বলেছে সে কোন্ ইশারায়
দিবস-রাতির মাঝ-কিনারায় ধূসর আলোয় অন্ধকারে।
গাই নে কেন কী কব তা,
কেন আমার আকুলতা—
ব্যথার মাঝে লুকায় কথা, সুর যে হারাই অকূল পারে॥
যেতে যেতে গভীর স্রোতে ডাক দিয়েছ তরী হতে।
ডাক দিয়েছ ঝড়-তুফানে
বোবা মেঘের বজ্রগানে,
ডাক দিয়েছ মরণপানে শ্রাবণরাতের উতল ধারে।
যাই নে কেন জান না কি—
তোমার পানে মেলে আঁখি
কূলের ঘাটে বসে থাকি, পথ কোথা পাই পারাবারে॥

৯

অরূপ, তোমার বাণী
অঙ্গে আমার চিত্তে আমার মুক্তি দিক্ সে আনি ॥
নিত্যকালের উৎসব তব বিশ্বের দীপালিকা—
আমি শুধু তারি মাটির প্রদীপ, জ্বালাও তাহার শিখা
নির্বাণহীন আলোকদীপ্ত তোমার ইচ্ছাখানি ॥
যেমন তোমার বসন্তবায় গীতলেখা যায় লিখে
বর্ণে বর্ণে পুষ্পে পর্ণে বনে বনে দিকে দিকে
তেমনি আমার প্রাণের কেন্দ্রে নিশ্বাস দাও পুরে,
শূন্য তাহার পূর্ণ করিয়া ধন্য করুক সুরে—
বিঘ্ন তাহার পুণ্য করুক তব দক্ষিণপাণি ॥

১০

গানে গানে তব বন্ধন যাক টুটে
রুদ্ধবাণীর অন্ধকারে কাঁদন জেগে উঠে ॥
বিশ্বকবির চিত্তমাঝে ভুবনবীণা যেথায় বাজে
জীবন তোমার সুরের ধারায় পড়ুক সেথায় লুটে ॥
ছন্দ তোমার ভেঙে গিয়ে দ্বন্দ্ব বাধায় প্রাণে,
অন্তরে আর বাহিরে তাই তান মেলে না তানে।
সুরহারা প্রাণ বিষম বাধা— সেই তো আঁধি, সেই তো ধাঁধা—
গান-ভোলা তুই গান ফিরে নে, যাক সে আপদ ছুটে ॥

১১

আমার সুরে লাগে তোমার হাসি,
যেমন ঢেউয়ে ঢেউয়ে রবির কিরণ দোলে আসি ॥
দিবানিশি আমিও যে ফিরি তোমার সুরের খোঁজে,
হঠাৎ এ মন ভোলায় কখন তোমার বাঁশি ॥
আমার সকল কাজই রইল বাকি, সকল শিক্ষা দিলেম ফাঁকি।

আমার গানে তোমায় ধরব ব'লে উদাস হয়ে যাই যে চলে,
তোমার গানে ধরা দিতে ভালোবাসি ॥

১২

আমার বেলা যে যায় সাঁঝ-বেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে ॥
একতারাটির একটি তারে গানের বেদন বইতে নারে,
তোমার সাথে বারে বারে হার মেনেছি এই খেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে ॥
এ তার বাঁধা কাছের সুরে,
ঐ বাঁশি যে বাজে দূরে।
গানের লীলার সেই কিনারে যোগ দিতে কি সবাই পারে
বিশ্বহৃদয়পারাবারে রাগরাগিণীর জাল ফেলাতে—
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে ?।

১৩

জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে,
বন্ধু হে আমার, রয়েছ দাঁড়ায়ে ॥
এ মোর হৃদয়ের বিজন আকাশে
তোমার মহাসন আলোতে ঢাকা সে,
গভীর কী আশায় নিবিড় পুলকে
তাহার পানে চাই দু বাহু বাড়ায়ে ॥
নীরব নিশি তব চরণ নিছায়ে
আঁধার-কেশভার দিয়েছে বিছায়ে।
আজি এ কোন্ গান নিখিল প্লাবিয়া
তোমার বীণা হতে আসিল নাবিয়া !
ভুবন মিলে যায় সুরের রণনে,
গানের বেদনায় যাই যে হারায়ে

১৪

যারা কথা দিয়ে তোমার কথা বলে
তারা কথার বেড়া গাঁথে কেবল দলের পরে দলে ॥
একের কথা আরে
বুঝতে নাহি পারে,
বোঝায় যত কথার বোঝা ততই বেড়ে চলে ॥
যারা কথা ছেড়ে বাজায় শুধু সুর
তাদের সবার সুরে সবাই মেলে নিকট হতে দূর।
বোঝে কি নাই বোঝে
থাকে না তার খোঁজে,
বেদন তাদের ঠেকে গিয়ে তোমার চরণতলে ॥

১৫

তোমারি ঝরনাতলার নির্জনে
মাটির এই কলস আমার ছাপিয়ে গেল কোন্ ক্ষণে ॥
রবি ঐ অস্তে নামে শৈলতলে,
বলাকা কোন্ গগনে উড়ে চলে—
আমি এই করুণ ধারার কলকলে
নীরবে কান পেতে রই আনমনে
তোমারি ঝরনাতলার নির্জনে ॥
দিনে মোর যা প্রয়োজন বেড়াই তারি খোঁজ করে,
মেটে বা নাই মেটে তা ভাবব না আর তার তরে
সারাদিন অনেক ঘুরে দিনের শেষে
এসেছি সকল চাওয়ার বাহির-দেশে,
নেব আজ অসীম ধারার তীরে এসে
প্রয়োজন ছাপিয়ে যা দাও সেই ধনে
তোমারি ঝরনাতলার নির্জনে ॥

১৬

কূল থেকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে,
সাগর-মাঝে ভাসিয়ে দিলেম পালটি তুলে ॥
যেখানে ঐ কোকিল ডাকে ছায়াতলে
সেখানে নয়,
যেখানে ঐ গ্রামের বধূ আসে জলে
সেখানে নয়,
যেখানে নীল মরণলীলা উঠছে দুলে
সেখানে মোর গানের তরী দিলেম খুলে ॥
এবার, বীণা, তোমায় আমায় আমরা একা—
অন্ধকারে নাইবা কারে গেল দেখা
কুঞ্জবনের শাখা হতে যে ফুল তোলে
সে ফুল এ নয়,
বাতায়নের লতা হতে যে ফুল দোলে
সে ফুল এ নয়—
দিশাহারা আকাশ-ভরা সুরের ফুলে
সেই দিকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে ॥

১৭

তোমার কাছে এ বর মাগি, মরণ হতে যেন জাগি
গানের সুরে ॥
যেমনি নয়ন মেলি যেন মাতার স্তন্যসুধা-হেন
নবীন জীবন দেয় গো পূরে গানের সুরে ॥
সেথায় তরু তৃণ যত
মাটির বাঁশি হতে ওঠে গানের মতো।
আলোক সেথা দেয় গো আনি
আকাশের আনন্দবাণী,
হৃদয়মাঝে বেড়ায় ঘুরে গানের সুরে ॥

১৮

কেন তোমরা আমায় ডাকো, আমার মন না মানে।
পাই নে সময় গানে গানে ॥
পথ আমারে শুধায় লোকে, পথ কি আমার পড়ে চোখে,
চলি যে কোন্ দিকের পানে গানে গানে ॥
দাও না ছুটি, ধর ত্রুটি, নিই নে কানে।
মন ভেসে যায় গানে গানে।
আজ যে কুসুম-ফোটার বেলা, আকাশে আজ রঙের মেলা,
সকল দিকেই আমায় টানে গানে গানে ॥

১৯

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ও পারে—
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাই নে তোমারে ॥
বাতাস বহে মরি মরি, আর বেঁধে রেখো না তরী—
এসো এসো পার হয়ে মোর হৃদয়মাঝারে ॥
তোমার সাথে গানের খেলা দূরের খেলা যে,
বেদনাতে বাঁশি বাজায় সকল বেলা যে।
কবে নিয়ে আমার বাঁশি বাজাবে গো আপনি আসি
আনন্দময় নীরব রাতের নিবিড় আঁধারে ॥

২০

রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি বেলাশেষের তান।
পথে চলি, শুধায় পথিক 'কী নিলি তোর দান' ॥
দেখাব যে সবার কাছে এমন আমার কী-বা আছে,
সঙ্গে আমার আছে শুধু এই কখানি গান ॥
ঘরে আমার রাখতে যে হয় বহু লোকের মন—
অনেক বাঁশি, অনেক কাঁসি, অনেক আয়োজন।
বঁধুর কাছে আসার বেলায় গানটি শুধু নিলেম গলায়,
তারি গলার মাল্য ক'রে করব মূল্যবান ॥

২১

জাগ' জাগ' রে জাগ' সঙ্গীত— চিত্ত অম্বর কর তরঙ্গিত
নিবিড়নন্দিত প্রেমকম্পিত হৃদয়কুঞ্জবিতানে ॥
মুক্তবন্ধন সপ্তস্বর তব করুক বিশ্ববিহার,
সূর্যশশিনক্ষত্রলোকে করুক হর্ষ প্রচার।
তানে তানে প্রাণে প্রাণে গাঁথ' নন্দনহার।
পূর্ণ কর' রে গগন-অঙ্গন তাঁর বন্দনগানে ॥

২২

হেথা যে গান গাইতে আসা, আমার হয় নি সে গান গাওয়া—
আজও কেবলই সুর সাধা, আমার কেবল গাইতে চাওয়া ॥
আমার লাগে নাই সে সুর, আমার বাঁধে নাই সে কথা,
শুধু প্রাণেরই মাঝখানে আছে গানের ব্যাকুলতা।
আজও ফোটে নাই সে ফুল, শুধু বহেছে এক হাওয়া ॥
আমি দেখি নাই তার মুখ, আমি শুনি নাই তার বাণী,
কেবল শুনি ক্ষণে ক্ষণে তাহার পায়ের ধ্বনিখানি—
আমার দ্বারের সমুখ দিয়ে সে জন করে আসা-যাওয়া।
শুধু আসন পাতা হল আমার সারাটি দিন ধ'রে—
ঘরে হয় নি প্রদীপ জ্বালা, তারে ডাকব কেমন করে।
আছি পাবার আশা নিয়ে, তারে হয় নি আমার পাওয়া ॥

২৩

আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান,
দিয়ো তোমার জগৎ-সভায় এইটুকু মোর স্থান ॥
আমি তোমার ভুবন-মাঝে লাগি নি, নাথ, কোনো কাজে—
শুধু কেবল সুরে বাজে অকাজের এই প্রাণ ॥
নিশায় নীরব দেবালয়ে তোমার আরাধন,
তখন মোরে আদেশ কোরো গাইতে হে রাজন।

ভোরে যখন আকাশ জুড়ে   বাজবে বীণা সোনার সুরে
আমি যেন না রই দূরে,   এই দিয়ো মোর মান ॥

২৪

গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে।
ওগো পথিক, তুমি এসে বসবে বারে বারে ॥
ঐ যে তোমার ভোরের পাখি   নিত্য করে ডাকাডাকি,
অরুণ-আলোর খেয়ায় যখন এস ঘাটের পারে,
মোর প্রভাতীর গানখানিতে দাঁড়াও আমার দ্বারে ॥
আজ সকালে মেঘের ছায়া লুটিয়ে পড়ে বনে,
জল ভরেছে ঐ গগনের নীল নয়নের কোণে।
আজকে এলে নতুন বেশে   তালের বনে মাঠের শেষে,
অমনি চলে যেয়ো নাকো গোপনসঞ্চারে।
দাঁড়িয়ো আমার মেঘলা গানের বাদল-অন্ধকারে ॥

২৫

সুর ভুলে যেই ঘুরে বেড়াই কেবল কাজে
বুকে বাজে তোমার চোখের ভর্ৎসনা যে ॥
উধাও আকাশ উদার ধরা   সুনীল-শ্যামল-সুধায়-ভরা
মিলায় দূরে, পরশ তাদের মেলে না যে—
বুকে বাজে তোমার চোখের ভর্ৎসনা যে ॥
বিশ্ব যে সেই সুরের পথের হাওয়ায় হাওয়ায়
চিত্ত আমার ব্যাকুল করে আসা-যাওয়ায়।
তোমায় বসাই এ-হেন ঠাঁই   ভুবনে মোর আর-কোথা নাই,
মিলন হবার আসন হারাই আপন-মাঝে—
বুকে বাজে তোমার চোখের ভর্ৎসনা যে ॥

২৬

গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি আমি,   তখন তারে জানি।

তখন তারি আলোর ভাষায় আকাশ ভরে ভালোবাসায়,
তখন তারি ধুলায় ধুলায় জাগে পরম বাণী ॥
তখন সে যে বাহির ছেড়ে অন্তরে মোর আসে,
তখন আমার হৃদয় কাঁপে তারি ঘাসে ঘাসে।
রূপের রেখা রসের ধারায় আপন সীমা কোথায় হারায়,
তখন দেখি আমার সাথে সবার কানাকানি ॥

২৭

খেলার ছলে সাজিয়ে আমার গানের বাণী
দিনে দিনে ভাসাই দিনের তরীখানি ॥
স্রোতের লীলায় ভেসে ভেসে সুদূরে কোন্ অচিন দেশে
কোনো ঘাটে ঠেকবে কিনা নাহি জানি ॥
নাহয় ডুবে গেলই, নাহয় গেলই বা।
নাহয় তুলে লও গো, নাহয় ফেলোই বা।
হে অজানা, মরি মরি, উদ্দেশে এই খেলা করি,
এই খেলাতেই আপন-মনে ধন্য মানি ॥

২৮

যতখন তুমি আমায় বসিয়ে রাখ বাহির-বাটে
ততখন গানের পরে গান গেয়ে মোর প্রহর কাটে ॥
যবে শুভক্ষণে ডাক পড়ে সেই ভিতর-সভার মাঝে
এ গান লাগবে বুঝি কাজে
তোমার সুরের রঙের রঙিন নাটে ॥
তোমার ফাগুনদিনের বকুল চাঁপা, শ্রাবণদিনের কেয়া,
তাই দেখে তো শুনি তোমার কেমন যে তান দে'য়া।
আমি উতল প্রাণে আকাশ-পানে হৃদয়খানি তুলি
বীণায় বেঁধেছি গানগুলি
তোমার সাঁঝ-সকালের সুরের ঠাটে ॥

২৯

আমার যে গান তোমার পরশ পাবে
থাকে কোথায় গহন মনের ভাবে ?।
সুরে সুরে খুঁজি তারে অন্ধকারে,
আমার যে আঁখিজল তোমার পায়ে নাবে
থাকে কোথায় গহন মনের ভাবে ?।
যখন শুষ্ক প্রহর বৃথা কাটাই
চাহি গানের লিপি তোমায় পাঠাই।
কোথায় দুঃখসুখের তলায় সুর যে পলায়,
আমার যে শেষ বাণী তোমার দ্বারে যাবে
থাকে কোথায় গহন মনের ভাবে ?।

৩০

গানের ঝরনাতলায় তুমি সাঁঝের বেলায় এলে।
দাও আমারে সোনার-বরন সুরের ধারা ঢেলে ॥
যে সুর গোপন গুহা হতে ছুটে আসে আকুল স্রোতে,
কান্নাসাগর-পানে যে যায় বুকের পাথর ঠেলে ॥
যে সুর উষার বাণী বয়ে আকাশে যায় ভেসে,
রাতের কোলে যায় গো চলে সোনার হাসি হেসে।
যে সুর চাঁপার পেয়ালা ভ'রে দেয় আপনায় উজাড় ক'রে,
যায় চলে যায় চৈত্রদিনের মধুর খেলা খেলে ॥

৩১

কণ্ঠে নিলেম গান, আমার শেষ পারানির কড়ি—
একলা ঘাটে রইব না গো পড়ি ॥
আমার সুরের রসিক নেয়ে
তারে ভোলাব গান গেয়ে,
পারের খেয়ায় সেই ভরসায় চড়ি ॥

পার হব কি নাই হব তার খবর কে রাখে—
দূরের হাওয়ায় ডাক দিল এই সুরের পাগলাকে।
ওগো তোমরা মিছে ভাব',
আমি যাবই যাবই যাব—
ভাঙল দুয়ার, কাটল দড়াদড়ি॥

৩২

আমার ঢালা গানের ধারা সেই তো তুমি পিয়েছিলে,
আমার গাঁথা স্বপন-মালা কখন চেয়ে নিয়েছিলে॥
মন যবে মোর দূরে দূরে
ফিরেছিল আকাশ ঘুরে
তখন আমার ব্যথার সুরে
আভাস দিয়ে গিয়েছিলে॥
যবে বিদায় নিয়ে যাব চলে
মিলন-পালা সাঙ্গ হলে
শরৎ-আলোয় বাদল-মেঘে
এই কথাটি রইবে লেগে—
এই শ্যামলে এই নীলিমায়
আমায় দেখা দিয়েছিলে॥

৩৩

কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়॥
ঝরনা যেমন বাহিরে যায়, জানে না সে কাহারে চায়,
তেমনি করে ধেয়ে এলেম জীবনধারা বেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়॥

কতই নামে ডেকেছি যে, কতই ছবি এঁকেছি যে,
কোন্ আনন্দে চলেছি তার ঠিকানা না পেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
পুষ্প যেমন আলোর লাগি না জেনে রাত কাটায় জাগি
তেমনি তোমার আশায় আমার হৃদয় আছে ছেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়॥

৩৪

তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে আলোয় আকাশ ভরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে ফুল্ল শ্যামল ধরা॥
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
রাত্রি জাগে জগৎ লয়ে কোলে,
উষা এসে পূর্বদুয়ার খোলে কলকণ্ঠস্বরা॥
চলছে ভেসে মিলন-আশা-তরী অনাদিস্রোত বেয়ে।
কত কালের কুসুম উঠে ভরি বরণডালি ছেয়ে।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
যুগে যুগে বিশ্বভুবনতলে
পরান আমার বধূর বেশে চলে চিরস্বয়ম্বরা॥

৩৫

প্রভু, তোমার বীণা যেমনি বাজে
আঁধার-মাঝে
অমনি ফোটে তারা।
যেন সেই বীণাটি গভীর তানে
আমার প্রাণে
বাজে তেমনিধারা॥
তখন নূতন সৃষ্টি প্রকাশ হবে
কী গৌরবে
হৃদয়-অন্ধকারে।

তখন স্তরে স্তরে আলোকরাশি
উঠবে ভাসি
চিত্তগগনপারে ॥
তখন তোমারি সৌন্দর্যছবি,
ওগো কবি,
আমায় পড়বে আঁকা—
তখন বিস্ময়ের রবে না সীমা,
ওই মহিমা
আর যাবে না ঢাকা।
তখন তোমারি প্রসন্ন হাসি
পড়বে আসি
নবজীবন-'পরে।
তখন আনন্দ-অমৃতে তব
ধন্য হব
চিরদিনের তরে ॥

৩৬

তুমি একলা ঘরে বসে বসে কী সুর বাজালে
প্রভু, আমার জীবনে!
তোমার পরশরতন গেঁথে গেঁথে আমায় সাজালে
প্রভু, গভীর গোপনে ॥
দিনের আলোর আড়াল টানি কোথায় ছিলে নাহি জানি,
অস্তরবির তোরণ হতে চরণ বাড়ালে
আমার রাতের স্বপনে ॥
আমার হিয়ায় হিয়ায় বাজে আকুল আঁধার যামিনী,
সে যে তোমার বাঁশরি।
আমি শুনি তোমার আকাশপারের তারার রাগিণী,
আমার সকল পাশরি।

কানে আসে আশার বাণী— খোলা পাব দুয়ারখানি
রাতের শেষে শিশির-ধোওয়া প্রথম সকালে
তোমার করুণ কিরণে ॥

৩৭

শুধু তোমার বাণী নয় গো, হে বন্ধু, হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ো ॥
সারা পথের ক্লান্তি আমার সারা দিনের তৃষা
কেমন করে মেটাব যে খুঁজে না পাই দিশা—
এ আঁধার যে পূর্ণ তোমায় সেই কথা বলিয়ো ॥
হৃদয় আমার চায় যে দিতে, কেবল নিতে নয়,
বয়ে বয়ে বেড়ায় সে তার যা-কিছু সঞ্চয়।
হাতখানি ওই বাড়িয়ে আনো, দাও গো আমার হাতে—
ধরব তারে, ভরব তারে, রাখব তারে সাথে,
একলা পথের চলা আমার করব রমণীয় ॥

৩৮

তোমার সুর শুনায়ে যে ঘুম ভাঙাও সে ঘুম আমার রমণীয়—
জাগরণের সঙ্গিনী সে, তারে তোমার পরশ দিয়ো ॥
অন্তরে তার গভীর ক্ষুধা, গোপনে চায় আলোকসুধা,
আমার রাতের বুকে সে যে তোমার প্রাতের আপন প্রিয় ॥
তারি লাগি আকাশ রাঙা আঁধার-ভাঙা অরুণরাগে,
তারি লাগি পাখির গানে নবীন আশার আলাপ জাগে।
নীরব তোমার চরণধ্বনি শুনায় তারে আগমনী,
সন্ধ্যাবেলার কুঁড়ি তারে সকালবেলায় তুলে নিয়ো ॥

৩৯

মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন-'পরে—

প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো ॥

রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে দাঁড়ায়ে আমি
আর কতকাল এমনে কাটিবে স্বামী —
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো ॥

রজনীর তারা উঠেছে গগন ছেয়ে,
আছে সবে মোর বাতায়ন-পানে চেয়ে—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো।

জীবনে আমার সঙ্গীত দাও আনি,
নীরব রেখো না তোমার বীণার বাণী—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো ॥

মিলাব নয়ন তব নয়নের সাথে,
মিলাব এ হাত তব দক্ষিণহাতে—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো।

হৃদয়পাত্র সুধায় পূর্ণ হবে,
তিমির কাঁপিবে গভীর আলোর রবে—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো ॥

৪০

মোর প্রভাতের এই প্রথম খনের কুসুমখানি
তুমি জাগাও তারে ওই নয়নের আলোক হানি।
সে যে দিনের বেলায় করবে খেলা হাওয়ায় দুলে,
রাতের অন্ধকারে নেবে তারে বক্ষে তুলে—
ওগো তখনি তো গন্ধে তাহার ফুটবে বাণী ॥

আমার বীণাখানি পড়ছে আজি সবার চোখে,
হেরো তারগুলি তার দেখছে গুনে সকল লোকে।
ওগো কখন সে যে সভা ত্যেজে আড়াল হবে,
শুধু সুরটুকু তার উঠবে বেজে করুণ রবে—
যখন তুমি তারে বুকের 'পরে লবে টানি ॥

৪১

মালা হতে খসে-পড়া ফুলের একটি দল
মাথায় আমার ধরতে দাও, ওগো, ধরতে দাও।
ওই মাধুরীসরোবরের নাই যে কোথাও তল,
হোথায় আমায় ডুবতে দাও, ওগো, মরতে দাও॥
দাও গো মুছে আমার ভালে অপমানের লিখা ;
নিভৃতে আজ, বন্ধু, তোমার আপন হাতের টিকা
ললাটে মোর পরতে দাও, ওগো, পরতে দাও॥
বহুক তোমার ঝড়ের হাওয়া আমার ফুলবনে,
শুকনো পাতা মলিন কুসুম ঝরতে দাও।
পথ জুড়ে যা পড়ে আছে আমার এ জীবনে
দাও গো তাদের সরতে দাও, ওগো, সরতে দাও।
তোমার মহাভাণ্ডারেতে আছে অনেক ধন—
কুড়িয়ে বেড়াই মুঠা ভ'রে, ভরে না তায় মন,
অন্তরেতে জীবন আমার ভরতে দাও॥

৪২

এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে
কী উৎসবের লগনে॥
সব আলোটি কেমন ক'রে ফেল আমার মুখের 'পরে,
তুমি আপনি থাকো আলোর পিছনে॥
প্রেমটি যেদিন জ্বালি হৃদয়-গগনে
কী উৎসবের লগনে
সব আলো তার কেমন ক'রে পড়ে তোমার মুখের 'পরে,
আমি আপনি পড়ি আলোর পিছনে॥

৪৩

কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে
আজ ফাগুন-দিনের সকালে॥

তার বর্ণে তোমার নামের রেখা গন্ধে তোমার ছন্দ লেখা,
সেই মালাটি বেঁধেছি মোর কপালে
আজ ফাগুন-দিনের সকালে ॥
গানটি তোমার চলে এল আকাশে
আজ ফাগুন-দিনের বাতাসে।
ওগো, আমার নামটি তোমার সুরে কেমন করে দিলে জুড়ে
লুকিয়ে তুমি ওই গানেরই আড়ালে
আজ ফাগুন-দিনের সকালে ॥

৪৪

বল তো এইবারের মতো
প্রভু, তোমার আঙিনাতে তুলি আমার ফসল যত ॥
কিছু-বা ফল গেছে ঝরে, কিছু-বা ফল আছে ধরে,
বছর হয়ে এল গত—
রোদের দিনে ছায়ায় বসে বাজায় বাঁশি রাখাল যত ॥
হুকুম তুমি কর যদি
চৈত্র-হাওয়ায় পাল তুলে দিই— ওই-যে মেতে ওঠে নদী।
পার ক'রে নিই ভরা তরী, মাঠের যা কাজ সারা করি,
ঘরের কাজে হই গো রত—
এবার আমার মাথার বোঝা পায়ে তোমার করি নত ॥

৪৫

তোমায় নতুন করে পাব ব'লে হারাই ক্ষণে-ক্ষণ
ও মোর ভালোবাসার ধন।
দেখা দেবে ব'লে তুমি হও যে অদর্শন
ও মোর ভালোবাসার ধন ॥
ওগো, তুমি আমার নও আড়ালের, তুমি আমার চিরকালের-
ক্ষণকালের লীলার স্রোতে হও যে নিমগন

ও মোর ভালোবাসার ধন ॥

আমি তোমায় যখন খুঁজে ফিরি ভয়ে কাঁপে মন—

প্রেমে আমার ঢেউ লাগে তখন।

তোমার শেষ নাহি, তাই শূন্য সেজে শেষ করে দাও আপনাকে যে—

ওই হাসিরে দেয় ধুয়ে মোর বিরহের রোদন

ও মোর ভালোবাসার ধন ॥

৪৬

ধীরে বন্ধু, ধীরে ধীরে

চলো তোমার বিজনমন্দিরে ॥

জানি নে পথ, নাই যে আলো, ভিতর বাহির কালোয় কালো,

তোমার চরণশব্দ বরণ করেছি

আজ এই অরণ্যগভীরে ॥

ধীরে বন্ধু, ধীরে ধীরে

চলো অন্ধকারের তীরে তীরে।

চলব আমি নিশীথরাতে তোমার হাওয়ার ইশারাতে,

তোমার বসনগন্ধ বরণ করেছি

আজ এই বসন্তসমীরে ॥

৪৭

এবার আমায় ডাকলে দূরে

সাগর-পারের গোপন পুরে ॥

বোঝা আমার নামিয়েছি যে, সঙ্গে আমায় নাও গো নিজে,

স্তব্ধ রাতের স্নিগ্ধ সুধা পান করাবে তৃষ্ণাতুরে ॥

আমার সন্ধ্যাফুলের মধু

এবার যে ভোগ করবে বঁধু।

তারার আলোর প্রদীপখানি প্রাণে আমার জ্বালবে আনি,

আমার যত কথা ছিল ভেসে যাবে তোমার সুরে ॥

৪৮

দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল
বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল ॥
মিলনের পাত্রটি পূর্ণ যে বিচ্ছেদ -বেদনায় ;
অর্পিনু হাতে তার, খেদ নাই আর মোর খেদ নাই ॥
বহুদিনবঞ্চিত অন্তরে সঞ্চিত কী আশা,
চক্ষের নিমেষেই মিটল সে পরশের তিয়াষা।
এত দিনে জানলেম যে কাঁদন কাঁদলেম সে কাহার জন্য।
ধন্য এ জাগরণ, ধন্য এ ক্রন্দন, ধন্য রে ধন্য ॥

৪৯

সে দিনে আপদ আমার যাবে কেটে
পুলকে হৃদয় যেদিন পড়বে ফেটে ॥
তখন তোমার গন্ধ তোমার মধু আপনি বাহির হবে বঁধু হে,
তারে আমার ব'লে ছলে বলে কে বলো আর রাখবে এঁটে ॥
আমারে নিখিল ভুবন দেখছে চেয়ে রাত্রিদিবা।
আমি কি জানি নে তার অর্থ কিবা!
তারা যে জানে আমার চিত্তকোষে অমৃতরূপ আছে বসে গো—
তারেই প্রকাশ করি, আপনি মরি, তবে আমার দুঃখ মেটে ॥

৫০

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাই নি।
তোমায় দেখতে আমি পাই নি।
বাহির-পানে চোখ মেলেছি, আমার হৃদয়-পানে চাই নি ॥
আমার সকল ভালোবাসায় সকল আঘাত সকল আশায়
তুমি ছিলে আমার কাছে তোমার কাছে যাই নি ॥
তুমি মোর আনন্দ হয়ে ছিলে আমার খেলায়—
আনন্দে তাই ভুলেছিলেম, কেটেছে দিন হেলায়।
গোপন রহি গভীর প্রাণে আমার দুঃখসুখের গানে

সুর দিয়েছ তুমি, আমি তোমার গান তো গাই নি ॥

৫১

কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না শুকনো ধুলো যত !
কে জানিত আসবে তুমি গো অনাহূতের মতো ॥
পার হয়ে এসেছ মরু, নাই যে সেথায় ছায়াতরু—
পথের দুঃখ দিলেম তোমায় গো এমন ভাগ্যহত ॥
আলসেতে বসে ছিলেম আমি আপন ঘরের ছায়ে,
জানি নাই যে তোমায় কত ব্যথা বাজবে পায়ে পায়ে।
ওই বেদনা আমার বুকে বেজেছিল গোপন দুখে—
দাগ দিয়েছে মর্মে আমার গো গভীর হৃদয়ক্ষত ॥

৫২

আমায় বাঁধবে যদি কাজের ডোরে
কেন পাগল কর এমন ক'রে ?।
বাতাস আনে কেন জানি কোন্ গগনের গোপন বাণী,
পরানখানি দেয় যে ভ'রে ॥
সোনার আলো কেমনে হে, রক্তে নাচে সকল দেহে।
কারে পাঠাও ক্ষণে ক্ষণে আমার খোলা বাতায়নে,
সকল হৃদয় লয় যে হ'রে ॥

৫৩

ওদের সাথে মেলাও যারা চরায় তোমার ধেনু,
তোমার নামে বাজায় যারা বেণু ॥
পাষাণ দিয়ে বাঁধা ঘাটে এই-যে কোলাহলের হাটে
কেন আমি কিসের লোভে এনু ॥
ওরা কী ডাক ডাকে বনের পাতাগুলি, কার ইশারা -তৃণের অঙ্গুলি !
প্রাণেশ আমার লীলাভরে খেলেন প্রাণের খেলাঘরে,
পাখির মুখে এই-যে খবর পেনু ॥

৫৪

আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তব—
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ, জীবন নব নব ॥
কত-যে গিরি কত-যে নদী -তীরে
বেড়ালে বহি ছোটো এ বাঁশিটিরে,
কত-যে তান বাজালে ফিরে ফিরে
কাহারে তাহা কব ॥
তোমারি ওই অমৃতপরশে আমার হিয়াখানি
হারালো সীমা বিপুল হরষে, উথলি উঠে বাণী।
আমার শুধু একটি মুঠি ভরি
দিতেছ দান দিবস-বিভাবরী—
হল না সারা কত-না যুগ ধরি
কেবলই আমি লব ॥

৫৫

প্রভু, বলো বলো কবে
তোমার পথের ধুলার রঙে রঙে আঁচল রঙিন হবে।
তোমার বনের রাঙা ধূলি ফুটায় পূজার কুসুমগুলি,
সেই ধূলি হায় কখন্ আমায় আপন করি লবে?
প্রণাম দিতে চরণতলে ধুলার কাঙাল যাত্রীদলে
চলে যারা, আপন ব'লে চিনবে আমায় সবে ॥

৫৬

আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে
তোমার ভাবনা তারার মতন রাজে ॥
নিভৃত মনের বনের ছায়াটি ঘিরে
না-দেখা ফুলের গোপন গন্ধ ফিরে,
আমার লুকায় বেদনা অঝরা অশ্রুনীরে—
অশ্রুত বাঁশি হৃদয়গহনে বাজে ॥

ক্ষণে ক্ষণে আমি না জেনে করেছি দান
তোমায় আমার গান।
পরানের সাজি সাজাই খেলার ফুলে,
জানি না কখন নিজে বেছে লও তুলে—
তুমি অলখ আলোকে নীরবে দুয়ার খুলে
প্রাণের পরশ দিয়ে যাও মোর কাজে॥

৫৭

আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে দোলাও,
কে আমারে কী-যে বলে ভোলাও ভোলাও॥
ওরা কেবল কথার পাকে নিত্য আমায় বেঁধে রাখে,
বাঁশির ডাকে সকল বাঁধন খোলাও॥
মনে পড়ে, কত-না দিন রাতি
আমি ছিলেম তোমার খেলার সাথি।
আজকে তুমি তেমনি ক'রে সামনে তোমার রাখো ধরে,
আমার প্রাণে খেলার সে ঢেউ তোলাও॥

৫৮

ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে
ও বন্ধু আমার!
না পেয়ে তোমার দেখা, একা একা দিন যে আমার কাটে না রে॥
বুঝি গো রাত পোহালো,
বুঝি ওই রবির আলো
আভাসে দেখা দিল গগন-পারে—
সমুখে ওই হেরি পথ, তোমার কি রথ পৌঁছবে না মোর দুয়ারে॥
আকাশের যত তারা
চেয়ে রয় নিমেষহারা,
বসে রয় রাত-প্রভাতের পথের ধারে।
তোমারি দেখা পেলে সকল ফেলে ডুববে আলোক-পারাবারে।

প্রভাতের পথিক সবে
এল কি কলরবে—
গেল কি গান গেয়ে ওই সারে সারে!
বুঝি-বা ফুল ফুটেছে, সুর উঠেছে অরুণবীণার তারে তারে॥

৫৯

তোমায় কিছু দেব ব'লে চায় যে আমার মন,
নাই-বা তোমার থাকল প্রয়োজন॥
যখন তোমার পেলেম দেখা, অন্ধকারে একা একা
ফিরতেছিলে বিজন গভীর বন।
ইচ্ছা ছিল একটি বাতি জ্বালাই তোমার পথে,
নাই-বা তোমার থাকল প্রয়োজন॥
দেখেছিলেম হাটের লোকে তোমারে দেয় গালি,
গায়ে তোমার ছড়ায় ধুলাবালি।
অপমানের পথের মাঝে তোমার বীণা নিত্য বাজে
আপন-সুরে-আপনি-নিমগন।
ইচ্ছা ছিল বরণমালা পরাই তোমার গলে,
নাই-বা তোমার থাকল প্রয়োজন॥
দলে দলে আসে লোকে, রচে তোমার স্তব—
নানা ভাষায় নানান কলরব।
ভিক্ষা লাগি তোমার দ্বারে আঘাত করে বারে বারে
কত-যে শাপ, কত-যে ক্রন্দন।
ইচ্ছা ছিল বিনা পণে আপনাকে দিই পায়ে,
নাই-বা তোমার থাকল প্রয়োজন॥

৬০

আমায় অভিমানের বদলে আজ নেব তোমার মালা।
আজ নিশিশেষে শেষ করে দিই চোখের জলের পালা॥

আমার কঠিন হৃদয়টারে ফেলে দিলেম পথের ধারে,
তোমার চরণ দেবে তারে মধুর পরশ পাষাণ-গালা ॥
ছিল আমার আঁধারখানি, তারে তুমিই নিলে টানি,
তোমার প্রেম এল যে আগুন হয়ে— করল তারে আলা।
সেই-যে আমার কাছে আমি ছিল সবার চেয়ে দামি,
তারে উজাড় করে সাজিয়ে দিলেম তোমার বরণডালা ॥

৬১

তুমি খুশি থাক আমার পানে চেয়ে চেয়ে
তোমার আঙিনাতে বেড়াই যখন গেয়ে গেয়ে ॥
তোমার পরশ আমার মাঝে সুরে সুরে বুকে বাজে,
সেই আনন্দ নাচায় ছন্দ বিশ্বভুবন ছেয়ে ছেয়ে ॥
ফিরে ফিরে চিত্তবীণায় দাও যে নাড়া,
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া দেয় সে সাড়া।
তোমার আঁধার তোমার আলো দুই আমারে লাগল ভালো—
আমার হাসি বেড়ায় ভাসি তোমার হাসি বেয়ে বেয়ে ॥

৬২

আমার সকল রসের ধারা
তোমাতে আজ হোক-না হারা ॥
জীবন জুড়ে লাগুক পরশ, ভুবন ব্যেপে জাগুক হরষ,
তোমার রূপে মরুক ডুবে আমার দুটি আঁখিতারা ॥
হারিয়ে-যাওয়া মনটি আমার
ফিরিয়ে তুমি আনলে আবার ॥
ছড়িয়ে-পড়া আশাগুলি কুড়িয়ে তুমি লও গো তুলি,
গলার হারে দোলাও তারে গাঁথা তোমার ক'রে সারা ॥

৬৩

রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে
তোমায় আমায় দেখা হল সেই মোহানার ধারে ॥

সেইখানেতে সাদায় কালোয় মিলে গেছে আঁধার আলোয়—
সেইখানেতে ঢেউ ছুটেছে এ পারে ওই পারে ॥
নিতলনীল নীরব-মাঝে বাজল গভীর বাণী,
নিকষেতে উঠল ফুটে সোনার রেখাখানি।
মুখের পানে তাকাতে যাই, দেখি-দেখি দেখতে না পাই—
স্বপন-সাথে জড়িয়ে জাগা, কাঁদি আকুল ধারে ॥

৬৪

আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে
তখন কে তুমি তা কে জানত।
তখন ছিল না ভয়, ছিল না লাজ মনে,
জীবন বহে যেত অশান্ত ॥
তুমি ভোরের বেলা ডাক দিয়েছ কত
যেন আমার আপন সখার মতো,
হেসে তোমার সাথে ফিরেছিলেম ছুটে
সে দিন কত-না বন-বনান্ত ॥
ওগো, সেদিন তুমি গাইতে যে-সব গান
কোনো অর্থ তাহার কে জানত।
শুধু সঙ্গে তারি গাইত আমার প্রাণ,
সদা নাচত হৃদয় অশান্ত।
হঠাৎ খেলার শেষে আজ কী দেখি ছবি—
স্তব্ধ আকাশ, নীরব শশী রবি,
তোমার চরণ-পানে নয়ন করি নত
ভুবন দাঁড়িয়ে আছে একান্ত ॥

৬৫

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর—
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর ॥
কত বর্ণে কত গন্ধে কত গানে কত ছন্দে

অরূপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর ॥
তোমায় আমায় মিলন হলে সকলই যায় খুলে,
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নাই তো ছায়া, আমার মাঝে পায় সে কায়া,
হয় সে আমার অশ্রুজলে সুন্দরবিধুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর ॥

৬৬

আজি যত তারা তব আকাশে
সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে ॥
নিখিল তোমার এসেছে ছুটিয়া, মোর মাঝে আজি পড়েছে টুটিয়া হে,
তব নিকুঞ্জের মঞ্জরী যত আমারি অঙ্গে বিকাশে ॥
দিকে দিগন্তে যত আনন্দ লভিয়াছে এক গভীর গন্ধ,
আমার চিত্তে মিলি একত্রে তোমার মন্দিরে উছাসে।
আজি কোনোখানে কারেও না জানি,
শুনিতে না পাই আজি কারো বাণী হে,
নিখিল নিশ্বাস আজি এ বক্ষে বাঁশরির সুরে বিলাসে ॥

৬৭

আমি কেমন করিয়া জানাব আমার জুড়ালো হৃদয় জুড়ালো—
আমার জুড়ালো হৃদয় প্রভাতে।
আমি কেমন করিয়া জানাব আমার পরান কী নিধি কুড়ালো—
ডুবিয়া নিবিড় গভীর শোভাতে ॥
আজ গিয়েছি সবার মাঝারে, সেথায় দেখেছি আলোক-আসনে—
দেখেছি আমার হৃদয়রাজারে।
আমি দুয়েকটি কথা কয়েছি তা সনে সে নীরব সভা-মাঝারে—
দেখেছি চিরজনমের রাজারে ॥
এই বাতাস আমারে হৃদয়ে লয়েছে, আলোক আমার তনুতে

কেমনে মিলে গেছে মোর তনুতে—
তাই এ গগন-ভরা প্রভাত পশিল আমার অণুতে অণুতে।
আজ ত্রিভুবন-জোড়া কাহার বক্ষে দেহ মন মোর ফুরালো—
যেন রে নিঃশেষে আজি ফুরালো।
আজ যেখানে যা হেরি সকলেরই মাঝে জুড়ালো জীবন জুড়ালো—
আমার আদি ও অন্ত জুড়ালো॥

৬৮

প্রভু আমার, প্রিয় আমার পরম ধন হে।
চিরপথের সঙ্গী আমার চিরজীবন হে॥
তৃপ্তি আমার, অতৃপ্তি মোর, মুক্তি আমার, বন্ধনডোর,
দুঃখসুখের চরম আমার জীবন মরণ হে॥
আমার সকল গতির মাঝে পরম গতি হে,
নিত্য প্রেমের ধামে আমার পরম পতি হে।
ওগো সবার, ওগো আমার, বিশ্ব হতে চিত্তে বিহার—
অন্তবিহীন লীলা তোমার নূতন নূতন হে॥

৬৯

তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার।
তুমি সুখ, তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃতপাথার॥
তুমিই তো আনন্দলোক, জুড়াও প্রাণ, নাশো শোক,
তাপহরণ তোমার চরণ অসীমশরণ দীনজনার॥

৭০

ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি,
ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি।
ও নয়নের আলো, ও রসনার মধু,
ও রতনের হার, ও পরানের বঁধু।

ও অপরূপ রূপ, ও মনোহর কথা,
ও চরমের সুখ, ও মরমের ব্যথা।
ও ভিখারির ধন, ও অবোলার বোল—
ও জনমের দোলা, ও মরণের কোল॥

৭১

আমার মাঝে তোমারি মায়া জাগালে তুমি কবি।
আপন-মনে আমারি পটে আঁকো মানস ছবি॥
তাপস তুমি ধেয়ানে তব কী দেখ মোরে কেমনে কব,
আপন-মনে মেঘস্বপন আপনি রচ রবি।
তোমার জটে আমি তোমারি ভাবের জাহ্নবী॥
তোমারি সোনা বোঝাই হল, আমি তো তার ভেলা—
নিজেরে তুমি ভোলাবে ব'লে আমারে নিয়ে খেলা।
কণ্ঠে মম কী কথা শোন অর্থ আমি বুঝি না কোনো,
বীণাতে মোর কাঁদিয়া ওঠে তোমারি ভৈরবী।
মুকুল মম সুবাসে তব গোপনে সৌরভী॥

৭২

ভুলে যাই থেকে থেকে
তোমার আসন-'পরে বসাতে চাও নাম আমাদের হেঁকে হেঁকে॥
দ্বারী মোদের চেনে না যে, বাধা দেয় পথের মাঝে॥
বাহিরে দাঁড়িয়ে আছি, লও ভিতরে ডেকে ডেকে॥
মোদের প্রাণ দিয়েছ আপন হাতে, মান দিয়েছ তারি সাথে।
থেকেও সে মান থাকে না যে লোভে আর ভয়ে লাজে—
ম্লান হয় দিনে দিনে যায় ধুলাতে ঢেকে ঢেকে॥

৭৩

তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে,
আমার প্রাণে নইলে সে কি কোথাও ধরবে?।

এই-যে আলো সূর্যে গ্রহে তারায় ঝ'রে পড়ে শতলক্ষ ধারায়,
পূর্ণ হবে এ প্রাণ যখন ভরবে ॥
তোমার ফুলে যে রঙ ঘুমের মতো লাগল
আমার মনে লেগে তবে সে যে জাগল গো।
যে প্রেম কাঁপায় বিশ্ববীণায় পুলকে সঙ্গীতে সে উঠবে ভেসে পলকে
যে দিন আমার সকল হৃদয় হরবে ॥

৭৪

এরে ভিখারি সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে,
হাসিতে আকাশ ভরিলে ॥
পথে পথে ফেরে, দ্বারে দ্বারে যায়, ঝুলি ভরি রাখে যাহা-কিছু পায়—
কতবার তুমি পথে এসে, হায়, ভিক্ষার ধন হরিলে ॥
ভেবেছিল চির-কাঙাল সে এই ভুবনে, কাঙাল মরণে জীবনে।
ওগো মহারাজা, বড়ো ভয়ে ভয়ে দিনশেষে এল তোমারি আলয়ে—
আধেক আসনে তারে ডেকে লয়ে নিজ মালা দিয়ে বরিলে ॥

৭৫

আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।
এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা ॥
কত জনম-মরণেতে তোমারি ওই চরণেতে
আপনাকে যে দেব, তবু বাড়বে দেনা ॥
আমারে যে নামতে হবে ঘাটে ঘাটে,
বারে বারে এই ভুবনের প্রাণের হাটে।
ব্যবসা মোর তোমার সাথে চলবে বেড়ে দিনে রাতে,
আপনা নিয়ে করব যতই বেচা কেনা ॥

৭৬

তুমি যে এসেছ মোর ভবনে রব উঠেছে ভুবনে ॥
নহিলে ফুলে কিসের রঙ লেগেছে, গগনে কোন্ গান জেগেছে,
কোন্ পরিমল পবনে ॥

দিয়ে দুঃখসুখের বেদনা আমায় তোমার সাধনা।
আমার ব্যথায় ব্যথায় পা ফেলিয়া এলে তোমার সুর মেলিয়া,
এলে আমার জীবনে ॥

৭৭

তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভ'রে,
নিশিদিন অনিমেষে দেখছ মোরে।
আমি চোখ এই আলোকে মেলব যবে
তোমার ওই চেয়ে-দেখা সফল হবে,
এ আকাশ দিন গুনিছে তারি তরে ॥
ফাগুনের কুসুম-ফোটা হবে ফাঁকি
আমার এই একটি কুঁড়ি রইলে বাকি।
সে দিনে ধন্য হবে তারার মালা
তোমার এই লোকে লোকে প্রদীপ জ্বালা
আমার এই আঁধারটুকু ঘুচলে পরে ॥

৭৮

আমার বাণী আমার প্রাণে লাগে—
যত তোমায় ডাকি, আমার আপন হৃদয় জাগে ॥
শুধু তোমায় চাওয়া সেও আমার পাওয়া,
তাই তো পরান পরানপণে হাত বাড়িয়ে মাগে ॥
হায় অশক্ত, ভয়ে থাকিস পিছে।
লাগলে সেবায় অশক্তি তোর আপনি হবে মিছে।
পথ দেখাবার তরে যাব কাহার ঘরে—
যেমনি আমি চলি, তোমার প্রদীপ চলে আগে ॥

৭৯

অসীম ধন তো আছে তোমার, তাহে সাধ না মেটে।
নিতে চাও তা আমার হাতে কণায় কণায় বেঁটে ॥

দিয়ে রতন মণি, দিয়ে   তোমার রতন মণি   আমায় করলে ধনী—
এখন দ্বারে এসে ডাকো, রয়েছি দ্বার এঁটে ॥
আমায় তুমি করবে দাতা, আপনি ভিক্ষু হবে—
বিশ্বভুবন মাতল যে তাই হাসির কলরবে।
তুমি রইবে না ওই রথে, তুমি রইবে না ওই রথে নামবে ধুলাপথে
যুগ-যুগান্ত আমার সাথে চলবে হেঁটে হেঁটে ॥

৮০

যদি   আমায় তুমি বাঁচাও, তবে
তোমার নিখিল ভুবন ধন্য হবে ॥
যদি   আমার মনের মলিন কালী ঘুচাও পুণ্যসলিল ঢালি
তোমার চন্দ্র সূর্য নূতন আলোয় জাগবে জ্যোতির মহোৎসবে ॥
আজও   ফোটে নি মোর শোভার কুঁড়ি,
তারি   বিষাদ আছে জগৎ জুড়ি।
যদি   নিশার তিমির গিয়ে টুটে আমার হৃদয় জেগে ওঠে,
তবে   মুখর হবে সকল আকাশ আনন্দময় গানের রবে ॥

৮১

যিনি সকল কাজের কাজী মোরা তাঁরি কাজের সঙ্গী।
যাঁর নানা রঙের রঙ্গ মোরা তাঁরি রসের রঙ্গী ॥
তাঁর   বিপুল ছন্দে ছন্দে
মোরা যাই চলে আনন্দে,
তিনি যেমনি বাজান ভেরী মোদের তেমনি নাচের ভঙ্গী ॥
এই   জন্ম-মরণ-খেলায়
মোরা মিলি তাঁরি মেলায়,
এই দুঃখসুখের জীবন মোদের তাঁরি খেলার অঙ্গী।
ওরে   ডাকেন তিনি যবে
তাঁর   জলদ-মন্দ্র রবে
ছুটি পথের কাঁটা পায়ে দ'লে সাগর গিরি লঙ্ঘি ॥

৮২

আমরা তারেই জানি তারেই জানি সাথের সাথি,
তারেই করি টানাটানি দিবারাতি ॥
সঙ্গে তারি চরাই ধেনু,
বাজাই বেণু,
তারি লাগি বটের ছায়ায় আসন পাতি ॥
তারে হালের মাঝি করি
চালাই তরী,
ঝড়ের বেলায় ঢেউয়ের খেলায় মাতামাতি।
সারা দিনের কাজ ফুরালে
সন্ধ্যাকালে
তাহারি পথ চেয়ে ঘরে জ্বালাই বাতি ॥

৮৩

যা হবার তা হবে।
যে আমারে কাঁদায় সে কি অমনি ছেড়ে রবে ?।
পথ হতে যে ভুলিয়ে আনে পথ যে কোথায় সেই তা জানে,
ঘর যে ছাড়ায় হাত সে বাড়ায়— সেই তো ঘরে লবে ॥

৮৪

অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে।
কখন্ তুমি এলে, হে নাথ, মৃদু চরণপাতে ?।
ভেবেছিলেম, জীবনস্বামী, তোমায় বুঝি হারাই আমি—
আমায় তুমি হারাবে না বুঝেছি আজ রাতে ॥
যে নিশীথে আপন হাতে নিবিয়ে দিলেম আলো
তারি মাঝে তুমি তোমার ধ্রুবতারা জ্বালো।
তোমার পথে চলা যখন ঘুচে গেল, দেখি তখন
আপনি তুমি আমার পথে লুকিয়ে চল সাথে ॥

৮৫

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান ?।
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি,
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান ॥
আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র তব বাণী।
তারি সাথে, প্রভু, মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি—
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান ॥

৮৬

শুধু কি তার বেঁধেই তোর কাজ ফুরাবে
গুণী মোর, ও গুণী!
বাঁধা বীণা রইবে পড়ে এমনি ভাবে
গুণী মোর, ও গুণী!
তা হলে হার হল যে হার হল,
শুধু বাঁধাবাঁধিই সার হল গুণী মোর, ও গুণী!
বাঁধনে যদি তোমার হাত লাগে
তা হলেই সুর জাগে, গুণী মোর, ও গুণী!
না হলে ধুলায় প'ড়ে লাজ কুড়াবে ॥

৮৭

আমারে তুমি কিসের ছলে পাঠাবে দূরে,
আবার আমি চরণতলে আসিব ঘুরে ॥

সোহাগ করে করিছ হেলা টানিবে ব'লে দিতেছ ঠেলা—
হে রাজা, তব কেমন খেলা রাজ্য জুড়ে ॥

৮৮

সভায় তোমার থাকি সবার শাসনে,
আমার কণ্ঠে সেথায় সুর কেঁপে যায় ত্রাসনে ॥
তাকায় সকল লোকে,
তখন দেখতে না পাই চোখে
কোথায় অভয় হাসি হাসো আপন আসনে ॥
কবে আমার এ লজ্জাভয় খসাবে,
তোমার একলা ঘরের নিরালাতে বসাবে।
যা শোনাবার আছে
গাব ওই চরণের কাছে,
দ্বারের আড়াল হতে শোনে বা কেউ না-শোনে ॥

৮৯

তোমার প্রেমে ধন্য কর যারে সত্য ক'রে পায় সে আপনারে ॥
দুঃখে শোকে নিন্দা-পরিবাদে
চিত্ত তার ডোবে না অবসাদে,
টুটে না বল সংসারের ভারে ॥
পথে যে তার গৃহের বাণী বাজে, বিরাম জাগে কঠিন তার কাজে।
নিজেরে সে যে তোমারি মাঝে দেখে,
জীবন তার বাধায় নাহি ঠেকে,
দৃষ্টি তার আঁধার-পরপারে ॥

৯০

লুকিয়ে আস আঁধার রাতে, তুমি আমার বন্ধু!
লও যে টেনে কঠিন হাতে, তুমি আমার আনন্দ ॥

দুঃখরথের তুমিই রথী, তুমিই আমার বন্ধু।
তুমি সঙ্কট তুমিই ক্ষতি, তুমি আমার আনন্দ॥
শত্রু আমারে করো গো জয়, তুমিই আমার বন্ধু।
রুদ্র তুমি হে ভয়ের ভয়, তুমি আমার আনন্দ॥
বজ্র এসো হে বক্ষ চিরে, তুমিই আমার বন্ধু।
মৃত্যু লও হে বাঁধন ছিঁড়ে, তুমি আমার আনন্দ॥

৯১

তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে
খুঁজিতে আমার আপনারে?।
তোমারি যে ডাকে
কুসুম গোপন হতে বাহিরায় নগ্ন শাখে শাখে,
সেই ডাকে ডাকো আজি তারে॥
তোমারি সে ডাকে বাধা ভোলে,
শ্যামল গোপন প্রাণ ধূলি-অবগুণ্ঠন খোলে
সে ডাকে তোমারি
সহসা নবীন উষা আসে হাতে আলোকের ঝারি,
দেয় সাড়া ঘন অন্ধকারে॥

৯২

আলোকের এই ঝর্নাধারায় ধুইয়ে দাও।
আপনাকে এই লুকিয়ে-রাখা ধুলার ঢাকা ধুইয়ে দাও॥
যে জন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে
আজ এই সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে
এই অরুণ আলোর সোনার-কাঠি ছুঁইয়ে দাও।
বিশ্বহৃদয়-হতে-ধাওয়া আলোয়-পাগল প্রভাত হাওয়া,
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও॥

আজ নিখিলের আনন্দধারায় ধুইয়ে দাও,
মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা ধুইয়ে দাও।
আমার পরান-বীণায় ঘুমিয়ে আছে অমৃতগান—
তার নাইকো বাণী, নাইকো ছন্দ, নাইকো তান।
তারে আনন্দের এই জাগরণী ছুঁইয়ে দাও।
বিশ্বহৃদয়-হতে-ধাওয়া প্রাণে-পাগল গানের হাওয়া,
সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও॥

৯৩

এ অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল অন্ধকারে
ওহে অন্ধকারের স্বামী।
এসো নিবিড়, এসো গভীর, এসো জীবন-পারে
আমার চিত্তে এসো নামি।
এ দেহ মন মিলায়ে যাক, হইয়া যাক হারা
ওহে অন্ধকারের স্বামী।
বাসনা মোর, বিকৃতি মোর, আমার ইচ্ছাধারা
ওই চরণে যাক থামি।
নির্বাসনে বাঁধা আছি দুর্বাসনার ডোরে
ওহে অন্ধকারের স্বামী।
সব বাঁধনে তোমার সাথে বন্দী করো মোরে—
ওহে, আমি বাঁধন-কামী।
আমার প্রিয়, আমার শ্রেয়, আমার হে পরম,
ওহে অন্ধকারের স্বামী,
সকল ঝ'রে সকল ভ'রে আসুক সে চরম—
ওগো, মরুক-না এই আমি॥

৯৪

ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা
প্রভু, তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।

যায় যেন মোর সকল গভীর আশা

প্রভু, তোমার কানে, তোমার কানে, তোমার কানে ॥

চিত্ত মম যখন যেথা থাকে সাড়া যেন দেয় সে তব ডাকে,

যত বাঁধন সব টুটে গো যেন

প্রভু, তোমার টানে, তোমার টানে, তোমার টানে ॥

বাহিরের এই ভিক্ষা-ভরা থালি এবার যেন নিঃশেষে হয় খালি,

অন্তর মোর গোপনে যায় ভরে

প্রভু, তোমার দানে, তোমার দানে, তোমার দানে।

হে বন্ধু মোর, হে অন্তরতর, এ জীবনে যা-কিছু সুন্দর

সকলই আজ বেজে উঠুক সুরে

প্রভু, তোমার গানে, তোমার গানে, তোমার গানে ॥

৯৫

জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো।

সকল মাধুরী লুকায়ে যায়, গীতসুধারসে এসো ॥

কর্ম যখন প্রবল-আকার গরজি উঠিয়া ঢাকে চারি ধার

হৃদয়প্রান্তে, হে জীবননাথ, শান্ত চরণে এসো ॥

আপনারে যবে করিয়া কৃপণ কোণে পড়ে থাকে দীনহীন মন

দুয়ার খুলিয়া, হে উদার নাথ, রাজসমারোহে এসো।

বাসনা যখন বিপুল ধুলায় অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়,

ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র, রুদ্র আলোকে এসো ॥

৯৬

পাত্রখানা যায় যদি যাক ভেঙেচুরে—

আছে অঞ্জলি মোর, প্রসাদ দিয়ে দাও-না পূরে ॥

সহজ সুখের সুধা তাহার মূল্য তো নাই,

ছড়াছড়ি যায় সে-যে ওই যেখানে চাই—

বড়ো-আপন কাছের জিনিস রইল দূরে।
হৃদয় আমার সহজ সুধায় দাও-না পূরে॥
বারে বারে চাইব না আর মিথ্যা টানে
ভাঙন-ধরা আঁধার-করা পিছন-পানে।
বাসা বাঁধার বাঁধনখানা যাক-না টুটে,
অবাধ পথের শূন্যে আমি চলব ছুটে।
শূন্য-ভরা তোমার বাঁশির সুরে সুরে
হৃদয় আমার সহজ সুধায় দাও-না পূরে॥

৯৭

গাব তোমার সুরে দাও সে বীণাযন্ত্র,
শুনব তোমার বাণী দাও সে অমর মন্ত্র।
করব তোমার সেবা দাও সে পরম শক্তি,
চাইব তোমার মুখে দাও সে অচল ভক্তি॥
সইব তোমার আঘাত দাও সে বিপুল ধৈর্য,
বইব তোমার ধ্বজা দাও সে অটল স্থৈর্য॥
নেব সকল বিশ্ব দাও সে প্রবল প্রাণ,
করব আমায় নিঃস্ব দাও সে প্রেমের দান॥
যাব তোমার সাথে দাও সে দখিন হস্ত,
লড়ব তোমার রণে দাও সে তোমার অস্ত্র॥
জাগব তোমার সত্যে দাও সেই আহ্বান।
ছাড়ব সুখের দাস্য, দাও দাও কল্যাণ॥

৯৮

শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে, পড়ুক ঝরে
তোমারি সুরটি আমার মুখের 'পরে, বুকের 'পরে॥
পুরবের আলোর সাথে পড়ুক প্রাতে দুই নয়ানে—
নিশীথের অন্ধকারে গভীর ধারে পড়ুক প্রাণে।
নিশিদিন এই জীবনের সুখের 'পরে দুখের 'পরে

শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে, পড়ুক ঝরে।
যে শাখায় ফুল ফোটে না, ফল ধরে না একেবারে,
তোমার ওই বাদল-বায়ে দিক জাগায়ে সেই শাখারে।
যা-কিছু জীর্ণ আমার, দীর্ণ আমার, জীবনহারা,
তাহারি স্তরে স্তরে পড়ুক ঝরে সুরের ধারা।
নিশিদিন এই জীবনের তৃষার 'পরে, ভুখের 'পরে
শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে, পড়ুক ঝরে॥

৯৯

বাজাও আমারে বাজাও

বাজালে যে সুরে প্রভাত-আলোরে সেই সুরে মোরে বাজাও॥
যে সুর ভরিলে ভাষাভোলা গীতে শিশুর নবীন জীবনবাঁশিতে
জননীর-মুখ-তাকানো হাসিতে— সেই সুরে মোরে বাজাও॥
সাজাও আমারে সাজাও।
যে সাজে সাজালে ধরার ধূলিরে সেই সাজে মোরে সাজাও।
সন্ধ্যামালতী সাজে যে ছন্দে শুধু আপনারই গোপন গন্ধে,
যে সাজ নিজেরে ভোলে আনন্দে— সেই সাজে মোরে সাজাও॥

১০০

তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার করিয়া দিয়েছ সোজা।
আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি সকলই হয়েছে বোঝা।
এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু, নামাও—
ভারের বেগেতে চলেছি কোথায়, এ যাত্রা তুমি থামাও॥
আপনি যে দুখ ডেকে আনি সে-যে জ্বালায় বজ্রানলে—
অঙ্গার ক'রে রেখে যায়, সেথা কোনো ফল নাহি ফলে।
তুমি যাহা দাও সে-যে দুঃখের দান
শ্রাবণধারায় বেদনার রসে সার্থক করে প্রাণ॥
যেখানে যা-কিছু পেয়েছি কেবলই সকলই করেছি জমা—

যে দেখে সে আজ মাগে-যে হিসাব, কেহ নাহি করে ক্ষমা
এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু, নামাও—
ভারের বেগেতে ঠেলিয়া চলেছি, এ যাত্রা মোর থামাও ॥

১০১

দাঁড়াও আমার আঁখির আগে।
তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে ॥
সমুখ-আকাশে চরাচরলোকে এই অপরূপ আকুল আলোকে দাঁড়াও হে,
আমার পরান পলকে পলকে চোখে চোখে তব দরশ মাগে ॥
এই-যে ধরণী চেয়ে ব'সে আছে ইহার মাধুরী বাড়াও হে।
ধুলায় বিছানো শ্যাম অঞ্চলে দাঁড়াও হে নাথ, দাঁড়াও হে।
যাহা-কিছু আছে সকলই ঝাঁপিয়া, ভুবন ছাপিয়া, জীবন ব্যাপিয়া দাঁড়াও হে।
দাঁড়াও যেখানে বিরহী এ হিয়া তোমারি লাগিয়া একেলা জাগে ॥

১০২

যদি এ আমার হৃদয়দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু
দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর প্রাণে, ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু ॥
যদি কোনো দিন এ বীণার তারে তব প্রিয়নাম নাহি ঝঙ্কারে
দয়া ক'রে তবু রহিয়ো দাঁড়ায়ে, ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু ॥
যদি কোনো দিন তোমার আহ্বানে সুপ্তি আমার চেতনা না মানে
বজ্রবেদনে জাগায়ো আমারে, ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।
যদি কোনো দিন তোমার আসনে আর-কাহারেও বসাই যতনে,
চিরদিবসের হে রাজা আমার, ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু ॥

১০৩

তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো।
তোমারি আসন হৃদয়পদ্মে রাজে যেন সদা রাজে গো ॥
তব নন্দনগন্ধমোদিত ফিরি সুন্দর ভুবনে
তব পদরেণু মাখি লয়ে তনু সাজে যেন সদা সাজে গো ॥

সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন তব মঙ্গলমন্ত্রে,
বিকাশে মাধুরী হৃদয়ে বাহিরে তব সঙ্গীতছন্দে।
তব নির্মল নীরব হাস্য হেরি অম্বর ব্যাপিয়া
তব গৌরবে সকল গর্ব লাজে যেন সদা লাজে গো॥

১০৪

চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে, নিয়ো না, নিয়ো না সরায়ে—
জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে বক্ষে ধরিব জড়ায়ে॥
স্খলিত শিথিল কামনার ভার বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর—
নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিয়ো হার, ফেলো না আমারে ছড়ায়ে॥
চিরপিপাসিত বাসনা বেদনা বাঁচাও তাহারে মারিয়া।
শেষ জয়ে যেন হয় সে বিজয়ী তোমারি কাছেতে হারিয়া।
বিকায়ে বিকায়ে দীন আপনারে পারি না ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে—
তোমারি করিয়া নিয়ো গো আমারে বরণের মালা পরায়ে॥

১০৫

তোমারি নাম বলব নানা ছলে,
বলব একা বসে আপন মনের ছায়াতলে॥
বলব বিনা ভাষায়, বলব বিনা আশায়,
বলব মুখের হাসি দিয়ে, বলব চোখের জলে॥
বিনা প্রয়োজনের ডাকে ডাকব তোমার নাম,
সেই ডাকে মোর শুধু-শুধুই পূরবে মনস্কাম।
শিশু যেমন মাকে নামের নেশায় ডাকে,
বলতে পারে এই সুখেতেই মায়ের নাম সে বলে॥

১০৬

আমার এ ঘরে আপনার করে গৃহদীপখানি জ্বালো হে।
সব দুখশোক সার্থক হোক লভিয়া তোমারি আলো হে॥

কোণে কোণে যত লুকানো আঁধার মিলাবে ধন্য হয়ে,
তোমারি পুণ্য আলোকে বসিয়া সবারে বাসিব ভালো হে ॥
পরশমণির প্রদীপ তোমার, অচপল তার জ্যোতি
সোনা ক'রে লবে পলকে আমার সকল কলঙ্ক কালো।
আমি যত দীপ জালিয়াছি তাহে শুধু জ্বালা, শুধু কালী—
আমার ঘরের দুয়ারে শিয়রে তোমারি কিরণ ঢালো হে ॥

১০৭

সংসারে তুমি রাখিলে মোরে যে ঘরে
সেই ঘরে রব সকল দুঃখ ভুলিয়া।
করুণা করিয়া নিশিদিন নিজ করে
রাখিয়ো তাহার একটি দুয়ার খুলিয়া ॥
মোর সব কাজে মোর সব অবসরে
সে দুয়ার রবে তোমারি প্রবেশ তরে,
সেথা হতে বায়ু বহিবে হৃদয় 'পরে
চরণ হইতে তব পদধূলি তুলিয়া ॥
যত আশ্রয় ভেঙে ভেঙে যায়, স্বামী,
এক আশ্রয়ে রহে যেন চিত লাগিয়া।
যে অনলতাপ যখনি সহিব আমি
এক নাম বুকে বার বার দেয় দাগিয়া।
যবে দুখদিনে শোকতাপ আসে প্রাণে
তোমারি আদেশ বহিয়া যেন সে আনে,
পরুষ বচন যতই আঘাত হানে
সকল আঘাতে তব সুর উঠে জাগিয়া ॥

১০৮

আমার মুখের কথা তোমার নাম দিয়ে দাও ধুয়ে,
আমার নীরবতায় তোমার নামটি রাখো থুয়ে।

রক্তধারার ছন্দে আমার দেহবীণার তার
বাজাক আনন্দে তোমার নামেরই ঝঙ্কার।
ঘুমের 'পরে জেগে থাকুক নামের তারা তব,
জাগরণের ভালে আঁকুক অরুণলেখা নব।
সব আকাঙ্ক্ষা আশায় তোমার নামটি জ্বলুক শিখা,
সকল ভালোবাসায় তোমার নামটি রহুক লিখা।
সকল কাজের শেষে তোমার নামটি উঠুক ফ'লে,
রাখব কেঁদে হেসে তোমার নামটি বুকে কোলে।
জীবনপদ্মে সঙ্গোপনে রবে নামের মধু,
তোমায় দিব মরণ-ক্ষণে তোমারি নাম বঁধু॥

১০৯

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে
মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।
তব ভুবনে তব ভবনে
মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান॥
আরো আলো আরো আলো
এই নয়নে, প্রভু, ঢালো।
সুরে সুরে বাঁশি পুরে
তুমি আরো আরো আরো দাও তান॥
আরো বেদনা আরো বেদনা,
প্রভু, দাও মোরে আরো চেতনা।
দ্বার ছুটায়ে বাধা টুটায়ে
মোরে করো ত্রাণ মোরে করো ত্রাণ।
আরো প্রেমে আরো প্রেমে
মোর আমি ডুবে যাক নেমে।
সুধাধারে আপনারে
তুমি আরো আরো আরো করো দান॥

১১০

বল দাও মোরে বল দাও, প্রাণে দাও মোর শকতি
সকল হৃদয় লুটায়ে তোমারে করিতে প্রণতি॥
সরল সুপথে ভ্রমিতে, সব অপকার ক্ষমিতে,
সকল গর্ব দমিতে খর্ব করিতে কুমতি॥
হৃদয়ে তোমারে বুঝিতে, জীবনে তোমারে পূজিতে,
তোমার মাঝারে খুঁজিতে চিত্তের চিরবসতি।
তব কাজ শিরে বহিতে, সংসারতাপ সহিতে,
ভবকোলাহলে রহিতে, নীরবে করিতে ভকতি॥
তোমার বিশ্বছবিতে তব প্রেমরূপ লভিতে,
গ্রহ-তারা-শশী-রবিতে হেরিতে তোমার আরতি।
বচনমনের অতীতে ডুবিতে তোমার জ্যোতিতে,
সুখে দুখে লাভে ক্ষতিতে শুনিতে তোমার ভারতী॥

১১১

অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে—
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো, সুন্দর করো হে॥
জাগ্রত করো, উদ্যত করো, নির্ভয় করো হে।
মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে॥
যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ।
সঞ্চার করো সকল কর্মে শান্ত তোমার ছন্দ।
চরণপদ্মে মম চিত নিস্পন্দিত করো হে।
নন্দিত করো, নন্দিত করো, নন্দিত করো হে॥

১১২

আমার বিচার তুমি করো তব আপন করে।
দিনের কর্ম আনিনু তোমার বিচারঘরে॥
যদি পূজা করি মিছা দেবতার, শিরে ধরি যদি মিথ্যা আচার,

যদি পাপমনে করি অবিচার কাহারো 'পরে,
আমার বিচার তুমি করো তব আপন করে॥
লোভে যদি কারে দিয়ে থাকি দুখ, ভয়ে হয়ে থাকি ধর্মবিমুখ,
পরের পীড়ায় পেয়ে থাকি সুখ ক্ষণেক-তরে—
তুমি যে জীবন দিয়েছ আমায় কলঙ্ক যদি দিয়ে থাকি তায়,
আপনি বিনাশ করি আপনায় মোহের ভরে,
আমার বিচার তুমি করো তব আপন করে॥

১১৩

তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী।
তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি, চরণে রাখি আশা—
দাও দুঃখ, দাও তাপ, সকলই সহিব আমি॥
তব প্রেম-আঁখি সতত জাগে, জেনেও না জানি।
ওই মঙ্গলরূপ ভুলি, তাই শোকসাগরে নামি॥
আনন্দময় তোমার বিশ্ব শোভাসুখপূর্ণ,
আমি আপন দোষে দুঃখ পাই বাসনা-অনুগামী॥
মোহবন্ধ ছিন্ন করো কঠিন আঘাতে,
অশ্রুসলিলধৌত হৃদয়ে থাকো দিবসযামী॥

১১৪

অন্ধজনে দেহো আলো, মৃতজনে দেহো প্রাণ—
তুমি করুণামৃতসিন্ধু করো করুণাকণা দান॥
শুষ্ক হৃদয় মম কঠিন পাষাণসম,
প্রেমসলিলধারে সিঞ্চহ শুষ্ক নয়ান॥
যে তোমারে ডাকে না হে তারে তুমি ডাকো-ডাকো।
তোমা হতে দূরে যে যায় তারে তুমি রাখো রাখো।
তৃষিত যেজন ফিরে তব সুধাসাগরতীরে
জুড়াও তাহারে স্নেহনীরে, সুধা করাও হে পান॥

তোমারে পেয়েছিনু যে, কখন্ হারানু অবহেলে,
কখন্ ঘুমাইনু হে, আঁধার হেরি আঁখি মেলে।
বিরহ জানাইব কায়, সান্ত্বনা কে দিবে হায়,
বরষ বরষ চলে যায়, হেরি নি প্রেমবয়ান—
দরশন দাও হে, দাও হে দাও, কাঁদে হৃদয় ম্রিয়মাণ॥

১১৫

হে মহাজীবন, হে মহামরণ, লইনু শরণ, লইনু শরণ॥
আঁধার প্রদীপে জ্বালাও শিখা,
পরাও পরাও জ্যোতির টিকা— করো হে আমার লজ্জাহরণ॥
পরশরতন তোমারি চরণ— লইনু শরণ, লইনু শরণ।
যা-কিছু মলিন, যা-কিছু কালো,
যা-কিছু বিরূপ হোক তা ভালো— ঘুচাও ঘুচাও সব আবরণ॥

১১৬

পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে।
পিছিয়ে পড়েছি আমি, যাব যে কী ক'রে?।
এসেছে নিবিড় নিশি, পথরেখা গেছে মিশি—
সাড়া দাও, সাড়া দাও আঁধারের ঘোরে॥
ভয় হয়, পাছে ঘুরে ঘুরে যত আমি যাই তত যাই চলে দূরে—
মনে করি আছ কাছে, তবু ভয় হয়, পাছে
আমি আছি তুমি নাই কালি নিশিভোরে॥

১১৭

দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া নিত্য কল্যাণ-কাজে হে।
ফিরিব আহ্বান মানিয়া তোমারি রাজ্যের মাঝে হে॥
মজিয়া অনুখন লালসে রব না পড়িয়া আলসে,
হয়েছে জর্জর জীবন ব্যর্থ দিবসের লাজে হে॥

আমারে রহে যেন না ঘিরি   সতত বহুতর সংশয়ে,
বিবিধ পথে যেন না ফিরি   বহুল-সংগ্রহ-আশয়ে।
অনেক নৃপতির শাসনে   না রহি শঙ্কিত আসনে,
ফিরিব নির্ভয়গৌরবে   তোমারি ভৃত্যের সাজে হে ॥

১১৮

ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়,
তবু জানো মন তোমারে চায় ॥
অন্তরে আছ অন্তর্যামী,
আমা চেয়ে আমায় জানিছ স্বামী—
সব সুখে দুখে ভুলে থাকায়
জানো মম মন তোমারে চায় ॥
ছাড়িতে পারি নি অহঙ্কারে,
ঘুরে মরি শিরে বহিয়া তারে,
ছাড়িতে পারিলে বাঁচি যে হায়—
তুমি জানো মন তোমারে চায়।
যা আছে আমার সকলই কবে
নিজ হাতে তুমি তুলিয়া লবে—
সব ছেড়ে সব পাব তোমায়।
মনে মনে মন তোমারে চায় ॥

১১৯

তোমারি সেবক করো হে আজি হতে আমারে।
চিত্ত-মাঝে দিবারাত   আদেশ তব দেহো নাথ,
তোমার কর্মে রাখো বিশ্বদুয়ারে ॥
করো ছিন্ন মোহপাশ   সকল লুব্ধ আশ,
লোকভয় দূর করি দাও দাও।
রত রাখো কল্যাণে   নীরবে নিরভিমানে,
মগ্ন করো আনন্দরসধারে ॥

১২০

তুমি এবার আমায় লহো হে নাথ, লহো।
এবার তুমি ফিরো না হে—
হৃদয় কেড়ে নিয়ে রহো॥
যে দিন গেছে তোমা বিনা তারে আর ফিরে চাহি না,
যাক সে ধুলাতে।
এখন তোমার আলোয় জীবন মেলে যেন জাগি অহরহ॥
কী আবেশে কিসের কথায় ফিরেছি হে যথায় তথায়
পথে প্রান্তরে,
এবার বুকের কাছে ও মুখ রেখে তোমার আপন বাণী কহো॥
কত কলুষ কত ফাঁকি এখনো যে আছে বাকি
মনের গোপনে,
আমায় তার লাগি আর ফিরায়ো না—
তারে আগুন দিয়ে দহো॥

১২১

হৃদয়ে তোমার দয়া যেন পাই।
সংসারে যা দিবে মানিব তাই,
হৃদয়ে তোমায় যেন পাই॥
তব দয়া জাগিবে স্মরণে
নিশিদিন জীবনে মরণে,
দুঃখে সুখে সম্পদে বিপদে তোমারি দয়া-পানে চাই—
তোমারি দয়া যেন পাই॥
তব দয়া শান্তির নীরে অন্তরে নামিবে ধীরে।
তব দয়া মঙ্গল-আলো
জীবন-আঁধারে জ্বালো—
প্রেমভক্তি মম সকল শক্তি মম তোমারি দয়ারূপে পাই,
আমার ব'লে কিছু নাই॥

১২২

ভুবনেশ্বর হে,
মোচন কর' বন্ধন সব মোচন কর' হে ॥
প্রভু, মোচন কর' ভয়,
সব দৈন্য করহ লয়,
নিত্য চকিত চঞ্চল চিত কর' নিঃসংশয় ।
তিমিররাত্রি, অন্ধ যাত্রী,
সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর' হে ॥
ভুবনেশ্বর হে,
মোচন কর' জড়বিষাদ মোচন কর' হে ।
প্রভু, তব প্রসন্ন মুখ
সব দুঃখ করুক সুখ,
ধূলিপতিত দুর্বল চিত করহ জাগরূক ।
তিমিররাত্রি, অন্ধ যাত্রী,
সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর' হে ॥
ভুবনেশ্বর হে,
মোচন কর' স্বার্থপাশ মোচন কর' হে ।
প্রভু, বিরস বিকল প্রাণ,
কর' প্রেমসলিল দান,
ক্ষতিপীড়িত শঙ্কিত চিত কর' সম্পদবান ।
তিমিররাত্রি, অন্ধ যাত্রী,
সমুখে তব দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধর' হে ॥

১২৩

আমার সত্য মিথ্যা সকলই ভুলায়ে দাও,
আমায় আনন্দে ভাসাও ॥
না চাহি তর্ক না চাহি যুক্তি, না জানি বন্ধ না জানি মুক্তি,

তোমার বিশ্বব্যাপিনী ইচ্ছা আমার অন্তরে জাগাও ॥
সকল বিশ্ব ডুবিয়া যাক শান্তিপাথারে,
সব সুখ দুখ থামিয়া যাক হৃদয়মাঝারে।
সকল বাক্য সকল শব্দ সকল চেষ্টা হউক স্তব্ধ—
তোমার চিত্তজয়িনী বাণী আমার অন্তরে শুনাও ॥

১২৪

ভয় হতে তব অভয়মাঝে নূতন জনম দাও হে ॥
দীনতা হতে অক্ষয় ধনে, সংশয় হতে সত্যসদনে,
জড়তা হতে নবীন জীবনে নূতন জনম দাও হে ॥
আমার ইচ্ছা হইতে, প্রভু, তোমার ইচ্ছামাঝে—
আমার স্বার্থ হইতে, প্রভু, তব মঙ্গলকাজে—
অনেক হইতে একের ডোরে, সুখদুখ হতে শান্তিক্রোড়ে—
আমা হতে, নাথ, তোমাতে মোরে নূতন জনম দাও হে ॥

১২৫

পাদপ্রান্তে রাখ' সেবকে,
শান্তিসদন সাধনধন দেবদেব হে ॥
সর্বলোকপরমশরণ, সকলমোহকলুষহরণ,
দুঃখতাপবিঘ্নতরণ, শোকশান্তস্নিগ্ধচরণ,
সত্যরূপ প্রেমরূপ হে,
দেবমনুজবন্দিতপদ বিশ্বভূপ হে ॥
হৃদয়ানন্দ পূর্ণ ইন্দু, তুমি অপার প্রেমসিন্ধু।
যাচে তৃষিত অমিয়বিন্দু, করুণালয় ভক্তবন্ধু
প্রেমনেত্রে চাহ' সেবকে,
বিকশিতদল চিত্তকমল হৃদয়দেব হে ॥
পুণ্যজ্যোতিপূর্ণ গগন, মধুর হেরি সকল ভুবন,
সুধাগন্ধমুদিত পবন, ধ্বনিতগীত হৃদয়ভবন।

এস' এস' শূন্য জীবনে,
মিটাও আশ সব তিয়াষ অমৃতপ্লাবনে ॥
দেহ' জ্ঞান, প্রেম দেহ', শুষ্ক চিত্তে বরিষ স্নেহ
ধন্য হোক হৃদয় দেহ, পুণ্য হোক সকল গেহ।
পাদপ্রান্তে রাখ' সেবকে,
শান্তিসদন সাধনধন দেববেদ হে ॥

১২৬

বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি
শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়াইয়ে
ঊর্ধ্বমুখে নরনারী ॥
না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহপাপ,
না থাকে শোকপরিতাপ।
হৃদয় বিমল হোক, প্রাণ সবল হোক,
বিঘ্ন দাও অপসারি ॥
কেন এ হিংসাদ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ,
কেন এ মান-অভিমান।
বিতর' বিতর' প্রেম পাষাণহৃদয়ে,
জয় জয় হোক তোমারি ॥

১২৭

সার্থক কর' সাধন,
সান্ত্বন কর' ধরিত্রীর বিরহাতুর কাঁদন
প্রাণভরণ দৈন্যহরণ অক্ষয়করুণাধন ॥
বিকশিত কর' কলিকা,
চম্পকবন করুক রচন নব কুসুমাঞ্জলিকা।
কর' সুন্দর গীতমুখর নীরব আরাধন
অক্ষয়করুণাধন ॥

চরণপরশহরষে
লজ্জিত বনবীথিধূলি লজ্জিত তুমি কর' সে।
মোচন কর' অন্তরতর
হিমজড়িমা-বাঁধন
অক্ষয়করুণাধন ॥

১২৮

আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে!
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে?।
কতকালের সকাল-সাঁঝে তোমার চরণধ্বনি বাজে,
গোপনে দূত হৃদয়-মাঝে গেছে আমায় ডেকে ॥
ওগো পথিক, আজকে আমার সকল পরান ব্যেপে
থেকে থেকে হরষ যেন উঠছে কেঁপে কেঁপে।
যেন সময় এসেছে আজ ফুরালো মোর যা ছিল কাজ—
বাতাস আসে, হে মহারাজ, তোমার গন্ধ মেখে ॥

১২৯

কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো!
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো ॥
রয়েছে দীপ, না আছে শিখা, এই কি ভালে ছিল রে লিখা—
ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো।
বিরহানলে প্রদীপখানি জ্বালো ॥
বেদনাদূতী গাহিছে, 'ওরে প্রাণ,
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।
নিশীথে ঘন অন্ধকারে ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে,
দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান।
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।'

গগনতল গিয়েছে মেঘে ভরি,
বাদলজল পড়িছে ঝরি ঝরি।
এ ঘোর রাতে কিসের লাগি পরান মম সহসা জাগি
এমন কেন করিছে মরি মরি।
বাদল-জল পড়িছে ঝরি ঝরি॥
বিজুলি শুধু ক্ষণিক আভা হানে,
নিবিড়তর তিমির চোখে আনে।
জানি না কোথা অনেক দূরে বাজিল গান গভীর সুরে,
সকল প্রাণ টানিছে পথ পানে
নিবিড়তর তিমির চোখে আনে॥
কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো!
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো।
ডাকিছে মেঘ, হাঁকিছে হাওয়া, সময় গেলে হবে না যাওয়া-
নিবিড় নিশা নিকষঘনকালো।
পরান দিয়ে প্রেমের দীপ জ্বালো॥

১৩০

তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি,
ওই যে আসে, আসে, আসে।
যুগে যুগে পলে পলে দিন-রজনী
সে যে আসে, আসে, আসে॥
গেয়েছি গান যখন যত আপন মনে খ্যাপার মতো
সকল সুরে বেজেছে তার আগমনী—
সে যে আসে, আসে, আসে॥
কত কালের ফাগুন-দিনে বনের পথে
সে যে আসে, আসে, আসে।
কত শ্রাবণ-অন্ধকারে মেঘের রথে
সে যে আসে, আসে, আসে।

দুখের পরে পরম দুখে তারি চরণ বাজে বুকে,
সুখে কখন বুলিয়ে সে দেয় পরশমণি।
সে যে আসে, আসে, আসে॥

১৩১

হে অন্তরের ধন,
তুমি যে বিরহী, তোমার শূন্য এ ভবন॥
আমার ঘরে তোমায় আমি একা রেখে দিলাম স্বামী—
কোথায় যে বাহিরে আমি ঘুরি সকল ক্ষণ॥
হে অন্তরের ধন,
এই বিরহে কাঁদে আমার নিখিল ভুবন।
তোমার বাঁশি নানা সুরে আমায় খুঁজে বেড়ায় দূরে,
পাগল হল বসন্তের এই দখিন-সমীরণ॥

১৩২

তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।
বুঝতে নারি কখন্ তুমি দাও-যে ফাঁকি॥
ফুলের মালা দীপের আলো ধূপের ধোঁওয়ার
পিছন হতে পাই নে সুযোগ চরণ-ছোঁওয়ার,
স্তবের বাণীর আড়াল টানি তোমায় ঢাকি॥
দেখব ব'লে এই আয়োজন মিথ্যা রাখি,
আছে তো মোর তৃষা-কাতর আপন আঁখি।
কাজ কী আমার মন্দিরেতে আনাগোনায়—
পাতব আসন আপন মনের একটি কোণায়,
সরল প্রাণে নীরব হয়ে তোমায় ডাকি॥

১৩৩

নীরবে আছ কেন বাহিরদুয়ারে—
আঁধার লাগে চোখে, দেখি না তুহারে॥

সময় হল জানি, নিকটে লবে টানি,
আমার তরীখানি ভাসাবে জুয়ারে ॥
সফল হোক প্রাণ এ শুভলগনে,
সকল তারা তাই গাহুক গগনে।
করো গো সচকিত আলোকে পুলকিত
স্বপননিমীলিত হৃদয়গুহারে ॥

১৩৪

তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে
কত আর সেতু বাঁধি সুরে সুরে তালে তালে ॥
তবু যে পরানমাঝে গোপনে বেদনা বাজে—
এবার সেবার কাজে ডেকে লও সন্ধ্যাকালে ॥
বিশ্ব হতে থাকি দূরে অন্তরের অন্তঃপুরে,
চেতনা জড়ায়ে রহে ভাবনার স্বপ্নজালে।
দুঃখ সুখ আপনারই সে বোঝা হয়েছে ভারী,
যেন সে সঁপিতে পারি চরম পূজার থালে ॥

১৩৫

নিশা-অবসানে কে দিল গোপনে আনি
তোমার বিরহ-বেদনা-মানিকখানি ॥
সে ব্যথার দান রাখিব পরানমাঝে—
হারায় না যেন জটিল দিনের কাজে,
বুকে যেন দোলে সকল ভাবনা হানি ॥
চিরদুখ মম চিরসম্পদ হবে,
চরম পূজায় হবে সার্থক কবে।
স্বপনগহন নিবিড়তিমিরতলে
বিহ্বল রাতে সে যেন গোপনে জ্বলে,
সেই তো নীরব তব আহ্বানবাণী ॥

১৩৬

বিশ্ব যখন নিদ্রামগন, গগন অন্ধকার,
কে দেয় আমার বীণার তারে এমন ঝঙ্কার ॥
নয়নে ঘুম নিল কেড়ে, উঠে বসি শয়ন ছেড়ে—
মেলে আঁখি চেয়ে থাকি, পাই নে দেখা তার ॥
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া প্রাণ উঠিল পূরে,
জানি নে কোন্ বিপুল বাণী বাজে ব্যাকুল সুরে।
কোন্ বেদনায় বুঝি না রে হৃদয় ভরা অশ্রুভারে,
পরিয়ে দিতে চাই কাহারে আপন কণ্ঠহার ॥

১৩৭

যে দিন ফুটল কমল কিছুই জানি নাই,
আমি ছিলেম অন্যমনে।
আমার সাজিয়ে সাজি তারে আনি নাই,
সে যে রইল সঙ্গোপনে ॥
মাঝে মাঝে হিয়া আকুলপ্রায়
স্বপন দেখে চমকে উঠে চায়,
মন্দ মধুর গন্ধ আসে হায়
কোথায় দখিন-সমীরণে ॥
ওগো, সেই সুগন্ধে ফিরায় উদাসিয়া
আমায় দেশে দেশান্তে।
যেন সন্ধানে তার উঠে নিশ্বাসিয়া
ভুবন নবীন বসন্তে।
কে জানিত দূরে তো নেই সে,
আমারি গো আমারি সেই যে,
এ মাধুরী ফুটেছে হায় রে
আমার হৃদয়-উপবনে ॥

১৩৮

প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে ;
দেখা নাই পাই
পথ চাই,
সেও মনে ভালো লাগে ॥
ধুলাতে বসিয়া দ্বারে ভিখারি হৃদয় হা রে
তোমারি করুণা মাগে ;
কৃপা নাই পাই
শুধু চাই,
সেও মনে ভালো লাগে ॥
আজি এ জগতমাঝে কত সুখে কত কাজে
চলে গেল সবে আগে ;
সাথি নাই পাই
তোমায় চাই,
সেও মনে ভালো লাগে ।
চারি দিকে সুধা-ভরা ব্যাকুল শ্যামল ধরা
কাঁদায় রে অনুরাগে ;
দেখা নাই পাই
ব্যথা পাই,
সেও মনে ভালো লাগে ॥

১৩৯

যদি তোমার দেখা না পাই, প্রভু, এবার এ জীবনে
তবে তোমায় আমি পাই নি যেন সে কথা রয় মনে ।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে ॥
এ সংসারের হাটে
আমার যতই দিবস কাটে,
আমার যতই দু হাত ভরে উঠে ধনে

তবু কিছুই আমি পাই নি যেন সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে॥
যদি আলসভরে
আমি বসি পথের 'পরে,
যদি ধুলায় শয়ন পাতি সযতনে,
যেন সকল পথই বাকি আছে সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।
যতই উঠে হাসি,
ঘরে যতই বাজে বাঁশি,
ওগো যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে,
যেন তোমায় ঘরে হয় নি আনা সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে॥

১৪০

হেরি অহরহ তোমারি বিরহ ভুবনে ভুবনে রাজে হে,
কত রূপ ধরে কাননে ভূধরে আকাশে সাগরে সাজে হে॥
সারা নিশি ধরি তারায় তারায় অনিমেষ চোখে নীরবে দাঁড়ায়,
পল্লবদলে শ্রাবণধারায় তোমারি বিরহ বাজে হে॥
ঘরে ঘরে আজি কত বেদনায় তোমারি গভীর বিরহ ঘনায়
কত প্রেমে হায়, কত বাসনায়, কত সুখে দুখে কাজে হে।
সকল জীবন উদাস করিয়া কত গানে সুরে গলিয়া ঝরিয়া
তোমার বিরহ উঠিছে ভরিয়া আমার হিয়ার মাঝে হে॥

১৪১

আমার গোধূলিলগন এল বুঝি কাছে গোধূলিলগন রে।
বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে আসে সোনার গগন রে।
শেষ ক'রে দিল পাখি গান গাওয়া, নদীর উপরে পড়ে এল হাওয়া;
ও পারের তীর, ভাঙা মন্দির আঁধারে মগন রে।
আসিছে মধুর ঝিল্লিনূপুরে গোধূলিলগন রে॥

আমার দিন কেটে গেছে কখনো খেলায়, কখনো কত কী কাজে।
এখন কী শুনি পুরবীর সুরে কোন্ দূরে বাঁশি বাজে।
বুঝি দেরি নাই, আসে বুঝি আসে, আলোকের আভা লেগেছে আকাশে—
বেলাশেষে মোরে কে সাজাবে, ওরে, নবমিলনের সাজে!
সারা হল কাজ, মিছে কেন আজ ডাক মোরে আর কাজে॥
আমি জানি যে আমার হয়ে গেছে গণা গোধূলিলগন রে।
ধূসর আলোকে মুদিবে নয়ন অস্তগগন রে।
তখন এ ঘরে কে খুলিবে দ্বার, কে লইবে টানি বাহু আমার,
আমায় কে জানে কী মন্ত্রে গানে করিবে মগন রে—
সব গান সেরে আসিবে যখন গোধূলিলগন রে॥

১৪২

নাই বা ডাকো রইব তোমার দ্বারে,
মুখ ফিরালে ফিরব না এইবারে॥
বসব তোমার পথের ধুলার 'পরে,
এড়িয়ে আমায় চলবে কেমন করে—
তোমার তরে যে জন গাঁথে মাল্য
গানের কুসুম জুগিয়ে দেব তারে॥
রইব তোমার ফসল-খেতের কাছে
যেথায় তোমার পায়ের চিহ্ন আছে।
জেগে রব গভীর উপবাসে
অন্ন তোমার আপনি যেথায় আসে—
যেথায় তুমি লুকিয়ে প্রদীপ জ্বালো
বসে রব সেথায় অন্ধকারে॥

১৪৩

সকাল-সাঁজে
ধায় যে ওরা নানা কাজে॥
আমি কেবল বসে আছি, আপন মনে কাঁটা বাছি

পথের মাঝে সকাল-সাঁঝে ॥
এ পথ বেয়ে
সে আসে, তাই আছি চেয়ে।
কতই কাঁটা বাজে পায়ে, কতই ধুলা লাগে গায়ে—
মরি লাজে সকাল-সাঁঝে ॥

১৪৪

জগত জুড়ে উদার সুরে আনন্দগান বাজে,
সে গান কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়া-মাঝে ॥
বাতাস জল আকাশ আলো সবারে কবে বাসিব ভালো,
হৃদয়সভা জুড়িয়া তারা বসিবে নানা সাজে ॥
নয়ন দুটি মেলিলে কবে পরান হবে খুশি,
যে পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি।
রয়েছ তুমি এ কথা কবে জীবনমাঝে সহজ হবে,
আপনি কবে তোমারি নাম ধ্বনিবে সব কাজে ॥

১৪৫

কোন্ শুভখনে উদিবে নয়নে অপরূপ রূপ-ইন্দু
চিত্তকুসুমে ভরিয়া উঠিবে মধুময় রসবিন্দু ॥
নব নন্দনতানে চিরবন্দনগানে
উৎসববীণা মন্দমধুর ঝঙ্কৃত হবে প্রাণে—
নিখিলের পানে উথলি উঠিবে উতলা চেতনাসিন্ধু।
জাগিয়া রহিবে রাত্রি নিবিড়মিলনদাত্রী,
মুখরিয়া দিক চলিবে পথিক অমৃতসভার যাত্রী—
গগনে ধ্বনিবে 'নাথ নাথ বন্ধু বন্ধু বন্ধু' ॥

১৪৬

আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে ॥

যাব না গো যাব না যে,   রইনু পড়ে ঘরের মাঝে—
এই নিরালায় রব আপন কোণে।
যাব না এই মাতাল সমীরণে॥
আমার এ ঘর বহু যতন ক'রে
ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে।
আমারে যে জাগতে হবে,   কী জানি সে আসবে কবে
যদি আমায় পড়ে তাহার মনে
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে॥

১৪৭

তুমি   এ-পার ও-পার কর কে গো ওগো খেয়ার নেয়ে?
আমি   ঘরের দ্বারে বসে বসে দেখি যে সব চেয়ে॥
ভাঙিলে হাট দলে দলে   সবাই যবে ঘরে চলে
আমি তখন মনে ভাবি আমিও যাই ধেয়ে॥
দেখি   সন্ধ্যাবেলা ও পার -পানে তরণী যাও বেয়ে।
দেখে   মন যে আমার কেমন করে, ওঠে যে গান গেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে॥
কালো জলের কলকলে   আঁখি আমার ছলছলে,
ও-পার হতে সোনার আভা পরান ফেলে ছেয়ে।
দেখি   তোমার মুখে কথাটি নাই ওগো খেয়ার নেয়ে—
কী যে   তোমার চোখে লেখা আছে দেখি যে সব চেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে।
আমার মুখে ক্ষণতরে   যদি তোমার আঁখি পড়ে
আমি তখন মনে ভাবি আমিও যাই ধেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে॥

১৪৮

বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে।
শূন্য ঘাটে একা আমি, পার ক'রে লও খেয়ার নেয়ে॥

ভেঙে এলেম খেলার বাঁশি, চুকিয়ে এলেম কান্না হাসি,
সন্ধ্যাবায়ে শ্রান্তকায়ে ঘুমে নয়ন আসে ছেয়ে ॥
ও পারেতে ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিল রে,
আরতির শঙ্খ বাজে সুদূর মন্দির-'পরে।
এসো এসো শ্রান্তিহরা, এসো শান্তি-সুপ্তি-ভরা,
এসো এসো তুমি এসো, এসো তোমার তরী বেয়ে ॥

১৪৯

তোর ভিতরে জাগিয়া কে যে,
তারে বাঁধনে রাখিলি বাঁধি।
হায় আলোর পিয়াসি সে যে
তাই গুমরি উঠিছে কাঁদি ॥
যদি বাতাসে বহিল প্রাণ
কেন বীণায় বাজে না গান,
যদি গগনে জাগিল আলো
কেন নয়নে লাগিল আঁধি ?।
পাখি নবপ্রভাতের বাণী
দিল কাননে কাননে আনি,
ফুলে নবজীবনের আশা
কত রঙে রঙে পায় ভাষা।
হোথা ফুরায়ে গিয়েছে রাতি,
হেথা জ্বলে নিশীথের বাতি—
তোর ভবনে ভুবনে কেন
হেন হয়ে গেল আধা-আধি ?।

১৫০

তুমি বাহির থেকে দিলে বিষম তাড়া
তাই ভয়ে ঘোরায় দিক্‌বিদিকে,
শেষে অন্তরে পাই সাড়া ॥

যখন হারাই বন্ধ ঘরের তালা—
যখন অন্ধ নয়ন, শ্রবণ কালা,
তখন অন্ধকারে লুকিয়ে দ্বারে
শিকলে দাও নাড়া ॥
যত দুঃখ আমার দুঃস্বপনে,
সে যে ঘুমের ঘোরেই আসে মনে—
ঠেলা দিয়ে মায়ার আবেশ
কর গো দেশছাড়া।
আমি আপন মনের মারেই মরি,
শেষে দশ জনারে দোষী করি—
আমি চোখ বুজে পথ পাই নে ব'লে
কেঁদে ভাসাই পাড়া ॥

১৫১

এখনো গেল না আঁধার, এখনো রহিল বাধা।
এখনো মরণব্রত জীবনে হল না সাধা ॥
কবে যে দুঃখজ্বালা হবে রে বিজয়মালা,
ঝলিবে অরুণরাগে নিশীথরাতের কাঁদা ॥
এখনো নিজেরই ছায়া রচিছে কত যে মায়া।
এখনো কেন-যে মিছে চাহিছে কেবলই পিছে,
চকিতে বিজলি-আলো চোখেতে লাগালো ধাঁদা ॥

১৫২

লক্ষ্মী যখন আসবে তখন কোথায় তারে দিবি রে ঠাঁই?
দেখ্ রে চেয়ে আপন-পানে, পদ্মটি নাই, পদ্মটি নাই ॥
ফিরছে কেঁদে প্রভাতবাতাস, আলোক যে তার ম্লান হতাশ,
মুখে চেয়ে আকাশ তোরে শুধায় আজি নীরবে তাই ॥
কত গোপন আশা নিয়ে কোন্ সে গহন রাত্রিশেষে
অগাধ জলের তলা হতে অমল কুঁড়ি উঠল ভেসে।

হল না তার ফুটে ওঠা, কখন ভেঙে পড়ল বোঁটা—
মর্ত-কাছে স্বর্গ যা চায় সেই মাধুরী কোথা রে পাই ॥

১৫৩

যেতে যেতে চায় না যেতে, ফিরে ফিরে চায়—
সবাই মিলে পথে চলা হল আমার দায় গো ॥
দুয়ার ধরে দাঁড়িয়ে থাকে— দেয় না সাড়া হাজার ডাকে—
বাঁধন এদের সাধনধন, ছিঁড়তে যে ভয় পায় ॥
আবেশভরে ধুলায় প'ড়ে কতই করে ছল,
যখন বেলা যাবে চলে ফেলবে আঁখিজল।
নাই ভরসা, নাই যে সাহস, চিত্ত অবশ, চরণ অলস—
লতার মতো জড়িয়ে ধরে আপন বেদনায় ॥

১৫৪

বেসুর বাজে রে,
আর কোথা নয়, কেবল তোরই আপন-মাঝে রে ॥
মেলে না সুর এই প্রভাতে আনন্দিত আলোর সাথে,
সবারে সে আড়াল করে, মরি লাজে রে ॥
ওরে থামা রে ঝঙ্কার।
নীরব হয়ে দেখ্ রে চেয়ে, দেখ্ রে চারি ধার।
তোরই হৃদয় ফুটে আছে মধুর হয়ে ফুলের গাছে,
নদীর ধারা ছুটেছে ওই তোরই কাজে রে ॥

১৫৫

আমার কণ্ঠ তাঁরে ডাকে,
তখন হৃদয় কোথায় থাকে ॥
যখন হৃদয় আসে ফিরে আপন নীরব নীড়ে
আমার জীবন তখন কোন্ গহনে বেড়ায় কিসের পাকে ॥
যখন মোহ আমায় ডাকে
তখন লজ্জা কোথায় থাকে!

যখন আনেন তমোহারী আলোক-তরবারি
তখন পরান আমার কোন্ কোণে যে
লজ্জাতে মুখ ঢাকে ॥

১৫৬

দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে,
আপন জেনে আদর করি নে।
পিতা ব'লে প্রণাম করি পায়ে,
বন্ধু ব'লে দু হাত ধরি নে ॥
আপনি তুমি অতি সহজ প্রেমে
আমার হয়ে যেথায় এলে নেমে
সেথায় সুখে বুকের মধ্যে ধ'রে সঙ্গী ব'লে তোমায় বরি নে ॥
ভাই তুমি যে ভাইয়ের মাঝে, প্রভু,
তাদের পানে তাকাই না যে তবু—
ভাইয়ের সাথে ভাগ ক'রে মোর ধন তোমার মুঠা কেন ভরি নে।
ছুটে এসে সবার সুখে দুখে
দাঁড়াই নে তো তোমারি সম্মুখে,
সঁপিয়ে প্রাণ ক্লান্তিবিহীন কাজে প্রাণসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ি নে ॥

১৫৭

ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু,
পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু ॥
এই-যে হিয়া থরোথরো কাঁপে আজি এমনতরো
এই বেদনা ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো প্রভু ॥
এই দীনতা ক্ষমা করো প্রভু,
পিছন-পানে তাকাই যদি কভু।
দিনের তাপে রৌদ্রজ্বালায় শুকায় মালা পূজার থালায়,
সেই ম্লানতা ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো প্রভু ॥

১৫৮

অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন ক'রে!
আকাশ কাঁপে তারার আলোর গানের ঘোরে ॥
তেমনি ক'রে আপন হাতে ছুঁলে আমার বেদনাতে,
নূতন সৃষ্টি জাগল বুঝি জীবন-'পরে ॥
বাজে ব'লেই বাজাও তুমি সেই গরবে,
ওগো প্রভু, আমার প্রাণে সকল সবে।
বিষম তোমার বহ্নিঘাতে বারে বারে আমার রাতে
জ্বালিয়ে দিলে নূতন তারা ব্যথায় ভ'রে ॥

১৫৯

পথ চেয়ে যে কেটে গেল কত দিনে রাতে,
আজ তোমায় আমায় প্রাণের বঁধু মিলব গো এক সাথে ॥
রচবে তোমার মুখের ছায়া চোখের জলে মধুর মায়া,
নীরব হয়ে তোমার পানে চাইব গো জোড় হাতে ॥
এরা সবাই কী বলে গো লাগে না মন আর,
আমার হৃদয় ভেঙে দিল তোমার কী মাধুরীর ভার!
বাহুর ঘেরে তুমি মোরে রাখবে না কি আড়াল করে,
তোমার আঁখি চাইবে না কি আমার বেদনাতে?।

১৬০

সন্ধ্যা হল গো— ও মা, সন্ধ্যা হল, বুকে ধরো।
অতল কালো স্নেহের মাঝে ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ করো ॥
ফিরিয়ে নে মা, ফিরিয়ে নে গো— সব যে কোথায় হারিয়েছে গো
ছড়ানো এই জীবন, তোমার আঁধার-মাঝে হোক-না জড়ো ॥
আর আমারে বাইরে তোমার কোথাও যেন না যায় দেখা।
তোমার রাতে মিলাক আমার জীবনসাঁজের রশ্মিরেখা।
আমায় ঘিরি আমায় চুমি কেবল তুমি, কেবল তুমি—
আমার ব'লে যা আছে, মা, তোমার ক'রে সকল হরো ॥

১৬১

তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে কেউ তা জানে না,
আমার মন যে কাঁদে আপন-মনে কেউ তা মানে না॥
ফিরি আমি উদাস প্রাণে, তাকাই সবার মুখের পানে,
তোমার মতো এমন টানে কেউ তো টানে না॥
বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর, কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর,
বাহির হতে দুয়ারে কর কেউ তো হানে না।
আকাশে কার ব্যাকুলতা, বাতাস বহে কার বারতা,
এ পথে সেই গোপন কথা কেউ তো আনে না॥

১৬২

এ যে মোর আবরণ
ঘুচাতে কতক্ষণ!
নিশ্বাসবায় উড়ে চলে যায়
তুমি কর যদি মন॥
যদি পড়ে থাকি ভূমে
ধুলার ধরণী চুমে,
তুমি তারি লাগি দ্বারে রবে জাগি
এ কেমন তব পণ॥
রথের চাকার রবে
জাগাও জাগাও সবে,
আপনার ঘরে এসো বলভরে
এসো এসো গৌরবে।
ঘুম টুটে যাক চলে,
চিনি যেন প্রভু ব'লে—
ছুটে এসে দ্বারে করি আপনারে
চরণে সমর্পণ॥

১৬৩

সকল জনম ভ'রে ও মোর দরদিয়া,
কাঁদি কাঁদাই তোরে ও মোর দরদিয়া ॥
আছ হৃদয়-মাঝে
সেথা কতই ব্যথা বাজে,
ওগো এ কি তোমায় সাজে
ও মোর দরদিয়া ?।
এই দুয়ার-দেওয়া ঘরে
কভু আঁধার নাহি সরে,
তবু আছ তারি 'পরে
ও মোর দরদিয়া।
সেথা আসন হয় নি পাতা,
সেথা মালা হয় নি গাঁথা,
আমার লজ্জাতে হেঁট মাথা
ও মোর দরদিয়া ॥

১৬৪

আমার ব্যথা যখন আনে আমায় তোমার দ্বারে
তখন আপনি এসে দ্বার খুলে দাও, ডাকো তারে ॥
বাহুপাশের কাঙাল সে যে, চলেছে তাই সকল ত্যেজে,
কাঁটার পথে ধায় সে তোমার অভিসারে ॥
আমার ব্যথা যখন বাজায় আমায় বাজি সুরে—
সেই গানের টানে পারো না আর রইতে দূরে।
লুটিয়ে পড়ে সে গান মম ঝড়ের রাতের পাখি-সম,
বাহির হয়ে এসো তুমি অন্ধকারে ॥

১৬৫

যতবার আলো জ্বালাতে চাই, নিবে যায় বারে বারে।
আমার জীবনে তোমার আসন গভীর অন্ধকারে ॥

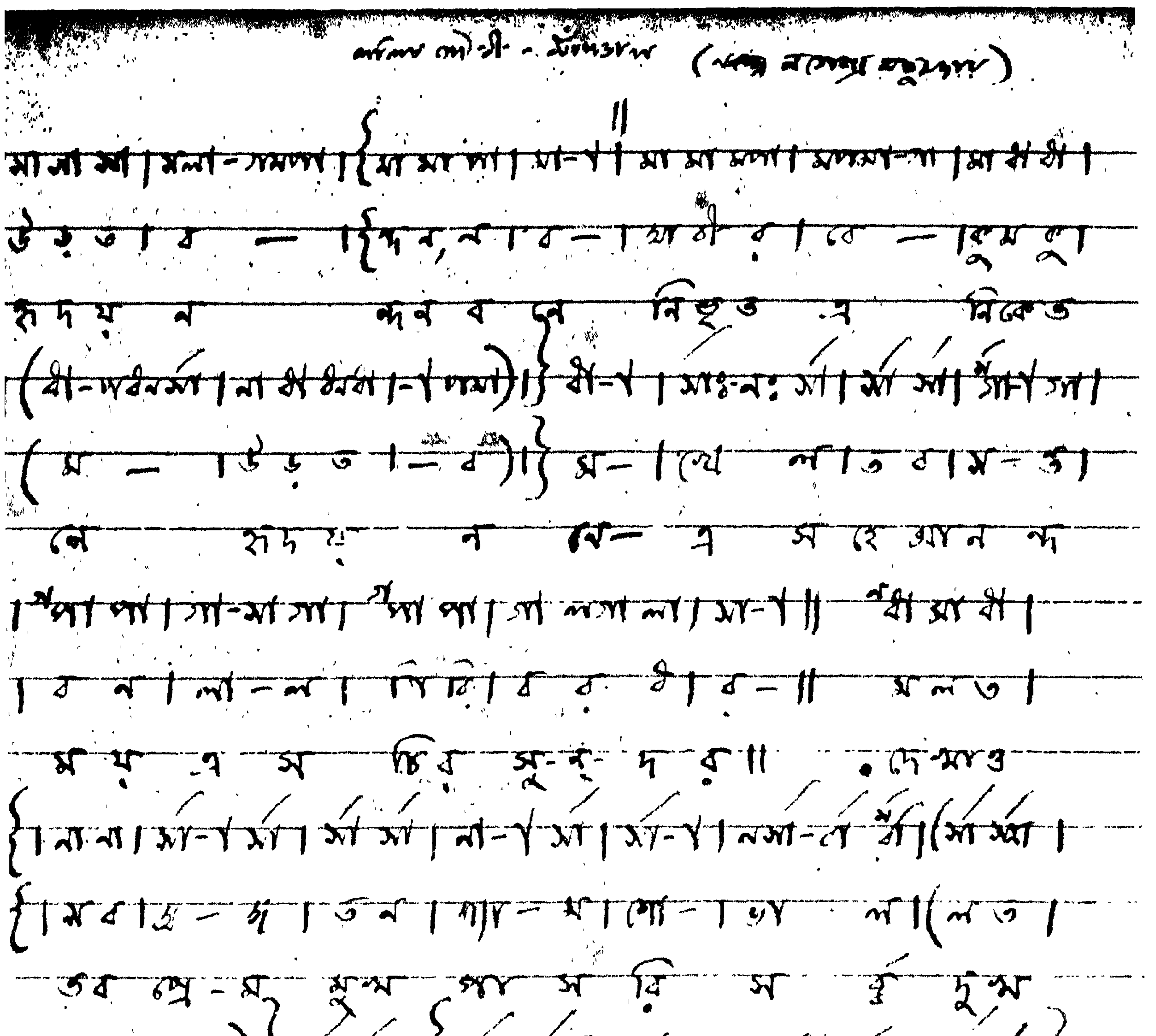
যে লতাটি আছে শুকায়েছে মূল— কুঁড়ি ধরে শুধু, নাহি ফোটে ফুল,
আমার জীবনে তব সেবা তাই বেদনার উপহারে ॥
পূজাগৌরব পুণ্যবিভব কিছু নাহি, নাহি লেশ—
এ তব পূজারি পরিয়া এসেছে লজ্জার দীন বেশ।
উৎসবে তার আসে নাই কেহ, বাজে নাই বাঁশি, সাজে নাই গেহ-
কাঁদিয়া তোমায় এনেছে ডাকিয়া ভাঙামন্দির-দ্বারে ॥

১৬৬

আবার এরা ঘিরেছে মোর মন।
আবার চোখে নামে আবরণ ॥
আবার এ যে নানা কথাই জমে, চিত্ত আমার নানা দিকে ভ্রমে,
দাহ আবার বেড়ে ওঠে ক্রমে, আবার এ যে হারাই শ্রীচরণ ॥
তব নীরব বাণী হৃদয়তলে
ডোবে না যেন লোকের কোলাহলে।
সবার মাঝে আমার সাথে থাকো, আমায় সদা তোমার মাঝে ঢাকো,
নিয়ত মোর চেতনা-'পরে রাখো আলোকে-ভরা উদার ত্রিভুবন ॥

১৬৭

তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে,
এসো গন্ধে বরনে এসো গানে ॥
এসো অঙ্গে পুলকময় পরশে,
এসো চিত্তে সুধাময় হরষে,
এসো মুগ্ধ মুদিত দু'নয়ানে ॥
এসো নির্মল উজ্জ্বল কান্ত,
এসো সুন্দর স্নিগ্ধ প্রশান্ত,
এসো এসো হে বিচিত্র বিধানে।
এসো দুঃখে সুখে, এসো মর্মে,
এসো নিত্য নিত্য সব কর্মে,
এসো সকল কর্ম-অবসানে ॥



হৃদয়নন্দনবনে নিভৃত এ নিকেতনে

রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতে-লেখা মূল স্বরলিপি ॥ ইন্দিরাদেবীর সৌজন্যে

১৬৮

হৃদয়নন্দনবনে নিভৃত এ নিকেতনে।
এসো হে আনন্দময়, এসো চিরসুন্দর ॥
দেখাও তব প্রেমমুখ, পাসরি সর্ব দুখ,
বিরহকাতর তপ্ত চিত্ত-মাঝে বিহরো ॥
শুভদিন শুভরজনী আনো এ জীবনে,
ব্যর্থ এ নরজনম সফল করো প্রিয়তম।
মধুর চিরসঙ্গীতে ধ্বনিত করো অন্তর,
ঝরিবে জীবনে মনে দিবানিশা সুধানির্ঝর ॥

১৬৯

বসে আছি হে কবে শুনিব তোমার বাণী।
কবে বাহির হইব জগতে মম জীবন ধন্য মানি ॥
কবে প্রাণ জাগিবে, তব প্রেম গাহিবে,
দ্বারে দ্বারে ফিরি সবার হৃদয় চাহিবে,
নরনারীমন করিয়া হরণ চরণে দিবে আনি ॥
কেহ শুনে না গান, জাগে না প্রাণ,
বিফলে গীত-অবসান—
তোমার বচন করিব রচন সাধ্য নাহি নাহি।
তুমি না কহিলে কেমনে কব প্রবল অজেয় বাণী তব,
তুমি যা বলিবে তাই বলিব— আমি কিছুই না জানি।
তব নামে আমি সবারে ডাকিব, হৃদয়ে লইব টানি ॥

১৭০

ডাকিছ শুনি জাগিনু প্রভু, আসিনু তব পাশে।
আঁখি ফুটিল, চাহি উঠিল চরণদরশ-আশে ॥
খুলিল দ্বার, তিমিরভার দূর হইল ত্রাসে।
হেরিল পথ বিশ্বজগত, ধাইল নিজ বাসে ॥

বিমলকিরণ প্রেম-আঁখি সুন্দর পরকাশে—
নিখিল তায় অভয় পায়, সকল জগত হাসে ॥
কানন সব ফুল্ল আজি, সৌরভ তব ভাসে—
মুগ্ধ হৃদয় মত্ত মধুপ প্রেমকুসুমবাসে ॥
উজ্জ্বল যত ভকতহৃদয়, মোহতিমির নাশে ।
দাও, নাথ, প্রেম-অমৃত বঞ্চিত তব দাসে ॥

১৭১

আমি কারে ডাকি গো,
আমার বাঁধন দাও গো টুটে ।
আমি হাত বাড়িয়ে আছি,
আমায় লও কেড়ে লও লুটে ॥
তুমি ডাকো এমনি ডাকে
যেন লজ্জাভয় না থাকে,
যেন সব ফেলে যাই, সব ঠেলে যাই,
যাই ধেয়ে যাই ছুটে ॥
আমি স্বপন দিয়ে বাঁধা—
কেবল ঘুমের ঘোরের বাধা,
সে যে জড়িয়ে আছে প্রাণের কাছে
মুদিয়ে আঁখিপুটে ।
ওগো, দিনের পরে দিন
আমার কোথায় হল লীন,
কেবল ভাষাহারা অশ্রুধারায়
পরান কেঁদে উঠে ॥

১৭২

আজি মম মন চাহে জীবনবন্ধুরে,
সেই জনমে মরণে নিত্যসঙ্গী
নিশিদিন সুখে শোকে—

সেই চির-আনন্দ, বিমল চিরসুধা,
যুগে যুগে কত নব নব লোকে নিয়তশরণ ॥
পরাশান্তি, পরমপ্রেম, পরামুক্তি, পরমক্ষেম,
সেই অন্তরতম চিরসুন্দর প্রভু, চিত্তসখা,
ধর্ম-অর্থ-কাম-ভরণ রাজা হৃদয়হরণ ॥

১৭৩

আমার মন তুমি, নাথ, লবে হ'রে
আমি আছি বসে সেই আশা ধরে ॥
নীলাকাশে ওই তারা ভাসে, নীরব নিশীথে শশী হাসে,
আমার দু নয়নে বারি আসে ভরে— আছি আশা ধরে ॥
স্থলে জলে তব ধূলিতলে, তরুলতা তব ফুলে ফলে,
নরনারীদের প্রেমডোরে,
নানা দিকে দিকে নানা কালে, নানা সুরে সুরে নানা তালে
নানা মতে তুমি লবে মোরে— আছি আশা ধরে ॥

১৭৪

ঘাটে বসে আছি আনমনা যেতেছে বহিয়া সুসময়—
সে বাতাসে তরী ভাসাব না যাহা তোমা-পানে নাহি বয় ॥
দিন যায় ওগো দিন যায়, দিনমণি যায় অস্তে—
নিশার তিমিরে দশ দিক ঘিরে জাগিয়া উঠিছে শত ভয় ॥
ঘরের ঠিকানা হল না গো, মন করে তবু যাই-যাই—
ধ্রুবতারা তুমি যেথা জাগ সে দিকের পথ চিনি নাই।
এত দিন তরী বাহিলাম যে সুদূর পথ বাহিয়া—
শত বার তরী ডুবুডুবু করি সে পথে ভরসা নাহি পাই ॥
তীর-সাথে হেরো শত ডোরে বাঁধা আছে মোর তরীখান—
রশি খুলে দেবে কবে মোরে, ভাসিতে পারিলে বাঁচে প্রাণ।
কবে অকূলের খোলা হাওয়া দিবে সব জ্বালা জুড়ায়ে,
শুনা যাবে কবে ঘনঘোর রবে মহাসাগরের কলগান ॥

১৭৫

এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে, হবে গো এইবার—
আমার এই মলিন অহঙ্কার॥
দিনের কাজে ধুলা লাগি অনেক দাগে হল দাগি,
এমনি তপ্ত হয়ে আছে সহ্য করা ভার
আমার এই মলিন অহঙ্কার॥
এখন তো কাজ সাঙ্গ হল দিনের অবসানে—
হল রে তাঁর আসার সময়, আশা এল প্রাণে।
স্নান ক'রে আয় এখন তবে প্রেমের বসন পরতে হবে,
সন্ধ্যাবনে কুসুম তুলে গাঁথতে হবে হার।
ওরে আয়, সময় নেই যে আর॥

১৭৬

নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা।
মন রে মোর, পাথারে হোস নে দিশেহারা॥
বিষাদে হয়ে ম্রিয়মাণ বন্ধ না করিয়ো গান,
সফল করি তোলো প্রাণ টুটিয়া মোহকারা॥
রাখিয়ো বল জীবনে, রাখিয়ো চির-আশা,
শোভন এই ভুবনে রাখিয়ো ভালোবাসা।
সংসারের সুখে দুখে চলিয়া যেয়ো হাসিমুখে,
ভরিয়া সদা রেখো বুকে তাঁহারি সুধাধারা॥

১৭৭

প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর—
তুমি দেহো মোরে কথা, তুমি দেহো মোরে সুর—
তুমি যদি থাক মনে বিকচ কমলাসনে,
তুমি যদি কর প্রাণ তব প্রেমে পরিপূর,
প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর॥

তুমি শোন যদি গান আমার সমুখে থাকি,
সুধা যদি করে দান তোমার উদার আঁখি,
তুমি যদি দুখ'পরে রাখ কর স্নেহভরে,
তুমি যদি সুখ হতে দম্ভ করহ দূর,
প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর ॥

১৭৮

নিশীথশয়নে ভেবে রাখি মনে, ওগো অন্তরযামী,
প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়া তোমারে হেরিব আমি
ওগো অন্তরযামী ॥
জাগিয়া বসিয়া শুভ্র আলোকে তোমার চরণে নমিয়া পুলকে
মনে ভেবে রাখি দিনের কর্ম তোমারে সঁপিব স্বামী
ওগো অন্তরযামী ॥
দিনের কর্ম সাধিতে সাধিতে ভেবে রাখি মনে মনে
কর্ম-অন্তে সন্ধ্যাবেলায় বসিব তোমারি সনে।
দিন-অবসানে ভাবি ব'সে ঘরে তোমার নিশীথবিরামসাগরে
শ্রান্ত প্রাণের ভাবনা বেদনা নীরবে যাইবে নামি
ওগো অন্তরযামী ॥

১৭৯

প্রতিদিন আমি, হে জীবনস্বামী, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
করি জোড়কর, হে ভুবনেশ্বর, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে ॥
তোমার অপার আকাশের তলে বিজনে বিরলে হে—
নম্র হৃদয়ে নয়নের জলে দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে ॥
তোমার বিচিত্র এ ভবসংসারে কর্মপারাবারপারে হে—
নিখিল ভুবনলোকের মাঝারে দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
তোমার এ ভবে মম কর্ম যবে সমাপন হবে হে,
ওগো রাজরাজ, একাকী নীরবে দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে ॥

১৮০

জাগিতে হবে রে—
মোহনিদ্রা কভু না রবে চিরদিন,
ত্যজিতে হইবে সুখশয়ন অশনিঘোষণে ॥
জাগে তাঁর ন্যায়দণ্ড সর্বভুবনে,
ফিরে তাঁর কালচক্র অসীম গগনে,
জ্বলে তাঁর রুদ্রনেত্র পাপতিমিরে ॥

১৮১

আমার যা আছে আমি সকল দিতে পারি নি তোমারে নাথ—
আমার লাজ ভয়, আমার মান অপমান, সুখ দুখ ভাবনা ॥
মাঝে রয়েছে আবরণ কত শত, কতমতো—
তাই কেঁদে ফিরি, তাই তোমারে না পাই,
মনে থেকে যায় তাই হে মনের বেদনা ॥
যাহা রেখেছি তাহে কী সুখ—
তাহে কেঁদে মরি, তাহে ভেবে মরি।
তাই দিয়ে যদি তোমারে পাই কেন তা দিতে পারি না ?
আমার জগতের সব তোমারে দেব, দিয়ে তোমায় নেব— বাসনা ॥

১৮২

জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই—
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।
মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে যাই,
চাহিতে গেলে মরি লাজে ॥
জানি হে তুমি মম জীবনে শ্রেয়তম,
এমন ধন আর নাহি যে তোমা-সম,
তবু যা ভাঙাচোরা ঘরেতে আছে পোরা
ফেলিয়া দিতে পারি না যে ॥

তোমারে আবরিয়া ধুলাতে ঢাকে হিয়া,
মরণ আনে রাশি রাশি—
আমি যে প্রাণ ভরি তাদের ঘৃণা করি
তবুও তাই ভালোবাসি।
এতই আছে বাকি, জমেছে এত ফাঁকি,
কত যে বিফলতা, কত যে ঢাকাঢাকি,
আমার ভালো তাই চাহিতে যবে যাই
ভয় যে আসে মনোমাঝে॥

১৮৩

উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে
ওই-যে তিনি, ওই-যে বাহির পথে॥
আয় রে ছুটে, টানতে হবে রশি—
ঘরের কোণে রইলি কোথায় বসি!
ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে গিয়ে
ঠাঁই ক'রে তুই নে রে কোনোমতে॥
কোথায় কী তোর আছে ঘরের কাজ
সে-সব কথা ভুলতে হবে আজ।
টান্ রে দিয়ে সকল চিত্তকায়া,
টান্ রে ছেড়ে তুচ্ছ প্রাণের মায়া,
চল্ রে টেনে আলোয় অন্ধকারে
নগর-গ্রামে অরণ্যে পর্বতে॥
ওই-যে চাকা ঘুরছে রে ঝন্‌ঝনি,
বুকের মাঝে শুনছ কি সেই ধ্বনি?
রক্তে তোমার দুলছে না কি প্রাণ?
গাইছে না মন মরণজয়ী গান?
আকাঙ্ক্ষা তোর বন্যাবেগের মতো
ছুটছে না কি বিপুল ভবিষ্যতে?।

১৮৪

আপনারে দিয়ে রচিলি রে কি এ আপনারই আবরণ!
খুলে দেখ্‌ দ্বার, অন্তরে তার আনন্দনিকেতন॥
মুক্তি আজিকে নাই কোনো ধারে, আকাশ সেও যে বাঁধে কারাগারে,
বিষনিশ্বাসে তাই ভরে আসে নিরুদ্ধ সমীরণ॥
ঠেলে দে আড়াল; ঘুচিবে আঁধার— আপনারে ফেল্‌ দূরে—
সহজে তখনি জীবন তোমার অমৃতে উঠিবে পূরে।
শূন্য করিয়া রাখ্‌ তোর বাঁশি, বাজাবার যিনি বাজাবেন আসি—
ভিক্ষা না নিবি, তখনি জানিবি ভরা আছে তোর ধন॥

১৮৫

বাঁধন ছেঁড়ার সাধন হবে,
ছেড়ে যাব তীর মাভৈ-রবে॥
যাঁহার হাতের বিজয়মালা
রুদ্রদাহের বহ্নিজ্বালা
নমি নমি নমি সে ভৈরবে।
কালসমুদ্রে আলোর যাত্রী
শূন্যে যে ধায় দিবস-রাত্রি।
ডাক এল তার তরঙ্গেরই,
বাজুক বক্ষে বজ্রভেরী
অকূল প্রাণের সে উৎসবে॥

১৮৬

আমায় মুক্তি যদি দাও বাঁধন খুলে
আমি তোমার বাঁধন নেব তুলে॥
যে পথে ধাই নিরবধি সে পথ আমার ঘোচে যদি
যাব তোমার মাঝে পথের ভুলে॥
যদি নেবাও ঘরের আলো
তোমার কালো আঁধার বাসব ভালো।

তীর যদি আর না যায় দেখা তোমার আমি হব একা
দিশাহারা সেই অকূলে ॥

১৮৭

বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ, কেমনে দিই ফাঁকি!
আধেক ধরা পড়েছি গো, আধেক আছে বাকি ॥
কেন জানি আপনা ভুলে বারেক হৃদয় যায় যে খুলে,
বারেক তারে ঢাকি ॥
বাহির আমার শুক্তি যেন কঠিন আবরণ—
অন্তরে মোর তোমার লাগি একটি কান্না-ধন।
হৃদয় বলে তোমার দিকে রইবে চেয়ে অনিমিখে,
চায় না কেন আঁখি ?।

১৮৮

এ আবরণ ক্ষয় হবে গো ক্ষয় হবে,
এ দেহমন ভূমানন্দময় হবে ॥
চক্ষে আমার মায়ার ছায়া টুটবে গো,
বিশ্বকমল প্রাণে আমার ফুটবে গো,
এ জীবনে তোমারি, নাথ, জয় হবে ॥
রক্ত আমার বিশ্বতালে নাচবে যে,
হৃদয় আমার বিপুল প্রাণে বাঁচবে যে।
কাঁপবে তোমার আলো-বীণার তারে সে,
দুলবে তোমার তারামণির হারে সে,
বাসনা তার ছড়িয়ে গিয়ে লয় হবে ॥

১৮৯

সহজ হবি, সহজ হবি, ওরে মন, সহজ হবি—
কাছের জিনিস দূরে রাখে তার থেকে তুই দূরে র'বি ॥

কেন রে তোর দু হাত পাতা— দান তো না চাই, চাই যে দাতা—
সহজে তুই দিবি যখন সহজে তুই সকল লবি ॥
সহজ হবি, সহজ হবি, ওরে মন, সহজ হবি—
আপন বচন-রচন হতে বাহির হয়ে আয় রে কবি।
সকল কথার বাহিরেতে ভুবন আছে হৃদয় পেতে,
নীরব ফুলের নয়ন-পানে চেয়ে আছে প্রভাত-রবি ॥

১৯০

এই কথাটা ধরে রাখিস— মুক্তি তোরে পেতেই হবে।
যে পথ গেছে পারের পানে সে পথে তোর যেতেই হবে ॥
অভয় মনে কণ্ঠ ছাড়ি গান গেয়ে তুই দিবি পাড়ি,
খুশি হয়ে ঝড়ের হাওয়ায় ঢেউ যে তোরে খেতেই হবে।
পাকের ঘোরে ঘোরায় যদি, ছুটি তোরে পেতেই হবে।
চলার পথে কাঁটা থাকে, দ'লে তোমায় যেতেই হবে।
সুখের আশা আঁকড়ে লয়ে মরিস নে তুই ভয়ে ভয়ে,
জীবনকে তোর ভ'রে নিতে মরণ-আঘাত খেতেই হবে ॥

১৯১

সেই তো আমি চাই—
সাধনা যে শেষ হবে মোর সে ভাবনা তো নাই ॥
ফলের তরে নয় তো খোঁজা, কে বইবে সে বিষম বোঝা—
যেই ফলে ফল ধুলায় ফেলে আবার ফুল ফুটাই ॥
এমনি ক'রে মোর জীবনে অসীম ব্যাকুলতা,
নিত্য নূতন সাধনাতে নিত্যনূতন ব্যথা।
পেলেই সে তো ফুরিয়ে ফেলি, আবার আমি দু হাত মেলি-
নিত্য দেওয়া ফুরায় না যে, নিত্য নেওয়া তাই ॥

১৯২

আর রেখো না আঁধারে, আমায় দেখতে দাও।
তোমার মাঝে আমার আপনারে দেখতে দাও॥
কাঁদাও যদি কাঁদাও এবার, সুখের গ্লানি সয় না যে আর,
নয়ন আমার যাক-না ধুয়ে অশ্রুধারে—
আমায় দেখতে দাও॥
জানি না তো কোন্ কালো এই ছায়া,
আপন ব'লে ভুলায় যখন ঘনায় বিষম মায়া।
স্বপ্নভারে জমল বোঝা, চিরজীবন শূন্য খোঁজা—
যে মোর আলো লুকিয়ে আছে রাতের পারে
আমায় দেখতে দাও॥

১৯৩

দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল-আলোক
তবে তাই হোক।
মৃত্যু যদি কাছে আনে তোমার অমৃতময় লোক
তবে তাই হোক॥
পূজার প্রদীপে তব জ্বলে যদি মম দীপ্ত শোক
তবে তাই হোক।
অশ্রু-আঁখি- 'পরে যদি ফুটে'ওঠে তব স্নেহচোখ
তবে তাই হোক॥

১৯৪

আমার আঁধার ভালো, আলোর কাছে বিকিয়ে দেবে আপনাকে সে॥
আলোরে যে লোপ ক'রে খায় সেই কুয়াশা সর্বনেশে॥
অবুঝ শিশু মায়ের ঘরে সহজ মনে বিহার করে,
অভিমানী জ্ঞানী তোমার বাহির দ্বারে ঠেকে এসে॥

তোমার পথ আপনায় আপনি দেখায়, তাই বেয়ে, মা, চলব সোজা।
যারা পথ দেখাবার ভিড় করে গো তারা কেবল বাড়ায় খোঁজা—
ওরা ডাকে আমায় পূজার ছলে, এসে দেখি দেউল-তলে—
আপন মনের বিকারটারে সাজিয়ে রাখে ছদ্মবেশে ॥

১৯৫

এবার দুঃখ আমার অসীম পাথার পার হল যে, পার হল।
তোমার পায়ে এসে ঠেকল শেষে, সকল সুখের সার হল ॥
এত দিন নয়নধারা বয়েছে বাঁধনহারা,
কেন বয় পাই নি যে তার কূলকিনারা—
আজ গাঁথল কে সেই অশ্রুমালা, তোমার গলার হার হল ॥
তোমার সাঁঝের তারা ডাকল আমায় যখন অন্ধকার হল।
বিরহের ব্যথাখানি খুঁজে তো পায় নি বাণী,
এত দিন নীরব ছিল শরম মানি—
আজ পরশ পেয়ে উঠল গেয়ে, তোমার বীণার তার হল ॥

১৯৬

যারে নিজে তুমি ভাসিয়েছিলে দুঃখধারার ভরা স্রোতে
তারে ডাক দিলে আজ কোন্ খেয়ালে
আবার তোমার ও পার হতে ॥
শ্রাবণ-রাতে বাদল-ধারে উদাস ক'রে কাঁদাও যারে
আবার তারে ফিরিয়ে আনো ফুল-ফোটানো ফাগুন-রাতে ॥
এ পার হতে ও পার ক'রে বাটে বাটে ঘোরাও মোরে।
কুড়িয়ে আনা, ছড়িয়ে ফেলা, এই কি তোমার একই খেলা-
লাগাও ধাঁধা বারে বারে এই আঁধারে এই আলোতে ॥

১৯৭

আমায় দাও গো ব'লে
সে কি তুমি আমায় দাও দোলা অশান্তিদোলে।

দেখতে না পাই পিছে থেকে   আঘাত দিয়ে হৃদয়ে কে
ঢেউ যে তোলে ॥
মুখ দেখি নে তাই লাগে ভয়— জানি না যে, এ কিছু নয়।
মুছব আঁখি, উঠব হেসে— দোলা যে দেয় যখন এসে
ধরবে কোলে ॥

১৯৮

তোর   শিকল আমায় বিকল করবে না।
তোর   মারে মরম মরবে না ॥
তাঁর   আপন হাতের ছাড়চিঠি সেই যে
আমার   মনের ভিতর রয়েছে এই যে,
তোদের   ধরা আমায় ধরবে না ॥
যে পথ দিয়ে আমার চলাচল
তোর   প্রহরী তার খোঁজ পাবে কি বল্।
আমি   তাঁর দুয়ারে পৌঁছে গেছি রে,
মোরে   তোর দুয়ারে ঠেকাবে কি রে?
তোর   ডরে পরান ডরবে না ॥

১৯৯

আমি   মারের সাগর পাড়ি দেব বিষম ঝড়ের বায়ে
আমার   ভয়ভাঙা এই নায়ে ॥
মাভৈঃবাণীর ভরসা নিয়ে   ছেঁড়া পালে বুক ফুলিয়ে
তোমার   ওই পারেতেই যাবে তরী ছায়াবটের ছায়ে ॥
পথ আমারে সেই দেখাবে যে আমারে চায়—
আমি   অভয় মনে ছাড়ব তরী, এই শুধু মোর দায়।
দিন ফুরালে, জানি জানি,   পৌঁছে ঘাটে দেব আনি
আমার   দুঃখদিনের রক্তকমল তোমার করুণ পায়ে ॥

২০০

বাহিরে ভুল হানবে যখন অন্তরে ভুল ভাঙবে কি ?
বিষাদবিষে জ্বলে শেষে তোমার প্রসাদ মাঙবে কি ?।
রৌদ্রদাহ হলে সারা   নামবে কি ওর বর্ষাধারা ?
লাজের রাঙা মিটলে হৃদয় প্রেমের রঙে রাঙবে কি ?।
যতই যাবে দূরের পানে
বাঁধন ততই কঠিন হয়ে টানবে না কি ব্যথার টানে !
অভিমানের কালো মেঘে   বাদল-হাওয়া লাগবে বেগে,
নয়নজলের আবেগ তখন কোনোই বাধা মানবে কি ?।

২০১

আমার   সকল দুখের প্রদীপ জেলে দিবস গেলে করব নিবেদন—
আমার   ব্যথার পূজা হয় নি সমাপন ॥
যখন বেলা-শেষের ছায়ায় পাখিরা যায় আপন কুলায়-মাঝে,
সন্ধ্যাপূজার ঘণ্টা যখন বাজে,
তখন আপন শেষ শিখাটি জ্বালবে এ জীবন—
আমার   ব্যথার পূজা হবে সমাপন ॥
অনেক দিনের অনেক কথা, ব্যাকুলতা, বাঁধা বেদন-ডোরে,
মনের মাঝে উঠেছে আজ ভ'রে।
যখন পূজার হোমানলে উঠবে জ্বলে একে একে তারা,
আকাশ-পানে ছুটবে বাঁধন-হারা,
অস্তরবির ছবির সাথে মিলবে আয়োজন—
আমার   ব্যথার পূজা হবে সমাপন ॥

২০২

আজি   বিজন ঘরে নিশীথরাতে   আসবে যদি শূন্য হাতে—
আমি   তাইতে কি ভয় মানি !
জানি   জানি, বন্ধু, জানি—
তোমার   আছে তো হাতখানি ॥

চাওয়া-পাওয়ার পথে পথে দিন কেটেছে কোনোমতে,
এখন সময় হল তোমার কাছে আপনাকে দিই আনি ॥
আঁধার থাকুক দিকে দিকে আকাশ-অন্ধ-করা,
তোমার পরশ থাকুক আমার-হৃদয়-ভরা।
জীবনদোলায় দুলে দুলে আপনারে ছিলেম ভুলে,
এখন জীবন মরণ দু দিক দিয়ে নেবে আমায় টানি ॥

২০৩

যখন তোমায় আঘাত করি তখন চিনি।
শত্রু হয়ে দাঁড়াই যখন, লও যে জিনি ॥
এ প্রাণ যত নিজের তরে তোমারি ধন হরণ করে
ততই শুধু তোমার কাছে হয় সে ঋণী ॥
উজিয়ে যেতে চাই যতবার গর্বসুখে
তোমার স্রোতের প্রবল পরশ পাই যে বুকে।
আলো যখন আলস-ভরে নিবিয়ে ফেলি আপন ঘরে
লক্ষ তারা জ্বালায় তোমার নিশীথিনী ॥

২০৪

দুঃখ যদি না পাবে তো দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে ?
বিষকে বিষের দাহ দিয়ে দহন করে মারতে হবে ॥
জ্বলতে দে তোর আগুনটারে, ভয় কিছু না করিস তারে,
ছাই হয়ে সে নিভবে যখন জ্বলবে না আর কভু তবে ॥
এড়িয়ে তাঁরে পালাস না রে, ধরা দিতে হোস না কাতর।
দীর্ঘ পথে ছুটে ছুটে দীর্ঘ করিস দুঃখটা তোর।
মরতে মরতে মরণটারে শেষ ক'রে দে একেবারে,
তার পরে সেই জীবন এসে আপন আসন আপনি লবে ॥

২০৫

যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি।
ঝড় এসেছে, ওরে, এবার ঝড়কে পেলেম সাথি ॥

আকাশকোণে সর্বনেশে ক্ষণে ক্ষণে উঠছে হেসে,
প্রলয় আমার কেশে বেশে করছে মাতামাতি ॥
যে পথ দিয়ে যেতেছিলেম ভুলিয়ে দিল তারে,
আবার কোথা চলতে হবে গভীর অন্ধকারে।
বুঝি বা এই বজ্ররবে নূতন পথের বার্তা কবে—
কোন্ পুরীতে গিয়ে তবে প্রভাত হবে রাতি ॥

২০৬

না বাঁচাবে আমায় যদি মারবে কেন তবে?
কিসের তরে এই আয়োজন এমন কলরবে?।
অগ্নিবাণে তূণ যে ভরা, চরণভরে কাঁপে ধরা,
জীবনদাতা মেতেছ যে মরণ-মহোৎসবে ॥
বক্ষ আমার এমন ক'রে বিদীর্ণ যে করো
উৎস যদি না বাহিরায় হবে কেমনতরো?
এই-যে আমার ব্যথার খনি জোগাবে ওই মুকুট-মণি—
মরণদুখে জাগাবে মোর জীবনবল্লভে ॥

২০৭

মোর মরণে তোমার হবে জয়।
মোর জীবনে তোমার পরিচয় ॥
মোর দুঃখ যে রাঙা শতদল
আজি ঘিরিল তোমার পদতল,
মোর আনন্দ সে যে মণিহার মুকুটে তোমার বাঁধা রয় ॥
মোর ত্যাগে যে তোমার হবে জয়।
মোর প্রেমে যে তোমার পরিচয়।
মোর ধৈর্য তোমার রাজপথ
সে যে লঙ্ঘিবে বনপর্বত,
মোর বীর্য তোমার জয়রথ তোমারি পতাকা শিরে বয় ॥

২০৮

হৃদয় আমার প্রকাশ হল অনন্ত আকাশে।
বেদন-বাঁশি উঠল বেজে বাতাসে বাতাসে॥
এই-যে আলোর আকুলতা এ তো জানি আমার কথা—
ফিরে এসে আমার প্রাণে আমারে উদাসে॥
বাইরে তুমি নানা বেশে ফের নানা ছলে;
জানি নে তো আমার মালা দিয়েছি কার গলে।
আজকে দেখি পরান-মাঝে, তোমার গলায় সব মালা যে—
সব নিয়ে শেষ ধরা দিলে গভীর সর্বনাশে॥

২০৯

যখন তুমি বাঁধছিলে তার সে যে বিষম ব্যথা—
বাজাও বীণা, ভুলাও ভুলাও সকল দুখের কথা॥
এতদিন যা সঙ্গোপনে ছিল তোমার মনে মনে
আজকে আমার তারে তারে শুনাও সে বারতা॥
আর বিলম্ব কোরো না গো, ওই-যে নেবে বাতি।
দুয়ারে মোর নিশীথিনী রয়েছে কান পাতি।
বাঁধলে যে সুর তারায় তারায় অন্তবিহীন অগ্নিধারায়,
সেই সুরে মোর বাজাও প্রাণে তোমার ব্যাকুলতা॥

২১০

এই-যে কালো মাটির বাসা শ্যামল সুখের ধরা—
এইখানেতে আঁধার-আলোয় স্বপন-মাঝে চরা॥
এরই গোপন হৃদয়-'পরে ব্যথার স্বর্গ বিরাজ করে
দুঃখে-আলো-করা॥
বিরহী তোর সেইখানে যে একলা বসে থাকে—
হৃদয় তাহার ক্ষণে ক্ষণে নামটি তোমার ডাকে।

দুঃখে যখন মিলন হবে আনন্দলোক মিলবে তবে
সুধায়-সুধায়-ভরা ॥

২১১

এক হাতে ওর কৃপাণ আছে, আর-এক হাতে হার।
ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার ॥
আসে নি ও ভিক্ষা নিতে, না না না— লড়াই করে নেবে জিতে
পরানটি তোমার ॥
মরণেরই পথ দিয়ে ওই আসছে জীবন-মাঝে,
ও যে আসছে বীরের সাজে।
আধেক নিয়ে ফিরবে না রে, না না না— যা আছে সব একেবারে
করবে অধিকার ॥

২১২

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন পুণ্য করো দহন-দানে ॥
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো,
তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো—
নিশিদিন আলোক-শিখা জ্বলুক গানে ॥
আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
সারা রাত ফোটাক তারা নব নব।
নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো,
যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো—
ব্যথা মোর উঠবে জ্বলে ঊর্ধ্ব-পানে ॥

২১৩

ওরে, কে রে এমন জাগায় তোকে?
ঘুম কেন নেই তোরই চোখে?

চেয়ে আছিস আপন-মনে— ওই-যে দূরে গগন-কোণে
রাত্রি মেলে রাঙা নয়ন রুদ্রদেবের দীপ্তালোকে ॥
রক্তশতদলের সাজি
সাজিয়ে কেন রাখিস আজি ?
কোন্ সাহসে একেবারে শিকল খুলে দিলি দ্বারে—
জোড়হাতে তুই ডাকিস কারে, প্রলয় যে তোর ঘরে ঢোকে ॥

২১৪

আঘাত করে নিলে জিনে,
কাড়িলে মন দিনে দিনে ॥
সুখের বাধা ভেঙে ফেলে তবে আমার প্রাণে এলে—
বারে বারে মরার মুখে অনেক দুখে নিলেম চিনে ॥
তুফান দেখে ঝড়ের রাতে
ছেড়েছি হাল তোমার হাতে।
বাটের মাঝে, হাটের মাঝে, কোথাও আমায় ছাড়লে না-যে—
যখন আমার সব বিকালো তখন আমায় নিলে কিনে ॥

২১৫

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার প্রেম তোমারে এমন ক'রে করেছে নিষ্ঠুর ॥
তুমি বসে থাকতে দেবে না যে, দিবানিশি তাই তো বাজে
পরান-মাঝে এমন কঠিন সুর ॥
ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার লাগি দুঃখ আমার হয় যেন মধুর।
তোমার খোঁজা খোঁজায় মোরে, তোমার বেদন কাঁদায় ওরে,
আরাম যত করে কোথায় দূর ॥

২১৬

সুখে আমায় রাখবে কেন, রাখো তোমার কোলে।
যাক-না গো সুখ জ্বলে ॥

যাক-না পায়ের তলার মাটি, তুমি তখন ধরবে আঁটি—
তুলে নিয়ে দুলাবে ওই বাহুদোলার দোলে ॥
যেখানে ঘর বাঁধব আমি আসে আসুক বান—
তুমি যদি ভাসাও মোরে চাই নে পরিত্রাণ।
হার মেনেছি, মিটেছে ভয়— তোমার জয় তো আমারি জয়
ধরা দেব, তোমায় আমি ধরব যে তাই হলে ॥

২১৭

ও নিঠুর, আরো কি বাণ তোমার তূণে আছে?
তুমি মর্মে আমায় মারবে হিয়ার কাছে।
আমি পালিয়ে থাকি, মুদি আঁখি, আঁচল দিয়ে মুখ যে ঢাকি গো—
কোথাও কিছু আঘাত লাগে পাছে ॥
আমি মারকে তোমার ভয় করেছি ব'লে
তাই তো এমন হৃদয় ওঠে জ্বলে।
যে দিন সে ভয় ঘুচে যাবে সে দিন তোমার বাণ ফুরাবে গো—
মরণকে প্রাণ বরণ করে বাঁচে ॥

২১৮

আমি হৃদয়েতে পথ কেটেছি, সেথায় চরণ পড়ে,
তোমার সেথায় চরণ পড়ে।
তাই তো আমার সকল পরান কাঁপছে ব্যথার ভরে গো,
কাঁপছে থরোথরে ॥
ব্যথাপথের পথিক তুমি, চরণ চলে ব্যথা চুমি—
কাঁদন দিয়ে সাধন আমার চিরদিনের তরে গো,
চিরজীবন ধ'রে ॥
নয়নজলের বন্যা দেখে ভয় করি নে আর,
আমি ভয় করি নে আর।
মরণ-টানে টেনে আমায় করিয়ে দেবে পার,
আমি তরব পারাবার।

ঝড়ের হাওয়া আকুল গানে বইছে আজি তোমার পানে—
ডুবিয়ে তরী ঝাঁপিয়ে পড়ি ঠেকব চরণ-'পরে,
আমি বাঁচব চরণ ধরে ॥

২১৯

তোমার কাছে শান্তি চাব না,
থাক্‌-না আমার দুঃখ ভাবনা ॥
অশান্তির এই দোলার 'পরে বোসো বোসো লীলার ভরে,
দোলা দিব এ মোর কামনা ॥
নেবে নিবুক প্রদীপ বাতাসে,
ঝড়ের কেতন উড়ুক আকাশে—
বুকের কাছে ক্ষণে ক্ষণে তোমার চরণ-পরশনে
অন্ধকারে আমার সাধনা ॥

২২০

যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে
জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে ॥
সব যে হয়ে গেল কালো, নিবে গেল দীপের আলো,
আকাশ-পানে হাত বাড়ালেম কাহার তরে ?।
অন্ধকারে রইনু পড়ে স্বপন মানি।
ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা তাই কি জানি !
সকালবেলা চেয়ে দেখি, দাঁড়িয়ে আছ তুমি এ কি
ঘর-ভরা মোর শূন্যতারই বুকের 'পরে ॥

২২১

ভয়েরে মোর আঘাত করো ভীষণ, হে ভীষণ !
কঠিন করে চরণ-'পরে প্রণত করো মন ॥
বেঁধেছে মোরে নিত্য কাজে প্রাচীরে-ঘেরা ঘরের মাঝে,
নিত্য মোরে বেঁধেছে সাজে সাজের আভরণ ॥

এসো হে, ওহে আকস্মিক, ঘিরিয়া ফেলো সকল দিক,
মুক্ত পথে উড়ায়ে নিক নিমেষে এ জীবন।
তাহার 'পরে প্রকাশ হোক উদার তব সহাস চোখ—
তব অভয় শান্তিময় স্বরূপ পুরাতন ॥

২২২

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি, সেকি সহজ গান!
সেই সুরেতে জাগব আমি, দাও মোরে সেই কান ॥
আমি ভুলব না আর সহজেতে, সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে
মৃত্যু-মাঝে ঢাকা আছে যে অন্তহীন প্রাণ ॥
সে ঝড় যেন সই আনন্দে চিত্তবীণার তারে
সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত নাচাও যে ঝঙ্কারে।
আরাম হতে ছিন্ন ক'রে সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায় শান্তি সুমহান ॥

২২৩

এই করেছ ভালো, নিঠুর হে, নিঠুর হে, এই করেছ ভালো।
এমনি ক'রে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো ॥
আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছুই আলো ॥
যখন থাকে অচেতনে এ চিত্ত আমার
আঘাত সে যে পরশ তব, সেই তো পুরস্কার।
অন্ধকারে মোহে লাজে চোখে তোমায় দেখি না যে,
বজ্রে তোলো আগুন ক'রে আমার যত কালো ॥

২২৪

আরো আঘাত সইবে আমার, সইবে আমারো।
আরো কঠিন সুরে জীবন-তারে ঝঙ্কারো ॥

যে রাগ জাগাও আমার প্রাণে বাজে নি তা চরম তানে,
নিঠুর মূর্ছনায় সে গানে মূর্তি সঞ্চারো ॥
লাগে না গো কেবল যেন কোমল করুণা,
মৃদু সুরের খেলায় এ প্রাণ ব্যর্থ কোরো না।
জ্ব'লে উঠুক সকল হুতাশ, গর্জি উঠুক সকল বাতাস,
জাগিয়ে দিয়ে সকল আকাশ পূর্ণতা বিস্তারো ॥

২২৫

আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই, বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে।
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর জীবন ভ'রে ॥
না চাহিতে মোরে যা করেছ দান— আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ,
দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায় সে মহা দানেরই যোগ্য ক'রে
অতি-ইচ্ছার সঙ্কট হতে বাঁচায়ে মোরে ॥
আমি কখনো বা ভুলি কখনো বা চলি তোমার পথের লক্ষ্য ধরে ;
তুমি নিষ্ঠুর সম্মুখ হতে যাও যে সরে।
এ যে তব দয়া, জানি জানি হায়, নিতে চাও ব'লে ফিরাও আমায়—
পূর্ণ করিয়া লবে এ জীবন তব মিলনেরই যোগ্য ক'রে
আধা-ইচ্ছার সঙ্কট হতে বাঁচায়ে মোরে ॥

২২৬

প্রচণ্ড গর্জনে আসিল একি দুর্দিন—
দারুণ ঘনঘটা, অবিরল অশনিতর্জন ॥
ঘন ঘন দামিনী-ভুজঙ্গ-ক্ষত যামিনী,
অম্বর করিছে অন্ধনয়নে অশ্রু-বরিষন ॥
ছাড়ো রে শঙ্কা, জাগো ভীরু অলস,
আনন্দে জাগাও অন্তরে শকতি।
অকুণ্ঠ আঁখি মেলি হেরো প্রশান্ত বিরাজিত
মহাভয়-মহাসনে অপরূপ মৃত্যুঞ্জয়রূপে ভয়হরণ ॥

২২৭

বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা—
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়॥
সহায় মোর না যদি জুটে নিজের বল না যেন টুটে—
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়॥
আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা—
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়॥
নম্রশিরে সুখের দিনে তোমারি মুখ লইব চিনে—
দুখের রাতে নিখিল ধরা যে দিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয়॥

২২৮

আরো আরো, প্রভু, আরো আরো
এমনি ক'রে আমায় মারো॥
লুকিয়ে থাকি, আমি পালিয়ে বেড়াই—
ধরা পড়ে গেছি, আর কি এড়াই!
যা-কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো॥
এবার যা করবার তা সারো সারো,
আমি হারি কিম্বা তুমিই হারো।
হাটে ঘাটে বাটে করি মেলা,
কেবল হেসে খেলে গেছে বেলা—
দেখি কেমনে কাঁদাতে পারো॥

২২৯

তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ দুখের অশ্রুধার।
জননী গো, গাঁথব তোমার গলার মুক্তাহার॥
চন্দ্র সূর্য পায়ের কাছে মালা হয়ে জড়িয়ে আছে,
তোমার বুকে শোভা পাবে আমার দুখের অলঙ্কার॥
ধন ধান্য তোমারি ধন কী করবে তা কও।
দিতে চাও তো দিয়ো আমায়, নিতে চাও তো লও।
দুঃখ আমার ঘরের জিনিস, খাঁটি রতন তুই তো চিনিস—
তোর প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস এ মোর অহঙ্কার॥

২৩০

দুখের বেশে এসেছ ব'লে তোমারে নাহি ডরিব হে।
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় ক'রে ধরিব হে॥
আঁধারে মুখ ঢাকিলে, স্বামী, তোমারে তবু চিনিব আমি—
মরণরূপে আসিলে, প্রভু, চরণ ধরি মরিব হে।
যেমন করে দাও-না দেখা তোমারে নাহি ডরিব হে॥
নয়নে আজি ঝরিছে জল, ঝরুক জল নয়নে হে।
বাজিছে বুকে বাজুক তব কঠিন বাহু-বাঁধনে হে।
তুমি যে আছ বক্ষে ধরে বেদনা তাহা জানাক মোরে—
চাব না কিছু, কব না কথা, চাহিয়া রব বদনে হে॥

২৩১

তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।
তোমার সেবার মহান দুঃখ সহিবারে দাও ভকতি॥
আমি তাই চাই ভরিয়া পরান দুঃখের সাথে দুঃখের ত্রাণ,
তোমার হাতের বেদনার দান এড়ায়ে চাহি না মুকতি।
দুখ হবে মম মাথার ভূষণ সাথে যদি দাও ভকতি॥
যত দিতে চাও কাজ দিয়ো যদি তোমারে না দাও ভুলিতে,
অন্তর যদি জড়াতে না দাও জালজঞ্জালগুলিতে।
বাঁধিয়ো আমায় যত খুশি ডোরে মুক্ত রাখিয়ো তোমা-পানে মোরে,

ধুলায় রাখিয়ো পবিত্র ক'রে তোমার চরণধূলিতে—
ভুলায়ে রাখিয়ো সংসারতলে, তোমারে দিয়ো না ভুলিতে ॥
যে পথে ঘুরিতে দিয়েছ ঘুরিব— যাই যেন তব চরণে,
সব শ্রম যেন বহি লয় মোরে সকলশ্রান্তিহরণে।
দুর্গম পথ এ ভবগহন, কত ত্যাগ শোক বিরহদহন—
জীবনে মৃত্যু করিয়া বহন প্রাণ পাই যেন মরণে—
সন্ধ্যাবেলায় লভি গো কুলায় নিখিলশরণ চরণে ॥

২৩২

দুখ দিয়েছ, দিয়েছ ক্ষতি নাই, কেন গো একেলা ফেলে রাখ ?
ডেকে নিলে ছিল যারা কাছে, তুমি তবে কাছে কাছে থাকো ॥
প্রাণ কারো সাড়া নাহি পায়, রবি শশী দেখা নাহি যায়,
এ পথে চলে যে অসহায়— তারে তুমি ডাকো, প্রভু, ডাকো ॥
সংসারের আলো নিভাইলে, বিষাদের আঁধার ঘনায়—
দেখাও তোমার বাতায়নে চির-আলো জ্বলিছে কোথায়।
শুষ্ক নির্ঝরের ধারে রই, পিপাসিত প্রাণ কাঁদে ওই—
অসীম প্রেমের উৎস কই, আমারে তৃষিত রেখো নাকো ॥
কে আমার আত্মীয় স্বজন— আজ আসে, কাল চলে যায়।
চরাচর ঘুরিছে কেবল— জগতের বিশ্রাম কোথায়।
সবাই আপনা নিয়ে রয় কে কাহারে দিবে গো আশ্রয়—
সংসারের নিরাশ্রয় জনে তোমার স্নেহেতে, নাথ, ঢাকো ॥

২৩৩

হে মহাদুঃখ, হে রুদ্র, হে ভয়ঙ্কর, ওহে শঙ্কর, হে প্রলয়ঙ্কর।
হোক জটানিঃসৃত অগ্নিভুজঙ্গম -দংশনে জর্জর স্থাবর জঙ্গম,
ঘন ঘন ঝন ঝন ঝনননন ঝনননন পিনাক টঙ্করো ॥

২৩৪

সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ—
হে ভৈরব, শক্তি দাও, ভক্ত-পানে চাহো ॥

দূর করো মহারুদ্র যাহা মুগ্ধ, যাহা ক্ষুদ্র—
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ ॥
দুঃখের মন্থনবেগে উঠিবে অমৃত,
শঙ্কা হতে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যুভীত।
তব দীপ্ত রৌদ্র তেজে নির্ঝরিয়া গলিবে যে
প্রস্তরশৃঙ্খলোন্মুক্ত ত্যাগের প্রবাহ ॥

২৩৫

নয় এ মধুর খেলা—
তোমায় আমায় সারাজীবন সকাল-সন্ধ্যাবেলা নয় এ মধুর খেলা ॥
কতবার যে নিবল বাতি, গর্জে এল ঝড়ের রাতি—
সংসারের এই দোলায় দিলে সংশয়েরই ঠেলা ॥
বারে বারে বাঁধ ভাঙিয়া বন্যা ছুটেছে।
দারুণ দিনে দিকে দিকে কান্না উঠেছে।
ওগো রুদ্র, দুঃখে সুখে এই কথাটি বাজল বুকে—
তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নাইকো অবহেলা ॥

২৩৬

জাগো হে রুদ্র, জাগো—
সুপ্তিজড়িত তিমিরজাল সহে না, সহে না গো ॥
এসো নিরুদ্ধ দ্বারে, বিমুক্ত করো তারে,
তনুমনপ্রাণ ধনজনমান, হে মহাভিক্ষু, মাগো ॥

২৩৭

পিনাকেতে লাগে টঙ্কার—
বসুন্ধরার পঞ্জরতলে কম্পন জাগে শঙ্কার ॥
আকাশেতে ঘোরে ঘূর্ণি সৃষ্টির বাঁধ চূর্ণি,
বজ্রভীষণ গর্জনরব প্রলয়ের জয়ডঙ্কার ॥
স্বর্গ উঠিছে ক্রন্দি, সুরপরিষদ বন্দী—

তিমিরগহন দুঃসহ রাতে উঠে শৃঙ্খলঝঙ্কার
দানবদম্ভ তর্জি রুদ্র উঠিল গর্জি—
লণ্ডভণ্ড লুটিল ধুলায় অভ্রভেদী অহঙ্কার ॥

২৩৮

প্রাণে গান নাই, মিছে তাই ফিরিনু যে
বাঁশিতে সে গান খুঁজে।
প্রেমেরে বিদায় ক'রে দেশান্তরে
বেলা যায় কারে পূজে ॥
বনে তোর লাগাস আগুন, তবে ফাগুন কিসের তরে—
বৃথা তোর ভস্ম-'পরে মরিস যুঝে ॥
ওরে, তোর নিবিয়ে দিয়ে ঘরের বাতি
কী লাগি ফিরিস পথে দিবারাতি—
যে আলো শতধারায় আঁখিতারায় পড়ে ঝ'রে
তাহারে কে পায় ওরে নয়ন বুজে ?।

২৩৯

যা হারিয়ে যায় তা আগলে ব'সে রইব কত আর ?
আর পারি নে রাত জাগতে, হে নাথ, ভাবতে অনিবার ॥
আছি রাত্রি দিবস ধ'রে দুয়ার আমার বন্ধ ক'রে,
আসতে যে চায় সন্দেহে তায় তাড়াই বারে বার ॥
তাই তো কারো হয় না আসা আমার একা ঘরে।
আনন্দময় ভুবন তোমার বাইরে খেলা করে।
তুমিও বুঝি পথ নাহি পাও, এসে এসে ফিরিয়া যাও—
রাখতে যা চাই রয় না তাও, ধুলায় একাকার ॥

২৪০

আনন্দ তুমি স্বামি, মঙ্গল তুমি,
তুমি হে মহাসুন্দর, জীবননাথ ॥

শোকে দুখে তোমারি বাণী জাগরণ দিবে আনি,
নাশিবে দারুণ অবসাদ॥
চিত মন অর্পিনু তব পদপ্রান্তে—
শুভ্র শান্তিশতদল-পুণ্যমধু-পানে
চাহি আছে সেবক, তব সুদৃষ্টিপাতে
কবে হবে এ দুখরাত প্রভাত॥

২৪১

ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার।
হালের কাছে মাঝি আছে, করবে তরী পার॥
তুফান যদি এসে থাকে তোমার কিসের দায়—
চেয়ে দেখো ঢেউয়ের খেলা, কাজ কি ভাবনায়?
আসুক-নাকো গহন রাতি, হোক-না অন্ধকার—
হালের কাছে মাঝি আছে, করবে তরী পার॥
পশ্চিমে তুই তাকিয়ে দেখিস মেঘে আকাশ ডোবা,
আনন্দে তুই পুবের দিকে দেখ্‌-না তারার শোভা।
সাথি যারা আছে তারা তোমার আপন ব'লে
ভাবো কি তাই রক্ষা পাবে তোমারি ওই কোলে?
উঠবে রে ঝড়, দুলবে রে বুক, জাগবে হাহাকার—
হালের কাছে মাঝি আছে, করবে তরী পার॥

২৪২

ওই) আলো যে যায় রে দেখা—
হৃদয়ের পুব-গগনে সোনার রেখা॥
এবারে ঘুচল কি ভয়, এবারে হবে কি জয়?
আকাশে হল কি ক্ষয় কালীর লেখা?।
কারে ওই যায় গো দেখা,
হৃদয়ের সাগরতীরে দাঁড়ায় একা।

ওরে তুই সকল ভুলে চেয়ে থাক্ নয়ন তুলে—
নীরবে চরণমূলে মাথা ঠেকা॥

২৪৩

তোমার দ্বারে কেন আসি ভুলেই যে যাই, কতই কী চাই—
দিনের শেষে ঘরে এসে লজ্জা যে পাই॥
সে-সব চাওয়া সুখে দুখে ভেসে বেড়ায় কেবল মুখে,
গভীর বুকে
যে চাওয়াটি গোপন তাহার কথা যে নাই॥
বাসনা সব বাঁধন যেন কুঁড়ির গায়ে—
ফেটে যাবে, ঝরে যাবে দখিন-বায়ে।
একটি চাওয়া ভিতর হতে ফুটবে তোমার ভোর-আলোতে
প্রাণের স্রোতে—
অন্তরে সেই গভীর আশা বয়ে বেড়াই॥

২৪৪

তুমি জানো, ওগো অন্তর্যামী,
পথে পথেই মন ফিরালেম আমি॥
ভাবনা আমার বাঁধল নাকো বাসা,
কেবল তাদের স্রোতের 'পরেই ভাসা—
তবু আমার মনে আছে আশা,
তোমার পায়ে ঠেকবে তারা স্বামী॥
টেনেছিল কতই কান্নাহাসি,
বারে বারেই ছিন্ন হল ফাঁসি।
শুধায় সবাই হতভাগ্য ব'লে,
'মাথা কোথায় রাখবি সন্ধ্যা হলে।'
জানি জানি নামবে তোমার কোলে
আপনি যেথায় পড়বে মাথা নামি॥

২৪৫

তোমার দুয়ার খোলার ধ্বনি ওই গো বাজে হৃদয়মাঝে ॥
তোমার ঘরে নিশি-ভোরে আগল যদি গেল সরে
আমার ঘরে রইব তবে কিসের লাজে ?।
অনেক বলা বলেছি, সে মিথ্যা বলা।
অনেক চলা চলেছি, সে মিথ্যা চলা।
আজ যেন সব পথের শেষে তোমার দ্বারে দাঁড়াই এসে—
ভুলিয়ে যেন নেয় না মোরে আপন কাজে ॥

২৪৬

আমার যে আসে কাছে, যে যায় চলে দূরে,
কভু পাই বা কভু না পাই যে বন্ধুরে,
যেন এই কথাটি বাজে মনের সুরে—
তুমি আমার কাছে এসেছ ॥
কভু মধুর রসে ভরে হৃদয়খানি,
কভু নিঠুর বাজে প্রিয়মুখের বাণী,
তবু নিত্য যেন এই কথাটি জানি—
তুমি স্নেহের হাসি হেসেছ ॥
ওগো, কভু সুখের কভু দুখের দোলে
মোর জীবন জুড়ে কত তুফান তোলে,
যেন চিত্ত আমার এই কথা না ভোলে—
তুমি আমায় ভালোবেসেছ।
যবে মরণ আসে নিশীথে গৃহদ্বারে
যবে পরিচিতের কোল হতে সে কাড়ে,
যেন জানি গো সেই অজানা পারাবারে
এক তরীতে তুমিও ভেসেছ ॥

২৪৭

হার-মানা হার পরাব তোমার গলে—
দূরে রব কত আপন বলের ছলে।
জানি আমি জানি ভেসে যাবে অভিমান—
নিবিড় ব্যথায় ফাটিয়া পড়িবে প্রাণ,
শূন্য হিয়ার বাঁশিতে বাজিবে গান,
পাষাণ তখন গলিবে নয়নজলে॥
শতদলদল খুলে যাবে থরে থরে,
লুকানো রবে না মধু চিরদিন-তরে।
আকাশ জুড়িয়া চাহিবে কাহার আঁখি,
ঘরের বাহিরে নীরবে লইবে ডাকি,
কিছুই সেদিন কিছুই রবে না বাকি—
পরম মরণ লভিব চরণতলে॥

২৪৮

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে॥
তবু প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সূর্য চন্দ্র তারা,
বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে॥
তরঙ্গ মিলায়ে যায় তরঙ্গ উঠে,
কুসুম ঝরিয়া পড়ে কুসুম ফুটে।
নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্যলেশ—
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে॥

২৪৯

অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী।
তবু সদা দূরে ভ্রমিতেছি আমি॥
সংসার সুখ করেছি বরণ,
তবু তুমি মম জীবনস্বামী॥

না জানিয়া পথ ভ্রমিতেছি পথে
আপন গরবে অসীম জগতে।
তবু স্নেহনেত্র জাগে ধ্রুবতারা,
তব শুভ আশিস আসিছে নামি॥

২৫০

দীর্ঘ জীবনপথ, কত দুঃখতাপ, কত শোকদহন—
গেয়ে চলি তবু তাঁর করুণার গান॥
খুলে রেখেছেন তাঁর অমৃতভবনদ্বার—
শ্রান্তি ঘুচিবে, অশ্রু মুছিবে, এ পথের হবে অবসান॥
অনন্তের পানে চাহি আনন্দের গান গাহি—
ক্ষুদ্র শোকতাপ নাহি নাহি রে।
অনন্ত আলয় যার কিসের ভাবনা তার—
নিমেষের তুচ্ছ ভারে হব না রে ম্রিয়মাণ॥

২৫১

আজি কোন্ ধন হতে বিশ্বে আমারে
কোন্ জনে করে বঞ্চিত—
তব চরণ-কমল-রতন-রেণুকা
অন্তরে আছে সঞ্চিত॥
কত নিঠুর কঠোর দরশে ঘরষে মর্মমাঝারে শল্য বরষে,
তবু প্রাণ মন পীযুষপরশে পলে পলে পুলকাঞ্চিত॥
আজি কিসের পিপাসা মিটিল না ওগো
পরম পরানবল্লভ!
চিতে চিরসুধা করে সঞ্চার তব
সকরুণ করপল্লব।
নাথ, যার যাহা আছে তার তাই থাক্, আমি থাকি চিরলাঞ্ছিত—
শুধু তুমি এ জীবনে নয়নে নয়নে থাকো থাকো চিরবাঞ্ছিত॥

২৫২

কে যায় অমৃতধামযাত্রী।
আজি এ গহন তিমিররাত্রি,
কাঁপে নভ জয়গানে॥
আনন্দরব শ্রবণে লাগে, সুপ্ত হৃদয় চমকি জাগে,
চাহি দেখে পথপানে॥
ওগো রহো রহো, মোরে ডাকি লহো, কহো আশ্বাসবাণী
যাব অহরহ সাথে সাথে
সুখে দুখে শোকে দিবসে রাতে
অপরাজিত প্রাণে॥

২৫৩

চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে।
অন্তরে আজ দেখব, যখন আলোক নাহি রে॥
ধরায় যখন দাও না ধরা হৃদয় তখন তোমায় ভরা,
এখন তোমার আপন আলোয় তোমায় চাহি রে॥
তোমায় নিয়ে খেলেছিলেম খেলার ঘরেতে।
খেলার পুতুল ভেঙে গেছে প্রলয় ঝড়েতে।
থাক্ তবে সেই কেবল খেলা, হোক-না এখন প্রাণের মেলা-
তারের বীণা ভাঙল, হৃদয়-বীণায় গাহি রে॥

২৫৪

এবার নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে।
তার হৃদয়বাঁশি আপনি কেড়ে বাজাও গভীরে॥
নিশীথরাতের নিবিড় সুরে বাঁশিতে তান দাও হে পূরে,
যে তান দিয়ে অবাক্ কর গ্রহশশীরে॥

যা-কিছু মোর ছড়িয়ে আছে জীবন-মরণে
গানের টানে মিলুক এসে তোমার চরণে।
বহুদিনের বাক্যরাশি এক নিমেষে যাবে ভাসি—
একলা বসে শুনব বাঁশি অকূল তিমিরে॥

২৫৫

একমনে তোর একতারাতে একটি যে তার সেইটি বাজা—
ফুলবনে তোর একটি কুসুম, তাই নিয়ে তোর ডালি সাজা॥
যেখানে তোর সীমা সেথায় আনন্দে তুই থামিস এসে,
যে কড়ি তোর প্রভুর দেওয়া সেই কড়ি তুই নিস রে হেসে।
লোকের কথা নিস নে কানে, ফিরিস নে আর হাজার টানে,
যেন রে তোর হৃদয় জানে হৃদয়ে তোর আছেন রাজা—
একতারাতে একটি যে তার আপন-মনে সেইটি বাজা॥

২৫৬

গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে, আর কোলাহল নাই।
রহি রহি শুধু সুদূর সিন্ধুর ধ্বনি শুনিবারে পাই॥
সকল বাসনা চিত্তে এল ফিরে, নিবিড় আঁধার ঘনালো বাহিরে—
প্রদীপ একটি নিভৃত অন্তরে জ্বলিতেছে এক ঠাঁই॥
অসীম মঙ্গলে মিলিল মাধুরী, খেলা হল সমাধান।
চপল চঞ্চল লহরীলীলা পারাবারে অবসান।
নীরব মন্ত্রে হৃদয়মাঝে শান্তি শান্তি শান্তি বাজে,
অরূপকান্তি নিরখি অন্তরে মুদিতলোচনে চাই॥

২৫৭

ভুবন হইতে ভুবনবাসী এসো আপন হৃদয়ে।
হৃদয়মাঝে হৃদয়নাথ আছে নিত্য সাথ সাথ—
কোথা ফিরিছ দিবারাত, হেরো তাঁহারে অভয়ে॥

হেথা চির-আনন্দধাম, হেথা বাজিছে অভয় নাম,
হেথা পুরিবে সকল কাম নিভৃত অমৃত-আলয়ে ॥

২৫৮

জীবন যখন ছিল ফুলের মতো
পাপড়ি তাহার ছিল শত শত ॥
বসন্তে সে হ'ত যখন দাতা
ঝরিয়ে দিত দু-চারটি তার পাতা,
তবুও যে তার বাকি রইত কত ॥
আজ বুঝি তার ফল ধরেছে, তাই
হাতে তাহার অধিক কিছু নাই।
হেমন্তে তার সময় হল এবে
পূর্ণ করে আপনাকে সে দেবে,
রসের ভারে তাই সে অবনত ॥

২৫৯

বাধা দিলে বাধবে লড়াই, মরতে হবে।
পথ জুড়ে কি করবি বড়াই, সরতে হবে ॥
লুঠ-করা ধন ক'রে জড়ো কে হতে চাস সবার বড়ো—
এক নিমেষে পথের ধুলায় পড়তে হবে।
নাড়া দিতে গিয়ে তোমায় নড়তে হবে ॥
নীচে বসে আছিস কে রে, কাঁদিস কেন?
লজ্জাডোরে আপনাকে রে বাঁধিস কেন?
ধনী যে তুই দুঃখধনে সেই কথাটি রাখিস মনে—
ধুলার 'পরে স্বর্গ তোমায় গড়তে হবে—
বিনা অস্ত্র, বিনা সহায়, লড়তে হবে ॥

২৬০

তুই কেবল থাকিস সরে সরে,
তাই পাস নে কিছুই হৃদয় ভরে॥
আনন্দভাণ্ডারের থেকে দূত যে তোরে গেল ডেকে—
কোণে বসে দিস নে সাড়া, সব খোওয়ালি এমনি করে॥
জীবনটাকে তোল্ জাগিয়ে,
মাঝে সবার আয় আগিয়ে।
চলিস নে পথ মেপে মেপে আপনাকে দে নিখিল ব্যেপে—
যে ক'টা দিন বাকি আছে কাটাস নে আর ঘুমের ঘোরে॥

২৬১

দাঁড়াও, মন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-মাঝে আনন্দসভাভবনে আজ॥
বিপুলমহিমাময়, গগনে মহাসনে বিরাজ করে বিশ্বরাজ॥
সিন্ধু শৈল তটিনী মহারণ্য জলধরমালা
তপন চন্দ্র তারা গভীর মন্দ্রে গাহিছে শুন গান।
এই বিশ্বমহোৎসব দেখি মগন হল সুখে কবিচিত্ত,
ভুলি গেল সব কাজ॥

২৬২

নদীপারের এই আষাঢ়ের প্রভাতখানি
নে রে ও মন, নে রে আপন প্রাণে টানি॥
সবুজ-নীলে সোনায় মিলে যে সুধা এই ছড়িয়ে দিলে,
জাগিয়ে দিলে আকাশতলে গভীর বাণী,
নে রে ও মন, নে রে আপন প্রাণে টানি॥
এমনি করে চলতে পথে ভবের কূলে
দুই ধারে যা ফুল ফুটে সব নিস রে তুলে।
সে ফুলগুলি চেতনাতে গেঁথে তুলিস দিবস-রাতে,
দিনে দিনে আলোর মালা ভাগ্য মানি—
নে রে ও মন, নে রে আপন প্রাণে টানি॥

২৬৩

শান্ত হ রে মম চিত্ত নিরাকুল, শান্ত হ রে ওরে দীন !
হেরো চিদম্বরে মঙ্গলে সুন্দরে সর্বচরাচর লীন ॥
শুন রে নিখিলহৃদয়নিস্যন্দিত শূন্যতলে উথলে জয়সঙ্গীত,
হেরো বিশ্ব চিরপ্রাণতরঙ্গিত নন্দিত নিত্যনবীন ॥
নাহি বিনাশ বিকার বিশোচন, নাহি দুঃখ সুখ তাপ—
নির্মল নিষ্কল নির্ভয় অক্ষয়, নাহি জরা জর পাপ।
চির আনন্দ, বিরাম চিরন্তন, প্রেম নিরন্তর, জ্যোতি নিরঞ্জন-
শান্তি নিরাময়, কান্তি সুনন্দন,
সান্ত্বন অন্তবিহীন ॥

২৬৪

শুভ্র নব শঙ্খ তব গগন ভরি বাজে,
ধ্বনিল শুভ জাগরণগীত।
অরুণরুচি আসনে চরণ তব রাজে,
মম হৃদয়কমল বিকশিত ॥
গ্রহণ কর' তারে তিমিরপরপারে,
বিমলতর পুণ্যকরপরশ-হরষিত ॥

২৬৫

পূর্বগগনভাগে
দীপ্ত হইল সুপ্রভাত
তরুণারুণরাগে।
শুভ্র শুভ মুহূর্ত আজি সার্থক কর' রে,
অমৃতে ভর' রে—
অমিতপুণ্যভাগী কে
জাগে কে জাগে ॥

২৬৬

মন, জাগ' মঙ্গললোকে অমল অমৃতময় নব আলোকে
জ্যোতিবিভাসিত চোখে ॥
হের' গগন ভরি জাগে সুন্দর, জাগে তরঙ্গে জীবনসাগর—
নির্মল প্রাতে বিশ্বের সাথে জাগ' অভয় অশোকে ॥

২৬৭

ভোরের বেলা কখন এসে পরশ করে গেছ হেসে ॥
আমার ঘুমের দুয়ার ঠেলে কে সেই খবর দিল মেলে—
জেগে দেখি আমার আঁখি আঁখির জলে গেছে ভেসে ॥
মনে হল আকাশ যেন কইল কথা কানে কানে।
মনে হল সকল দেহ পূর্ণ হল গানে গানে।
হৃদয় যেন শিশিরনত ফুটল পূজার ফুলের মতো—
জীবননদী কূল ছাপিয়ে ছড়িয়ে গেল অসীমদেশে ॥

২৬৮

এখনো ঘোর ভাঙে না তোর যে, মেলে না তোর আঁখি—
কাঁটার বনে ফুল ফুটেছে রে জানিস নে তুই তা কি ?
ওরে অলস, জানিস নে তুই তা কি ?
জাগো এবার জাগো, বেলা কাটাস না গো ॥
কঠিন পথের শেষে কোথায় অগম বিজন দেশে
ও সেই বন্ধু আমার একলা আছে গো, দিস্ নে তারে ফাঁকি
প্রখর রবির তাপে নাহয় শুষ্ক গগন কাঁপে,
নাহয় দগ্ধ বালু তপ্ত আঁচলে দিক চারি দিক ঢাকি—
পিপাসাতে দিক চারি দিক ঢাকি।
মনের মাঝে চাহি দেখ্ রে আনন্দ কি নাহি।
পথে পায়ে পায়ে দুখের বাঁশরি বাজবে তোরে ডাকি—
মধুর সুরে বাজবে তোরে ডাকি ॥

২৬৯

আজি নির্ভয়নিদ্রিত ভুবনে জাগে, কে জাগে?

ঘন সৌরভমন্থর পবনে জাগে, কে জাগে?।

কত নীরব বিহঙ্গকুলায়ে

মোহন অঙ্গুলি বুলায়ে— জাগে, কে জাগে?

কত অস্ফুট পুষ্পের গোপনে জাগে, কে জাগে?

এই অপার অম্বরপাথারে

স্তম্ভিত গম্ভীর আঁধারে— জাগে, কে জাগে?

মম গভীর অন্তরবেদনে জাগে, কে জাগে?।

২৭০

ভোর হল বিভাবরী, পথ হল অবসান—

শুন ওই লোকে লোকে উঠে আলোকেরই গান॥

ধন্য হলি ওরে পান্থ রজনীজাগরক্লান্ত,

ধন্য হল মরি মরি ধুলায় ধূসর প্রাণ॥

বনের কোলের কাছে সমীরণ জাগিয়াছে,

মধুভিক্ষু সারে সারে আগত কুঞ্জের দ্বারে।

হল তব যাত্রা সারা, মোছো মোছো অশ্রুধারা

লজ্জা ভয় গেল ঝরি, ঘুচিল রে অভিমান॥

২৭১

নিশার স্বপন ছুটল রে, এই ছুটল রে, টুটল বাঁধন টুটল রে॥

রইল না আর আড়াল প্রাণে, বেরিয়ে এলেম জগৎ-পানে—

হৃদয়শতদলের সকল দলগুলি এই ফুটল রে এই ফুটল রে॥

দুয়ার আমার ভেঙে শেষে দাঁড়ালে যেই আপনি এসে

নয়নজলে ভেসে হৃদয় চরণতলে লুটল রে।

আকাশ হতে প্রভাত-আলো আমার পানে হাত বাড়ালো,

ভাঙা কারার দ্বারে আমার জয়ধ্বনি উঠল রে এই উঠল রে॥

২৭২

অনেক দিনের শূন্যতা মোর ভরতে হবে
মৌনবীণার তন্ত্র আমার জাগাও সুধারবে ॥
বসন্তসমীরে তোমার ফুল-ফুটানো বাণী
দিক পরানে আনি—
ডাকো তোমার নিখিল-উৎসবে ॥
মিলনশতদলে
তোমার প্রেমের অরূপ মূর্তি দেখাও ভুবনতলে।
সবার সাথে মিলাও আমায়, ভুলাও অহঙ্কার,
খুলাও রুদ্ধদ্বার
পূর্ণ করো প্রণতিগৌরবে ॥

২৭৩

হে চিরনূতন, আজি এ দিনের প্রথম গানে
জীবন আমার উঠুক বিকাশি তোমার পানে ॥
তোমার বাণীতে সীমাহীন আশা, চিরদিবসের প্রাণময়ী ভাষা—
ক্ষয়হীন ধন ভরি দেয় মন তোমার হাতের দানে ॥
এ শুভলগনে জাগুক গগনে অমৃতবায়ু,
আসুক জীবনে নবজনমের অমল আয়ু।
জীর্ণ যা-কিছু যাহা-কিছু ক্ষীণ নবীনের মাঝে হোক তা বিলীন—
ধুয়ে যাক যত পুরানো মলিন
নব-আলোকের স্নানে ॥

২৭৪

প্রাণের প্রাণ জাগিছে তোমারি প্রাণে,
অলস রে, ওরে, জাগো জাগো ॥
শোনো রে চিত্তভবনে অনাদি শঙ্খ বাজিছে—
অলস রে, ওরে, জাগো জাগো ॥

২৭৫

জাগো নির্মল নেত্রে রাত্রির পরপারে,
জাগো অন্তরক্ষেত্রে মুক্তির অধিকারে ॥
জাগো ভক্তির তীর্থে পূজাপুষ্পের ঘ্রাণে,
জাগো উন্মুখচিত্তে, জাগো অম্লানপ্রাণে,
জাগো নন্দননৃত্যে সুধাসিন্ধুর ধারে,
জাগো স্বার্থের প্রান্তে প্রেমমন্দিরদ্বারে ॥
জাগো উজ্জ্বল পুণ্যে, জাগো নিশ্চল আশে,
জাগো নিঃসীম শূন্যে পূর্ণের বাহুপাশে।
জাগো নির্ভয়ধামে, জাগো সংগ্রামসাজে,
জাগো ব্রহ্মের নামে, জাগো কল্যাণকাজে,
জাগো দুর্গমযাত্রী দুঃখের অভিসারে,
জাগো স্বার্থের প্রান্তে প্রেমমন্দিরদ্বারে ॥

২৭৬

স্বপন যদি ভাঙিলে রজনীপ্রভাতে
পূর্ণ করো হিয়া মঙ্গলকিরণে ॥
রাখো মোরে তব কাজে,
নবীন করো এ জীবন হে ॥
খুলি মোর গৃহদ্বার ডাকো তোমারি ভবনে হে ॥

২৭৭

বাজাও তুমি, কবি, তোমার সঙ্গীত সুমধুর
গম্ভীরতর তানে প্রাণে মম—
দ্রব জীবন ঝরিবে ঝর ঝর নির্ঝর তব পায়ে ॥
বিসরিব সব সুখ-দুখ, চিন্তা, অতৃপ্ত বাসনা—
বিচরিবে বিমুক্ত হৃদয় বিপুল বিশ্ব-মাঝে
অনুখন আনন্দবায়ে ॥

২৭৮

মনোমোহন, গহন যামিনীশেষে
দিলে আমারে জাগায়ে ॥
মেলি দিলে শুভপ্রাতে সুপ্ত এ আঁখি
শুভ্র আলোক লাগায়ে ॥
মিথ্যা স্বপনরাজি কোথা মিলাইল,
আঁধার গেল মিলায়ে।
শান্তিসরসী-মাঝে চিত্তকমল
ফুটিল আনন্দবায়ে ॥

২৭৯

পান্থ, এখনো কেন অলসিত অঙ্গ—
হেরো, পুষ্পবনে জাগে বিহঙ্গ ॥
গগন মগন নন্দন-আলোক উল্লাসে,
লোকে লোকে উঠে প্রাণতরঙ্গ ॥
রুদ্ধ হৃদয়কক্ষে তিমিরে
কেন আত্মসুখদুঃখে শয়ান—
জাগো জাগো, চলো মঙ্গলপথে
যাত্রীদলে মিলি লহো বিশ্বের সঙ্গ ॥

২৮০

দুঃখরাতে, হে নাথ, কে ডাকিলে—
জাগি হেরিনু তব প্রেমমুখছবি ॥
হেরিনু উষালোকে বিশ্ব তব কোলে,
জাগে তব নয়নে প্রাতে শুভ্র রবি ॥
শুনিনু বনে উপবনে আনন্দগাথা,
আশা হৃদয়ে বহি নিত্য গাহে কবি ॥

২৮১

ডাকো মোরে আজি এ নিশীথে
নিদ্রামগন যবে বিশ্বজগত,
হৃদয়ে আসিয়ে নীরবে ডাকো হে
তোমারি অমৃতে ॥
জ্বালো তব দীপ এ অন্তরতিমিরে,
বার বার ডাকো মম অচেত চিতে ॥

২৮২

হরষে জাগো আজি, জাগো রে তাঁহার সাথে,
প্রীতিযোগে তাঁর সাথে একাকী ॥
গগনে গগনে হেরো দিব্য নয়নে
কোন্ মহাপুরুষ জাগে মহাযোগাসনে—
নিখিল কালে জড়ে জীবে জগতে
দেহে প্রাণে হৃদয়ে ॥

২৮৩

বিমল আনন্দে জাগো রে।
মগন হও সুধাসাগরে ॥
হৃদয়-উদয়াচলে দেখো রে চাহি
প্রথম পরম জ্যোতিরাগ রে ॥

২৮৪

সবে আনন্দ করো
প্রিয়তম নাথে লয়ে যতনে হৃদয়ধামে ॥
সঙ্গীতধ্বনি জাগাও জগতে প্রভাতে
স্তব্ধ গগন পূর্ণ করো ব্রহ্মনামে ॥

২৮৫

তুমি আপনি জাগাও মোরে তব সুধাপরশে—
হৃদয়নাথ, তিমিররজনী-অবসানে হেরি তোমারে ॥
ধীরে ধীরে বিকাশো হৃদয়গগনে বিমল তব মুখভাতি ॥

২৮৬

নূতন প্রাণ দাও, প্রাণসখা, আজি সুপ্রভাতে ॥
বিষাদ সব করো দূর নবীন আনন্দে,
প্রাচীন রজনী নাশো নূতন উষালোকে ॥

২৮৭

শোনো তাঁর সুধাবাণী শুভমুহূর্তে শান্তপ্রাণে—
ছাড়ো ছাড়ো কোলাহল, ছাড়ো রে আপন কথা ॥
আকাশে দিবানিশি উথলে সঙ্গীতধ্বনি তাঁহার,
কে শুনে সে মধুবীণারব—
অধীর বিশ্ব শূন্যপথে হল বাহির ॥

২৮৮

নিশিদিন চাহো রে তাঁর পানে।
বিকশিবে প্রাণ তাঁর গুণগানে ॥
হেরো রে অন্তরে সে মুখ সুন্দর,
ভোলো দুঃখ তাঁর প্রেমমধুপানে ॥

২৮৯

ওঠো ওঠো রে— বিফলে প্রভাত বহে যায় যে।
মেলো আঁখি, জাগো জাগো, থেকো না রে অচেতন ॥
সকলেই তাঁর কাজে ধাইল জগতমাঝে,
জাগিল প্রভাতবায়ু, ভানু ধাইল আকাশপথে ॥

একে একে নাম ধরে ডাকিছেন বুঝি প্রভু—
একে একে ফুলগুলি তাই ফুটিয়া উঠিছে বনে।
শুন সে আহ্বানবাণী, চাহো সেই মুখপানে—
তাঁহার আশিস লয়ে
চলো রে যাই সবে তাঁর কাজে।

২৯০

ওদের কথায় ধাঁদা লাগে, তোমার কথা আমি বুঝি।
তোমার আকাশ তোমার বাতাস এই তো সবই সোজাসুজি॥
হৃদয়কুসুম আপনি ফোটে, জীবন আমার ভরে ওঠে—
দুয়ার খুলে চেয়ে দেখি হাতের কাছে সকল পুঁজি॥
সকাল সাঁজে সুর যে বাজে ভুবন-জোড়া তোমার নাটে,
আলোর জোয়ার বেয়ে তোমার তরী আসে আমার ঘাটে।
শুনব কী আর বুঝব কী বা, এই তো দেখি রাত্রিদিবা
ঘরেই তোমার আনাগোনা—
পথে কি আর তোমায় খুঁজি॥

২৯১

জানি নাই গো সাধন তোমার বলে কারে।
আমি ধুলায় বসে খেলেছি এই
তোমার দ্বারে॥
অবোধ আমি ছিলেম বলে যেমন খুশি এলেম চলে,
ভয় করি নি তোমায় আমি অন্ধকারে॥
তোমার জ্ঞানী আমায় বলে কঠিন তিরস্কারে,
'পথ দিয়ে তুই আসিস নি যে, ফিরে যা রে।'
ফেরার পন্থা বন্ধ করে আপনি বাঁধো বাহুর ডোরে,
ওরা আমায় মিথ্যা ডাকে বারে বারে॥

২৯২

আমায় ভুলতে দিতে নাইকো তোমার ভয়।
আমার ভোলার আছে অন্ত, তোমার প্রেমের তো নাই ক্ষয়॥
দূরে গিয়ে বাড়াই যে ঘুর, সে দূর শুধু আমারি দূর—
তোমার কাছে দূর কভু দূর নয়॥
আমার প্রাণের কুঁড়ি পাপড়ি নাহি খোলে,
তোমার বসন্তবায় নাই কি গো তাই বলে!
এই খেলাতে আমার সনে হার মানো যে ক্ষণে ক্ষণে—
হারের মাঝে আছে তোমার জয়॥

২৯৩

আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে॥
আমার অনেক দিনের আকাশ-চাওয়া আসবে ছুটে দখিন-হাওয়া,
হৃদয় আমার আকুল করে সুগন্ধধন লুটবে॥
আমার লজ্জা যাবে যখন পাব দেবার মতো ধন,
যখন রূপ ধরিয়ে বিকশিবে প্রাণের আরাধন।
আমার বন্ধু যখন রাত্রিশেষে পরশ তারে করবে এসে,
ফুরিয়ে গিয়ে দলগুলি সব চরণে তার লুটবে॥

২৯৪

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নীচে—
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে॥
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে॥

তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরছ কত মনোহরণ বেশে,
প্রভু, নিত্য আছ জাগি।
তাই তো, প্রভু, যেথায় এল নেমে
তোমারি প্রেম ভক্তপ্রাণের প্রেমে
মূর্তি তোমার যুগলসম্মিলনে সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে॥

২৯৫

তব সিংহাসনের আসন হতে এলে তুমি নেমে—
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়ালে, নাথ, থেমে॥
একলা বসে আপন-মনে গাইতেছিলেম গান ;
তোমার কানে গেল সে সুর, এলে তুমি নেমে—
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়ালে, নাথ, থেমে॥
তোমার সভায় কত যে গান, কতই আছে গুণী—
গুণহীনের গানখানি আজ বাজল তোমার প্রেমে !
লাগল সকল তানের মাঝে একটি করুণ সুর,
হাতে লয়ে বরণমালা এলে তুমি নেমে—
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়ালে, নাথ, থেমে॥

২৯৬

জীবনে যত পূজা হল না সারা
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা॥
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা॥
জীবনে আজো যাহা রয়েছে পিছে
জানি হে জানি তাও হয় নি মিছে।

আমার অনাগত আমার অনাহত
তোমার বীণাতারে বাজিছে তারা—
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা॥

২৯৭

জানি জানি কোন্ আদি কাল হতে
ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে—
সহসা, হে প্রিয়, কত গৃহে পথে
রেখে গেছ প্রাণে কত হরষন॥
কতবার তুমি মেঘের আড়ালে
এমনি মধুর হাসিয়া দাঁড়ালে,
অরুণকিরণে চরণ বাড়ালে,
ললাটে রাখিলে শুভ পরশন॥
সঞ্চিত হয়ে আছে এই চোখে
কত কালে কালে কত লোকে লোকে
কত নব নব আলোকে আলোকে
অরূপের কত রূপদরশন।
কত যুগে যুগে কেহ নাহি জানে
ভরিয়া ভরিয়া উঠেছে পরানে
কত সুখে দুখে কত প্রেমে গানে
অমৃতের কত রসবরষন॥

২৯৮

তুমি যে আমারে চাও আমি সে জানি।
কেন যে মোরে কাঁদাও আমি সে জানি॥
এ আলোকে এ আঁধারে কেন তুমি আপনারে
ছায়াখানি দিয়ে ছাও আমি সে জানি॥

সারাদিন নানা কাজে কেন তুমি নানা সাজে
কত সুরে ডাক দাও আমি সে জানি।
সারা হলে দে'য়া-নে'য়া দিনান্তের শেষ খেয়া
কোন্ দিক-পানে বাও আমি সে জানি ॥

২৯৯

জানি হে যবে প্রভাত হবে তোমার কৃপা-তরণী
লইবে মোরে ভবসাগর-কিনারে হে প্রভু।
করি না ভয়, তোমারি জয় গাহিয়া যাব চলিয়া,
দাঁড়াব আসি তব অমৃতদুয়ারে হে প্রভু ॥
জানি হে তুমি যুগে যুগে তোমার বাহু ঘেরিয়া
রেখেছ মোরে তব অসীম ভুবনে হে—
জনম মোরে দিয়েছ তুমি আলোক হতে আলোকে,
জীবন হতে নিয়েছ নব জীবনে হে প্রভু ॥
জানি হে নাথ, পুণ্যপাপে হৃদয় মোর সতত
শয়ান আছে তব নয়নসমুখে হে প্রভু।
আমার হাতে তোমার হাত রয়েছে দিনরজনী,
সকল পথে-বিপথে সুখে-অসুখে হে প্রভু।
জানি হে জানি জীবন মম বিফল কভু হবে না,
দিবে না ফেলি বিনাশভয়পাথারে হে—
এমন দিন আসিবে যবে করুণাভরে আপনি
ফুলের মতো তুলিয়া লবে তাহারে হে প্রভু ॥

৩০০

নিভৃত প্রাণের দেবতা যেখানে জাগেন একা,
ভক্ত, সেথায় খোলো দ্বার— আজ লব তাঁর দেখা ॥
সারাদিন শুধু বাহিরে ঘুরে ঘুরে কারে চাহি রে,
সন্ধ্যাবেলার আরতি হয় নি আমার শেখা ॥

তব জীবনের আলোতে জীবনপ্রদীপ জ্বালি
হে পূজারি, আজ নিভৃতে সাজাব আমার থালি।
যেথা নিখিলের সাধনা পূজালোক করে রচনা
সেথায় আমিও ধরিব একটি জ্যোতির রেখা॥

৩০১

ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে জীবনসমর্পণ—
ওরে দীন, তুই জোড়কর করি কর্ তাহা দরশন॥
মিলনের ধারা পড়িতেছে ঝরি, বহিয়া যেতেছে অমৃতলহরী,
ভূতলে মাথাটি রাখিয়া লহো রে শুভাশিস্-বরিষন॥
ওই-যে আলোক পড়েছে তাঁহার উদার ললাটদেশে,
সেথা হতে তারি একটি রশ্মি পড়ুক মাথায় এসে।
চারি দিকে তাঁর শান্তিসাগর স্থির হয়ে আছে ভরি চরাচর—
ক্ষণকাল-তরে দাঁড়াও রে তীরে, শান্ত করো রে মন॥

৩০২

এসেছে সকলে কত আশে দেখো চেয়ে—
হে প্রাণেশ, ডাকে সবে ওই তোমারে॥
এসো হে মাঝে এসো, কাছে এসো,
তোমায় ঘিরিব চারি ধারে॥
উৎসবে মাতিব হে তোমায় লয়ে,
ডুবিব আনন্দ-পারাবারে॥

৩০৩

ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর প্রভাত-অম্বর-মাঝে,
দিকে দিগন্তরে ভুবনমন্দিরে শান্তিসঙ্গীত বাজে॥
হেরো গো অন্তরে অরূপসুন্দরে, নিখিল সংসারে পরমবন্ধুরে,
এসো আনন্দিত মিলন-অঙ্গনে শোভন মঙ্গল সাজে॥

কলুষ কল্মষ বিরোধ বিদ্বেষ হউক নির্মল, হউক নিঃশেষ—
চিত্তে হোক যত বিঘ্ন অপগত নিত্য কল্যাণকাজে।
স্বর তরঙ্গিয়া গাও বিহঙ্গম, পূর্বপশ্চিমবন্ধুসঙ্গম—
মৈত্রীবন্ধনপুণ্যমন্ত্র-পবিত্র বিশ্বসমাজে ॥

৩০৪

কী গাব আমি, কী শুনাব, আজি আনন্দধামে।
পুরবাসী জনে এনেছি ডেকে তোমার অমৃতনামে ॥
কেমনে বর্ণিব তোমার রচনা, কেমনে রটিব তোমার করুণা,
কেমনে গলাব হৃদয় প্রাণ তোমার মধুর প্রেমে ॥
তব নাম লয়ে চন্দ্র তারা অসীম শূন্যে ধাইছে—
রবি হতে গ্রহে ঝরিছে প্রেম, গ্রহ হতে গ্রহে ছাইছে।
অসীম আকাশ নীলশতদল তোমার কিরণে সদা ঢলঢল,
তোমার অমৃতসাগর-মাঝারে ভাসিছে অবিরামে ॥

৩০৫

সফল করো হে প্রভু আজি সভা, এ রজনী হোক মহোৎসবা ॥
বাহির অন্তর ভুবনচরাচর মঙ্গলডোরে বাঁধি এক করো—
শুষ্ক হৃদয় করো প্রেমে সরসতর, শূন্য নয়নে আনো পুণ্যপ্রভা ॥
অভয়দ্বার তব করো হে অবারিত, অমৃত-উৎস তব করো উৎসারিত,
গগনে গগনে করো প্রসারিত অতিবিচিত্র তব নিত্যশোভা।
সব ভকতে তব আনো এ পরিষদে, বিমুখ চিত্ত যত করো নত তব পদে,
রাজ-অধীশ্বর, তব চিরসম্পদে সব সম্পদ করো হতগরবা ॥

৩০৬

হৃদিমন্দিরদ্বারে বাজে সুমঙ্গল শঙ্খ ॥
শত মঙ্গলশিখা করে ভবন আলো,
উঠে নির্মল ফুলগন্ধ ॥

৩০৭

ওই পোহাইল তিমিররাতি।
পূর্বগগনে দেখা দিল নব প্রভাতছটা,
জীবনে-যৌবনে হৃদয়ে-বাহিরে
প্রকাশিল অতি অপরূপ মধুর ভাতি॥
কে পাঠালে এ শুভদিন নিদ্রা-মাঝে,
মহা মহোল্লাসে জাগাইলে চরাচর,
সুমঙ্গল আশীর্বাদ বরষিলে
করি প্রচার সুখবারতা—
তুমি চির সাথের সাথি॥

৩০৮

আজি বহিছে বসন্তপবন সুমন্দ তোমারি সুগন্ধ হে।
কত আকুল প্রাণ আজি গাহিছে গান, চাহে তোমারি পানে আনন্দে হে॥
জ্বলে তোমার আলোক দ্যুলোকভূলোকে গগন-উৎসবপ্রাঙ্গণে—
চিরজ্যোতি পাইছে চন্দ্র তারা, আঁখি পাইছে অন্ধ হে॥
তব মধুরমুখভাতিবিহসিত প্রেমবিকশিত অন্তরে
কত ভকত ডাকিছে, 'নাথ, যাচি দিবসরজনী তব সঙ্গ হে।'
উঠে সজনে প্রান্তরে লোকলোকান্তরে যশোগাথা কত ছন্দে হে—
ওই ভবশরণ, প্রভু, অভয় পদ তব সুর মানব মুনি বন্দে হে॥

৩০৯

আনন্দগান উঠুক তবে বাজি
এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে।
অশ্রুজলের ঢেউয়ের 'পরে আজি
পারের তরী থাকুক ভাসিতে॥
যাবার হাওয়া ওই-যে উঠেছে, ওগো, ওই-যে উঠেছে,
সারারাত্রি চক্ষে আমার ঘুম যে ছুটেছে।

হৃদয় আমার উঠছে দুলে দুলে
অকূল জলের অট্টহাসিতে—
কে গো তুমি দাও দেখি তান তুলে
এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে॥
হে অজানা, অজানা সুর নব
বাজাও আমার ব্যথার বাঁশিতে,
হঠাৎ এবার উজান হাওয়ায় তব
পারের তরী থাক্-না ভাসিতে।
কোনো কালে হয় নি যারে দেখা, ওগো, তারি বিরহে
এমন করে ডাক দিয়েছে— ঘরে কে রহে!
বাসার আশা গিয়েছে মোর ঘুরে,
ঝাঁপ দিয়েছি আকাশরাশিতে
পাগল, তোমার সৃষ্টিছাড়া সুরে
তান দিয়ো মোর ব্যথার বাঁশিতে॥

৩১০

এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো খুলে দিল দ্বার?
আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হল কার?।
কাহার অভিষেকের তরে সোনার ঘটে আলোক ভরে,
উষা কাহার আশিস বহি হল আঁধার পার?।
বনে বনে ফুল ফুটেছে, দোলে নবীন পাতা—
কার হৃদয়ের মাঝে হল তাদের মালা গাঁথা?
বহু যুগের উপহারে বরণ করি নিল কারে,
কার জীবনে প্রভাত আজি ঘুচায় অন্ধকার?।

৩১১

ওই অমল হাতে রজনী প্রাতে আপনি জ্বালো
এই তো আলো— এই তো আলো॥

এই তো প্রভাত, এই তো আকাশ, এই তো পূজার পুষ্পবিকাশ,
এই তো বিমল, এই তো মধুর, এই তো ভালো—
এই তো আলো— এই তো আলো ॥
আঁধার মেঘের বক্ষে জেগে আপনি জ্বালো
এই তো আলো— এই তো আলো।
এই তো ঝঞ্ঝা তড়িৎ-জ্বালা, এই তো দুখের অগ্নিমালা,
এই তো মুক্তি, এই তো দীপ্তি, এই তো ভালো—
এই তো আলো— এই তো আলো ॥

৩১২

তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।
তার অণু-পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ,
ও তার অন্ত নাই গো নাই।
তারে মোহনমন্ত্র দিয়ে গেছে কত ফুলের গন্ধ,
তারে দোলা দিয়ে দুলিয়ে গেছে কত ঢেউয়ের ছন্দ,
ও তার অন্ত নাই গো নাই।
আছে কত সুরের সোহাগ যে তার স্তরে স্তরে লগ্ন,
সে যে কত রঙের রসধারায় কতই হল মগ্ন,
ও তার অন্ত নাই গো নাই।
কত শুকতারা যে স্বপ্নে তাহার রেখে গেছে স্পর্শ,
কত বসন্ত যে ঢেলেছে তায় অকারণের হর্ষ,
ও তার অন্ত নাই গো নাই।
সে যে প্রাণ পেয়েছে পান করে যুগ-যুগান্তরের স্তন্য—
ভুবন কত তীর্থজলের ধারায় করেছে তায় ধন্য,
ও তার অন্ত নাই গো নাই।
সে যে সঙ্গিনী মোর, আমারে সে দিয়েছে বরমাল্য।
আমি ধন্য, সে মোর অঙ্গনে যে কত প্রদীপ জ্বালল—
ও তার অন্ত নাই গো নাই ॥

৩১৩

তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে, এল এল এল গো। ওগো পুরবাসী
বুকের আঁচলখানি ধুলায় পেতে আঙিনাতে মেলো গো ॥
পথে সেচন কোরো গন্ধবারি মলিন না হয় চরণ তারি,
তোমার সুন্দর ওই এল দ্বারে, এল এল এল গো।
আকুল হৃদয়খানি সম্মুখে তার ছড়িয়ে ফেলো ফেলো গো ॥
তোমার সকল ধন যে ধন্য হল হল গো।
বিশ্বজনের কল্যাণে আজ ঘরের দুয়ার খোলো গো।
হেরো রাঙা হল সকল গগন, চিত্ত হল পুলকমগন,
তোমার নিত্য আলো এল দ্বারে, এল এল এল গো।
তোমার পরানপ্রদীপ তুলে ধোরো, ওই আলোতে জ্বেলো গো ॥

৩১৪

প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে।
ভয়-ভাবনার বাধা টুটেছে ॥
দুঃখকে আজ কঠিন বলে জড়িয়ে ধরতে বুকের তলে
উধাও হয়ে হৃদয় ছুটেছে ॥
হেথায় কারো ঠাঁই হবে না মনে ছিল এই ভাবনা,
দুয়ার ভেঙে সবাই জুটেছে।
যতন করে আপনাকে যে রেখেছিলেম ধুয়ে মেজে,
আনন্দে সে ধুলায় লুটেছে ॥

৩১৫

পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে
এই খসে যাবার, ভেসে যাবার, ভাঙবারই আনন্দে রে
পাতিয়া কান শুনিস না যে দিকে দিকে গগনমাঝে
মরণবীণায় কী সুর বাজে তপন-তারা-চন্দ্রে রে—
জ্বালিয়ে আগুন ধেয়ে ধেয়ে জ্বলবারই আনন্দে রে ॥

পাগল-করা গানের তানে ধায় যে কোথা কেই বা জানে,
চায় না ফিরে পিছন-পানে, রয় না বাঁধা বন্ধে রে—
লুটে যাবার, ছুটে যাবার, চলবারই আনন্দে রে।
সেই আনন্দ-চরণ-পাতে ছয় ঋতু যে নৃত্যে মাতে,
প্লাবন বহে যায় ধরাতে বরন গীতে গন্ধে রে—
ফেলে দেবার, ছেড়ে দেবার, মরবারই আনন্দে রে॥

৩১৬

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোকে ভূলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া॥
দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ,
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া॥
চেতনা আমার কল্যাণরসসরসে
শতদলসম ফুটিল পরম হরষে
সব মধু তার চরণে তোমার ধরিয়া।
নীরব আলোকে জাগিল হৃদয়প্রান্তে
উদার উষার উদয়-অরুণকান্তি,
অলস আঁখির আবরণ গেল সরিয়া॥

৩১৭

জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।
ধন্য হল, ধন্য হল মানবজীবন॥
নয়ন আমার রূপের পুরে সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে,
শ্রবণ আমার গভীর সুরে হয়েছে মগন॥
তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার, বাজাই আমি বাঁশি—
গানে গানে গেঁথে বেড়াই প্রাণের কান্না হাসি।

এখন সময় হয়েছে কি ? সভায় গিয়ে তোমায় দেখি'
জয়ধ্বনি শুনিয়ে যাব এ মোর নিবেদন ॥

৩১৮

গায়ে আমার পুলক লাগে, চোখে ঘনায় ঘোর—
হৃদয়ে মোর কে বেঁধেছে রাঙা রাখীর ডোর ?।
আজিকে এই আকাশতলে জলে স্থলে ফুলে ফলে
কেমন ক'রে, মনোহরণ, ছড়ালে মন মোর ?।
কেমন খেলা হল আমার আজি তোমার সনে !
পেয়েছি কি খুঁজে বেড়াই ভেবে না পাই মনে।
আনন্দ আজ কিসের ছলে কাঁদিতে চায় নয়নজলে,
বিরহ আজ মধুর হয়ে করেছে প্রাণ ভোর ॥

৩১৯

আলোয় আলোকময় করে হে এলে আলোর আলো।
আমার নয়ন হতে আঁধার মিলালো মিলালো ॥
সকল আকাশ সকল ধরা আনন্দে হাসিতে ভরা,
যে দিক-পানে নয়ন মেলি ভালো সবই ভালো ॥
তোমার আলো গাছের পাতায় নাচিয়ে তোলে প্রাণ।
তোমার আলো পাখির বাসায় জাগিয়ে তোলে গান।
তোমার আলো ভালোবেসে পড়েছে মোর গায়ে এসে,
হৃদয়ে মোর নির্মল হাত বুলালো বুলালো ॥

৩২০

আজি এ আনন্দসন্ধ্যা সুন্দর বিকাশে, আহা ॥
মন্দ পবনে আজি ভাসে আকাশে
বিধুর ব্যাকুল মধুমাধুরী, আহা ॥
স্তব্ধ গগনে গ্রহতারা নীরবে
কিরণসঙ্গীতে সুধা বরষে, আহা।

প্রাণ মন মম ধীরে ধীরে প্রসাদরসে আসে ভরি,
দেহ পুলকিত উদার হরষে, আহা ॥

৩২১

বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে—
অমলকমল-মাঝে, জ্যোৎস্নারজনী-মাঝে,
কাজলঘন-মাঝে, নিশি-আঁধার-মাঝে,
কুসুমসুরভি-মাঝে বীনরণন শুনি যে—
প্রেমে প্রেমে বাজে ॥
নাচে নাচে রম্যতালে নাচে—
তপন তারা নাচে, নদী সমুদ্র নাচে,
জন্মমরণ নাচে, যুগযুগান্ত নাচে,
ভকতহৃদয় নাচে বিশ্বছন্দে মাতিয়ে—
প্রেমে প্রেমে নাচে ॥
সাজে সাজে রম্যবেশে সাজে—
নীল অম্বর সাজে, উষাসন্ধ্যা সাজে,
ধরণীধূলি সাজে, দীনদুঃখী সাজে,
প্রণত চিত্ত সাজে বিশ্বশোভায় লুটায়ে—
প্রেমে প্রেমে সাজে ॥

৩২২

বিপুল তরঙ্গ রে, বিপুল তরঙ্গ রে।
সব গগন উদ্‌বেলিয়া— মগন করি অতীত অনাগত
আলোকে-উজ্জ্বল জীবনে-চঞ্চল একি আনন্দ-তরঙ্গ ॥
তাই, দুলিছে দিনকর চন্দ্র তারা,
চমকি কম্পিছে চেতনাধারা,
আকুল চঞ্চল নাচে সংসার, কুহরে হৃদয়বিহঙ্গ ॥

৩২৩

সদা থাকো আনন্দে, সংসারে নির্ভয়ে নির্মলপ্রাণে ॥
জাগো প্রাতে আনন্দে, করো কর্ম আনন্দে.
সন্ধ্যায় গৃহে চলো হে আনন্দগানে ॥
সঙ্কটে সম্পদে থাকো কল্যাণে,
থাকো আনন্দে নিন্দা-অপমানে।
সবারে ক্ষমা করি থাকো আনন্দে,
চির-অমৃতনির্ঝরে শান্তিরসপানে ॥

৩২৪

বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা ॥
বাজে অসীম নভোমাঝে অনাদি রব,
জাগে অগণ্য রবিচন্দ্রতারা ॥
একক অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যে
পরম-এক সেই রাজরাজেন্দ্র রাজে।
বিস্মিত নিমেষহত বিশ্ব চরণে বিনত,
লক্ষশত ভক্তচিত বাক্যহারা ॥

৩২৫

অমল কমল সহজে জলের কোলে আনন্দে রহে ফুটিয়া,
ফিরে না সে কভু 'আলয় কোথায়' ব'লে ধুলায় ধুলায় লুটিয়া ॥
তেমনি সহজে আনন্দে হরষিত
তোমার মাঝারে রব নিমগ্নচিত,
পূজাশতদল আপনি সে বিকশিত সব সংশয় টুটিয়া ॥
কোথা আছ তুমি পথ না খুঁজিব কভু, শুধাব না কোনো পথিকে-
তোমারি মাঝারে ভ্রমিব ফিরিব প্রভু, যখন ফিরিব যে দিকে।
চলিব যখন তোমার আকাশগেহে
তোমার অমৃতপ্রবাহ লাগিবে দেহে,
তোমার পবন সখার মতন স্নেহে বক্ষে আসিবে ছুটিয়া ॥

৩২৬

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে,
দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে ॥
পান করে রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া—
সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি—
নিত্য পূর্ণ ধরা জীবনে কিরণে ॥
বসিয়া আছ কেন আপন-মনে,
স্বার্থনিমগন কী কারণে ?
চারি দিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারি,
ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি
প্রেম ভরিয়া লহো শূন্য জীবনে ॥

৩২৭

নব আনন্দে জাগো আজি নবরবিকিরণে
শুভ্র সুন্দর প্রীতি-উজ্জ্বল নির্মল জীবনে ॥
উৎসারিত নব জীবননির্ঝর উচ্ছ্বাসিত আশাগীতি,
অমৃতপুষ্পগন্ধ বহে আজি এই শান্তিপবনে ॥

৩২৮

হেরি তব বিমলমুখভাতি দূর হল গহন দুখরাতি।
ফুটিল মন প্রাণ মম তব চরণলালসে, দিনু হৃদয়কমলদল পাতি ॥
তব নয়নজ্যোতিকণা লাগি তরুণ রবিকিরণ উঠে জাগি।
নয়ন খুলি বিশ্বজন বদন তুলি চাহিল তব দরশপরশসুখ মাগি।
গগনতল মগন হল শুভ্র তব হাসিতে,
উঠিল ফুটি কত কুসুমপাতি— হেরি তব বিমলমুখভাতি ॥
ধ্বনিত বন বিহগকলতানে, গীত সব ধায় তব পানে।
পূর্বগগনে জগত জাগি উঠি গাহিল, পূর্ণ সব তব রচিত গানে।
প্রেমরস পান করি গান করি কাননে
উঠিল মন প্রাণ মম মাতি— হেরি তব বিমলমুখভাতি ॥

৩২৯

এত আনন্দধ্বনি উঠিল কোথায়,
জগতপুরবাসী সবে কোথায় ধায়॥
কোন্ অমৃতধনের পেয়েছে সন্ধান,
কোন্ সুধা করে পান!
কোন্ আলোকে আঁধার দূরে যায়॥

৩৩০

আঁধার রজনী পোহালো, জগত পূরিল পুলকে।
বিমল প্রভাতকিরণে মিলিল দ্যুলোকে ভূলোকে॥
জগত নয়ন তুলিয়া হৃদয়দুয়ার খুলিয়া
হেরিছে হৃদয়নাথেরে আপন হৃদয়-আলোকে॥
প্রেমমুখহাসি তাঁহারি পড়িছে ধরার আননে—
কুসুম বিকশি উঠিছে, সমীর বহিছে কাননে।
সুধীরে আঁধার টুটিছে, দশ দিক ফুটে উঠিছে—
জননীর কোলে যেন রে জাগিছে বালিকা বালকে॥
জগত যে দিকে চাহিছে সে দিকে দেখিনু চাহিয়া,
হেরি সে অসীম মাধুরী হৃদয় উঠিছে গাহিয়া।
নবীন আলোকে ভাতিছে, নবীন আশায় মাতিছে,
নবীন জীবন লভিয়া জয়-জয় উঠে ত্রিলোকে॥

৩৩১

হৃদয়বাসনা পূর্ণ হল আজি মম পূর্ণ হল, শুন সবে জগতজনে॥
কী হেরিনু শোভা, নিখিলভুবননাথ
চিত্ত-মাঝে বসি স্থির আসনে॥

৩৩২

ক্ষত যত ক্ষতি যত মিছে হতে মিছে,
নিমেষের কুশাঙ্কুর পড়ে রবে নীচে॥

কী হল না, কী পেলে না, কে তব শোধে নি দেনা
সে সকলই মরীচিকা মিলাইবে পিছে ॥
এই-যে হেরিলে চোখে অপরূপ ছবি
অরুণগগনতলে প্রভাতের রবি—
এই তো পরম দান সফল করিল প্রাণ,
সত্যের আনন্দরূপ
এই তো জাগিছে ॥

৩৩৩

আমি সংসারে মন দিয়েছিনু, তুমি আপনি সে মন নিয়েছ।
আমি সুখ ব'লে দুখ চেয়েছিনু, তুমি দুখ ব'লে সুখ দিয়েছ ॥
হৃদয় যাহার শতখানে ছিল শত স্বার্থের সাধনে
তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে, বাঁধিলে ভক্তিবাঁধনে ॥
সুখ সুখ ক'রে দ্বারে দ্বারে মোরে কত দিকে কত খোঁজালে,
তুমি যে আমার কত আপনার এবার সে কথা বোঝালে—
করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে কোথা নিয়ে যায় কাহারে—
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে,
এনেছ তোমারি দুয়ারে ॥

৩৩৪

আজিকে এই সকালবেলাতে
বসে আছি আমার প্রাণের সুরটি মেলাতে ॥
আকাশে ওই অরুণ রাগে মধুর তান করুণ লাগে,
বাতাস মাতে আলোছায়ার মায়ার খেলাতে ॥
নীলিমা এই নিলীন হল আমার চেতনায়।
সোনার আভা জড়িয়ে গেল মনের কামনায়।
লোকান্তরের ও পার হতে কে উদাসী বায়ুর স্রোতে
ভেসে বেড়ায় দিগন্তে ওই মেঘের ভেলাতে ॥

৩৩৫

যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে
মিলাব তাই জীবনগানে॥
গগনে তব বিমল নীল— হৃদয়ে লব তাহারি মিল,
শান্তিময়ী গভীর বাণী নীরব প্রাণে॥
বাজায় উষা নিশীথকূলে যে গীতভাষা
সে ধ্বনি নিয়ে জাগিবে মোর নবীন আশা।
ফুলের মতো সহজ সুরে প্রভাত মম উঠিবে পূরে,
সন্ধ্যা মম সে সুরে যেন মরিতে জানে॥

৩৩৬

ওরে, তোরা যারা শুনবি না
তোদের তরে আকাশ-'পরে নিত্য বাজে কোন্ বীণা॥
দূরের শঙ্খ উঠল বেজে, পথে বাহির হল সে যে,
দুয়ারে তোর আসবে কবে তার লাগি দিন গুনবি না?।
রাতগুলো যায় হায় রে বৃথায়, দিনগুলো যায় ভেসে—
মনে আশা রাখবি না কি মিলন হবে শেষে?
হয়তো দিনের দেরি আছে, হয়তো সে দিন আস্‌ল কাছে—
মিলনরাতে ফুটবে যে ফুল তার কি রে বীজ বুনবি না?।

৩৩৭

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে॥
তুমি আছ, বিশ্বনাথ, অসীম রহস্যমাঝে
নীরবে একাকী আপন মহিমানিলয়ে॥
অনন্ত এ দেশকালে, অগণ্য এ দীপ্ত লোকে,
তুমি আছ মোরে চাহি— আমি চাহি তোমা-পানে।
স্তব্ধ সর্ব কোলাহল, শান্তিমগ্ন চরাচর—
এক তুমি, তোমা-মাঝে আমি একা নির্ভয়ে॥

৩৩৮

আছ আপন মহিমা লয়ে মোর গগনে রবি,
আঁকিছ মোর মেঘের পটে তব রঙেরই ছবি॥
তাপস, তুমি ধেয়ানে তব কী দেখ মোরে কেমনে কব—
তোমার জটে আমি তোমারি ভাবের জাহ্নবী॥
তোমারি সোনা বোঝাই হল, আমি তো তার ভেলা।
নিজেরে তুমি ভোলাবে ব'লে আমারে নিয়ে খেলা।
কণ্ঠে মম কী কথা শোন অর্থ আমি বুঝি না কোনো—
বীণাতে মোর কাঁদিয়া ওঠে তোমারি ভৈরবী॥

৩৩৯

আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে,
আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে॥
দেহমনের সুদূর পারে হারিয়ে ফেলি আপনারে,
গানের সুরে আমার মুক্তি ঊর্ধ্বে ভাসে॥
আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে,
দুঃখবিপদ-তুচ্ছ-করা কঠিন কাজে।
বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা আত্মহোমের বহ্নি জ্বালা—
জীবন যেন দিই আহুতি মুক্তি-আশে।

৩৪০

আমার প্রাণে গভীর গোপন মহা-আপন সে কি,
অন্ধকারে হঠাৎ তারে দেখি॥
যবে দুর্দম ঝড়ে আগল খুলে পড়ে,
কার সে নয়ন-'পরে নয়ন যায় গো ঠেকি॥
যখন আসে পরম লগন তখন গগন-মাঝে
তাহার ভেরী বাজে।
বিদ্যুত-উদ্ভাসে বেদনারই দূত আসে,
আমন্ত্রণের বাণী যায় হৃদয়ে লেখি॥

৩৪১

আজি মর্মরধ্বনি কেন জাগিল রে!
মম পল্লবে পল্লবে হিল্লোলে হিল্লোলে
থরথর কম্পন লাগিল রে॥
কোন্ ভিখারি হায় রে এল আমারি এ অঙ্গনদ্বারে,
বুঝি সব মন ধন মম মাগিল রে॥
হৃদয় বুঝি তারে জানে,
কুসুম ফোটায় তারি গানে।
আজি মম অন্তরমাঝে সেই পথিকেরই পদধ্বনি বাজে,
তাই চকিতে চকিতে ঘুম ভাঙিল রে॥

৩৪২

প্রথম আলোর চরণধ্বনি উঠল বেজে যেই
নীড়বিরাগী হৃদয় আমার উধাও হল সেই॥
নীল অতলের কোথা থেকে উদাস তারে করল যে কে
গোপনবাসী সেই উদাসীর ঠিক-ঠিকানা নেই॥
'সুপ্তিশয়ন আয় ছেড়ে আয়' জাগে যে তার ভাষা,
সে বলে 'চল্ আছে যেথায় সাগরপারের বাসা'।
দেশ-বিদেশের সকল ধারা সেইখানে হয় বাঁধনহারা
কোণের প্রদীপ মিলায় শিখা জ্যোতিসমুদ্রেই॥

৩৪৩

তোমার হাতের রাখীখানি বাঁধো আমার দখিন-হাতে
সূর্য যেমন ধরার করে আলোক-রাখী জড়ায় প্রাতে॥
তোমার আশিস আমার কাজে সফল হবে বিশ্ব-মাঝে,
জ্বলবে তোমার দীপ্ত শিখা আমার সকল বেদনাতে॥
কর্ম করি যে হাত লয়ে কর্মবাঁধন তারে বাঁধে।
ফলের আশা শিকল হয়ে জড়িয়ে ধরে জটিল ফাঁদে।

তোমার রাখী বাঁধো আঁটি— সকল বাঁধন যাবে কাটি,
কর্ম তখন বীণার মতন বাজবে মধুর মূর্ছনাতে ॥

৩৪৪

বুঝেছি কি বুঝি নাই বা সে তর্কে কাজ নাই,
ভালো আমার লেগেছে যে রইল সেই কথাই ॥
ভোরের আলোয় নয়ন ভ'রে নিত্যকে পাই নূতন করে,
কাহার মুখে চাই ॥
প্রতিদিনের কাজের পথে করতে আনাগোনা
কানে আমার লেগেছে গান, করেছে আন্‌মনা।
হৃদয়ে মোর কখন জানি পড়ল পায়ের চিহ্নখানি
চেয়ে দেখি তাই ॥

৩৪৫

ফেলে রাখলেই কি পড়ে রবে ও অবোধ।
যে তার দাম জানে সে কুড়িয়ে লবে ও অবোধ ॥
ও যে কোন্ রতন তা দেখ্‌-না ভাবি, ওর 'পরে কি ধুলোর দাবি ?
ও হারিয়ে গেলে তাঁরি গলার হার গাঁথা যে ব্যর্থ হবে ॥
ওর খোঁজ পড়েছে জানিস নে তা ?
তাই দূত বেরোল হেথা সেথা।
যারে করলি হেলা সবাই মিলি আদর যে তার বাড়িয়ে দিলি—
যারে দরদ দিলি তার ব্যথা কি সেই দরদীর প্রাণে সবে ?।

৩৪৬

দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে-দেওয়া তোমায় আমায়—
জনম জনম এই চলেছে, মরণ কভু তারে থামায় ?।
যখন তোমার গানে আমি জাগি আকাশে চাই তোমার লাগি,
আবার একতারাতে আমার গানে মাটির পানে তোমায় নামায় ॥

ওগো, তোমার সোনার আলোর ধারা, তার ধারি ধার—
আমার কালো মাটির ফুল ফুটিয়ে শোধ করি তার।
আমার শরৎরাতের শেফালিবন সৌরভেতে মাতে যখন
তখন পালটা সে তান লাগে তব শ্রাবণ-রাতের প্রেম-বরিষায়॥

৩৪৭

অরূপবীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে,
সে বীণা আজি উঠিল বাজি হৃদয়মাঝে॥
ভুবন আমার ভরিল সুরে, ভেদ ঘুচে যায় নিকটে দূরে,
সেই রাগিণী লেগেছে আমার সকল কাজে॥
হাতে-পাওয়ার চোখে-চাওয়ার সকল বাঁধন
গেল কেটে আজ, সফল হল সকল কাঁদন।
সুরের রসে হারিয়ে যাওয়া সেই তো দেখা, সেই তো পাওয়া—
বিরহ মিলন মিলে গেল আজ সমান সাজে॥

৩৪৮

আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে প্রদীপ আনি,
আমি শুনব বসে আঁধার-ভরা গভীর বাণী॥
আমার এ দেহ মন মিলায়ে যাক নিশীথরাতে,
আমার লুকিয়ে-ফোটা এই হৃদয়ের পুষ্পপাতে,
থাক্‌-না ঢাকা মোর বেদনার গন্ধখানি॥
আমার সকল হৃদয় উধাও হবে তারার মাঝে
যেখানে ওই আঁধারবীণায় আলো বাজে।
আমার সকল দিনের পথ খোঁজা এই হল সারা,
এখন দিক্‌-বিদিকের শেষে এসে দিশাহারা
কিসের আশায় বসে আছি অভয় মানি॥

৩৪৯

আমি যখন তাঁর দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই তখন যাহা পাই
সে যে আমি হারাই বারে বারে॥

তিনি যখন ভিক্ষা নিতে আসেন আমার দ্বারে
বন্ধ তালা ভেঙে দেখি আপন-মাঝে গোপন রতনভার,
হারায় না সে আর ॥
প্রভাত আসে তাঁহার কাছে আলোক ভিক্ষা নিতে,
সে আলো তার লুটায় ধরণীতে।
তিনি যখন সন্ধ্যা-কাছে দাঁড়ান ঊর্ধ্ব করে, তখন স্তরে স্তরে
ফুটে ওঠে অন্ধকারের আপন প্রাণের ধন—
মুকুটে তাঁর পরেন সে রতন ॥

৩৫০

আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে তোমারি নাম সকল তারার মাঝে ॥
সে নামখানি নেমে এল ভুঁয়ে, কখন আমার ললাট দিল ছুঁয়ে,
শান্তিধারায় বেদন গেল ধুয়ে— আপন আমার আপনি মরে লাজে ॥
মন মিলে যায় আজ ওই নীরব রাতে তারায়-ভরা ওই গগনের সাথে।
অমনি করে আমার এ হৃদয় তোমার নামে হোক-না নামময়,
আঁধারে মোর তোমার আলোর জয় গভীর হয়ে থাক্ জীবনের কাজে ॥

৩৫১

অকারণে অকালে মোর পড়ল যখন ডাক
তখন আমি ছিলেম শয়ন পাতি।
বিশ্ব তখন তারার আলোয় দাঁড়ায়ে নির্বাক,
ধরায় তখন তিমিরগহন রাতি।
ঘরের লোকে কেঁদে কইল মোরে,
'আঁধারে পথ চিনবে কেমন ক'রে ?'
আমি কইনু, 'চলব আমি নিজের আলো ধরে,
হাতে আমার এই-যে আছে বাতি।'
বাতি যতই উচ্চ শিখায় জ্বলে আপন তেজে
চোখে ততই লাগে আলোর বাধা,
ছায়ায় মিশে চারি দিকে মায়া ছড়ায় সে-যে—

আধেক দেখা করে আমার আঁধা।
গর্বভরে যতই চলি বেগে
আকাশ তত ঢাকে ধুলার মেঘে,
শিখা আমার কেঁপে ওঠে অধীর হাওয়া লেগে—
পায়ে পায়ে সৃজন করে ধাঁদা॥
হঠাৎ শিরে লাগল আঘাত বনের শাখাজালে,
হঠাৎ হাতে নিবল আমার বাতি।
চেয়ে দেখি পথ হারিয়ে ফেলেছি কোন্ কালে—
চেয়ে দেখি তিমিরগহন রাতি।
কেঁদে বলি মাথা করে নিচু,
'শক্তি আমার রইল না আর কিছু!'
সেই নিমেষে হঠাৎ দেখি কখন পিছু পিঁছু
এসেছে মোর চিরপথের সাথি॥

৩৫২

ভুবনজোড়া আসনখানি
আমার হৃদয়-মাঝে বিছাও আনি।
রাতের তারা, দিনের রবি, আঁধার-আলোর সকল ছবি,
তোমার আকাশ-ভরা সকল বাণী—
আমার হৃদয়-মাঝে বিছাও আনি॥
ভুবনবীণার সকল সুরে
আমার হৃদয় পরান দাও-না পূরে।
দুঃখসুখের সকল হরষ, ফুলের পরশ, ঝড়ের পরশ—
তোমার করুণ শুভ উদার পাণি
আমার হৃদয়-মাঝে দিক্-না আনি॥

৩৫৩

ডাকে বার বার ডাকে,
শোনো রে, দুয়ারে দুয়ারে আঁধারে আলোকে॥

কত সুখদুঃখশোকে কত মরণে জীবনলোকে
ডাকে বজ্রভয়ঙ্কর রবে,
সুধাসঙ্গীতে ডাকে দ্যুলোকে ভূলোকে ॥

৩৫৪

অন্ধকারের উৎস-হতে উৎসারিত আলো
সেই তো তোমার আলো!
সকল দ্বন্দ্ববিরোধ-মাঝে জাগ্রত যে ভালো
সেই তো তোমার ভালো ॥
পথের ধুলায় বক্ষ পেতে রয়েছে যেই গেহ
সেই তো তোমার গেহ।
সমরঘাতে অমর করে রুদ্রনিঠুর স্নেহ
সেই তো তোমার স্নেহ ॥
সব ফুরালে বাকি রহে অদৃশ্য যেই দান
সেই তো তোমার দান।
মৃত্যু আপন পাত্রে ভরি বহিছে যেই প্রাণ
সেই তো তোমার প্রাণ।
বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেই তো স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই তো আমার তুমি ॥

৩৫৫

সারা জীবন দিল আলো সূর্য গ্রহ চাঁদ
তোমার আশীর্বাদ, হে প্রভু, তোমার আশীর্বাদ ॥
মেঘের কলস ভ'রে ভ'রে প্রসাদবারি পড়ে ঝ'রে,
সকল দেহে প্রভাতবায়ু ঘুচায় অবসাদ—
তোমার আশীর্বাদ, হে প্রভু, তোমার আশীর্বাদ ॥

তৃণ যে এই ধুলার 'পরে পাতে আঁচলখানি,
এই-যে আকাশ চিরনীরব অমৃতময় বাণী,
ফুল যে আসে দিনে দিনে বিনা রেখার পথটি চিনে,
এই-যে ভুবন দিকে দিকে পুরায় কত সাধ—
তোমার আশীর্বাদ, হে প্রভু, তোমার আশীর্বাদ ॥

৩৫৬

আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া,
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া ॥
এই-যে বিপুল ঢেউ লেগেছে তোর মাঝেতে উঠুক নেচে,
সকল পরান দিক-না নাড়া ॥
বোস্‌-না ভ্রমর, এই নীলিমায় আসন লয়ে
অরুণ-আলোর স্বর্ণরেণু-মাখা হয়ে।
যেখানেতে অগাধ ছুটি মেল সেথা তোর ডানাদুটি,
সবার মাঝে পাবি ছাড়া ॥

৩৫৭

যে থাকে থাক্‌-না দ্বারে, যে যাবি যা-না পারে ॥
যদি ওই ভোরের পাখি তোরি নাম যায় রে ডাকি
একা তুই চলে যা রে ॥
কুঁড়ি চায় আঁধার রাতে শিশিরের রসে মাতে।
ফোটা ফুল চায় না নিশা প্রাণে তার আলোর তৃষা,
কাঁদে সে অন্ধকারে ॥

৩৫৮

আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে!
সে সুধা ছড়িয়ে গেল লোকে লোকে ॥
গাছেরা ভরে নিল সবুজ পাতায়,
ধরণী ধরে নিল আপন মাথায়।

ছেলেরা সকল গায়ে নিল মেখে,
পাখিরা পাখায় পাখায় নিল এঁকে।
ছেলেরা কুড়িয়ে নিল মায়ের বুকে,
মায়েরা দেখে নিল ছেলের মুখে॥
সে যে ওই দুঃখশিখায় উঠল জ্বলে,
সে যে ওই অশ্রুধারায় পড়ল গলে।
সে যে ওই বিদীর্ণ বীর-হৃদয় হতে
বহিল মরণরূপী জীবনস্রোতে।
সে যে ওই ভাঙাগড়ার তালে তালে
নেচে যায় দেশে দেশে কালে কালে॥

৩৫৯

নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে
তারি মধু কেন মনমধুপে খাওয়াও না?
নিত্যসভা বসে তোমার প্রাঙ্গণে,
তোমার ভৃত্যেরে সেই সভায় কেন গাওয়াও না?।
বিশ্বকমল ফুটে চরণচুম্বনে,
সে যে তোমার মুখে মুখ তুলে চায় উন্মনে,
আমার চিত্ত-কমলটিরে সেই রসে
কেন তোমার পানে নিত্য-চাওয়া চাওয়াও না?।
আকাশে ধায় রবি-তারা-ইন্দুতে,
তোমার বিরামহারা নদীরা ধায় সিন্ধুতে,
তেমনি করে সুধাসাগর-সন্ধানে
আমার জীবনধারা নিত্য কেন ধাওয়াও না?
পাখির কণ্ঠে আপনি জাগাও আনন্দ,
তুমি ফুলের বক্ষে ভরিয়া দাও সুগন্ধ,
তেমনি করে আমার হৃদয়ভিক্ষুরে
কেন দ্বারে তোমার নিত্যপ্রসাদ পাওয়াও না?।

৩৬০

এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে,
আর তো গতি নাহি রে মোর নাহি রে॥
যে পথে তব রথের রেখা ধরিয়া
আপনা হতে কুসুম উঠে ভরিয়া,
চন্দ্র ছুটে, সূর্য ছুটে, সে পথতলে পড়িব লুটে—
সবার পানে রহিব শুধু চাহি রে॥
তোমার ছায়া পড়ে যে সরোবরে গো
কমল সেথা ধরে না, নাহি ধরে গো।
জলের ঢেউ তরল তানে সে ছায়া লয়ে মাতিল গানে,
ঘিরিয়া তারে ফিরিব তরী বাহি রে।
যে বাঁশিখানি বাজিছে তব ভবনে
সহসা তাহা শুনিব মধু পবনে।
তাকায়ে রব দ্বারের পানে, সে তানখানি লইয়া কানে
বাজায়ে বীণা বেড়াব গান গাহি রে॥

৩৬১

কোলাহল তো বারণ হল, এবার কথা কানে কানে।
এখন হবে প্রাণের আলাপ কেবলমাত্র গানে গানে॥
রাজার পথে লোক ছুটেছে, বেচা-কেনার হাঁক উঠেছে,
আমার ছুটি অবেলাতেই দিন-দুপুরের মধ্যখানে—
কাজের মাঝে ডাক পড়েছে কেন যে তা কেই-বা জানে॥
মোর কাননে অকালে ফুল উঠুক তবে মুঞ্জরিয়া।
মধ্যদিনে মৌমাছিরা বেড়াক মৃদু গুঞ্জরিয়া।
মন্দভালোর দ্বন্দ্বে খেটে গেছে তো দিন অনেক কেটে,
অলস বেলার খেলার সাথি এবার আমার হৃদয় টানে—
বিনা কাজের ডাক পড়েছে
কেন যে তা কেই-বা জানে॥

৩৬২

যেথায় তোমার লুট হতেছে ভুবনে
সেইখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে?।
সোনার ঘটে সূর্য তারা নিচ্ছে তুলে আলোর ধারা,
অনন্ত প্রাণ ছড়িয়ে পড়ে গগনে ॥
যেথায় তুমি বস দানের আসনে
চিত্ত আমার সেথায় যাবে কেমনে?
নিত্য নূতন রসে ঢেলে আপনাকে যে দিচ্ছ মেলে,
সেথা কি ডাক পড়বে না গো জীবনে?।

৩৬৩

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও ॥
নয়কো বনে, নয় বিজনে, নয়কো আমার আপন মনে—
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়, সেথায় আপন আমারও ॥
সবার পানে যেথায় বাহু পসারো
সেইখানেতেই প্রেম জাগিবে আমারও।
গোপনে প্রেম রয় না ঘরে, আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে—
সবার তুমি আনন্দধন হে প্রিয়, আনন্দ সেই আমারও ॥

৩৬৪

প্রভু, আজি তোমার দক্ষিণ হাত রেখো না ঢাকি।
এসেছি তোমারে, হে নাথ, পরাতে রাখী ॥
যদি বাঁধি তোমার হাতে পড়ব বাঁধা সবার সাথে,
যেখানে যে আছে কেহই রবে না বাকি ॥
আজি যেন ভেদ নাহি রয় আপনা পরে,
তোমায় যেন এক দেখি হে বাহিরে ঘরে।
তোমা সাথে যে বিচ্ছেদে ঘুরে বেড়াই কেঁদে কেঁদে
ক্ষণেকতরে ঘুচাতে তাই তোমারে ডাকি ॥

৩৬৫

অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না।
এবার হৃদয়-মাঝে লুকিয়ে বোসো, কেউ জানবে না, কেউ বলবে না॥
বিশ্বে তোমার লুকোচুরি দেশ-বিদেশে কতই ঘুরি—
এবার বলো আমার মনের কোণে দেবে ধরা, ছলবে না॥
জানি আমার কঠিন হৃদয় চরণ রাখার যোগ্য সে নয়—
সখা, তোমার হাওয়া লাগলে হিয়ায় তবু কি প্রাণ গলবে না?
নাহয় আমার নাই সাধনা— ঝরলে তোমার কৃপার কণা
তখন নিমেষে কি ফুটবে না ফুল, চকিতে ফল ফলবে না?।

৩৬৬

কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাঁই—
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু, পরকে করিলে ভাই॥
পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যবে মনে ভেবে মরি কী জানি কী হবে—
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন সে কথা যে ভুলে যাই॥
জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে যখনি যেখানে লবে
চিরজনমের পরিচিত ওহে তুমিই চিনাবে সবে।
তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর, নাহি কোনো মানা, নাহি কোনো ডর—
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ দেখা যেন সদা পাই॥

৩৬৭

সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে।
সবার মাঝারে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে॥
শুধু আপনার মনে নয়, আপন ঘরের কোণে নয়,
শুধু আপনার রচনার মাঝে নহে— তোমার মহিমা যেথা উজ্জ্বল রহে
সেই সবা-মাঝে তোমারে স্বীকার করিব হে।
দ্যুলোকে ভূলোকে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে॥
সকলই তেয়াগি তোমারে স্বীকার করিব হে।
সকলই গ্রহণ করিয়া তোমারে বরিব হে।

কেবলই তোমার স্তবে নয়, শুধু সঙ্গীতরবে নয়,
শুধু নির্জনে ধ্যানের আসনে নহে— তব সংসার যেথা জাগ্রত রহে,
কর্মে সেথায় তোমারে স্বীকার করিব হে।
প্রিয়ে অপ্রিয়ে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে॥
জানি না বলিয়া তোমারে স্বীকার করিব হে।
জানি ব'লে, নাথ, তোমারে হৃদয়ে বরিব হে।
শুধু জীবনের সুখে নয়, শুধু প্রফুল্লমুখে নয়,
শুধু সুদিনের সহজ সুযোগে নহে— দুখশোক যেথা আঁধার করিয়া রহে
নত হয়ে সেথা তোমারে স্বীকার করিব হে।
নয়নের জলে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে॥

৩৬

মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্তদ্বারে তোমার বিশ্বের সভাতে
আজি এ মঙ্গলপ্রভাতে॥
উদয়গিরি হতে উচ্চে কহো মোরে: তিমির লয় হল দীপ্তিসাগরে—
স্বার্থ হতে জাগো, দৈন্য হতে জাগো, সব জড়তা হতে জাগো জাগো রে
সতেজ উন্নত শোভাতে॥
বাহির করো তব পথের মাঝে, বরণ করো মোরে তোমার কাজে।
নিবিড় আবরণ করো বিমোচন, মুক্ত করো সব তুচ্ছ শোচন,
ধৌত করো মম মুগ্ধ লোচন তোমার উজ্জ্বল শুভ্ররোচন
নবীন নির্মল বিভাতে॥

৩৬৭

যারা কাছে আছে তারা কাছে থাক্, তারা তো পারে না জানিতে—
তাহাদের চেয়ে তুমি কাছে আছ আমার হৃদয়খানিতে॥
যারা কথা বলে তাহারা বলুক, আমি করিব না কারেও বিমুখ—
তারা নাহি জানে ভরা আছে প্রাণ তব অকথিত বাণীতে।
নীরবে নিয়ত রয়েছ আমার নীরব হৃদয়খানিতে॥

তোমার লাগিয়া কারেও, হে প্রভু, পথ ছেড়ে দিতে বলিব না কভু,
যত প্রেম আছে সব প্রেম মোরে তোমা-পানে রবে টানিতে—
সকলের প্রেমে রবে তব প্রেম আমার হৃদয়খানিতে।
সবার সহিতে তোমার বাঁধন হেরি যেন সদা এ মোর সাধন—
সবার সঙ্গ পারে যেন মনে তব আরাধনা আনিতে।
সবার মিলনে তোমার মিলন
জাগিবে হৃদয়খানিতে॥

৩৭০

জাগ্রত বিশ্বকোলাহল-মাঝে
তুমি গম্ভীর, স্তব্ধ, শান্ত, নির্বিকার,
পরিপূর্ণ মহাজ্ঞান॥
তোমা-পানে ধায় প্রাণ সব কোলাহল ছাড়ি,
চঞ্চল নদী যেমন ধায় সাগরে॥

৩৭১

শান্তিসমুদ্র তুমি গভীর,
অতি অগাধ আনন্দরাশি।
তোমাতে সব দুঃখ জ্বালা
করি নির্বাণ ভুলিব সংসার,
অসীম সুখসাগরে ডুবে যাব॥

৩৭২

ডুবি অমৃতপাথারে— যাই ভুলে চরাচর,
মিলায় রবি শশী।
নাহি দেশ, নাহি কাল, নাহি হেরি সীমা—
প্রেমমুরতি হৃদয়ে জাগে,
আনন্দ নাহি ধরে॥

৩৭৩

ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়।
তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়, তোমারি হউক জয়॥
হে বিজয়ী বীর, নব জীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে—
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে, বন্ধন হোক ক্ষয়॥
এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দয়, তোমারি হউক জয়।
এসো নির্মল, এসো এসো নির্ভয়, তোমারি হউক জয়।
প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমারি তূর্য বাজে—
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে, মৃত্যুর হোক লয়॥

৩৭৪

হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে,
ওহে বীর, হে নির্ভয়॥
জয়ী প্রাণ, চিরপ্রাণ, জয়ী রে আনন্দগান,
জয়ী প্রেম, জয়ী ক্ষেম, জয়ী জ্যোতির্ময় রে॥
এ আঁধার হবে ক্ষয়, হবে ক্ষয় রে,
ওহে বীর, হে নির্ভয়।
ছাড়ো ঘুম, মেলো চোখ, অবসাদ দূর হোক,
আশার অরুণালোক হোক অভ্যুদয় রে॥

৩৭৫

জয় হোক, জয় হোক নব অরুণোদয়।
পূর্বদিগঞ্চল হোক জ্যোতির্ময়॥
এসো অপরাজিত বাণী, অসত্য হানি—
অপহৃত শঙ্কা, অপগত সংশয়॥
এসো নবজাগ্রত প্রাণ, চিরযৌবনজয়গান।

এসো মৃত্যুঞ্জয় আশা জড়ত্বনাশা—
ক্রন্দন দূর হোক, বন্ধন হোক ক্ষয় ॥

৩৭৬

জয় তব বিচিত্র আনন্দ, হে কবি,
জয় তোমার করুণা।
জয় তব ভীষণ সব-কলুষ-নাশন রুদ্রতা।
জয় অমৃত তব, জয় মৃত্যু তব,
জয় শোক তব, জয় সান্ত্বনা ॥
জয় পূর্ণজাগ্রত জ্যোতি তব,
জয় তিমিরনিবিড় নিশীথিনী ভয়দায়িনী।
জয় প্রেমমধুময় মিলন তব, জয় অসহ বিচ্ছেদবেদনা ॥

৩৭৭

সকলকলুষতামসহর, জয় হোক তব জয়—
অমৃতবারি সিঞ্চন কর' নিখিলভুবনময়—
মহাশান্তি, মহাক্ষেম, মহাপুণ্য, মহাপ্রেম ॥
জ্ঞানসূর্য-উদয়-ভাতি ধ্বংস করুক তিমিররাতি—
দুঃসহ দুঃস্বপ্ন ঘাতি অপগত কর' ভয় ॥
মোহমলিন অতি-দুর্দিন-শঙ্কিত-চিত পান্থ
জটিল-গহন-পথসঙ্কট-সংশয়-উদ্‌ভ্রান্ত।
করুণাময়, মাগি শরণ— দুর্গতিভয় করহ হরণ,
দাও দুঃখবন্ধতরণ মুক্তির পরিচয় ॥

৩৭৮

রাখো রাখো রে জীবনে জীবনবল্লভে,
প্রাণমনে ধরি রাখো নিবিড় আনন্দবন্ধনে ॥
আলো জ্বালো হৃদয়দীপে অতিনিভৃত অন্তরমাঝে,
আকুলিয়া দাও প্রাণ গন্ধচন্দনে ॥

৩৭৯

হৃদয়মন্দিরে, প্রাণাধীশ, আছ গোপনে।
অমৃতসৌরভে আকুল প্রাণ, হায়,
ভ্রমিয়া জগতে না পায় সন্ধান—
কে পারে পশিতে আনন্দভবনে
তোমার করুণাকিরণ-বিহনে॥

৩৮০

ওই শুনি যেন চরণধ্বনি রে,
শুনি আপন-মনে।
বুঝি আমার মনোহরণ আসে গোপনে॥
পাবার আগে কিসের আভাস পাই,
চোখের জলের বাঁধ ভেঙেছে তাই গো,
মালার গন্ধ এল যারে জানি স্বপনে॥
ফুলের মালা হাতে ফাগুন চেয়ে আছে ওই-যে—
তার চলার পথের কাছে ওই-যে।
দিগঙ্গনার অঙ্গনে যে আজি
ক্ষণে ক্ষণে শঙ্খ ওঠে বাজি,
আশার হাওয়া লাগে ওই নিখিল গগনে॥

৩৮১

বেঁধেছ প্রেমের পাশে ওহে প্রেমময়।
তব প্রেম লাগি দিবানিশি জাগি ব্যাকুলহৃদয়॥
তব প্রেমে কুসুম হাসে, তব প্রেমে চাঁদ বিকাশে,
প্রেমহাসি তব উষা নব নব,
প্রেমে-নিমগন নিখিল নীরব,
তব প্রেম-তরে ফিরে হা হা ক'রে উদাসী মলয়॥
আকুল প্রাণ মম ফিরিবে না সংসারে,
ভুলেছে তোমারি রূপে নয়ন আমারি।

জলে স্থলে   গগনতলে   তব সুধাবাণী সতত উথলে—
শুনিয়া পরান শান্তি না মানে,
ছুটে যেতে চায় অনন্তেরই পানে,
আকুল হৃদয়   খোঁজে বিশ্বময়   ও প্রেম-আলয় ॥

৩৮২

দাও হে আমার ভয় ভেঙে দাও।
আমার দিকে ও মুখ ফিরাও ॥
কাছে থেকে চিনতে নারি,   কোন্ দিকে যে কী নেহারি,
তুমি আমার হৃদ্‌বিহারী   হৃদয়-পানে হাসিয়া চাও ॥
বলো আমায় বলো কথা,   গায়ে আমার পরশ করো।
দক্ষিণ হাত বাড়িয়ে দিয়ে   আমায় তুমি তুলে ধরো।
যা বুঝি সব ভুল বুঝি হে,   যা খুঁজি সব ভুল খুঁজি হে—
হাসি মিছে, কান্না মিছে— সামনে এসে এ ভুল ঘুচাও ॥

৩৮৩

আর নহে, আর নয়,
আমি   করি নে আর ভয়।
আমার   ঘুচল কাঁদন, ফলল সাধন, হল বাঁধন ক্ষয় ॥
ওই   আকাশে ওই ডাকে,
আমায়   আর কে ধ'রে রাখে—
আমি   সকল দুয়ার খুলেছি, আজ যাব সকলময় ॥
ওরা   ব'সে ব'সে মিছে
শুধু   মায়াজাল গাঁথিছে—
ওরা   কী-যে গোনে ঘরের কোণে আমায় ডাকে পিছে।
আমার   অস্ত্র হল গড়া,
আমার   বর্ম হল পরা—
এবার   ছুটবে ঘোড়া পবনবেগে, করবে ভুবন জয় ॥

৩৮৪

আরো চাই যে, আরো চাই গো— আরো যে চাই।
ভাণ্ডারী যে সুধা আমায় বিতরে নাই॥
সকালবেলার আলোয় ভরা এই-যে আকাশ বসুন্ধরা
এরে আমার জীবন-মাঝে কুড়ানো চাই—
সকল ধন যে বাইরে আমার, ভিতরে নাই॥
প্রাণের বীণায় আরো আঘাত, আরো যে চাই।
গুণীর পরশ পেয়ে সে যে শিহরে নাই।
দিনরজনীর বাঁশি পূরে যে গান বাজে অসীম সুরে
তারে আমার প্রাণের তারে বাজানো চাই।
আপন গান যে দূরে তাহার, নিয়ড়ে নাই॥

৩৮৫

নয়ন ছেড়ে গেলে চলে, এলে সকল-মাঝে—
তোমায় আমি হারাই যদি তুমি হারাও না যে॥
ফুরায় যবে মিলনরাতি তবু চির সাথের সাথি
ফুরায় না তো তোমায় পাওয়া, এসো স্বপনসাজে।
তোমার সুধারসের ধারা গহনপথে এসে
ব্যথারে মোর মধুর করি নয়নে যায় ভেসে।
শ্রবণে মোর নব নব শুনিয়েছিলে যে সুর তব
বীণা থেকে বিদায় নিল, চিত্তে আমার বাজে॥

৩৮৬

আরাম-ভাঙা উদাস সুরে
আমার বাঁশির শূন্য হৃদয় কে দিল আজ ব্যথায় পূরে॥
বিরামহারা ঘরছাড়াকে ব্যাকুল বাঁশি আপনি ডাকে—
ডাকে স্বপন-জাগরণে, কাছের থেকে ডাকে দূরে।
আমার প্রাণের কোন্ নিভৃতে লুকিয়ে কাঁদায় গোধূলিতে—

মন আজও তার নাম জানে না, রূপ আজও তার নয়কো চেনা—
কেবল যে সে ছায়ার বেশে স্বপ্নে আমার বেড়ায় ঘুরে ॥

৩৮৭

আসা-যাওয়ার মাঝখানে
একলা আছ চেয়ে কাহার পথ-পানে ॥
আকাশে ওই কালোয় সোনায় শ্রাবণমেঘের কোণায় কোণায়
আঁধার-আলোয় কোন্ খেলা যে কে জানে
আসা-যাওয়ার মাঝখানে ॥
শুকনো পাতা ধুলায় ঝরে, নবীন পাতায় শাখা ভরে।
মাঝে তুমি আপন-হারা, পায়ের কাছে জলের ধারা
যায় চলে ওই অশ্রু-ভরা কোন্ গানে
আসা-যাওয়ার মাঝখানে ॥

৩৮৮

বারে বারে পেয়েছি যে তারে
চেনায় চেনায় অচেনারে ॥
যারে দেখা গেল তারি মাঝে না-দেখারই কোন্ বাঁশি বাজে,
যে আছে বুকের কাছে কাছে চলেছি তাহারি অভিসারে ॥
অপরূপ সে যে রূপে রূপে কী খেলা খেলিছে চুপে চুপে।
কানে কানে কথা উঠে পূরে কোন্ সুদূরের সুরে সুরে
চোখে-চোখে-চাওয়া নিয়ে চলে কোন্ অজানারই পথপারে ॥

৩৮৯

এ পথ গেছে কোন্‌খানে গো কোন্‌খানে—
তা কে জানে তা কে জানে ॥
কোন্ পাহাড়ের পারে, কোন্ সাগরের ধারে,
কোন্ দুরাশার দিক-পানে—
তা কে জানে তা কে জানে ॥

এ পথ দিয়ে কে আসে যায় কোন্‌খানে

তা কে জানে তা কে জানে।

কেমন যে তার বাণী, কেমন হাসিখানি,

যায় সে কাহার সন্ধানে—

তা কে জানে তা কে জানে॥

৩৯০

নিত্য নব সত্য তব শুভ্র আলোকময়

পরিপূর্ণ জ্ঞানময়

কবে হবে বিভাসিত মম চিত্ত-আকাশে ?।

রয়েছি বসি দীর্ঘনিশি

চাহিয়া উদয়দিশি

ঊর্ধ্বমুখে করপুটে—

নবসুখ-নবপ্রাণ-নবদিবা-আশে॥

কী দেখিব, কী জানিব,

না জানি সে কী আনন্দ—

নূতন আলোক আপন মনোমাঝে।

সে আলোকে মহাসুখে

আপন আলয়মুখে

চলে যাব গান গাহি—

কে রহিবে আর দূর পরবাসে॥

৩৯১

যদি ঝড়ের মেঘের মতো আমি ধাই চঞ্চল-অন্তর

তবে দয়া কোরো হে, দয়া কোরো হে, দয়া কোরো হে ঈশ্বর॥

ওহে অপাপপুরুষ, দীনহীন আমি এসেছি পাপের কূলে—

প্রভু, দয়া কোরো হে, দয়া কোরো হে, দয়া করে লও তুলে

আমি জলের মাঝারে বাস করি, তবু তৃষায় শুকায়ে মরি—

প্রভু, দয়া কোরো হে, দয়া করে দাও সুধায় হৃদয় ভরি॥

৩৯২

তুমি আমাদের পিতা,
তোমায় পিতা ব'লে যেন জানি,
তোমায় নত হয়ে যেন মানি,
তুমি কোরো না কোরো না রোষ।
হে পিতা, হে দেব, দূর করে দাও যত পাপ, যত দোষ—
যাহা ভালো তাই দাও আমাদের, যাহাতে তোমার তোষ।
তোমা হতে সব সুখ হে পিতা, তোমা হতে সব ভালো।
তোমাতেই সব সুখ হে পিতা, তোমাতেই সব ভালো।
তুমিই ভালো হে তুমিই ভালো সকল-ভালোর সার—
তোমারে নমস্কার হে পিতা, তোমারে নমস্কার॥

৩৯৩

প্রেমানন্দে রাখো পূর্ণ আমারে দিবসরাত।
বিশ্বভুবনে নিরখি সতত সুন্দর তোমারে,
চন্দ্র-সূর্য-কিরণে তোমার করুণ নয়নপাত॥
সুখসম্পদে করি হে পান তব প্রসাদবারি,
দুখসঙ্কটে পরশ পাই তব মঙ্গলহাত॥
জীবনে জ্বালো অমর দীপ তব অনন্ত আশা,
মরণ-অন্তে হউক তোমারি চরণে সুপ্রভাত॥
লহো লহো মম সব আনন্দ, সকল প্রীতি-গীতি—
হৃদয়ে বাহিরে একমাত্র তুমি আমার নাথ॥

৩৯৪

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না?
কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে, তোমারে দেখিতে দেয় না?।
ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে তোমায় যবে পাই দেখিতে
হারাই-হারাই সদা হয় ভয়, হারাইয়া ফেলি চকিতে॥

কী করিলে-বলো পাইব তোমারে, রাখিব আঁখিতে আঁখিতে।
এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ, তোমারে হৃদয়ে রাখিতে?
আর কারো পানে চাহিব না আর, করিব হে আমি প্রাণপণ—
তুমি যদি বল এখনি করিব বিষয়বাসনা বিসর্জন॥

৩৯৫

তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না, করে শুধু মিছে কোলাহল।
সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া পান করে শুধু হলাহল॥
আপনি কেটেছে আপনার মূল— না জানে সাঁতার, নাহি পায় কূল,
স্রোতে যায় ভেসে, ডোবে বুঝি শেষে, করে দিবানিশি টলোমল॥
আমি কোথা যাব, কাহারে শুধাব, নিয়ে যায় সবে টানিয়া।
একেলা আমারে ফেলে যাবে শেষে অকূল পাথারে আনিয়া।
সুহৃদের তরে চাই চারি ধারে, আঁখি করিতেছে ছলোছল,
আপনার ভারে মরি যে আপনি কাঁপিছে হৃদয় হীনবল॥

৩৯৬

কেন বাণী তব নাহি শুনি নাথ হে?
অন্ধজনে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে ফেলিলে, বিরহে তব কাটে দিনরাত হে॥
স্বপনসম মিলাবে যদি কেন গো দিলে চেতনা—
চকিতে শুধু দেখা দিয়ে চিরমরমবেদনা,
আপনা-পানে চাহি শুধু নয়নজলপাত হে॥
পরশে তব জীবন নব সহসা যদি জাগিল
কেন জীবন বিফল কর— মরণশরঘাত হে।
অহংকার চূর্ণ করো, প্রেমে মন পূর্ণ করো,
হৃদয় মন হরণ করি রাখো তব সাথ হে॥

৩৯৭

তুমি ছেড়ে ছিলে, ভুলে ছিলে ব'লে হেরো গো কী দশা হয়েছে—
মলিন বদন, মলিন হৃদয়, শোকে প্রাণ ডুবে রয়েছে॥

বিরহীর বেশে এসেছি হেথায় জানাতে বিরহবেদনা ;
দরশন নেব তবে চ'লে যাব, অনেক দিনের বাসনা ॥
'নাথ নাথ' ব'লে ডাকিব তোমারে, চাহিব হৃদয়ে রাখিতে—
কাতর প্রাণের রোদন শুনিলে আর কি পারিবে থাকিতে ?
ও অমৃতরূপ দেখিব যখন মুছিব নয়নবারি হে—
আর উঠিব না, পড়িয়া রহিব চরণতলে তোমারি হে ॥

৩৯৮

অসীম আকাশে অগণ্য কিরণ, কত গ্রহ উপগ্রহ
কত চন্দ্র তপন ফিরিছে বিচিত্র আলোক জ্বালায়ে—
তুমি কোথায়, তুমি কোথায় ?।
হায় সকলই অন্ধকার— চন্দ্র, সূর্য, সকল কিরণ,
আঁধার নিখিল বিশ্বজগত।
তোমার প্রকাশ হৃদয়মাঝে সুন্দর মোর নাথ—
মধুর প্রেম-আলোকে তোমারি মাধুরী তোমারে প্রকাশে ॥

৩৯৯

চরণধ্বনি শুনি তব, নাথ, জীবনতীরে
কত নীরব নির্জনে কত মধুসমীরে ॥
গগনে গ্রহতারাচয় অনিমেষে চাহি রয়,
ভাবনাস্রোত হৃদয়ে বয় ধীরে একান্তে ধীরে ॥
চাহিয়া রহে আঁখি মম তৃষ্ণাতুর পাখিসম,
শ্রবণ রয়েছি মেলি চিত্তগভীরে—
কোন্ শুভপ্রাতে দাঁড়াবে হৃদিমাঝে,
ভুলিব সব দুঃখ সুখ ডুবিয়া আনন্দনীরে ॥

৪০০

শূন্য হাতে ফিরি, হে নাথ, পথে পথে— ফিরি হে দ্বারে দ্বারে—
চিরভিখারি হৃদি মম নিশিদিন চাহে কারে ॥

চিত্ত না শান্তি জানে, তৃষ্ণা না তৃপ্তি মানে—
যাহা পাই তাই হারাই, ভাসি অশ্রুধারে ॥
সকল যাত্রী চলি গেল, বহি গেল সব বেলা,
আসে তিমিরযামিনী, ভাঙিয়া গেল মেলা—
কত পথ আছে বাকি, যাব চলি ভিক্ষা রাখি,
কোথা জলে গৃহপ্রদীপ কোন্ সিন্ধুপারে ॥

৪০১

হৃদয়বেদনা বহিয়া, প্রভু, এসেছি তব দ্বারে।
তুমি অন্তর্যামী হৃদয়স্বামী, সকলই জানিছ হে—
যত দুঃখ লাজ দারিদ্র্য সঙ্কট আর জানাইব কারে ?।
অপরাধ কত করেছি, নাথ, মোহপাশে প'ড়ে—
তুমি ছাড়া, প্রভু, মার্জনা কেহ করিবে না সংসারে ॥
সব বাসনা দিব বিসর্জন তোমার প্রেমপাথারে,
সব বিরহ বিচ্ছেদ ভুলিব তব মিলন-অমৃতধারে।
আর আপন ভাবনা পারি না ভাবিতে, তুমি লহো মোর ভার—
পরিশ্রান্ত জনে, প্রভু, লয়ে যাও সংসারসাগরপারে ॥

৪০২

কেন জাগে না, জাগে না অবশ পরান—
নিশিদিন অচেতন ধূলিশয়ান ?।
জাগিছে তারা নিশীথ-আকাশে,
জাগিছে শত অনিমেষ নয়ান ॥
বিহগ গাহে বনে ফুটে ফুলরাশি,
চন্দ্রমা হাসে সুধাময় হাসি—
তব মাধুরী কেন জাগে না প্রাণে ?
কেন হেরি না তব প্রেমবয়ান ?।
পাই জননীর অযাচিত স্নেহ,
ভাই ভগিনী মিলি মধুময় গেহ

কত ভাবে সদা তুমি আছ হে কাছে,
কেন করি তোমা হতে দূরে প্রয়াণ ?॥

৪০৩

যাদের চাহিয়া তোমারে ভুলেছি তারা তো চাহে না আমারে ;
তারা আসে, তারা চলে যায় দূরে, ফেলে যায় মরু-মাঝারে ॥
দু দিনের হাসি দু দিনে ফুরায়, দীপ নিভে যায় আঁধারে ;
কে রহে তখন মুছাতে নয়ন, ডেকে ডেকে মরি কাহারে ?॥
যাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই আপনার মন ভুলাতে—
শেষে দেখি হায় ভেঙে সব যায়, ধুলা হয়ে যায় ধুলাতে।
সুখের আশায় মরি পিপাসায় ডুবে মরি দুখপাথারে—
রবি শশী তারা কোথা হয় হারা, দেখিতে না পাই তোমারে ॥

৪০৪

আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি, দিবস কাটে বৃথায় হে—
আমি যেতে চাই তব পথপানে, কত বাধা পায় পায় হে ॥
চারি দিকে হেরো ঘিরিছে কারা, শত বাঁধনে জড়ায় হে—
আমি ছাড়াতে চাহি, ছাড়ে না কেন গো ডুবায়ে রাখে মায়ায় হে ॥
দাও ভেঙে দাও এ ভবের সুখ, কাজ নেই এ খেলায় হে।
আমি ভুলে থাকি যত অবোধের মতো বেলা বহে তত যায় হে ॥
হানো তব বাজ হৃদয়গহনে, দুখানল জ্বালো তায় হে—
নয়নের জলে ভাসায়ে আমারে সে জল দাও মুছায়ে হে ॥
শূন্য করে দাও হৃদয় আমার, আসন পাতো সেথায় হে—
তুমি এসো এসো, নাথ হয়ে বোসো, ভুলো না আর আমায় হে

৪০৫

নয়ান ভাসিল জলে—
শূন্য হিয়াতলে ঘনাইল নিবিড় সজল ঘন প্রসাদপবনে,
জাগিল রজনী হরষে হরষে রে ॥
তাপহরণ তৃষিতশরণ জয় তাঁর দয়া গাও রে।

জাগো রে আনন্দে চিত্তচাতক জাগো—

মৃদু মৃদু মধু মধু প্রেম বরষে বরষে রে ॥

৪০৬

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব;

ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভজটিল বন্ধ ॥

নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী—

কর' ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন' অমৃতবাণী,

বিকশিত কর' প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ।

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,

করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য।

এস' দানবীর, দাও ত্যাগকঠিন দীক্ষা।

মহাভিক্ষু, লও সবার অহঙ্কারভিক্ষা।

লোক লোক ভুলুক শোক, খণ্ডন কর' মোহ,

উজ্জ্বল হোক জ্ঞানসূর্য-উদয়সমারোহ—

প্রাণ লভুক সকল ভুবন, নয়ন লভুক অন্ধ।

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,

করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য।

ক্রন্দনময় নিখিলহৃদয় তাপদহনদীপ্ত

বিষয়বিষবিকারজীর্ণ খিন্ন অপরিতৃপ্ত।

দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকলুষগ্লানি,

তব মঙ্গলশঙ্খ আন' তব দক্ষিণপাণি—

তব শুভসঙ্গীতরাগ, তব সুন্দর ছন্দ।

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,

করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য ॥

৪০৭

অনেক দিয়েছ নাথ,

আমায় অনেক দিয়েছ নাথ,

আমার বাসনা তবু পুরিল না—
দীনদশা ঘুচিল না, অশ্রুবারি মুছিল না,
গভীর প্রাণের তৃষা মিটিল না, মিটিল না ॥
দিয়েছ জীবন মন, প্রাণপ্রিয় পরিজন,
সুধাস্নিগ্ধ সমীরণ, নীলকান্ত অম্বর, শ্যামশোভা ধরণী।
এত যদি দিলে, সখা, আরো দিতে হবে হে—
তোমারে না পেলে আমি ফিরিব না, ফিরিব না ॥

৪০৮

তব অমল পরশরস, তব শীতল শান্ত পুণ্যকর অন্তরে দাও।
তব উজ্জ্বল জ্যোতি বিকাশি হৃদয়মাঝে মম চাও ॥
তব মধুময় প্রেমরসসুন্দরসুগন্ধে জীবন ছাও।
জ্ঞান ধ্যান তব, ভক্তি-অমৃত তব, শ্রী আনন্দ জাগাও ॥

৪০৯

বীণা বাজাও হে মম অন্তরে ॥
সজনে বিজনে, বন্ধু, সুখে দুঃখে বিপদে—
আনন্দিত তান শুনাও হে মম অন্তরে ॥

৪১০

শান্তি করো বরিষন নীরব ধারে, নাথ, চিত্তমাঝে
সুখে দুখে সব কাজে, নির্জনে জনসমাজে ॥
উদিত রাখো, নাথ, তোমার প্রেমচন্দ্র
অনিমেষ মম লোচনে গভীরতিমিরমাঝে ॥

৪১১

হে সখা, মম হৃদয়ে রহো।
সংসারে সব কাজে ধ্যানে জ্ঞানে হৃদয়ে রহো ॥
নাথ, তুমি এসো ধীরে সুখ-দুখ-হাসি-নয়ননীরে,
লহো আমার জীবন ঘিরে—
সংসারে সব কাজে ধ্যানে জ্ঞানে হৃদয়ে রহো ॥

৪১২

লহো লহো তুলি লও হে ভূমিতল হতে ধূলিম্লান এ পরান—
রাখো তব কৃপাচোখে, রাখো তব স্নেহকরতলে।
রাখো তারে আলোকে, রাখো তারে অমৃতে,
রাখো তারে নিয়ত কল্যাণে, রাখো তারে কৃপাচোখে,
রাখো তারে স্নেহকরতলে॥

৪১৩

চিরসখা, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না।
সংসারগহনে নির্ভয়নির্ভর, নির্জনসজনে সঙ্গে রহো॥
অধনের হও ধন, অনাথের নাথ হও হে, অবলের বল।
জরাভারাতুরে নবীন করো ওহে সুধাসাগর॥

৪১৪

স্বামী, তুমি এসো আজ অন্ধকার হৃদয়মাঝ—
পাপে ম্লান পাই লাজ, ডাকি হে তোমারে॥
ক্রন্দন উঠিছে প্রাণে, মন শান্তি নাহি মানে,
পথ তবু নাহি জানে আপন আঁধারে॥
ধিক ধিক জনম মম, বিফল বিষয়শ্রম—
বিফল ক্ষণিক প্রেম টুটিয়া যায় বারবার।
সন্তাপে হৃদয় দহে, নয়নে অশ্রুবারি বহে,
বাড়িছে বিষয়পিপাসা বিষম বিষবিকারে॥

৪১৫

হায় কে দিবে আর সান্ত্বনা।
সকলে গিয়েছে হে, তুমি যেয়ো না—
চাহো প্রসন্ন নয়নে, প্রভু, দীন অধীন জনে॥
চারি দিকে চাই, হেরি না কাহারে।
কেন গেলে ফেলে একেলা আঁধারে—
হেরো হে শূন্য ভুবন মম॥

৪১৬

আর কত দূরে আছে সে আনন্দধাম।
আমি শ্রান্ত, আমি অন্ধ, আমি পথ নাহি জানি॥
রবি যায় অস্তাচলে আঁধারে ঢাকে ধরণী—
করো কৃপা অনাথে হে বিশ্বজনজননী॥
অতৃপ্ত বাসনা লাগি ফিরিয়াছি পথে পথে—
বৃথা খেলা, বৃথা মেলা, বৃথা বেলা গেল বহে।
আজি সন্ধ্যাসমীরণে লহো শান্তিনিকেতনে,
স্নেহকরপরশনে চিরশান্তি দেহো আনি॥

৪১৭

কামনা করি একান্তে
হউক বরষিত নিখিল বিশ্বে সুখ শান্তি।
পাপতাপ হিংসা শোক পাসরে সকল লোক,
সকল প্রাণী পায় কূল
সেই তব তাপিতশরণ অভয়চরণপ্রান্তে॥

৪১৮

নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও।
মাঝে কিছু রেখো না, রেখো না—
থেকো না, থেকো না দূরে॥
নির্জনে সজনে অন্তরে বাহিরে
নিত্য তোমারে হেরিব॥

৪১৯

পূর্ণ-আনন্দ পূর্ণমঙ্গলরূপে হৃদয়ে এসো,
এসো মনোরঞ্জন॥
আলোকে আঁধার হউক চূর্ণ, অমৃতে মৃত্যু করো পূর্ণ—
করো গভীরদারিদ্র্যভঞ্জন॥

সকল সংসার দাঁড়াবে সরিয়া তুমি হৃদয়ে আসিছ দেখি—
জ্যোতির্ময় তোমার প্রকাশে শশী তপন পায় লাজ,
সকলের তুমি গর্বগঞ্জন ॥

৪২০

সংশয়তিমিরমাঝে না হেরি গতি হে।
প্রেম-আলোকে প্রকাশো জগপতি হে ॥
বিপদে সম্পদে থেকো না দূরে, সতত বিরাজো হৃদয়পুরে—
তোমা বিনে অনাথ আমি অতি হে ॥
মিছে আশা লয়ে সতত ভ্রান্ত, তাই প্রতিদিন হতেছি শ্রান্ত,
তবু চঞ্চল বিষয়ে মতি হে—
নিবারো নিবারো প্রাণের ক্রন্দন, কাটো হে কাটো হে এ মায়াবন্ধন
রাখো রাখো চরণে এ মিনতি হে ॥

৪২১

নিশিদিন মোর পরানে প্রিয়তম মম
কত-না বেদনা দিয়ে বারতা পাঠালে ॥
ভরিলে চিত্ত মম নিত্য তুমি প্রেমে প্রাণে গানে হায়
থাকি আড়ালে ॥

৪২২

আছ অন্তরে চিরদিন, তবু কেন কাঁদি ?।
তবু কেন হেরি না তোমার জ্যোতি,
কেন দিশাহারা অন্ধকারে ?।
অকূলের কূল তুমি আমার,
তবু কেন ভেসে যাই মরণের পারাবারে ?
আনন্দঘন বিভু, তুমি যার স্বামী
সে কেন ফিরে পথে দ্বারে দ্বারে ?।

৪২৩

এ মোহ-আবরণ খুলে দাও, দাও হে ॥
সুন্দর মুখ তব দেখি নয়ন ভরি,
চাও হৃদয়মাঝে চাও হে ॥

৪২৪

ডাকিছ কে তুমি তাপিত জনে তাপহরণ স্নেহকোলে ॥
নয়নসলিলে ফুটেছে হাসি,
ডাক শুনে সবে ছুটে চলে তাপহরণ স্নেহকোলে ॥
ফিরিছে যারা পথে পথে, ভিক্ষা মাগিছে দ্বারে দ্বারে
শুনেছে তাহারা তব করুণা—
দুখীজনে তুমি নেবে তুলে তাপহরণ স্নেহকোলে ॥

৪২৫

আজি নাহি নাহি নিদ্রা আঁখিপাতে।
তোমার ভবনতলে হেরি প্রদীপ জ্বলে,
দূরে বাহিরে তিমিরে আমি জাগি জোড়হাতে ॥
ক্রন্দন ধ্বনিছে পথহারা পবনে,
রজনী মূর্ছাগত বিদ্যুতঘাতে।
দ্বার খোলো হে দ্বার খোলো—
প্রভু, করো দয়া, দেহো দেখা দুখরাতে ॥

৪২৬

তিমিরবিভাবরী কাটে কেমনে
জীর্ণ ভবনে, শূন্য জীবনে—
হৃদয় শুকাইল প্রেম বিহনে ॥
গহন আঁধার কবে পুলকে পূর্ণ হবে
ওহে আনন্দময়, তোমার বীণারবে—
পশিবে পরানে তব সুগন্ধ বসন্তপবনে ॥

৪২৭

অমৃতের সাগরে আমি যাব যাব রে,
তৃষ্ণা জ্বলিছে মোর প্রাণে ॥
কোথা পথ বলো হে বলো, ব্যথার ব্যথী হে—
কোথা হতে কলধ্বনি আসিছে কানে ॥

৪২৮

কার মিলন চাও বিরহী—
তাঁহারে কোথা খুঁজিছ ভব-অরণ্যে
কুটিল জটিল গহনে শান্তিসুখহীন ওরে মন ॥
দেখো দেখো রে চিত্তকমলে চরণপদ্ম রাজে— হায়!
অমৃতজ্যোতি কিবা সুন্দর ওরে মন ॥

৪২৯

তোমা লাগি, নাথ, জাগি জাগি হে—
সুখ নাহি জীবনে তোমা বিনা ॥
সকলে চলে যায় ফেলে চিরশরণ হে—
তুমি কাছে থাকো সুখে দুখে নাথ,
পাপে তাপে আর কেহ নাহি ॥

৪৩০

মোরে বারে বারে ফিরালে।
পূজাফুল না ফুটিল দুখনিশা না ছুটিল,
না টুটিল আবরণ ॥
জীবন ভরি মাধুরী কী শুভলগনে জাগিবে?
নাথ ওহে নাথ, কবে লবে তনু মন ধন? ॥

৪৩১

কোথা হতে বাজে প্রেমবেদনা রে!
ধীরে ধীরে বুঝি অন্ধকারঘন
হৃদয়-অঙ্গনে আসে সখা মম ॥

সকল দৈন্য তব দূর করো ওরে,
জাগো সুখে ওরে প্রাণ।
সকল প্রদীপ তব জ্বালো রে, জ্বালো রে—
ডাকো আকুল স্বরে 'এসো হে প্রিয়তম'॥

৪৩২

নিকটে দেখিব তোমারে করেছি বাসনা মনে।
চাহিব না হে, চাহিব না হে দূরদূরান্তর গগনে॥
দেখিব তোমারে গৃহমাঝারে জননীস্নেহে, ভ্রাতৃপ্রেমে,
শত সহস্র মঙ্গলবন্ধনে॥
হেরিব উৎসবমাঝে, মঙ্গলকাজে,
প্রতিদিন হেরিব জীবনে।
হেরিব উজ্জ্বল বিমল মূর্তি তব শোকে দুঃখে মরণে।
হেরিব সজনে নরনারীমুখে, হেরিব বিজনে বিরলে হে
গভীর অন্তর-আসনে॥

৪৩৩

তোমার দেখা পাব ব'লে এসেছি-যে সখা!
শুন প্রিয়তম হে, কোথা আছ লুকাইয়ে—
তব গোপন বিজন গৃহে লয়ে যাও॥
দেহো গো সরায়ে তপন তারকা,
আবরণ সব দূর করো হে, মোচন করো তিমির—
জগত-আড়ালে থেকো না বিরলে,
লুকায়ো না আপনারি মহিমা-মাঝে—
তোমার গৃহের দ্বার খুলে দাও॥

৪৩৪

ঘোর দুঃখে জাগিনু, ঘনঘোরা যামিনী
একেলা হায় রে— তোমার আশা হারায়ে॥

ভোর হল নিশা, জাগে দশ দিশা—
আছি দ্বারে দাঁড়ায়ে
উদয়পথপানে দুই বাহু বাড়ায়ে ॥

৪৩৫

এ পরবাসে রবে কে হায়!
কে রবে এ সংশয়ে সন্তাপে শোকে ॥
হেথা কে রাখিবে দুখভয়সংকটে—
তেমন আপন কেহ নাহি এ প্রান্তরে হায় রে ॥

৪৩৬

এখনো আঁধার রয়েছে হে নাথ—
এ প্রাণ দীন মলিন, চিত অধীর,
সব শূন্যময় ॥
চারি দিকে চাহি, পথ নাহি নাহি—
শান্তি কোথা, কোথা আলয়?
কোথা তাপহারী পিপাসার বারি—
হৃদয়ের চির-আশ্রয়?।

৪৩৭

ব্যাকুল প্রাণ কোথা সুদূরে ফিরে—
ডাকি লহো, প্রভু, তব ভবনমাঝে
ভবপারে সুধাসিন্ধুতীরে ॥

৪৩৮

শূন্য প্রাণ কাঁদে সদা— প্রাণেশ্বর,
দীনবন্ধু, দয়াসিন্ধু,
প্রেমবিন্দু কাতরে করো দান ॥

কোরো না, সখা, কোরো না
চিরনিষ্ফল এই জীবন।
প্রভু, জনমে মরণে তুমি গতি,
চরণে দাও স্থান॥

৪৩৯

সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে ভ্রমিছ দীনপ্রাণে।
সতত হায় ভাবনা শত শত, নিয়ত ভীত পীড়িত—
শির নত কত অপমানে॥
জানো না রে অধ-ঊর্ধ্বে বাহির-অন্তরে
ঘেরি তোরে নিত্য রাজে সেই অভয়-আশ্রয়।
তোলো আনত শির, ত্যজো রে ভয়ভার,
সতত সরলচিতে চাহো তাঁরি প্রেমমুখপানে॥

৪৪০

দূরে কোথায় দূরে দূরে
আমার মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে।
যে বাঁশিতে বাতাস কাঁদে সেই বাঁশিটির সুরে সুরে॥
যে পথ সকল দেশ পারায়ে উদাস হয়ে যায় হারায়ে
সে পথ বেয়ে কাঙাল পরান যেতে চায় কোন্ অচিন পুরে॥

৪৪১

পিপাসা হায় নাহি মিটিল, নাহি মিটিল॥
গরলরসপানে জরজরপরানে
মিনতি করি হে করজোড়ে,
জুড়াও সংসারদাহ তব প্রেমের অমৃতে॥

৪৪২

দিন যায় রে দিন যায় বিষাদে—
স্বার্থকোলাহলে, ছলনায়, বিফলা বাসনায়॥

এসেছ ক্ষণতরে, ক্ষণপরে যাইবে চলে,
জনম কাটে বৃথায় বাদবিবাদে কুমন্ত্রণায় ॥

৪৪৩

তোমা-হীন কাটে দিবস হে প্রভু,
হায় তোমা-হীন মোর স্বপন জাগরণ—
কবে আসিবে হিয়ামাঝারে ?।

৪৪৪

বর্ষ গেল, বৃথা গেল, কিছুই করি নি হায়—
আপন শূন্যতা লয়ে জীবন বহিয়া যায় ॥
তবু তো আমার কাছে নব রবি উদিয়াছে,
তবু তো জীবন ঢালি বহিছে নবীন বায় ॥
বহিছে বিমল উষা তোমার আশিসবাণী,
তোমার করুণাসুধা হৃদয়ে দিতেছে আনি।
রেখেছ জগতপুরে, মোরে তো ফেল নি দূরে,
অসীম আশ্বাসে তাই পুলকে শিহরে কায় ॥

৪৪৫

কেমনে ফিরিয়া যাও না দেখি তাঁহারে!
কেমনে জীবন কাটে চির-অন্ধকারে ॥
মহান জগতে থাকি বিস্ময়বিহীন আঁখি,
বারেক না দেখ তাঁরে এ বিশ্বমাঝারে ॥
যতনে জাগায়ে জ্যোতি ফিরে কোটি সূর্যলোক,
তুমি কেন নিভায়েছ আত্মার আলোক ?
তাঁহার আহ্বানরবে আনন্দে চলিছে সবে,
তুমি কেন বসে আছ ক্ষুদ্র এ সংসারে ?।

৪৪৬

কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে ভুবনেশ্বর প্রভু,—
জাগাইলে অনুপম সুন্দর শোভা হে হৃদয়েশ্বর ॥

সহসা ফুটিল ফুলমঞ্জরী শুকানো তরুতে,
পাষাণে বহে সুধাধারা॥

৪৪৭

অসীম কালসাগরে ভুবন ভেসে চলেছে।
অমৃতভবন কোথা আছে তাহা কে জানে॥
হেরো আপন হৃদয়মাঝে ডুবিয়ে, একি শোভা!
অমৃতময় দেবতা সতত
বিরাজে এই মন্দিরে, এই সুধানিকেতনে॥

৪৪৮

ইচ্ছা যবে হবে লইয়ো পারে,
পূজাকুসুমে রচিয়া অঞ্জলি
আছি ব'সে ভবসিন্ধু-কিনারে॥
যত দিন রাখ তোমা মুখ চাহি
ফুল্লমনে রব এ সংসারে॥
ডাকিবে যখনি তোমার সেবকে
দ্রুত চলি যাইব ছাড়ি সবারে॥

৪৪৯

শুভ্র আসনে বিরাজ' অরুণছটামাঝে,
নীলাম্বরে ধরণী'পরে কিবা মহিমা তব বিকাশিল॥
দীপ্ত সূর্য তব মুকুটোপরি,
চরণে কোটি তারা মিলাইল,
আলোকে প্রেমে আনন্দে
সকল জগত বিভাসিল॥

৪৫০

পেয়েছি অভয়পদ, আর ভয় কারে—
আনন্দে চলেছি ভবপারাবারপারে॥

মধুর শীতল ছায় শোক তাপ দূরে যায়,
করুণাকিরণ তাঁর অরুণ বিকাশে।
জীবনে মরণে আর কভু না ছাড়িব তাঁরে॥

৪৫১

শুনেছে তোমার নাম অনাথ আতুর জন—
এসেছে তোমার দ্বারে, শূন্য ফেরে না যেন॥
কাঁদে যারা নিরাশায় আঁখি যেন মুছে যায়,
যেন গো অভয় পায় ত্রাসে কম্পিত মন॥
কত শত আছে দীন অভাগা আলয়হীন,
শোকে জীর্ণ প্রাণ কত কাঁদিতেছে নিশিদিন।
পাপে যারা ডুবিয়াছে যাবে তারা কার কাছে—
কোথা হায় পথ আছে, দাও তারে দরশন॥

৪৫২

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি, ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে।
তুমি সদা যার হৃদে বিরাজ দুখজ্বালা সেই পাশরে—
সব দুখজ্বালা সেই পাশরে॥
তোমার জ্ঞানে তোমার ধ্যানে তব নামে কত মাধুরী
যেই ভকত সেই জানে,
তুমি জানাও যারে সেই জানে।
ওহে, তুমি জানাও যারে সেই জানে॥

৪৫৩

চিরবন্ধু চিরনির্ভর চিরশান্তি
তুমি হে প্রভু—
তুমি চিরমঙ্গল সখা হে তোমার জগতে,
চিরসঙ্গী চিরজীবনে॥
চিরপ্রীতিসুধানির্ঝর তুমি হে হৃদয়েশ—

তব জয়সঙ্গীত ধ্বনিছে তোমার জগতে
চিরদিবা চিররজনী ॥

৪৫৪

বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি—
বলো ভাই ধন্য হরি ॥
ধন্য হরি ভবের নাটে, ধন্য হরি রাজ্যপাটে,
ধন্য হরি শ্মশানঘাটে, ধন্য হরি, ধন্য হরি।
সুধা দিয়ে মাতান যখন ধন্য হরি, ধন্য হরি।
ব্যথা দিয়ে কাঁদান যখন ধন্য হরি, ধন্য হরি।
আত্মজনের কোলে বুকে ধন্য হরি হাসিমুখে,
ছাই দিয়ে সব ঘরের সুখে ধন্য হরি, ধন্য হরি ॥
আপনি কাছে আসেন হেসে ধন্য হরি, ধন্য হরি।
ফিরিয়ে বেড়ান দেশে দেশে ধন্য হরি, ধন্য হরি।
ধন্য হরি স্থলে জলে, ধন্য হরি ফুলে ফলে,
ধন্য হৃদয়পদ্মদলে চরণ-আলোয় ধন্য করি ॥

৪৫৫

সংসারে কোনো ভয় নাহি নাহি—
ওরে ভয়চঞ্চল প্রাণ, জীবনে মরণে সবে
রয়েছি তাঁহারি দ্বারে ॥
অভয়শঙ্খ বাজে নিখিল অম্বরে সুগম্ভীর,
দিশি দিশি দিবানিশি সুখে শোকে
লোক-লোকান্তরে ॥

৪৫৬

শক্তিরূপ হেরো তাঁর,
আনন্দিত, অতন্দ্রিত,
ভূর্লোকে ভুবর্লোকে—

বিশ্বকাজে, চিত্তমাঝে
দিনে রাতে।
জাগো রে জাগো জাগো
উৎসাহে উল্লাসে—
পরান বাঁধো রে মরণহরণ
পরমশক্তি-সাথে ॥
শ্রান্তি আলস বিষাদ
বিলাস দ্বিধা বিবাদ
দূর করো রে।
চলো রে— চলো রে কল্যাণে,
চলো রে অভয়ে, চলো রে আলোকে,
চলো বলে।
দুখ শোক পরিহরি মিলো রে নিখিলে
নিখিলনাথে ॥

৪৫৭

শ্রান্ত কেন ওহে পান্থ, পথপ্রান্তে বসে একি খেলা!
আজি বহে অমৃতসমীরণ, চলো চলো এইবেলা ॥
তাঁর দ্বারে হেরো ত্রিভুবন দাঁড়ায়ে,
সেথা অনন্ত উৎসব জাগে,
সকল শোভা গন্ধ সঙ্গীত আনন্দের মেলা ॥

৪৫৮

গাও বীণা— বীণা, গাও রে।
অমৃতমধুর তাঁর প্রেমগান মানব-সবে শুনাও রে।
মধুর তানে নীরস প্রাণে মধুর প্রেম জাগাও রে ॥
ব্যথা দিয়ো না কাহারে, ব্যথিতের তরে পাষাণ প্রাণ কাঁদাও রে ॥
নিরাশেরে কহো আশার কাহিনী, প্রাণে নব বল দাও রে।

আনন্দময়ের আনন্দ-আলয় নব নব তানে ছাও রে।
পড়ে থাকো সদা বিভুর চরণে, আপনারে ভুলে যাও রে ॥

৪৫৯

কে রে ওই ডাকিছে,
স্নেহের রব উঠিছে জগতে জগতে—
তোরা আয় আয় আয় আয় ॥
তাই আনন্দে বিহঙ্গ গান গায়,
প্রভাতে সে সুধাস্বর প্রচারে ॥
বিষাদ তবে কেন, অশ্রু বহে চোখে,
শোককাতর আকুল কেন আজি!
কেন নিরানন্দ, চলো সবে যাই—
পূর্ণ হবে আশা ॥

৪৬০

মন্দিরে মম কে আসিলে হে!
সকল গগন অমৃতমগন,
দিশি দিশি গেল মিশি অমানিশি দূরে দূরে ॥
সকল দুয়ার আপনি খুলিল,
সকল প্রদীপ আপনি জ্বলিল,
সব বীণা বাজিল নব নব সুরে সুরে ॥

৪৬১

একি করুণা করুণাময়!
হৃদয়শতদল উঠিল ফুটি অমল কিরণে তব পদতলে ॥
অন্তরে বাহিরে হেরিনু তোমারে লোকে লোকে লোকান্তরে—
আঁধারে আলোকে সুখে দুখে, হেরিনু হে
স্নেহে প্রেমে জগতময় চিত্তময় ॥

৪৬২

পেয়েছি সন্ধান তব অন্তর্যামী, অন্তরে দেখেছি তোমারে॥
চকিতে চপল আলোকে, হৃদয়শতদলমাঝে,
হেরিনু একি অপরূপ রূপ॥
কোথা ফিরিতেছিলাম পথে পথে দ্বারে দ্বারে
মাতিয়া কলরবে—
সহসা কোলাহলমাঝে শুনেছি তব আহ্বান,
নিভৃতহৃদয়মাঝে
মধুর গভীর শান্ত বাণী॥

৪৬৩

আমার হৃদয়সমুদ্রতীরে কে তুমি দাঁড়ায়ে!
কাতর পরান ধায় বাহু বাড়ায়ে॥
হৃদয়ে উথলে তরঙ্গ চরণপরশের তরে,
তারা চরণকিরণ লয়ে কাড়াকাড়ি করে।
মেতেছে হৃদয় আমার, ধৈরজ না মানে—
তোমারে ঘেরিতে চায়, নাচে সঘনে॥
সখা, ওইখেনেতে থাকো তুমি, যেয়ো না চলে—
আজি হৃদয়সাগরের বাঁধ ভাঙি সবলে।
কোথা হতে আজি প্রেমের পবন ছুটেছে,
আমার হৃদয়ে তরঙ্গ কত নেচে উঠেছে।
তুমি দাঁড়াও, তুমি যেয়ো না—
আমার হৃদয়ে তরঙ্গ আজি নেচে উঠেছে॥

৪৬৪

জননী, তোমার করুণ চরণখানি
হেরিনু, আজি এ অরুণকিরণরূপে॥
জননী, তোমার মরণহরণ বাণী
নীরব গগনে ভরি উঠে চুপে চুপে॥

তোমারে নমি হে সকল ভুবনমাঝে,
তোমারে নমি হে সকল জীবনকাজে,
তনু মন ধন করি নিবেদন আজি
ভক্তিপাবন তোমার পূজার ধূপে।
জননী, তোমার করুণ চরণখানি
হেরিনু আজি এ অরুণকিরণরূপে॥

৪৬৫

তিমিরদুয়ার খোলো— এসো, এসো নীরবচরণে।
জননী আমার, দাঁড়াও এই নবীন অরুণকিরণে॥
পুণ্যপরশপুলকে সব আলস যাক দূরে।
গগনে বাজুক বীণা জগত-জাগানো সুরে।
জননী, জীবন জুড়াও তব প্রসাদসুধাসমীরণে।
জননী আমার, দাঁড়াও মম জ্যোতিবিভাসিত নয়নে॥

৪৬৬

তুমি জাগিছ কে?
তব আঁখিজ্যোতি ভেদ করে সঘন গহন
তিমিররাতি॥
চাহিছ হৃদয়ে অনিমেষ নয়নে,
সংশয়চপল প্রাণ কম্পিত ত্রাসে॥
কোথা লুকাব তোমা হতে স্বামী—
এ কলঙ্কিত জীবন তুমি দেখিছ, জানিছ—
প্রভু, ক্ষমা করো হে।
তব পদপ্রান্তে বসি একান্তে দাও কাঁদিতে আমায়,
আর কোথা যাই॥

৪৬৭

আজি শুভ শুভ্র প্রাতে কিবা শোভা দেখালে
শান্তিলোক জ্যোতির্লোক প্রকাশি।

নিখিল নীল অম্বর বিদারিয়া দিক্‌দিগন্তে
আবরিয়া রবি শশী তারা
পুণ্যমহিমা উঠে বিভাসি ॥

৪৬৮

ভক্তহৃদিবিকাশ প্রাণবিমোহন
নব নব তব প্রকাশ নিত্য নিত্য চিত্তগগনে হৃদীশ্বর ॥
কভু মোহবিনাশ মহারুদ্রজ্বালা,
কভু বিরাজ ভয়হর শান্তিসুধাকর ॥
চঞ্চল হর্ষশোকসঙ্কুল কল্লোল'পরে
স্থির বিরাজে চিরদিন মঙ্গল তব রূপ।
প্রেমমূর্তি নিরুপম প্রকাশ করো নাথ হে,
ধ্যাননয়নে পরিপূর্ণ রূপ তব সুন্দর ॥

৪৬৯

বাণী তব ধায় অনন্ত গগনে লোকে লোকে,
তব বাণী গ্রহ চন্দ্র দীপ্ত তপন তারা ॥
সুখ দুখ তব বাণী, জনম মরণ বাণী তোমার,
নিভৃত গভীর তব বাণী ভক্তহৃদয়ে শান্তিধারা ॥

৪৭০

প্রথম আদি তব শক্তি—
আদি পরমোজ্জ্বল জ্যোতি তোমারি হে
গগনে গগনে ॥
তোমার আদি বাণী বহিছে তব আনন্দ,
জাগিছে নব নব রসে হৃদয়ে মনে ॥
তোমার চিদাকাশে ভাতে সূরয চন্দ্র তারা,
প্রাণতরঙ্গ উঠে পবনে।
তুমি আদিকবি, কবিগুরু তুমি হে,
মন্ত্র তোমার মন্দ্রিত সব ভুবনে ॥

৪৭১

শীতল তব পদছায়া, তাপহরণ তব সুধা,
অগাধ গভীর তোমার শান্তি,
অভয় অশোক তব প্রেমমুখ ॥
অসীম করুণা তব, নব নব তব মাধুরী,
অমৃত তোমার বাণী ॥

৪৭২

হে মহাপ্রবল বলী,
কত অসংখ্য গ্রহ তারা তপন চন্দ্র
ধারণ করে তোমার বাহু,
নরপতি ভূমাপতি হে দেববন্দ্য ॥
ধন্য ধন্য তুমি মহেশ, ধন্য, গাহে সর্ব দেশ—
স্বর্গে মর্তে বিশ্বলোকে এক ইন্দ্র ॥
অন্ত নাহি জানে মহাকাল মহাকাশ,
গীতছন্দে করে প্রদক্ষিণ।
তব অভয়চরণে শরণাগত দীনহীন,
হে রাজা বিশ্ববন্ধু ॥

৪৭৩

জগতে তুমি রাজা, অসীম প্রতাপ—
হৃদয়ে তুমি হৃদয়নাথ হৃদয়হরণরূপ ॥
নীলাম্বর জ্যোতিখচিত চরণপ্রান্তে প্রসারিত,
ফিরে সভয়ে নিয়মপথে অনন্তলোক ॥
নিভৃত হৃদয়মাঝে কিবা প্রসন্ন মুখচ্ছবি
প্রেমপরিপূর্ণ মধুর ভাতি।
ভকতহৃদয়ে তব করুণারস সতত বহে,
দীনজনে সতত করো অভয় দান ॥

৪৭৪

তুমি ধন্য ধন্য হে, ধন্য তব প্রেম,
ধন্য তোমার জগতরচনা ॥
একি অমৃতরসে চন্দ্র বিকাশিলে,
এ সমীরণ পূরিলে প্রাণহিল্লোলে ॥
একি প্রেমে তুমি ফুল ফুটাইলে,
কুসুমবন ছাইলে শ্যাম পল্লবে ॥
একি গভীর বাণী শিখালে সাগরে,
কী মধুগীতি তুলিলে নদীকল্লোলে !
একি ঢালিছ সুধা, মানবহৃদয়ে,
তাই হৃদয় গাইছে প্রেম-উল্লাসে ॥

৪৭৫

তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন, দেব মানব বন্দে চরণ—
আসীন সেই বিশ্বশরণ তাঁর জগতমন্দিরে ॥
অনাদিকাল অনন্তগগন সেই অসীম-মহিমা-মগন—
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন আনন্দ-নন্দ-নন্দ রে ॥
হাতে লয়ে ছয় ঋতুর ডালি পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি—
কতই বরণ, কতই গন্ধ কত গীত কত ছন্দ রে ॥
বিহগগীত গগন ছায়— জলদ গায়, জলধি গায়—
মহাপবন হরষে ধায়, গাহে গিরিকন্দরে।
কত কত শত ভকতপ্রাণ হেরিছে পুলকে, গাহিছে গান—
পুণ্য কিরণে ফুটিছে প্রেম, টুটিছে মোহবন্ধ রে ॥

৪৭৬

আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর ॥
মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগনমাঝে,
বিশ্বজগত মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে ॥

গ্রহতারক চন্দ্রতপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে
করিছে পান, করিছে স্নান, অক্ষয় কিরণে ॥
ধরণী'পর ঝরে নির্ঝর, মোহন মধু শোভা
ফুলপল্লব-গীতগন্ধ-সুন্দর-বরনে ॥
বহে জীবন রজনীদিন চিরনূতনধারা,
করুণা তব অবিশ্রাম জনমে মরণে ॥
স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তি কোমল করে প্রাণ,
কত সান্ত্বন করো বর্ষণ সন্তাপহরণে ॥
জগতে তব কী মহোৎসব, বন্দন করে বিশ্ব
শ্রীসম্পদ ভূমাস্পদ নির্ভয়শরণে ॥

৪৭৭

ওই রে তরী দিল খুলে।
তোর বোঝা কে নেবে তুলে ?।
সামনে যখন যাবি ওরে থাক্‌-না পিছন পিছে পড়ে—
পিঠে তারে বইতে গেলি, একলা পড়ে রইলি কূলে ॥
ঘরের বোঝা টেনে টেনে পারের ঘাটে রাখলি এনে—
তাই যে তোরে বারে বারে ফিরতে হল, গেলি ভুলে।
ডাক্ রে আবার মাঝিরে ডাক্, বোঝা তোমার যাক ভেসে যাক-
জীবনখানি উজাড় করে সঁপে দে তার চরণমূলে ॥

৪৭৮

আমি কী ব'লে করিব নিবেদন
আমার হৃদয় প্রাণ মন ॥
চিত্তে আসি দয়া করি নিজে লহো অপহরি,
করো তারে আপনারি ধন— আমার হৃদয় প্রাণ মন ॥
শুধু ধূলি, শুধু ছাই, মূল্য যার কিছু নাই,
মূল্য তারে করো সমর্পণ স্পর্শে তব পরশরতন !

তোমারি গৌরবে যবে আমার গৌরব হবে
সব তবে দিব বিসর্জন—
আমার হৃদয় প্রাণ মন ॥

৪৭৯

সংসার যবে মন কেড়ে লয়, জাগে না যখন প্রাণ,
তখনো, হে নাথ, প্রণমি তোমায় গাহি বসে তব গান ॥
অন্তরযামী, ক্ষমো সে আমার শূন্য মনের বৃথা উপহার—
পুষ্পবিহীন পূজা-আয়োজন, ভক্তিবিহীন তান ॥
ডাকি তব নাম শুষ্ক কণ্ঠে, আশা করি প্রাণপণে—
নিবিড় প্রেমের সরস বরষা যদি নেমে আসে মনে।
সহসা একদা আপনা হইতে ভরি দিবে তুমি তোমার অমৃতে,
এই ভরসায় করি পদতলে শূন্য হৃদয় দান ॥

৪৮০

ওহে জীবনবল্লভ, ওহে সাধনদুর্লভ,
আমি মর্মের কথা অন্তরব্যথা কিছুই নাহি কব—
শুধু জীবন মন চরণে দিনু বুঝিয়া লহো সব।
আমি কী আর কব ॥
এই সংসারপথসঙ্কট অতি কণ্টকময় হে,
আমি নীরবে যাব হৃদয়ে লয়ে প্রেমমুরতি তব।
আমি কী আর কব ॥
সুখ দুখ সব তুচ্ছ করিনু প্রিয় অপ্রিয় হে—
তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে তাহা মাথায় তুলিয়া লব।
আমি কী আর কব ॥
অপরাধ যদি ক'রে থাকি পদে, না করো যদি ক্ষমা,
তবে পরানপ্রিয়, দিয়ো হে দিয়ো বেদনা নব নব।

তবু ফেলো না দূরে, দিবসশেষে ডেকে নিয়ো চরণে—
তুমি ছাড়া আর কী আছে আমার মৃত্যু-আঁধার ভব।
আমি কী আর কব॥

৪৮১

সবাই যারে সব দিতেছে তার কাছে সব দিয়ে ফেলি।
ক'বার আগে চাবার আগে আপনি আমায় দেব মেলি॥
নেবার বেলা হলেম ঋণী, ভিড় করেছি, ভয় করি নি—
এখনো ভয় করব না রে, দেবার খেলা এবার খেলি॥
প্রভাত তারি সোনা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে নেচেকুঁদে।
সন্ধ্যা তারে প্রণাম ক'রে সব সোনা তার দেয় রে শুধে।
ফোটা ফুলের আনন্দ রে ঝরা ফুলেই ফলে ধরে—
আপনাকে, ভাই, ফুরিয়ে-দেওয়া চুকিয়ে দে তুই বেলাবেলি॥

৪৮২

আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি—
আমার যত বিত্ত, প্রভু, আমার যত বাণী॥
আমার চোখের চেয়ে দেখা, আমার কানের শোনা,
আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা—
সব দিতে হবে॥
আমার প্রভাত, আমার সন্ধ্যা হৃদয়পত্রপুটে
গোপন থেকে তোমার পানে উঠবে ফুটে ফুটে।
এখন সে যে আমার বীণা, হতেছে তার বাঁধা,
বাজবে যখন তোমার হবে তোমার সুরে সাধা—
সব দিতে হবে॥
তোমারি আনন্দ আমার দুঃখে সুখে ভ'রে
আমার ক'রে নিয়ে তবে নাও যে তোমার ক'রে।

আমার ব'লে যা পেয়েছি শুভক্ষণে যবে
তোমার ক'রে দেব তখন তারা আমার হবে—
সব দিতে হবে॥

৪৮৩

আমি দীন, অতি দীন—
কেমনে শুধিব, নাথ হে, তব করুণাঋণ॥
তব স্নেহ শত ধারে ডুবাইছে সংসারে,
তাপিত হৃদিমাঝে ঝরিছে নিশিদিন॥
হৃদয়ে যা আছে দিব তব কাছে,
তোমারি এ প্রেম দিব তোমারে—
চিরদিন তব কাজে রহিব জগতমাঝে,
জীবন করেছি তোমার চরণতলে লীন॥

৪৮৪

কী ভয় অভয়ধামে, তুমি মহারাজা— ভয় যায় তব নামে॥
নির্ভয়ে অযুত সহস্র লোক ধায় হে,
গগনে গগনে সেই অভয়নাম গায় হে॥
তব বলে কর বলী যারে, কৃপাময়,
লোকভয় বিপদ মৃত্যুভয় দূর হয় তার।
আশা বিকাশে, সব বন্ধন ঘুচে, নিত্য অমৃতরস পায় হে॥

৪৮৫

আনন্দ রয়েছে জাগি ভুবনে তোমার
তুমি সদা নিকটে আছ ব'লে।
স্তব্ধঅবাক নীলাম্বরে রবি শশী তারা
গাঁথিছে হে শুভ্র কিরণমালা॥

বিশ্বপরিবার তোমার ফেরে সুখে আকাশে,
তোমার ক্রোড় প্রসারিত ব্যোমে ব্যোমে।
আমি দীন সন্তান আছি সেই তব আশ্রয়ে
তব স্নেহমুখপানে চাহি চিরদিন ॥

৪৮৬

সকল ভয়ের ভয় যে তারে কোন্ বিপদে কাড়বে ?
প্রাণের সঙ্গে যে প্রাণ গাঁথা কোন্ কালে সে ছাড়বে ?।
নাহয় গেল সবই ভেসে রইবে তো সেই সর্বনেশে,
যে লাভ সকল ক্ষতির শেষে সে লাভ কেবল বাড়বে ॥
সুখ নিয়ে, ভাই, ভয়ে থাকি, আছে আছে দেয় সে ফাঁকি—
দুঃখে যে সুখ থাকে বাকি কেই বা সে সুখ নাড়বে ?
যে পড়েছে পড়ার শেষে ঠাঁই পেয়েছে তলায় এসে,
ভয় মিটেছে, বেঁচেছে সে— তারে কে আর পাড়বে ?।

৪৮৭

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে ॥
বাসনার বশে মন অবিরত ধায় দশ দিশে পাগলের মতো,
স্থির-আঁখি তুমি মরমে সতত জাগিছ শয়নে স্বপনে ॥
সবাই ছেড়েছে, নাই যার কেহ, তুমি আছ তার আছে তব স্নেহ—
নিরাশ্রয় জন, পথ যার গেহ, সেও আছে তব ভবনে।
তুমি ছাড়া কেহ সাথি নাই আর, সমুখে অনন্ত জীবনবিস্তার—
কালপারাবার করিতেছ পার কেহ নাহি জানে কেমনে ॥
জানি শুধু তুমি আছ তাই আছি, তুমি প্রাণময় তাই আমি বাঁচি,
যত পাই তোমায় আরো তত যাচি, যত জানি তত জানি নে।
জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর লোকলোকান্তরে যুগযুগান্তর—
তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই, কোনো বাধা নাই ভুবনে ॥

৪৮৮

দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে।
নইলে কি আর পারব তোমার চরণ ছুঁতে॥
তোমায় দিতে পূজার ডালি বেরিয়ে পড়ে সকল কালি,
পরান আমার পারি নে তাই পায়ে থুতে॥
এত দিন তো ছিল না মোর কোনো ব্যথা,
সর্ব অঙ্গে মাখা ছিল মলিনতা।
আজ ওই শুভ্র কোলের তরে ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে—
দিয়ো না গো দিয়ো না আর ধুলায় শুতে॥

৪৮৯

এ মণিহার আমায় নাহি সাজে—
এরে পরতে গেলে লাগে, এরে ছিঁড়তে গেলে বাজে॥
কণ্ঠ যে রোধ করে, সুর তো নাহি সরে—
ওই দিকে যে মন পড়ে রয়, মন লাগে না কাজে॥
তাই তো বসে আছি,
এ হার তোমায় পরাই যদি তবেই আমি বাঁচি।
ফুলমালার ডোরে বরিয়া লও মোরে—
তোমার কাছে দেখাই নে মুখ মণিমালার লাজে॥

৪৯০

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে॥
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি প্রণাম আমার কোন্‌খানে যায় থামি।
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে
সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে॥

অহঙ্কার তো পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফের
রিক্তভূষণ দীন দরিদ্র সাজে
সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে।
ধনে মানে যেথায় আছে ভরি সেথায় তোমার সঙ্গ আশা করি,
সঙ্গী হয়ে আছ যেথায় সঙ্গীহীনের ঘরে
সেথায় আমার হৃদয় নামে না যে
সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে॥

৪৯১

ওই আসনতলের মাটির 'পরে লুটিয়ে রব,
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব॥
কেন আমায় মান দিয়ে আর দূরে রাখ?
চিরজনম এমন ক'রে ভুলিয়ো নাকো।
অসম্মানে আনো টেনে পায়ে তব।
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব॥
আমি তোমার যাত্রীদলের রব পিছে,
স্থান দিয়ো হে আমায় তুমি সবার নীচে।
প্রসাদ লাগি কতই লোকে আসে ধেয়ে,
আমি কিছু চাইব না তো, রইব চেয়ে—
সবার শেষে যা বাকি রয় তাহাই লব।
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হবে॥

৪৯২

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে॥
নিজেরে করিতে গৌরব দান নিজেরে কেবলই করি অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে॥

আমারে না যেন করি প্রচার আমার আপন কাজে,
তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ আমার জীবনমাঝে।
যাচি হে তোমার চরমশান্তি পরানে তোমার পরমকান্তি—
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও হৃদয়পদ্মদলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে॥

৪৯৩

গরব মম হরেছ, প্রভু, দিয়েছ বহু লাজ।
কেমনে মুখ সমুখে তব তুলিব আমি আজ॥
তোমারে আমি পেয়েছি বলি মনে মনে যে মনেরে ছলি,
ধরা পড়িনু সংসারেতে করিতে তব কাজ।
কেমনে মুখ সমুখে তব তুলিব আমি আজ॥
জানি নে, নাথ, আমার ঘরে ঠাঁই কোথা যে তোমারি তরে—
নিজেরে তব চরণ'পরে সঁপি নি রাজরাজ!
তোমারে চেয়ে দিবসযামী আমারি পানে তাকাই আমি—
তোমারে চোখে দেখি নে, স্বামী, তব মহিমামাঝ।
কেমনে মুখ সমুখে তব তুলিব আমি আজ॥

৪৯৪

ভয় হয় পাছে তব নামে আমি আমারে করি প্রচার হে।
মোহবশে পাছে ঘিরে আমায় তব নামগান-অহঙ্কার হে॥
তোমার কাছে কিছু নাহি তো লুকানো, অন্তরের কথা তুমি সব জানো—
আমি কত দীন, আমি কত হীন, কেহ নাহি জানে আর হে।
ক্ষুদ্র কণ্ঠে যবে উঠে তব নাম বিশ্ব শুনে তোমায় করে গো প্রণাম—
তাই আমার পাছে জাগে অভিমান, গ্রাসে আমায় আঁধার হে,
পাছে প্রতারণা করি আপনারে তোমার আসনে বসাই আমারে—
রাখো মোহ হতে, রাখো তম হতে, রাখো রাখো বারবার হে॥

৪৯৫

আজি প্রণমি তোমারে চলিব, নাথ, সংসারকাজে।
তুমি আমার নয়নে নয়ন রেখো অন্তরমাঝে॥
হৃদয়দেবতা রয়েছ প্রাণে মন যেন তাহা নিয়ত জানে,
পাপের চিন্তা মরে যেন দহি দুঃসহ লাজে॥
সব কলরবে সারা দিনমান শুনি অনাদি সঙ্গীতগান,
সবার সঙ্গে যেন অবিরত তোমার সঙ্গ রাজে।
নিমেষে নিমেষে নয়নে বচনে, সকল কর্মে, সকল মননে,
সকল হৃদয়তন্ত্রে যেন মঙ্গল বাজে॥

৪৯৬

যে-কেহ মোরে দিয়েছ সুখ দিয়েছ তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি।
যে-কেহ মোরে দিয়েছ দুখ দিয়েছ তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি॥
যে কেহ মোরে বেসেছ ভালো জেলেছ ঘরে তাঁহারি আলো,
তাঁহারি মাঝে সবারি আজি পেয়েছি আমি পরিচয়,
সবারে আমি নমি॥
যা-কিছু কাছে এসেছে, আছে, এনেছে তাঁরে প্রাণে,
সবারে আমি নমি।
যা-কিছু দূরে গিয়েছে ছেড়ে টেনেছে তাঁরি পানে,
সবারে আমি মমি।
জানি বা আমি নাহি বা জানি, মানি বা আমি নাহি বা মানি,
নয়ন মেলি নিখিলে আমি পেয়েছি তাঁরি পরিচয়,
সবারে আমি নমি॥

৪৯৭

কে জানিত তুমি ডাকিবে আমারে, ছিলাম নিদ্রামগন।
সংসার মোরে মহামোহঘোরে ছিল সদা ঘিরে সঘন॥

আপনায় হাতে দিবে যে বেদনা, ভাসাবে নয়নজলে,
কে জানিত হবে আমার এমন শুভদিন শুভলগন ॥
জানি না কখন করুণা-অরুণ উঠিল উদয়াচলে,
দেখিতে দেখিতে কিরণে পুরিল আমার হৃদয়গগন ॥
তোমার অমৃতসাগর হইতে বন্যা আসিল কবে,
হৃদয়ে বাহিরে যত বাঁধ ছিল কখন হইল ভগন ॥
সুবাতাস তুমি আপনি দিয়েছ, পরানে দিয়েছ আশা—
আমার জীবনতরণী হইবে তোমার চরণে মগন ॥

৪৯৮

জীবনে আমার যত আনন্দ পেয়েছি দিবস-রাত
সবার মাঝারে আজিকে তোমারে স্মরিব জীবননাথ ॥
যে দিন তোমার জগত নিরখি হরষে পরান উঠেছে পুলকি
সে দিন আমার নয়নে হয়েছে তোমার নয়নপাত ॥
বারে বারে তুমি আপনার হাতে স্বাদে সৌরভে গানে
বাহির হইতে পরশ করেছ অন্তরমাঝখানে ।
পিতা মাতা ভ্রাতা সব পরিবার, মিত্র আমার, পুত্র আমার,
সকলের সাথে প্রবেশি হৃদয়ে
তুমি আছ মোর সাথ ॥

৪৯৯

আঁখিজল মুছাইলে জননী—
অসীম স্নেহ তব, ধন্য তুমি গো,
ধন্য ধন্য তব করুণা ॥
অনাথ যে তারে তুমি মুখ তুলে চাহিলে,
মলিন যে তারে বসাইলে পাশে—
তোমার দুয়ার হতে কেহ না ফিরে
যে আসে অমৃতপিয়াসে ॥

দেখেছি আজি তব প্রেমমুখহাসি,
পেয়েছি চরণচ্ছায়া।
চাহি না আর-কিছু— পূরেছে কামনা,
ঘুচেছে হৃদয়বেদনা॥

৫০০

তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে, তুমি ধন্য ধন্য হে।
আমার প্রাণ তোমারি দান, তুমি ধন্য ধন্য হে॥
পিতার বক্ষে রেখেছ মোরে, জনম দিয়েছ জননীক্রোড়ে,
বেঁধেছ সখার প্রণয়ডোরে, তুমি ধন্য ধন্য হে॥
তোমার বিশাল বিপুল ভুবন করেছ আমার নয়নলোভন—
নদী গিরি বন সরসশোভন, তুমি ধন্য ধন্য হে॥
হৃদয়ে-বাহিরে স্বদেশে-বিদেশে যুগে-যুগান্তে নিমেষে-নিমেষে
জনমে-মরণে শোকে-আনন্দে তুমি ধন্য ধন্য হে॥

৫০১

হৃদয়ে হৃদয় আসি মিলে যায় যেথা,
হে বন্ধু আমার,
সে পুণ্যতীর্থের যিনি জাগ্রত দেবতা
তাঁরে নমস্কার॥
বিশ্বলোক নিত্য যাঁর শাশ্বত শাসনে
মরণ উত্তীর্ণ হয় প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,
আবর্জনা দূরে যায় জরাজীর্ণতার,
তাঁরে নমস্কার॥
যুগান্তের বহ্নিস্নানে যুগান্তরদিন
নির্মল করেন যিনি, করেন নবীন,
ক্ষয়শেষে পরিপূর্ণ করেন সংসার,
তাঁরে নমস্কার।

পথযাত্রী জীবনের দুঃখে সুখে ভরি
অজানা উদ্দেশ-পানে চলে কালতরী,
ক্লান্তি তার দূর করি করিছেন পার,
তাঁরে নমস্কার ॥

৫০২

ফুল বলে, ধন্য আমি মাটির 'পরে,
দেবতা ওগো, তোমার সেবা আমার ঘরে ॥
জন্ম নিয়েছি ধূলিতে দয়া করে দাও ভুলিতে,
নাই ধূলি মোর অন্তরে ॥
নয়ন তোমার নত করো,
দলগুলি কাঁপে থরোথরো।
চরণপরশ দিয়ো দিয়ো, ধূলির ধনকে করো স্বর্গীয়—
ধরার প্রণাম আমি তোমার তরে ॥

৫০৩

নমি নমি চরণে,
নমি কলুষহরণে ॥
সুধারসনির্ঝর হে,
নমি নমি চরণে।
নমি চিরনির্ভর হে
মোহগহনতরণে ॥
নমি চিরমঙ্গল হে,
নমি চিরসম্বল হে।
উদিল তপন, গেল রাত্রি,
নমি নমি চরণে।
জাগিল অমৃতপথযাত্রী—
নমি চিরপথসঙ্গী,
নমি নিখিলশরণে ॥

নমি সুখে দুঃখে ভয়ে,
নমি জয়পরাজয়ে।
অসীম বিশ্বতলে
নমি নমি চরণে।
নমি চিতকমলদলে
নিবিড় নিভৃত নিলয়ে,
নমি জীবনে মরণে ॥

৫০৪

একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে
সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এ সংসারে ॥
ঘন শ্রাবণমেঘের মতো রসের ভারে নম্র নত
একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে
সমস্ত মন পড়িয়া থাক্ তব ভবনদ্বারে ॥
নানা সুরের আকুল ধারা মিলিয়ে দিয়ে আত্মহারা
একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক নীরব পারাবারে।
হংস যেমন মানসযাত্রী তেমনি সারা দিবসরাত্রি
একটি নমস্কারে, প্রভু, একটি নমস্কারে
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মহামরণ-পারে ॥

৫০৫

তোমারি নামে নয়ন মেলিনু পুণ্যপ্রভাতে আজি,
তোমারি নামে খুলিল হৃদয়শতদলদলরাজি ॥
তোমারি নামে নিবিড় তিমিরে ফুটিল কনকলেখা,
তোমারি নামে উঠিল গগনে কিরণবীণা বাজি ॥
তোমারি নামে পূর্বতোরণে খুলিল সিংহদ্বার,
বাহিরিল রবি নবীন আলোকে দীপ্ত মুকুট মাজি।

তোমারি নামে জীবনসাগরে জাগিল লহরীলীলা,
তোমারি নামে নিখিল ভুবন বাহিরে আসিল সাজি ॥

৫০৬

অনিমেষ আঁখি সেই কে দেখেছে
যে আঁখি জগতপানে চেয়ে রয়েছে ॥
রবি শশী গ্রহ তারা   হয় নাকো দিশাহারা,
সেই আঁখি'পরে তারা আঁখি রেখেছে ॥
তরাসে আঁধারে কেন কাঁদিয়া বেড়াই,
হৃদয়-আকাশ-পানে কেন না তাকাই ?
ধ্রুবজ্যোতি সে নয়ন   জাগে সেথা অনুক্ষণ,
সংসারের মেঘে বুঝি দৃষ্টি ঢেকেছে ॥

৫০৭

মম অঙ্গনে স্বামী আনন্দে হাসে,
সুগন্ধ ভাসে আনন্দ-রাতে ॥
খুলে দাও দুয়ার সব,
সবারে ডাকো ডাকো,
নাহি রেখো কোথাও কোনো বাধা—
অহো, আজি সঙ্গীতে মন প্রাণ মাতে ॥

৫০৮

আজি মম জীবনে নামিছে ধীরে
ঘন রজনী নীরবে নিবিড়গম্ভীরে ॥
জাগো আজি জাগো, জাগো রে তাঁরে লয়ে
প্রেমঘন হৃদয়মন্দিরে ॥

৫০৯

কেমনে রাখিবি তোরা তাঁরে লুকায়ে
চন্দ্রমা তপন তারা আপন আলোকছায়ে ॥

হে বিপুল সংসার, সুখে দুখে আঁধার,
কত কাল রাখিবি ঢাকি তাঁহারে কুহেলিকায়
আত্মা-বিহারী তিনি, হৃদয়ে উদয় তাঁর—
নব নব মহিমা জাগে, নব নব কিরণ ভায় ॥

৫১০

হে নিখিলভারধারণ বিশ্ববিধাতা,
হে বলদাতা মহাকালরথসারথি ॥
তব নামজপমালা গাঁথে রবি শশী তারা,
অনন্ত দেশ কাল জপে দিবারাতি ॥

৫১১

দেবাধিদেব মহাদেব!
অসীম সম্পদ, অসীম মহিমা ॥
মহাসভা তব অনন্ত আকাশে।
কোটি কণ্ঠ গাহে জয় জয় জয় হে ॥

৫১২

দিন ফুরালো হে সংসারী,
ডাকো তাঁরে ডাকো যিনি শ্রান্তিহারী ॥
ভোলো সব ভবভাবনা,
হৃদয়ে লহো হে শান্তিবারি ॥

৫১৩

জরজর প্রাণে, নাথ, বরিষন করো তব প্রেমসুধা—
নিবারো এ হৃদয়দহন ॥
করো হে মোচন করো সব পাপমোহ,
দূর করো বিষয়বাসনা ॥

৫১৪

কোথায় তুমি, আমি কোথায়,
জীবন কোন্ পথে চলিছে নাহি জানি ॥
নিশিদিন হেনভাবে আর কতকাল যাবে—
দীননাথ, পদতলে লহো টানি ॥

৫১৫

সকল গর্ব দূর করি দিব,
তোমার গর্ব ছাড়িব না।
সবারে ডাকিয়া কহিব যে দিন
পাব তব পদরেণুকণা ॥
তব আহ্বান আসিবে যখন
সে কথা কেমনে করিব গোপন!
সকল বাক্যে সকল কর্মে
প্রকাশিবে তব আরাধনা ॥
যত মান আমি পেয়েছি যে কাজে
সে দিন সকলই যাবে দূরে,
শুধু তব মান দেহে মনে মোর
বাজিয়া উঠিবে এক সুরে।
পথের পথিক সেও দেখে যাবে
তোমার বারতা মোর মুখভাবে
ভবসংসারবাতায়নতলে
ব'সে রব যবে আনমনা ॥

৫১৬

এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর!
পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর সুন্দর হে সুন্দর॥
আলোকে মোর চক্ষুদুটি মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি,
হৃদ্‌গগনে পবন হল সৌরভেতে মন্থর সুন্দর হে সুন্দর॥
এই তোমারি পরশরাগে চিত্ত হল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলনসুধা রইল প্রাণে সঞ্চিত।
তোমার মাঝে এমনি ক'রে নবীন করি লও যে মোরে
এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জনমান্তর সুন্দর হে সুন্দর॥

৫১৭

সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি তারায় তারায় খচিত—
স্বর্ণে রত্নে শোভন লোভন জানি, বর্ণে বর্ণে রচিত॥
খড়্গ তোমার আরো মনোহর লাগে বাঁকা বিদ্যুতে আঁকা সে
গরুড়ের পাখা রক্ত রবির রাগে যেন গো অস্ত-আকাশে॥
জীবনশেষের শেষজাগরণসম ঝলসিছে মহাবেদনা—
নিমেষে দহিয়া যাহা-কিছু আছে মম তীব্র ভীষণ চেতনা।
সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি তারায় তারায় খচিত—
খড়্গ তোমার, হে দেব বজ্রপাণি, চরম শোভায় রচিত॥

৫১৮

আলো যে আজ গান করে মোর প্রাণে গো।
কে এল মোর অঙ্গনে কে জানে গো॥
হৃদয় আমার উদাস ক'রে কেড়ে নিল আকাশ মোরে,
বাতাস আমায় আনন্দবাণ হানে গো॥
দিগন্তের ওই নীল নয়নের ছায়াতে
কুসুম যেন বিকাশে মোর কায়াতে।

মোর হৃদয়ের সুগন্ধ যে বাহির হল কাহার খোঁজে,
সকল জীবন চাহে কাহার পানে গো॥

৫১৯

মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দরবেশে এসেছ,
তোমায় করি গো নমস্কার।
মোর অন্ধকারের অন্তরে তুমি হেসেছ,
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই নম্র নীরব সৌম্য গভীর আকাশে
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই শান্ত সুধীর তন্দ্রানিবিড় বাতাসে
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই ক্লান্ত ধরার শ্যামলাঞ্চল-আসনে
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই স্তব্ধ তারার মৌনমন্ত্রভাষণে
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই কর্ম-অন্তে নিভৃত পান্থশালাতে
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই গন্ধগহন-সন্ধ্যাকুসুম-মালাতে
তোমায় করি গো নমস্কার।

৫২০

এই তো তোমার আলোকধেনু সূর্য তারা দলে দলে—
কোথায় ব'সে বাজাও বেণু, চরাও মহাগগনতলে॥
তৃণের সারি তুলছে মাথা, তরুর শাখে শ্যামল পাতা—
আলোয়-চরা ধেনু এরা ভিড় করেছে ফুলে ফলে॥
সকালবেলা দূরে দূরে উড়িয়ে ধূলি কোথায় ছোটে,
আঁধার হলে সাঁজের সুরে ফিরিয়ে আন আপন গোঠে।
আশা তৃষা আমার যত ঘুরে বেড়ায় কোথায় কত—

মোর জীবনের রাখাল ওগো ডাক দেবে কি সন্ধ্যা হলে ?।

৫২১

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন ভোরের আকাশ ভরে দিলে এমন গানে গানে ?।
কেন তারার মালা গাঁথা,
কেন ফুলের শয়ন পাতা,
কেন দখিন-হাওয়া গোপন কথা জানায় কানে কানে ?।
যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন আকাশ তবে এমন চাওয়া চায় এ মুখের পানে ?
তবে ক্ষণে ক্ষণে কেন
আমার হৃদয় পাগল-হেন
তরী সেই সাগরে ভাসায় যাহার কূল সে নাহি জানে ?।

৫২২

মহারাজ, একি সাজে এলে হৃদয়পুরমাঝে !
চরণতলে কোটি শশী সূর্য মরে লাজে ॥
গর্ব সব টুটিয়া মূর্ছি পড়ে লুটিয়া,
সকল মম দেহ মন বীণাসম বাজে ॥
একি পুলকবেদনা বহিছে মধুবায়ে !
কাননে যত পুষ্প ছিল মিলিল তব পায়ে।
পলক নাহি নয়নে, হেরি না কিছু ভুবনে—
নিরখি শুধু অন্তরে সুন্দর বিরাজে ॥

৫২৩

হৃদয়শশী হৃদিগগনে উদিল মঙ্গললগনে,
নিখিল সুন্দর ভুবনে একি এ মহামধুরিমা ॥
ডুবিল কোথা দুখ সুখ রে অপার শান্তির সাগরে,
বাহিরে অন্তরে জাগে রে শুধুই সুধাপুরনিমা ॥

গভীর সঙ্গীত দ্যুলোকে ধ্বনিছে গম্ভীর পুলকে,

গগন-অঙ্গন-আলোকে উদার দীপদীপ্তিমা।

চিত্তমাঝে কোন্ যন্ত্রে কী গান মধুময় মন্ত্রে

বাজে রে অপরূপ তন্ত্রে, প্রেমের কোথা পরিসীমা॥

৫২৪

আমারে দিই তোমার হাতে

নূতন ক'রে নূতন প্রাতে॥

দিনে দিনেই ফুল যে ফোটে, তেমনি করেই ফুটে ওঠে

জীবন তোমার আঙিনাতে

নূতন ক'রে নূতন প্রাতে॥

বিচ্ছেদেরই ছন্দে লয়ে

মিলন ওঠে নবীন হয়ে।

আলো-অন্ধকারের তীরে হারায়ে পাই ফিরে ফিরে,

দেখা আমার তোমার সাথে

নূতন ক'রে নূতন প্রাতে॥

৫২৫

কে গো অন্তরতর সে!

আমার চেতনা আমার বেদনা তারি সুগভীর পরশে॥

আঁখিতে আমার বুলায় মন্ত্র, বাজায় হৃদয়বীণার তন্ত্র,

কত আনন্দে জাগায় ছন্দ কত সুখে দুখে হরষে॥

সোনালি রুপালি সবুজে সুনীলে সে এমন মায়া কেমনে গাঁথিলে—

তারি সে আড়ালে চরণ বাড়ালে, ডুবালে সে সুধাসরসে।

কত দিন আসে, কত যুগ যায়, গোপনে গোপনে পরান ভুলায়,

নানা পরিচয়ে নানা নাম ল'য়ে নিতি নিতি রস বরষে॥

৫২৬

এই-যে তোমার প্রেম, ওগো হৃদয়হরণ,

এই-যে পাতায় আলো নাচে সোনার বরন॥

এই-যে মধুর আলসভরে মেঘ ভেসে যায় আকাশ'পরে,
এই-যে বাতাস দেহে করে অমৃতক্ষরণ ॥
প্রভাত-আলোর ধারায় আমার নয়ন ভেসেছে।
এই তোমারি প্রেমের বাণী প্রাণে এসেছে।
তোমারি মুখ ওই নুয়েছে, মুখে আমার চোখ থুয়েছে,
আমার হৃদয় আজ ছুঁয়েছে তোমারি চরণ ॥

৫২৭

তোমারি মধুর রূপে ভরেছ ভুবন—
মুগ্ধ নয়ন মম, পুলকিত মোহিত মন ॥
তরুণ অরুণ নবীনভাতি, পূর্ণিমাপ্রসন্ন রাতি,
রূপরাশি-বিকশিত-তনু কুসুমবন ॥
তোমা-পানে চাহি সকলে সুন্দর,
রূপ হেরি আকুল অন্তর।
তোমারে ঘেরিয়া ফিরে নিরন্তর তোমার প্রেম চাহি।
উঠে সঙ্গীত তোমার পানে, গগন পূর্ণ প্রেমগানে—
তোমার চরণ করেছে বরণ নিখিলজন ॥

৫২৮

লহো লহো তুলে লহো নীরব বীণাখানি।
তোমার নন্দননিকুঞ্জ হতে সুর দেহো তায় আনি
ওহে সুন্দর হে সুন্দর ॥
আমি আঁধার বিছায়ে আছি রাতের আকাশে
তোমারি আশ্বাসে।
তারায় তারায় জাগাও তোমার আলোক-ভরা বাণী
ওহে সুন্দর হে সুন্দর ॥
পাষাণ আমার কঠিন দুখে তোমায় কেঁদে বলে,
'পরশ দিয়ে সরস করো, ভাসাও অশ্রুজলে,
ওহে সুন্দর হে সুন্দর।'

শুষ্ক যে এই নগ্ন মরু নিত্য মরে লাজে
আমার চিত্তমাঝে,
শ্যামল রসের আঁচল তাহার বক্ষে দেহো টানি
ওহে সুন্দর হে সুন্দর ॥

৫২৯

ডাকিল মোরে জাগার সাথি।
প্রাণের মাঝে বিভাস বাজে, প্রভাত হল আঁধার রাতি ॥
বাজায় বাঁশি তন্দ্রা-ভাঙা, ছড়ায় তারি বসন রাঙা—
ফুলের বাসে এই বাতাসে কী মায়াখানি দিয়েছে গাঁথি ॥
গোপনতম অন্তরে কী লেখনরেখা দিয়েছে লেখি!
মন তো তারি নাম জানে না, রূপ আজিও নয় যে চেনা,
বেদনা মম বিছায়ে দিয়ে রেখেছি তারি আসন পাতি ॥

৫৩০

ওহে সুন্দর, মরি মরি,
তোমায় কী দিয়ে বরণ করি ॥
তব ফাল্গুন যেন আসে
আজি মোর পরানের পাশে,
দেয় সুধারসধারে-ধারে
মম অঞ্জলি ভরি ভরি ॥
মধু সমীর দিগঞ্চলে
আনে পুলকপূজাঞ্জলি—
মম হৃদয়ের পথতলে
যেন চঞ্চল আসে চলি।
মম মনের বনের শাখে
যেন নিখিল কোকিল ডাকে,
যেন মঞ্জরীদীপশিখা
নীল অম্বরে রাখে ধরি ॥

৫৩১

তোমায় চেয়ে আছি বসে পথের ধারে সুন্দর হে।
জমল ধুলা প্রাণের বীণার তারে তারে সুন্দর হে॥
নাই যে কুসুম, মালা গাঁথব কিসে! কান্নার গান বীণায় এনেছি যে,
দূর হতে তাই শুনতে পাবে অন্ধকারে সুন্দর হে॥
দিনের পরে দিন কেটে যায় সুন্দর হে।
মরে হৃদয় কোন্ পিপাসায় সুন্দর হে।
শূন্য ঘাটে আমি কী-যে করি— রঙিন পালে কবে আসবে তরী,
পাড়ি দেব কবে সুধারসের পারাবারে সুন্দর হে॥

৫৩২

তুমি সুন্দর, যৌবনঘন রসময় তব মূর্তি,
দৈন্যভরণ বৈভব তব অপচয়পরিপূর্তি॥
নৃত্য গীত কাব্যছন্দ কলগুঞ্জন বর্ণ গন্ধ—
মরণহীন চিরনবীন তব মহিমাস্ফূর্তি॥

৫৩৩

ওই মরণের সাগরপারে চুপে চুপে
এলে তুমি ভুবনমোহন স্বপনরূপে॥
কান্না আমার সারা প্রহর তোমায় ডেকে
ঘুরেছিল চারি দিকের বাধায় ঠেকে,
বন্ধ ছিলেম এই জীবনের অন্ধকূপে—
আজ এসেছ ভুবনমোহন স্বপনরূপে॥
আজ কী দেখি কালো চুলের আঁধার ঢালা,
তারি স্তরে স্তরে সন্ধ্যাতারার মানিক জ্বালা।
আকাশ আজি গানের ব্যথায় ভরে আছে,
ঝিল্লিরবে কাঁপে তোমার পায়ের কাছে,
বন্দনা তোর পুষ্পবনের গন্ধধূপে—
আজ এসেছ ভুবনমোহন স্বপনরূপে॥

৫৩৪

ওগো সুন্দর, একদা কী জানি কোন্‌ পুণ্যের ফলে
আমি বনফুল তোমার মালায় ছিলাম তোমার গলে ॥
তখন প্রভাতে প্রথম তরুণ আলো
ঘুম-ভাঙা চোখে ধরার লেগেছে ভালো,
বিভাসে ললিতে নবীনের বীণা বেজেছে জলে স্থলে ॥
আজি এ ক্লান্ত দিবসের অবসানে
লুপ্ত আলোয়, পাখির সুপ্ত গানে,
শ্রান্তি-আবেশে যদি অবশেষে ঝরে ফুল ধরাতলে—
সন্ধ্যাবাতাসে অন্ধকারের পারে
পিছে পিছে তব উড়ায়ে চলুক তারে,
ধুলায় ধুলায় দীর্ণ জীর্ণ না হোক সে পলে পলে ॥

৫৩৫

রুদ্রবেশে কেমন খেলা, কালো মেঘের ভ্রূকুটি!
সন্ধ্যাকাশের বক্ষ যে ওই বজ্রবাণে যায় টুটি ॥
সুন্দর হে, তোমায় চেয়ে ফুল ছিল সব শাখা ছেয়ে,
ঝড়ের বেগে আঘাত লেগে ধুলায় তারা যায় লুটি ॥
মিলনদিনে হঠাৎ কেন লুকাও তোমার মাধুরী!
ভীরুকে ভয় দেখাতে চাও, একি দারুণ চাতুরী!
যদি তোমার কঠিন ঘায়ে বাঁধন দিতে চাও ঘুচায়ে,
কঠোর বলে টেনে নিয়ে বক্ষে তোমার দাও ছুটি ॥

৫৩৬

জাগে নাথ জোছনারাতে—
জাগো, রে অন্তর, জাগো ॥
তাঁহারি পানে চাহো মুগ্ধপ্রাণে
নিমেষহারা আঁখিপাতে ॥

নীরব চন্দ্রমা নীরব তারা নীরব গীতরসে হল হারা—
জাগে বসুন্ধরা, অম্বর জাগে রে—
জাগে রে সুন্দর সাথে ॥

৫৩৭

সুন্দর বহে আনন্দমন্দানিল,
সমুদিত প্রেমচন্দ্র, অন্তর পুলকাকুল ॥
কুঞ্জে কুঞ্জে জাগিছে বসন্ত পুণ্যগন্ধ,
শূন্যে বাজিছে রে অনাদি বীণাধ্বনি ॥
অচল বিরাজ করে
শশীতারামণ্ডিত সুমহান সিংহাসনে ত্রিভুবনেশ্বর।
পদতলে বিশ্বলোক রোমাঞ্চিত,
জয় জয় গীত গাহে সুরনর ॥

৫৩৮

চিরদিবস নব মাধুরী, নব শোভা তব বিশ্বে—
নব কুসুমপল্লব, নব গীত, নব আনন্দ ॥
নব জ্যোতি বিভাসিত, নব প্রাণ বিকাশিত
নবপ্রীতিপ্রবাহহিল্লোলে ॥
চারি দিকে চিরদিন নবীন লাবণ্য,
তব প্রেমনয়নছটা।
হৃদয়স্বামী, তুমি চিরপ্রবীণ,
তুমি চিরনবীন, চিরমঙ্গল, চিরসুন্দর ॥

৫৩৯

একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ, প্রাণেশ হে,
আনন্দবসন্তসমাগমে ॥
বিকশিত প্রীতিকুসুম হে
পুলকিত চিতকাননে ॥

জীবনলতা অবনতা তব চরণে।
হরষগীত উচ্ছ্বসিত হে
কিরণমগন গগনে॥

৫৪০

আজি হেরি সংসার অমৃতময়।
মধুর পবন, বিমল কিরণ, ফুল্ল বন,
মধুর বিহগকলধ্বনি॥
কোথা হতে বহিল সহসা প্রাণভরা প্রেমহিল্লোল, আহা—
হৃদয়কুসুম উঠিল ফুটি পুলকভরে॥
অতি আশ্চর্য দেখো সবে— দীনহীন ক্ষুদ্র হৃদয়মাঝে
অসীম জগতস্বামী বিরাজে সুন্দর শোভন!
ধন্য এই মানবজীবন, ধন্য বিশ্বজগত,
ধন্য তাঁর প্রেম, তিনি ধন্য ধন্য॥

৫৪১

প্রভাতে বিমল আনন্দে বিকশিত কুসুমগন্ধে
বিহঙ্গমগীতছন্দে তোমার আভাস পাই।
জাগে বিশ্ব তব ভবনে প্রতিদিন নব জীবনে,
অগাধ শূন্য পূরে কিরণে,
খচিত নিখিল বিচিত্র বরনে—
বিরল আসনে বসি তুমি সব দেখিছ চাহি॥
চারি দিকে করে খেলা বরন-কিরণ-জীবন-মেলা,
কোথা তুমি অন্তরালে!
অন্ত কোথায়, অন্ত কোথায়— অন্ত তোমার নাহি নাহি॥

৫৪২

এ কী সুগন্ধহিল্লোল বহিল
আজি প্রভাতে, জগত মাতিল তায়॥

হৃদয়মধুকর ধাইছে দিশি দিশি পাগলপ্রায় ॥
বরন-বরন পুষ্পরাজি হৃদয় খুলিয়াছে আজি,
সেই সুরভিসুধা করিছে পান
পূরিয়া প্রাণ, সে সুধা করিছে দান—
সে সুধা অনিলে উথলি যায় ॥

৫৪৩

একি এ সুন্দর শোভা! কী মুখ হেরি এ!
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়নাথ,
প্রেম-উৎস উথলিল আজি ॥
বলো হে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী,
কী ধন তোমারে দিব উপহার।
হৃদয় প্রাণ লহো লহো তুমি, কী বলিব—
যাহা-কিছু আছে মম সকলই লও হে নাথ ॥

৫৪৪

মধুর রূপে বিরাজ হে বিশ্বরাজ,
শোভন সভা নিরখি মন প্রাণ ভুলে ॥
নীরব নিশি সুন্দর, বিমল নীলাম্বর,
শুচিরুচির চন্দ্রকলা চরণমূলে ॥

৫৪৫

রহি রহি আনন্দতরঙ্গ জাগে ॥
রহি রহি, প্রভু, তব পরশমাধুরী
হৃদয়মাঝে আসি লাগে ॥
রহি রহি শুনি তব চরণপাত হে
মম পথের আগে আগে ॥
রহি রহি মম মনোগগন ভাতিল
তব প্রসাদরবিরাগে ॥

৫৪৬

আমি কান পেতে রই ও আমার আপন হৃদয়গহন-দ্বারে বারে বারে
কোন্ গোপনবাসীর কান্নাহাসির গোপন কথা শুনিবারে— বারে বারে॥
ভ্রমর সেথা হয় বিবাগি নিভৃত নীল পদ্ম লাগি রে,
কোন্ রাতের পাখি গায় একাকী সঙ্গীবিহীন অন্ধকারে বারে বারে॥
কে সে মোর কেই বা জানে, কিছু তার দেখি আভা।
কিছু পাই অনুমানে, কিছু তার বুঝি না বা।
মাঝে মাঝে তার বারতা আমার ভাষায় পায় কি কথা রে,
ও সে আমায় জানি পাঠায় বাণী গানের তানে লুকিয়ে তারে বারে বারে॥

৫৪৭

আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে আমার মনে।
সে আছে ব'লে
আমার আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে,
প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে আমার বনে॥
সে আছে ব'লে চোখের তারার আলোয়
এত রূপের খেলা রঙের মেলা অসীম সাদায় কালোয়।
সে মোর সঙ্গে থাকে ব'লে
আমার অঙ্গে অঙ্গে হরষ জাগায় দখিন-সমীরণে॥
তারি বাণী হঠাৎ উঠে পূরে
আন্‌মনা কোন্ তানের মাঝে আমার গানের সুরে।
দুখের দোলে হঠাৎ মোরে দোলায়,
কাজের মাঝে লুকিয়ে থেকে আমারে কাজ ভোলায়।
সে মোর চিরদিনের ব'লে
তারি পুলকে মোর পলকগুলি ভরে ক্ষণে ক্ষণে॥

৫৪৮

সে যে মনের মানুষ, কেন তারে বসিয়ে রাখিস নয়নদ্বারে?
ডাক্-না রে তোর বুকের ভিতর, নয়ন ভাসুক নয়নধারে॥

যখন নিভবে আলো, আসবে রাতি, হৃদয়ে দিস আসন পাতি—
আসবে সে যে সঙ্গোপনে বিচ্ছেদেরই অন্ধকারে ॥
তার আসা-যাওয়ার গোপন পথে
সে আসবে যাবে আপন মতে।
তারে বাঁধবে ব'লে যেই করো পণ সে থাকে না, থাকে বাঁধন—
সেই বাঁধনে মনে মনে বাঁধিস কেবল আপনারে ॥

৫৪৯

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,
তাই হেরি তায় সকল খানে ॥
আছে সে নয়নতারায় আলোক-ধারায়, তাই না হারায়—
ওগো তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যে দিক-পানে ॥
আমি তার মুখের কথা শুনব ব'লে গেলাম কোথা,
শোনা হল না, হল না—
আজ ফিরে এসে নিজের দেশে এই-যে শুনি
শুনি তাহার বাণী আপন গানে ॥
কে তোরা খুঁজিস তারে কাঙাল বেশে দ্বারে দ্বারে,
দেখা মেলে না, মেলে না—
তোরা আয় রে ধেয়ে, দেখ্ রে চেয়ে আমার বুকে—
ওরে দেখ্ রে আমার দুই নয়ানে ॥

৫৫০

আমার মন, যখন জাগলি না রে
ও তোর মনের মানুষ এল দ্বারে।
তার চলে যাওয়ার শব্দ শুনে ভাঙল রে ঘুম—
ও তোর ভাঙল রে ঘুম অন্ধকারে ॥
মাটির 'পরে আঁচল পাতি একলা কাটে নিশীথরাতি।
তার বাঁশি বাজে আঁধার-মাঝে, দেখি না যে চক্ষে তারে ॥

ওরে, তুই যাহারে দিলি ফাঁকি খুঁজে তারে পায় কি আঁখি ?
এখন পথে ফিরে পাবি কি রে ঘরের বাহির করলি যারে ?।

৫৫১

আমি তারেই জানি তারেই জানি আমায় যে জন আপন জানে—
তারি দানে দাবি আমার যার অধিকার আমার দানে ॥
যে আমারে চিনতে পারে সেই চেনাতেই চিনি তারে গো—
একই আলো চেনার পথে তার প্রাণে আর আমার প্রাণে ॥
আপন মনের অন্ধকারে ঢাকল যারা
আমি তাদের মধ্যে আপনহারা।
ছুঁইয়ে দিল সোনার কাঠি, ঘুমের ঢাকা গেল কাটি গো—
নয়ন আমার ছুটেছে তার আলো-করা মুখের পানে ॥

৫৫২

জানি জানি তোমার প্রেমে সকল প্রেমের বাণী মেশে,
আমি সেইখানেতেই মুক্তি খুঁজি দিনের শেষে ॥
সেথায় প্রেমের চরম সাধন, যায় খসে তার সকল বাঁধন—
মোর হৃদয়পাখির গগন তোমার হৃদয়দেশে ॥
ওগো, জানি আমার শ্রান্ত দিনের সকল ধারা
তোমার গভীর রাতের শান্তিমাঝে ক্লান্তিহারা।
আমার দেহে ধরার পরশ তোমার সুধায় হল সরস—
আমার ধুলারই ধন তোমার মাঝে নূতন বেশে ॥

৫৫৩

তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে টুকরো করে কাছি
আমি ডুবতে রাজি আছি আমি ডুবতে রাজি আছি ॥
সকাল আমার গেল মিছে, বিকেল যে যায় তারি পিছে গো—
রেখো না আর, বেঁধো না আর কূলের কাছাকাছি ॥

মাঝির লাগি আছি জাগি সকল রাত্রিবেলা,
ঢেউগুলো যে আমায় নিয়ে করে কেবল খেলা।
ঝড়কে আমি করব মিতে, ডরব না তার ভ্রূকুটিতে—
দাও ছেড়ে দাও, ওগো, আমি তুফান পেলে বাঁচি॥

৫৫৪

আমি যখন ছিলেম অন্ধ
সুখের খেলায় বেলা গেছে, পাই নি তো আনন্দ॥
খেলাঘরের দেয়াল গেঁথে খেয়াল নিয়ে ছিলেম মেতে,
ভিত ভেঙে যেই এলে ঘরে ঘুচল আমার বন্ধ।
সুখের খেলা আর রোচে না, পেয়েছি আনন্দ॥
ভীষণ আমার, রুদ্র আমার, নিদ্রা গেল ক্ষুদ্র আমার—
উগ্র ব্যথায় নূতন ক'রে বাঁধলে আমার ছন্দ।
যে দিন তুমি অগ্নিবেশে সব-কিছু মোর নিলে এসে
সে দিন আমি পূর্ণ হলেম ঘুচল আমার দ্বন্দ্ব।
দুঃখসুখের পারে তোমায় পেয়েছি আনন্দ॥

৫৫৫

আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায় কোন্ খ্যাপা সে!
ওরে, আকাশ জুড়ে মোহন সুরে কী যে বাজে কোন্ বাতাসে॥
গেল রে, গেল বেলা, পাগলের কেমন খেলা—
ডেকে সে আকুল করে, দেয় না ধরা।
তারে কানন গিরি খুঁজে ফিরি, কেঁদে মরি কোন্ হুতাশে॥

৫৫৬

মন রে ওরে মন, তুমি কোন্ সাধনার ধন!
পাই নে তোমায় পাই নে, শুধু খুঁজি সারাক্ষণ॥
রাতের তারা চোখ না বোজে— অন্ধকারে তোমায় খোঁজে,
দিকে দিকে বেড়ায় ডেকে দখিন-সমীরণ॥

সাগর যেমন জাগায় ধ্বনি, খোঁজে নিজের রতনমণি,
তেমনি করে আকাশ ছেয়ে অরুণ আলো যায় যে চেয়ে—
নাম ধ'রে তোর বাজায় বাঁশি কোন্ অজানা জন ॥

৫৫৭

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস—
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো,
পাগল ওগো, ধরায় আস ॥
এই অকূল সংসারে
দুঃখ আঘাত তোমার প্রাণে বীণা ঝঙ্কারে।
ঘোর বিপদ-মাঝে
কোন্ জননীর মুখের হাসি দেখিয়া হাসো ॥
তুমি কাহার সন্ধানে
সকল সুখে আগুন জ্বেলে বেড়াও কে জানে!
এমন ব্যাকুল ক'রে
কে তোমারে কাঁদায় যারে ভালোবাস ॥
তোমার ভাবনা কিছু নাই—
কে যে তোমার সাথের সাথি ভাবি মনে তাই।
তুমি মরণ ভুলে
কোন্ অনন্ত প্রাণসাগরে আনন্দে ভাস ॥

৫৫৮

আমারে কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে।
আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে সঙ্গে তোদের নিয়ে যা রে ॥
তোরা কোন্ রূপের হাটে চলেছিস ভবের বাটে,
পিছিয়ে আছি আমি আপন ভারে—
তোদের ওই হাসিখুশি দিবানিশি দেখে মন কেমন করে ॥
আমার এই বাঁধা টুটে নিয়ে যা লুটেপুটে—

পড়ে থাক্‌ মনের বোঝা ঘরের দ্বারে—
যেমন ওই এক নিমেষে বন্যা এসে
ভাসিয়ে নে যায় পারাবারে॥
এত যে আনাগোনা কে আছে জানাশোনা,
কে আছে নাম ধ'রে মোর ডাকতে পারে?
যদি সে বারেক এসে দাঁড়ায় হেসে
চিনতে পারি দেখে তারে॥

৫৫৯

আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ।
খেলে যায় রৌদ্র ছায়া, বর্ষা আসে বসন্ত॥
কারা এই সমুখ দিয়ে আসে যায় খবর নিয়ে,
খুশি রই আপন মনে— বাতাস বহে সুমন্দ॥
সারাদিন আঁখি মেলে দুয়ারে রব একা,
শুভখন হঠাৎ এলে তখনি পাব দেখা।
ততখন ক্ষণে ক্ষণে হাসি গাই আপন-মনে,
ততখন রহি রহি ভেসে আসে সুগন্ধ॥

৫৬০

হাওয়া লাগে গানের পালে—
মাঝি আমার, বোসো হালে॥
এবার ছাড়া পেলে বাঁচে,
জীবনতরী ঢেউয়ে নাচে
এই বাতাসের তালে তালে॥
দিন গিয়েছে, এল রাতি,
নাই কেহ মোর ঘাটের সাথি।
কাটো বাঁধন, দাও গো ছাড়ি—
তারার আলোয় দেব পাড়ি,
সুর জেগেছে যাবার কালে॥

৫৬১

পথ দিয়ে কে যায় গো চলে
ডাক দিয়ে সে যায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়॥
পথের হাওয়ায় কী সুর বাজে, বাজে আমার বুকের মাঝে—
বাজে বেদনায়॥
পূর্ণিমাতে সাগর হতে ছুটে এল বান,
আমার লাগল প্রাণে টান।
আপন-মনে মেলে আঁখি আর কেন বা পড়ে থাকি
কিসের ভাবনায়॥

৫৬২

এই আসা-যাওয়ার খেয়ার কূলে আমার বাড়ি।
কেউ বা আসে এ পারে, কেউ পারের ঘাটে দেয় রে পাড়ি॥
পথিকেরা বাঁশি ভ'রে যে সুর আনে সঙ্গে ক'রে
তাই যে আমার দিবানিশি সকল পরান লয় রে কাড়ি॥
কার কথা যে জানায় তারা জানি নে তা,
হেথা হতে কী নিয়ে বা যায় রে সেথা।
সুরের সাথে মিশিয়ে বাণী দুই পারের এই কানাকানি,
তাই শুনে যে উদাস হিয়া চায় রে যেতে বাসা ছাড়ি॥

৫৬৩

আমার আর হবে না দেরি—
আমি শুনেছি ওই বাজে তোমার ভেরী॥
তুমি কি, নাথ, দাঁড়িয়ে আছ আমার যাবার পথে?
মনে হয় যে ক্ষণে ক্ষণে মোর বাতায়ন হতে
তোমায় যেন হেরি—
আমার আর হবে না দেরি॥

আমার স্বপন হল সারা,
এখন প্রাণে বীণা বাজায় ভোরের তারা।
দেবার মতো যা ছিল মোর নাই কিছু আর হাতে,
তোমার আশীর্বাদের মালা নেব কেবল মাথে
আমার ললাট ঘেরি—
আমার আর হবে না দেরি॥

৫৬৪

পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।
যাত্রাপথের আনন্দগান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া॥
চায় না সে জন পিছন-পানে ফিরে,
বায় না তরী কেবল তীরে তীরে,
তুফান তারে ডাকে অকূল নীরে
যার পরানে লাগল তোমার হাওয়া॥
পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
পথিকচিত্তে তোমার তরী বাওয়া।
দুয়ার খুলে সমুখ-পানে যে চাহে
তার চাওয়া যে তোমার পানে চাওয়া।
বিপদ বাধা কিছুই ডরে না সে,
রয় না পড়ে কোনো লাভের আশে,
যাবার লাগি মন তারি উদাসে—
যাওয়া সে যে তোমার পানে যাওয়া॥

৫৬৫

ওগো, পথের সাথি, নমি বারম্বার।
পথিকজনের লহো লহো নমস্কার॥

ওগো বিদায়, ওগো ক্ষতি,   ওগো দিনশেষের পতি,
ভাঙা বাসার লহো নমস্কার ॥
ওগো নব প্রভাতজ্যোতি,   ওগো চিরদিনের গতি,
নব আশার লহো নমস্কার ।
জীবনরথের হে সারথি,   আমি নিত্য পথের পথী,
পথে চলার লহো   লহো   লহো নমস্কার ॥

৫৬৬

অশ্রুনদীর সুদূর পারে   ঘাট দেখা যায় তোমার দ্বারে ॥
নিজের হাতে নিজে বাঁধা   ঘরে আধা বাইরে আধা—
এবার ভাসাই সন্ধ্যাহাওয়ায় আপনারে ॥
কাটল বেলা হাটের দিনে
লোকের কথার বোঝা কিনে ।
কথার সে ভার নামা রে মন,   নীরব হয়ে শোন্‌ দেখি শোন্‌
পারের হাওয়ায় গান বাজে কোন্‌ বীণার তারে ॥

৫৬৭

পথিক হে,
ওই-যে চলে, ওই-যে চলে   সঙ্গী তোমার দলে দলে ॥
অন্যমনে থাকি কোণে,   চমক লাগে ক্ষণে ক্ষণে—
হঠাৎ শুনি জলে স্থলে পায়ের ধ্বনি আকাশতলে ।
পথিক হে, পথিক হে,   যেতে যেতে পথের থেকে
আমায় তুমি যেয়ো ডেকে ।
যুগে যুগে বারে বারে   এসেছিলে আমার দ্বারে—
হঠাৎ যে তাই জানিতে পাই, তোমার চলা হৃদয়তলে ॥

৫৬৮

এবার   রঙিয়ে গেল হৃদয়গগন সাঁঝের রঙে ।
আমার   সকল বাণী হল মগন সাঁঝের রঙে ॥

মনে লাগে দিনের পরে পথিক এবার আসবে ঘরে,
আমার পূর্ণ হবে পুণ্য লগন সাঁঝের রঙে ॥
অস্তাচলের সাগরকূলের এই বাতাসে
ক্ষণে ক্ষণে চক্ষে আমার তন্দ্রা আসে।
সন্ধ্যাযূথীর গন্ধভারে পান্থ যখন আসবে দ্বারে
আমার আপনি হবে নিদ্রাভগন সাঁঝের রঙে ॥

৫৬৯

হার মানালে গো, ভাঙিলে অভিমান হায় হায়।
ক্ষীণ হাতে জ্বালা ম্লান দীপের থালা
হল খান্ খান্ হায় হায় ॥
এবার তবে জ্বালো আপন তারার আলো,
রঙিন ছায়ার এই গোধূলি হোক অবসান হায় হায় ॥
এসো পারের সাথি—
বইল পথের হাওয়া, নিবল ঘরের বাতি।
আজি বিজন বাটে, অন্ধকারের ঘাটে
সব-হারানো নাটে এনেছি এই গান হায় হায় ॥

৫৭০

আমার পথে পথে পাথর ছড়ানো।
তাই তো তোমার বাণী বাজে ঝর্না-ঝরানো ॥
আমার বাঁশি তোমার হাতে ফুটোর পরে ফুটো তাতে—
তাই শুনি সুর এমন মধুর পরান-ভরানো ॥
তোমার হাওয়া যখন জাগে আমার পালে বাধা লাগে—
এমন করে গায়ে প'ড়ে-সাগর-তরানো।
ছাড়া পেলে একেবারে রথ কি তোমার চলতে পারে—
তোমার হাতে আমার ঘোড়া লাগাম-পরানো ॥

পথে চলে যেতে যেতে কোথা কোন্‌খানে
তোমার পরশ আসে কখন্ কে জানে।
কি অচেনা কুসুমের গন্ধে,
কি গোপন আপন আনন্দে
কোন্ পথিকের কোন্ গানে
তোমার পরশ আসে কখন্ কে জানে॥
সহসা দারুণ দুখতাপে
সকল ভুবন যবে কাঁপে,
সকল পথের ঘোচে চিহ্ন,
সকল বাঁধন যবে ছিন্ন,
মৃত্যু আঘাত লাগে প্রাণে,
তোমার পরশ আসে কখন্ কে জানে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৭১

তুমি হঠাৎ-হাওয়ায় ভেসে-আসা ধন—
তাই হঠাৎ-পাওয়ায় চমকে ওঠে মন ॥
গোপন পথে আপন-মনে বাহির হও যে কোন্ লগনে,
হঠাৎ-গন্ধে মাতাও সমীরণ ॥
নিত্য যেথায় আনাগোনা হয় না সেথায় চেনাশোনা,
উড়িয়ে ধুলো আসছে কতই জন।
কখন পথের বাহির থেকে হঠাৎ-বাঁশি যায় যে ডেকে,
পথহারাকে করে সচেতন ॥

৫৭২

পথে চলে যেতে যেতে কোথা কোন্‌খানে
তোমার পরশ আসে কখন কে জানে ॥
কী অচেনা কুসুমের গন্ধে, কী গোপন আপন আনন্দে,
কোন্ পথিকের কোন্ গানে ॥
সহসা দারুণ দুখতাপে সকল ভুবন যবে কাঁপে,
সকল পথের ঘোচে চিহ্ন সকল বাঁধন যবে ছিন্ন
মৃত্যু-আঘাত লাগে প্রাণে—
তোমার পরশ আসে কখন কে জানে ॥

৫৭৩

আমার ভাঙা পথের রাঙা ধুলায় পড়েছে কার পায়ের চিহ্ন!
তারি গলার মালা হতে পাপড়ি হোথা লুটায় ছিন্ন ॥
এল যখন সাড়াটি নাই, গেল চলে জানালো তাই—
এমন ক'রে আমারে হায় কে বা কাঁদায় সে জন ভিন্ন ॥
তখন তরুণ ছিল অরুণ আলো, পথটি ছিল কুসুমকীর্ণ।
বসন্ত যে রঙিন বেশে ধরায় সে দিন অবতীর্ণ।
সে দিন খবর মিলল না যে, রইনু বসে ঘরের মাঝে—
আজকে পথে বাহির হব বহি আমার জীবন জীর্ণ ॥

৫৭৪

পাতার ভেলা ভাসাই নীরে,
পিছন-পানে চাই নে ফিরে॥
কর্ম আমার বোঝাই ফেলা, খেলা আমার চলার খেলা।
হয় নি আমার আসন মেলা, ঘর বাঁধি নি স্রোতের তীরে॥
বাঁধন যখন বাঁধতে আসে
ভাগ্য আমার তখন হাসে।
ধুলা-ওড়া হাওয়ার ডাকে পথ যে টেনে লয় আমাকে—
নতুন নতুন বাঁকে বাঁকে গান দিয়ে যাই ধরিত্রীরে॥

৫৭৫

আমাদের খেপিয়ে বেড়ায় যে কোথায় লুকিয়ে থাকে রে?॥
ছুটল বেগে ফাগুন-হাওয়া কোন্ খ্যাপামির নেশায় পাওয়া,
ঘূর্ণা হাওয়ায় ঘুরিয়ে দিল সূর্যতারাকে॥
কোন্ খ্যাপামির তালে নাচে পাগল সাগর-নীর।
সেই তালে যে পা ফেলে যাই, রইতে নারি স্থির।
চল্ রে সোজা, ফেল্ রে বোঝা, রেখে দে তোর রাস্তা-খোঁজা,
চলার বেগে পায়ের তলায় রাস্তা জেগেছে॥

৫৭৬

চলি গো, চলি গো, যাই গো চলে।
পথের প্রদীপ জ্বলে গো গগনতলে॥
বাজিয়ে চলি পথের বাঁশি, ছড়িয়ে চলি চলার হাসি,
রঙিন বসন উড়িয়ে চলি জলে স্থলে॥
পথিক ভুবন ভালোবাসে পথিকজনে রে।
এমন সুরে তাই সে ডাকে ক্ষণে ক্ষণে রে।
চলার পথে আগে আগে ঋতুর ঋতুর সোহাগ জাগে,
চরণ-ঘায়ে মরণ মরে পলে পলে॥

৫৭৭

এখন আমার সময় হল,
যাবার দুয়ার খোলো খোলো॥
হল দেখা, হল মেলা, আলোছায়ায় হল খেলা—
স্বপন যে সে ভোলো ভোলো॥
আকাশ ভরে দূরের গানে,
অলখ দেশে হৃদয় টানে।
ওগো সুদূর, ওগো মধুর, পথ বলে দাও পরানবঁধুর—
সব আবরণ তোলো তোলো॥

৫৭৮

ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক,
বিচ্ছেদে তোর খণ্ড মিলন পূর্ণ হবে।
আয় রে সবে
প্রলয়গানের মহোৎসবে॥
তাণ্ডবে ওই তপ্ত হাওয়ায় ঘূর্ণি লাগায়,
মত্ত ঈশান বাজায় বিষাণ, শঙ্কা জাগায়—
ঝঙ্কারিয়া উঠল আকাশ ঝঞ্ঝারবে॥
ভাঙন-ধরার ছিন্ন-করার রুদ্র নাটে
যখন সকল ছন্দ বিকল, বন্ধ কাটে,
মুক্তিপাগল বৈরাগীদের চিত্ততলে
প্রেমসাধনার হোমহুতাশন জ্বলবে তবে।
ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক,
সব আশাজাল যায় রে যখন উড়ে পুড়ে
আশার অতীত দাঁড়ায় তখন ভুবন জুড়ে—
স্তব্ধ বাণী নীরব সুরে কথা কবে।
আয় রে সবে
প্রলয়গানের মহোৎসবে॥

৫৭৯

মোর পথিকেরে বুঝি এনেছ এবার মোর করুণ রঙিন পথ!
এসেছে এসেছে আহা অঙ্গনে এসেছে, মোর দুয়ারে লেগেছে রথ॥
সে যে সাগরপারের বাণী মোর পরানে দিয়েছে আনি, আহা
তার আঁখির তারায় যেন গান গায় অরণ্যপর্বত॥
দুঃখসুখের এ পারে, ও পারে, দোলায় আমার মন—
কেন অকারণ অশ্রুসলিলে ভরে যায় দু'নয়ন।
ওগো নিদারুণ পথ, জানি— জানি পুন নিয়ে যাবে টানি, আহা, তারে—
চিরদিন মোর যে দিল ভরিয়া যাবে সে স্বপনবৎ॥

৫৮০

ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী, একা একা করি খেলা—
আন্‌মনা যেন দিক্‌বালিকার ভাসানো মেঘের ভেলা॥
যেমন হেলায় অলস ছন্দে কোন্ খেয়ালির কোন্ আনন্দে
সকালে-ধরানো আমের মুকুল ঝরানো বিকালবেলা॥
যে বাতাস নেয় ফুলের গন্ধ, ভুলে যায় দিনশেষে,
তার হাতে দিই আমার ছন্দ— কোথা যায় কে জানে সে।
লক্ষ্যবিহীন স্রোতের ধারায় জেনো জেনো মোর সকলই হারায়,
চিরদিন আমি পথের নেশায় পাথেয় করেছি হেলা॥

৫৮১

না রে, না রে, হবে না তোর স্বর্গসাধন—
সেখানে যে মধুর বেশে ফাঁদ পেতে রয় সুখের বাঁধন॥
ভেবেছিলি দিনের শেষে তপ্ত পথের প্রান্তে এসে
সোনার মেঘে মিলিয়ে যাবে সারা দিনের সকল কাঁদন॥
না রে, না রে, হবে না তোর, হবে না তা—
সন্ধ্যাতারার হাসির নীচে হবে না তোর শয়ন পাতা।
পথিক বঁধু পাগল ক'রে পথে বাহির করবে তোরে—
হৃদয় যে তোর ফেটে গিয়ে ফুটবে তবে তাঁর আরাধন॥

৫৮২

আপনি আমার কোন্‌খানে
বেড়াই তারি সন্ধানে॥
নানান রূপে নানান বেশে ফেরে যেজন ছায়ার দেশে
তার পরিচয় কেঁদে হেসে শেষ হবে কি, কে জানে॥
আমার গানের গহন-মাঝে শুনেছিলেম যার ভাষা
খুঁজে না পাই তার বাসা।
বেলা কখন যায় গো বয়ে, আলো আসে মলিন হয়ে—
পথের বাঁশি যায় কী কয়ে বিকালবেলার মূলতানে॥

৫৮৩

পথ এখনো শেষ হল না, মিলিয়ে এল দিনের ভাতি।
তোমার আমার মাঝখানে হায় আসবে কখন আঁধার রাতি॥
এবার তোমার শিখা আনি
জ্বালাও আমার প্রদীপখানি,
আলোয় আলোয় মিলন হবে পথের মাঝে পথের সাথি॥
ভালো করে মুখ যে তোমার যায় না দেখা সুন্দর হে—
দীর্ঘ পথের দারুণ গ্লানি তাই তো আমায় জড়িয়ে রহে।
ছায়ায়-ফেরা ধুলায়-চলা
মনের কথা যায় না বলা,
শেষ কথাটি জ্বালবে এবার তোমার বাতি আমার বাতি॥

৫৮৪

যা পেয়েছি প্রথম দিনে সেই যেন পাই শেষে,
দু হাত দিয়ে বিশ্বেরে ছুঁই শিশুর মতো হেসে॥
যাবার বেলা সহজেরে
যাই যেন মোর প্রণাম সেরে,
সকল পন্থা যেথায় মেলে সেথা দাঁড়াই এসে॥

খুঁজতে যাঁরে হয় না কোথাও চোখ যেন তায় দেখে,
সদাই যে রয় কাছে তারি পরশ যেন ঠেকে।
নিত্য যাহার থাকি কোলে
তারেই যেন যাই গো ব'লে—
এই জীবনে ধন্য হলেম তোমায় ভালোবেসে।

৫৮৫

জয় জয় পরমা নিষ্কৃতি হে, নমি নমি।
জয় জয় পরমা নির্বৃতি হে, নমি নমি॥
নমি নমি তোমারে হে অকস্মাৎ,
গ্রন্থিচ্ছেদন খরসংঘাত—
লুপ্তি, সুপ্তি, বিস্মৃতি হে, নমি নমি॥
অশ্রুশ্রাবণপ্লাবন হে, নমি নমি।
পাপক্ষালন পাবন হে, নমি নমি।
সব ভয় ভ্রম ভাবনার
চরমা আবৃতি হে, নমি নমি॥

৫৮৬

আঁধার রাতে একলা পাগল যায় কেঁদে।
বলে শুধু, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে॥
আমি যে তোর আলোর ছেলে,
আমার সামনে দিলি আঁধার মেলে,
মুখ লুকালি— মরি আমি সেই খেদে॥
অন্ধকারে অস্তরবির লিপি লেখা,
আমারে তার অর্থ শেখা।
তোর প্রাণের বাঁশির তান সে নানা
সেই আমারই ছিল জানা,
আজ মরণ-বীণায় অজানা সুর নেব সেধে॥

৫৮৭

মরণের মুখে রেখে দূরে যাও দূরে   যাও চলে
আবার ব্যথার টানে নিকটে ফিরাবে ব'লে ॥
আঁধার-আলোর পারে   খেয়া দিই বারে বারে,
নিজেরে হারায়ে খুঁজি— দুলি সেই দোলে দোলে ॥
সকল রাগিণী বুঝি বাজাবে আমার প্রাণে—
কভু ভয়ে কভু জয়ে, কভু অপমানে মানে।
বিরহে ভরিবে সুরে   তাই রেখে দাও দূরে,
মিলনে বাজিবে বাঁশি   তাই টেনে আন কোলে ॥

৫৮৮

রজনীর শেষ তারা, গোপনে আঁধারে আধো-ঘুমে
বাণী তব রেখে যাও প্রভাতের প্রথম কুসুমে ॥
সেইমত যিনি এই জীবনের আনন্দরূপিণী
শেষক্ষণে দেন যেন তিনি   নবজীবনের মুখ চুমে ॥
এই নিশীথের স্বপ্নরাজি
নবজাগরণক্ষণে নব গানে উঠে যেন বাজি।
বিরহিণী যে ছিল রে মোর হৃদয়ের মর্ম-মাঝে
বধূবেশে সেই যেন সাজে   নবদিনে চন্দনে কুঙ্কুমে ॥

৫৮৯

কোন্ খেলা যে খেলব কখন্ ভাবি বসে সেই কথাটাই—
তোমার   আপন খেলার সাথি করো, তা হলে আর ভাবনা তো নাই ॥
শিশির-ভেজা সকালবেলা   আজ কি তোমার ছুটির খেলা—
বর্ষণহীন মেঘের মেলা   তার সনে মোর মনকে ভাসাই ॥
তোমার   নিঠুর খেলা খেলবে যে দিন বাজবে সে দিন ভীষণ ভেরী—
ঘনাবে মেঘ, আঁধার হবে, কাঁদবে হাওয়া আকাশ ঘেরি।
সে দিন যেন তোমার ডাকে   ঘরের বাঁধন আর না থাকে—
অকাতরে পরানটাকে   প্রলয়দোলায় দোলাতে চাই ॥

৫৯০

অচেনাকে ভয় কী আমার ওরে?
অচেনাকেই চিনে চিনে উঠবে জীবন ভরে॥
জানি জানি আমার চেনা কোনো কালেই ফুরাবে না,
চিহ্নহারা পথে আমায় টানবে অচিন ডোরে॥
ছিল আমার মা অচেনা, নিল আমায় কোলে।
সকল প্রেমই অচেনা গো, তাই তো হৃদয় দোলে।
অচেনা এই ভুবন-মাঝে কত সুরেই হৃদয় বাজে—
অচেনা এই জীবন আমার,
বেড়াই তারি ঘোরে॥

৫৯১

আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে
দুঃখসুখের-ঢেউ-খেলানো এই সাগরের তীরে॥
আবার জলে ভাসাই ভেলা, ধুলার 'পরে করি খেলা গো,
হাসির মায়ামৃগীর পিছে ভাসি নয়ননীরে॥
কাঁটার পথে আঁধার রাতে আবার যাত্রা করি,
আঘাত খেয়ে বাঁচি নাহয় আঘাত খেয়ে মরি।
আবার তুমি ছদ্মবেশে আমার সাথে খেলাও হেসে গো,
নূতন প্রেমে ভালোবাসি আবার ধরণীরে॥

৫৯২

পুষ্প দিয়ে মারো যারে চিনল না সে মরণকে।
বাণ খেয়ে যে পড়ে সে যে ধরে তোমার চরণকে॥
সবার নীচে ধুলার 'পরে ফেলো যারে মৃত্যুশরে
সে যে তোমার কোলে পড়ে, ভয় কি বা তার পড়নকে?॥
আরামে যার আঘাত ঢাকা, কলঙ্ক যার সুগন্ধ,
নয়ন মেলে দেখল না সে রুদ্র মুখের আনন্দ।

মজল না সে চোখের জলে, পৌঁছল না চরণতলে,
তিলে তিলে পলে পলে ম'ল যেমন পালকে ॥

৫৯৩

মেঘ বলেছে 'যাব যাব', রাত বলেছে 'যাই',
সাগর বলে 'কূল মিলেছে— আমি তো আর নাই'।
দুঃখ বলে 'রইনু চুপে তাঁহার পায়ের চিহ্নরূপে',
আমি বলে 'মিলাই আমি আর কিছু না চাই'॥
ভুবন বলে 'তোমার তরে আছে বরণমালা',
গগন বলে 'তোমার তরে লক্ষ প্রদীপ জ্বালা'।
প্রেম বলে যে 'যুগে যুগে তোমার লাগি আছি জেগে,'
মরণ বলে 'আমি তোমার জীবনতরী বাই'॥

৫৯৪

জানি গো, দিন যাবে এ দিন যাবে।
একদা কোন্ বেলাশেষে মলিন রবি করুণ হেসে
শেষ বিদায়ের চাওয়া আমার মুখের পানে চাবে॥
পথের ধারে বাজবে বেণু, নদীর কূলে চরবে ধেনু,
আঙিনাতে খেলবে শিশু, পাখিরা গান গাবে—
তবুও দিন যাবে এ দিন যাবে॥
তোমার কাছে আমার এ মিনতি
যাবার আগে জানি যেন আমায় ডেকেছিল কেন
আকাশ-পানে নয়ন তুলে শ্যামল বসুমতী।
কেন নিশার নীরবতা শুনিয়েছিল তারার কথা,
পরানে ঢেউ তুলেছিল কেন দিনের জ্যোতি—
তোমার কাছে আমার এই মিনতি॥
সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা
যেন আমার গানের শেষে থামতে পারি শমে এসে—

ছয়টি ঋতুর ফুলে ফলে ভরতে পারি ডালা।
এই জীবনের আলোকেতে পারি তোমায় দেখে যেতে,
পরিয়ে যেতে পারি তোমায় আমার গলার মালা—
সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা॥

৫৯৫

অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়।
কণাটুকু যদি হারায় তা লয়ে প্রাণ করে 'হায় হায়'॥
নদীতটসম কেবলই বৃথাই প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই,
একে একে বুকে আঘাত করিয়া ঢেউগুলি কোথা ধায়॥
যাহা যায় আর যাহা-কিছু থাকে সব যদি দিই সঁপিয়া তোমাকে
তবে নাহি ক্ষয়, সবই জেগে রয় তব মহা মহিমায়।
তোমাতে রয়েছে কত শশী ভানু, হারায় না কভু অণু পরমাণু,
আমারই ক্ষুদ্র হারাধনগুলি রবে না কি তব পায়॥

৫৯৬

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই—
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই॥
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ, দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ,
তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই॥
হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে যাহা-কিছু সব আছে আছে আছে—
নাই নাই ভয়, সে শুধু আমারই, নিশিদিন কাঁদি তাই।
অন্তরগ্লানি সংসারভার পলক ফেলিতে কোথা একাকার
জীবনের মাঝে স্বরূপ তোমার রাখিবারে যদি পাই॥

৫৯৭

আমি আছি তোমার সভার দুয়ার-দেশে,
সময় হলেই বিদায় নেব কেঁদে হেসে॥

মালায় গেঁথে যে ফুলগুলি দিয়েছিলে মাথায় তুলি
পাপড়ি তাহার পড়বে ঝরে দিনের শেষে॥
উচ্চ আসন না যদি রয় নামব নীচে,
ছোটো ছোটো গানগুলি এই ছড়িয়ে পিছে।
কিছু তো তার রইবে বাকি তোমার পথের ধুলা ঢাকি,
সবগুলি কি সন্ধ্যা-হাওয়ায় যাবে ভেসে?।

৫৯৮

পেয়েছি ছুটি, বিদায় দেহো ভাই—
সবারে আমি প্রণাম করে যাই॥
ফিরায়ে দিনু দ্বারের চাবি, রাখি না আর ঘরের দাবি—
সবার আজি প্রসাদবাণী চাই॥
অনেক দিন ছিলাম প্রতিবেশী,
দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশি।
প্রভাত হয়ে এসেছে রাতি, নিবিয়া গেল কোণের বাতি—
পড়েছে ডাক, চলেছি আমি তাই॥

৫৯৯

আমার যাবার বেলাতে
সবাই জয়ধ্বনি কর্।
ভোরের আকাশ রাঙা হল রে,
আমার পথ হল সুন্দর॥
কী নিয়ে বা যাব সেথা ওগো তোরা ভাবিস নে তা,
শূন্য হাতেই চলব বহিয়ে
আমার ব্যাকুল অন্তর॥
মালা প'রে যাব মিলনবেশে,
আমার পথিকসজ্জা নয়।
বাধা বিপদ আছে মাঝের দেশে,
মনে রাখি নে সেই ভয়।

যাত্রা যখন হবে সারা উঠবে জ্বলে সন্ধ্যাতারা,
পূরবীতে করুণ বাঁশরি
দ্বারে বাজবে মধুর স্বর ॥

৬০০

আঁধার এলে ব'লে
তাই তো ঘরে উঠল আলো জ্বলে ॥
ভুলেছিলেম দিনে, রাতে নিলেম চিনে—
জেনেছি কার লীলা আমার বক্ষোদোলার দোলে ॥
ঘুমহারা মোর বনে
বিহঙ্গগান জাগল ক্ষণে ক্ষণে।
যখন সকল শব্দ হয়েছে নিস্তব্ধ
বসন্তবায় মোরে জাগায় পল্লবকল্লোলে ॥

৬০১

দিন যদি হল অবসান
নিখিলের অন্তরমন্দিরপ্রাঙ্গণে
ওই তব এল আহ্বান ॥
চেয়ে দেখো মঙ্গলরাতি জ্বালি দিল উৎসববাতি,
স্তব্ধ এ সংসারপ্রান্তে ধরো ধরো তব বন্দনগান
কর্মের-কলরব-ক্লান্ত,
করো তব অন্তর শান্ত।
চিত্ত-আসন দাও মেলে, নাই যদি দর্শন পেলে
আঁধারে মিলিবে তাঁর স্পর্শ—
হর্ষে জাগায়ে দিবে প্রাণ ॥

৬০২

তোমার হাতের অরুণলেখা পাবার লাগি রাতারাতি
স্তব্ধ আকাশ জাগে একা পুবের পানে বক্ষ পাতি ॥

তোমার রঙিন তুলির পাকে নামাবলীর আঁকন আঁকে,
তাই নিয়ে তো ফুলের বনে হাওয়ায় হাওয়ায় মাতামাতি ॥
এই কামনা রইল মনে— গোপনে আজ তোমায় কব
পড়বে আঁকা মোর জীবনে রেখায় রেখায় আখর তব।
দিনের শেষে আমায় যবে বিদায় নিয়ে যেতেই হবে
তোমার হাতের লিখনমালা
সুরের সুতোয় যাব গাঁথি ॥

৬০৩

দিনের বেলায় বাঁশি তোমার বাজিয়েছিলে অনেক সুরে—
গানের পরশ প্রাণে এল, আপনি তুমি রইলে দূরে ॥
শুধাই যত পথের লোকে 'এই বাঁশিটি বাজালো কে'—
নানান নামে ভোলায় তারা, নানান দ্বারে বেড়াই ঘুরে ॥
এখন আকাশ ম্লান হল, ক্লান্ত দিবা চক্ষু বোজে—
পথে পথে ফেরাও যদি মরব তবে মিথ্যা খোঁজে।
বাহির ছেড়ে ভিতরেতে আপনি লহো আসন পেতে—
তোমার বাঁশি বাজাও আসি
আমার প্রাণের অন্তঃপুরে ॥

৬০৪

মধুর, তোমার শেষ যে না পাই প্রহর হল শেষ—
ভুবন জুড়ে রইল লেগে আনন্দ-আবেশ ॥
দিনান্তের এই এক কোনাতে সন্ধ্যামেঘের শেষ সোনাতে
মন যে আমার গুঞ্জরিছে কোথায় নিরুদ্দেশ ॥
সায়ন্তনের ক্লান্ত ফুলের গন্ধ হাওয়ার 'পরে
অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে।
এই গোধূলির ধূসরিমায় শ্যামল ধরার সীমায় সীমায়
শুনি বনে বনান্তরে অসীম গানের রেশ ॥

৬০৫

দিন অবসান হল।

আমার আঁখি হতে অস্তরবির আলোর আড়াল তোলো॥

অন্ধকারের বুকের কাছে নিত্য-আলোর আসন আছে,

সেথায় তোমার দুয়ারখানি খোলো॥

সব কথা সব কথার শেষে এক হয়ে যাক মিলিয়ে এসে।

স্তব্ধ বাণীর হৃদয়-মাঝে গভীর বাণী আপনি বাজে,

সেই বাণীটি আমার কানে বোলো॥

৬০৬

শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে?

আঘাত হয়ে দেখা দিল, আগুন হয়ে জ্বলবে॥

সাঙ্গ হলে মেঘের পালা শুরু হবে বৃষ্টি-ঢালা,

বরফ-জমা সারা হলে নদী হয়ে গলবে॥

ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে,

অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে।

পুরাতনের হৃদয় টুটে আপনি নূতন উঠবে ফুটে,

জীবনে ফুল ফোটা হলে মরণে ফল ফলবে॥

৬০৭

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি,

ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী॥

সময় যেন হয় রে এবার ঢেউ-খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার,

সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে অমর হয়ে রব মরি॥

যে গান কানে যায় না শোনা সে গান যেথায় নিত্য বাজে

প্রাণের বীণা নিয়ে যাব সেই অতলের সভা-মাঝে।

চিরদিনের সুরটি বেঁধে শেষ গানে তার কান্না কেঁদে

নীরব যিনি তাঁহার পায়ে নীরব বীণা দিব ধরি॥

৬০৮

কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয় ?

জয় অজানার জয়।

এই দিকে তোর ভরসা যত, ওই দিকে তোর ভয় !

জয় অজানার জয় ॥

জানাশোনার বাসা বেঁধে কাটল তো দিন হেসে কেঁদে,

এই কোণেতেই আনাগোনা নয় কিছুতেই নয়।

জয় অজানার জয় ॥

মরণকে তুই পর করেছিস ভাই,

জীবন যে তোর তুচ্ছ হল তাই।

দু দিন দিয়ে ঘেরা ঘরে তাইতে যদি এতই ধরে,

চিরদিনের আবাসখানা সেই কি শূন্যময় ?

জয় অজানার জয় ॥

৬০৯

জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর !

জয় জয় জয় প্রলয়ঙ্কর, শঙ্কর শঙ্কর ॥

জয় সংশয়ভেদন, জয় বন্ধনছেদন,

জয় সঙ্কটসংহর শঙ্কর শঙ্কর ॥

তিমিরহৃদ্‌বিদারণ জ্বলদগ্নিনিদারুণ,

মরুশ্মশানসঞ্চর শঙ্কর শঙ্কর !

বজ্রঘোষবাণী, রুদ্র, শূলপাণি,

মৃত্যুসিন্ধুসন্তর শঙ্কর শঙ্কর ॥

৬১০

আগুনে হল আগুনময়।

জয় আগুনের জয় ॥

মিথ্যা যত হৃদয় জুড়ে এইবেলা সব যাক-না পুড়ে,

মরণ-মাঝে তোর জীবনের হোক রে পরিচয় ॥

আগুন এবার চলল রে সন্ধানে
কলঙ্ক তোর লুকিয়ে আছে প্রাণে।
আড়াল তোমার যাক রে ঘুচে, লজ্জা তোমার যাক রে মুছে,
চিরদিনের মতো তোমার ছাই হয়ে যাক ভয়॥

৬১১

ওরে, আগুন আমার ভাই,
আমি তোমারই জয় গাই।
তোমার ওই শিকল-ভাঙা এমন রাঙা মূর্তি দেখি নাই॥
তুমি দু হাত তুলে আকাশ-পানে মেতেছ আজ কিসের গানে,
একি আনন্দময় নৃত্য অভয় বলিহারি যাই॥
যেদিন ভবের মেয়াদ ফুরোবে ভাই, আগল যাবে সরে—
সে দিন হাতের দড়ি, পায়ের বেড়ি, দিবি রে ছাই করে।
সে দিন আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গে ওই নাচনে নাচবে রঙ্গে—
সকল দাহ মিটবে দাহে, ঘুচবে সব বালাই॥

৬১২

দুঃখ যে তোর নয় রে চিরন্তন—
পার আছে রে এই সাগরের বিপুল ক্রন্দন॥
এই জীবনের ব্যথা যত এইখানে সব হবে গত,
চিরপ্রাণের আলয়-মাঝে অনন্ত সান্ত্বন॥
মরণ যে তোর নয় রে চিরন্তন—
দুয়ার তাহার পেরিয়ে যাবি, ছিঁড়বে রে বন্ধন।
এ বেলা তোর যদি ঝড়ে পূজার কুসুম ঝ'রে পড়ে,
যাবার বেলায় ভরবে থালায় মালা ও চন্দন॥

৬১৩

মরণসাগরপারে তোমরা অমর,
তোমাদের স্মরি।

নিখিলে রচিয়া গেলে আপনারই ঘর,
তোমাদের স্মরি ॥
সংসারে জেলে গেলে যে নব আলোক
জয় হোক, জয় হোক, তারি জয় হোক—
তোমাদের স্মরি ॥
বন্দীরে দিয়ে গেছ মুক্তির সুধা,
তোমাদের স্মরি ।
সত্যের বরমালে সাজালে বসুধা,
তোমাদের স্মরি ।
রেখে গেলে বাণী সে যে অভয় অশোক,
জয় হোক, জয় হোক, তারি জয় হোক—
তোমাদের স্মরি ॥

৬১৪

যেতে যদি হয় হবে—
যাব, যাব, যাব তবে ॥
লেগেছিল কত ভালো এই-যে আঁধার আলো—
খেলা করে সাদা কালো উদার নভে ।
গেল দিন ধরা-মাঝে কত ভাবে, কত কাজে,
সুখে দুখে কভু লাজে, কভু গরবে ॥
প্রাণপণে কত দিন শুধেছি কঠিন ঋণ,
কখনো বা উদাসীন ভুলেছি সবে ।
কভু ক'রে গেনু খেলা, স্রোতে ভাসাইনু ভেলা,
আনমনে কত বেলা কাটানু ভবে ॥
জীবন হয় নি ফাঁকি, ফলে ফুলে ছিল ঢাকি,
যদি কিছু রহে বাকি কে তাহা লবে !
দেওয়া-নেওয়া যাবে চুকে, বোঝা-খসে-যাওয়া বুকে
যাব চলে হাসিমুখে— যাব নীরবে ॥

৬১৫

পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়, কী আছে শেষে!
এত কামনা, এত সাধনা কোথায় মেশে?।
ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার, সম্মুখে ঘন আঁধার,
পার আছে গো পার আছে— পার আছে কোন্ দেশে?।
আজ ভাবি মনে মনে মরীচিকা-অন্বেষণে হায়
বুঝি তৃষ্ণার শেষ নেই। মনে ভয় লাগে সেই—
হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া ব্যথা চলেছে নিরুদ্দেশে॥

৬১৬

যাত্রাবেলায় রুদ্র রবে বন্ধনডোর ছিন্ন হবে।
ছিন্ন হবে, ছিন্ন হবে॥
মুক্ত আমি, রুদ্ধ দ্বারে বন্দী করে কে আমারে!
যাই চলে যাই অন্ধকারে ঘণ্টা বাজায় সন্ধ্যা যবে॥

৬১৭

আজকে মোরে বোলো না কাজ করতে,
যাব আমি দেখাশোনার নেপথ্যে আজ সরতে
ক্ষণিক মরণ মরতে॥
অচিন কূলে পাড়ি দেব, আলোকলোকে জন্ম নেব,
মরণরসে অলখঝোরায় প্রাণের কলস ভরতে॥
অনেক কালের কান্নাহাসির ছায়া
ধরুক সাঁঝের রঙিন মেঘের মায়া।
আজকে নাহয় একটি বেলা ছাড়ব মাটির দেহের খেলা,
গানের দেশে যাব উড়ে সুরের দেহ ধরতে॥

স্বদেশ

১

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে—
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি॥

তোমার এই খেলাঘরে শিশুকাল কাটিল রে,
তোমারি ধুলামাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি।
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে কী দীপ জ্বালিস ঘরে,
মরি হায়, হায় রে—
তখন খেলাধুলা সকল ফেলে, ও মা, তোমার কোলে ছুটে আসি॥

ধেনু-চরা তোমার মাঠে, পারে যাবার খেয়াঘাটে,
সারা দিন পাখি-ডাকা ছায়ায়-ঢাকা তোমার পল্লীবাটে,
তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, আমার যে ভাই তারা সবাই, ও মা, তোমার রাখাল তোমার চাষি॥

ও মা, তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে—
দে গো তোর পায়ের ধূলা, সে যে আমার মাথার মানিক হবে।
ও মা, গরিবের ধন যা আছে তাই দিব চরণতলে,
মরি হায়, হায় রে—
আমি পরের ঘরে কিনব না আর, মা, তোর ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি॥

২

ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা॥
তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে,
তোমার ওই শ্যামলবরন কোমল মূর্তি মর্মে গাঁথা॥
ওগো মা, তোমার কোলে জনম আমার, মরণ তোমার বুকে।
তোমার 'পরে খেলা আমার দুঃখে সুখে।
তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে,
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে,
তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা মাতার মাতা॥
ও মা, অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি মা—
তবু জানি নে-যে কী বা তোমায় দিয়েছি মা!
আমার জনম গেল বৃথা কাজে,
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে—
তুমি বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা॥

৩

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে॥
যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়—
তবে পরান খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে॥
যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়—
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে একলা দলো রে॥

যদি আলো না ধরে, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি ঝড়-বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলো রে ॥

৪

তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে,
তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না।
ও তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে,
হয়তো রে ফল ফলবে না ॥
আসবে পথে আঁধার নেমে, তাই ব'লেই কি রইবি থেমে—
ও তুই বারে বারে জ্বালবি বাতি,
হয়তো বাতি জ্বলবে না ॥
শুনে তোমার মুখের বাণী আসবে ঘিরে বনের প্রাণী—
হয়তো তোমার আপন ঘরে
পাষাণ হিয়া গলবে না।
বদ্ধ দুয়ার দেখলি ব'লে অমনি কি তুই আসবি চলে—
তোরে বারে বারে ঠেলতে হবে,
হয়তো দুয়ার টলবে না ॥

৫

এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, 'জয় মা' ব'লে ভাসা তরী ॥
ওরে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি, প্রাণপণে, ভাই, ডাক দে আজি—
তোরা সবাই মিলে বৈঠা নে রে, খুলে ফেল্ সব দড়াদড়ি ॥
দিনে দিনে বাড়ল দেনা, ও ভাই, করলি নে কেউ বেচা কেনা—
হাতে নাই রে কড়া কড়ি।
ঘাটে বাঁধা দিন গেল রে, মুখ দেখাবি কেমন ক'রে—
ওরে, দে খুলে দে, পাল তুলে দে, যা হয় হবে বাঁচি মরি ॥

৬

নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে।
যদি পণ করে থাকিস সে পণ তোমার রবেই রবে।
ওরে মন, হবেই হবে ॥
পাষাণসমান আছে পড়ে, প্রাণ পেয়ে সে উঠবে ওরে,
আছে যারা বোবার মতন তারাও কথা কবেই কবে ॥
সময় হল, সময় হল— যে যার আপন বোঝা তোলো রে—
দুঃখ যদি মাথায় ধরিস সে দুঃখ তোর সবেই সবে।
ঘণ্টা যখন উঠবে বেজে দেখবি সবাই আসবে সেজে—
এক সাথে সব যাত্রী যত একই রাস্তা লবেই লবে ॥

৭

আমি ভয় করব না ভয় করব না।
দু বেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না ॥
তরীখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে—
তাই ব'লে হাল ছেড়ে দিয়ে ধরব না, কান্নাকাটি ধরব না ॥
শক্ত যা তাই সাধতে হবে, মাথা তুলে রইব ভবে—
সহজ পথে চলব ভেবে পড়ব না, পাঁকের 'পরে পড়ব না ॥
ধর্ম আমার মাথায় রেখে চলব সিধে রাস্তা দেখে—
বিপদ যদি এসে পড়ে সরব না, ঘরের কোণে সরব না ॥

৮

আপনি অবশ হলি, তবে বল দিবি তুই কারে ?
উঠে দাঁড়া, উঠে দাঁড়া, ভেঙে পড়িস না রে ॥
করিস নে লাজ, করিস নে ভয়, আপনাকে তুই করে নে জয়—
সবাই তখন সাড়া দেবে ডাক দিবি তুই যারে ॥
বাহির যদি হলি পথে ফিরিস নে আর কোনোমতে,
থেকে থেকে পিছন-পানে চাস নে বারে বারে।

নেই যে রে ভয় ত্রিভুবনে, ভয় শুধু তোর নিজের মনে—
অভয়চরণ শরণ ক'রে বাহির হয়ে যা রে॥

৯

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে ?।
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে 'আয়' ব'লে ওই ডেকেছে কে,
সেই গভীর স্বরে উদাস করে— আর কে কারে ধরে রাখে ?।
যেথায় থাকি যে যেখানে বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,
সেই প্রাণের টানে টেনে আনে— সেই প্রাণের বেদন জানে না কে ?।
মান অপমান গেছে ঘুচে, নয়নের জল গেছে মুছে—
সেই নবীন আশে হৃদয় ভাসে ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে॥
কত দিনের সাধনফলে মিলেছি আজ দলে দলে—
আজ ঘরের ছেলে সবাই মিলে দেখা দিয়ে আয় রে মাকে॥

১০

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে—
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে ?।
আমরা যা খুশি তাই করি, তবু তাঁর খুশিতেই চরি,
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে—
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে ?।
রাজা সবারে দেন মান, সে মান আপনি ফিরে পান,
মোদের খাটো ক'রে রাখে নি কেউ কোনো অসত্যে—
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে ?
আমরা চলব আপন মতে, শেষে মিলব তাঁরি পথে,
মোরা মরব না কেউ বিফলতার বিষম আবর্তে—
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে ?।

১১

সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান,
সঙ্কটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ।
মুক্ত করো ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয়।
দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।
মুক্ত করো ভয়, নিজের 'পরে করিতে ভর না রেখো সংশয়।
ধর্ম যবে শঙ্খরবে করিবে আহ্বান
নীরব হয়ে, নম্র হয়ে, পণ করিয়ো প্রাণ।
মুক্ত করো ভয়, দুরূহ কাজে নিজেরই দিয়ো কঠিন পরিচয়॥

১২

নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার—
জানি জানি তোর বন্ধনডোর ছিঁড়ে যাবে বারে বার॥
খনে খনে তুই হারায়ে আপনা সুপ্তিনিশীথ করিস যাপনা-
বারে বারে তোরে ফিরে পেতে হবে বিশ্বের অধিকার॥
স্থলে জলে তোর আছে আহ্বান, আহ্বান লোকালয়ে—
চিরদিন তুই গাহিবি যে গান সুখে দুখে লাজে ভয়ে।
ফুলপল্লব নদীনির্ঝর সুরে সুরে তোর মিলাইবে স্বর—
ছন্দে যে তোর স্পন্দিত হবে আলোক অন্ধকার॥

১৩

আমাদের যাত্রা হল শুরু এখন, ওগো কর্ণধার।
তোমারে করি নমস্কার।
এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরব না গো আর-
তোমারে করি নমস্কার॥
আমরা দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি বিপদ বাধা নাহি গণি
ওগো কর্ণধার।

এখন মাভৈঃ বলি ভাসাই তরী, দাও গো করি পার—
তোমারে করি নমস্কার ॥

এখন রইল যারা আপন ঘরে চাব না পথ তাদের তরে
ওগো কর্ণধার।
যখন তোমার সময় এল কাছে তখন কে বা কার—
তোমারে করি নমস্কার।
মোদের কেবা আপন, কে বা অপর, কোথায় বাহির, কোথা বা ঘর
ওগো কর্ণধার।
চেয়ে তোমার মুখে মনের সুখে নেব সকল ভার—
তোমারে করি নমস্কার ॥

আমরা নিয়েছি দাঁড়, তুলেছি পাল, তুমি এখন ধরো গো হাল
ওগো কর্ণধার।
মোদের মরণ বাঁচন ঢেউয়ের নাচন, ভাবনা কী বা তার—
তোমারে করি নমস্কার।
আমরা সহায় খুঁজে পরের দ্বারে ফিরব না আর বারে বারে
ওগো কর্ণধার।
কেবল তুমিই আছ আমরা আছি এই জেনেছি সার—
তোমারে করি নমস্কার ॥

১৪

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছলজলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃস্টানী
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ-যুগ ধাবিত যাত্রী।
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব-মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সঙ্কটদুঃখত্রাতা।
জনগণপথপরিচায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥

ঘোরতিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নতনয়নে অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে
স্নেহময়ী তুমি মাতা।
জনগণদুঃখত্রায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥

রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব-উদয়গিরিভালে—
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবনরস ঢালে।
তব করুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে
তব চরণে নত মাথা।
জয় জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে ॥

১৫

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে—
উদার ছন্দে, পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যানগম্ভীর এই-যে ভূধর, নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক-হুন-দল পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন।
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু-মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার।
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে—
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

১৬

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?

সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব-জন পশ্চাতে?
লউক বিশ্বকর্মভার মিলি সবার সাথে।
প্রেরণ কর' ভৈরব তব দুর্জয় আহ্বান হে, জাগ্রত ভগবান হে॥

বিঘ্নবিপদ দুঃখদহন তুচ্ছ করিল যারা
মৃত্যুগহন পার হইল, টুটিল মোহকারা।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
নিশ্চল নির্বীর্যবাহু কর্মকীর্তিহীনে
ব্যর্থশক্তি নিরানন্দ জীবনধনদীনে
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে, জাগ্রত ভগবান হে॥

নূতনযুগসূর্য উঠিল, ছুটিল তিমিররাত্রি,
তব মন্দির-অঙ্গন ভরি মিলিল সকল যাত্রী।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
গতগৌরব, হৃত-আসন, নতমস্তক লাজে—
গ্লানি তার মোচন কর' নরসমাজমাঝে।
স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে, জাগ্রত ভগবান হে॥

জনগণপথ তব জয়রথচক্রমুখর আজি,
স্পন্দিত করি দিগ্‌দিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
দৈন্যজীর্ণ কক্ষ তার, মলিন শীর্ণ আশা,
ত্রাসরুদ্ধ চিত্ত তার, নাহি নাহি ভাষা।
কোটিমৌনকণ্ঠপূর্ণ বাণী কর' দান হে, জাগ্রত ভগবান হে॥

যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তরমাঝে
বর্জিল ভয়, অর্জিল জয়, সার্থক হল কাজে।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
আত্ম-অবিশ্বাস তার নাশ' কঠিন ঘাতে,
পুঞ্জিত অবসাদভার হান' অশনিপাতে।
ছায়াভয়চকিতমূঢ় করহ পরিত্রাণ হে, জাগ্রত ভগবান হে॥

১৭

মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন কর' মহোজ্জ্বল আজ হে
বর -পুত্রসঙ্ঘ বিরাজ' হে।
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ' হে।
ঘন তিমিররাত্রির চির প্রতীক্ষা
পূর্ণ কর', লহ' জ্যোতির্দীক্ষা,
যাত্রীদল সব সাজ' হে।
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ' হে।
বল জয় নরোত্তম, পুরুষসত্তম,
জয় তপস্বিরাজ হে।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় হে।
এস' বজ্রমহাসনে মাতৃ-আশীর্ভাষণে,
সকল সাধক এস' হে, ধন্য কর' এ দেশ হে।
সকল যোগী, সকল ত্যাগী, এস' দুঃসহদুঃখভাগী—
এস' দুর্জয়শক্তিসম্পদ মুক্তবন্ধ সমাজ হে।
এস' জ্ঞানী, এস' কর্মী নাশ' ভারতলাজ হে।
এস' মঙ্গল, এস' গৌরব,
এস' অক্ষয়পুণ্যসৌরভ,
এস' তেজঃসূর্য উজ্জ্বল কীর্তি-অম্বর মাঝ হে
বীরধর্মে পুণ্যকর্মে বিশ্বহৃদয়ে রাজ' হে।
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ' হে।
জয় জয় নরোত্তম, পুরুষসত্তম,
জয় তপস্বিরাজ হে।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় হে॥

১৮

আগে চল্, আগে চল্ ভাই!
পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে,

বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই!
আগে চল্, আগে চল্ ভাই॥
প্রতি নিমেষেই যেতেছে সময়,
দিন ক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়—
'সময় সময়' ক'রে পাজি পুঁথি ধ'রে
সময় কোথা পাবি বল্ ভাই!
আগে চল্, আগে চল্ ভাই॥

পিছায়ে যে আছে তারে ডেকে নাও
নিয়ে যাও সাথে করে—
কেহ নাহি আসে, একা চলে যাও
মহত্ত্বের পথ ধরে।
পিছু হতে ডাকে মায়ার কাঁদন,
ছিঁড়ে চলে যাও মোহের বাঁধন—
সাধিতে হইবে প্রাণের সাধন,
মিছে নয়নের জল ভাই!
আগে চল্, আগে চল্ ভাই॥

চিরদিন আছি ভিখারির বেশে
জগতের পথপাশে—
যারা চলে যায় কৃপাচোখে চায়,
পদধুলা উড়ে আসে।
ধূলিশয্যা ছেড়ে ওঠো ওঠো সবে
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে—
তা যদি না পারো চেয়ে দেখো তবে
ওই আছে রসাতল ভাই!
আগে চল্, আগে চল্ ভাই॥

১৯

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে।

কে আছ জাগিয়া পুরবে চাহিয়া,

বলো 'উঠ উঠ' সঘনে গভীরনিদ্রামগনে॥

হেরো তিমিররজনী যায় ওই, হাসে উষা নব জ্যোতির্ময়ী—

নব আনন্দে, নব জীবনে,

ফুল্ল কুসুমে, মধুর পবনে, বিহগকলকূজনে॥

হেরো আশার আলোকে জাগে শুকতারা উদয়-অচল-পথে,

কিরণকিরীটে তরুণ তপন উঠিছে অরুণরথে—

চলো যাই কাজে মানবসমাজে, চলো বাহিরিয়া জগতের মাঝে—

থেকো না অলস শয়নে, থেকো না মগন স্বপনে॥

যায় লাজ ত্রাস, আলস বিলাস কুহক মোহ যায়।

ওই দূর হয় শোক সংশয় দুঃখ স্বপনপ্রায়।

ফেলো জীর্ণ চীর, পরো নব সাজ, আরম্ভ করো জীবনের কাজ—

সরল সবল আনন্দমনে, অমল অটল জীবনে॥

২০

বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—

পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান॥

বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ—

পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান॥

বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা—

সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান॥

বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন—

এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান॥

২১

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি

তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!

ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে !
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ॥
ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরণ।
ওগো মা, তোমার কী মুরতি আজি দেখি রে !
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ॥
তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশতলে রৌদ্রবসনী !
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে !
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ॥
যখন অনাদরে চাই নি মুখে ভেবেছিলেম দুঃখিনী মা
আছে ভাঙা ঘরে একলা পড়ে, দুখের বুঝি নাইকো সীমা।
কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ, কোথা সে তোর মলিন হাসি—
আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল ওই চরণের দীপ্তিরাশি !
ওগো মা, তোমার কী মুরতি আজি দেখি রে !
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ॥
আজি দুখের রাতে সুখের স্রোতে ভাসাও ধরণী—
তোমার অভয় বাজে হৃদয়মাঝে হৃদয়হরণী !
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে !
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ॥

২২

আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছেকথা ছলনা ?।
এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস, কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আশ,
এ যে বুক-ফাটা দুখে গুমরিছে বুকে গভীর মরমবেদনা।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছেকথা ছলনা ?।
এসেছি কি হেথা যশের কাঙালি কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি-

মিছে কথা কয়ে, মিছে যশ লয়ে, মিছে কাজে নিশিযাপনা!
কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ, কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ—
কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে সকল প্রাণের কামনা?
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছেকথা ছলনা?।

২৩

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী, মা,
অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী জনকজননিজননী॥
নীলসিন্ধুজলধৌতচরণতল, অনিলবিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল,
অম্বরচুম্বিতভালহিমাচল, শুভ্রতুষারকিরীটিনী॥
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে, প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী।
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন—
জাহ্নবীযমুনা বিগলিত করুণা পুণ্যপীযুষস্তন্যবাহিনী॥

২৪

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালোবেসে॥
জানি নে তোর ধনরতন আছে কি না রানীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে॥
কোন্ বনেতে জানি নে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ওই আলোতেই নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে॥

২৫

যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মা!
আমি তোমার চরণ—
মা গো, আমি তোমার চরণ করব শরণ, আর কারো ধার ধারব না মা॥
কে বলে তোর দরিদ্র ঘর, হৃদয়ে তোর রতনরাশি—

আমি জানি গো তার মূল্য জানি, পরের আদর কাড়ব না মা ॥
মানের আশে দেশবিদেশে যে মরে সে মরুক ঘুরে—
তোমার ছেঁড়া কাঁথা আছে পাতা, ভুলতে সে যে পারব না মা ॥
ধনে মানে লোকের টানে ভুলিয়ে নিতে চায় যে আমায়—
ও মা, ভয় যে জাগে শিয়র-বাগে, কারো কাছেই হারব না মা ॥

২৬

যে তোরে পাগল বলে তারে তুই বলিস নে কিছু ॥
আজকে তোরে কেমন ভেবে অঙ্গে যে তোর ধুলো দেবে
কাল সে প্রাতে মালা হাতে আসবে রে তোর পিছু-পিছু ॥
আজকে আপন মানের ভরে থাক্ সে বসে গদির 'পরে—
কালকে প্রেমে আসবে নেমে, করবে সে তার মাথা নিচু ॥

২৭

ওরে, তোরা নেই বা কথা বললি,
দাঁড়িয়ে হাটের মধ্যিখানে নেই জাগালি পল্লী ॥
মরিস মিথ্যে ব'কে ঝ'কে, দেখে কেবল হাসে লোকে,
নাহয় নিয়ে আপন মনের আগুন মনে মনেই জ্বললি ॥
অন্তরে তোর আছে কী যে নেই রটালি নিজে নিজে,
নাহয় বাদ্যগুলো বন্ধ রেখে চুপেচাপেই চললি ॥
কাজ থাকে তো কর্ গে না কাজ, লাজ থাকে তো ঘুচা গে লাজ,
ওরে, কে যে তোরে কী বলেছে নেই বা তাতে টললি ॥

২৮

যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা-না। তবে তুই ফিরে যা-না।
যদি তোর ভয় থাকে তো করি মানা ॥
যদি তোর ঘুম জড়িয়ে থাকে গায়ে ভুলবি যে পথ পায়ে পায়ে,
যদি তোর হাত কাঁপে তো নিবিয়ে আলো সবারে করবি কানা ॥
যদি তোর ছাড়তে কিছু না চাহে মন করিস ভারী বোঝা আপন—
তবে তুই সইতে কভু পারবি নে রে এ বিষম পথের টানা ॥

যদি তোর আপনা হতে অকারণে সুখ সদা না জাগে মনে
তবে তুই তর্ক ক'রে সকল কথা করিবি নানাখানা ॥

২৯

মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে ?
তারা যে করে হেলা, মারে ঢেলা, ভিক্ষাঝুলি দেখতে পেলে ॥
ক'রেছি মাথা নিচু, চলেছি যাহার পিছু
যদি বা দেয় সে কিছু অবহেলে—
তবু কি এমনি করে ফিরব ওরে আপন মায়ের প্রসাদ ফেলে ?।
কিছু মোর নেই ক্ষমতা সে যে ঘোর মিথ্যে কথা,
এখনো হয় নি মরণ শক্তিশেলে—
আমাদের আপন শক্তি আপন ভক্তি চরণে তোর দেব মেলে ॥
নেব গো মেগে-পেতে যা আছে তোর ঘরেতে,
দে গো তোর আঁচল পেতে চিরকেলে—
আমাদের সেইখেনে মান, সেইখেনে প্রাণ, সেইখেনে দিই হৃদয় ঢেলে ॥

৩০

ছি ছি, চোখের জলে ভেজাস নে আর মাটি।
এবার কঠিন হয়ে থাক্‌-না ওরে, বক্ষোদুয়ার আঁটি—
জোরে বক্ষোদুয়ার আঁটি ॥
পরানটাকে গলিয়ে ফেলে দিস নে, রে ভাই, পথে ঢেলে
মিথ্যে অকাজে—
ওরে নিয়ে তারে চলবি পারে কতই বাধা কাটি,
পথের কতই বাধা কাটি ॥
দেখলে ও তোর জলের ধারা ঘরে পরে হাসবে যারা
তারা চার দিকে—
তাদের দ্বারেই গিয়ে কান্না জুড়িস, যায় না কি বুক ফাটি,
লাজে যায় না কি বুক ফাটি ?।

দিনের বেলা জগৎ-মাঝে সবাই যখন চলছে কাজে আপন গরবে—
তোরা পথের ধারে ব্যথা নিয়ে করিস ঘাঁটাঘাঁটি—
কেবল করিস ঘাঁটাঘাঁটি ॥

৩১

ঘরে মুখ মলিন দেখে গলিস নে— ওরে ভাই,
বাইরে মুখ আঁধার দেখে টলিস নে— ওরে ভাই ॥
যা তোমার আছে মনে সাধো তাই পরানপণে,
শুধু তাই দশজনারে বলিস নে— ওরে ভাই ॥
একই পথ আছে ওরে, চলো সেই রাস্তা ধরে,
যে আসে তারই পিছে চলিস নে— ওরে ভাই!
থাক্-না আপন কাজে, যা খুশি বলুক-না যে,
তা নিয়ে গায়ের জ্বালায় জ্বলিস নে— ওরে ভাই ॥

৩২

এখন আর দেরি নয়, ধর্ গো তোরা হাতে হাতে ধর্ গো।
আজ আপন পথে ফিরতে হবে সামনে মিলন-স্বর্গ ॥
ওরে ওই উঠেছে শঙ্খ বেজে, খুলল দুয়ার মন্দিরে যে—
লগ্ন বয়ে যায় পাছে, ভাই, কোথায় পূজার অর্ঘ্য?॥
এখন যার যা-কিছু আছে ঘরে সাজা পূজার থালার 'পরে,
আত্মদানের উৎসধারায় মঙ্গলঘট ভর্ গো।
আজ নিতেও হবে, আজ দিতেও হবে, দেরি কেন করিস তবে—
বাঁচতে যদি হয় বেঁচে নে, মরতে হয় তো মর্ গো ॥

৩৩

বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি, বারে বারে হেলিস নে ভাই!
শুধু তুই ভেবে ভেবেই হাতের লক্ষ্মী ঠেলিস নে ভাই ॥
একটা কিছু করে নে ঠিক, ভেসে ফেরা মরার অধিক—
বারেক এ দিক বারেক ও দিক, এ খেলা আর খেলিস নে ভাই ॥

মেলে কিনা মেলে রতন করতে তবু হবে যতন—
না যদি হয় মনের মতন চোখের জলটা ফেলিস নে ভাই!
ভাসাতে হয় ভাসা ভেলা, করিস নে আর হেলাফেলা—
পেরিয়ে যখন যাবে বেলা তখন আঁখি মেলিস নে ভাই॥

৩৪

আমরা পথে পথে যাব সারে সারে,
তোমার নাম গেয়ে ফিরিব দ্বারে দ্বারে॥
বলব 'জননীকে কে দিবি দান,
কে দিবি ধন তোরা কে দিবি প্রাণ'—
'তোদের মা ডেকেছে' কব বারে বারে॥
তোমার নামে প্রাণের সকল সুর
আপনি উঠবে বেজে সুধামধুর
মোদের হৃদয়যন্ত্রেরই তারে তারে।
বেলা গেলে শেষে তোমারই পায়ে
এনে দেব সবার পূজা কুড়ায়ে
তোমার সন্তানেরই দান ভারে ভারে॥

৩৫

এ ভারতে রাখো নিত্য, প্রভু, তব শুভ আশীর্বাদ—
তোমার অভয়, তোমার অজিত অমৃত বাণী,
তোমার স্থির অমর আশা॥
অনির্বাণ ধর্ম আলো সবার ঊর্ধ্বে জ্বালো জ্বালো,
সঙ্কটে দুর্দিনে হে,
রাখো তারে অরণ্যে তোমারই পথে॥
বক্ষে বাঁধি দাও তার বর্ম তব নির্বিদার,
নিঃশঙ্কে যেন সঞ্চরে নির্ভীক।
পাপের নিরখি জয় নিষ্ঠা তবুও রয়—
থাকে তব চরণে অটল বিশ্বাসে॥

৩৬

রইল বলে রাখলে কারে, হুকুম তোমার ফলবে কবে?
তোমার টানাটানি টিঁকবে না ভাই, রবার যেটা সেটাই রবে॥
যা-খুশি তাই করতে পারো গায়ের জোরে রাখো মারো-
যাঁর গায়ে সব ব্যথা বাজে তিনি যা সন সেটাই সবে॥
অনেক তোমার টাকা কড়ি, অনেক দড়া অনেক দড়ি,
অনেক অশ্ব অনেক করী— অনেক তোমার আছে ভবে।
ভাবছ হবে তুমিই যা চাও, জগৎটাকে তুমিই নাচাও—
দেখবে হঠাৎ নয়ন খুলে হয় না যেটা সেটাও হবে॥

৩৭

জননীর দ্বারে আজি ওই শুন গো শঙ্খ বাজে।
থেকো না থেকো না, ওরে ভাই, মগন মিথ্যা কাজে॥
অর্ঘ্য ভরিয়া আনি ধরো গো পূজার থালি,
রতনপ্রদীপখানি যতনে আনো গো জ্বালি,
ভরি লয়ে দুই পাণি বহি আনো ফুলডালি,
মার আহ্বানবাণী রটাও ভুবনমাঝে॥
আজি প্রসন্ন পবনে নবীন জীবন ছুটিছে।
আজি প্রফুল্ল কুসুমে নব সুগন্ধ উঠিছে।
আজি উজ্জ্বল ভালে তোলো উন্নত মাথা,
নবসঙ্গীততালে গাও গম্ভীর গাথা,
পরো মাল্য কপালে নবপল্লব-গাঁথা,
শুভ সুন্দর কালে সাজো সাজো নব সাজে॥

৩৮

আজি এ ভারত লজ্জিত হে,
হীনতাপঙ্কে মজ্জিত হে॥
নাহি পৌরুষ, নাহি বিচারণা, কঠিন তপস্যা, সত্যসাধনা—
অন্তরে বাহিরে ধর্মে কর্মে সকলই ব্রহ্মবিবর্জিত হে॥

ধিক্কৃত লাঞ্ছিত পৃথ্বী'পরে, ধূলিবিলুণ্ঠিত সুপ্তিভরে—
রুদ্র, তোমার নিদারুণ বজ্রে করো তারে সহসা তর্জিত হে ॥
পর্বতে প্রান্তরে নগরে গ্রামে জাগ্রত ভারত ব্রহ্মের নামে,
পুণ্যে বীর্যে অভয়ে অমৃতে হইবে পলকে সজ্জিত হে ॥

৩৯

চলো যাই, চলো, যাই চলো, যাই—
চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে
চলো দুর্জয় প্রাণের আনন্দে।
চলো মুক্তিপথে,
চলো বিঘ্নবিপদজয়ী মনোরথে
করো ছিন্ন, করো ছিন্ন, করো ছিন্ন—
স্বপ্নকুহক করো ছিন্ন।
থেকো না জড়িত অবরুদ্ধ
জড়তার জর্জর বন্ধে।
বলো জয় বলো, জয় বলো, জয়—
মুক্তির জয় বলো ভাই ॥

চলো দুর্গমদূরপথযাত্রী চলো দিবারাত্রি,
করো জয়যাত্রা,
চলো বহি নির্ভয় বীর্যের বার্তা,
বলো জয় বলো, জয় বলো, জয়—
সত্যের জয় বলো ভাই ॥

দূর করো সংশয়শঙ্কার ভার,
যাও চলি তিমিরদিগন্তের পার।
কেন যায় দিন হায় দুশ্চিন্তার দ্বন্দ্বে—
চলো দুর্জয় প্রাণের আনন্দে।
চলো জ্যোতির্লোকে জাগ্রত চোখে—

বলো জয় বলো, জয় বলো, জয়—

বলো নির্মল জ্যোতির জয় বলো ভাই ॥

হও মৃত্যুতোরণ উত্তীর্ণ,

যাক, যাক ভেঙে যাক যাহা জীর্ণ।

চলো অভয় অমৃতময় লোকে, অজর অশোকে,

বলো জয় বলো, জয় বলো, জয়—

অমৃতের জয় বলো ভাই ॥

৪০

শুভ কর্মপথে ধর' নির্ভয় গান।

সব দুর্বল সংশয় হোক অবসান।

চির- শক্তির নির্ঝর নিত্য ঝরে

লহ' সে অভিষেক ললাট'পরে।

তব জাগ্রত নির্মল নূতন প্রাণ

ত্যাগব্রতে নিক দীক্ষা,

বিঘ্ন হতে নিক শিক্ষা—

নিষ্ঠুর সঙ্কট দিক সম্মান।

দুঃখই হোক তব বিত্ত মহান।

চল' যাত্রী, চল' দিনরাত্রি—

কর' অমৃতলোকপথ অনুসন্ধান।

জড়তাতামস হও উত্তীর্ণ,

ক্লান্তিজাল কর' দীর্ণ বিদীর্ণ—

দিন-অন্তে অপরাজিত চিত্তে

মৃত্যুতরণ তীর্থে কর' স্নান ॥

৪১

ওরে, নূতন যুগের ভোরে

দিস নে সময় কাটিয়ে বৃথা সময় বিচার করে ॥

কী রবে আর কী রবে না, কী হবে আর কী হবে না
ওরে হিসাবি,
এ সংশয়ের মাঝে কি তোর ভাবনা মিশাবি?।
যেমন করে ঝর্না নামে দুর্গম পর্বতে
নির্ভাবনায় ঝাঁপ দিয়ে পড় অজানিতের পথে।
জাগবে ততই শক্তি যতই হানবে তোরে মানা,
অজানাকে বশ ক'রে তুই করবি আপন জানা।
চলায় চলায় বাজবে জয়ের ভেরী—
পায়ের বেগেই পথ কেটে যায়, করিস নে আর দেরি॥

৪২

ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।
একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো॥
দুন্দুভিতে হল রে কার আঘাত শুরু,
বুকের মধ্যে উঠল বেজে গুরুগুরু—
পালায় ছুটে সুপ্তিরাতের স্বপ্নে-দেখা মন্দ ভালো॥
নিরুদ্দেশের পথিক আমায় ডাক দিলে কি—
দেখতে তোমায় না যদি পাই নাই-বা দেখি।
ভিতর থেকে ঘুচিয়ে দিলে চাওয়া পাওয়া,
ভাবনাতে মোর লাগিয়ে দিলে ঝড়ের হাওয়া
বজ্রশিখায় এক পলকে মিলিয়ে দিলে সাদা কালো॥

৪৩

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে,
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে,
ততই মোদের আঁখি ফুটবে।
আজকে যে তোর কাজ করা চাই, স্বপ্ন দেখার সময় তো নাই—

এখন ওরা যতই গর্জাবে, ভাই, তন্দ্রা ততই ছুটবে,
মোদের তন্দ্রা ততই ছুটবে॥
ওরা ভাঙতে যতই চাবে জোরে গড়বে ততই দ্বিগুণ করে,
ওরা যতই রাগে মারবে রে ঘা ততই যে ঢেউ উঠবে।
তোরা ভরসা না ছাড়িস কভু, জেগে আছেন জগৎ-প্রভু—
ওরা ধর্ম যতই দলবে ততই ধুলায় ধ্বজা লুটবে,
ওদের ধুলায় ধ্বজা লুটবে॥

৪৪

বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান—
তুমি কি এমনি শক্তিমান!
আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এমন অভিমান—
তোমাদের এমনি অভিমান॥
চিরদিন টানবে পিছে, চিরদিন রাখবে নীচে—
এত বল নাই রে তোমার, সবে না সেই টান॥
শাসনে যতই ঘেরো আছে বল দুর্বলেরও,
হও-না যতই বড়ো আছেন ভগবান।
আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নে রে,
বোঝা তোর ভারী হলেই ডুববে তরীখান॥

৪৫

খ্যাপা তুই আছিস আপন খেয়াল ধরে।
যে আসে তোরই পাশে, সবাই হাসে দেখে তোরে॥
জগতে যে যার আছে আপন কাজে দিবানিশি।
তারা পায় না বুঝে তুই কী খুঁজে ক্ষেপে-বেড়াস জনম ভ'রে॥
তোর নাই অবসর, নাইকো দোসর ভবের মাঝে।
তোরে চিনতে যে চাই, সময় না পাই নানান কাজে।

বিবিধ বর্দ্ধন কাঠারে ভূমি

এমন অভিমান!

তুমি কি এমন শক্তিমান!

আমাদের ভাগ্যলক্ষ্মী তোমার হাতে

এমন অভিমান

তোমাদের এমনি অভিমান!

চিরদিন [illegible] চাকরে [illegible] দিয়েছ [illegible]

চিরদিন রাখবে [illegible] নীচে,

এক [illegible] বর্ণ [illegible] নাইরে তোমার

[illegible] সবেনা সেই টান।

[illegible] আঁধারে [illegible] যতই ঘোরো

আছে [illegible] হল দুর্দিনেরো,

[illegible] হওনা যতই বড়

[illegible] আছেন তারা

আমাদের শক্তি মোর

তোমার বাঁচাবে যে,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

তারা তোর ডাক দিলেই

ডুববে তরীখান!

শিশির
[illegible]
ফাল্গুন
১৩১২

ওরে, তুই কী শুনাতে এত প্রাতে মরিস ডেকে ?
এ যে বিষম জ্বালা ঝালাপালা, দিবি সবায় পাগল করে।
ওরে, তুই কী এনেছিস, কী টেনেছিস ভাবের জালে ?
তার কি মূল্য আছে কারো কাছে কোনো কালে ?।
আমরা লাভের কাজে হাটের মাঝে ডাকি তোরে !
তুই কি সৃষ্টিছাড়া, নাইকো সাড়া, রয়েছিস কোন্ নেশার ঘোরে ?
এ জগৎ আপন মতে আপন পথে চলে যাবে—
বসে তুই আর-এক কোণে নিজের মনে নিজের ভাবে ॥
ওরে ভাই, ভাবের সাথে ভবের মিলন হবে কবে—
মিছে তুই তারি লাগি আছিস জাগি না জানি কোন্ আশার জোরে ॥

৪৬

সাধন কি মোর আসন নেবে হট্টগোলের কাঁধে ?
খাঁটি জিনিস হয় রে মাটি নেশার পরমাদে ॥
কথায় তো শোধ হয় না দেনা, গায়ের জোরে জোড় মেলে না—
গোলেমালে ফল কি ফলে জোড়াতাড়ার ছাঁদে ?।
কে বলো তো বিধাতারে তাড়া দিয়ে ভোলায় ?
সৃষ্টিকরের ধন কি মেলে জাদুকরের ঝোলায় ?
মস্ত-বড়োর লোভে শেষে মস্ত ফাঁকি জোটে এসে,
ব্যস্ত-আশা জড়িয়ে পড়ে সর্বনাশার ফাঁদে ॥

প্রেম

১

চিত্ত পিপাসিত রে

গীতসুধার তরে ॥

তাপিত শুষ্কলতা বর্ষণ যাচে যথা

কাতর অন্তর মোর লুণ্ঠিত ধূলি-'পরে

গীতসুধার তরে ॥

আজি বসন্তনিশা, আজি অনন্ত তৃষা,

আজি এ জাগ্রত প্রাণ তৃষিত চকোর-সমান

গীতসুধার তরে ।

চন্দ্র অতন্দ্র নভে জাগিছে সুপ্ত ভবে,

অন্তর বাহির আজি কাঁদে উদাস স্বরে

গীতসুধার তরে ॥

২

আমার মনের মাঝে যে গান বাজে শুনতে কি পাও গো

আমার চোখের 'পরে আভাস দিয়ে যখনি যাও গো ॥

রবির কিরণ নেয় যে টানি ফুলের বুকের শিশিরখানি,

আমার প্রাণের সে গান তুমি তেমনি কি নাও গো ॥

আমার উদাস হৃদয় যখন আসে বাহির-পানে

আপনাকে যে দেয় ধরা সে সকলখানে ।

কচি পাতা প্রথম প্রাতে কী কথা কয় আলোর সাথে,

আমার মনের আপন কথা বলে যে তাও গো ॥

৩

কাহার গলায় পরাবি গানের রতনহার,

তাই কি বীণায় লাগালি যতনে নূতন তার ॥

কানন পরেছে শ্যামল দুকূল, আমের শাখাতে নূতন মুকুল,

নবীনের মায়া করিল আকুল হিয়া তোমার ॥

যে কথা তোমার কোনো দিন আর   হয় নি বলা
নাহি জানি কারে তাই বলিবারে   করে উতলা!
দখিনপবনে বিহ্বলা ধরা   কাকলিকূজনে হয়েছে মুখরা,
আজি নিখিলের বাণীমন্দিরে   খুলেছে দ্বার॥

৪

যে ছায়ারে ধরব বলে করেছিলেম পণ
আজ সে মেনে নিল আমার গানেরই বন্ধন॥
আকাশে যার পরশ মিলায়   শরতমেঘের ক্ষণিক লীলায়
আপন সুরে আজ শুনি তার নূপুরগুঞ্জন॥
অলস দিনের হাওয়ায়
গন্ধখানি মেলে যেত গোপন আসা-যাওয়ায়।
আজ শরতের ছায়ানটে   মোর রাগিণীর মিলন ঘটে,
সেই মিলনের তালে তালে বাজায় সে কঙ্কণ॥

৫

গানগুলি মোর শৈবালেরই দল—
ওরা   বন্যাধারায়   পথ যে হারায়
উদ্দাম চঞ্চল॥
ওরা   কেনই আসে যায় বা চলে,   অকারণের হাওয়ায় দোলে—
চিহ্ন কিছুই যায় না রেখে, পায় না কোনো ফল॥
ওদের   সাধন তো নাই,   কিছু   সাধন তো নাই,
ওদের   বাঁধন তো নাই,   কোনো   বাঁধন তো নাই।
উদাস ওরা উদাস করে   গৃহহারা পথের স্বরে,
ভুলে-যাওয়ার স্রোতের 'পরে করে টলোমল॥

৬

তোমায়   গান শোনাব তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ
ওগো   ঘুম-ভাঙানিয়া।

বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাক'
ওগো দুখজাগানিয়া॥
এল আঁধার ঘিরে, পাখি এল নীড়ে,
তরী এল তীরে—
শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় নাকো
ওগো দুখজাগানিয়া॥
আমার কাজের মাঝে মাঝে
কান্নাহাসির দোলা তুমি থামতে দিলে না যে।
আমায় পরশ ক'রে প্রাণ সুধায় ভ'রে
তুমি যাও যে সরে—
বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাক
ওগো দুখজাগানিয়া॥

৭

গানের ডালি ভরে দে গো উষার কোলে—
আয় গো তোরা, আয় গো তোরা, আয় গো চলে॥
চাঁপার কলি চাঁপার গাছে সুরের আশায় চেয়ে আছে,
কান পেতেছে নতুন পাতা গাইবি ব'লে॥
কমলবরণ গগন-মাঝে
কমলচরণ ওই বিরাজে।
ওইখানে তোর সুর ভেসে যাক, নবীন প্রাণের ওই দেশে যাক,
ওই যেখানে সোনার আলোর দুয়ার খোলে॥

৮

ওরে আমার হৃদয় আমার, কখন তোরে প্রভাতকালে
দীপের মতো গানের স্রোতে কে ভাসালে॥
যেন রে তুই হঠাৎ বেঁকে শুকনো ডাঙায় যাস নে ঠেকে,
জড়াস নে শৈবালের জালে॥

তীর যে হোথা স্থির রয়েছে, ঘরের প্রদীপ সেই জ্বালালো—
অচল রহে তাহার আলো।
গানের প্রদীপ তুই যে গানে চলবি ছুটে অকূল-পানে
চপল ঢেউয়ের আকুল তালে॥

৯

কাল রাতের বেলা গান এল মোর মনে,
তখন তুমি ছিলে না মোর সনে॥
যে কথাটি বলব তোমায় ব'লে কাটল জীবন নীরব চোখের জলে
সেই কথাটি সুরের হোমানলে উঠল জ্বলে একটি আঁধার ক্ষণে—
তখন তুমি ছিলে না মোর সনে॥
ভেবেছিলেম আজকে সকাল হলে
সেই কথাটি তোমায় যাব বলে।
ফুলের উদাস সুবাস বেড়ায় ঘুরে পাখির গানে আকাশ গেল পূরে,
সেই কথাটি লাগল না সেই সুরে যতই প্রয়াস করি পরানপণে—
যখন তুমি আছ আমার সনে॥

১০

মনে রবে কি না রবে আমারে সে আমার মনে নাই।
ক্ষণে ক্ষণে আসি তব দুয়ারে, অকারণে গান গাই॥
চলে যায় দিন, যতখন আছি পথে যেতে যদি আসি কাছাকাছি
তোমার মুখের চকিত সুখের হাসি দেখিতে যে চাই—
তাই অকারণে গান গাই॥
ফাগুনের ফুল যায় ঝরিয়া ফাগুনের অবসানে—
ক্ষণিকের মুঠি দেয় ভরিয়া, আর কিছু নাহি জানে।
ফুরাইবে দিন, আলো হবে ক্ষীণ, গান সারা হবে, থেমে যাবে বীন,
যতখন থাকি ভরে দিবে না কি এ খেলারই ভেলাটাই—
তাই অকারণে গান গাই॥

১১

আকাশে আজ কোন্ চরণের আসা-যাওয়া।
বাতাসে আজ কোন্ পরশের লাগে হাওয়া॥
অনেক দিনের বিদায়বেলার ব্যাকুল বাণী
আজ উদাসীর বাঁশির সুরে কে দেয় আনি—
বনের ছায়ায় তরুণ চোখের করুণ চাওয়া॥
কোন্ ফাগুনে যে ফুল ফোটা হল সারা
মৌমাছিদের পাখায় পাখায় কাঁদে তারা।
বকুলতলায় কাজ-ভোলা সেই কোন্ দুপুরে
যে-সব কথা ভাসিয়ে দিলেম গানের সুরে
ব্যথায় ভ'রে ফিরে আসে সে গান-গাওয়া॥

১২

নিদ্রাহারা রাতের এ গান বাঁধব আমি কেমন সুরে।
কোন্ রজনীগন্ধা হতে আনব সে তান কণ্ঠে পূরে॥
সুরের কাঙাল আমার ব্যথা ছায়ার কাঙাল রৌদ্র যথা
সাঁঝ-সকালে বনের পথে উদাস হয়ে বেড়ায় ঘুরে॥
ওগো, সে কোন্ বিহান বেলায় এই পথে কার পায়ের তলে
নাম-না-জানা তৃণকুসুম শিউরেছিল শিশিরজলে।
অলকে তার একটি গুছি করবীফুল রক্তরুচি,
নয়ন করে কী ফুল চয়ন নীল গগনে দূরে দূরে॥

১৩

আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল ভুলায়ে,
সে যে বাসা বাঁধে নীরব মনের কুলায়ে॥
মেঘের দিনে শ্রাবণ মাসে যূথীবনের দীর্ঘশ্বাসে
আমার-প্রাণে সে দেয় পাখার ছায়া বুলায়ে॥
যখন শরৎ কাঁপে শিউলিফুলের হরষে
নয়ন ভরে যে সেই গোপন গানের পরশে।

গভীর রাতে কী সুর লাগায় আধো-ঘুমে আধো-জাগায়,
আমার স্বপন-মাঝে দেয় যে কী দোল দুলায়ে ॥

১৪

যায় নিয়ে যায় আমায় আপন গানের টানে
ঘর-ছাড়া কোন্ পথের পানে ॥
নিত্যকালের গোপন কথা বিশ্বপ্রাণের ব্যাকুলতা
আমার বাঁশি দেয় এনে দেয় আমার কানে ॥
মনে যে হয় আমার হৃদয় কুসুম হয়ে ফোটে,
আমার হিয়া উচ্ছলিয়া সাগরে ঢেউ ওঠে।
পরান আমার বাঁধন হারায় নিশীথরাতের তারায় তারায়,
আকাশ আমায় কয় কী-যে কয় কেই বা জানে ॥

১৫

দিয়ে গেনু বসন্তের এই গানখানি—
বরষ ফুরায়ে যাবে, ভুলে যাবে জানি ॥
তবু তো ফাল্গুনরাতে এ গানের বেদনাতে
আঁখি তব ছলোছলো, এই বহু মানি ॥
চাহি না রহিতে বসে ফুরাইলে বেলা,
তখনি চলিয়া যাব শেষ হলে খেলা।
আসিবে ফাল্গুন পুন, তখন আবার শুনো
নব পথিকেরই গানে নূতনের বাণী ॥

১৬

গান আমার যায় ভেসে যায়—
চাস্ নে ফিরে, দে তারে বিদায় ॥
সে যে দখিনহাওয়ায় মুকুল ঝরা, ধুলায় আঁচল হেলায় ভরা,
সে যে শিশির-ফোঁটার মালা গাঁথা বনের আঙিনায় ॥

কাঁদন-হাসির আলোছায়া সারা অলস বেলা—
মেঘের গায়ে রঙের মায়া, খেলার পরে খেলা।
ভুলে-যাওয়ার বোঝাই ভরি গেল চলে কতই তরী—
উজান বায়ে ফেরে যদি কে রয় সে আশায়॥

১৭

সময় কারো যে নাই, ওরা চলে দলে দলে—
গান হায় ডুবে যায় কোন্ কোলাহলে॥
পাষাণে রচিছে কত কীর্তি ওরা সবে বিপুল গরবে,
যায় আর বাঁশি-পানে চায় হাসিছলে॥
বিশ্বের কাজের মাঝে জানি আমি জানি
তুমি শোন মোর গানখানি।
আঁধার মথন করি যবে লও তুলি গ্রহতারাগুলি
শোন যে নীরবে তব নীলাম্বরতলে॥

১৮

এই কথাটি মনে রেখো, তোমাদের এই হাসিখেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়।
শুকনো ঘাসে শূন্য বনে আপন-মনে
অনাদরে অবহেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়॥
দিনের পথিক মনে রেখো, আমি চলেছিলেম রাতে
সন্ধ্যাপ্রদীপ নিয়ে হাতে।
যখন আমায় ও-পার থেকে গেল ডেকে ভেসেছিলেম ভাঙা ভেলায়।
আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়॥

১৯

আসা-যাওয়ার পথের ধারে গান গেয়ে মোর কেটেছে দিন।
যাবার বেলায় দেব কারে বুকের কাছে বাজল যে বীন॥

স্বরগুলি তার নানা ভাগে রেখে যাব পুষ্পরাগে,
মীড়গুলি তার মেঘের রেখায় স্বর্ণলেখায় করব বিলীন ॥
কিছু বা সে মিলনমালায় যুগলগলায় রইবে গাঁথা,
কিছু বা সে ভিজিয়ে দেবে দুই চাহনির চোখের পাতা।
কিছু বা কোন্ চৈত্রমাসে বকুল-ঢাকা বনের ঘাসে
মনের কথার টুকরো আমার কুড়িয়ে পাবে কোন উদাসীন ॥

২০

গানের ভেলায় বেলা অবেলায় প্রাণের আশা
ভোলা মনের স্রোতে ভাসা ॥
কোথায় জানি ধায় সে বাণী, দিনের শেষে
কোন ঘাটে যে ঠেকে এসে চিরকালের কাঁদা-হাসা ॥
এমনি খেলার ঢেউয়ের দোলে
খেলার পারে যাবি চলে।
পালের হাওয়ার ভরসা তোমার— করিস নে ভয়
পথের কড়ি না যদি রয়, সঙ্গে আছে বাঁধন-নাশা ॥

২১

অনেক দিনের আমার যে গান আমার কাছে ফিরে আসে
তারে আমি শুধাই, তুমি ঘুরে বেড়াও কোন্ বাতাসে ॥
যে ফুল গেছে সকল ফেলে গন্ধ তাহার কোথায় পেলে,
যার আশা আজ শূন্য হল কী সুর জাগাও তাহার আশে ॥
সকল গৃহ হারালো যার তোমার তানে তারি বাসা,
যার বিরহের নাই অবসান তার মিলনের আনে ভাসা।
শুকালো যেই নয়নবারি তোমার সুরে কাঁদন তারি,
ভোলা দিনের বাহন তুমি স্বপন ভাসাও দূর আকাশে ॥

২২

পাখি আমার নীড়ের পাখি অধীর হল কেন জানি—
আকাশ-কোণে যায় শোনা কি ভোরের আলোর কানাকানি ॥

ডাক উঠেছে মেঘে মেঘে, অলস পাখা উঠল জেগে—
লাগল তারে উদাসী ওই নীল গগনের পরশখানি ॥
আমার নীড়ের পাখি এবার উধাও হল আকাশ-মাঝে।
যায় নি কারো সন্ধানে সে, যায় নি যে সে কোনো কাজে।
গানের ভরা উঠল ভরে, চায় দিতে তাই উজাড় করে—
নীরব গানের সাগর-মাঝে আপন প্রাণের সকল বাণী ॥

২৩

ছুটির বাঁশি বাজল যে ওই নীল গগনে,
আমি কেন একলা বসে এই বিজনে ॥
বাঁধন টুটে উঠবে ফুটে শিউলিগুলি,
তাই তো কুঁড়ি কানন জুড়ি উঠছে দুলি,
শিশির-ধোওয়া হাওয়ার ছোঁওয়া লাগল বনে—
সুর খুঁজে তাই শূন্যে তাকাই আপন-মনে ॥
বনের পথে কী মায়াজাল হয় যে বোনা,
সেইখানেতে আলোছায়ার চেনাশোনা।
ঝরে-পড়া মালতী তার গন্ধশ্বাসে
কান্না-আভাস দেয় মেলে ওই ঘাসে ঘাসে,
আকাশ হাসে শুভ্র কাশের আন্দোলনে—
সুর খুঁজে তাই শূন্যে তাকাই আপন-মনে ॥

২৪

বাঁশি আমি বাজাই নি কি পথের ধারে ধারে।
গান গাওয়া কি হয় নি সারা তোমার বাহির-দ্বারে ॥
ওই-যে দ্বারের যবনিকা নানা বর্ণে চিত্রে লিখা
নানা সুরের অর্ঘ্য হোথায় দিলেম বারে বারে ॥
আজ যেন কোন্ শেষের বাণী শুনি জলে স্থলে—
'পথের বাঁধন ঘুচিয়ে ফেলো' এই কথা সে বলে।
মিলন-ছোঁওয়া বিচ্ছেদেরই অন্তবিহীন ফেরাফেরি
কাটিয়ে দিয়ে যাও গো নিয়ে আনাগোনার পারে ॥

২৫

তোমার শেষের গানের রেশ নিয়ে কানে চলে এসেছি।
কেউ কি তা জানে ॥
তোমার আছে গানে গানে গাওয়া,
আমার কেবল চোখে চোখে চাওয়া—
মনে মনে মনের কথাখানি বলে এসেছি কেউ কি তা জানে ॥
ওদের নেশা তখন ধরে নাই,
রঙিন রসে প্যালা ভরে নাই।
তখনো তো কতই আনাগোনা,
নতুন লোকের নতুন চেনাশোনা—
ফিরে ফিরে ফিরে-আসার আশা দ'লে এসেছি কেউ কি তা জানে ॥

২৬

আমার শেষ রাগিণীর প্রথম ধুয়ো ধরলি রে কে তুই।
আমার শেষ পেয়ালা চোখের জলে ভরলি রে কে তুই ॥
দূরে পশ্চিমে ওই দিনের পারে অস্তরবির পথের ধারে
রক্তরাগের ঘোমটা মাথায় পরলি রে কে তুই ॥
সন্ধ্যাতারায় শেষ চাওয়া তোর রইল কি ওই-যে।
সন্ধ্যা-হাওয়ায় শেষ বেদনা বইল কি ওই-যে।
তোর হঠাৎ-খসা প্রাণের মালা ভরল আমার শূন্য ডালা—
মরণপথের সাথি আমায় করলি রে কে তুই ॥

২৭

পাছে সুর ভুলি এই ভয় হয়—
পাছে ছিন্ন তারের জয় হয় ॥
পাছে উৎসবক্ষণ তন্দ্রালসে হয় নিমগন, পুণ্য লগন
হেলায় খেলায় ক্ষয় হয়—
পাছে বিনা গানেই মিলনবেলা ক্ষয় হয় ॥

যখন তাণ্ডবে মোর ডাক পড়ে
পাছে তার তালে মোর তাল না মেলে সেই ঝড়ে।
যখন মরণ এসে ডাকবে শেষে বরণ-গানে, পাছে প্রাণে
মোর বাণী সব লয় হয়—
পাছে বিনা গানেই বিদায়বেলা লয় হয়॥

২৮

বিরস দিন বিরল কাজ, প্রবল বিদ্রোহে
এসেছ প্রেম, এসেছ আজ কী মহা সমারোহে॥
একেলা রই অলসমন, নীরব এই ভবনকোণ,
ভাঙিলে দ্বার কোন্ সে ক্ষণ অপরাজিত ওহে॥
কানন-'পরে ছায়া বুলায়, ঘনায় ঘনঘটা।
গঙ্গা যেন হেসে দুলায় ধূর্জটির জটা।
যেথা যে রয় ছাড়িল পথ, ছুটালে ওই বিজয়রথ,
আঁখি তোমার তড়িতবৎ ঘনঘুমের মোহে॥

২৯

বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে
আমার নিভৃত নব জীবন-'পরে।
প্রভাতকমলসম ফুটিল হৃদয় মম
কার দুটি নিরুপম চরণ-তরে॥
জেগে উঠে সব শোভা, সব মাধুরী,
পলকে পলকে হিয়া পুলকে পূরি।
কোথা হতে সমীরণ আনে নব জাগরণ,
পরানের আবরণ মোচন করে॥
লাগে বুকে সুখে দুখে কত যে ব্যথা,
কেমনে বুঝায়ে কব না জানি কথা।

আমার বাসনা আজি ত্রিভুবনে উঠে বাজি,
কাঁপে নদী বনরাজি বেদনাভরে ॥

৩০

সবার সাথে চলতেছিল অজানা এই পথের অন্ধকারে,
কোন্ সকালের হঠাৎ আলোয় পাশে আমার দেখতে পেলেম তারে ॥
এক নিমেষেই রাত্রি হল ভোর, চিরদিনের ধন যেন সে মোর,
পরিচয়ের অন্ত যেন কোনোখানে নাইকো একেবারে—
চেনা কুসুম ফুটে আছে না-চেনা এই গহন বনের ধারে
অজানা এই পথের অন্ধকারে ॥
জানি জানি দিনের শেষে সন্ধ্যাতিমির নামবে পথের মাঝে—
আবার কখন পড়বে আড়াল, দেখাশোনার বাঁধন রবে না যে।
তখন আমি পাব মনে মনে পরিচয়ের পরশ ক্ষণে ক্ষণে ;
জানব চিরদিনের পথে আঁধার আলোয় চলছি সারে সারে—
হৃদয়-মাঝে দেখব খুঁজে একটি মিলন সব-হারানোর পারে
অজানা এই পথের অন্ধকারে ॥

৩১

আমার পরান লয়ে কী খেলা খেলাবে ওগো
পরানপ্রিয়।
কোথা হতে ভেসে কূলে লেগেছে চরণমূলে
তুলে দেখিয়ো ॥
এ নহে গো তৃণদল, ভেসে-আসা ফুলফল—
এ যে ব্যথাভরা মন মনে রাখিয়ো ॥
কেন আসে কেন যায় কেহ না জানে।
কে আসে কাহার পাশে কিসের টানে
রাখ যদি ভালোবেসে চিরপ্রাণ পাইবে সে,
ফেলে যদি যাও তবে বাঁচিবে কি ও ॥

৩২

সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দনফুলহার,
তুমি অনন্ত নববসন্ত অন্তরে আমার॥
নীল অম্বর চুম্বননত, চরণে ধরণী মুগ্ধ নিয়ত,
অঞ্চল ঘেরি সঙ্গীত যত গুঞ্জরে শতবার॥
ঝলকিছে কত ইন্দুকিরণ, পুলকিছে ফুলগন্ধ—
চরণভঙ্গে ললিত অঙ্গে চমকে চকিত ছন্দ।
ছিঁড়ি মর্মের শত বন্ধন তোমা-পানে ধায় যত ক্রন্দন—
লহো হৃদয়ের ফুলচন্দন বন্দন-উপহার॥

৩৩

আমারে করো তোমার বীণা, লহো গো লহো তুলে।
উঠিবে বাজি তন্ত্রীরাজি মোহন অঙ্গুলে॥
কোমল তব কমলকরে, পরশ করো পরান-'পরে,
উঠিবে হিয়া গুঞ্জরিয়া তব শ্রবণমূলে॥
কখনো সুখে কখনো দুখে কাঁদিবে চাহি তোমার মুখে,
চরণে পড়ি রবে নীরবে রহিবে যবে ভুলে।
কেহ না জানে কী নব তানে উঠিবে গীত শূন্য-পানে,
আনন্দের বারতা যাবে অনন্তের কূলে॥

৩৪

ভালোবেসে, সখী, নিভৃতে যতনে
আমার নামটি লিখো— তোমার
মনের মন্দিরে।
আমার পরানে যে গান বাজিছে
তাহার তালটি শিখো— তোমার
চরণমঞ্জীরে॥
ধরিয়া রাখিয়ো সোহাগে আদরে
আমার মুখর পাখি— তোমার

প্রাসাদপ্রাঙ্গণে।

মনে ক'রে সখী, বাঁধিয়া রাখিয়ো

আমার হাতের রাখী— তোমার

কনককঙ্কণে॥

আমার লতার একটি মুকুল

ভুলিয়া তুলিয়া রেখো— তোমার

অলকবন্ধনে।

আমার স্মরণ শুভ-সিন্দুরে

একটি বিন্দু এঁকো— তোমার

ললাটচন্দনে।

আমার মনের মোহের মাধুরী

মাখিয়া রাখিয়া দিয়ো— তোমার

অঙ্গসৌরভে।

আমার আকুল জীবনমরণ

টুটিয়া লুটিয়া নিয়ো— তোমার

অতুল গৌরবে॥

৩৫

ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ, আরো কী তোমার চাই।

ওগো ভিখারি আমার ভিখারি, চলেছ কী কাতর গান গাই'॥

প্রতিদিন প্রাতে নব নব ধনে তুষিব তোমারে সাধ ছিল মনে-

ভিখারি আমার ভিখারি,

হায় পলকে সকলই সঁপেছি চরণে, আর তো কিছুই নাই॥

আমি আমার বুকের আঁচল ঘেরিয়া তোমারে পরানু বাস।

আমি আমার ভুবন শূন্য করেছি তোমার পুরাতে আশ।

হেরো মম প্রাণ মন যৌবন নব করপুটতলে পড়ে আছে তব—

ভিখারি আমার ভিখারি,

হায় আরো যদি চাও মোরে কিছু দাও, ফিরে আমি দিব তাই॥

৩৬

তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার সাধের সাধনা,
মম শূন্যগগনবিহারী।
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা—
তুমি আমারি, তুমি আমারি,
মম অসীমগগনবিহারী॥

মম হৃদয়রক্তরাগে তব চরণ দিয়েছি রাঙিয়া,
অয়ি সন্ধ্যাস্বপনবিহারী।
তব অধর এঁকেছি সুধাবিষে মিশে মম সুখদুখ ভাঙিয়া—
তুমি আমারি, তুমি আমারি,
মম বিজনজীবনবিহারী॥

মম মোহের স্বপন-অঞ্জন তব নয়নে দিয়েছি পরায়ে,
অয়ি মুগ্ধনয়নবিহারী।
মম সঙ্গীত তব অঙ্গে অঙ্গে দিয়েছি জড়ায়ে জড়ায়ে—
তুমি আমারি, তুমি আমারি,
মম জীবনমরণবিহারী॥

৩৭

কত কথা তারে ছিল বলিতে।
চোখে চোখে দেখা হল পথ চলিতে॥
বসে বসে দিবারাতি বিজনে সে কথা গাঁথি
কত যে পুরবীরাগে কত ললিতে॥
সে কথা ফুটিয়া উঠে কুসুমবনে,
সে কথা ব্যাপিয়া যায় নীল গগনে।
সে কথা লইয়া খেলি হৃদয়ে বাহিরে মেলি,
মনে মনে গাহি কার মন ছলিতে॥

৩৮

সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে
দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে॥
এ কথা কভু আর পারে না ঘুচিতে,
আছে সে নিখিলের মাধুরীরুচিতে।
এ কথা শিখানু যে আমার বীণারে,
গানেতে চিনালেম সে চির-চিনারে॥
সে কথা সুরে সুরে ছড়াব পিছনে
স্বপনফসলের বিছনে বিছনে।
মধুপগুঞ্জে সে লহরী তুলিবে,
কুসুমকুঞ্জে সে পবনে দুলিবে,
ঝরিবে শ্রাবণের বাদলসিচনে।
শরতে ক্ষীণ মেঘে ভাসিবে আকাশে
স্মরণবেদনার বরনে আঁকা সে।
চকিতে ক্ষণে ক্ষণে পাব যে তাহারে
ইমনে কেদারায় বেহাগে বাহারে॥

৩৯

হে নিরুপমা,
গানে যদি লাগে বিহ্বল তান করিয়ো ক্ষমা॥
ঝরোঝরো ধারা আজি উতরোল, নদীকূলে-কূলে উঠে কল্লোল,
বনে বনে গাহে মর্মরস্বরে নবীন পাতা।
সজল পবন দিশে দিশে তোলে বাদলগাথা॥

হে নিরুপমা,
চপলতা আজি যদি ঘটে তবে করিয়ো ক্ষমা।
এল বরষার সঘন দিবস, বনরাজি আজি ব্যাকুল বিবশ,
বকুলবীথিকা মুকুলে মত্ত কানন-'পরে।
নবকদম্ব মদির গন্ধে আকুল করে॥

হে নিরুপমা,

চপলতা আজি যদি ঘটে তবে করিয়ো ক্ষমা।

তোমার দুখানি কালো আঁখি-'পরে বরষার কালো ছায়াখানি পড়ে,

ঘন কালো তব কুঞ্চিত কেশে যূথীর মালা।

তোমার চরণে নববরষার বরণডালা॥

হে নিরুপমা,

আঁখি যদি আজ করে অপরাধ, করিয়ো ক্ষমা।

হেরো আকাশের দূর কোণে কোণে বিজুলি চমকি ওঠে খনে খনে,

দ্রুত কৌতুকে তব বাতায়নে কী দেখে চেয়ে।

অধীর পবন কিসের লাগিয়া আসিছে ধেয়ে॥

৪০

অজানা খনির নূতন মণির গেঁথেছি হার,

ক্লান্তিবিহীনা নবীনা বীণায় বেঁধেছি তার॥

যেমন নূতন বনের দুকূল, যেমন নূতন আমের মুকুল,

মাঘের অরুণে খোলে স্বর্গের নূতন দ্বার,

তেমনি আমার নবীন রাগের নব যৌবনে নব সোহাগের

রাগিণী রচিয়া উঠিল নাচিয়া বীণার তার॥

যে বাণী আমার কখনো কারেও হয় নি বলা

তাই দিয়ে গানে রচিব নূতন নৃত্যকলা।

আজি অকারণ বাতাসে বাতাসে যুগান্তরের সুর ভেসে আসে,

মর্মরস্বরে বনের ঘুচিল মনের ভার।

যেমনি ভাঙিল বাণীর বন্ধ উচ্ছ্বসি উঠে নূতন ছন্দ,

সুরের সাহসে আপনি চকিত বীণার তার॥

৪১

আজি এ নিরালা কুঞ্জে আমার অঙ্গ-মাঝে

বরণের ডালা সেজেছে আলোকমালার সাজে॥

নব বসন্তে লতায় লতায় পাতায় ফুলে
বাণীহিল্লোল উঠে প্রভাতের স্বর্ণকূলে,
আমার দেহের বাণীতে সে গান উঠিছে দুলে—
এ বরণগান নাহি পেলে মান মরিব লাজে।
ওহে প্রিয়তম, দেহে মনে মম ছন্দ বাজে॥

অর্ঘ্য তোমার আনি নি ভরিয়া বাহির হতে,
ভেসে আসে পূজা পূর্ণ প্রাণের আপন স্রোতে।
মোর তনুময় উছলে হৃদয় বাঁধনহারা,
অধীরতা তারি মিলনে তোমারি হোক-না সারা।—
ঘন যামিনীর আঁধারে যেমন জ্বলিছে তারা,
দেহ ঘেরি মম প্রাণের চমক তেমনি রাজে—
সচকিত আলো নেচে উঠে মোর সকল কাজে॥

৪২

ফিরে যাও কেন ফিরে ফিরে যাও বহিয়া বিফল বাসনা॥
চিরদিন আছ দূরে অজানার মতো নিভৃত অচেনা পুরে,
কাছে আস তবু আস না
বহিয়া বিফল বাসনা॥
পারি না তোমায় বুঝিতে—
ভিতরে কারে কি পেয়েছ, বাহিরে চাহ না খুঁজিতে।
না-বলা তোমার বেদনা যত
বিরহপ্রদীপে শিখারই মতো
নয়নে তোমার উঠিছে জ্বলিয়া
নীরব কী সম্ভাষণা॥

৪৩

আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান—
তুমি জান নাই, তুমি জান নাই,
তুমি জান নাই তার মূল্যের পরিমাণ॥

রজনীগন্ধা অগোচরে

যেমন রজনী স্বপনে ভরে সৌরভে,

তুমি জান নাই, তুমি জান নাই,

তুমি জান নাই, মরমে আমার ঢেলেছ তোমার গান ॥

বিদায় নেবার সময় এবার হল—

প্রসন্ন মুখ তোলো, মুখ তোলো, মুখ তোলো—

মধুর মরণে পূর্ণ করিয়া সঁপিয়া যাব প্রাণ চরণে।

যারে জান নাই, যারে জান নাই, যারে জান নাই,

তার গোপন ব্যথার নীরব রাত্রি হোক আজি অবসান ॥

৪৪

জানি জানি তুমি এসেছ এ পথে মনের ভুলে।

তাই হোক তবে তাই হোক, দ্বার দিলেম খুলে ॥

এসেছ তুমি তো বিনা আভরণে, মুখর নূপুর বাজে না চরণে,

তাই হোক তবে তাই হোক, এসো সহজ মনে।

ওই তো মালতী ঝরে পড়ে যায় মোর আঙিনায়,

শিথিল কবরী সাজাতে তোমার লও-না তুলে ॥

কোনো আয়োজন নাই একেবারে, সুর বাঁধা নাই এ বীণার তারে,

তাই হোক তবে, এসো হৃদয়ের মৌনপারে।

ঝরোঝরো বারি ঝরে বনমাঝে, আমার মনের সুর ওই বাজে,

উতলা হাওয়ার তালে তালে মন উঠিছে দুলে ॥

৪৫

হে সখা, বারতা পেয়েছি মনে মনে তব নিশ্বাসপরশনে,

এসেছ অদেখা বন্ধু দক্ষিণসমীরণে ॥

কেন বঞ্চনা কর মোরে, কেন বাঁধ অদৃশ্য ডোরে—

দেখা দাও, দেখা দাও দেহ মন ভ'রে মম নিকুঞ্জবনে ॥

দেখা দাও চম্পকে রঙ্গনে, দেখা দাও কিংশুকে কাঞ্চনে।

কেন শুধু বাঁশরির সুরে ভুলায়ে লয়ে যাও দূরে,

যৌবন-উৎসবে ধরা দাও দৃষ্টির বন্ধনে ॥

৪৬

যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা তোমায় জানাতাম।

কে যে আমায় কাঁদায় আমি কী জানি তার নাম ॥

কোথায় যে হাত বাড়াই মিছে, ফিরি আমি কাহার পিছে—

সব যেন মোর বিকিয়েছে, পাই নি তাহার দাম ॥

এই বেদনার ধন সে কোথায় ভাবি জনম ধ'রে।

ভুবন ভরে আছে যেন, পাই নে জীবন ভরে।

সুখ যারে কয় সকল জনে বাজাই তারে ক্ষণে ক্ষণে—

গভীর সুরে 'চাই নে' 'চাই নে' বাজে অবিশ্রাম ॥

৪৭

আমি যে আর সইতে পারি নে।

সুরে বাজে মনের মাঝে গো, কথা দিয়ে কইতে পারি নে ॥

হৃদয়লতা নুয়ে পড়ে ব্যথাভরা ফুলের ভরে গো,

আমি সে আর বইতে পারি নে ॥

আজি আমার নিবিড় অন্তরে

কী হাওয়াতে কাঁপিয়ে দিল গো পুলক-লাগা আকুল মর্মরে।

কোন্ গুণী আজ উদাস প্রাতে মীড় দিয়েছে কোন্ বীণাতে গো—

ঘরে যে আর রইতে পারি নে ॥

৪৮

আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায়

মনের কথার কুসুমকোরক খোঁজে।

সেথায় কখন অগম গোপন গহন মায়ায়

পথ হারাইল ও যে ॥

আতুর দিঠিতে শুধায় সে নীরবেরে—

নিভৃত বাণীর সন্ধান নাই যে রে ;

অজানার মাঝে অবুঝের মতো ফেরে
অশ্রুধারায় মজে ॥
আমার হৃদয়ে যে কথা লুকানো তার আভাষণ
ফেলে কভু ছায়া তোমার হৃদয়তলে ?
দুয়ারে এঁকেছি রক্ত রেখায় পদ্ম-আসন,
সে তোমারে কিছু বলে ?
তব কুঞ্জের পথ দিয়ে যেতে যেতে
বাতাসে বাতাসে ব্যথা দিই মোর পেতে—
বাঁশি কী আশায় ভাষা দেয় আকাশেতে
সে কি কেহ নাহি বোঝে ॥

৪৯

আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে
মুগ্ধ ললিত অশ্রুগলিত গীতে ।
পঞ্চশরের বেদনামাধুরী দিয়ে
বাসররাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে—
ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে ভিক্ষা না যেন যাচি ।
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয় তুমি আছ আমি আছি ॥

উড়াব ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান দুর্গমপথমাঝে
দুর্দম বেগে দুঃসহতম কাজে ।
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাব—
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব ।
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি, ছিন্ন পালের কাছি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব তুমি আছ আমি আছি ।

দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ, দোঁহারে দেখেছি দোঁহে—
মরুপথতাপ দুজনে নিয়েছি সহে ।
ছুটি নি মোহন মরীচিকা-পিছে-পিছে,
ভুলাই নি মন সত্যেরে করি মিছে—

এই গৌরবে চলিব এ ভবে যত দিন দোঁহে বাঁচি।
এ বাণী, প্রেয়সী, হোক মহীয়সী 'তুমি আছ আমি আছি' ॥

৫০

আরো কিছুখন নাহয় বসিয়ো পাশে,
আরো যদি কিছু কথা থাকে তাই বলো।
শরত-আকাশ হেরো ম্লান হয়ে আসে,
বাষ্প-আভাসে দিগন্ত ছলোছলো ॥
জানি তুমি কিছু চেয়েছিলে দেখিবারে,
তাই তো প্রভাতে এসেছিলে মোর দ্বারে,
দিন না ফুরাতে দেখিতে পেলে কি তারে
হে পথিক, বলো বলো—
সে মোর অগম অন্তরপারাবারে
রক্তকমল তরঙ্গে টলোমলো ॥

দ্বিধাভরে আজও প্রবেশ কর নি ঘরে,
বাহির আঙনে করিলে সুরের খেলা।
জানি না কী নিয়ে যাবে যে দেশান্তরে,
হে অতিথি, আজি শেষ বিদায়ের বেলা।
প্রথম প্রভাতে সব কাজ তব ফেলে
যে গভীর বাণী শুনিবারে কাছে এলে
কোনোখানে কিছু ইশারা কি তার পেলে,
হে পথিক, বলো বলো—
সে বাণী আপন গোপন প্রদীপ জ্বেলে
রক্ত আগুনে প্রাণে মোর জ্বলোজ্বলো ॥

৫১

এখনো কেন সময় নাহি হল, নাম-না-জানা অতিথি—
আঘাত হানিলে না দুয়ারে, কহিলে না 'দ্বার খোলো' ॥

হাজার লোকের মাঝে রয়েছি একেলা যে—
এসো আমার হঠাৎ-আলো, পরান চমকি তোলো॥
আঁধার বাধা আমার ঘরে, জানি না কাঁদি কাহার তরে।
চরণসেবার সাধনা আনো, সকল দেবার বেদনা আনো—
নবীন প্রাণের জাগরমন্ত্র কানে কানে বোলো॥

৫২

আজি গোধূলিলগনে এই বাদলগগনে
তার চরণধ্বনি আমি হৃদয়ে গণি—
'সে আসিবে' আমার মন বলে সারাবেলা,
অকারণ পুলকে আঁখি ভাসে জলে॥
অধীর পবনে তার উত্তরীয় দূরের পরশন দিল কি ও—
রজনীগন্ধার পরিমলে 'সে আসিবে' আমার মন বলে।
উতলা হয়েছে মালতীর লতা, ফুরালো না তাহার মনের কথা।
বনে বনে আজি একি কানাকানি,
কিসের বারতা ওরা পেয়েছে না জানি,
কাঁপন লাগে দিগঙ্গনার বুকের আঁচলে—
'সে আসিবে' আমার মন বলে॥

৫৩

আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা
তব নব প্রভাতের নবীন-শিশির-ঢালা॥
হেরো শরমে-জড়িত কত-না গোলাপ কত-না গরবি করবী,
ওগো, কত-না কুসুম ফুটেছে তোমার মালঞ্চ করি আলা॥
ওগো, অমল শরত-শীতল-সমীর বহিছে তোমারি কেশে,
ওগো, কিশোর-অরুণ-কিরণ তোমার অধরে পড়েছে এসে।
তব অঞ্চল হতে বনপথে ফুল যেতেছে পড়িয়া ঝরিয়া—
ওগো, অনেক কুন্দ অনেক শেফালি ভরেছে তোমার ডালা॥

৫৪

ধরা দিয়েছি গো আমি আকাশের পাখি,
নয়নে দেখেছি তব নূতন আকাশ ॥
দুখানি আঁখির পাতে কী রেখেছ ঢাকি,
হাসিলে ফুটিয়া পড়ে উষার আভাস ॥
হৃদয় উড়িতে চায় হোথায় একাকী—
আঁখিতারকার দেশে করিবারে বাস।
ওই গগনেতে চেয়ে উঠিয়াছে ডাকি—
হোথায় হারাতে চায় এ গীত-উচ্ছ্বাস ॥

৫৫

কী রাগিণী বাজালে হৃদয়ে, মোহন, মনোমোহন,
তাহা তুমি জান হে, তুমি জান ॥
চাহিলে মুখপানে, কী গাহিলে নীরবে
কিসে মোহিলে মন প্রাণ,
তাহা তুমি জান হে, তুমি জান ॥
আমি শুনি দিবারজনী
তারি ধ্বনি, তারি প্রতিধ্বনি।
তুমি কেমনে মরম পরশিলে মম,
কোথা হতে প্রাণ কেড়ে আন,
তাহা তুমি জান হে, তুমি জান ॥

৫৬

ওগো শোনো কে বাজায়।
বনফুলের মালার গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায় ॥
অধর ছুঁয়ে বাঁশিখানি চুরি করে হাসিখানি—
বঁধুর হাসি মধুর গানে প্রাণের পানে ভেসে যায় ॥

কুঞ্জবনের ভ্রমর বুঝি বাঁশির মাঝে গুঞ্জরে,

বকুলগুলি আকুল হয়ে বাঁশির গানে মুঞ্জরে।

যমুনারই কলতান কানে আসে, কাঁদে প্রাণ—

আকাশে ওই মধুর বিধু কাহার পানে হেসে চায়॥

৫৭

বড়ো বেদনার মতো বেজেছ তুমি হে আমার প্রাণে,

মন যে কেমন করে মনে মনে তাহা মনই জানে॥

তোমারে হৃদয়ে ক'রে আছি নিশিদিন ধ'রে,

চেয়ে থাকি আঁখি ভ'রে মুখের পানে॥

বড়ো আশা, বড়ো তৃষা, বড়ো আকিঞ্চন তোমারি লাগি

বড়ো সুখে, বড়ো দুখে, বড়ো অনুরাগে রয়েছি জাগি।

এ জন্মের মতো আর হয়ে গেছে যা হবার,

ভেসে গেছে মন প্রাণ মরণ টানে॥

৫৮

আমার মন মানে না— দিনরজনী।

আমি কী কথা স্মরিয়া এ তনু ভরিয়া পুলক রাখিতে নারি।

ওগো, কী ভাবিয়া মনে এ দুটি নয়নে উথলে নয়নবারি—

ওগো সজনি॥

সে সুধাবচন, সে সুখপরশ, অঙ্গে বাজিছে বাঁশি।

তাই শুনিয়া শুনিয়া আপনার মনে হৃদয় হয় উদাসী—

কেন না জানি॥

ওগো, বাতাসে কী কথা ভেসে চলে আসে, আকাশে কী মুখ জাগে

ওগো, বনমর্মরে নদীনির্ঝরে কী মধুর সুর লাগে।

ফুলের গন্ধ বন্ধুর মতো জড়ায়ে ধরিছে গলে—

আমি এ কথা, এ ব্যথা, সুখব্যাকুলতা কাহার চরণতলে

দিব নিছনি॥

৫৯

মরি লো মরি, আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে ॥
ভেবেছিলেম ঘরে রব, কোথাও যাব না—
ওই-যে বাহিরে বাজিল বাঁশি, বলো কী করি ॥
শুনেছি কোন্ কুঞ্জবনে যমুনাতীরে
সাঁঝের বেলায় বাজে বাঁশি ধীর সমীরে—
ওগো, তোরা জানিস যদি আমায় পথ বলে দে ॥
দেখি গে তার মুখের হাসি,
তারে ফুলের মালা পরিয়ে আসি,
তারে বলে আসি 'তোমার বাঁশি
আমার প্রাণে বেজেছে' ॥

৬০

এবার উজাড় করে লও হে আমার যা-কিছু সম্বল ।
ফিরে চাও, ফিরে চাও, ফিরে চাও ওগো চঞ্চল ॥
চৈত্ররাতের বেলায় নাহয় এক প্রহরের খেলায়
আমার স্বপনস্বরূপিণী প্রাণে দাও পেতে অঞ্চল ॥
যদি এই ছিল গো মনে,
যদি পরম দিনের স্মরণ ঘুচাও চরম অযতনে,
তবে ভাঙা খেলার ঘরে নাহয় দাঁড়াও ক্ষণেক-তরে—
সেথা ধুলায় ধুলায় ছড়াও হেলায় ছিন্ন ফুলের দল ॥

৬১

সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে ।
তারে আমার মাথার একটি কুসুম দে ॥
যদি শুধায় কে দিল কোন্ ফুলকাননে,
মোর শপথ, আমার নামটি বলিস নে ॥

সখী, সে আসি ধুলায় বসে যে তরুর তলে

সেথা আসন বিছায়ে রাখিস বকুলদলে।

সে যে করুণা জাগায় সকরুণ নয়নে—

যেন কী বলিতে চায়, না বলিয়া যায় সে ॥

৬২

তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম

নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমানিশীথিনী-সম ॥

মম জীবন যৌবন মম অখিল ভুবন

তুমি ভরিবে গৌরবে নিশীথিনী-সম ॥

জাগিবে একাকী তব করুণ আঁখি,

তব অঞ্চলছায়া মোরে রহিবে ঢাকি।

মম দুঃখবেদন মম সফল স্বপন

তুমি ভরিবে সৌরভে নিশীথিনী-সম ॥

৬৩

তোমার গোপন কথাটি, সখী, রেখো না মনে।

শুধু আমায়, বোলো আমায় গোপনে ॥

ওগো ধীরমধুরহাসিনী, বোলো ধীরমধুর ভাষে—

আমি কানে না শুনিব গো, শুনিব প্রাণের শ্রবণে ॥

যবে গভীর যামিনী, যবে নীরব মেদিনী,

যবে সুপ্তিমগন বিহগনীড় কুসুমকাননে,

বোলো অশ্রুজড়িত কণ্ঠে, বোলো কম্পিত স্মিত হাসে—

বোলো মধুরবেদনবিধুর হৃদয়ে শরমনমিত নয়নে ॥

৬৪

এসো আমার ঘরে।

বাহির হয়ে এসো তুমি যে আছ অন্তরে ॥

স্বপনদুয়ার খুলে এসো অরুণ-আলোকে

মুগ্ধ এ চোখে।

ক্ষণকালের আভাস হতে চিরকালের তরে এসো আমার ঘরে ॥
দুঃখসুখের দোলে এসো, প্রাণের হিল্লোলে এসো।
ছিলে আশার অরূপ বাণী ফাগুনবাতাসে
বনের আকুল নিশ্বাসে—
এবার ফুলের প্রফুল্ল রূপ এসো বুকের 'পরে ॥

৬৫

ঘুমের ঘন গহন হতে যেমন আসে স্বপ্ন
তেমনি উঠে এসো এসো।
শমীশাখার বক্ষ হতে যেমন জ্বলে অগ্নি
তেমনি তুমি এসো এসো ॥
ঈশানকোণে কালো মেঘের নিষেধ বিদারি
যেমন আসে সহসা বিদ্যুৎ
তেমনি তুমি চমক হানি এসো হৃদয়তলে—
এসো তুমি, এসো তুমি, এসো এসো ॥
আঁধার যবে পাঠায় ডাক মৌন ইশারায়
যেমন আসে কালপুরুষ সন্ধ্যাকাশে
তেমনি তুমি এসো, তুমি এসো এসো।
সুদূর হিমগিরির শিখরে
মন্ত্র যবে প্রেরণ করে তাপস বৈশাখ
প্রখর তাপে কঠিন ঘন তুষার গলায়ে,
বন্যাধারা যেমন নেমে আসে,
তেমনি তুমি এসো, তুমি এসো এসো ॥

৬৬

মম রুদ্ধমুকুলদলে এসো সৌরভ-অমৃতে,
মম অখ্যাততিমিরতলে এসো গৌরবনিশীথে ॥
এই মূল্যহারা মম শুক্তি, এসো মুক্তাকণায় তুমি মুক্তি—
মম মৌনী বীণার তারে এসো সঙ্গীতে ॥

নব অরুণের এসো আহ্বান,
চিররজনীর হোক অবসান— এসো।
এসো শুভস্মিত শুকতারায়, এসো শিশির-অশ্রুধারায়,
সিন্দুর পরাও উষারে তব রশ্মিতে॥

৬৭

এসো এসো পুরুষোত্তম, এসো এসো বীর মম।
তোমার পথ চেয়ে আছে প্রদীপ জ্বালা॥
আজি পরিবে বীরাঙ্গনার হাতে দৃপ্ত ললাটে, সখা,
বীরের বরণমালা॥
ছিন্ন ক'রে দিবে সে তার শক্তির অভিমান,
তোমার চরণে করিবে দান আত্মনিবেদনের ডালা—
চরণে করিবে দান।
আজ পরাবে বীরাঙ্গনা তোমার দৃপ্ত ললাটে, সখা,
বীরের বরণমালা॥

৬৮

আমার নিশীথরাতের বাদলধারা, এসো হে গোপনে
আমার স্বপনলোকে দিশাহারা॥
ওগো অন্ধকারের অন্তরধন, দাও ঢেকে মোর পরান মন—
আমি চাই নে তপন, চাই নে তারা॥
যখন সবাই মগন ঘুমের ঘোরে নিয়ো গো, নিয়ো গো,
আমার ঘুম নিয়ো গো হরণ করে।
একলা ঘরে চুপে চুপে এসো কেবল সুরের রূপে—
দিয়ো গো, দিয়ো গো,
আমার চোখের জলের দিয়ো সাড়া॥

৬৯

একলা ব'সে হেরো তোমার ছবি এঁকেছি আজ বসন্তী রঙ দিয়া।
খোঁপার ফুলে একটি মধুলোভী মৌমাছি ওই গুঞ্জরে বন্দিয়া॥

সম্মুখ-পানে বালুতটের তলে   শীর্ণ নদী শ্রান্তধারায় চলে,
বেণুচ্ছায়া তোমার চেলাঞ্চলে   উঠিছে স্পন্দিয়া॥
মগ্ন তোমার স্নিগ্ধ নয়ন দুটি   ছায়ায় ছন্ন অরণ্য-অঙ্গনে,
প্রজাপতির দল যেখানে জুটি   রঙ ছড়ালো প্রফুল্ল রঙ্গনে।
তপ্ত হাওয়ায় শিথিলমঞ্জরী গোলকচাঁপা একটি দুটি করি
পায়ের কাছে পড়ছে ঝরি ঝরি   তোমারে নন্দিয়া॥
ঘাটের ধারে কম্পিত ঝাউশাখে   দোয়েল দোলে সঙ্গীতে চঞ্চলি,
আকাশ ঢালে পাতার ফাঁকে ফাঁকে তোমার কোলে সুবর্ণ-অঞ্জলি।
বনের পথে কে যায় চলি দূরে— বাঁশির ব্যথা পিছন-ফেরা সুরে
তোমায় ঘিরে হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে   ফিরিছে ক্রন্দিয়া॥

৭০

কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশকুসুমচয়নে।
সব পথ এসে মিলে গেল শেষে তোমার দুখানি নয়নে॥
দেখিতে দেখিতে নূতন আলোকে   কে দিল রচিয়া ধ্যানের পুলকে
নূতন ভুবন নূতন দ্যুলোকে মোদের মিলিত নয়নে॥
বাহির-আকাশে মেঘ ঘিরে আসে, এল সব তারা ঢাকিতে।
হারানো সে আলো আসন বিছালো শুধু দুজনের আঁখিতে।
ভাষাহারা মম বিজন রোদনা   প্রকাশের লাগি করেছে সাধনা,
চিরজীবনেরই বাণীর বেদনা মিটিল দোঁহার নয়নে॥

৭১

দে পড়ে দে আমায় তোরা কী কথা আজ লিখেছে সে।
তার   দূরের বাণীর পরশমানিক লাগুক আমার প্রাণে এসে॥
শস্যখেতের গন্ধখানি   একলা ঘরে দিক সে আনি,
ক্লান্তগমন পান্থহাওয়া লাগুক আমার মুক্ত কেশে॥
নীল আকাশের সুরটি নিয়ে বাজাক আমার বিজন মনে,
ধূসর পথের উদাস বরন মেলুক আমার বাতায়নে।
সূর্য ডোবার রাঙা বেলায়   ছড়াব প্রাণ রঙের খেলায়,
আপন-মনে চোখের কোণে অশ্রু-আভাস উঠবে ভেসে॥

৭২

রাতে রাতে আলোর শিখা রাখি জ্বেলে
ঘরের কোণে আসন মেলে ॥
বুঝি সময় হল এবার আমার প্রদীপ নিবিয়ে দেবার—
পূর্ণিমাচাঁদ, তুমি এলে ॥
এত দিন সে ছিল তোমার পথের পাশে
তোমার দরশনের আশে।
আজ তারে যেই পরশিবে যাক সে নিবে, যাক সে নিবে—
যা আছে সব দিক সে ঢেলে ॥

৭৩

অনেক কথা বলেছিলেম কবে তোমার কানে কানে
কত নিশীথ-অন্ধকারে, কত গোপন গানে গানে ॥
সে কি তোমার মনে আছে তাই শুধাতে এলেম কাছে—
রাতের বুকের মাঝে তারা মিলিয়ে আছে সকল খানে ॥
ঘুম ভেঙে তাই শুনি যবে দীপ-নেভা মোর বাতায়নে
স্বপ্নে-পাওয়া বাদল-হাওয়া ছুটে আসে ক্ষণে ক্ষণে—
বৃষ্টিধারার ঝরোঝরে ঝাউবাগানের মরোমরে
ভিজে মাটির গন্ধে হঠাৎ সেই কথা সব মনে আনে ॥

৭৪

জানি তোমার অজানা নাহি গো কী আছে আমার মনে।
আমি গোপন করিতে চাহি গো, ধরা পড়ে দুনয়নে ॥
কী বলিতে পাছে কী বলি
তাই দূরে চলে যাই কেবলই,
পথপাশে দিন বাহি গো—
তুমি দেখে যাও আঁখিকোণে কী আছে আমার মনে ॥
চির নিশীথতিমির গহনে আছে মোর পূজাবেদী—
চকিত হাসির দহনে সে তিমির দাও ভেদি।

বিজন দিবস-রাতিয়া
কাটে ধেয়ানের মালা গাঁথিয়া,
আনমনে গান গাহি গো—
তুমি শুনে যাও খনে খনে কী আছে আমার মনে।

৭৫

পুরানো জানিয়া চেয়ো না আমারে আধেক আঁখির কোণে অলস অন্যমনে।
আপনারে আমি দিতে আসি যেই জেনো জেনো সেই শুভ নিমেষেই
জীর্ণ কিছুই নেই কিছু নেই, ফেলে দিই পুরাতনে॥
আপনারে দেয় ঝরনা আপন ত্যাগরসে উচ্ছলি—
লহরে লহরে নূতন নূতন অর্ঘ্যের অঞ্জলি।
মাধবীকুঞ্জ বার বার করি বনলক্ষ্মীর ডালা দেয় ভরি—
বারবার তার দানমঞ্জরী নব নব ক্ষণে ক্ষণে॥
তোমার প্রেমে যে লেগেছে আমায় চির নূতনের সুর।
সব কাজে মোর সব ভাবনায় জাগে চিরসুমধুর।
মোর দানে নেই দীনতার লেশ, যত নেবে তুমি না পাবে শেষ—
আমার দিনের সকল নিমেষ ভরা অশেষের ধনে॥

৭৬

আমার যদি বেলা যায় গো বয়ে জেনো জেনো
আমার মন রয়েছে তোমায় লয়ে॥
পথের ধারে আসন পাতি, তোমায় দেবার মালা গাঁথি—
জেনো জেনো তাইতে আছি মগন হয়ে॥
চলে গেল যাত্রী সবে
নানান পথে কলরবে।
আমার চলা এমনি ক'রে আপন হাতে সাজি ভ'রে—
জেনো জেনো আপন মনে গোপন রয়ে॥

৭৭

চপল তব নবীন আঁখি দুটি
সহসা যত বাঁধন হতে আমারে দিল ছুটি ॥
হৃদয় মম আকাশে গেল খুলি,
সুদূরবনগন্ধ আসি করিল কোলাকুলি।
ঘাসের ছোঁওয়া নিভৃত তরুছায়ে
চুপিচুপি কী করুণ কথা কহিল সারা গায়ে।
আমের বোল, ঝাউয়ের দোল, ঢেউয়ের লুটোপুটি—
বুকের কাছে সবাই এল জুটি ॥

৭৮

জয়যাত্রায় যাও গো, ওঠো জয়রথে তব।
মোরা জয়মালা গেঁথে আশা চেয়ে বসে রব ॥
মোরা আঁচল বিছায়ে রাখি পথধুলা দিব ঢাকি,
ফিরে এলে হে বিজয়ী,
তোমায় হৃদয়ে বরিয়া লব ॥
আঁকিয়ো হাসির রেখা সজল আঁখির কোণে,
নব বসন্তশোভা এনো এ কুঞ্জবনে।
তোমার সোনার প্রদীপে জালো
আঁধার ঘরের আলো,
পরাও রাতের ভালে চাঁদের তিলক নব ॥

৭৯

বিজয়মালা এনো আমার লাগি।
দীর্ঘরাত্রি রইব আমি জাগি ॥
চরণ যখন পড়বে তোমার মরণকূলে
বুকের মধ্যে উঠবে আমার পরান দুলে,
সব যদি যায় হব তোমার সর্বনাশের ভাগী ॥

৮০

আন্‌মনা, আন্‌মনা,
তোমার কাছে আমার বাণীর মাল্যখানি আনব না।
বার্তা আমার ব্যর্থ হবে, সত্য আমার বুঝবে কবে,
তোমারো মন জানব না, আন্‌মনা, আন্‌মনা॥
লগ্ন যদি হয় অনুকূল মৌনমধুর সাঁঝে,
নয়ন তোমার মগ্ন যখন ম্লান আলোর মাঝে,
দেব তোমায় শান্ত সুরের সান্ত্বনা॥
ছন্দে গাঁথা বাণী তখন পড়ব তোমার কানে
মন্দ মৃদুল তানে,
ঝিল্লি যেমন শালের বনে নিদ্রানীরব রাতে
অন্ধকারের জপের মালায় একটানা সুর গাঁথে,
একলা তোমার বিজন প্রাণের প্রাঙ্গণে
প্রান্তে বসে একমনে
এঁকে যাব আমার গানের আল্‌পনা,
আন্‌মনা, আন্‌মনা॥

৮১

ওলো সই, ওলো সই,
আমার ইচ্ছা করে তোদের মতন মনের কথা কই।
ছড়িয়ে দিয়ে পা দুখানি কোণে বসে কানাকানি,
কভু হেসে কভু কেঁদে চেয়ে বসে রই॥

ওলো সই, ওলো সই,
তোদের আছে মনের কথা, আমার আছে কই।
আমি কী বলিব, কার কথা, কোন্ সুখ, কোন্ ব্যথা-
নাই কথা, তবু সাধ শত কথা কই॥

ওলো সই, ওলো সই,
তোদের এত কী বলিবার আছে ভেবে অবাক হই।

আমি একা বসি সন্ধ্যা হলে আপনি ভাসি নয়নজলে,
কারণ কেহ শুধাইলে নীরব হয়ে রই ॥

৮২

হৃদয়ের এ কূল, ও কূল, দু কূল ভেসে যায়, হায় সজনি,
উথলে নয়নবারি।
যে দিকে চেয়ে দেখি ওগো সখী,
কিছু আর চিনিতে না পারি ॥
পরানে পড়িয়াছে টান,
ভরা নদীতে আসে বান,
আজিকে কী ঘোর তুফান সজনি গো,
বাঁধ আর বাঁধিতে নারি ॥
কেন এমন হল গো, আমার এই নবযৌবনে।
সহসা কী বহিল কোথাকার কোন্‌ পবনে।
হৃদয় আপনি উদাস, মরমে কিসের হুতাশ—
জানি না কী বাসনা, কী বেদনা গো—
কেমনে আপনা নিবারি ॥

৮৩

না বলে যেয়ো না চলে মিনতি করি
গোপনে জীবন মন লইয়া হরি ॥
সারা নিশি জেগে থাকি, ঘুমে ঢুলে পড়ে আঁখি—
ঘুমালে হারাই পাছে সে ভয়ে মরি ॥
চকিতে চমকি, বঁধু, তোমায় খুঁজি—
থেকে থেকে মনে হয় স্বপন বুঝি।
নিশিদিন চাহে হিয়া পরান পসারি দিয়া
অধীর চরণ তব বাঁধিয়া ধরি ॥

৮৪

আর নাই রে বেলা, নামল ছায়া ধরণীতে।
এখন চল্‌ রে ঘাটে কলসখানি ভরে নিতে॥
জলধারার কলস্বরে সন্ধ্যাগগন আকুল করে,
ওরে, ডাকে আমায় পথের 'পরে সেই ধ্বনিতে॥
এখন বিজন পথে করে না কেউ আসা যাওয়া।
ওরে, প্রেমনদীতে উঠেছে ঢেউ, উতল হাওয়া।
জানি নে আর ফিরব কিনা, কার সাথে আজ হবে চিনা—
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা তরণীতে॥

৮৫

বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা, নিয়ো হে নিয়ো।
হৃদয় বিদারি হয়ে গেল ঢালা, পিয়ো হে পিয়ো॥
ভরা সে পাত্র, তারে বুকে ক'রে বেড়ানু বহিয়া সারা রাতি ধরে,
লও তুলে লও আজি নিশিভোরে প্রিয় হে প্রিয়॥
বাসনার রঙে লহরে লহরে রঙিন হল।
করুণ তোমার অরুণ অধরে তোলো হে তোলো।
এ রসে মিশাক তব নিশ্বাস নবীন উষার পুষ্পসুবাস—
এরই 'পরে তব আঁখির আভাস দিয়ো হে দিয়ো॥

৮৬

আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী।
তুমি থাক সিন্ধুপারে ওগো বিদেশিনী॥
তোমায় দেখেছি শারদপ্রাতে, তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে,
তোমায় দেখেছি হৃদি-মাঝারে ওগো বিদেশিনী।
আমি আকাশে পাতিয়া কান শুনেছি শুনেছি তোমারি গান,
আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ ওগো বিদেশিনী।
ভুবন ভ্রমিয়া শেষে আমি এসেছি নূতন দেশে,
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে ওগো বিদেশিনী॥

৮৭

যা ছিল কালো-ধলো তোমার রঙে রঙে রাঙা হল।
যেমন রাঙাবরন তোমার চরণ তার সনে আর ভেদ না র'ল ॥
রাঙা হল বসন-ভূষণ, রাঙা হল শয়ন-স্বপন—
মন হল কেমন দেখ্ রে, যেমন রাঙা কমল টলোমলো ॥

৮৮

আহা, তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা, প্রিয় আমার, ওগো প্রিয়—
বড়ো উতলা আজ পরান আমার, খেলাতে হার মানবে কি ও ॥
কেবল তুমিই কি গো এমনি ভাবে রাঙিয়ে মোরে পালিয়ে যাবে।
তুমি সাধ ক'রে, নাথ, ধরা দিয়ে আমারও রঙ বক্ষে নিয়ো—
এই হৃৎকমলের রাঙা রেণু রাঙাবে ওই উত্তরীয় ॥

৮৯

আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়।
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি পথে যে জন ভাসায় ॥
যে জন দেয় না দেখা, যায় যে দেখে— ভালোবাসে আড়াল থেকে—
আমার মন মজেছে সেই গভীরের গোপন ভালোবাসায় ॥

৯০

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাব।
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো, গান দিয়ে দ্বার খোলাব ॥
ভরাব না ভূষণভারে, সাজাব না ফুলের হারে—
প্রেমকে আমার মালা ক'রে গলায় তোমার দোলাব ॥
জানবে না কেউ কোন্ তুফানে তরঙ্গদল নাচবে প্রাণে,
চাঁদের মতো অলখ টানে জোয়ারে ঢেউ তোলাব।

৯১

আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী।
আমি সকল দাগে হব দাগি ॥

তোমার পথের কাঁটা করব চয়ন, যেথা তোমার ধুলার শয়ন
সেথা আঁচল পাতব আমার— তোমার রাগে অনুরাগী॥
আমি শুচি-আসন টেনে টেনে বেড়াব না বিধান মেনে,
যে পঙ্কে ওই চরণ পড়ে তাহারি ছাপ বক্ষে মাগি॥

৯২

আমার নয়ন তোমার নয়নতলে মনের কথা খোঁজে,
সেথায় কালো ছায়ার মায়ার ঘোরে পথ হারালো ও যে॥
নীরব দিঠে শুধায় যত পায় না সাড়া মনের মতো,
অবুঝ হয়ে রয় সে চেয়ে অশ্রুধারায় ম'জে॥
তুমি আমার কথার আভাখানি পেয়েছ কি মনে।
এই-যে আমি মালা আনি, তার বাণী কেউ শোনে?
পথ দিয়ে যাই, যেতে যেতে হাওয়ায় ব্যথা দিই যে পেতে—
বাঁশি বিছায় বিষাদ-ছায়া তার ভাষা কেউ বোঝে॥

৯৩

ফুল তুলিতে ভুল করেছি প্রেমের সাধনে।
বঁধু, তোমায় বাঁধব কিসে মধুর বাঁধনে॥
ভোলাব না মায়ার ছলে, রইব তোমার চরণতলে,
মোহের ছায়া ফেলব না মোর হাসি কাঁদনে॥
রইল শুধু বেদন-ভরা আশা, রইল শুধু প্রাণের নীরব ভাষা।
নিরাভরণ যদি থাকি চোখের কোণে চাইবে না কি—
যদি আঁখি নাই-বা ভোলাই রঙের ধাঁদনে॥

৯৪

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো।
ও রজনীগন্ধা, তোমার গন্ধসুধা ঢালো॥
পাগল হাওয়া বুঝতে নারে ডাক পড়েছে কোথায় তারে—
ফুলের বনে যার পাশে যায় তারেই লাগে ভালো॥

নীল গগনের ললাটখানি চন্দনে আজ মাখা,
বাণীবনের হংসমিথুন মেলেছে আজ পাখা।
পারিজাতের কেশর নিয়ে ধরায়, শশী, ছড়াও কী এ।
ইন্দ্রপুরীর কোন্ রমণী বাসরপ্রদীপ জ্বালো॥

৯৫

তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে
আমায় শুধু ক্ষণেক-তরে।
আজি হাতে আমার যা-কিছু কাজ আছে
আমি সাঙ্গ করব পরে॥
না চাহিলে তোমার মুখপানে
হৃদয় আমার বিরাম নাহি জানে,
কাজের মাঝে ঘুরে বেড়াই যত
ফিরি কূলহারা সাগরে॥
বসন্ত আজ উচ্ছ্বাসে নিশ্বাসে
এল আমার বাতায়নে।
অলস ভ্রমর গুঞ্জরিয়া আসে,
ফেরে কুঞ্জের প্রাঙ্গণে।
আজকে শুধু একান্তে আসীন
চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিন,
আজকে জীবন-সমর্পণের গান
গাব নীরব অবসরে॥

৬৯

ওগো, তোমার চক্ষু দিয়ে মেলে সত্য দৃষ্টি
আমার সত্যরূপ প্রথম করেছ সৃষ্টি॥
তোমায় প্রণাম, তোমায় প্রণাম,
তোমায় প্রণাম শতবার॥

আমি তরুণ অরুণলেখা,
আমি বিমল জ্যোতির রেখা,
আমি নবীন শ্যামল মেঘে
প্রথম প্রসাদবৃষ্টি।
তোমায় প্রণাম, তোমায় প্রণাম,
তোমায় প্রণাম শতবার ॥

৯৭

হে নবীনা,
প্রতিদিনের পথের ধুলায় যায় না চিনা ॥
শুনি বাণী ভাসে বসন্তবাতাসে,
প্রথম জাগরণে দেখি সোনার মেঘে লীনা ॥
স্বপনে দাও ধরা কী কৌতুকে ভরা।
কোন্ অলকার ফুলে মালা সাজাও চুলে,
কোন্ অজানা সুরে বিজনে বাজাও বীণা ॥

৯৮

ওগো শান্ত পাষাণমুরতি সুন্দরী,
চঞ্চলেরে হৃদয়তলে লও বরি ॥
কুঞ্জবনে এসো একা, নয়নে অশ্রু দিক্ দেখা—
অরুণ রাগে হোক রঞ্জিত বিকশিত বেদনার মঞ্জরী ॥

৯৯

তোমার পায়ের তলায় যেন গো রঙ লাগে—
আমার মনের বনের ফুলের রাঙা রাগে ॥
যেন আমার গানের তানে
তোমায় ভূষণ পরাই কানে,
যেন রক্তমণির হার গেঁথে দিই প্রাণের অনুরাগে ॥

১০০

অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে কবে কখন একটুখানি পাওয়া,
সেইটুকুতেই জাগায় দখিন হাওয়া॥
দিনের পর দিন চলে যায় যেন তারা পথের স্রোতেই ভাসা,
বাহির হতেই তাদের যাওয়া আসা।
কখন আসে একটি সকাল সে যেন মোর ঘরেই বাঁধে বাসা,
সে যেন মোর চিরদিনের চাওয়া॥
হারিয়ে যাওয়া আলোর মাঝে কণা কণা কুড়িয়ে পেলেম যারে
রইল গাঁথা মোর জীবনের হারে।
সেই-যে আমার জোড়া-দেওয়া ছিন্ন দিনের খণ্ড আলোর মালা
সেই নিয়েই আজ সাজাই আমার থালা—
এক পলকের পুলক যত, এক নিমেষের প্রদীপখানি জ্বালা,
একতারাতে আধখানা গান গাওয়া॥

১০১

দিনশেষের রাঙা মুকুল জাগল চিতে।
সঙ্গোপনে ফুটবে প্রেমের মঞ্জরীতে॥
মন্দবায়ে অন্ধকারে দুলবে তোমার পথের ধারে,
গন্ধ তাহার লাগবে তোমার আগমনীতে—
ফুটবে যখন মুকুল প্রেমের মঞ্জরীতে॥
রাত যেন না বৃথা কাটে প্রিয়তম হে—
এসো এসো প্রাণে মম, গানে মম হে।
এসো নিবিড় মিলনক্ষণে রজনীগন্ধার কাননে,
স্বপন হয়ে এসো আমার নিশীথিনীতে—
ফুটবে যখন মুকুল প্রেমের মঞ্জরীতে॥

১০২

আছ আকাশ-পানে তুলে মাথা,
কোলে আধেকখানি মালা গাঁথা॥

ফাগুনবেলায় বহে আনে আলোর কথা ছায়ার কানে,
তোমার মনে তারি সনে ভাবনা যত ফেরে যা-তা ॥
কাছে থেকে রইলে দূরে,
কান্না মিলায় গানের সুরে।
হারিয়ে-যাওয়া হৃদয় তব মূর্তি ধরে নব নব—
পিয়ালবনে উড়ালো চুল, বকুলবনে আঁচল পাতা ॥

১০৩

না, না গো না,
কোরো না ভাবনা—
যদি বা নিশি যায় যাব না যাব না ॥
যখনি চলে যাই আসিব ব'লে যাই,
আলোছায়ার পথে করি আনাগোনা ॥
দোলাতে দোলে মন মিলনে বিরহে।
বারে বারেই জানি তুমি তো চির হে।
ক্ষণিক আড়ালে বারেক দাঁড়ালে
মরি ভয়ে ভয়ে পাব কি পাব না ॥

১০৪

চৈত্রপবনে মম চিত্তবনে বাণীমঞ্জরী সঞ্চলিতা
ওগো ললিতা।
যদি বিজনে দিন বহে যায় খর তপনে ঝরে পড়ে হায়
অনাদরে হবে ধূলিদলিতা
ওগো ললিতা ॥
তোমার লাগিয়া আছি পথ চাহি— বুঝি বেলা আর নাহি নাহি।
বনছায়াতে তারে দেখা দাও, করুণ হাতে তুলে নিয়ে যাও—
কণ্ঠহারে করো সঙ্কলিতা
ওগো ললিতা ॥

১০৫

নূপুর বেজে যায় রিনিরিনি।
আমার মন কয়, চিনি চিনি॥
গন্ধ রেখে যায় মধুবায়ে মাধবীবিতানের ছায়ে ছায়ে,
ধরণী শিহরায় পায়ে পায়ে, কলসে কঙ্কণে কিনিকিনি॥
পারুল শুধাইল, কে তুমি গো, অজানা কাননের মায়ামৃগ।
কামিনী ফুলকুল বরষিছে, পবন এলোচুল পরশিছে,
আঁধারে তারাগুলি হরষিছে, ঝিল্লি ঝনকিছে ঝিনিঝিনি॥

১০৬

আরো একটু বসো তুমি, আরো একটু বলো।
পথিক, কেন অথির হেন— নয়ন ছলোছলো॥
আমার কী যে শুনতে এলে তার কিছু কি আভাস পেলে—
নীরব কথা বুকে আমার করে টলোমলো॥
যখন থাক দূরে
আমার মনের গোপন বাণী বাজে গভীর সুরে।
কাছে এলে তোমার আঁখি সকল কথা দেয় যে ঢাকি—
সে যে মৌন প্রাণের রাতে তারা জ্বলোজ্বলো॥

১০৭

বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে এসেছি তোমারি এ দ্বারে,
পথিকেরে লহো ডাকি তব মন্দিরের এক ধারে॥
বনপথ হতে, সুন্দরী, এনেছি মল্লিকামঞ্জরী—
তুমি লবে নিজ বেণীবন্ধে মনে রেখেছি এ দুরাশারে॥
কোনো কথা নাহি ব'লে ধীরে ধীরে ফিরে যাব চলে।
ঝিল্লিঝঙ্কৃত নিশীথে পথে যেতে বাঁশরিতে
শেষ গান পাঠাব তোমা-পানে শেষ উপহারে॥

১০৮

মেঘছায়ে সজল বায়ে মন আমার
উতলা করে সারাবেলা কার লুপ্ত হাসি, সুপ্ত বেদনা হায় রে॥
কোন্ বসন্তের নিশীথে যে বকুলমালাখানি পরালে
তার দলগুলি গেছে ঝরে, শুধু গন্ধ ভাসে প্রাণে॥
জানি ফিরিবে না আর ফিরিবে না, জানি তব পথ গেছে সুদূরে
পারিলে না তবু পারিলে না চিরশূন্য করিতে ভুবন মম—
তুমি নিয়ে গেছ মোর বাঁশিখানি, দিয়ে গেছ তোমার গান॥

১০৯

গোধূলিগগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা।
আমার যা কথা ছিল হয়ে গেল সারা॥
হয়তো সে তুমি শোন নাই, সহজে বিদায় দিলে তাই—
আকাশ মুখর ছিল যে তখন, ঝরোঝরো বারিধারা॥
চেয়েছিনু যবে মুখে তোলো নাই আঁখি,
আঁধারে নীরব ব্যথা দিয়েছিল ঢাকি।
আর কি কখনো কবে এমন সন্ধ্যা হবে—
জনমের মতো হায় হয়ে গেল হারা॥

১১০

আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে, চাও কি—
হায় বুঝি তার খবর পেলে না।
পারিজাতের মধুর গন্ধ পাও কি—
হায় বুঝি তার নাগাল মেলে না॥
প্রেমের বাদল নামল, তুমি জানো না হায় তাও কি।
আজ মেঘের ডাকে তোমার মনের ময়ূরকে নাচাও কি।

আমি সেতারেতে তার বেঁধেছি, আমি সুরলোকের সুর সেধেছি,
তারি তানে তানে মনে প্রাণে মিলিয়ে গলা গাও কি—
হায় আসরেতে বুঝি এলে না।
ডাক উঠেছে বারে বারে, তুমি সাড়া দাও কি!
আজ ঝুলনদিনে দোলন লাগে, তোমার পরান হেলে না॥

১১১

তোমার মনের একটি কথা আমায় বলো বলো।
তোমার নয়ন কেন এমন ছলোছলো॥
বনের' পরে বৃষ্টি ঝরে ঝরোঝরো রবে।
সন্ধ্যা মুখরিত ঝিল্লিস্বরে নীপকুঞ্জতলে।
শালের বীথিকায় বারি বহে যায় কলোকলো॥
আজি দিগন্তসীমা
বৃষ্টি-আড়ালে হারালো নীলিমা হারালো—
ছায়া পড়ে তোমার মুখের 'পরে,
ছায়া ঘনায় তব মনে মনে ক্ষণে ক্ষণে,
অশ্রুমন্থর বাতাসে বাতাসে তোমার হৃদয় টলোটলো॥

১১২

উদাসিনী-বেশে বিদেশিনী কে সে নাইবা তাহারে জানি,
রঙে রঙে লিখা আঁকি মরীচিকা মনে মনে ছবিখানি॥
পুবের হাওয়ায় তরীখানি তার এই ভাঙা ঘাট কবে হল পার
দূর নীলিমার বক্ষে তাহার উদ্ধত বেগ হানি॥
মুগ্ধ আলসে গণি একা বসে পলাতকা যত ঢেউ।
যারা চলে যায় ফেরে না তো হায় পিছু-পানে আর কেউ।
মনে জানি কারো নাগাল পাব না— তবু যদি মোর উদাসী ভাবনা
কোনো বাসা পায় সেই দুরাশায় গাঁথি সাহানায় বাণী॥

১১৩

আমি যাব না গো অমনি চলে। মালা তোমার দেব গলে॥
অনেক সুখে অনেক দুখে তোমার বাণী নিলেম বুকে,
ফাগুনশেষে যাবার বেলা আমার বাণী যাব বলে॥
কিছু হল, অনেক বাকি। ক্ষমা আমায় করবে না কি।
গান এসেছে সুর আসে নাই, হল না যে শোনানো তাই—
সে সুর আমার রইল ঢাকা নয়নজলে॥

১১৪

খোলো খোলো দ্বার, রাখিয়ো না আর
বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে।
দাও সাড়া দাও, এই দিকে চাও,
এসো দুই বাহু বাড়ায়ে॥
কাজ হয়ে গেছে সারা উঠেছে সন্ধ্যাতারা।
আলোকের খেয়া হয়ে গেল দে'য়া
অস্তসাগর পারায়ে॥
ভরি লয়ে ঝারি এনেছ কি বারি,
সেজেছ কি শুচি দুকূলে।
বেঁধেছ কি চুল, তুলেছ কি ফুল,
গেঁথেছ কি মালা মুকুলে।
ধেনু এল গোঠে ফিরে, পাখিরা এসেছে নীড়ে,
পথ ছিল যত জুড়িয়া জগত
আঁধারে গিয়েছে হারায়ে॥

১১৫

বাজিবে, সখী, বাঁশি বাজিবে—
হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে॥
বচন রাশি রাশি কোথা যে যাবে ভাসি,
অধরে লাজহাসি সাজিবে॥

নয়নে আঁখিজল   করিবে ছলছল,
সুখবেদনা মনে বাজিবে।
মরমে মুরছিয়া   মিলাতে চাবে হিয়া
সেই চরণযুগরাজীবে॥

১১৬

কে বলেছে তোমায়, বঁধু, এত দুঃখ সইতে।
আপনি কেন এলে, বঁধু, আমার বোঝা বইতে॥
প্রাণের বন্ধু, বুকের বন্ধু,
সুখের বন্ধু, দুখের বন্ধু—
তোমায়   দেব না দুখ, পাব না দুখ,
হেরব তোমার প্রসন্ন মুখ,
আমি   সুখে দুঃখে পারব, বন্ধু, চিরানন্দে রইতে—
তোমার সঙ্গে বিনা কথায় মনের কথা কইতে॥

১১৭

সে আমার গোপন   কথা শুনে যা ও সখী!
ভেবে না পাই বলব কী॥
প্রাণ যে আমার বাঁশি শোনে   নীল গগনে,
গান হয়ে যায় নিজের মনে যাহাই বকি।
সে যেন আসবে আমার মন বলেছে,
হাসির 'পরে তাই তো চোখের জল গলেছে।
দেখ্ লো তাই দেয় ইশারা   তারায় তারা,
চাঁদ হেসে ওই হল সারা তাহাই লখি॥

১১৮

এ কী সুধারস আনে
আজি মম মনে প্রাণে॥

সে যে চিরদিবসেরই, নূতন তাহারে হেরি—
বাতাস সে মুখ ঘেরি মাতে গুঞ্জনগানে ॥
পুরাতন বীণাখানি ফিরে পেল হারা বাণী।
নীলাকাশ শ্যামধরা পরশে তাহারি ভরা—
ধরা দিল অগোচরা নব নব সুরে তানে ॥

১১৯

ও যে মানে না মানা।
আঁখি ফিরাইলে বলে, 'না, না, না।'
যত বলি 'নাই রাতি— মলিন হয়েছে বাতি'
মুখপানে চেয়ে বলে, 'না, না, না।'
বিধুর বিকল হয়ে খেপা পবনে
ফাগুন করিছে হা-হা ফুলের বনে।
আমি যত বলি 'তবে এবার যে যেতে হবে'
দুয়ারে দাঁড়ায়ে বলে, 'না, না, না।'

১২০

মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে আয়—
তারে এগিয়ে নিয়ে আয় ॥
চোখের জলে মিশিয়ে হাসি ঢেলে দে তার পায়—
ওরে, ঢেলে দে তার পায় ॥
আসছে পথে ছায়া পড়ে, আকাশ এল আঁধার করে,
শুষ্ক কুসুম পড়ছে ঝরে, সময় বহে যায়—
ওরে সময় বহে যায় ॥

১২১

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা ॥

যেথা আমি যাই নাকো তুমি প্রকাশিত থাকো,

আকুল নয়নজলে ঢালো গো কিরণধারা ॥

তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সংগোপনে,

তিলেক অন্তর হলে না হেরি কূল-কিনারা।

কখনো বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি

অমনি ও মুখ হেরি শরমে সে হয় সারা ॥

১২২

যদি বারণ কর তবে গাহিব না।

যদি শরম লাগে মুখে চাহিব না ॥

যদি বিরলে মালা গাঁথা

সহসা পায় বাধা

তোমার ফুলবনে যাইব না ॥

যদি থমকি থেমে যাও পথমাঝে

আমি চমকি চলে যাব আন কাজে।

যদি তোমার নদীকূলে

ভুলিয়া ঢেউ তুলে,

আমার তরীখানি বাহিব না ॥

১২৩

কেন বাজাও কাঁকন কনকন কত ছলভরে।

ওগো, ঘরে ফিরে চলো কনককলসে জল ভরে ॥

কেন জলে ঢেউ তুলি ছলকি ছলকি কর খেলা।

কেন চাহ খনে খনে চকিত নয়নে কার তরে কত ছলভরে ॥

হেরো যমুনা-বেলায় আলসে হেলায় গেল বেলা,

যত হাসিভরা ঢেউ করে কানাকানি কলস্বরে কত ছলভরে।

হেরো নদীপরপারে গগনকিনারে মেঘমেলা,

তারা হাসিয়া হাসিয়া চাহিছে তোমারি মুখ'পরে কত ছলভরে ॥

১২৪

কেন যামিনী না যেতে জাগালে না, বেলা হল মরি লাজে।
শরমে জড়িত চরণে কেমনে চলিব পথেরি মাঝে॥
আলোকপরশে মরমে মরিয়া হেরো গো শেফালি পড়িছে ঝরিয়া,
কোনোমতে আছে পরান ধরিয়া কামিনী শিথিল সাজে॥
নিবিয়া বাঁচিল নিশার প্রদীপ উষার বাতাস লাগি,
রজনীর শশী গগনের কোণে লুকায় শরণ মাগি।
পাখি ডাকি বলে 'গেল বিভাবরী', বধূ চলে জলে লইয়া গাগরি।
আমি এ আকুল কবরী আবরি কেমনে যাইব কাজে॥

১২৫

নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া,
তোমার অনল দিয়া॥
কবে যাবে তুমি সমুখের পথে দীপ্ত শিখাটি বাহি
আছি তাই পথ চাহি।
পুড়িবে বলিয়া রয়েছে আশায় আমার নীরব হিয়া
আপন আঁধার নিয়া॥

১২৬

অলকে কুসুম না দিয়ো, শুধু শিথিল কবরী বাঁধিয়ো।
কাজলবিহীন সজল নয়নে হৃদয়দুয়ারে ঘা দিয়ো॥
আকুল আঁচলে পথিকচরণে মরণের ফাঁদ ফাঁদিয়ো—
না করিয়া বাদ মনে যাহা সাধ, নিদয়া, নীরবে সাধিয়ো॥
এসো এসো বিনা ভূষণেই, দোষ নেই তাহে দোষ নেই।
যে আসে আসুক ওই তব রূপ অযতন-ছাঁদে ছাঁদিয়ো।
শুধু হাসিখানি আঁখিকোণে হানি উতলা হৃদয় ধাঁদিয়ো॥

১২৭

নিশীথে কী কয়ে গেল মনে কী জানি, কী জানি।
সে কি ঘুমে, সে কি জাগরণে কী জানি, কী জানি॥

নানা কাজে নানা মতে ফিরি ঘরে, ফিরি পথে—
সে কথা কি অগোচরে বাজে ক্ষণে ক্ষণে। কী জানি, কী জানি।
সে কথা কি অকারণে ব্যথিছে হৃদয়, একি ভয়, একি জয়।
সে কথা কি কানে কানে বারে বারে কয় 'আর নয়' 'আর নয়'।
সে কথা কি নানা সুরে বলে মোরে 'চলো দূরে'—
সে কি বাজে বুকে মম, বাজে কি গগনে। কী জানি, কী জানি॥

১২৮

মোর স্বপন-তরীর কে তুই নেয়ে।
লাগল পালে নেশার হাওয়া, পাগল পরান চলে গেয়ে॥
আমায় ভুলিয়ে দিয়ে যা তোর দুলিয়ে দিয়ে না,
ও তোর সুদূর ঘাটে চল্ রে বেয়ে॥
আমার ভাবনা তো সব মিছে, আমার সব পড়ে থাক্ পিছে।
তোমার ঘোমটা খুলে দাও, তোমার নয়ন তুলে চাও,
দাও হাসিতে মোর পরান ছেয়ে॥

১২৯

ভালোবাসি, ভালোবাসি—
এই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশি॥
আকাশে কার বুকের মাঝে ব্যথা বাজে,
দিগন্তে কার কালো আঁখি আঁখির জলে যায় ভাসি।
সেই সুরে সাগরকূলে বাঁধন খুলে
অতল রোদন উঠে দুলে।
সেই সুরে বাজে মনে অকারণে
ভুলে-যাওয়া গানের বাণী, ভোলা দিনের কাঁদন-হাসি॥

১৩০

এবার মিলন-হাওয়ায়-হাওয়ায় হেলতে হবে।
ধরা দেবার খেলা এবার খেলতে হবে॥

ওগো পথিক, পথের টানে চলেছিলে মরণ-পানে,

আঙিনাতে আসন এবার মেলতে হবে ॥

মাধবিকার কুঁড়িগুলি আনো তুলে— মালতিকার মালা গাঁথো নবীন ফুলে।

স্বপ্নস্রোতে ভিড়বি পারে, বাঁধবি দুজন দুইজনারে,

সেই মায়াজাল হৃদয় ঘিরে ফেলতে হবে ॥

১৩১

তোমার রঙিন পাতায় লিখব প্রাণের কোন্ বারতা।

রঙের তুলি পাব কোথা ॥

সে রঙ তো নেই চোখের জলে, আছে কেবল হৃদয়তলে,

প্রকাশ করি কিসের ছলে মনের কথা।

কইতে গেলে রইবে কি তার সরলতা ॥

বন্ধু, তুমি বুঝবে কি মোর সহজ বলা— নাই যে আমার ছলা-কলা।

সুর যা ছিল বাহির ত্যেজে অন্তরেতে উঠল বেজে

একলা কেবল জানে সে যে মোর দেবতা।

কেমন করে করব বাহির মনের কথা ॥

১৩২

আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে।

ওগো আমার প্রিয়, তোমার রঙিন উত্তরীয়

পরো পরো পরো তবে ॥

মেঘ রঙে রঙে বোনা, আজ রবির রঙে সোনা,

আজ আলোর রঙ যে বাজল পাখির রবে ॥

আজ রঙ-সাগরে তুফান ওঠে মেতে।

যখন তারি হাওয়া লাগে তখন রঙের মাতন জাগে

কাঁচা সবুজ ধানের ক্ষেতে।

সেই রাতের-স্বপন-ভাঙা আমার হৃদয় হোক-না রাঙা

তোমার রঙেরই গৌরবে ॥

১৩৩

এই বুঝি মোর ভোরের তারা এল সাঁঝের তারার বেশে।
অবাক-চোখে ওই চেয়ে রয় চিরদিনের হাসি হেসে॥
সকল বেলা পাই নি দেখা, পাড়ি দিল কখন একা,
নামল আলোক-সাগর-পারে অন্ধকারের ঘাটে এসে॥
সকাল বেলা আমার হৃদয় ভরিয়েছিল পথের গানে,
সন্ধ্যাবেলা বাজায় বীণা কোন্ সুরে যে কেই বা জানে।
পরিচয়ের রসের ধারা কিছুতে আর হয় না হারা,
বারে বারে নতুন করে চিত্ত আমার ভুলাবে সে॥

১৩৪

আমার দোসর যে জন ওগো তারে কে জানে।
একতারা তার দেয় কি সাড়া আমার গানে কে জানে।
আমার নদীর যে ঢেউ ওগো জানে কি কেউ
যায় বহে যায় কাহার পানে। কে জানে॥
যখন বকুল ঝ'রে
আমার কাননতল যায় গো ভ'রে
তখন কে আসে-যায় সেই বনছায়ায়,
কে সাজি তার ভরে আনে। কে জানে॥

১৩৫

আমার লতার প্রথম মুকুল চেয়ে আছে মোর পানে,
শুধায় আমারে 'এসেছি এ কোন্‌খানে'।
এসেছ আমার জীবনলীলার রঙ্গে,
এসেছ আমার তরল ভাবের ভঙ্গে,
এসেছ আমার স্বরতরঙ্গ-গানে॥
আমার লতার প্রথম মুকুল প্রভাত-আলোক-মাঝে
শুধায় আমারে 'এসেছি এ কোন্ কাজে'।

টুটিতে গ্রন্থি কাজের জটিল বন্ধে,
বিবশ চিত্ত ভরিতে অলস গন্ধে,
বাজাতে বাঁশরি প্রেমাতুর দুনয়ানে ॥

১৩৬

দুঃখ দিয়ে মেটাব দুঃখ তোমার,
স্নান করাব অতল জলে বিপুল বেদনার ॥
মোর সংসার দিব যে জ্বালি, শোধন হবে এ মোহের কালি,
মরণব্যথা দিব তোমার চরণে উপহার ॥

১৩৭

একদিন চিনে নেবে তারে,
তারে চিনে নেবে
অনাদরে যে রয়েছে কুণ্ঠিতা ॥
সরে যাবে নবারুণ-আলোকে এই কালো অবগুণ্ঠন—
ঢেকে রবে না রবে না মায়াকুহেলীর মলিন আবরণ
তারে চিনে নেবে ॥
আজ গাঁথুক মালা সে গাঁথুক মালা,
তার দুখরজনীর অশ্রুমালা।
কখন দুয়ারে অতিথি আসিবে,
লবে তুলি মালাখানি ললাটে।
আজি জ্বালুক প্রদীপ চির-অপরিচিতা
পূর্ণপ্রকাশের লগন-লাগি—
চিনে নেবে ॥

১৩৮

মম যৌবননিকুঞ্জে গাহে পাখি—
সখি, জাগ' জাগ'

মেলি রাগ-অলস আঁখি—
অয়ি রাগ-অলস আঁখি সখি, জাগ' জাগ' ॥
আজি চঞ্চল এ নিশীথে
জাগ' ফাগুনগুণগীতে
অয়ি প্রথমপ্রণয়ভীতে,
মম নন্দন-অটবীতে
পিক মুহু মুহু উঠে ডাকি— সখি, জাগ' জাগ' ॥
জাগ' নবীন গৌরবে,
নব বকুলসৌরভে,
মৃদু মলয়বীজনে
জাগ' নিভৃত নির্জনে।
আজি আকুল ফুলসাজে
জাগ' মৃদুকম্পিত লাজে,
মম হৃদয়শয়নমাঝে,
শুন মধুর মুরলী বাজে
মম অন্তরে থাকি থাকি— সখি, জাগ' জাগ' ॥

১৩৯

আহা, জাগি পোহালো বিভাবরী।
অতি ক্লান্ত নয়ন তব সুন্দরী ॥
ম্লান প্রদীপ উষানিলচঞ্চল, পাণ্ডুর শশধর গত-অস্তাচল,
মুছ আঁখিজল, চল' সখি চল' অঙ্গে নীলাঞ্চল সম্বরি ॥
শরতপ্রভাত নিরাময় নির্মল, শান্ত সমীরে কোমল পরিমল,
নির্জন বনতল শিশিরসুশীতল, পুলকাকুল তরুবল্লরী।
বিরহশয়নে ফেলি মলিন মালিকা এস নবভুবনে এস গো বালিকা,
গাঁথি লহ অঞ্চলে নব শেফালিকা অলকে নবীন ফুলমঞ্জরী ॥

১৪০

সে আসে ধীরে,
যায় লাজে ফিরে।
রিনিকি রিনিকি রিনিঝিনি মঞ্জু মঞ্জু মঞ্জীরে
রিনিঝিনি-ঝিল্লীরে॥
বিকচ নীপকুঞ্জে নিবিড়তিমিরপুঞ্জে
কুন্তলফুলগন্ধ আসে অন্তরমন্দিরে
উন্মদ সমীরে॥
শঙ্কিত চিত কম্পিত অতি, অঞ্চল উড়ে চঞ্চল।
পুষ্পিত তৃণবীথি, ঝঙ্কৃত বনগীতি—
কোমলপদপল্লবতলচুম্বিত ধরণীরে
নিকুঞ্জকুটীরে॥

১৪১

পুষ্পবনে পুষ্প নাহি, আছে অন্তরে।
পরানে বসন্ত এল কার মন্তরে॥
মুঞ্জরিল শুষ্ক শাখী, কুহরিল মৌন পাখি,
বহিল আনন্দধারা মরুপ্রান্তরে॥
দুখেরে করি না ডর, বিরহে বেঁধেছি ঘর,
মনোকুঞ্জে মধুকর তবু গুঞ্জরে।
হৃদয়ে সুখের বাসা, মরমে অমর আশা,
চিরবন্দী ভালোবাসা প্রাণপিঞ্জরে॥

১৪২

আমার পরান যাহা চায় তুমি তাই, তুমি তাই গো।
তোমা ছাড়া আর এ জগতে মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো॥
তুমি সুখ যদি নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও—
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়মাঝে, আর কিছু নাহি চাই গো॥

আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন, তোমাতে করিব বাস
দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ-মাস।
যদি আর-কারে ভালোবাস, যদি আর ফিরে নাহি আস,
তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও, আমি যত দুখ পাই গো॥

১৪৩

আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি,
তুমি অবসরমত বাসিয়ো।
নিশিদিন হেথায় বসে আছি,
তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো॥
আমি সারানিশি তোমা-লাগিয়া
রব বিরহশয়নে জাগিয়া—
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে
এসে মুখপানে চেয়ে হাসিয়ো॥
তুমি চিরদিন মধুপবনে
চির- বিকশিত বনভবনে
যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া
তুমি নিজ সুখস্রোতে ভাসিয়ো।
যদি তার মাঝে পড়ি আসিয়া
তবে আমিও চলিব ভাসিয়া,
যদি দূরে পড়ি তাহে ক্ষতি কী—
মোর স্মৃতি মন হতে নাশিয়ো॥

১৪৪

সখী, ওই বুঝি বাঁশি বাজে— বনমাঝে কি মনোমাঝে॥
বসন্তবায় বহিছে কোথায়,
কোথায় ফুটেছে ফুল.
বলো গো সজনি, এ সুখরজনী
কোন্‌খানে উদিয়াছে— বনমাঝে কি মনোমাঝে॥

যাব কি যাব না মিছে এ ভাবনা,

সখী, মিছে মরি লোকলাজে।

কে জানে কোথা সে বিরহহুতাশে

ফিরে অভিসারসাজে—

বনমাঝে কি মনোমাঝে

১৪৫

ওরে, কী শুনেছিস ঘুমের ঘোরে, তোর নয়ন এল জলে ভরে॥

এত দিনে তোমায় বুঝি আঁধার ঘরে পেল খুঁজি—

পথের বঁধু দুয়ার ভেঙে পথের পথিক করবে তোরে॥

তোর দুখের শিখায় জ্বাল্‌ রে প্রদীপ জ্বাল্‌ রে।

তোর সকল দিয়ে ভরিস পূজার থাল রে।

যেন জীবন মরণ একটি ধারায় তার চরণে আপনা হারায়,

সেই পরশে মোহের বাঁধন রূপ যেন পায় প্রেমের ডোরে॥

১৪৬

কার চোখের চাওয়ার হাওয়ায় দোলায় মন,

তাই কেমন হয়ে আছিস সারাক্ষণ॥

হাসি যে তাই অশ্রুভারে নোওয়া,

ভাবনা যে তাই মৌন দিয়ে ছোঁওয়া,

ভাষায় যে তোর সুরের আবরণ॥

তোর পরানে কোন্‌ পরশমণির খেলা,

তাই হৃদ্‌গগনে সোনার মেঘের মেলা।

দিনের স্রোতে তাই তো পলকগুলি

ঢেউ খেলে যায় সোনার ঝলক তুলি,

কালোয় আলোয় কাঁপে আঁখির কোণ॥

১৪৭

অনেক কথা যাও যে ব'লে কোনো কথা না বলি।
তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি ॥
যে আছে মম গভীর প্রাণে ভেদিবে তারে হাসির বাণে,
চকিতে চাহ মুখের পানে তুমি যে কুতূহলী।
তোমারে তাই এড়াতে চাই, ফিরিয়া যাই চলি ॥
আমার চোখে যে চাওয়াখানি ধোওয়া সে আঁখিলোরে—
তোমারে আমি দেখিতে পাই, তুমি না পাও মোরে।
তোমার মনে কুয়াশা আছে, আপনি ঢাকা আপন-কাছে—
নিজের অগোচরেই পাছে আমারে যাও ছলি
তোমারে তাই এড়াতে চাই, ফিরিয়া যাই চলি ॥

১৪৮

না বলে যায় পাছে সে আঁখি মোর ঘুম না জানে।
কাছে তার রই, তবুও ব্যথা যে রয় পরানে ॥
যে পথিক পথের ভুলে এল মোর প্রাণের কূলে
পাছে তার ভুল ভেঙে যায়, চলে যায় কোন্ উজানে ॥
এল যেই এল আমার আগল টুটে,
খোলা দ্বার দিয়ে আবার যাবে ছুটে।
খেয়ালের হাওয়া লেগে যে খ্যাপা ওঠে জেগে
সে কি আর সেই অবেলায় মিনতির বাধা মানে ॥

১৪৯

তবে শেষ করে দাও শেষ গান, তার পরে যাই চলে।
তুমি ভুলে যেয়ো এ রজনী, আজ রজনী ভোর হলে ॥
বাহুডোরে বাঁধি কারে, স্বপ্ন কভু বাঁধা পড়ে ?
বক্ষে শুধু বাজে ব্যথা, আঁখি ভাসে জলে ॥

১৫০

সখী, আমারি দুয়ারে কেন আসিল
নিশিভোরে যোগী ভিখারি।
কেন করুণস্বরে বীণা বাজিল॥
আমি আসি যাই যতবার চোখে পড়ে মুখ তার,
তারে ডাকিব কি ফিরাইব তাই ভাবি লো॥
শ্রাবণে আঁধার দিশি শরতে বিমল নিশি,
বসন্তে দখিন বায়ু, বিকশিত উপবন—
কত ভাবে কত গীতি গাহিতেছে নিতি নিতি
মন নাহি লাগে কাজে, আঁখিজলে ভাসি লো॥

১৫১

তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে।
যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নবপ্রেমজালে।
যদি থাকি কাছাকাছি,
দেখিতে না পাও ছায়ার মতন আছি না আছি—
তবু মনে রেখো॥
যদি জল আসে আঁখিপাতে,
এক দিন যদি খেলা থেমে যায় মধুরাতে,
তবু মনে রেখো।
এক দিন যদি বাধা পড়ে কাজে শারদ প্রাতে— মনে রেখো॥
যদি পড়িয়া মনে
ছলোছলো জল নাই দেখা দেয় নয়নকোণে—
তবু মনে রেখো॥

১৫২

তুমি যেয়ো না এখনি।
এখনো আছে রজনী॥

পথ বিজন তিমিরসঘন,
কানন কণ্টকতরুগহন— আঁধারা ধরণী ॥
বড়ো সাধে জ্বালিনু দীপ, গাঁথিনু মালা—
চিরদিনে, বঁধু, পাইনু হে তব দরশন।
আজি যাব অকূলের পারে,
ভাসাব প্রেমপারাবারে জীবনতরণী ॥

১৫৩

আকুল কেশে আসে, চায় ম্লাননয়নে, কে গো চিরবিরহিণী—
নিশিভোরে আঁখি জড়িত ঘুমঘোরে,
বিজন ভবনে কুসুমসুরভি মৃদু পবনে,
সুখশয়নে, মম প্রভাতস্বপনে ॥
শিহরি চমকি জাগি তার লাগি।
চকিতে মিলায় ছায়াপ্রায়, শুধু রেখে যায়
ব্যাকুল বাসনা কুসুমকাননে ॥

১৫৪

কে দিল আবার আঘাত আমার দুয়ারে।
এ নিশীথকালে কে আসি দাঁড়ালে, খুঁজিতে আসিলে কাহারে ॥
বহুকাল হল বসন্তদিন এসেছিল এক অতিথি নবীন,
আকুল জীবন করিল মগন অকূল পুলকপাথারে ॥
আজি এ বরষা নিবিড়তিমির, ঝরোঝরো জল, জীর্ণ কুটীর—
বাদলের বায়ে প্রদীপ নিবায়ে জেগে বসে আছি একা রে।
অতিথি অজানা, তব গীতসুর লাগিতেছে কানে ভীষণমধুর—
ভাবিতেছি মনে যাব তব সনে অচেনা অসীম আঁধারে ॥

১৫৫

না না) নাই বা এলে যদি সময় নাই,
ক্ষণেক এসে বোলো না গো 'যাই যাই যাই' ॥

আমার প্রাণে আছে জানি সীমাবিহীন গভীর বাণী,
তোমায় চিরদিনের কথাখানি বলব— বলতে যেন পাই ॥
যখন দখিনহাওয়া কানন ঘিরে
এক কথা কয় ফিরে ফিরে,
পূর্ণিমাচাঁদ কারে চেয়ে এক তানে দেয় আকাশ ছেয়ে,
যেন সময়হারা সেই সময়ে একটি সে গান গাই ॥

১৫৬

জয় ক'রে তবু ভয় কেন তোর যায় না,
হায় ভীরু প্রেম, হায় রে।
আশার আলোয় তবুও ভরসা পায় না,
মুখে হাসি তবু চোখে জল না শুকায় রে ॥
বিরহের দাহ আজি হল যদি সারা,
ঝরিল মিলনরসের শ্রাবণধারা,
তবুও এমন গোপন বেদনতাপে
অকারণ দুখে পরান কেন দুখায় রে ॥
যদিবা ভেঙেছে ক্ষণিক মোহের ভুল,
এখনো প্রাণে কি যাবে না মানের মূল।
যাহা খুঁজিবার সাঙ্গ হল তো খোঁজা,
যাহা বুঝিবার শেষ হয়ে গেল বোঝা,
তবু কেন হেন সংশয়ঘনছায়ে
মনের কথাটি নীরব মনে লুকায় রে ॥

১৫৭

কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারই ঘায়ে—
নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে ॥
তোমার অভিসারে যাব অগম-পারে
চলিতে পথে পথে বাজুক ব্যথা পায়ে ॥

পরানে বাজে বাঁশি, নয়নে বহে ধারা—
দুখের মাধুরীতে করিল দিশাহারা।
সকলই নিবে কেড়ে, দিবে না তবু ছেড়ে—
মন সরে না যেতে, ফেলিলে একি দায়ে॥

১৫৮

আমার মনের কোণের বাইরে
আমি জানলা খুলে ক্ষণে ক্ষণে চাই রে॥
কোন্ অনেক দূরে উদাস সুরে
আভাস যে কার পাই রে—
আছে-আছে নাই রে॥
আমার দুই আঁখি হল হারা,
কোন্ গগনে খোঁজে কোন্ সন্ধ্যাতারা।
কার ছায়া আমায় ছুঁয়ে যে যায়,
কাঁপে হৃদয় তাই রে—
গুন্‌গুনিয়ে গাই রে॥

১৫৯

মুখপানে চেয়ে দেখি, ভয় হয় মনে—
ফিরেছ কি ফের নাই বুঝিব কেমনে॥
আসন দিয়েছি পাতি, মালিকা রেখেছি গাঁথি,
বিফল হল কি তাহা ভাবি খনে খনে॥
গোধূলিলগনে পাখি ফিরে আসে নীড়ে,
ধানে ভরা তরীখানি ঘাটে এসে ভিড়ে।
আজো কি খোঁজার শেষে ফের নি আপন দেশে
বিরামবিহীন তৃষা জ্বলে কি নয়নে॥

১৬০

স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে, জাগার বেলা হল—
যাবার আগে শেষ কথাটি বোলো॥

ফিরিয়া চেয়ে এমন কিছু দিয়ো
বেদনা হবে পরমরমণীয়—
আমার মনে রহিবে নিরবধি
বিদায়খনে খনেক-তরে যদি সজল আঁখি তোলো॥
নিমেষহারা এ শুকতারা এমনি উষাকালে
উঠিবে দূরে বিরহাকাশভালে।
রজনীশেষে এই-যে শেষ কাঁদা
বীণার তারে পড়িল তাহা বাঁধা,
হারানো মণি স্বপনে গাঁথা রবে—
হে বিরহিণী, আপন হাতে তবে বিদায়দ্বার খোলো॥

১৬১

মিলনরাতি পোহালো, বাতি নেভার বেলা এল—
ফুলের পালা ফুরালে ডালা উজাড় করে ফেলো॥
স্মৃতির ছবি মিলাবে যবে ব্যথার তাপ কিছু তো রবে,
তা নিয়ে মনে বিজন খনে বিরহদীপ জ্বেলো॥
ফাল্গুনের মাধবীলীলা কুঞ্জ ছিল ঘিরে,
চৈত্রবনে বেদনা তারি মর্মরিয়া ফিরে।
হয়েছে শেষ, তবুও বাকি কিছু তো গান গিয়েছি রাখি-
সেটুকু নিয়ে গুন্‌গুনিয়ে সুরের খেলা খেলো॥

১৬২

হে ক্ষণিকের অতিথি,
এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া
ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া॥
কোন্‌ অমরার বিরহিণীরে চাহ নি ফিরে,
কার বিষাদের শিশিরনীরে এলে নাহিয়া॥

ওগো অকরুণ, কী মায়া জানো,
মিলনছলে বিরহ আনো।
চলেছ পথিক আলোকযানে আঁধার-পানে
মনভুলানো মোহনতানে গান গাহিয়া॥

১৬৩

হায় অতিথি, এখনি কি হল তোমার যাবার বেলা।
দেখো আমার হৃদয়তলে সারা রাতের আসন মেলা॥
এসেছিলে দ্বিধাভরে
কিছু বুঝি চাবার তরে,
নীরব চোখে সন্ধ্যালোকে খেয়াল নিয়ে করলে খেলা॥
জানালে না গানের ভাষায় এনেছিলে যে প্রত্যাশা।
শাখার আগায় বসল পাখি, ভুলে গেল বাঁধতে বাসা।
দেখা হল, হয় নি চেনা—
প্রশ্ন ছিল, শুধালে না—
আপন মনের আকাঙ্ক্ষারে আপনি কেন করলে হেলা॥

১৬৪

মুখখানি কর মলিন বিধুর যাবার বেলা—
জানি আমি জানি, সে তব মধুর ছলের খেলা॥
গোপন চিহ্ন এঁকে যাবে তব রথে—
জানি তুমি তারে ভুলিবে না কোনোমতে
যার সাথে তব হল এক দিন মিলনমেলা॥
জানি আমি যবে আঁখিজল ভরে রসের স্নানে
মিলনের বীজ অঙ্কুর ধরে নবীন প্রাণে।
খনে খনে এই চিরবিরহের ভান,
খনে খনে এই ভয়রোমাঞ্চদান—
তোমার প্রণয়ে সত্য সোহাগে মিথ্যা হেলা॥

১৬৫

ওকে বাঁধিবি কে রে, হবে যে ছেড়ে দিতে।

ওর পথ খোলে রে বিদায়রজনীতে ॥

গগনে তার মেঘদুয়ার ঝেঁপে বুকেরই ধন বুকেতে ছিল চেপে,

প্রভাতবায়ে গেল সে দ্বার কেঁপে—

এল যে ডাক ভোরের রাগিণীতে ॥

শীতল হোক বিমল হোক প্রাণ,

হৃদয়ে শোক রাখুক তার দান।

যা ছিল ঘিরে শূন্যে সে মিলালো, সে ফাঁক দিয়ে আসুক তবে আলো—

বিজনে বসি পূজাঞ্জলি ঢালো

শিশিরে-ভরা সেঁউতি-ঝরা গীতে ॥

১৬৬

সকালবেলার আলোয় বাজে বিদায়ব্যথার ভৈরবী—

আন্ বাঁশি তোর, আয় কবি ॥

শিশিরশিহর শরতপ্রাতে শিউলিফুলের গন্ধসাথে

গান রেখে যাস আকুল হাওয়ায়, নাই যদি রোস নাই র'বি ॥

এমন উষা আসবে আবার সোনায় রঙিন দিগন্তে,

কুন্দের দুল সীমন্তে।

কপোতকূজনকরুণ ছায়ায় শ্যামল কোমল মধুর মায়ায়

তোমার গানের নূপুরমুখর

জাগবে আবার এই ছবি ॥

১৬৭

শেষ বেলাকার শেষের গানে

ভোরের বেলার বেদন আনে ॥

তরুণ মুখের করুণ হাসি গোধূলি-আলোয় উঠেছে ভাসি,

প্রথম ব্যথার প্রথম বাঁশি

বাজে দিগন্তে কী সন্ধানে শেষের গানে ॥

আজি দিনান্তে মেঘের মায়া
সে আঁখিপাতায় ফেলেছে ছায়া।
খেলায় খেলায় যে কথাখানি
চোখে চোখে যেত বিজলি হানি
সেই প্রভাতের নবীন বাণী
চলেছে রাতের স্বপন-পানে শেষের গানে॥

১৬৮

কাঁদার সময় অল্প ওরে, ভোলার সময় বড়ো।
যাবার দিনে শুকনো বকুল মিথ্যে করিস জড়ো॥
আগমনীর নাচের তালে নতুন মুকুল নামল ডালে,
নিঠুর হাওয়ায় পুরানো ফুল ওই-যে পড়ো-পড়ো॥
ছিন্নবাঁধন পান্থরা যায় ছায়ার পানে চলে,
কান্না তাদের রইল পড়ে শীর্ণ তৃণের কোলে।
জীর্ণ পাতা উড়িয়ে ফেলা খেল্‌, কবি, সেই শিশুর খেলা—
নতুন গানে কাঁচা সুরের প্রাণের বেদী গড়ো॥

১৬৯

কেন রে এতই যাবার ত্বরা—
বসন্ত, তোর হয়েছে কি ভোর গানের ভরা॥
এখনি মাধবী ফুরালো কি সবই,
বনছায়া গায় শেষ ভৈরবী—
নিল কি বিদায় শিথিল করবী বৃন্তঝরা॥
এখনি তোমার পীত উত্তরী দিবে কি ফেলে
তপ্ত দিনের শুষ্ক তৃণের আসন মেলে।
বিদায়ের পথে হতাশ বকুল,
কপোতকূজনে হল যে আকুল,
চরণপূজনে ঝরাইছে ফুল বসুন্ধরা॥

১৭০

জানি, জানি হল যাবার আয়োজন—
তবু, পথিক, থামো থামো কিছুক্ষণ ॥
শ্রাবণগগন বারি-ঝরা,
কাননবীথি ছায়ায় ভরা,
শুনি জলের ঝরোঝরে যূথীবনের ফুল-ঝরা ক্রন্দন ॥
যেয়ো— যখন বাদলশেষের পাখি
পথে পথে উঠবে ডাকি ডাকি।
শিউলিবনের মধুর স্তবে
জাগবে শরৎলক্ষ্মী যবে,
শুভ্র আলোর শঙ্খরবে পরবে ভালে মঙ্গলচন্দন ॥

১৭১

আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে
ভোরের আলো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ॥
বাদলপ্রাতের উদাস পাখি ওঠে ডাকি
বনের গোপন শাখে শাখে, পিছু ডাকে ॥
ভরা নদী ছায়ার তলে ছুটে চলে—
খোঁজে কাকে, পিছু ডাকে।
আমার প্রাণের ভিতর সে কে থেকে থেকে
বিদায়প্রাতের উতলাকে পিছু ডাকে ॥

১৭২

কে বলে 'যাও যাও'— আমার যাওয়া তো নয় যাওয়া।
টুটবে আগল বারে বারে তোমার দ্বারে,
লাগবে আমায় ফিরে ফিরে ফিরে-আসার হাওয়া ॥
ভাসাও আমায় ভাঁটার টানে অকূল-পানে,
আবার জোয়ার-জলে তীরের তলে ফিরে তরী বাওয়া ॥

পথিক আমি, পথেই বাসা—

আমার যেমন যাওয়া তেমনি আসা।

ভোরের আলোয় আমার তারা

হোক-না হারা,

আবার জ্বলবে সাঁজে আঁধার-মাঝে তারি নীরব চাওয়া॥

১৭৩

কেন আমায় পাগল করে যাস ওরে চলে-যাওয়ার দল।

আকাশে বয় বাতাস উদাস, পরান টলোমল॥

প্রভাততারা দিশাহারা, শরতমেঘের ক্ষণিক ধারা—

সভা ভাঙার শেষ বীণাতে তান লাগে চঞ্চল॥

নাগকেশরের ঝরা কেশর ধুলার সাথে মিতা।

গোধূলি সে রক্ত-আলোয় জ্বালে আপন চিতা।

শীতের হাওয়ায় ঝরায় পাতা, আমলকী-বন মরণ-মাতা,

বিদায়বাঁশির সুরে বিধুর সাঁজের দিগঞ্চল॥

১৭৪

যদি হল যাবার ক্ষণ

তবে যাও দিয়ে যাও শেষের পরশন॥

বারে বারে যেথায় আপন গানে স্বপন ভাসাই দূরের পানে

মাঝে মাঝে দেখে যেয়ো শূন্য বাতায়ন—

সে মোর শূন্য বাতায়ন॥

বনের প্রান্তে ওই মালতীলতা

করুণ গন্ধে কয় কী গোপন কথা।

ওরই ডালে আর শ্রাবণের পাখি স্মরণখানি আনবে না কি,

আজ-শ্রাবণের সজল ছায়ায় বিরহ মিলন—

আমাদের বিরহ মিলন॥

১৭৫

ক্লান্ত বাঁশির শেষ রাগিণী বাজে শেষের রাতে।
শুকনো ফুলের মালা এখন দাও তুলে মোর হাতে॥
সুরখানি ওই নিয়ে কানে পাল তুলে দিই পারের পানে,
চৈত্ররাতের মলিন মালা রইবে আমার সাথে॥
পথিক আমি এসেছিলেম তোমার বকুলতলে—
পথ আমারে ডাক দিয়েছে, এখন যাব চলে।
ঝরা যূথীর পাতায় ঢেকে আমার বেদন গেলেম রেখে,
কোন্ ফাগুনে মিলবে সে-যে তোমার বেদনাতে॥

১৭৬

কখন দিলে পরায়ে স্বপনে বরণমালা,
ব্যথার মালা॥
প্রভাতে দেখি জেগে অরুণ মেঘে
বিদায়বাঁশরি বাজে অশ্রু-গালা॥
গোপনে এসে গেলে, দেখি নাই আঁখি মেলে।
আঁধারে দুঃখডোরে বাঁধিলে মোরে,
ভূষণ পরালে বিরহবেদন-ঢালা॥

১৭৭

যাবার বেলা শেষ কথাটি যাও বলে,
কোন্খানে যে মন লুকানো দাও বলে॥
চপল লীলা ছলনাভরে বেদনখানি আড়াল করে,
যে বাণী তব হয় নি বলা নাও বলে॥
হাসির বাণে হেনেছ কত শ্লেষকথা,
নয়নজলে ভরো গো আজি শেষ কথা।
হায় রে অভিমানিনী নারী, বিরহ হল দ্বিগুণ ভারী
দানের ডালি ফিরায়ে নিতে চাও ব'লে॥

১৭৮

জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার, জানি।
তবু মনে মনে প্রবোধ নাহি যে মানি॥
বিদায়লগনে ধরিয়া দুয়ার তাই তো তোমায় বলি বারবার
'ফিরে এসো এসো বন্ধু আমার', বাষ্পবিভল বাণী॥
যাবার বেলায় কিছু মোরে দিয়ো দিয়ো
গানের সুরেতে তব আশ্বাস প্রিয়।
বনপথে যবে যাবে সে ক্ষণের হয়তো বা কিছু রবে স্মরণের,
তুলি লব সেই তব চরণের দলিত কুসুমখানি॥

১৭৯

না রে, না রে, ভয় করব না বিদায়বেদনারে।
আপন সুধা দিয়ে ভরে দেব তারে॥
চোখের জলে সে যে নবীন রবে, ধ্যানের মণিমালায় গাঁথা হবে,
পরব বুকের হারে॥
নয়ন হতে তুমি আসবে প্রাণে, মিলবে তোমার বাণী আমার গানে গানে।
বিরহব্যথায় বিধুর দিনে দুখের আলোয় তোমায় নেব চিনে
এ মোর সাধনা রে॥

১৮০

তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল ওরে।
তবে মরণরসে নে পেয়ালা ভরে॥
সে যে চিতার আগুন গালিয়ে ঢালা, সব জ্বলনের মেটায় জ্বালা—
সব শূন্যকে সে অট্টহেসে দেয় যে রঙিন করে॥
তোর সূর্য ছিল গহন মেঘের মাঝে,
তোর দিন মরেছে অকাজেরই কাজে।
তবে আসুক-না সেই তিমিররাতি লুপ্তিনেশার চরম সাথি—
তোর ক্লান্ত আঁখি দিক সে ঢাকি দিক্‌-ভোলাবার ঘোরে॥

১৮১

মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যামসমান।
মেঘবরণ তুঝ, মেঘজটাজুট,
রক্তকমলকর, রক্ত-অধরপুট,
তাপবিমোচন করুণ কোর তব
মৃত্যু-অমৃত করে দান॥
আকুল রাধা-রিঝ অতি জরজর,
ঝরই নয়নদউ অনুখন ঝরঝর—
তুঁহু মম মাধব, তুঁহুঁ মম দোসর,
তুঁহুঁ মম তাপ ঘুচাও।
মরণ, তু আও রে আও।

ভুজপাশে তব লহ সম্বোধয়ি,
আঁখিপাত মঝু দেহ তু রোধয়ি,
কোর-উপর তুঝ রোদয়ি রোদয়ি
নীদ ভরব সব দেহ।
তুঁহুঁ নহি বিসরবি, তুঁহুঁ নহি ছোড়বি,
রাধাহৃদয় তু কবহুঁ ন তোড়বি,
হিয়-হিয় রাখবি অনুদিন অনুখন—
অতুলন তোঁহার লেহ।

গগন সঘন অব, তিমিরমগন ভব,
তড়িতচকিত অতি, ঘোর মেঘরব,
শালতালতরু সভয়-তবধ সব—
পন্থ বিজন অতি ঘোর।
একলি যাওব তুঝ অভিসারে,
তুঁহুঁ মম প্রিয়তম, কি ফল বিচারে—
ভয়বাধা সব অভয় মুরতি ধরি
পন্থ দেখায়ব মোর।

ভানু ভণে, 'অয়ি রাধা, ছিয়ে ছিয়ে
চঞ্চল চিত্ত তোহারি।
জীবনবল্লভ মরণ-অধিক সো,
অব তুঁহুঁ দেখ বিচারি।'

১৮২

উতল হাওয়া লাগল আমার গানের তরণীতে।
দোলা লাগে দোলা লাগে
তোমার চঞ্চল ওই নাচের লহরীতে॥
যদি কাটে রশি, যদি হাল পড়ে খসি,
যদি ঢেউ ওঠে উচ্ছ্বসি,
সম্মুখেতে মরণ যদি জাগে,
করি নে ভয়— নেবই তারে, নেবই তারে জিতে॥

১৮৩

না না না) ডাকব না, ডাকব না অমন করে বাইরে থেকে।
পারি যদি অন্তরে তার ডাক পাঠাব, আনব ডেকে॥
দেবার ব্যথা বাজে আমার বুকের তলে,
নেবার মানুষ জানি নে তো কোথায় চলে—
এই দেওয়া-নেওয়ার মিলন আমার ঘটাবে কে॥
মিলবে না কি মোর বেদনা তার বেদনাতে—
গঙ্গাধারা মিশবে নাকি কালো যমুনাতে গো।
আপনি কী সুর উঠল বেজে
আপনা হতে এসেছে যে—
গেল যখন আশার বচন গেছে রেখে॥

১৮৪

তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই।
মনোহরণ চপলচরণ সোনার হরিণ চাই॥

সে-যে চমকে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়, যায় না তারে বাঁধা।
সে-যে নাগাল পেলে পালায় ঠেলে, লাগায় চোখে ধাঁদা।
আমি ছুটব পিছে মিছে মিছে পাই বা নাহি পাই—
আমি আপন-মনে মাঠে বনে উধাও হয়ে ধাই॥
তোরা পাবার জিনিস হাটে কিনিস, রাখিস ঘরে ভরে—
যারে যায় না পাওয়া তারি হাওয়া লাগল কেন মোরে।
আমার যা ছিল তা গেল ঘুচে যা নেই তার ঝোঁকে—
আমার ফুরোয় পুঁজি, ভাবিস বুঝি মরি তারি শোকে?
আমি আছি সুখে হাস্যমুখে, দুঃখ আমার নাই।
আমি আপন-মনে মাঠে বনে উধাও হয়ে ধাই॥

১৮৫

ও আমার ধ্যানেরই ধন,
তোমায় হৃদয়ে দোলায় যে হাসি রোদন॥
আসে বসন্ত, ফোটে বকুল, কুঞ্জে পূর্ণিমাচাঁদ হেসে আকুল—
তারা তোমায় খুঁজে না পায়,
প্রাণের মাঝে আছ গোপন স্বপন॥
আঁখিরে ফাঁকি দাও, একি ধারা!
অশ্রুজলে তারে কর সারা।
গন্ধ আসে, কেন দেখি নে মালা। পায়ের ধ্বনি শুনি, পথ নিরালা।
বেলা যে যায়, ফুল যে শুকায়—
অনাথ হয়ে আছে আমার ভুবন॥

১৮৬

হায় রে, ওরে যায় না কি জানা।
নয়ন ওরে খুঁজে বেড়ায়, পায় না ঠিকানা॥
অলখ পথেই যাওয়া আসা, শুনি চরণধ্বনির ভাষা—
গন্ধে শুধু হাওয়ায় হাওয়ায় রইল নিশানা॥

কেমন করে জানাই তারে
বসে আছি পথের ধারে।
প্রাণে এল সন্ধ্যাবেলা আলোয় ছায়ায় রঙিন খেলা—
ঝরে-পড়া বকুলদলে বিছায় বিছানা॥

১৮৭

ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি পরমোৎসব-রাতি।
রেখেছি কনকমন্দিরে কমলাসন পাতি॥
তুমি এসো হৃদে এসো, হৃদিবল্লভ হৃদয়েশ,
মম অশ্রুনেত্রে কর' বরিষন করুণ হাস্যভাতি॥
তব কণ্ঠে দিব মালা, দিব চরণে ফুলডালা—
আমি সকল কুঞ্জকানন ফিরি এনেছি যূথী জাতি।
তব পদতললীনা আমি বাজাব স্বর্ণবীণা—
বরণ করিয়া লব তোমারে মম মানসসাথি॥

১৮৮

কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া, এসেছি ভুলে।
তবু একবার চাও মুখপানে নয়ন তুলে।
দেখি ও নয়নে নিমেষের তরে সে দিনের ছায়া পড়ে কি না পড়ে,
সজল আবেগে আঁখিপাতা-দুটি পড়ে কি ঢুলে।
ক্ষণেকের তরে ভুল ভাঙায়ো না, এসেছি ভুলে॥
ব্যথা দিয়ে কবে কথা কয়েছিলে পড়ে না মনে,
দূরে থেকে কবে ফিরে গিয়েছিলে নাই স্মরণে।
শুধু মনে পড়ে হাসিমুখখানি, লাজে বাধো-বাধো সোহাগের বাণী,
মনে পড়ে সেই হৃদয় উছাস নয়নকূলে।
তুমি যে ভুলেছ ভুলে গেছি, তাই এসেছি ভুলে॥
কাননের ফুল এরা তো ভোলে নি, আমরা ভুলি।
এই তো ফুটেছে পাতায় পাতায় কামিনীগুলি।

চাঁপা কোথা হতে এনেছে ধরিয়া অরুণকিরণ কোমল করিয়া,
বকুল ঝরিয়া মরিবারে চায় কাহার চুলে।
কেহ ভোলে কেউ ভোলে না যে, তাই এসেছি ভুলে ॥
এমন করিয়া কেমনে কাটিবে মাধবীরাতি।
দখিনবাতাসে কেহ নাহি পাশে সাথের সাথি।
চারি দিক হতে বাঁশি শোনা যায়, সুখে আছে যারা তারা গান গায়—
আকুল বাতাসে, মদির সুবাসে, বিকচ ফুলে,
এখনো কি কেঁদে চাহিবে না কেউ আসিলে ভুলে ॥

১৮৯

সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে, ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা।
সেই স্মৃতিটুকু কভু খনে খনে যেন জাগে মনে, ভুলো না ॥
সেদিন বাতাসে ছিল তুমি জানো— আমারি মনের প্রলাপ জড়ানো,
আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানো তোমার হাসির তুলনা ॥
যেতে যেতে পথে পূর্ণিমারাতে চাঁদ উঠেছিল গগনে।
দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে কী জানি কী মহা লগনে।
এখন আমার বেলা নাহি আর, বহিব একাকী বিরহের ভার—
বাঁধিনু যে রাখী পরানে তোমার সে রাখী খুলো না, খুলো না ॥

১৯০

সেই ভালো সেই ভালো, আমারে নাহয় না জানো।
দূরে গিয়ে নয় দুঃখ দেবে, কাছে কেন লাজে লাজানো ॥
মোর বসন্তে লেগেছে তো সুর, বেণুবনছায়া হয়েছে মধুর—
থাক্‌-না এমনি গন্ধে-বিধুর মিলনকুঞ্জ সাজানো ॥
গোপনে দেখেছি তোমার ব্যাকুল নয়নে ভাবের খেলা।
উতল আঁচল, এলোথেলো চুল, দেখেছি ঝড়ের বেলা।
তোমাতে আমাতে হয় নি যে কথা মর্মে আমার আছে সে বারতা—
না বলা বাণীর নিয়ে আকুলতা আমার বাঁশিটি বাজানো ॥

১৯১

কাছে যবে ছিল পাশে হল না যাওয়া,
চলে যবে গেল তারি লাগিল হাওয়া॥
যবে ঘাটে ছিল নেয়ে তারে দেখি নাই চেয়ে,
দূর হতে শুনি স্রোতে তরণী-বাওয়া॥
যেখানে হল না খেলা সে খেলাঘরে
আজি নিশিদিন মন কেমন করে।
হারানো দিনের ভাষা স্বপ্নে আজি বাঁধে বাসা,
আজ শুধু আঁখিজলে পিছনে চাওয়া॥

১৯২

আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে
বসন্তের বাতাসটুকুর মতো।
সে যে ছুঁয়ে গেল, নুয়ে গেল রে—
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত।
সে চলে গেল, বলে গেল না— সে কোথায় গেল ফিরে এল না।
সে যেতে যেতে চেয়ে গেল কী যেন গেয়ে গেল—
তাই আপন-মনে বসে আছি কুসুমবনেতে।
সে ঢেউয়ের মতন ভেসে গেছে, চাঁদের আলোর দেশে গেছে,
যেখান দিয়ে হেসে গেছে, হাসি তার রেখে গেছে রে—
মনে হল আঁখির কোণে আমায় যেন ডেকে গেছে সে।
আমি কোথায় যাব, কোথায় যাব, ভাবতেছি তাই একলা বসে।
সে চাঁদের চোখে বুলিয়ে গেল ঘুমের ঘোর।
সে প্রাণের কোথায় দুলিয়ে গেল ফুলের ডোর।
কুসুমবনের উপর দিয়ে কী কথা সে বলে গেল,
ফুলের গন্ধ পাগল হয়ে সঙ্গে তারি চলে গেল।
হৃদয় আমার আকুল হল, নয়ন আমার মুদে এল রে—
কোথা দিয়ে কোথায় গেল সে॥

১৯৩

মনে রয়ে গেল মনের কথা—
শুধু চোখের জল, প্রাণের ব্যথা॥
মনে করি দুটি কথা ব'লে যাই, কেন মুখের পানে চেয়ে চলে যাই।
সে যদি চাহে মরি যে তাহে, কেন মুদে আসে আঁখির পাতা॥
ম্লানমুখে, সখী, সে যে চলে যায়— ও তারে ফিরায়ে ডেকে নিয়ে আয়
বুঝিল না সে যে কেঁদে গেল— ধুলায় লুটাইল হৃদয়লতা॥

১৯৪

ওগো আমার চির-অচেনা পরদেশী,
ক্ষণতরে এসেছিলে নির্জন নিকুঞ্জ হতে কিসের আহ্বানে॥
যে কথা বলেছিলে ভাষা বুঝি নাই তার,
আভাস তারি হৃদয়ে বাজিছে সদা
যেন কাহার বাঁশির মনোমোহন সুরে॥
প্রভাতে একা বসে গেঁথেছিনু মালা,
ছিল পড়ে তৃণতলে অশোকবনে।
দিনশেষে ফিরে এসে পাই নি তারে,
তুমিও কোথা গেছ চলে—
বেলা গেল, হল না আর দেখা॥

১৯৫

কোথা হতে শুনতে যেন পাই—
আকাশে আকাশে বলে 'যাই'॥
পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে জেগে ওঠে দীর্ঘশ্বাসে
'হায়, তারা নাই, তারা নাই'॥
কত দিনের কত ব্যথা হাওয়ায় ছড়ায় ব্যাকুলতা।
চলে যাওয়ার পথ যে দিকে সে দিক-পানে অনিমিখে
আজ ফিরে চাই, ফিরে চাই॥

১৯৬

পান্থপাখির রিক্ত কুলায় বনের গোপন ডালে
কান পেতে ওই তাকিয়ে আছে পাতার অন্তরালে॥
বাসায়-ফেরা ডানার শব্দ নিঃশেষে সব হল স্তব্ধ,
সন্ধ্যাতারার জাগল মন্ত্র দিনের বিদায়-কালে॥
চন্দ্র দিল রোমাঞ্চিয়া তরঙ্গ সিন্ধুর,
বনচ্ছায়ার রন্ধ্রে রন্ধ্রে লাগল আলোর সুর।
সুপ্তিবিহীন শূন্যতা যে সারা প্রহর বক্ষে বাজে
রাতের হাওয়ায় মর্মরিত বেণুশাখার তালে॥

১৯৭

বাজে করুণ সুরে হায় দূরে
তব চরণতলচুম্বিত পন্থবীণা।
এ মম পান্থচিত চঞ্চল
জানি না কী উদ্দেশে॥
যূথীগন্ধ অশান্ত সমীরে
ধায় উতলা উচ্ছ্বাসে,
তেমনি চিত্ত উদাসী রে
নিদারুণ বিচ্ছেদের নিশীথে॥

১৯৮

জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা
কোরো না হেলা হে গরবিনি।
বৃথাই কাটিবে বেলা, সাঙ্গ হবে যে খেলা,
সুধার হাটে ফুরাবে বিকিকিনি হে গরবিনি॥
মনের মানুষ লুকিয়ে আসে, দাঁড়ায় পাশে, হায়
হেসে চলে যায় জোয়ার-জলে ভাসিয়ে ভেলা—
দুর্লভ ধনে দুঃখের পণে লও গো জিনি হে গরবিনি॥

ফাগুন যখন যাবে গো নিয়ে ফুলের ডালা
কী দিয়ে তখন গাঁথিবে তোমার বরণমালা
হে বিরহিণী।
বাজবে বাঁশি দূরের হাওয়ায়,
চোখের জলে শূন্যে চাওয়ায় কাটবে প্রহর—
বাজবে বুকে বিদায়পথের চরণ ফেলা দিনযামিনী
হে গরবিনি॥

১৯৯

সখী, তোরা দেখে যা এবার এল সময়
আর বিলম্ব নয়, নয়, নয়॥
কাছে এল বেলা, মরণ-বাঁচনেরই খেলা,
ঘুচিল সংশয়।
আর বিলম্ব নয়॥
বাঁধন ছিঁড়ল তরী,
হঠাৎ দখিন-হাওয়ায়-হাওয়ায় পাল উঠিল ভরি।
ঢেউ ওঠে ওই খেপে, ও তোর হাল গেল যে কেঁপে,
ঘূর্ণিজলে ডুবে গেল সকল লজ্জা ভয়॥

২০০

আমি আশায় আশায় থাকি।
আমার তৃষিত-আকুল আঁখি॥
ঘুমে-জাগরণে-মেশা প্রাণে স্বপনের নেশা—
দূর দিগন্তে চেয়ে কাহারে ডাকি॥
বনে বনে করে কানাকানি অশ্রুত বাণী,
কী গাহে পাখি।
কী কব না পাই ভাষা, মোর জীবন রঙিন কুয়াশা
ফেলেছে ঢাকি॥

২০১

আমার নিখিল ভুবন হারালেম আমি যে।
বিশ্ববীণায় রাগিণী যায় থামি যে॥
গৃহহারা হৃদয় হায় আলোহারা পথে ধায়,
গহন তিমিরগুহাতলে যাই নামি যে॥
তোমারি নয়নে সন্ধ্যাতারার আলো।
আমার পথের অন্ধকারে জ্বালো জ্বালো।
মরীচিকার পিছে পিছে তৃষ্ণাতপ্ত প্রহর কেটেছে মিছে,
দিন-অবসানে
তোমারি হৃদয়ে শ্রান্ত-পান্থ অমৃততীর্থগামী যে॥

২০২

না না, ভুল কোরো না গো, ভুল কোরো না,
ভুল কোরো না ভালোবাসায়।
ভুলায়ো না, ভুলায়ো না, ভুলায়ো না নিষ্ফল আশায়॥
বিচ্ছেদদুঃখ নিয়ে আমি থাকি, দেয় না সে ফাঁকি,
পরিচিত আমি তারি ভাষায়॥
দয়ার ছলে তুমি হোয়ো না নির্দয়।
হৃদয় দিতে চেয়ে ভেঙো না হৃদয়।
রেখো না লুব্ধ করে, মরণের বাঁশিতে মুগ্ধ করে
টেনে নিয়ে যেয়ো না সর্বনাশায়॥

২০৩

ভুল করেছিনু, ভুল ভেঙেছে।
জেগেছি, জেনেছি— আর ভুল নয়, ভুল নয়॥
মায়ার পিছে-পিছে ফিরেছি, জেনেছি স্বপনসম সব মিছে—
বিঁধেছে কাঁটা প্রাণে— এ তো ফুল নয়, ফুল নয়॥

ভালোবাসা হেলা করিব না,
খেলা করিব না নিয়ে মন— হেলা করিব না।
তব হৃদয়ে সখী, আশ্রয় মাগি।
অতল সাগর সংসারে এ তো কূল নয়, কূল নয়॥

২০৪

ডেকো না আমারে, ডেকো না, ডেকো না।
চলে যে এসেছে মনে তারে রেখো না॥
আমার বেদনা আমি নিয়ে এসেছি,
মূল্য নাহি চাই যে ভালোবেসেছি,
কৃপাকণা দিয়ে আঁখিকোণে ফিরে দেখো না॥
আমার দুঃখজোয়ারের জলস্রোতে
নিয়ে যাবে মোরে সব লাঞ্ছনা হতে।
দূরে যাব যবে সরে তখন চিনিবে মোরে—
আজ অবহেলা ছলনা দিয়ে ঢেকো না॥

২০৫

যে ছিল আমার স্বপনচারিণী
তারে বুঝিতে পারি নি।
দিন চলে গেছে খুঁজিতে খুঁজিতে॥
শুভখনে কাছে ডাকিলে,
লজ্জা আমার ঢাকিলে গো,
তোমারে সহজে পেরেছি বুঝিতে॥
কে মোরে ফিরাবে অনাদরে,
কে মোরে ডাকিবে কাছে,
কাহার প্রেমের বেদনায় আমার মূল্য আছে,
এ নিরন্তর সংশয়ে হায় পারি নে যুঝিতে—
আমি তোমারেই শুধু পেরেছি বুঝিতে

২০৬

হায় হতভাগিনী,
স্রোতে বৃথা গেল ভেসে—
কূলে তরী লাগে নি, লাগে নি ॥
কাটালি বেলা বীণাতে সুর বেঁধে, কঠিন টানে উঠল কেঁদে,
ছিন্ন তারে থেমে গেল যে রাগিণী ॥
এই পথের ধারে এসে
ডেকে গেছে তোরে সে।
ফিরায়ে দিলি তারে রুদ্ধদ্বারে—
বুক জ্বলে গেল গো, ক্ষমা তবুও কেন মাগি নি ॥

২০৭

কোন্ সে ঝড়ের ভুল
ঝরিয়ে দিল ফুল,
প্রথম যেমনি তরুণ মাধুরী মেলেছিল এ মুকুল, হায় রে ॥
নব প্রভাতের তারা
সন্ধ্যাবেলায় হয়েছে পথহারা।
অমরাবতীর সুরযুবতীর এ ছিল কানের দুল, হায় রে ॥
এ যে মুকুটশোভার ধন।
হায় গো দরদী কেহ থাক যদি শিরে দাও পরশন।
এ কি স্রোতে যাবে ভেসে— দূর দয়াহীন দেশে
কোন্‌খানে পাবে কূল, হায় রে ॥

২০৮

ছি ছি, মরি লাজে, মরি লাজে—
কে সাজালো মোরে মিছে সাজে। হায় ॥
বিধাতার নিষ্ঠুর বিদ্রূপে নিয়ে এল চুপে চুপে
মোরে তোমাদের দুজনের মাঝে ॥

আমি নাই, আমি নাই— আদরিণী লহো তব ঠাঁই
যেথা তব আসন বিরাজে। হায়॥

২০৯

শুভ মিলনলগনে বাজুক বাঁশি
মেঘমুক্ত গগনে জাগুক হাসি॥
কত দুঃখে কত দূরে দূরে আঁধারসাগর ঘুরে ঘুরে
সোনার তরী তীরে এল ভাসি।
পূর্ণিমা-আকাশে জাগুক হাসি॥

ওগো পুরবালা,
আনো সাজিয়ে বরণডালা,
যুগলমিলনমহোৎসবে শুভ শঙ্খরবে
বসন্তের আনন্দ দাও উচ্ছ্বাসি।
পূর্ণিমা-আকাশে জাগুক হাসি॥

২১০

আর নহে, আর নহে—
বসন্তবাতাস কেন আর শুষ্ক ফুলে বহে॥
লগ্ন গেল বয়ে সকল আশা লয়ে,
এ কোন্ প্রদীপ জ্বালো এ যে বক্ষ আমার দহে॥
কানন মরু হল,
আজ এই সন্ধ্যা-অন্ধকারে সেথায় কী ফুল তোলো।
কাহার ভাগ্য হতে বরণমালা হরণ করো,
ভাঙা ডালি ভরো—
মিলনমালার কণ্টকভার কণ্ঠে কি আর সহে॥

২১১

ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে ওরে পাখি,
যা উড়ে, যা উড়ে, যা রে একাকী॥

বাজবে তোর পায়ে সেই বন্ধ, পাখাতে পাবি আনন্দ,
দিশাহারা মেঘ যে গেল ডাকি ॥
নির্মল দুঃখ যে সেই তো মুক্তি নির্মল শূন্যের প্রেমে—
আত্মবিড়ম্বনা দারুণ লজ্জা, নিঃশেষে যাক সে থেমে।
দুরাশায় যে মরাবাঁচায় এত দিন ছিলি তোর খাঁচায়,
ধূলিতলে তারে যাবি রাখি ॥

২১২

যাক ছিঁড়ে, যাক ছিঁড়ে যাক মিথ্যার জাল।
দুঃখের প্রসাদে এল আজি মুক্তির কাল ॥
এই ভালো ওগো এই ভালো বিচ্ছেদবহ্নিশিখার আলো,
নিষ্ঠুর সত্য করুক বরদান—
ঘুচে যাক ছলনার অন্তরাল ॥
যাও প্রিয়, যাও তুমি যাও জয়রথে—
বাধা দিব না পথে,
বিদায় নেবার আগে মন তব স্বপ্ন হতে যেন জাগে—
নির্মল হোক হোক সব জঞ্জাল ॥

২১৩

দুঃখের যজ্ঞ-অনল-জ্বলনে জন্মে যে প্রেম
দীপ্ত সে হেম,
নিত্য সে নিঃসংশয়,
গৌরব তার অক্ষয় ॥
দুরাকাঙ্ক্ষার পরপারে বিরহতীর্থে করে বাস
যেথা জ্বলে ক্ষুব্ধ হোমাগ্নিশিখায় চিরনৈরাশ—
তৃষ্ণাদাহনমুক্ত অনুদিন অমলিন রয়।
গৌরব তার অক্ষয় ॥
অশ্রু-উৎস-জল-স্নানে তাপস জ্যোতির্ময়

আপনারে আহুতি-দানে হল সে মৃত্যুঞ্জয়।
গৌরব তার অক্ষয়॥

২১৪

আমার মন কেমন করে—
কে জানে, কে জানে, কে জানে কাহার তরে॥
অলথ পথের পাখি গেল ডাকি,
গেল ডাকি সুদূর দিগন্তরে
ভাবনাকে মোর ধাওয়ায়
সাগরপারের হাওয়ায় হাওয়ায় হাওয়ায়।
স্বপনবলাকা মেলেছে পাখা,
আমায় বেঁধেছে কে সোনার পিঞ্জরে ঘরে॥

২১৫

গোপন কথাটি রবে না গোপনে,
উঠিল ফুটিয়া নীরব নয়নে।
না না না, রবে না গোপনে॥
বিভল হাসিতে
বাজিল বাঁশিতে,
স্ফুরিল অধরে নিভৃত স্বপনে।
না না না, রবে না গোপনে॥
মধুপ গুঞ্জরিল,
মধুর বেদনায় আলোকপিয়াসি
অশোক মুঞ্জরিল।
হৃদয়শতদল
করিছে টলমল
অরুণ প্রভাতে করুণ তপনে।
না না না, রবে না গোপনে॥

২১৬

বলো সখী, বলো তারি নাম
আমার কানে কানে
যে নাম বাজে তোমার প্রাণের বীণার
তানে তানে ॥
বসন্তবাতাসে বনবীথিকায়
সে নাম মিলে যাবে
বিরহীবিহঙ্গকলগীতিকায়।
সে নাম মদির হবে যে বকুলঘ্রাণে ॥
না-হয় সখীদের মুখে মুখে
সে নাম দোলা খাবে সকৌতুকে।
পূর্ণিমারাতে একা যবে
অকারণে মন উতলা হবে
সে নাম শুনাইব গানে গানে ॥

২১৭

অজানা সুর কে দিয়ে যায় কানে কানে।
ভাবনা আমার যায় ভেসে যায় গানে গানে ॥
বিস্মৃত জন্মের ছায়ালোকে হারিয়ে-যাওয়া বীণার শোকে
ফাগুন-হাওয়ায় কেঁদে ফিরে পথহারা রাগিণী।
কোন্ বসন্তের মিলনরাতে তারার পানে
ভাবনা আমার যায় ভেসে যায় গানে গানে ॥

২১৮

ধরা সে যে দেয় নাই, দেয় নাই,
যারে আমি আপনারে সঁপিতে চাই।
কোথা সে যে আছে সঙ্গোপনে
প্রতিদিন শত তুচ্ছের আড়ালে আড়ালে ॥

এসো মম সার্থক স্বপ্ন
করো মম যৌবন সুন্দর,
দক্ষিণবায়ু আনো পুষ্পবনে।
ঘুচাও বিষাদের কুহেলিকা,
নব প্রাণমন্ত্রের আনো বাণী।
পিপাসিত জীবনের ক্ষুব্ধ আশা
আঁধারে আঁধারে খোঁজে ভাষা
শূন্যে পথহারা পবনের ছন্দে,
ঝরে-পড়া বকুলের গন্ধে॥

২১৯

কোন্ বাঁধনের গ্রন্থি বাঁধিল দুই অজানারে
এ কী সংশয়েরই অন্ধকারে।
দিশেহারা হাওয়ায় তরঙ্গদোলায়
মিলনতরণীখানি ধায় রে
কোন্ বিচ্ছেদের পারে॥

২২০

ওগো কিশোর, আজি তোমার দ্বারে পরান মম জাগে।
নবীন করে করিবে তারে রঙিন তব রাগে॥
ভাবনাগুলি বাঁধনখোলা রচিয়া দিবে তোমার দোলা,
দাঁড়িয়ো আসি হে ভাবে-ভোলা, আমার আঁখি-আগে॥

'দোলের নাচে বুঝি গো আছ অমরাবতীপুরে—
বাজাও বেণু বুকের কাছে, বাজাও বেণু দূরে।
শরম ভয় সকলি ত্যেজে মাধবী তাই আসিল সেজে—
শুধায় শুধু, 'বাজায় কে যে মধুর মধুসুরে!'
গগনে শুনি একি এ কথা, কাননে কী যে দেখি।
একি মিলনচঞ্চলতা, বিরহব্যথা একি।

আঁচল কাঁপে ধরার বুকে, কী জানি তাহা সুখে না দুখে—
ধরিতে যারে না পারে তারে স্বপনে দেখিছে কি।
লাগিল দোল জলে স্থলে, জাগিল দোল বনে বনে—
সোহাগিনির হৃদয়তলে বিরহিণীর মনে মনে।
মধুর মোরে বিধুর করে সুদূর কার বেণুর স্বরে,
নিখিল হিয়া কিসের তরে দুলিছে অকারণে।

আনো গো আনো ভরিয়া ডালি করবীমালা লয়ে,
আনো গো আনো সাজায়ে থালি কোমল কিশলয়ে।
এসো গো পীত বসনে সাজি, কোলেতে বীণা উঠুক বাজি,
ধ্যানেতে আর গানেতে আজি যামিনী যাক বয়ে।

এসো গো এসো দোলবিলাসী বাণীতে মোর দোলো,
ছন্দে মোর চকিতে আসি মাতিয়ে তারে তোলো।
অনেক দিন বুকের কাছে রসের স্রোত থমকি আছে,
নাচিবে আজি তোমার নাচে সময় তারি হল॥

২২১

তুমি কোন্ ভাঙনের পথে এলে সুপ্তরাতে।
আমার ভাঙল যা তা ধন্য হল চরণপাতে॥
আমি রাখব গেঁথে তারে রক্তমণির হারে,
বক্ষে দুলিবে গোপনে নিভৃত বেদনাতে॥
তুমি কোলে নিয়েছিলে সেতার, মীড় দিলে নিষ্ঠুর করে—
ছিন্ন যবে হল তার ফেলে গেলে ভূমি-'পরে।
নীরব তাহারি গান আমি তাই জানি তোমারি দান—
ফেরে সে ফাল্গুন-হাওয়ায়-হাওয়ায় সুরহারা মূর্ছনাতে॥

২২২

আমি তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে—
তুমি জান না, আমি তোমারে পেয়েছি অজানা সাধনে॥

সে সাধনায় মিশিয়া যায় বকুলগন্ধ,
সে সাধনায় মিলিয়া যায় কবির ছন্দ—
তুমি জান না, ঢেকে রেখেছি তোমার নাম
রঙিন ছায়ার আচ্ছাদনে ॥

তোমার অরূপ মূর্তিখানি
ফাল্গুনের আলোতে বসাই আনি।
বাঁশরি বাজাই ললিত-বসন্তে, সুদূর দিগন্তে
সোনার আভায় কাঁপে তব উত্তরী
গানের তানের সে উন্মাদনে ॥

২২৩

এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে মুকুলগুলি ঝরে ;
আমি কুড়িয়ে নিয়েছি, তোমার চরণে দিয়েছি—
লহো লহো করুণ করে ॥
যখন যাব চলে ওরা ফুটবে তোমার কোলে,
তোমার মালা গাঁথার আঙুলগুলি মধুর বেদনভরে
যেন আমায় স্মরণ করে ॥
বউকথাকও তন্দ্রাহারা বিফল ব্যথায় ডাক দিয়ে হয় সারা
আজি বিভোর রাতে।
দুজনের কানাকানি কথা দুজনের মিলনবিহ্বলতা,
জ্যোৎস্নাধারায় যায় ভেসে যায় দোলের পূর্ণিমাতে।
এই আভাসগুলি পড়বে মালায় গাঁথা কালকে দিনের তরে
তোমার অলস দ্বিপ্রহরে ॥

২২৪

বসন্ত সে যায় তো হেসে, যাবার কালে
শেষ কুসুমের পরশ রাখে বনের ভালে ॥
তেমনি তুমি যাবে জানি, সঙ্গে যাবে হাসিখানি—
অলক হতে পড়বে অশোক বিদায়-থালে

রইব একা ভাসান-খেলার নদীর তটে,
বেদনাহীন মুখের ছবি স্মৃতির পটে—
অবসানের অস্ত-আলো তোমার সাথি, সেই তো ভালো—
ছায়া সে থাক্ মিলনশেষের অন্তরালে ॥

২২৫

মম দুঃখের সাধন যবে করিনু নিবেদন তব চরণতলে
শুভলগন গেল চলে,
প্রেমের অভিষেক কেন হল না তব নয়নজলে ॥
রসের ধারা নামিল না, বিরহে তাপের দিনে ফুল গেল শুকায়ে—
মালা পরানো হল না তব গলে ॥
মনে হয়েছিল দেখেছিনু করুণা তব আঁখিনিমেষে,
গেল সে ভেসে।
যদি দিতে বেদনার দান, আপনি পেতে তারে ফিরে
অমৃতফলে ॥

২২৬

বাণী মোর নাহি,
স্তব্ধ হৃদয় বিছায়ে চাহিতে শুধু জানি ॥
আমি অমাবিভাবরী আলোহারা,
মেলিয়া অগণ্য তারা
নিষ্ফল আশায় নিঃশেষ পথ চাহি ॥
তুমি যবে বাজাও বাঁশি সুর আসে ভাসি
নীরবতার গভীরে বিহ্বল বায়ে
নিদ্রাসমুদ্র পারায়ে।
তোমার সুরের প্রতিধ্বনি তোমারে দিই ফিরায়ে,
কে জানে সে কি পশে তব স্বপ্নের তীরে
বিপুল অন্ধকার বাহি ॥

২২৭

আজি দক্ষিণপবনে
দোলা লাগিল বনে বনে ॥
দিক্‌ললনার নৃত্যচঞ্চল মঞ্জীরধ্বনি অন্তরে ওঠে রনরনি
বিরহবিহ্বল হৃৎস্পন্দনে ॥
মাধবীলতায় ভাষাহারা ব্যাকুলতা
পল্লবে পল্লবে প্রলপিত কলরবে।
প্রজাপতির পাখায় দিকে দিকে লিপি নিয়ে যায়
উৎসব-আমন্ত্রণে ॥

২২৮

যদি হায় জীবন পূরণ নাই হল মম তব অকৃপণ করে,
মন তবু জানে জানে—
চকিত ক্ষণিক আলোছায়া তব আলিপন আঁকিয়া যায়
ভাবনার প্রাঙ্গণে ॥
বৈশাখের শীর্ণ নদী ভরা স্রোতের দান না পায় যদি
তবু সঙ্কুচিত তীরে তীরে
ক্ষীণ ধারায় পলাতক পরশখানি দিয়ে যায়,
পিয়াসি লয় তাহা ভাগ্য মানি ॥
মম ভীরু বাসনার অঞ্জলিতে
যতটুকু পাই রয় উচ্ছলিতে।
দিবসের দৈন্যের সঞ্চয় যত
যত্নে ধরে রাখি,
সে যে রজনীর স্বপ্নের আয়োজন ॥

২২৯

আমার আপন গান আমার অগোচরে আমার মন হরণ করে,
নিয়ে সে যায় ভাসায়ে সকল সীমারই পারে ॥

ওই-যে দূরে কূলে কূলে ফাগুন উচ্ছ্বসিত ফুলে ফুলে—
সেথা হতে আসে দুরন্ত হাওয়া, লাগে আমার পালে ॥
কোথায় তুমি মম অজানা সাথি,
কাটাও বিজনে বিরহরাতি,
এসো এসো উধাও পথের যাত্রী—
তরী আমার টলোমলো ভরা জোয়ারে ॥

২৩০

অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে।
ও যে সুদূর রাতের পাখি
গাহে সুদূর রাতের গান ॥
বিগত বসন্তের অশোকরক্তরাগে ওর রঙিন পাখা,
তারি ঝরা ফুলের গন্ধ ওর অন্তরে ঢাকা ॥
ওগো বিদেশিনী,
তুমি ডাকো ওরে নাম ধরে,
ও যে তোমারি চেনা।
তোমারি দেশের আকাশ ও যে জানে, তোমার রাতের তারা,
তোমারি বকুলবনের গানে ও দেয় সাড়া—
নাচে তোমারি কঙ্কণেরই তালে ॥

২৩১

আমি যে গান গাই জানি নে সে কার উদ্দেশে ॥
যবে জাগে মনে অকারণে চঞ্চল হাওয়ায়, প্রবাসী পাখি উড়ে যায়—
সুর যায় ভেসে কার উদ্দেশে ॥
ওই মুখপানে চেয়ে দেখি—
তুমি সে কি অতীত কালের স্বপ্ন এলে
নূতন কালের বেশে।
কভু জাগে মনে আজও যে জাগে নি এ জীবনে
গানের খেয়া সে মাগে আমার তীরে এসে ॥

২৩২

ওগো পড়োশিনি,

শুনি বনপথে সুর মেলে যায় তব কিঙ্কিণী ।

ক্লান্তকূজন দিনশেষে, আম্রশাখে,

আকাশে বাজে তব নীরব রিনিরিনি ॥

এই নিকটে থাকা

অতিদূর আবরণে রয়েছে ঢাকা।

যেমন দূরে বাণী আপনহারা গানের সুরে,

মাধুরীরহস্যমায়ায় চেনা তোমারে না চিনি ॥

২৩৩

ওগো স্বপ্নস্বরূপিণী, তব অভিসারের পথে পথে

স্মৃতির দীপ জ্বালা ॥

সেদিনেরই মাধবীবনে আজও তেমনি ফুল ফুটেছে

তেমনি গন্ধ ঢালা ॥

আজি তন্দ্রাবিহীন রাতে ঝিল্লিঝঙ্কারে স্পন্দিত পবনে

তব অঞ্চলের কম্পন সঞ্চারে।

আজি পরজে বাজে বাঁশি

যেন হৃদয়ে বহুদূরে আবেশবিহ্বল সুরে।

বিকচ মল্লিমাল্যে তোমারে স্মরিয়া রেখেছি ভরিয়া ডালা ॥

২৩৪

ওরে জাগায়ো না, ও যে বিরাম মাগে নির্মম ভাগ্যের পায়ে।

ও যে সব চাওয়া দিতে চাহে অতলে জলাঞ্জলি ॥

দুরাশার দুঃসহ ভার দিক নামায়ে,

যাক ভুলে অকিঞ্চন জীবনের বঞ্চনা ॥

আসুক নিবিড় নিদ্রা,

তামসী তুলিকায় অতীতের বিদ্রূপবাণী দিক মুছায়ে

স্মরণের পত্র হতে।

স্তব্ধ হোক বেদনগুঞ্জন

সুপ্ত বিহঙ্গের নীড়ের মতো—

আনো তমস্বিনী,

শ্রান্ত দুঃখের মৌনতিমিরে শান্তির দান॥

২৩৫

দিনান্তবেলায় শেষের ফসল নিলেম তরী-'পরে,

এ পারে কৃষি হল সারা,

যাব ও পারের ঘাটে॥

হংসবলাকা উড়ে যায়

দূরের তীরে, তারার আলোয়,

তারি ডানার ধ্বনি বাজে মোর অন্তরে॥

ভাঁটার নদী ধায় সাগর-পানে কলতানে,

ভাবনা মোর ভেসে যায় তারি টানে।

যা-কিছু নিয়ে চলি শেষ সঞ্চয়

সুখ নয় সে, দুঃখ সে নয়, নয় সে কামনা—

শুনি শুধু মাঝির গান আর দাঁড়ের ধ্বনি তাহার স্বরে॥

২৩৬

ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত আলোয় ম্লানস্মৃতি।

সেই সুরের কায়া মোর সাথের সাথি, স্বপ্নের সঙ্গিনী,

তারি আবেশ লাগে মনে বসন্তবিহ্বল বনে॥

দেখি তার বিরহী মূর্তি বেহাগের তানে

সকরুণ নত নয়ানে।

পূর্ণিমা জ্যোৎস্নালোকে মিলে যায়

জাগ্রত কোকিল-কাকলিতে মোর বাঁশির গীতে॥

২৩৭

দোষী করিব না, করিব না তোমারে
আমি নিজেরে নিজে করি ছলনা।
মনে মনে ভাবি ভালোবাসো,
মনে মনে বুঝি তুমি হাসো,
জান এ আমার খেলা—
এ আমার মোহের রচনা॥
সন্ধ্যামেঘের রাগে অকারণে ছবি জাগে,
সেইমতো মায়ার আভাসে মনের আকাশে
হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসে
শূন্যে শূন্যে ছিন্নলিপি মোর
বিরহমিলনকল্পনা॥

২৩৮

দৈবে তুমি কখন নেশায় পেয়ে
আপন মনে যাও তুমি গান গেয়ে গেয়ে।
যে আকাশে সুরের লেখা লেখো
তার পানে রই চেয়ে চেয়ে॥
হৃদয় আমার অদৃশ্যে যায় চলে, চেনা দিনের ঠিক-ঠিকানা ভোলে,
মৌমাছিরা আপনা হারায় যেন গন্ধের পথ বেয়ে বেয়ে॥
গানের টানা-জালে
নিমেষ-ঘেরা গহন থেকে তোলে অসীমকালে।
মাটির আড়াল করি ভেদন সুরলোকের আনে বেদন,
মর্তলোকের বীণার তারে রাগিণী দেয় ছেয়ে॥

২৩৯

ভরা থাক্ স্মৃতিসুধায় বিদায়ের পাত্রখানি।
মিলনের উৎসবে তায় ফিরায়ে দিয়ো আনি॥

বিষাদের অশ্রুজলে নীরবের মর্মতলে
গোপনে উঠুক ফলে হৃদয়ের নূতন বাণী ॥
যে পথে যেতে হবে সে পথে তুমি একা—
নয়নে আঁধার রবে, ধেয়ানে আলোকরেখা।
সারা দিন সঙ্গোপনে সুধারস ঢালবে মনে
পরানের পদ্মবনে বিরহের বীণাপাণি ॥

২৪০

ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে না—
ওকে দাও ছেড়ে দাও ছেড়ে।
মন নাই যদি দিল নাই দিল,
মন নেয় যদি নিক্ কেড়ে ॥
একি খেলা মোরা খেলেছি, শুধু নয়নের জল ফেলেছি—
ওরই জয় যদি হয় জয় হোক, মোরা হারি যদি যাই হেরে ॥
এক দিন মিছে আদরে মনে গরব সোহাগ না ধরে,
শেষে দিন না ফুরাতে ফুরাতে সব গরব দিয়েছে সেরে।
ভেবেছিনু ওকে চিনেছি, বুঝি বিনা পণে ওকে কিনেছি—
ও যে আমাদেরই কিনে নিয়েছে, ও যে, তাই আসে, তাই ফেরে ॥

২৪১

কেন ধরে রাখা, ও যে যাবে চলে
মিলনযামিনী গত হলে ॥
স্বপনশেষে নয়ন মেলো, নিব-নিব দীপ নিবায়ে ফেলো—
কী হবে শুকানো ফুলদলে ॥
জাগে শুকতারা, ডাকিছে পাখি,
উষা সকরুণ অরুণ-আঁখি।
এসো প্রাণপণ হাসিমুখে বলো 'যাও সখা! থাকো সুখে'—
ডেকো না, রেখো না আঁখিজলে ॥

২৪২

ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার দুখের পারাবারে,
হল কানায় কানায় কানাকানি এই পারে ওই পারে ॥
আমার তরী ছিল চেনার কূলে, বাঁধন যে তার গেল খুলে ;
তারে হাওয়ায় হাওয়ায় নিয়ে গেল কোন্ অচেনার ধারে ॥
পথিক সবাই পেরিয়ে গেল ঘাটের কিনারাতে,
আমি সে কোন্ আকুল আলোয় দিশাহারা রাতে।
সেই পথ-হারানোর অধীর টানে অকূলে পথ আপনি টানে,
দিক ভোলাবার পাগল আমার হাসে অন্ধকারে ॥

২৪৩

হায় গো, ব্যথায় কথা যায় ডুবে যায়, যায় গো—
সুর হারালেম অশ্রুধারে ॥
তরী তোমার সাগরনীরে, আমি ফিরি তীরে তীরে,
ঠাঁই হল না তোমার সোনার নায় গো—
পথ কোথা পাই অন্ধকারে ॥
হায় গো, নয়ন আমার মরে দুরাশায় গো,
চেয়ে থাকি দাঁড়িয়ে দ্বারে।
যে ঘরে ওই প্রদীপ জ্বলে তার ঠিকানা কেউ না বলে,
বসে থাকি পথের নিরালায় গো
চির-রাতের পাথার-পারে ॥

২৪৪

তোমার বীণায় গান ছিল আর আমার ডালায় ফুল ছিল গো।
একই দখিন হাওয়ায় সে দিন দোঁহায় মোদের দুল দিল গো ॥
সে দিন সে তো জানে না কেউ আকাশ ভরে কিসের সে ঢেউ,
তোমার সুরের তরী আমার রঙিন ফুলে কূল নিল গো ॥

সে দিন আমার মনে হল, তোমার গানের তাল ধ'রে
আমার প্রাণে ফুল-ফোটানো রইবে চিরকাল ধ'রে।
গান তবু তো গেল ভেসে, ফুল ফুরালো দিনের শেষে,
ফাগুনবেলার মধুর খেলায় কোন্‌খানে হায় ভুল ছিল গো॥

২৪৫

তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার কত রঙে রঙ-করা।
মোর সাথে ছিল দুখের ফলের ভার অশ্রুর রসে ভরা॥
সহসা আসিল, কহিল সে সুন্দরী 'এসো-না বদল করি'।
মুখপানে তার চাহিলাম, মরি মরি, নিদয়া সে মনোহরা॥
সে লইল মোর ভরা বাদলের ডালা, চাহিল সকৌতুকে।
আমি লয়ে তার নব ফাগুনের মালা তুলিয়া ধরিনু বুকে।
'মোর হল জয়' যেতে যেতে কয় হেসে, দূরে চলে গেল ত্বরা।
সন্ধ্যায় দেখি তপ্ত দিনের শেষে ফুলগুলি সব ঝরা॥

২৪৬

কেন নয়ন আপনি ভেসে যায় জলে।
কেন মন কেন এমন করে॥
যেন সহসা কী কথা মনে পড়ে—
মনে পড়ে না গো তবু মনে পড়ে॥
চারি দিকে সব মধুর নীরব,
কেন আমারি পরান কেঁদে মরে।
কেন মন কেন এমন কেন রে॥
যেন কাহার বচন দিয়েছে বেদন,
যেন কে ফিরে গিয়েছে অনাদরে—
বাজে তারি অযতন প্রাণের 'পরে।
যেন সহসা কী কথা মনে পড়ে—
মনে পড়ে না গো তবু মনে পড়ে॥

২৪৭

আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে।
নয়নের জল ঝরিছে বিফল নয়নে॥
এ বেশভূষণ লহো সখী, লহো, এ কুসুমমালা হয়েছে অসহ—
এমন যামিনী কাটিল বিরহশয়নে॥

আমি বৃথা অভিসারে এ যমুনাপারে এসেছি,
বহি বৃথা মন-আশা এত ভালোবাসা বেসেছি।
শেষে নিশিশেষে বদন মলিন, ক্লান্তচরণ, মন উদাসীন,
ফিরিয়া চলেছি কোন্ সুখহীন ভবনে॥

ওগো ভোলা ভালো তবে, কাঁদিয়া কী হবে মিছে আর।
যদি যেতে হল হায় প্রাণ কেন চায় পিছে আর।
কুঞ্জদুয়ারে অবোধের মতো রজনীপ্রভাতে বসে রব কত—
এবারের মতো বসন্ত গত জীবনে॥

২৪৮

এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়।
এমন দিনে মন খোলা যায়—
এমন মেঘস্বরে বাদল-ঝরোঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়॥

সে কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জন চারি ধার।
দুজনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখি,
আকাশে জল ঝরে অনিবার—
জগতে কেহ যেন নাহি আর॥

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব।

কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব—
আঁধারে মিশে গেছে আর সব ॥

তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার
নামাতে পারি যদি মনোভার।
শ্রাবণবরিষনে একদা গৃহকোণে
দু কথা বলি যদি কাছে তার
তাহাতে আসে যাবে কিবা কার॥

ব্যাকুল বেগে আজি বহে যায়,
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়।
যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়—
এমন ঘনঘোর বরিষায়॥

২৪৯

সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায় বিদেশী নায়ে,
তাহারি রাগিণী লাগিল গায়ে॥
সে সুর বাহিয়া ভেসে আসে কার সুদূর বিরহবিধুর হিয়ার
অজানা বেদনা, সাগরবেলার অধীর বায়ে
বনের ছায়ে॥

তাই শুনে আজি বিজন প্রবাসে হৃদয়মাঝে
শরৎশিশিরে ভিজে ভৈরবী নীরবে বাজে।
ছবি মনে আনে আলোতে ও গীতে— যেন জনহীন নদীপথটিতে
কে চলেছে জলে কলস ভরিতে অলস পায়ে
বনের ছায়ে॥

২৫০

এ পারে মুখর হল কেকা ওই, ও পারে নীরব কেন কুহু হায়।
এক কহে, 'আর-একটি একা কই, শুভযোগে কবে হব দুঁহু হায়।'

অধীর সমীর পুরবৈয়াঁ নিবিড় বিরহব্যথা বইয়া
নিশ্বাস ফেলে মুহু মুহু হায়॥
আষাঢ় সজলঘন আঁধারে ভাবে বসি দুরাশার ধেয়ানে—
'আমি কেন তিথিডোরে বাঁধা রে, ফাগুনেরে মোর পাশে কে আনে
ঋতুর দু ধারে থাকে দুজনে, মেলে না যে কাকলি ও কূজনে,
আকাশের প্রাণ করে হুহু হায়॥

২৫১

রোদনভরা এ বসন্ত সখী, কখনো আসে নি বুঝি আগে।
মোর বিরহবেদনা রাঙালো কিংশুকরক্তিমরাগে॥
কুঞ্জদ্বারে বনমল্লিকা সেজেছে পরিয়া নব পত্রালিকা,
সারা দিন-রজনী অনিমিখা কার পথ চেয়ে জাগে॥
দক্ষিণসমীরে দূর গগনে একেলা বিরহী গাহে বুঝি গো।
কুঞ্জবনে মোর মুকুল যত আবরণবন্ধন ছিঁড়িতে চাহে।
আমি এ প্রাণের রুদ্ধ দ্বারে ব্যাকুল কর হানি বারে বারে—
দেওয়া হল না যে আপনারে এই ব্যথা মনে লাগে॥

২৫২

এসো এসো ফিরে এসো, বঁধু হে ফিরে এসো।
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত, নাথ হে, ফিরে এসো।
ওহে নিষ্ঠুর, ফিরে এসো,
আমার করুণকোমল এসো,
আমার সজলজলদস্নিগ্ধকান্ত সুন্দর ফিরে এসো,
আমার নিতিসুখ ফিরে এসো,
আমার চিরদুখ ফিরে এসো।
আমার সবসুখদুখমন্থনধন অন্তরে ফিরে এসো।

আমার চিরবাঞ্ছিত এসো,

আমার চিতসঞ্চিত এসো,

ওহে চঞ্চল, হে চিরন্তন, ভুজ- বন্ধনে ফিরে এসো।

আমার বক্ষে ফিরিয়া এসো,

আমার চক্ষে ফিরিয়া এসো,

আমার শয়নে স্বপনে বসনে ভূষণে নিখিল ভুবনে এসো।

আমার মুখের হাসিতে এসো,

আমার চোখের সলিলে এসো,

আমার আদরে আমার ছলনে আমার অভিমানে ফিরে এসো।

আমার সকল স্মরণে এসো,

আমার সকল ভরমে এসো,

আমার ধরম-করম-সোহাগ-শরম-জনম-মরণে এসো॥

২৫৩

তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি নয়ন ছলছলিয়া,

বাদলশেষে করুণ হেসে যেন্ চামেলি-কলিয়া॥

সজল ঘন মেঘের ছায়ে মৃদু সুবাস দিল বিছায়ে,

না-দেখা কোন্ পরশঘায়ে পড়িছে টলটলিয়া॥

তোমার বাণী-স্মরণখানি আজি বাদলপবনে

নিশীথে বারিপতন-সম ধ্বনিছে মম শ্রবণে।

সে বাণী যেন গানেতে লেখা দিতেছে আঁকি সুরের রেখা

যে পথ দিয়ে তোমারি, প্রিয়ে, চরণ গেল চলিয়া॥

২৫৪

যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে।

সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে॥

আজ কেন মোর পড়ে মনে কখন্ তারে চোখের কোণে

দেখেছিলেম অফুট প্রদোষে—

সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে॥

আজ ওই চাঁদের বরণ হবে আলোর সঙ্গীতে,
রাতের মুখের আঁধারখানি খুলবে ইঙ্গিতে।
শুক্লরাতে সেই আলোকে দেখা হবে এক পলকে,
সব আবরণ যাবে যে খসে।
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে॥

২৫৫

বনে যদি ফুটল কুসুম নেই কেন সেই পাখি।
কোন্ সুদূরের আকাশ হতে আনব তারে ডাকি॥
হাওয়ায় হাওয়ায় মাতন জাগে, পাতায় পাতায় নাচন লাগে গো—
এমন মধুর গানের বেলায় সেই শুধু রয় বাকি॥
উদাস-করা হৃদয়-হরা না জানি কোন্ ডাকে
সাগর-পারের বনের ধারে কে ভুলালো তাকে।
আমার হেথায় ফাগুন বৃথায় বারে বারে ডাকে যে তায় গো—
এমন রাতের ব্যাকুল ব্যথায় কেন সে দেয় ফাঁকি॥

২৫৬

ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত মলিন যেই স্মৃতি
মুছে-আসা সেই ছবিটিতে রঙ এঁকে দেয় মোর গীতি॥
বসন্তের ফুলের পরাগে যেই রঙ জাগে,
ঘুম-ভাঙা পিককাকলিতে যেই রঙ লাগে,
যেই রঙ পিয়ালছায়ায় ঢালে শুক্লসপ্তমীর তিথি॥
সেই ছবি দোলা খায় রক্তের হিল্লোলে,
সেই ছবি মিশে যায় নির্ঝরকল্লোলে,
দক্ষিণসমীরণে ভাসে, পূর্ণিমাজ্যোৎস্নায় হাসে—
সে আমারি স্বপ্নের অতিথি॥

২৫৭

আমার জ্বলে নি আলো অন্ধকারে
দাও না সাড়া কি তাই বারে বারে ॥
তোমার বাঁশি আমার বাজে বুকে কঠিন দুখে, গভীর সুখে—
যে জানে না পথ কাঁদাও তারে ॥
চেয়ে রই রাতের আকাশ-পানে,
মন যে কী চায় তা মনই জানে।
আশা জাগে কেন অকারণে আমার মনে ক্ষণে ক্ষণে,
ব্যথার টানে তোমায় আনবে দ্বারে ॥

২৫৮

নীলাঞ্জনছায়া, প্রফুল্ল কদম্ববন,
জম্বুপুঞ্জে শ্যাম বনান্ত, বনবীথিকা ঘনসুগন্ধ ॥
মন্থর নব নীলনীরদ- পরিকীর্ণ দিগন্ত।
চিত্ত মোর পন্থহারা কান্তবিরহকান্তারে ॥

২৫৯

ফিরবে না তা জানি, তা জানি—
আহা, তবু তোমার পথ চেয়ে জ্বলুক প্রদীপখানি ॥
গাঁথবে না মালা জানি মনে,
আহা, তবু ধরুক মুকুল আমার বকুলবনে
প্রাণে ওই পরশের পিয়াস আনি ॥
কোথায় তুমি পথভোলা,
তবু থাক্-না আমার দুয়ার খোলা।
রাত্রি আমার গীতহীনা,
আহা, তবু বাঁধুক সুরে বাঁধুক তোমার বীণা—
তারে ঘিরে ফিরুক কাঙাল বাণী ॥

২৬০

দিনের পরে দিন যে গেল আঁধার ঘরে,
তোমার আসনখানি দেখে মন যে কেমন করে॥
ওগো বঁধু, ফুলের সাজি মঞ্জরীতে ভরল আজি—
ব্যথার হারে গাঁথব তারে, রাখব চরণ-'পরে॥
পায়ের ধ্বনি গণি গণি রাতের তারা জাগে,
উত্তরীয়ের হাওয়া এসে ফুলের বনে লাগে।
ফাগুনবেলার বুকের মাঝে পথ-চাওয়া সুর কেঁদে বাজে—
প্রাণের কথা ভাষা হারায়, চোখের জলে ঝরে॥

২৬১

না চাহিলে যারে পাওয়া যায়, তেয়াগিলে আসে হাতে,
দিবসে সে ধন হারায়েছি আমি— পেয়েছি আঁধার রাতে॥
না দেখিবে তারে, পরশিবে না গো, তারি পানে প্রাণ মেলে দিয়ে জাগো-
তারায় তারায় রবে তারি বাণী, কুসুমে ফুটিবে প্রাতে॥
তারি লাগি যত ফেলেছি অশ্রুজল
বীণাবাদিনীর শতদলদলে করিছে সে টলোমল।
মোর গানে গানে পলকে পলকে ঝলসি উঠিছে ঝলকে ঝলকে,
শান্ত হাসির করুণ আলোকে ভাতিছে নয়নপাতে॥

২৬২

বিরহ মধুর হল আজি মধুরাতে।
গভীর রাগিণী উঠে বাজি বেদনাতে॥
ভরি দিয়া পূর্ণিমানিশা অধীর অদর্শনতৃষা
কী করুণ মরীচিকা আনে আঁখিপাতে॥
সুদূরের সুগন্ধধারা বায়ুভরে
পরানে আমার পথহারা ঘুরে মরে।
কার বাণী কোন্ সুরে তালে মর্মরে পল্লবজালে,
বাজে মম মঞ্জীররাজি সাথে সাথে॥

২৬৩

ফিরে ফিরে ডাক্ দেখি রে পরান খুলে, ডাক্ ডাক্ ডাক্ ফিরে ফিরে।
দেখব কেমন রয় সে ভুলে॥
সে ডাক বেড়াক বনে বনে, সে ডাক শুধাক জনে জনে,
সে ডাক বুকে দুঃখে সুখে ফিরুক দুলে॥
সাঁজ-সকালে রাত্রিবেলায় ক্ষণে ক্ষণে
একলা ব'সে ডাক্ দেখি তায় মনে মনে।
নয়ন তোরই ডাকুক তারে, শ্রবণ রহুক পথের ধারে,
থাক্-না সে ডাক গলায় গাঁথা মালার ফুলে॥

২৬৪

প্রভাত-আলোরে মোর কাঁদায়ে গেলে
মিলনমালার ডোর ছিঁড়িয়া ফেলে॥
পড়ে যা রহিল পিছে সব হয়ে গেল মিছে,
বসে আছি দূর-পানে নয়ন মেলে॥
একে একে ধূলি হতে কুড়ায়ে মরি
যে ফুল বিদায়পথে পড়িছে ঝরি।
ভাবি নি রবে না লেশ সে দিনের অবশেষ—
কাটিল ফাগুনবেলা কী খেলা খেলে॥

২৬৫

নাই যদি বা এলে তুমি এড়িয়ে যাবে তাই ব'লে?
অন্তরেতে নাই কি তুমি সামনে আমার নাই র'লে॥
মন যে আছে তোমায় মিশে, আমায় তবে ছাড়বে কিসে—
প্রেম কি আমার হারায় দিশে অভিমানে যাই ব'লে॥
বিরহ মোর হোক-না অকূল, সেই বিরহের সরোবরে
মিলনকমল উঠছে দুলে অশ্রুজলের ঢেউয়ের 'পরে।
তবু তৃষায় মরে আঁখি, তোমার লাগি চেয়ে থাকি—
চোখের 'পরে পাব না কি বুকের 'পরে পাই ব'লে॥

২৬৬

শ্রাবণের পবনে আকুল বিষণ্ণ সন্ধ্যায়
সাথিহারা ঘরে মন আমার
প্রবাসী পাখি ফিরে যেতে চায়
দূরকালের অরণ্যছায়াতলে॥
কী জানি সেথা আছে কিনা আজও বিজনে বিরহী হিয়া
নীপবনগন্ধঘন অন্ধকারে—
সাড়া দিবে কি গীতহীন নীরব সাধনায়॥
হায়, জানি সে নাই জীর্ণ নীড়ে, জানি সে নাই নাই।
তীর্থহারা যাত্রী ফিরে ব্যর্থ বেদনায়—
ডাকে তবু হৃদয় মম মনে-মনে রিক্ত ভুবনে
রোদন-জাগা সঙ্গীহারা অসীম শূন্যে শূন্যে॥

২৬৭

সে যে পাশে এসে বসেছিল, তবু জাগি নি।
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনি॥
এসেছিল নীরব রাতে, বীণাখানি ছিল হাতে—
স্বপন-মাঝে বাজিয়ে গেল গভীর রাগিণী॥
জেগে দেখি দখিন-হাওয়া, পাগল করিয়া
গন্ধ তাহার ভেসে বেড়ায় আঁধার ভরিয়া।
কেন আমার রজনী যায়, কাছে পেয়ে কাছে না পায়—
কেন গো তার মালার পরশ বুকে লাগে নি॥

২৬৮

কোন্ গহন অরণ্যে তারে এলেম হারায়ে
কোন্ দূর জনমের কোন্ স্মৃতিবিস্মৃতিছায়ে॥
আজ আলো-আঁধারে
কখন্-বুঝি দেখি, কখন্ দেখি না তারে—
কোন্ মিলনসুখের স্বপনসাগর এল পারায়ে॥

ধরা-অধরার মাঝে
ছায়ানটের রাগিণীতে আমার বাঁশি বাজে।
বকুলতলায় ছায়ার নাচন ফুলের-গন্ধে মিশে
জানি নে মন পাগল করে কিসে।
কোন্ নটিনীর ঘূর্ণি-আঁচল লাগে আমার গায়ে॥

২৬৯

কাছে থেকে দূর রচিল কেন গো আঁধারে।
মিলনের মাঝে বিরহকারায় বাঁধা রে॥
সমুখে রয়েছে সুধাপারাবার, নাগাল না পায় তবু আঁখি তার—
কেমনে সরাব কুহেলিকার এই বাধা রে॥
আড়ালে আড়ালে শুনি শুধু তারি বাণী যে।
জানি তারে আমি, তবু তারে নাহি জানি যে।
শুধু বেদনায় অন্তরে পাই, অন্তরে পেয়ে বাহিরে হারাই—
আমার ভুবন রবে কি কেবলই আধা রে॥

২৭০

অশান্তি আজ হানল একি দহনজ্বালা।
বিঁধল হৃদয় নিদয় বাণে বেদনঢালা॥
বক্ষে জ্বালায় অগ্নিশিখা, চক্ষে কাঁপায় মরীচিকা—
মরণসুতোয় গাঁথল কে মোর বরণমালা॥
চেনা ভুবন হারিয়ে গেল স্বপনছায়াতে,
ফাগুনদিনের পলাশরঙের রঙিন মায়াতে।
যাত্রা আমার নিরুদ্দেশা, পথ হারানোর লাগল নেশা—
অচিন দেশে এবার আমার যাবার পালা॥

২৭১

স্বপ্নমদির নেশায় মেশা এ উন্মত্ততা
জাগায় দেহে মনে একি বিপুল ব্যথা॥

বহে মম শিরে শিরে   একি দাহ, কী প্রবাহ,
   চকিতে সর্বদেহে   ছুটে তড়িৎলতা ॥
ঝড়ের পবনগর্জে   হারাই আপনায়
দুরন্তযৌবনক্ষুব্ধ   অশান্ত বন্যায়।
তরঙ্গ উঠে প্রাণে   দিগন্তে কাহার পানে—
   ইঙ্গিতের ভাষায় কাঁদে   নাহি নাহি কথা ॥

২৭২

শুনি   ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে   অতল জলের আহ্বান।
মন   রয় না, রয় না, রয় না ঘরে,   চঞ্চল প্রাণ ॥
ভাসায়ে দিব আপনারে   ভরা জোয়ারে,
সকল-ভাবনা-ডুবানো ধারায়   করিব স্নান—
   ব্যর্থ বাসনার দাহ হবে নির্বাণ ॥
      ঢেউ দিয়েছে জলে।
ঢেউ দিল, ঢেউ দিল,   ঢেউ দিল আমার মর্মতলে।
একি ব্যাকুলতা আজি আকাশে,   এই বাতাসে,
যেন উতলা অপ্সরীর উত্তরীয়   করে রোমাঞ্চদান—
   দূর সিন্ধুতীরে কার মঞ্জীরে   গুঞ্জরতান ॥

২৭৩

দিন পরে যায় দিন,   বসি পথপাশে
গান পরে গাই গান   বসন্তবাতাসে ॥
   ফুরাতে চায় না বেলা,   তাই সুর গেঁথে খেলা—
      রাগিণীর মরীচিকা   স্বপ্নের আভাসে ॥
দিন পরে যায় দিন,   নাই তব দেখা।
গান পরে গাই গান,   রই বসে একা।
   সুর থেমে যায় পাছে   তাই নাহি আস কাছে—
   ভালোবাসা ব্যথা দেয়   যারে ভালোবাসে ॥

২৭৪

আমার ভুবন তো আজ হল কাঙাল, কিছু তো নাই বাকি,
ওগো নিঠুর, দেখতে পেলে তা কি ॥
তার সব ঝরেছে, সব মরেছে, জীর্ণ বসন ওই পরেছে—
প্রেমের দানে নগ্ন প্রাণের লজ্জা দেহো ঢাকি ॥
কুঞ্জে তাহার গান যা ছিল কোথায় গেল ভাসি।
এবার তাহার শূন্য হিয়ায় বাজাও তোমার বাঁশি।
তার দীপের আলো কে নিভালো, তারে তুমি জ্বালো জ্বালো—
আমার আপন আঁধার আমার আঁখিরে দেয় ফাঁকি ॥

২৭৫

যখন এসেছিলে অন্ধকারে
চাঁদ ওঠে নি সিন্ধুপারে ॥
হে অজানা, তোমায় তবে জেনেছিলেম অনুভবে—
গানে তোমার পরশখানি বেজেছিল প্রাণের তারে ॥
তুমি গেলে যখন একলা চলে
চাঁদ উঠেছে রাতের কোলে।
তখন দেখি, পথের কাছে মালা তোমার পড়ে আছে—
বুঝেছিলেম অনুমানে এ কণ্ঠহার দিলে কারে ॥

২৭৬

এ পথে আমি-যে গেছি বার বার, ভুলি নি তো এক দিনও।
আজ কি ঘুচিল চিহ্ন তাহার, উঠিল বনের তৃণ ॥
তবু মনে মনে জানি নাই ভয়, অনুকূল বায়ু সহসা যে বয়—
চিনিব তোমায় আসিবে সময়, তুমি যে আমায় চিন ॥
একেলা যেতাম যে প্রদীপ হাতে নিবেছে তাহার শিখা।
তবু জানি মনে তারার ভাষাতে ঠিকানা রয়েছে লিখা।
পথের ধারেতে ফুটিল যে ফুল জানি জানি তারা ভেঙে দেবে ভুল—
গন্ধে তাদের গোপন মৃদুল সঙ্কেত আছে লীন ॥

২৭৭

মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে সে দিন ভরা সাঁঝে,
যেতে যেতে দুয়ার হতে কী ভেবে ফিরালে মুখখানি—
কী কথা ছিল যে মনে ॥
তুমি সে কি হেসে গেলে আঁখিকোণে—
আমি বসে বসে ভাবি নিয়ে কম্পিত হৃদয়খানি,
তুমি আছ দূর ভুবনে ॥
আকাশে উড়িছে বকপাঁতি,
বেদনা আমার তারি সাথি।
বারেক তোমায় শুধাবারে চাই বিদায়কালে কী বল নাই,
সে কি রয়ে গেল গো সিক্ত যূথীর গন্ধবেদনে ॥

২৭৮

কী ফুল ঝরিল বিপুল অন্ধকারে।
গন্ধ ছড়ালো ঘুমের প্রান্তপারে ॥
একা এসেছিল ভুলে অন্ধরাতের কূলে
অরুণ-আলোর বন্দনা করিবারে।
ক্ষীণ দেহে মরি মরি সে যে নিয়েছিল বরি
অসীম সাহসে নিষ্ফল সাধনারে ॥
কী যে তার রূপ দেখা হল না তো চোখে,
জানি না কী নামে স্মরণ করিব ওকে।
আঁধারে যাহারা চলে সেই তারাদের দলে
এসে ফিরে গেল বিরহের ধারে ধারে।
করুণ মাধুরীখানি কহিতে জানে না বাণী
কেন এসেছিল রাতের বন্ধ দ্বারে ॥

২৭৯

লিখন তোমার ধুলায় হয়েছে ধূলি,
হারিয়ে গিয়েছে তোমার আখরগুলি ॥

চৈত্ররজনী আজ বসে আছি একা, পুন বুঝি দিল দেখা—
বনে বনে তব লেখনীলীলার রেখা,
নবকিশলয়ে গো কোন্ ভুলে এল তুলি তোমার পুরানো আখরগুলি ॥
মল্লিকা আজি কাননে কাননে কত
সৌরভে-ভরা তোমারি নামের মতো।
কোমল তোমার অঙ্গুলি-ছোঁওয়া বাণী মনে দিল আজি আনি
বিরহের কোন্ ব্যথাভরা লিপিখানি।
মাধবীশাখায় উঠিতেছে দুলি দুলি তোমার পুরানো আখরগুলি ॥

২৮০

আজি সাঁঝের যমুনায় গো
তরুণ চাঁদের কিরণতরী কোথায় ভেসে যায় গো ॥
তারি সুদূর সারিগানে বিদায়স্মৃতি জাগায় প্রাণে
সেই-যে দুটি উতল আঁখি উছল করুণায় গো ॥
আজ মনে মোর যে সুর বাজে কেউ তা শোনে নাই কি।
একলা প্রাণের কথা নিয়ে একলা এ দিন যায় কি।
যায় যাবে, সে ফিরে ফিরে লুকিয়ে তুলে নেয় নি কি রে
আমার পরম বেদনখানি আপন বেদনায় গো ॥

২৮১

সখী, আঁধারে একেলা ঘরে মন মানে না।
কিসেরই পিয়াসে কোথা যে যাবে সে, পথ জানে না ॥
ঝরোঝরো নীরে, নিবিড় তিমিরে, সজল সমীরে গো
যেন কার বাণী কভু কানে আনে— কভু আনে না ॥

২৮২

যখন ভাঙল মিলন-মেলা
ভেবেছিলেম ভুলব না আর চক্ষের জল ফেলা ॥
দিনে দিনে পথের ধুলায় মালা হতে ফুল ঝরে যায়—
জানি নে তো কখন এল বিস্মরণের বেলা ॥

দিনে দিনে কঠিন হল কখন বুকের তল—
ভেবেছিলেম ঝরবে না আর আমার চোখের জল।
হঠাৎ দেখা পথের মাঝে, কান্না তখন থামে না যে—
ভোলার তলে তলে ছিল অশ্রুজলের খেলা॥

২৮৩

আমার এ পথ তোমার পথের থেকে অনেক দূরে গেছে বেঁকে॥
আমার ফুলে আর কি কবে তোমার মালা গাঁথা হবে,
তোমার বাঁশি দূরের হাওয়ায় কেঁদে বাজে কারে ডেকে॥
শ্রান্তি লাগে পায়ে পায়ে বসি পথের তরুছায়ে।
সাথিহারার গোপন ব্যথা বলব যারে সেজন কোথা—
পথিকরা যায় আপন-মনে, আমারে যায় পিছে রেখে॥

২৮৪

একলা ব'সে একে একে অন্যমনে পদ্মের দল ভাসাও জলে অকারণে।
হায় রে, বুঝি কখন তুমি গেছ ভুলে ও যে আমি এনেছিলেম আপনি তুলে,
রেখেছিলেম প্রভাতে ওই চরণমূলে অকারণে—
কখন তুলে নিলে হাতে যাবার ক্ষণে অন্যমনে॥
দিনের পরে দিনগুলি মোর এমনি ভাবে
তোমার হাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে হারিয়ে যাবে।
সবগুলি এই শেষ হবে যেই তোমার খেলায়
এমনি তোমার আলস-ভরা অবহেলায়
হয়তো তখন বাজবে ব্যথা সন্ধেবেলায় অকারণে—
চোখের জলের লাগবে আভাস নয়নকোণে অন্যমনে॥

২৮৫

তার বিদায়বেলার মালাখানি আমার গলে রে
দোলে দোলে বুকের কাছে পলে পলে রে॥
গন্ধ তাহার ক্ষণে ক্ষণে জাগে ফাগুনসমীরণে
গুঞ্জরিত কুঞ্জতলে রে॥

দিনের শেষে যেতে যেতে পথের 'পরে
ছায়াখানি মিলিয়ে দিল বনান্তরে।
সেই ছায়া এই আমার মনে, সেই ছায়া ওই কাঁপে বনে,
কাঁপে সুনীল দিগঞ্চলে রে॥

২৮৬

আমি এলেম তারি দ্বারে, ডাক দিলেম অন্ধকারে হা রে॥
আগল ধ'রে দিলেম নাড়া— প্রহর গেল, পাই নি সাড়া,
দেখতে পেলেম না যে তারে হা রে॥
তবে যাবার আগে এখান থেকে এই লিখনখানি যাব রেখে—
দেখা তোমার পাই বা না পাই দেখতে এলেম জেনো গো তাই,
ফিরে যাই সুদূরের পারে হা রে॥

২৮৭

দীপ নিবে গেছে মম নিশীথসমীরে,
ধীরে ধীরে এসে তুমি যেয়ো না গো ফিরে॥
এ পথে যখন যাবে আঁধারে চিনিতে পাবে—
রজনীগন্ধার গন্ধ ভরেছে মন্দিরে॥
আমারে পড়িবে মনে কখন সে লাগি
প্রহরে প্রহরে আমি গান গেয়ে জাগি।
ভয় পাছে শেষ রাতে ঘুম আসে আঁখিপাতে,
ক্লান্ত কণ্ঠে মোর সুর ফুরায় যদি রে॥

২৮৮

তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে,
তখন ছিলেম বহু দূরে কিসের অন্বেষণে॥
কূলে যখন এলেম ফিরে তখন অস্তশিখরশিরে
চাইল রবি শেষ চাওয়া তার কনকচাঁপার বনে।
আমার ছুটি ফুরিয়ে গেছে কখন অন্যমনে॥

শিথিল তোমায় বিনিসুতোয় শিউলিফুলের মালা,
বাণী সে তার সোনায়-ছোঁওয়া অরুণ-আলোয়-ঢালা—
এল আমার ক্লান্ত হাতে ফুল-ঝরানো শীতের রাতে
কুহেলিকায় মন্থর কোন্ মৌন সমীরণে।
তখন ছুটি ফুরিয়ে গেছে কখন অন্যমনে॥

২৮৯

সে যে বাহির হল আমি জানি,
বক্ষে আমার বাজে তাহার পথের বাণী॥
কোথায় কবে এসেছে সে সাগরতীরে, বনের শেষে,
আকাশ করে সেই কথারই কানাকানি॥
হায় রে, আমি ঘর বেঁধেছি এতই দূরে,
না জানি তার আসতে হবে কত ঘুরে।
হিয়া আমার পেতে রেখে সারাটি পথ দিলেম ঢেকে,
আমার ব্যথায় পড়ুক তাহার চরণখানি॥

২৯০

কবে তুমি আসবে ব'লে রইব না বসে, আমি চলব বাহিরে।
শুকনো ফুলের পাতাগুলি পড়তেছে খসে, আর সময় নাহি রে॥
বাতাস দিল দোল্, দিল দোল্;
ও তুই ঘাটের বাঁধন খোল্, ও তুই খোল্।
মাঝ-নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে তরী বাহি রে॥
আজ শুক্লা একাদশী, হেরো নিদ্রাহারা শশী
ওই স্বপ্নপারাবারের খেয়া একলা চালায় বসি।
তোর পথ জানা নাই, নাইবা জানা নাই—
ও তোর নাই মানা নাই, মনের মানা নাই—
সবার সাথে চলবি রাতে সামনে চাহি রে॥

২৯১

জাগরণে যায় বিভাবরী—

আঁখি হতে ঘুম নিল হরি মরি মরি ॥

যার লাগি ফিরি একা একা— আঁখি পিপাসিত, নাহি দেখা,

তারি বাঁশি ওগো তারি বাঁশি তারি বাঁশি বাজে হিয়া ভরি মরি মরি ॥

বাণী নাহি, তবু কানে কানে কী যে শুনি তাহা কেবা জানে।

এই হিয়াভরা বেদনাতে, বারি-ছলোছলো আঁখিপাতে,

ছায়া দোলে তারি ছায়া দোলে ছায়া দোলে দিবানিশি ধরি মরি মরি ॥

২৯২

নাই নাই নাই যে বাকি,

সময় আমার—

শেষের প্রহর পূর্ণ করে দেবে না কি ॥

বারে বারে কারা করে আনাগোনা,

কোলাহলে সুরটুকু আর যায় না শোনা—

ক্ষণে ক্ষণে গানে আমার পড়ে ফাঁকি ॥

পণ করেছি, তোমার হাতে আপনারে

শেষ করে আজ চুকিয়ে দেব একেবারে।

মিটিয়ে দেব সকল খোঁজা, সকল বোঝা,

ভোরবেলাকার একলা পথে চলব সোজা—

তোমার আলোয় ডুবিয়ে নেব সজাগ আঁখি ॥

২৯৩

একদা তুমি, প্রিয়ে, আমারি এ তরুমূলে

বসেছ ফুলসাজে সে কথা যে গেছ ভুলে ॥

সেথা যে বহে নদী নিরবধি সে ভোলে নি,

তারি যে স্রোতে আঁকা বাঁকা বাঁকা তব বেণী,

তোমারি পদরেখা আছে লেখা তারি কূলে।

আজি কি সবই ফাঁকি— সে কথা কি গেছ ভুলে ॥

গেঁথেছ যে রাগিণী একাকিনী দিনে দিনে
আজিও যায় ব্যেপে কেঁপে কেঁপে তৃণে তৃণে।
গাঁথিতে যে আঁচলে ছায়াতলে ফুলমালা
তাহারি পরশন হরষন- সুধা-ঢালা
ফাগুন আজো যে রে খুঁজে ফেরে চাঁপাফুলে।
আজি কি সবই ফাঁকি— সে কথা কি গেছ ভুলে॥

২৯৪

আমার একটি কথা বাঁশি জানে, বাঁশিই জানে॥
ভরে রইল বুকের তলা, কারো কাছে হয় নি বলা,
কেবল বলে গেলেম বাঁশির কানে কানে॥
আমার চোখে ঘুম ছিল না গভীর রাতে,
চেয়ে ছিলেম চেয়ে-থাকা তারার সাথে।
এমনি গেল সারা রাতি, পাই নি আমার জাগার সাথি—
বাঁশিটিরে জাগিয়ে গেলেম গানে গানে॥

২৯৫

ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল ও চুপিচুপি কী বলে গেল।
যেতে যেতে গো, কাননেতে গো ও কত যে ফুল দ'লে গেল॥
মনে মনে কী ভাবে কে জানে, মেতে আছে ও যেন কী গানে,
নয়ন হানে আকাশ-পানে— চাঁদের হিয়া গ'লে গেল॥
ও পায়ে পায়ে যে বাজায়ে চলে বীণার ধ্বনি তৃণের দলে।
কে জানে কারে ভালো কি বাসে, বুঝিতে নারি কাঁদে কি হাসে,
জানি নে ও কি ফিরিয়া আসে— জানি নে ও কি ছ'লে গেল॥

২৯৬

কেন সারা দিন ধীরে ধীরে
বালু নিয়ে শুধু খেলো তীরে॥

চলে গেল বেলা, রেখে মিছে খেলা
ঝাঁপ দিয়ে পড়ো কালো নীরে।
অকূল ছানিয়ে যা পাও তা নিয়ে
হেসে কেঁদে চলো ঘরে ফিরে॥
নাহি জানি মনে কী বাসিয়া
পথে বসে আছে কে আসিয়া।
কী কুসুমবাসে ফাগুনবাতাসে
হৃদয় দিতেছে উদাসিয়া।
চল্ ওরে এই খ্যাপা বাতাসেই
সাথে নিয়ে সেই উদাসীরে॥

২৯৭

কী সুর বাজে আমার প্রাণে আমিই জানি, মনই জানে॥
কিসের লাগি সদাই জাগি, কাহার কাছে কী ধন মাগি—
তাকাই কেন পথের পানে॥
দ্বারের পাশে প্রভাত আসে, সন্ধ্যা নামে বনের বাসে।
সকাল-সাঁঝে বাঁশি বাজে, বিকল করে সকল কাজে—
বাজায় কে যে কিসের তানে॥

২৯৮

গহন ঘন বনে পিয়াল-তমাল-সহকার-ছায়ে
সন্ধ্যাবায়ে তৃণশয়নে মুগ্ধনয়নে রয়েছি বসি॥
শ্যামল পল্লবভার আঁধারে মর্মরিছে,
বায়ুভরে কাঁপে শাখা, বকুলদল পড়ে খসি॥
স্তব্ধ নীড়ে নীরব বিহগ,
নিস্তরঙ্গ নদীপ্রান্তে অরণ্যের নিবিড় ছায়া।
ঝিল্লিমন্দ্রে তন্দ্রাপূর্ণ জলস্থল শূন্যতল,
চরাচরে স্বপনের মায়া।
নির্জন হৃদয়ে মোর জাগিতেছে সেই মুখশশী॥

২৯৯

কে উঠে ডাকি মম বক্ষোনীড়ে থাকি
করুণ মধুর অধীর তানে বিরহবিধুর পাখি ॥
নিবিড় ছায়া গহন মায়া, পল্লবঘন নির্জন বন—
শান্ত পবনে কুঞ্জভবনে কে জাগে একাকী ॥
যামিনী বিভোরা নিদ্রাঘনঘোরা—
ঘন তমালশাখা নিদ্রাঞ্জন-মাখা।
স্তিমিত তারা চেতনহারা, পাণ্ডু গগন তন্দ্রামগন
চন্দ্র শ্রান্ত দিকভ্রান্ত নিদ্রালস-আঁখি ॥

৩০০

ওগো কে যায় বাঁশরি বাজায়ে আমার ঘরে কেহ নাই যে
তারে মনে পড়ে যারে চাই যে ।
তার আকুল পরান, বিরহের গান, বাঁশি বুঝি গেল জানায়ে ।
আমি আমার কথা তারে জানাব কী করে, প্রাণ কাঁদে মোর তাই যে ॥
কুসুমের মালা গাঁথা হল না, ধূলিতে প'ড়ে শুকায় রে ।
নিশি হয় ভোর, রজনীর চাঁদ মলিন মুখ লুকায় রে ।
সারা বিভাবরী কার পূজা করি যৌবনডালা সাজায়ে—
বাঁশিস্বরে হায় প্রাণ নিয়ে যায়, আমি কেন থাকি হায় রে ॥

৩০১

হেলাফেলা সারা বেলা একি খেলা আপন-সনে ।
এই বাতাসে ফুলের বাসে মুখখানি কার পড়ে মনে ॥
আঁখির কাছে বেড়ায় ভাসি কে জানে গো কাহার হাসি,
দুটি ফোঁটা নয়নসলিল রেখে যায় এই নয়নকোণে ॥
কোন্ ছায়াতে কোন্ উদাসী দূরে বাজায় অলস বাঁশি,
মনে হয় কার মনের বেদন কেঁদে বেড়ায় বাঁশির গানে ।
সারা দিন গাঁথি গান কারে চাহে, গাহে প্রাণ—
তরুতলে ছায়ার মতন বসে আছি ফুলবনে ॥

৩০২

ওগো এত প্রেম-আশা, প্রাণের তিয়াষা কেমনে আছে সে পাশরি।
তবে সেথা কি হাসে না চাঁদিনী যামিনী, সেথা কি বাজে না বাঁশরি॥
সখী, হেথা সমীরণ লুটে ফুলবন, সেথা কি পবন বহে না।
সে যে তার কথা মোরে কহে অনুক্ষণ, মোর কথা তারে কহে না!
যদি আমারে আজি সে ভুলিবে সজনী, আমারে ভুলালে কেন সে।
ওগো এ চিরজীবন করিব রোদন, এই ছিল তার মানসে!
যবে কুসুমশয়নে নয়নে নয়নে কেটেছিল সুখরাতি রে,
তবে কে জানিত তার বিরহ আমার হবে জীবনের সাথি রে।
যদি মনে নাহি রাখে, সুখে যদি থাকে, তোরা একবার দেখে আয়—
এই নয়নের তৃষা, পরানের আশা, চরণের তলে রেখে আয়।
আর নিয়ে যা রাধার বিরহের ভার, কত আর ঢেকে রাখি বল্‌।
আর পারিস যদি তো আনিস হরিয়ে এক-ফোঁটা তার আঁখিজল।
না না, এত প্রেম, সখী, ভুলিতে যে পারে তারে আর কেহ সেধো না।
আমি কথা নাহি কব, দুখ লয়ে রব, মনে মনে স'ব বেদনা।
ওগো মিছে মিছে, সখী, মিছে এই প্রেম, মিছে পরানের বাসনা।
ওগো সুখদিন হায় যবে চলে যায় আর ফিরে আর আসে না॥

৩০৩

আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন আকুলনয়ন রে।
কত নিতি নিতি বনে করিব যতনে কুসুমচয়ন রে।
কত শারদ যামিনী হইবে বিফল, বসন্ত যাবে চলিয়া।
কত উদিবে তপন, আশার স্বপন প্রভাতে যাইবে ছলিয়া।
এই যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া, মরিব কাঁদিয়া রে।
সেই চরণ পাইলে মরণ মাগিব সাধিয়া সাধিয়া রে।
আমি কার পথ চাহি এ জনম বাহি, কার দরশন যাচি রে।
যেন আসিবে বলিয়া কে গেছে চলিয়া, তাই আমি বসে আছি রে।
তাই মালাটি গাঁথিয়া পরেছি মাথায়, নীলবাসে তনু ঢাকিয়া।
তাই বিজন আলয়ে প্রদীপ জ্বালায়ে একেলা রয়েছি জাগিয়া।

ওগো তাই কত নিশি চাঁদ ওঠে হাসি, তাই কেঁদে যায় প্রভাতে।
ওগো তাই ফুলবনে মধুসমীরণে ফুটে ফুল কত শোভাতে।
ওই বাঁশিস্বর তার আসে বারবার, সেই শুধু কেন আসে না।
এই হৃদয়-আসন শূন্য পড়ে থাকে, কেঁদে মরে শুধু বাসনা।
মিছে পরশিয়া কায় বায়ু বহে যায়, বহে যমুনার লহরী।
কেন কুহু কুহু পিক কুহরিয়া ওঠে, যামিনী যে ওঠে শিহরি।
ওগো, যদি নিশিশেষে আসে হেসে হেসে মোর হাসি আর রবে কি
এই জাগরণে-ক্ষীণ বদনমলিন আমারে হেরিয়া কবে কী।
আমি সারা রজনীর গাঁথা ফুলমালা প্রভাতে চরণে ঝরিব—
ওগো, আছে সুশীতল যমুনার জল, দেখে তারে আমি মরিব॥

৩০৪

কখন যে বসন্ত গেল, এবার হল না গান।
কখন বকুলমূল ছেয়েছিল ঝরা ফুল,
কখন যে ফুল-ফোটা হয়ে গেল অবসান॥
এবার বসন্তে কি রে যূথিগুলি জাগে নি রে—
অলিকুল গুঞ্জরিয়া করে নি কি মধুপান।
এবার কি সমীরণ জাগায় নি ফুলবন—
সাড়া দিয়ে গেল না তো, চলে গেল ম্রিয়মাণ॥
বসন্তের শেষ রাতে এসেছি যে শূন্য হাতে—
এবার গাঁথি নি মালা, কী তোমারে করি দান।
কাঁদিছে নীরব বাঁশি, অধরে মিলায় হাসি—
তোমার নয়নে ভাসে ছলোছলো অভিমান॥

৩০৫

বাঁশরি বাজাতে চাহি, বাঁশরি বাজিল কই।
বিহরিছে সমীরণ, কুহরিছে পিকগণ,
মথুরার উপবন কুসুমে সাজিল ওই॥

বিকচ বকুলফুল দেখে যে হতেছে ভুল,
কোথাকার অলিকুল গুঞ্জরে কোথায়।
এ নহে কি বৃন্দাবন, কোথা সেই চন্দ্রানন,
ওই কি নূপুরধ্বনি, বনপথে শুনা যায়।
একা আছি বনে বসি, পীত ধড়া পড়ে খসি,
সোঙরি সে মুখশশী পরান মজিল সই॥
একবার রাধে রাধে ডাক্ বাঁশি মনোসাধে—
আজি এ মধুর চাঁদে মধুর যামিনী ভায়।
কোথা সে বিধুরা বালা— মলিনমালতীমালা,
হৃদয়ে বিরহজ্বালা, এ নিশি পোহায় হায়।
কবি যে হল আকুল, একি রে বিধির ভুল,
মথুরায় কেন ফুল ফুটেছে আজি লো সই॥

৩০৬

পথিক পরান, চল্, চল্ সে পথে তুই
যে পথ দিয়ে গেল রে তোর বিকেলবেলার জুঁই॥
সে পথ বেয়ে গেছে যে তোর সন্ধ্যামেঘের সোনা,
প্রাণের ছায়াবীথির তলে গানের আনাগোনা—
রইল না কিছুই॥
যে পথে তার পাপড়ি দিয়ে বিছিয়ে গেল ভুঁই,
পথিক পরান, চল্, চল্ সে পথে তুই।
অন্ধকারে সন্ধ্যাযূথীর স্বপনময়ী ছায়া
উঠবে ফুটে তারার মতো কায়াবিহীন মায়া—
ছুঁই তারে না ছুঁই॥

৩০৭

তুই ফেলে এসেছিস কারে, মন, মন রে আমার।
তাই জনম গেল, শান্তি পেলি না রে মন, মন রে আমার॥
যে পথ দিয়ে চলে এলি সে পথ এখন ভুলে গেলি—
কেমন করে ফিরবি তাহার দ্বারে মন, মন রে আমার॥

নদীর জলে থাকি রে কান পেতে,
কাঁপে রে প্রাণ পাতার মর্মরেতে।
মনে হয় যে পাব খুঁজি   ফুলের ভাষা যদি বুঝি
যে পথ গেছে সন্ধ্যাতারার পারে   মন,   মন রে আমার॥

৩০৮

যে দিন   সকল মুকুল গেল ঝরে
আমায়   ডাকলে কেন গো,   এমন করে॥
যেতে হবে যে পথ বেয়ে   শুকনো পাতা আছে ছেয়ে,
হাতে আমার শূন্য ডালা কী ফুল দিয়ে দেবো ভরে॥
গানহারা মোর হৃদয়তলে
তোমার   ব্যাকুল বাঁশি কী যে বলে।
নেই আয়োজন, নেই মম ধন,   নেই আভরণ, নেই আবরণ—
রিক্ত বাহু এই তো আমার বাঁধবে তোমায় বাহুডোরে॥

৩০৯

আমায়   থাকতে দে-না আপন-মনে।
সেই চরণের পরশখানি মনে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে॥
কথার পাকে কাজের ঘোরে   ভুলিয়ে রাখে কে আর মোরে,
তার স্মরণের বরণমালা গাঁথি বসে গোপন কোণে॥
এই-যে ব্যথার রতনখানি   আমার বুকে দিল আনি
এই নিয়ে আজ দিনের শেষে   একা চলি তার উদ্দেশে।
নয়নজলে সামনে দাঁড়াই, তারে সাজাই তারি ধনে॥

৩১০

হে বিরহী, হায়, চঞ্চল হিয়া তব,
নীরবে জাগ একাকী শূন্যমন্দিরে দীর্ঘ বিভাবরী—
কোন্ সে নিরুদ্দেশ-লাগি আছ জাগিয়া॥

স্বপনরূপিণী অলোকসুন্দরী অলক্ষ্য অলকাপুরী-নিবাসিনী,
তাহার মুরতি রচিলে বেদনায় হৃদয়মাঝারে ॥

৩১১

ওগো সখী, দেখি দেখি, মন কোথা আছে।
কত কাতর হৃদয় ঘুরে ঘুরে হেরো কারে যাচে ॥
কী মধু, কী সুধা, কী সৌরভ, কী রূপ রেখেছ লুকায়ে—
কোন্ প্রভাতে, ও কোন্ রবির আলোকে দিবে খুলিয়ে কাহার কাছে ॥
সে যদি না আসে এ জীবনে, এ কাননে পথ না পায়!
যারা এসেছে তারা বসন্ত ফুরালে নিরাশপ্রাণে ফেরে পাছে ॥

৩১২

সখী, বহে গেল বেলা, শুধু হাসিখেলা এ কি আর ভালো লাগে।
আকুল তিয়াষ, প্রেমের পিয়াস, প্রাণে কেন নাহি জাগে ॥
কবে আর হবে থাকিতে জীবন আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন—
মধুর হুতাশে মধুর দহন নিতি-নব অনুরাগে ॥
তরল কোমল নয়নের জল, নয়নে উঠিবে ভাসি,
সে বিষাদনীরে নিবে যাবে ধীরে প্রখর চপল হাসি।
উদাস নিশ্বাস আকুলি উঠিবে, আশানিরাশায় পরান টুটিবে—
মরমের আলো কপোলে ফুটিবে শরম-অরুণরাগে ॥

৩১৩

ওলো রেখে দে সখী রেখে দে, মিছে কথা ভালোবাসা।
সুখের বেদনা, সোহাগযাতনা, বুঝিতে পারি না ভাষা ॥
ফুলের বাঁধন, সাধের কাঁদন, পরান সঁপিতে প্রাণের সাধন,
লহো-লহো ব'লে পরে আরাধন— পরের চরণে আশা ॥
তিলেক দরশ পরশ মাগিয়া বরষ বরষ কাতরে জাগিয়া
পরের মুখের হাসির লাগিয়া অশ্রুসাগরে ভাসা—
জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া জীবনের সুখ নাশা ॥

৩১৪

তারে দেখাতে পারি নে কেন প্রাণ খুলে গো।

বুঝাতে পারি নে হৃদয়বেদনা ॥

কেমনে সে হেসে চলে যায়, কোন্ প্রাণে ফিরেও না চায়—

এত সাধ এত প্রেম করে অপমান ॥

এত ব্যথাভরা ভালোবাসা কেহ দেখে না, প্রাণে গোপনে রহিল।

এ প্রেম কুসুম যদি হ'ত প্রাণ হতে ছিঁড়ে লইতাম,

তার চরণে করিতাম দান।

বুঝি সে তুলে নিত না, শুকাতো অনাদরে, তবু তার সংশয় হ'ত অবসান ॥

৩১৫

এ তো খেলা নয়, খেলা নয়— এ যে হৃদয়দহনজ্বালা সখী ॥

এ যে প্রাণভরা ব্যাকুলতা, গোপন মর্মের ব্যথা,

এ যে কাহার চরণোদ্দেশে জীবন মরণ ঢালা ॥

কে যেন সতত মোরে ডাকিয়ে আকুল করে—

যাই-যাই করে প্রাণ, যেতে পারি নে।

যে কথা বলিতে চাহি তা বুঝি বলিতে নাহি—

কোথায় নামায়ে রাখি, সখী, এ প্রেমের ডালা।

যতনে গাঁথিয়ে শেষে পরাতে পারি নে মালা ॥

৩১৬

দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি।

তাই চমকিত মন, চকিত শ্রবণ, তৃষিত আকুল আঁখি ॥

চঞ্চল হয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই, সদা মনে হয় যদি দেখা পাই—

'কে আসিছে' বলে চমকিয়ে চাই কাননে ডাকিলে পাখি ॥

জাগরণে তারে না দেখিতে পাই, থাকি স্বপনের আশে—

ঘুমের আড়ালে যদি ধরা দেয় বাঁধিব স্বপনপাশে।

এত ভালোবাসি, এত যারে চাই, মনে হয় না তো সে যে কাছে নাই—

যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে তাহারে আনিবে ডাকি ॥

৩১৭

অলি বার বার ফিরে যায়, অলি বার বার ফিরে আসে—
তবে তো ফুল বিকাশে ॥
কলি ফুটিতে চাহে, ফোটে না, মরে লাজে, মরে ত্রাসে ॥
ভুলি মান অপমান দাও মন প্রাণ, নিশিদিন রহো পাশে।
ওগো, আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও হৃদয়রতন-আশে ॥
ফিরে এসো, ফিরে এসো— বন মোদিত ফুলবাসে।
আজি বিরহরজনী, ফুল্ল কুসুম শিশিরসলিলে ভাসে ॥

৩১৮

দূরের বন্ধু সুরের দূতীরে পাঠালো তোমার ঘরে।
মিলনবীণা যে হৃদয়ের মাঝে বাজে তব অগোচরে ॥
মনের কথাটি গোপনে গোপনে বাতাসে বাতাসে ভেসে আসে মনে,
বনে উপবনে, বকুলশাখার চঞ্চলতায় মর্মরে মর্মরে ॥
পুষ্পমালার পরশপুলক পেয়েছ বক্ষতলে,
রাখো তুমি তারে সিক্ত করিয়া সুখের অশ্রুজলে।
ধরো সাহানাতে মিলনের পালা, সাজাও যতনে বরণের ডালা—
মালতীর মালা, অঞ্চলে ঢেকে কনকপ্রদীপ আনো আনো তার পথ-'পরে ॥

৩১৯

আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাধুরী।
নয়ন আমার কাঙাল হয়ে মরে না ঘুরি ॥
চেয়ে চেয়ে বুকের মাঝে গুঞ্জরিল একতারা যে—
মনোরথের পথে পথে বাজল বাঁশুরি।
রূপের কোলে ওই-যে দোলে অরূপ মাধুরী ॥
কূলহারা কোন্ রসের সরোবরে মূলহারা ফুল ভাসে জলের 'পরে।
হাতের ধরা ধরতে গেলে ঢেউ দিয়ে তায় দিই যে ঠেলে—
আপন-মনে স্থির হয়ে রই, করি নে চুরি।
ধরা দেওয়ার ধন সে তো নয়, অরূপ মাধুরী ॥

৩২০

বিনা সাজে সাজি দেখা দিয়েছিলে কবে,
আভরণে আজি আবরণ কেন তবে ॥
ভালোবাসা যদি মেশে আধা-আধি মোহে
আলোতে আঁধারে দোঁহারে হারাব দোঁহে।
ধেয়ে আসে হিয়া তোমার সহজ রবে,
আভরণ দিয়া আবরণ কেন তবে ॥
ভাবের রসেতে যাহার নয়ন ডোবা
ভূষণে তাহারে দেখাও কিসের শোভা।
কাছে এসে তবু কেন রয়ে গেলে দূরে—
বাহির-বাঁধনে বাঁধিবে কী বন্ধুরে,
নিজের ধনে কি নিজে চুরি করে লবে।
আভরণে আজি আবরণ কেন তবে ॥

৩২১

বাহির পথে বিবাগি হিয়া কিসের খোঁজে গেলি,
আয় রে ফিরে আয়।
পুরানো ঘরে দুয়ার দিয়া ছেঁড়া আসন মেলি
বসিবি নিরালায় ॥
সারাটা বেলা সাগরধারে কুড়ালি যত নুড়ি,
নানা রঙের শামুক-ভারে বোঝাই হল ঝুড়ি,
লবণপারাবারের পারে প্রখর তাপে পুড়ি
মরিলি পিপাসায়—
ঢেউয়ের দোল তুলিল রোল অকূলতল জুড়ি,
কহিল বাণী কী জানি কী ভাষায় ॥
বিরাম হল আরামহীন যদি রে তোর ঘরে, না যদি রয় সাথি,
সন্ধ্যা যদি তন্দ্রালীন মৌন অনাদরে, না যদি জ্বালে বাতি,
তবু তো আছে আঁধার কোণে ধ্যানের ধনগুলি—
একেলা বসি আপন-মনে মুছিবি তার ধূলি,

গাঁথিবি তারে রতনহারে বুকেতে নিবি তুলি মধুর বেদনায়।
কাননবীথি ফুলের রীতি নাহয় গেছে ভুলি,
তারকা আছে গগনকিনারায়॥

৩২২

এলেম নতুন দেশে—
তলায় গেল ভগ্ন তরী, কূলে এলেম ভেসে॥
অচিন মনের ভাষা শোনাবে অপূর্ব কোন্ আশা,
বোনাবে রঙিন সুতোয় দুঃখসুখের জাল,
বাজবে প্রাণে নতুন গানের তাল—
নতুন বেদনায় ফিরব কেঁদে হেসে॥
নাম-না-জানা প্রিয়া
নাম-না-জানা ফুলের মালা নিয়া হিয়ায় দেবে হিয়া।
যৌবনেরই নবোচ্ছ্বাসে ফাগুন মাসে
বাজবে নূপুর বনের ঘাসে।
মাতবে দখিনবায় মঞ্জরিত লবঙ্গলতায়,
চঞ্চলিত অলো কেশে॥

৩২৩

ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো আমার মুখের আঁচলখানি।
ঢাকা থাকে না হায় গো, তারে রাখতে নারি টানি॥
আমার রইল না লাজলজ্জা, আমার ঘুচল গো সাজসজ্জা—
তুমি দেখলে আমারে এমন প্রলয়-মাঝে আনি
আমায় এমন মরণ হানি॥
হঠাৎ আকাশ উজলি কারে খুঁজে কে ওই চলে,
চমক লাগায় বিজুলি আমার আঁধার ঘরের তলে।
তবে নিশীথগগন জুড়ে আমার যাক সকলই উড়ে,
এই দারুণ কল্লোলে বাজুক আমার প্রাণের বাণী
কোনো বাঁধন নাহি মানি॥

৩২৪

পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা রিক্ত হাতে চাস নে তারে,
সিক্তচোখে যাস নে দ্বারে॥
রত্নমালা আনবি যবে মাল্যবদল তখন হবে—
পাতবি কি তোর দেবীর আসন শূন্য ধুলায় পথের ধারে॥
বৈশাখে বন রুক্ষ যখন, বহে পবন দৈন্যজ্বালা,
হায় রে তখন শুকনো ফুলে ভরবি কি তোর বরণডালা।
অতিথিরে ডাকবি যবে ডাকিস যেন সগৌরবে,
লক্ষ শিখায় জ্বলবে যখন দীপ্ত প্রদীপ অন্ধকারে॥

৩২৫

লুকালে ব'লেই খুঁজে বাহির করা,
ধরা যদি দিতে তবে যেত না ধরা॥
পাওয়া ধন আনমনে হারাই যে অযতনে,
হারাধন পেলে সে যে হৃদয়-ভরা॥
আপনি যে কাছে এল দূরে সে আছে,
কাছে যে টানিয়া আনে সে আসে কাছে।
দূরে বারি যায় চলে, লুকায় মেঘের কোলে,
তাই সে ধরায় ফেরে পিপাসাহরা॥

৩২৬

ঘরেতে ভ্রমর এল গুন্‌গুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে॥
আলোতে কোন্ গগনে মাধবী জাগল বনে,
এল সেই ফুল-জাগানোর খবর নিয়ে।
সারা দিন সেই কথা সে যায় শুনিয়ে॥
কেমনে রহি ঘরে, মন যে কেমন করে—
কেমনে কাটে যে দিন দিন গুনিয়ে।

কী মায়া দেয় বুলায়ে, দিল সব কাজ ভুলায়ে,
বেলা যায় গানের সুরে জাল বুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে॥

৩২৭

কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে হায় রে হায়,
তোমার চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়॥
ওগো, হৃদয়ে যবে মোহন রবে, বাজবে বাঁশি
তখন আপনি সেধে ফিরবে কেঁদে, পরবে ফাঁসি—
তখন ঘুচবে ত্বরা ঘুরিয়া মরা হেথা হোথায়।
আহা, আজি সে আঁখি বনের পাখি বনে পালায়॥
চেয়ে দেখিস না রে হৃদয়দ্বারে কে আসে যায়,
তোরা শুনিস কানে বারতা আনে দখিনবায়।
আজি ফুলের বাসে সুখের হাসে আকুল গানে
চির- বসন্ত যে তোমারি খোঁজে এসেছে প্রাণে—
তারে বাহিরে খুঁজি ফিরিছ বুঝি পাগলপ্রায়।
তোমার চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়॥

৩২৮

দে তোরা আমায় নূতন করে দে নূতন আভরণে॥
হেমন্তের অভিসম্পাতে রিক্ত অকিঞ্চন কাননভূমি,
বসন্তে হোক দৈন্যবিমোচন নব লাবণ্যধনে।
শূন্য শাখা লজ্জা ভুলে যাক পল্লব-আবরণে॥
বাজুক প্রেমের মায়ামন্ত্রে
পুলকিত প্রাণের বীণাযন্ত্রে
চিরসুন্দরের অভিবন্দনা।
আনন্দচঞ্চল নৃত্য অঙ্গে অঙ্গে বহে যাক হিল্লোলে হিল্লোলে,
যৌবন পাক সম্মান বাঞ্ছিতসম্মিলনে॥

৩২৯

তোমার বৈশাখে ছিল প্রখর রৌদ্রের জ্বালা,
কখন বাদল আনে আষাঢ়ের পালা, হায় হায় হায়।
কঠিন পাষাণে কেমনে গোপনে ছিল,
সহসা ঝরনা নামিল অশ্রুঢালা, হায় হায় হায়।
মৃগয়া করিতে বাহির হল যে বনে
মৃগী হয়ে শেষে এল কি অবলা বালা, হায় হায় হায়।
যে ছিল আপন শক্তির অভিমানে
কার পায়ে আনে হার মানিবার ডালা, হায় হায় হায়

৩৩০

আমার এই রিক্ত ডালি দিব তোমারি পায়ে।
দিব কাঙালিনীর আঁচল তোমার পথে পথে বিছায়ে॥
যে পুষ্পে গাঁথ পুষ্পধনু তারি ফুলে ফুলে, হে অতনু,
আমার পূজানিবেদনের দৈন্য দিয়ো ঘুচায়ে॥
তোমার রণজয়ের অভিযানে তুমি আমায় নিয়ো,
ফুলবাণের টিকা আমার ভালে এঁকে দিয়ো দিয়ো।
আমার শূন্যতা দাও যদি সুধায় ভরি দিব তোমার জয়ধ্বনি ঘোষণ করি—
ফাল্গুনের আহ্বান জাগাও আমার কায়ে দক্ষিণবায়ে॥

৩৩১

আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি। আনন্দে বিষাদে মন উদাসী॥
পুষ্পবিকাশের সুরে দেহ মন উঠে পূরে,
কী মাধুরীসুগন্ধ বাতাসে যায় ভাসি॥
সহসা মনে জাগে আশা, মোর আহুতি পেয়েছে অগ্নির ভাষা।
আজ মম রূপে বেশে লিপি লিখি কার উদ্দেশে—
এল মর্মের বন্দিনী বাণী বন্ধন নাশি॥

৩৩২

কোন্ দেবতা সে কী পরিহাসে ভাসালো মায়ার ভেলায়।
স্বপ্নের সাথি, এসো মোরা মাতি স্বর্গের কৌতুকখেলায়॥
সুরের প্রবাহে হাসির তরঙ্গে বাতাসে বাতাসে ভেসে যাব রঙ্গে
নৃত্যবিভঙ্গে
মাধবীবনের মধুগন্ধে মোদিত মোহিত মন্থর বেলায়॥
যে ফুলমালা দুলায়েছ আজি রোমাঞ্চিত বক্ষতলে
মধুরজনীতে রেখো সরসিয়া মোহের মদির জলে।
নবোদিত সূর্যের করসম্পাতে বিকল হবে হায় লজ্জা-আঘাতে,
দিন গত হলে নূতন প্রভাতে মিলাবে ধুলার তলে কার অবহেলায়॥

৩৩৩

নারীর ললিত লোভন লীলায় এখনি কেন এ ক্লান্তি।
এখনি কি, সখা, খেলা হল অবসান॥
যে মধুর রসে ছিলে বিহ্বল সে কি মধুমাখা ভ্রান্তি—
সে কি স্বপ্নের দান। সে কি সত্যের অপমান।
দূর দুরাশায় হৃদয় ভরিছ, কঠিন প্রেমের প্রতিমা গড়িছ—
কী মনে ভাবিয়া নারীতে করিছ পৌরুষসন্ধান।
এও কি মায়ার দান॥
সহসা মন্ত্রবলে
নমনীয় এই কমনীয়তারে যদি আমাদের সখী একেবারে
পরের বসন-সমান ছিন্ন করি ফেলে ধূলিতলে
সবে না সবে না সে নৈরাশ্য— ভাগ্যের সেই অট্টহাস্য
জানি জানি, সখা, ক্ষুব্ধ করিবে লুব্ধ পুরুষপ্রাণ— হানিবে নিঠুর বাণ॥

৩৩৪

ওরে চিত্ররেখাডোরে বাঁধিল কে— বহু- পূর্বস্মৃতিসম হেরি ওকে।
কার তুলিকা নিল মন্ত্রে জিনি এই মঞ্জুল রূপের নির্ঝরিণী— স্থির নির্ঝরিণী।
যেন ফাল্গুন-উপবনে শুক্লরাতে দোলপূর্ণিমাতে

এল ছন্দমূরতি কার নব-অশোকে ॥
নৃত্যকলা যেন চিত্রে-লিখা
কোন্ স্বর্গের মোহিনী-মরীচিকা।
শরৎ-নীলাম্বরে তড়িৎলতা কোথা হারাইল চঞ্চলতা।
হে স্তব্ধবাণী, কারে দিবে আনি নন্দনমন্দারমাল্যখানি— বরমাল্যখানি
প্রিয়- বন্দনাগান-জাগানো রাতে
শুভ দর্শন দিবে তুমি কাহার চোখে ?।

৩৩৫

চিনিলে না আমারে কি।
দীপহারা কোণে আমি ছিনু অন্যমনে, ফিরে গেলে কারেও না দেখি ॥
দ্বারে এসে গেলে ভুলে পরশনে দ্বার যেত খুলে—
মোর ভাগ্যতরী এটুকু বাধায় গেল ঠেকি ॥
ঝড়ের রাতে ছিনু প্রহর গণি।
হায়, শুনি নাই, শুনি নাই রথের ধ্বনি তব রথের ধ্বনি।
গুরুগুরু গরজনে কাঁপি বক্ষ ধরিয়াছিনু চাপি,
আকাশে বিদ্যুতবহ্নি অভিশাপ গেল লেখি ॥

৩৩৬

কঠিন বেদনায় তাপস দোঁহে যাও চিরবিরহের সাধনায়।
ফিরো না, ফিরো না, ভুলো না মোহে।
গভীর বিষাদের শান্তি পাও হৃদয়ে,
জয়ী হও অন্তরবিদ্রোহে ॥
যাক পিয়াসা, ঘুচুক দুরাশা, যাক মিলায়ে কামনাকুয়াশা।
স্বপ্ন-আবেশ-বিহীন পথে যাও বাঁধনহারা
তাপবিহীন মধুর স্মৃতি নীরবে ব'হে ॥

৩৩৭

সব-কিছু কেন নিল না, নিল না, নিল না ভালোবাসা—
ভালো আর মন্দেরে।

আপনাতে কেন মিটালো না যত কিছু দ্বন্দ্বেরে—
ভালো আর মন্দেরে।
নদী নিয়ে আসে পঙ্কিল জলধারা, সাগরহৃদয়ে গহনে হয় হারা।
ক্ষমার দীপ্তি দেয় স্বর্গের আলো, প্রেমের আনন্দেরে—
ভালো আর মন্দেরে॥

৩৩৮

নীরবে থাকিস, সখী, ও তুই নীরবে থাকিস।
তোর প্রেমেতে আছে যে কাঁটা
তারে আপন বুকে বিঁধিয়ে রাখিস॥
দয়িতেরে দিয়েছিলি সুধা আজিও তাহার মেটে নি ক্ষুধা
এখনি তাহে মিশাবি কি বিষ।
যে জ্বলনে তুই মরিবি মরমে মরমে
কেন তারে বাহিরে ডাকিস॥

৩৩৯

প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে— বাঁধন খুলে দাও, দাও দাও দাও।
ভুলিব ভাবনা, পিছনে চাব না— পাল তুলে দাও, দাও দাও দাও॥
প্রবল পবনে তরঙ্গ তুলিল, হৃদয় দুলিল, দুলিল দুলিল—
পাগল হে নাবিক, ভুলাও দিগ্‌বিদিক— পাল তুলে দাও, দাও দাও দাও॥

৩৪০

জেনো প্রেম চিরঋণী আপনারই হরষে, জেনো প্রিয়ে
সব পাপ ক্ষমা করি ঋণশোধ করে সে।
কলঙ্ক যাহা আছে দূর হয় তার কাছে,
কালিমার 'পরে তার অমৃত সে বরষে॥

৩৪১

কোন্‌ অযাচিত আশার আলো
দেখা দিল রে তিমিররাত্রি ভেদি দুর্দিনদুর্যোগে—

কাহার মাধুরী বাজাইল করুণ বাঁশি।

অচেনা নির্মম ভুবনে দেখিনু একি সহসা—

কোন্ অজানার সুন্দর মুখে সান্ত্বনাহাসি॥

৩৪২

যদি আসে তবে কেন যেতে চায়।

দেখা দিয়ে তবে কেন গো লুকায়॥

চেয়ে থাকে ফুল হৃদয় আকুল—

বায়ু বলে এসে 'ভেসে যাই'।

ধরে রাখো, ধরে রাখো—

সুখপাখি ফাঁকি দিয়ে উড়ে যায়॥

পথিকের বেশে সুখনিশি এসে

বলে হেসে হেসে 'মিশে যাই'।

জেগে থাকো, সখী, জেগে থাকো—

বরষের সাধ নিমেষে মিলায়॥

৩৪৩

আমার মন বলে 'চাই, চা ই, চাই গো— যারে নাহি পাই গো'।

সকল পাওয়ার মাঝে আমার মনে বেদন বাজে—

'নাই, না ই নাই গো'॥

হারিয়ে যেতে হবে,

আমায় ফিরিয়ে পাব তবে।

সন্ধ্যাতারা যায় যে চলে ভোরের তারায় জাগবে ব'লে—

বলে সে 'যা ই, যা ই, যাই গো'॥

৩৪৪

আমি ফুল তুলিতে এলেম বনে—

জানি নে, আমার কী ছিল মনে।

এ তো ফুল তোলা নয়, বুঝি নে কী মনে হয়,

জল ভরে যায় দু নয়নে॥

৩৪৫

প্রাণ চায় চক্ষু না চায়, মরি একি তোর দুস্তর লজ্জা।
সুন্দর এসে ফিরে যায়, তবে কার লাগি মিথ্যা এ সজ্জা॥
মুখে নাহি নিঃসরে ভাষ, দহে অন্তরে নির্বাক বহ্নি।
ওষ্ঠে কী নিষ্ঠুর হাস, তব মর্মে যে ক্রন্দন তন্বী!
মাল্য যে দংশিছে হায়, তব শয্যা যে কণ্টকশয্যা
মিলনসমুদ্রবেলায় চির- বিচ্ছেদজর্জর মজ্জা॥

৩৪৬

দ্বারে কেন দিলে নাড়া ওগো মালিনী!
কার কাছে পাবে সাড়া ওগো মালিনী॥
তুমি তো তুলেছ ফুল, গেঁথেছ মালা, আমার আঁধার ঘরে লেগেছে তালা।
খুঁজে তো পাই নি পথ, দীপ জ্বালি নি॥
ওই দেখো গোধূলির ক্ষীণ আলোতে
দিনের শেষের সোনা ডোবে কালোতে।
আঁধার নিবিড় হলে আসিয়ো পাশে, যখন দূরের আলো জ্বালে আকাশে
অসীম পথের রাতি দীপশালিনী॥

৩৪৭

তুমি মোর পাও নাই পরিচয়।
তুমি যারে জান সে যে কেহ নয়, কেহ নয়॥
মালা দাও তারি গলে, শুকায় তা পলে পলে,
আলো তার ভয়ে ভয়ে রয়—
বায়ুপরশন নাহি সয়॥
এসো এসো দুঃখ, জ্বালো শিখা,
দাও ভালে অগ্নিময়ী টিকা।
মরণ আসুক চুপে পরমপ্রকাশরূপে,
সব আবরণ হোক লয়—
ঘুচুক সকল পরাজয়॥

৩৪৮

এবার, সখী, সোনার মৃগ দেয় বুঝি দেয় ধরা।
আয় গো তোরা পুরাঙ্গনা, আয় সবে আয় ত্বরা॥
ছুটেছিল পিয়াস-ভরে মরীচিকাবারির তরে,
ধ'রে তারে কোমল করে কঠিন ফাঁসি পরা॥
দয়ামায়া করিস নে গো, ওদের নয় সে ধারা।
দয়ার দোহাই মানবে না গো একটু পেলেই ছাড়া।
বাঁধন-কাটা বন্যটাকে মায়ার ফাঁদে ফেলাও পাকে,
ভুলাও তাকে বাঁশির ডাকে, বুদ্ধিবিচার-হরা॥

৩৪৯

কী হল আমার! বুঝি বা সখী, হৃদয় আমার হারিয়েছি।
পথের মাঝেতে খেলাতে গিয়ে হৃদয় আমার হারিয়েছি॥
প্রভাতকিরণে সকালবেলাতে
মন লয়ে, সখী, গেছিনু খেলাতে—
মন কুড়াইতে, মন ছড়াইতে, মনের মাঝারে খেলি বেড়াইতে,
মনোফুল দলি চলি বেড়াইতে—
সহসা, সজনী, চেতনা পেয়ে
সহসা, সজনী, দেখিনু চেয়ে
রাশি রাশি ভাঙা হৃদয়-মাঝে হৃদয় আমার হারিয়েছি॥
যদি কেহ, সখী, দলিয়া যায়,
তার 'পর দিয়া চলিয়া যায়—
শুকায়ে পড়িবে, ছিঁড়িয়া পড়িবে, দলগুলি তার ঝরিয়া পড়িবে—
যদি কেহ, সখী, দলিয়া যায়।
আমার কুসুমকোমল হৃদয় কখনো সহে নি রবির কর,
আমার মনের কামিনীপাপড়ি সহে নি ভ্রমরচরণভর।
চিরদিন, সখী, হাসিত খেলিত,
জোছনা-আলোকে নয়ন মেলিত—
সহসা আজ সে হৃদয় আমার কোথায়, সজনী, হারিয়েছি॥

৩৫০

আজি আঁখি জুড়ালো হেরিয়ে
আহা আঁখি জুড়ালো হেরিয়ে মনোমোহন মিলনমাধুরী, যুগলমূরতি ॥
ফুলগন্ধে আকুল করে, বাজে বাঁশরি উদাস স্বরে,
নিকুঞ্জ প্লাবিত চন্দ্রকরে—
তারি মাঝে মনোমোহন মিলনমাধুরী, যুগলমূরতি ॥
আনো আনো ফুলমালা, দাও দোঁহে বাঁধিয়ে।
হৃদয় পশিবে ফুলপাশ, অক্ষয় হবে প্রেমবন্ধন,
চিরদিন হেরিব হে মনোমোহন মিলনমাধুরী, যুগলমূরতি ॥

৩৫১

সকল হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছি যারে সে কি ফিরাতে পারে সখী!
সংসারবাহিরে থাকি, জানি নে কী ঘটে সংসারে ॥
কে জানে হেথায় প্রাণপণে প্রাণ যারে চায়
তারে পায় কি না পায়— জানি নে—
ভয়ে ভয়ে তাই এসেছি গো অজানা হৃদয়দ্বারে ।
তোমার সকলই ভালোবাসি— ওই রূপরাশি,
ওই খেলা, ওই গান, ওই মধু হাসি ।
ওই দিয়ে আছ ছেয়ে জীবন আমারই ।
কোথায় তোমার সীমা ভুবনমাঝারে ॥

৩৫২

তারে কেমনে ধরিবে, সখী, যদি ধরা দিলে ।
তারে কেমনে কাঁদাবে যদি আপনি কাঁদিলে ॥
যদি মন পেতে চাও মন রাখো গোপনে ।
কে তারে বাঁধিবে তুমি আপনায় বাঁধিলে ॥
কাছে আসিলে তো কেহ কাছে রহে না ।
কথা কহিলে তো কেহ কথা কহে না ।

হাতে পেলে ভূমিতলে ফেলে চলে যায়।
হাসিয়ে ফিরায় মুখ কাঁদিয়া সাধিলে ॥

৩৫৩

ওই মধুর মুখ জাগে মনে।
ভুলিব না এ জীবনে, কী স্বপনে কী জাগরণে ॥
তুমি জান বা না জান
মনে সদা যেন মধুর বাঁশরি বাজে—
হৃদয়ে সদা আছ ব'লে।
আমি প্রকাশিতে পারি নে, শুধু চাহি কাতরনয়নে ॥

৩৫৪

সুখে আছি, সুখে আছি সখা, আপনমনে।
কিছু চেয়ো না, দূরে যেয়ো না,
শুধু চেয়ে দেখো, শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি ॥
সখা, নয়নে শুধু জানাবে প্রেম, নীরবে দিবে প্রাণ,
রচিয়া ললিতমধুর বাণী আড়ালে গাবে গান।
গোপনে তুলিয়া কুসুম গাঁথিয়া রেখে যাবে মালাগাছি।
মন চেয়ো-না, শুধু চেয়ে থাকো, শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি ॥
মধুর জীবন, মধুর রজনী, মধুর মলয়বায়।
এই মাধুরীধারা বহিছে আপনি কেহ কিছু নাহি চায়।
আমি আপনার মাঝে আপনি হারা, আপন সৌরভে সারা—
যেন আপনার মন আপনার প্রাণ আপনারে সঁপিয়াছি ॥

৩৫৫

ভালোবেসে যদি সুখ নাহি তবে কেন
তবে কেন মিছে ভালোবাসা।
মন দিয়ে মন পেতে চাহি। ওগো, কেন
ওগো, কেন মিছে এ দুরাশা ॥

হৃদয়ে জ্বালায়ে বাসনার শিখা, নয়নে সাজায়ে মায়ামরীচিকা,
শুধু ঘুরে মরি মরুভূমে। ওগো, কেন
ওগো, কেন মিছে এ পিপাসা॥
আপনি যে আছে আপনার কাছে
নিখিল জগতে কী অভাব আছে।
আছে মন্দ সমীরণ, পুষ্পবিভূষণ,
কোকিলকূজিত কুঞ্জ।
বিশ্বচরাচর লুপ্ত হয়ে যায়— একি ঘোর প্রেম অন্ধরাহু-প্রায়
জীবন যৌবন গ্রাসে। তবে কেন
তবে কেন মিছে এ কুয়াশা॥

৩৫৬

সখা, আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি, পরের মন নিয়ে কী হবে।
আপন মন যদি বুঝিতে নারি, পরের মন বুঝে কে কবে॥
অবোধ মন লয়ে ফিরি ভবে, বাসনা কাঁদে প্রাণে হা-হা-রবে—
এ মন দিতে চাও দিয়ে ফেলো, কেন গো নিতে চাও মন তবে॥
স্বপনসম সব জানিয়ো মনে, তোমার কেহ নাই এ ত্রিভুবনে—
যে জন ফিরিতেছে আপন আশে তুমি ফিরিছ কেন তাহার পাশে।
নয়ন মেলি শুধু দেখে যাও, হৃদয় দিয়ে শুধু শান্তি পাও—
তোমারে মুখ তুলে চাহে না যে থাক্ সে আপনার গরবে॥

৩৫৭

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে।
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে—
গরব সব হায় কখন টুটে যায়, সলিল বহে যায় নয়নে।
এ সুখধরণীতে কেবলই চাহ নিতে, জান না হবে দিতে আপনা—
সুখের ছায়া ফেলি কখন যাবে চলি, বরিবে সাধ করি বেদনা।
কখন বাজে বাঁশি গরব যায় ভাসি, পরান পড়ে আসি বাঁধনে॥

৩৫৮

এসেছি গো এসেছি, মন দিতে এসেছি যারে ভালো বেসেছি।
ফুলদলে ঢাকি মন যাব রাখি চরণে,
পাছে কঠিন ধরণী পায়ে বাজে।
রেখো রেখো চরণ হৃদি-মাঝে।
নাহয় দ'লে যাবে, প্রাণ ব্যথা পাবে—
আমি তো ভেসেছি, অকূলে ভেসেছি॥

৩৫৯

যেয়ো না, যেয়ো না ফিরে।
দাঁড়াও বারেক, দাঁড়াও হৃদয়-আসনে॥
চঞ্চল সমীরসম ফিরিছ কেন কুসুমে কুসুমে, কাননে কাননে।
তোমায় ধরিতে চাহি, ধরিতে পারি নে, তুমি গঠিত যেন স্বপনে—
এসো হে, তোমারে বারেক দেখি ভরিয়ে আঁখি, ধরিয়ে রাখি যতনে॥
প্রাণের মাঝে তোমারে ঢাকিব, ফুলের পাশে বাঁধিয়ে রাখিব—
তুমি দিবসনিশি রহিবে মিশি কোমল প্রেমশয়নে॥

৩৬০

কাছে আছে দেখিতে না পাও।
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও॥
মনের মতো কারে খুঁজে মরো,
সেকি আছে ভুবনে—
সে যে রয়েছে মনে।
ওগো, মনের মতো সেই তো হবে
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও॥
তোমার আপনার যে জন দেখিলে না তারে
তুমি যাবে কার দ্বারে।
যারে চাবে তারে পাবে না,
যে মন তোমার আছে যাবে তাও॥

৩৬১

জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত।
নবীনবাসনাভরে হৃদয় কেমন করে,
নবীন জীবনে হল জীবন্ত॥
সুখভরা এ ধরায় মন বাহিরিতে চায়,
কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে।
তাহারে খুঁজিব দিকদিগন্ত॥
যেমন দখিনে বায়ু ছুটেছে, না জানি কোথায় ফুল ফুটেছে,
তেমনি আমিও, সখী, যাব— না জানি কোথায় দেখা পাব।
কার সুধাস্বর-মাঝে জগতের গীত বাজে,
প্রভাত জাগিছে কার নয়নে,
কাহার প্রাণের প্রেম অনন্ত
তাহারে খুঁজিব দিকদিগন্ত॥

৩৬২

পথহারা তুমি পথিক যেন গো সুখের কাননে
ওগো যাও, কোথা যাও।
সুখে ঢলঢল বিবশ বিভল পাগল নয়নে
তুমি চাও, কারে চাও।
কোথা গেছে তব উদাস হৃদয়, কোথা পড়ে আছে ধরণী।
মায়ার তরণী বাহিয়া যেন গো মায়াপুরী-পানে ধাও—
কোন্ মায়াপুরী-পানে ধাও॥

৩৬৩

তুমি কোন্ কাননের ফুল, কোন্ গগনের তারা।
তোমায় কোথায় দেখেছি যেন কোন্ স্বপনের পারা॥
কবে তুমি গেয়েছিলে, আঁখির পানে চেয়েছিলে
ভুলে গিয়েছি।
শুধু মনের মধ্যে জেগে আছে ওই নয়নের তারা॥

তুমি কথা কোয়ো না, তুমি চেয়ে চলে যাও।
এই চাঁদের আলোতে তুমি হেসে গ'লে যাও।
আমি ঘুমের ঘোরে চাঁদের পানে চেয়ে থাকি মধুর প্রাণে,
তোমার আঁখির মতন দুটি তারা ঢালুক কিরণধারা॥

৩৬৪

আয় তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি
নাচিবি ঘিরি ঘিরি, গাহিবি গান।
আন্ তবে বীণা—
সপ্তম সুরে বাঁধ্ তবে তান॥
পাশরিব ভাবনা, পাশরিব যাতনা,
রাখিব প্রমোদে ভরি দিবানিশি মনপ্রাণ।
আন্ তবে বীণা—
সপ্তম সুরে বাঁধ্ তবে তান॥
ঢালো ঢালো শশধর, ঢালো ঢালো জোছনা।
সমীরণ, বহে যা রে ফুলে ফুলে চলি চলি।
উলসিত তটিনী,
উথলিত গীতরবে খুলে দে রে মনপ্রাণ॥

৩৬৫

আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে।
ভয় কোরো না, সুখে থাকো, বেশিক্ষণ থাকব নাকো—
এসেছি দণ্ড-দুয়ের তরে॥
দেখব শুধু মুখখানি, শুনাও যদি শুনব বাণী,
নাহয় যাব আড়াল থেকে হাসি দেখে দেশান্তরে॥

৩৬৬

মনে যে আশা লয়ে এসেছি হল না, হল না হে।
ওই মুখপানে চেয়ে ফিরিনু লুকাতে আঁখিজল,
বেদনা রহিল মনে মনে॥

তুমি কেন হেসে চাও, হেসে যাও হে, আমি কেন কেঁদে ফিরি—
কেন আনি কম্পিত হৃদয়খানি, কেন যাও দূরে না দেখে ॥

৩৬৭

এখনো তারে চোখে দেখি নি, শুধু বাঁশি শুনেছি—
মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি ॥
শুনেছি মুরতি কালো তারে না দেখা ভালো।
সখী, বলো আমি জল আনিতে যমুনায় যাব কি ॥
শুধু স্বপনে এসেছিল সে, নয়নকোণে হেসেছিল সে।
সে অবধি, সই, ভয়ে ভয়ে রই— আঁখি মেলিতে ভেবে সারা হই।
কাননপথে যে খুশি সে যায়, কদমতলে যে খুশি সে চায়—
সখী, বলো আমি আঁখি তুলে কারো পানে চাব কি ॥

৩৬৮

বঁধু, তোমায় করব রাজা তরুতলে,
বনফুলের বিনোদমালা দেব গলে ॥
সিংহাসনে বসাইতে হৃদয়খানি দেব পেতে,
অভিষেক করব তোমায় আঁখিজলে ॥

৩৬৯

এরা পরকে আপন করে, আপনারে পর—
বাহিরে বাঁশির রবে ছেড়ে যায় ঘর ॥
ভালোবাসে সুখে দুখে ব্যথা সহে হাসিমুখে,
মরণেরে করে চিরজীবননির্ভর ॥

৩৭০

সমুখেতে বহিছে তটিনী, দুটি তারা আকাশে ফুটিয়া।
বায়ু বহে পরিমল লুটিয়া
সাঁঝের অধর হতে ম্লান হাসি পড়িছে টুটিয়া ॥
দিবস বিদায় চাহে, যমুনা বিলাপ গাহে—
সায়াহ্নেরই রাঙা পায়ে কেঁদে কেঁদে পড়িছে লুটিয়া ॥

এসো বঁধু, তোমায় ডাকি— দোঁহে হেথা বসে থাকি,
আকাশের পানে চেয়ে জলদের খেলা দেখি,
আঁখি-'পরে তারাগুলি একে একে উঠিবে ফুটিয়া ॥

৩৭১

বুঝি বেলা বহে যায়,
কাননে আয় তোরা আয়।
আলোতে ফুল উঠল ফুটে, ছায়ায় ঝরে পড়ে যায় ॥
সাধ ছিল রে পরিয়ে দেব মনের মতন মালা গেঁথে—
কই সে হল মালা গাঁথা, কই সে এল হায়।
যমুনার ঢেউ যাচ্ছে বয়ে, বেলা চলে যায় ॥

৩৭২

বনে এমন ফুল ফুটেছে,
মান ক'রে থাকা আজ কি সাজে।
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
চলো চলো কুঞ্জমাঝে ॥
আজ কোকিলে গেয়েছে কুহু মুহুমুহু,
কাননে ওই বাঁশি বাজে।
মান ক'রে থাকা আজ কি সাজে ॥
আজ মধুরে মিশাবি মধু, পরানবঁধু
চাঁদের আলোয় ওই বিরাজে।
মান ক'রে থাকা আজ কি সাজে ॥

৩৭৩

আমি কেবল তোমার দাসী
কেমন ক'রে আনব মুখে 'তোমায় ভালোবাসি'॥
গুণ যদি মোর থাকত তবে অনেক আদর মিলত ভবে,
বিনামূল্যের কেনা আমি শ্রীচরণপ্রয়াসী ॥

৩৭৪

আজ যেমন ক'রে গাইছে আকাশ তেমনি ক'রে গাও গো।
আজ যেমন ক'রে চাইছে আকাশ তেমনি ক'রে চাও গো॥
আজ হাওয়া যেমন পাতায় পাতায় মর্মরিয়া বনকে কাঁদায়,
তেমনি আমার বুকের মাঝে কাঁদিয়া কাঁদাও গো॥

৩৭৫

যৌবনসরসীনীরে মিলনশতদল
কোন্ চঞ্চল বন্যায় টলোমল টলোমল॥
শরমরক্তরাগে তার গোপন স্বপ্ন জাগে,
তারি গন্ধকেশর-মাঝে
এক বিন্দু নয়নজল॥
ধীরে বও ধীরে বও, সমীরণ,
সবেদন পরশন।
শঙ্কিত চিত্ত মোর পাছে ভাঙে বৃন্তডোর—
তাই অকারণ করুণায় মোর আঁখি করে ছলোছল॥

৩৭৬

সখী, বলো দেখি লো,
নিরদয় লাজ তোর টুটিবে কি লো।
চেয়ে আছি, ললনা—
মুখানি তুলিবি কি লো,
ঘোমটা খুলিবি কি লো,
আধফোটা অধরে হাসি ফুটিবে কি লো॥
শরমের মেঘে ঢাকা বিধুমুখানি—
মেঘ টুটে জোছনা ফুটে উঠিবে কি লো।
তৃষিত আঁখির আশা পুরাবি কি লো—
তবে ঘোমটা খোলো, মুখটি তোলো, আঁখি মেলো লো॥

৩৭৭

দেখে যা, দেখে যা দেখে যা লো তোরা সাধের কাননে মোর
আমার সাধের কুসুম উঠেছে ফুটিয়া, মলয় বহিছে সুরভি লুটিয়া রে—
হেথায় জোছনা ফুটে, তটিনী ছুটে, প্রমোদে কানন ভোর ॥
আয় আয় সখী, আয় লো হেথা, দুজনে কহিব মনের কথা।
তুলিব কুসুম দুজনে মিলি রে—
সুখে গাঁথিব মালা, গণিব তারা, করিব রজনী ভোর ॥
এ কাননে বসি গাহিব গান, সুখের স্বপনে কাটাব প্রাণ,
খেলিব দুজনে মনের খেলা রে—
প্রাণে রহিবে মিশি দিবসনিশি আধো-আধো ঘুমঘোর ॥

৩৭৮

নিমেষের তরে শরমে বাধিল, মরমের কথা হল না।
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে রহিল মরমবেদনা ॥
চোখে চোখে সদা রাখিবারে সাধ— পলক পড়িল, ঘটিল বিষাদ।
মেলিতে নয়ন মিলালো স্বপন এমনি প্রেমের ছলনা ॥

৩৭৯

আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল, শুধাইল না কেহ।
সে তো এল না যারে সঁপিলাম এই প্রাণ মন দেহ ॥
সে কি মোর তরে পথ চাহে, সে কি বিরহগীত গাহে
যার বাঁশরিধ্বনি শুনিয়ে আমি ত্যজিলাম গেহ ॥

৩৮০

ওকে বল্‌, সখী, বল্‌— কেন মিছে করে ছল,
মিছে হাসি কেন সখী, মিছে আঁখিজল ॥
জানি নে প্রেমের ধারা, ভয়ে তাই হই সারা—
কে জানে কোথায় সুধা কোথা হলাহল ॥
কাঁদিতে জানে না এরা, কাঁদাইতে জানে কল—
মুখের বচন শুনে মিছে কী হইবে ফল।

প্রেম নিয়ে শুধু খেলা— প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা—
ফিরে যাই এই বেলা, চল্ সখী, চল্ ॥

৩৮১

কে ডাকে। আমি কভু ফিরে নাহি চাই।
কত ফুল ফুটে উঠে কত ফুল যায় টুটে,
আমি শুধু বহে চলে যাই ॥
পরশ পুলকরস-ভরা রেখে যাই, নাহি দিই ধরা।
উড়ে আসে ফুলবাস, লতাপাতা ফেলে শ্বাস,
বনে বনে উঠে হাহুতাশ—
চকিতে শুনিতে শুধু পাই। চ'লে যাই ॥

৩৮২

সখী, সে গেল কোথায়, তারে ডেকে নিয়ে আয়।
দাঁড়াব ঘিরে তারে তরুতলায় ॥
আজি এ মধুর সাঁঝে কাননে ফুলের মাঝে
হেসে হেসে বেড়াবে সে, দেখিব তায় ॥
আকাশে তারা ফুটেছে, দখিনে বাতাস ছুটেছে,
পাখিটি ঘুমঘোরে গেয়ে উঠেছে।
আয় লো আনন্দময়ী, মধুর বসন্ত লয়ে
লাবণ্য ফুটাবি লো, তরুলতায় ॥

৩৮৩

বিদায় করেছ যারে নয়নজলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে গো ॥
আজি মধু সমীরণে নিশীথে কুসুমবনে
তারে কি পড়েছে মনে বকুলতলে ॥
সে দিনও তো মধুনিশি প্রাণে গিয়েছিল মিশি,
মুকুলিত দশ দিশি কুসুমদলে।

ছুটি সোহাগের বাণী   যদি হত কানাকানি,
যদি ওই মালাখানি   পরাতে গলে।
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে   গো
মধুরাতি পূর্ণিমার   ফিরে আসে বার বার,
সে জন ফিরে না আর   যে গেছে চলে
ছিল তিথি অনুকূল,   শুধু নিমেষের ভুল—
চিরদিন তৃষাকুল   পরান জ্বলে।
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে   গো॥

৩৮৪

না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে।
ওগো,   কে আছে চাহিয়া শূন্য পথপানে—
কাহার জীবনে নাহি সুখ,   কাহার পরান জ্বলে॥
পড় নি কাহার নয়নের ভাষা,
বোঝ নি কাহার মরমের আশা,
দেখ নি ফিরে—
কার   ব্যাকুল প্রাণের সাধ এসেছ দ'লে॥

৩৮৫

নয়ন মেলে দেখি আমায় বাঁধন বেঁধেছে।
গোপনে কে এমন ক'রে এ ফাঁদ ফেঁদেছে।
বসন্তরজনীশেষে   বিদায় নিতে গেলেম হেসে—
যাবার বেলায় বঁধু আমায় কাঁদিয়ে কেঁদেছে॥

৩৮৬

হাসিরে কি লুকাবি লাজে।
চপলা সে বাঁধা পড়ে না যে॥
রুধিয়া অধরদ্বারে   ঝাঁপিয়া রাখিলি যারে
কখন সে ছুটে এল নয়নমাঝে।

৩৮৭

যে ফুল ঝরে সেই তো ঝরে, ফুল তো থাকে ফুটিতে—
বাতাস তারে উড়িয়ে নে যায়, মাটি মেশায় মাটিতে ॥
গন্ধ দিলে, হাসি দিলে, ফুরিয়ে গেল খেলা।
ভালোবাসা দিয়ে গেল, তাই কি হেলাফেলা ॥

৩৮৮

সাজাব তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে,
নানা বরণের বনফুল দিয়ে দিয়ে ॥
আজি বসন্তরাতে পূর্ণিমাচন্দ্রকরে
দক্ষিণপবনে, প্রিয়ে,
সাজাব তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে ॥

৩৮৯

মন জানে মনোমোহন আইল, মন জানে সখা!
তাই কেমন করে আজি আমার প্রাণে ॥
তারি সৌরভ বহি বহিল কি সমীরণ আমার পরানপানে ॥

৩৯০

হল না লো, হল না, সই, হায়—
মরমে মরমে লুকানো রহিল, বলা হল না।
বলি বলি বলি তারে কত মনে করিনু—
হল না লো, হল না সই ॥
না কিছু কহিল, চাহিয়া রহিল,
গেল সে চলিয়া, আর সে ফিরিল না।
ফিরাব ফিরাব ব'লে কত মনে করিনু—
হল না লো, হল না সই ॥

৩৯১

ও কেন চুরি ক'রে চায়।
লুকোতে গিয়ে হাসি হেসে পালায়।

বনপথে ফুলের মেলা, হেলে দুলে করে খেলা—
চকিতে সে চমকিয়ে কোথা দিয়ে যায় ॥
কী যেন গানের মতো বেজেছে কানের কাছে,
যেন তার প্রাণের কথা আধেকখানি শোনা গেছে।
পথেতে যেতে চ'লে মালাটি গেছে ফেলে—
পরানের আশাগুলি গাঁথা যেন তায় ॥

৩৯২

কেহ কারো মন বুঝে না, কাছে এসে সরে যায়।
সোহাগের হাসিটি কেন চোখের জলে মরে যায় ॥
বাতাস যখন কেঁদে গেল প্রাণ খুলে ফুল ফুটিল না,
সাঁঝের বেলা একাকিনী কেন রে ফুল ঝরে যায় ॥
মুখের পানে চেয়ে দেখো, আঁখিতে মিলাও আঁখি—
মধুর প্রাণের কথা প্রাণেতে রেখো না ঢাকি।
এ রজনী রহিবে না, আর কথা হইবে না—
প্রভাতে রহিবে শুধু হৃদয়ের হায়-হায় ॥

৩৯৩

গেল গো—
ফিরিল না, চাহিল না, পাষাণ সে।
কথাটিও কহিল না, চলে গেল গো ॥
না যদি থাকিতে চায় যাক যেথা সাধ যায়,
একেলা আপন-মনে দিন কি কাটিবে না।
তাই হোক, হোক তবে—
আর তারে সাধিব না ॥

৩৯৪

বল্, গোলাপ, মোরে বল্,
তুই ফুটিবি, সখী, কবে।



গান।

রাগিণী পিলু। তাল খেমটা।

বল্ গোলাপ, মোরে বল্,
তুই ফুটিবি সখি কবে?
ফুল ফুটেছে চারি পাশ,
চাঁদ হাসিছে সুধা-হাস,
বায়ু ফেলিছে মৃদু-শ্বাস,
পাখী গাহিছে মধু রবে।
তুই ফুটিবি সখি কবে?
প্রাতে পড়েছে শিশিরকণা,
সাঁঝে বহিছে দখিনা বায়,
কাছে ফুলবালা সারি সারি
দূরে পাতার আড়ালে সাঁঝের তারা
মুখানি দেখিতে চায়।
বায়ু দূর হতে আসিয়াছে,
যত ভ্রমর ফিরিছে কাছে,
কচি কিশলয় গুলি
রয়েছে নয়ন তুলি,
তারা সুধাইছে মিলি সবে
তুই ফুটিবি সখি কবে॥

ফুল ফুটেছে চারি পাশ, চাঁদ হাসিছে সুধাহাস,
বায়ু ফেলিছে মৃদু শ্বাস, পাখি গাইছে মধুরবে—
তুই ফুটিবি, সখী, কবে ॥
প্রাতে পড়েছে, শিশিরকণা, সাঁঝে বহিছে দখিনা বায়,
কাছে ফুলবালা সারি সারি—
দূরে পাতার আড়ালে সাঁঝের তারা মুখানি দেখিতে চায়।
বায়ু দূর হতে আসিয়াছে, যত ভ্রমর ফিরিছে কাছে,
কচি কিশলয়গুলি রয়েছে নয়ন তুলি—
তারা শুধাইছে মিলি সবে,
তুই ফুটিবি, সখী, কবে ॥

৩৯৫

আমার যেতে সরে না মন—
তোমার দুয়ার পারায়ে আমি যাই যে হারায়ে
অতল বিরহে নিমগন ॥
চলিতে চলিতে পথে সকলই দেখি যেন মিছে,
নিখিল ভুবন পিছে ডাকে অনুক্ষণ ॥
আমার মনে কেবলই বাজে
তোমায় কিছু দেওয়া হল না যে।
যবে চলে যাই পদে পদে বাধা পাই,
ফিরে ফিরে আসি অকারণ ॥

প্রকৃতি

১

বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে।
স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে
নদীনদে গিরিগুহা-পারাবারে
নিত্য জাগে সরস সঙ্গীতমধুরিমা,
নিত্য নৃত্যরসভঙ্গিমা।—

নব বসন্তে নব আনন্দ, উৎসব নব।
অতি মঞ্জুল, অতি মঞ্জুল, শুনি মঞ্জুল গুঞ্জন কুঞ্জে—
শুনি রে শুনি মর্মর পল্লবপুঞ্জে,
পিককূজন পুষ্পবনে বিজনে,
মৃদু বায়ুহিলোলবিলোল বিভোল বিশাল সরোবর-মাঝে
কলগীত সুললিত বাজে।
শ্যামল কান্তার-'পরে অনিল সঞ্চারে ধীরে রে,
নদীতীরে শরবনে উঠে ধ্বনি সরসর মরমর।
কত দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা, ঝরঝর রসধারা॥

আষাঢ়ে নব আনন্দ, উৎসব নব।
অতি গম্ভীর, অতি গম্ভীর নীল অম্বরে ডম্বরু বাজে,
যেন রে প্রলয়ঙ্করী শঙ্করী নাচে।
করে গর্জন নির্ঝরিণী সঘনে,
হেরো ক্ষুব্ধ ভয়াল বিশাল নিরাল পিয়ালতমালবিতানে
উঠে রব ভৈরবতানে।
পবন মল্লারগীত গাহিছে আঁধার রাতে,
উন্মাদিনী সৌদামিনী রঙ্গভরে নৃত্য করে অম্বরতলে।
দিকে দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা, ঝরঝর রসধারা॥

আশ্বিনে নব আনন্দ, উৎসব নব।
অতি নির্মল, অতি নির্মল, অতি নির্মল উজ্জ্বল সাজে
ভুবনে নব শারদলক্ষ্মী বিরাজে।

নব ইন্দুলেখা অলকে ঝলকে
অতি নির্মল হাসবিভাসবিকাশ আকাশনীলাম্বুজ-মাঝে
শ্বেত ভুজে শ্বেত বীণা বাজে—
উঠিছে আলাপ মৃদু মধুর বেহাগতানে,
চন্দ্রকরে উল্লসিত ফুল্লবনে ঝিল্লিরবে তন্দ্রা আনে রে।
দিকে দিকে কত বাণী, নব নব কত ভাষা, ঝরঝর রসধারা

২

কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন দিয়ে যাও, শেষে দাও মুছে।
ওহে চঞ্চল, বেলা না যেতে খেলা কেন তব যায় ঘুচে॥
চকিত চোখের অশ্রুসজল বেদনায় তুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চল—
কোথা সে পথের শেষ কোন্ সুদূরের দেশ
সবাই তোমায় তাই পুছে॥
বাঁশরির ডাকে কুঁড়ি ধরে শাখে, ফুল যবে ফোটে নাই দেখা।
তোমার লগন যায় যে কখন, মালা গেঁথে আমি রই একা।
'এসো এসো এসো' আঁখি কয় কেঁদে। তৃষিত বক্ষ বলে 'রাখি বেঁধে'
যেতে যেতে, ওগো প্রিয়, কিছু ফেলে রেখে দিয়ো
ধরা দিতে যদি নাই রুচে॥

৩

একি আকুলতা ভুবনে! একি চঞ্চলতা পবনে॥
একি মধুরমদির রসরাশি আজি শূন্যতলে চলে ভাসি,
ঝরে চন্দ্রকরে একি হাসি, ফুল- গন্ধ লুটে গগনে॥
একি প্রাণভরা অনুরাগে আজি বিশ্বজগতজন জাগে,
আজি নিখিল নীলগগনে সুখ- পরশ কোথা হতে লাগে
সুখে শিহরে সকল বনরাজি, উঠে মোহনবাঁশরি বাজি,
হেরো পূর্ণবিকশিত আজি মম অন্তর সুন্দর স্বপনে॥

আজ তালের বনের করতালি কিসের তালে
পূর্ণিমাচাঁদ মাঠের পারে ওঠার কালে ॥
না-দেখা কোন্ বীণা বাজে আকাশ-মাঝে,
না-শোনা কোন্ রাগ রাগিণী শূন্যে ঢালে ॥
ওর খুশির সাথে কোন্ খুশির আজ মেলামেশা,
কোন্ বিশ্বমাতন গানের নেশায় লাগল নেশা।
তারায় কাঁপে ঝিনিঝিনি যে কিঙ্কিণী
তারি কাঁপন লাগল কি ওর মুগ্ধ ভালে ॥

৫

আঁধার কুঁড়ির বাঁধন টুটে চাঁদের ফুল উঠেছে ফুটে ॥
তার গন্ধ কোথায়, গন্ধ কোথায় রে।
গন্ধ আমার গভীর ব্যথায় হৃদয়-মাঝে লুটে ॥
ও কখন যাবে সরে, আকাশ হতে পড়বে ঝরে।
ওরে রাখব কোথায়, রাখব কোথায় রে।
রাখব ওরে আমার ব্যথায় গানের পত্রপুটে ॥

৬

পূর্ণচাঁদের মায়ায় আজি ভাবনা আমার পথ ভোলে,
যেন সিন্ধুপারের পাখি তারা, যা য় যা য় যায় চলে।
আলোছায়ার সুরে অনেক কালের সে কোন্ দূরে
ডাকে আ য় আ য় আয় ব'লে ॥
যেথায় চলে গেছে আমার হারা ফাগুনরাতি
সেথায় তারা ফিরে ফিরে খোঁজে আপন সাথি।
আলোছায়ায় যেথা অনেক দিনের সে কোন্ ব্যথা
কাঁদে হা য় হা য় হায় ব'লে ॥

৭

কত যে তুমি মনোহর মনই তাহা জানে,
হৃদয় মম থরোথরো কাঁপে তোমার গানে ॥
আজিকে এই প্রভাতবেলা মেঘের সাথে রোদের খেলা,
জলে নয়ন ভরোভরো চাহি তোমার পানে ॥
আলোর অধীর ঝিলিমিলি নদীর ঢেউয়ে ওঠে,
বনের হাসি খিলিখিলি পাতায় পাতায় ছোটে।
আকাশে ওই দেখি কী যে— তোমার চোখের চাহনি যে।
সুনীল সুধা ঝরোঝরো ঝরে আমার প্রাণে ॥

৮

আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥
অসীম কালের যে হিল্লোলে জোয়ার-ভাঁটায় ভুবন দোলে
নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥
ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে,
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে,
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই দান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
কান পেতেছি, চোখ মেলেছি, ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি,
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥

৯

ব্যাকুল বকুলের ফুলে ভ্রমর মরে পথ ভুলে ॥
আকাশে কী গোপন বাণী বাতাসে করে কানাকানি,
বনের অঞ্চলখানি পুলকে উঠে দুলে দুলে ॥

বেদনা সুমধুর হয়ে ভুবনে আজি গেল বয়ে।
বাঁশিতে মায়া-তান পূরি কে আজি মন করে চুরি,
নিখিল তাই মরে ঘুরি বিরহসাগরের কূলে॥

১০

নাই রস নাই, দারুণ দাহনবেলা। খেলো খেলো তব নীরব ভৈরব খেলা॥
যদি ঝ'রে পড়ে পড়ুক পাতা, ম্লান হয়ে যাক মালা গাঁথা,
থাক্ জনহীন পথে পথে মরীচিকাজাল ফেলা॥
শুষ্ক ধুলায় খসে-পড়া ফুলদলে ঘূর্ণী-আঁচল উড়াও আকাশতলে।
প্রাণ যদি কর মরুসম তবে তাই হোক— হে নির্মম,
তুমি একা আর আমি একা, কঠোর মিলনমেলা॥

১১

দারুণ অগ্নিবাণে রে হৃদয় তৃষায় হানে রে॥
রজনী নিদ্রাহীন, দীর্ঘ দগ্ধ দিন
আরাম নাহি যে জানে রে॥
শুষ্ক কাননশাখে ক্লান্ত কপোত ডাকে
করুণ কাতর গানে রে॥
ভয় নাহি, ভয় নাহি। গগনে রয়েছি চাহি।
জানি ঝঞ্ঝার বেশে দিবে দেখা তুমি এসে
একদা তাপিত প্রাণে রে॥

১২

এসো এসো হে তৃষ্ণার জল, কলকল্ ছলছল্—
ভেদ করো কঠিনের ক্রূর বক্ষতল কলকল্ ছলছল্॥
এসো এসো উৎসস্রোতে গূঢ় অন্ধকার হতে
এসো হে নির্মল কলকল্ ছলছল্॥

রবিকর রহে তব প্রতীক্ষায়।
তুমি যে খেলার সাথি, সে তোমারে চায়।
তাহারি সোনার তান তোমাতে জাগায় গান,
এসো হে উজ্জ্বল, কলকল্ ছলছল্॥
হাঁকিছে অশান্ত বায়,
'আয়, আয়, আয়।' সে তোমায় খুঁজে যায়।
তাহার মৃদঙ্গরবে করতালি দিতে হবে,
এসো হে চঞ্চল, কলকল্ ছলছল্॥
মরুদৈত্য কোন্ মায়াবলে
তোমারে করেছে বন্দী পাষাণশৃঙ্খলে।
ভেঙে ফেলে দিয়ে কারা এসো বন্ধহীন ধারা,
এসো হে প্রবল, কলকল্ ছলছল্॥

১৩

হৃদয় আমার, ওই বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে।
বেড়া-ভাঙার মাতন নামে উদ্দাম উল্লাসে॥
তোমার মোহন এল ভীষণ বেশে, আকাশ ঢাকা জটিল কেশে—
বুঝি এল তোমার সাধনধন চরম সর্বনাশে॥
বাতাসে তোর সুর ছিল না, ছিল তাপে ভরা।
পিপাসাতে বুক-ফাটা তোর শুষ্ক কঠিন ধরা।
এবার জাগ্ রে হতাশ, আয় রে ছুটে অবসাদের বাঁধন টুটে—
বুঝি এল তোমার পথের সাথি বিপুল অট্টহাসে॥

১৪

এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ।
তাপসনিশ্বাসবায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক॥
যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে-যাওয়া গীতি,
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক॥

মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা,
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।
রসের আবেশরাশি শুষ্ক করি দাও আসি,
আনো আনো আনো তব প্রলয়ের শাঁখ।
মায়ার কুজ্ঝটিজাল যাক দূরে যাক॥

১৫

নমো নমো, হে বৈরাগী।
তপোবহ্নির শিখা জ্বালো জ্বালো,
নির্বাণহীন নির্মল আলো
অন্তরে থাক্ জাগি॥

১৬

মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি,
হে রাখাল, বেণু তব বাজাও একাকী॥
প্রান্তরপ্রান্তের কোণে রুদ্র বসি তাই শোনে,
মধুরের-স্বপ্নাবেশে-ধ্যানমগন-আঁখি—
হে রাখাল, বেণু যবে বাজাও একাকী॥
সহসা উচ্ছ্বসি উঠে ভরিয়া আকাশ
তৃষাতপ্ত বিরহের নিরুদ্ধ নিশ্বাস।
অম্বরপ্রান্তে যে দূরে ডম্বরু গম্ভীর স্বরে
জাগায় বিদ্যুতছন্দে আসন্ন বৈশাখী—
হে রাখাল, বেণু যবে বাজাও একাকী॥

১৭

ওই বুঝি কালবৈশাখী
সন্ধ্যা-আকাশ দেয় ঢাকি॥
ভয় কী রে তোর ভয় কারে, দ্বার খুলে দিস চার ধারে—
শোন্ দেখি ঘোর হুঙ্কারে নাম তোরই ওই যায় ডাকি॥

তোর সুরে আর তোর গানে
দিস সাড়া তুই ওর পানে।
যা নড়ে তার দিক নেড়ে, যা যাবে তা যাক ছেড়ে,
যা ভাঙা তাই ভাঙবে রে— যা রবে তাই থাক বাকি ॥

১৮

প্রখর তপনতাপে আকাশ তৃষায় কাঁপে,
বায়ু করে হাহাকার।
দীর্ঘপথের শেষে ডাকি মন্দিরে এসে,
'খোলো খোলো খোলো দ্বার ॥'
বাহির হয়েছি কবে কার আহ্বানরবে,
এখনি মলিন হবে প্রভাতের ফুলহার ॥
বুকে বাজে আশাহীনা ক্ষীণমর্মর বীণা,
জানি না কে আছে কিনা, সাড়া তো না পাই তার।
আজি সারা দিন ধ'রে প্রাণে সুর ওঠে ভরে,
একেলা কেমন ক'রে বহিব গানের ভার ॥

১৯

বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া আসে মৃদুমন্দ।
আনে আমার মনের কোণে সেই চরণের ছন্দ ॥
স্বপ্নশেষের বাতায়নে হঠাৎ-আসা ক্ষণে ক্ষণে
আধো-ঘুমের-প্রান্ত-ছোঁওয়া বকুলমালার গন্ধ ॥
বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া বহে কিসের হর্ষ,
যেন রে সেই উড়ে-পড়া এলো কেশের স্পর্শ।
চাঁপাবনের কাঁপন-ছলে লাগে আমার বুকের তলে
আরেক দিনের প্রভাত হতে হৃদয়দোলার স্পন্দ ॥

২০

বৈশাখ হে, মৌনী তাপস, কোন্ অতলের বাণী
এমন কোথায় খুঁজে পেলে।

তপ্ত ভালের দীপ্তি ঢাকি মন্থর মেঘখানি

এল গভীর ছায়া ফেলে ॥

রুদ্রতপের সিদ্ধি এ কি ওই-যে তোমার বক্ষে দেখি,

ওরই লাগি আসন পাতো হোমহুতাশন জ্বেলে ॥

নিঠুর, তুমি তাকিয়েছিলে মৃত্যুক্ষুধার মতো

তোমার রক্তনয়ন মেলে।

ভীষণ, তোমার প্রলয়সাধন প্রাণের বাঁধন যত

যেন হানবে অবহেলে।

হঠাৎ তোমার কণ্ঠে এ যে আশার ভাষা উঠল বেজে,

দিলে তরুণ শ্যামল রূপে করুণ সুধা ঢেলে ॥

২১

শুষ্কতাপের দৈত্যপুরে দ্বার ভাঙবে ব'লে,

রাজপুত্র, কোথা হতে হঠাৎ এলে চলে ॥

সাত সমুদ্র -পারের থেকে বজ্রস্বরে এলে হেঁকে,

দুন্দুভি যে উঠল বেজে বিষম কলরোলে ॥

বীরের পদপরশ পেয়ে মূর্ছা হতে জাগে,

বসুন্ধরার তপ্ত প্রাণে বিপুল পুলক লাগে।

মরকতমণির থালা সাজিয়ে গাঁথে বরণমালা,

উতলা তার হিয়া আজি সজল হাওয়ায় দোলে ॥

২২

হে তাপস, তব শুষ্ক কঠোর রূপের গভীর রসে

মন আজি মোর উদাস বিভোর কোন্ সে ভাবের বশে ॥

তব পিঙ্গল জটা হানিছে দীপ্ত ছটা,

তব দৃষ্টির বহ্নিবৃষ্টি অন্তরে গিয়ে পশে ॥

বুঝি না, কিছু না জানি

মর্মে আমার মৌন তোমার কী বলে রুদ্রবাণী।

দিগ্‌দিগন্ত দহি   দুঃসহ তাপ বহি
তব নিশ্বাস আমার বক্ষে রহি রহি নিশ্বসে॥
সারা হয়ে এলে দিন
সন্ধ্যামেঘের মায়ার মহিমা নিঃশেষে হবে লীন।
দীপ্তি তোমার তবে   শান্ত হইয়া রবে,
তারায় তারায় নীরব মন্ত্রে ভরি দিবে শূন্য সে॥

২৩

মধ্যদিনের বিজন বাতায়নে
ক্লান্তি-ভরা কোন্ বেদনার মায়া   স্বপ্নাভাসে ভাসে মনে-মনে॥
কৈশোরে যে সলাজ কানাকানি   খুঁজেছিল প্রথম প্রেমের বাণী
আজ কেন তাই তপ্ত হাওয়ায় হাওয়ায়   মর্মরিছে গহন বনে বনে॥
যে নৈরাশা গভীর অশ্রুজলে   ডুবেছিল বিস্মরণের তলে
আজ কেন সেই বনযূথীর বাসে   উচ্ছ্বসিল মধুর নিশ্বাসে,
সারাবেলা চাঁপার ছায়ায় ছায়ায়   গুঞ্জরিয়া ওঠে ক্ষণে ক্ষণে॥

২৪

তপস্বিনী হে ধরণী,   ওই-যে তাপের বেলা আসে—
তপের আসনখানি   প্রসারিল মৌন নীলাকাশে॥
অন্তরে প্রাণের লীলা   হোক তব অন্তঃশীলা,
যৌবনের পরিসর   শীর্ণ হোক হোমাগ্নিনিশ্বাসে॥
যে তব বিচিত্র তান   উচ্ছ্বসি উঠিত বহু গীতে
এক হয়ে মিশে যাক   মৌনমন্ত্রে ধ্যানের শান্তিতে।
সংযমে বাঁধুক লতা   কুসুমিত চঞ্চলতা,
সাজুক লাবণ্যলক্ষ্মী   দৈন্যের ধূসর ধূলিবাসে॥

২৫

চক্ষে আমার তৃষ্ণা ওগো, তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে।
আমি   বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিন, সন্তাপে প্রাণ যায় যে পুড়ে॥

ঝড় উঠেছে তপ্ত হাওয়ায়,   মনকে সুদূর শূন্যে ধাওয়ায়—

অবগুণ্ঠন যায় যে উড়ে॥

যে ফুল কানন করত আলো

কালো হয়ে সে শুকালো।

ঝরনারে কে দিল বাধা—   নিষ্ঠুর পাষাণে বাঁধা

দুঃখের শিখরচূড়ে॥

২৬

এসো শ্যামল সুন্দর,

আনো তব তাপহরা তৃষাহরা সঙ্গসুধা।

বিরহিণী চাহিয়া আছে আকাশে॥

সে যে ব্যথিত হৃদয় আছে বিছায়ে

তমালকুঞ্জপথে সজল ছায়াতে,

নয়নে জাগিছে করুণ রাগিণী॥

বকুলমুকুল রেখেছে গাঁথিয়া,

বাজিছে অঙ্গনে মিলনবাঁশরি।

আনো সাথে তোমার মন্দিরা

চঞ্চল নৃত্যের বাজিবে ছন্দে সে—

বাজিবে কঙ্কণ, বাজিবে কিঙ্কিণী,

ঝঙ্কারিবে মঞ্জীর রুণু রুণু॥

২৭

ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে

জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভরভসে

ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা

শ্যামগম্ভীর সরসা।

গুরু গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে,
উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে—
নিখিলচিত্তহরষা
ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা ॥

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিকললনা,
জনপদবধূ তড়িতচকিতনয়না,
মালতীমালিনী কোথা প্রিয়পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা।
ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা,
আনো বীণা মনোহারিকা।
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা

আনো মৃদঙ্গ মুরজ মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধুরা—
এসেছে বরষা, ওগো নব-অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী।
কুঞ্জকুটিরে অয়ি ভাবাকুললোচনা,
ভূর্জপাতায় নবগীত করো রচনা
মেঘমল্লাররাগিণী।
এসেছে বরষা, ওগো নব-অনুরাগিণী ॥

কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী ॥
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।
তালে তালে ছুটি কঙ্কন কনকনিয়া
ভবনশিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া

স্মিতবিকশিত বয়নে—
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুলশয়নে॥

এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবনভরসা॥
দুলিছে পবনে সনসন বনবীথিকা,
গীতময় তরুলতিকা।
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।
শতশতগীতমুখরিত বনবীথিকা॥

২৮

ঝরঝর বরিষে বারিধারা।
হায় পথবাসী, হায় গতিহীন, হায় গৃহহারা॥
ফিরে বায়ু হাহাস্বরে, ডাকে কারে জনহীন অসীম প্রান্তরে—
রজনী আঁধারা॥
অধীরা যমুনা তরঙ্গ-আকুলা অকূলা রে, তিমিরদুকূলা রে।
নিবিড় নীরদ গগনে গরগর গরজে সঘনে,
চঞ্চলচপলা চমকে— নাহি শশীতারা॥

২৯

গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া।
স্তিমিত দশ দিশি, স্তম্ভিত কানন,
সব চরাচর আকুল— কী হবে কে জানে
ঘোরা রজনী, দিকললনা ভয়বিভলা॥
চমকে চমকে সহসা দিক উজলি
চকিতে চকিতে মাতি ছুটিল বিজলি

থরথর চরাচর পলকে ঝলকিয়া
ঘোর তিমিরে ছায় গগন মেদিনী
গুরুগুরু নীরদগরজনে স্তব্ধ আঁধার ঘুমাইছে,
সহসা উঠিল জেগে প্রচণ্ড সমীরণ— কড়কড় বাজ ॥

৩০

হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে
সেই সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে ॥
অধর করুণা-মাখা, মিনতিবেদনা-আঁকা
নীরবে চাহিয়া থাকা বিদায়খনে ॥
ঝরঝর ঝরে জল, বিজুলি হানে,
পবন মাতিছে বনে পাগল গানে।
আমার পরানপুটে কোন্‌খানে ব্যথা ফুটে,
কার কথা জেগে উঠে হৃদয়কোণে ॥

৩১

শাওনগগনে ঘোর ঘনঘটা, নিশীথযামিনী রে।
কুঞ্জপথে, সখি, কৈসে যাওব অবলা কামিনী রে।
উন্মদ পবনে যমুনা তর্জিত, ঘন ঘন গর্জিত মেহ।
দমকত বিদ্যুত, পথতরু লুণ্ঠিত, থরহর কম্পিত দেহ
ঘন ঘন রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্ বরখত নীরদপুঞ্জ।
শাল-পিয়ালে তাল-তমালে নিবিড়তিমিরময় কুঞ্জ।
কহ রে সজনী, এ দুরুযোগে কুঞ্জে নিরদয় কান
দারুণ বাঁশী কাহ বজায়ত সকরুণ রাধা নাম।
মোতিম হারে বেশ বনা দে, সীঁথি লগা দে ভালে।
উরহি বিলুণ্ঠিত লোল চিকুর মম বাঁধহ চম্পকমালে।
গহন রয়নমে ন যাও, বালা, নওলকিশোরক পাশ।
গরজে ঘন ঘন, বহু ডর পাওব, কহে ভানু তব দাস ॥

৩২

মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার করে আসে।
আমায় কেন বসিয়ে রাখ একা দ্বারের পাশে॥
কাজের দিনে নানা কাজে থাকি নানা লোকের মাঝে,
আজ আমি যে বসে আছি তোমারি আশ্বাসে॥
তুমি যদি না দেখা দাও, কর আমায় হেলা,
কেমন করে কাটে আমার এমন বাদল-বেলা।
দূরের পানে মেলে আঁখি কেবল আমি চেয়ে থাকি,
পরান আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে॥

৩৩

আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, গেল রে দিন বয়ে।
বাঁধন-হারা বৃষ্টিধারা ঝরছে রয়ে রয়ে॥
একলা বসে ঘরের কোণে কী ভাবি যে আপন-মনে,
সজল হাওয়া যূথীর বনে কী কথা যায় কয়ে॥
হৃদয়ে আজ ঢেউ দিয়েছে, খুঁজে না পাই কূল—
সৌরভে প্রাণ কাঁদিয়ে তোলে ভিজে বনের ফুল।
আঁধার রাতে প্রহরগুলি কোন্ সুরে আজ ভরিয়ে তুলি,
কোন্ ভুলে আজ সকল ভুলি আছি আকুল হয়ে॥

৩৪

আজ বারি ঝরে ঝরঝর ভরা বাদরে,
আকাশ-ভাঙা আকুল ধারা কোথাও না ধরে॥
শালের বনে থেকে থেকে ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে,
জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে মাঠের 'পরে।
আজ মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে নৃত্য কে করে।
ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন, লুটেছে এই ঝড়ে—
বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর কাহার পায়ে পড়ে।
অন্তরে আজ কী কলরোল, দ্বারে দ্বারে ভাঙল আগল—

হৃদয়-মাঝে জাগল পাগল আজি ভাদরে।
আজ এমন ক'রে কে মেতেছে বাহিরে ঘরে॥

৩৫

কাঁপিছে দেহলতা থরথর,
চোখের জলে আঁখি ভরভর॥
দোদুল তমালেরই বনছায়া তোমারি নীল বাসে নিল কায়া,
বাদল-নিশীথেরই ঝরঝর
তোমারি আঁখি-'পরে ভরভর॥
যে কথা ছিল তব মনে মনে
চমকে অধরের কোণে কোণে।
নীরব হিয়া তব দিল ভরি কী মায়া স্বপনে যে, মরি মরি,
আঁধার কাননের মরমর
বাদল-নিশীথের ঝরঝর॥

৩৬

আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদলসাঁঝে
গহন মেঘের নিবিড় ধারার মাঝে॥
বনের ছায়ায় জলছলছল সুরে
হৃদয় আমার কানায় কানায় পূরে।
খনে খনে ওই গুরুগুরু তালে তালে
গগনে গগনে গভীর মৃদঙ্গ বাজে॥
কোন্ দূরের মানুষ যেন এল আজ কাছে,
তিমির-আড়ালে নীরবে দাঁড়ায়ে আছে।
বুকে দোলে তার বিরহব্যথার মালা
গোপন-মিলন-অমৃতগন্ধ-ঢালা।
মনে হয় তার চরণের ধ্বনি জানি—
হার মানি তার অজানা জনের সাজে॥

৩৭

বাদল-মেঘে মাদল বাজে গুরুগুরু গগন-মাঝে ॥
তারি গভীর রোলে আমার হৃদয় দোলে,
আপন সুরে আপনি ভোলে ॥
কোথায় ছিল গহন প্রাণে গোপন ব্যথা গোপন গানে—
আজি সজল বায়ে শ্যামল বনের ছায়ে
ছড়িয়ে গেল সকলখানে গানে গানে ॥

৩৮

ওগো আমার শ্রাবণমেঘের খেয়াতরীর মাঝি,
অশ্রুভরা পুরব হাওয়ায় পাল তুলে দাও আজি ॥
উদাস হৃদয় তাকায়ে রয়, বোঝা তাহার নয় ভারী নয়,
পুলক-লাগা এই কদম্বের একটি কেবল সাজি ॥
ভোরবেলা যে খেলার সাথি ছিল আমার কাছে,
মনে ভাবি, তার ঠিকানা তোমার জানা আছে।
তাই তোমারি সারিগানে সেই আঁখি তার মনে আনে,
আকাশ-ভরা বেদনাতে রোদন উঠে বাজি ॥

৩৯

তিমির-অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি
কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী ॥
আজি সঘন শর্বরী, মেঘমগন তারা,
নদীর জলে ঝর্ঝরি ঝরিছে জলধারা,
তমালবন মর্মরি পবন চলে হাঁকি ॥
যে কথা মম অন্তরে আনিছ তুমি টানি
জানি না কোন্ মন্তরে তাহারে দিব বাণী।
রয়েছি বাঁধা বন্ধনে, ছিঁড়িব, যাব বাটে—
যেন এ বৃথা ক্রন্দনে এ নিশি নাহি কাটে।
কঠিন বাধা-লঙ্ঘনে দিব না আমি ফাঁকি ॥

৪০

আকাশতলে দলে দলে মেঘ যে ডেকে যায়

'আয় আয় আয়'॥

জামের বনে আমের বনে রব উঠেছে তাই—

'যাই যাই যাই'।

উড়ে যাওয়ার সাধ জাগে তার পুলক-ভরা ডালে

পাতায় পাতায়॥

নদীর ধারে বারে বারে মেঘ যে ডেকে যায়—

'আয় আয় আয়'।

কাশের বনে ক্ষণে ক্ষণে রব উঠেছে তাই—

'যাই যাই যাই'।

মেঘের গানে তরীগুলি তান মিলিয়ে চলে

পাল-তোলা পাখায়॥

৪১

কদম্বেরই কানন ঘেরি আষাঢ়মেঘের ছায়া খেলে,

পিয়ালগুলি নাটের ঠাটে হাওয়ায় হেলে॥

বরষনের পরশনে শিহর লাগে বনে বনে,

বিরহী এই মন যে আমার সুদূর-পানে পাখা মেলে॥

আকাশপথে বলাকা ধায় কোন্ সে অকারণের বেগে,

পুব হাওয়াতে ঢেউ খেলে যায় ডানার গানের তুফান লেগে।

ঝিল্লিমুখর বাদল-সাঁঝে কে দেখা দেয় হৃদয়-মাঝে,

স্বপনরূপে চুপে চুপে ব্যথায় আমার চরণ ফেলে॥

৪২

আষাঢ়, কোথা হতে আজ পেলি ছাড়া।

মাঠের শেষে শ্যামল বেশে ক্ষণেক দাঁড়া॥

জয়ধ্বজা ওই-যে তোমার গগন জুড়ে।

পুব হতে কোন্ পশ্চিমেতে যায় রে উড়ে,
গুরু গুরু ভেরী কারে দেয় যে নাড়া।
নাচের নেশা লাগল তালের পাতায় পাতায়,
হাওয়ায় দোলায় দোলায় শালের বনকে মাতায়।
আকাশ হতে আকাশে কার ছুটোছুটি,
বনে বনে মেঘের ছায়ায় লুটোপুটি—
ভরা নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে কে দেয় নাড়া॥

৪৩

ছায়া ঘনাইছে বনে বনে, গগনে গগনে ডাকে দেয়া।
কবে নবঘন-বরিষনে গোপনে গোপনে এলি কেয়া॥
পুরবে নীরব ইশারাতে একদা নিদ্রাহীন রাতে
হাওয়াতে কী পথে দিলি খেয়া—
আষাঢ়ের খেয়ালের কোন্ খেয়া॥
যে মধু হৃদয়ে ছিল মাখা কাঁটাতে কী ভয়ে দিলি ঢাকা।
বুঝি এলি যার অভিসারে মনে মনে দেখা হল তারে,
আড়ালে আড়ালে দেয়া-নেয়া—
আপনায় লুকায়ে দেয়া-নেয়া॥

৪৪

এই শ্রাবণ-বেলা বাদল-ঝরা যূথীবনের গন্ধে ভরা॥
কোন্ ভোলা দিনের বিরহিণী, যেন তারে চিনি চিনি—
ঘন বনের কোণে কোণে ফেরে ছায়ার-ঘোমটা-পরা॥
কেন বিজন বাটের পানে তাকিয়ে আছি কে তা জানে।
হঠাৎ কখন অজানা সে আসবে আমার দ্বারের পাশে,
বাদল-সাঁঝের আঁধার-মাঝে গান গাবে প্রাণ-পাগল-করা॥

৪৫

শ্রাবণবরিষন পার হয়ে কী বাণী আসে ওই রয়ে রয়ে॥
গোপন কেতকীর পরিমলে, সিক্ত বকুলের বনতলে,

দূরের আঁখিজল বয়ে বয়ে কী বাণী আসে ওই রয়ে রয়ে ॥
কবির হিয়াতলে ঘুরে ঘুরে আঁচল ভরে লয় সুরে সুরে।
বিজনে বিরহীর কানে কানে সজল মল্লার-গানে-গানে
কাহার নামখানি কয়ে কয়ে
কী বাণী আসে ওই রয়ে রয়ে ॥

৪৬

আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার,
দিনের আকাশ মেঘে অন্ধকার— হায় রে ॥
মনে ছিল আসবে বুঝি, আমায় সে কি পায় নি খুঁজি—
না-বলা তার কথাখানি জাগায় হাহাকার ॥
সজল হাওয়ায় বারে বারে
সারা আকাশ ডাকে তারে।
বাদল-দিনের দীর্ঘশ্বাসে জানায় আমায় ফিরবে না সে—
বুক ভরে সে নিয়ে গেল বিফল অভিসার ॥

৪৭

গহন রাতে শ্রাবণধারা পড়িছে ঝরে,
কেন গো মিছে জাগাবে ওরে ॥
এখনো দুটি আঁখির কোণে যায় যে দেখা
জলের রেখা,
না-বলা বাণী রয়েছে যেন অধর ভরে ॥
নাহয় যেয়ো গুঞ্জরিয়া বীণার তারে
মনের কথা শয়নদ্বারে।
নাহয় রেখো মালতীকলি শিথিল কেশে
নীরবে এসে,
নাহয় রাখী পরায়ে যেয়ো ফুলের ডোরে।
কেন গো মিছে জাগাবে ওরে ॥

৪৮

যেতে দাও যেতে দাও গেল যারা।
তুমি যেয়ো না, তুমি যেয়ো না,
আমার বাদলের গান হয় নি সারা॥
কুটিরে কুটিরে বন্ধ দ্বার, নিভৃত রজনী অন্ধকার,
বনের অঞ্চল কাঁপে চঞ্চল— অধীর সমীর তন্দ্রাহারা॥
দীপ নিবেছে নিবুক নাকো, আঁধারে তব পরশ রাখো।
বাজুক কাঁকন তোমার হাতে আমার গানের তালের সাথে,
যেমন নদীর ছলোছলো জলে ঝরে ঝরোঝরো শ্রাবণধারা॥

৪৯

ভেবেছিলেম আসবে ফিরে,
তাই ফাগুনশেষে দিলেম বিদায়।
তুমি গেলে ভাসি নয়ননীরে
এখন শ্রাবণদিনে মরি দ্বিধায়॥
এখন বাদল-সাঁঝের অন্ধকারে আপনি কাঁদাই আপনারে,
একা ঝরো ঝরো বারিধারে ভাবি কী ডাকে ফিরাব তোমায়॥
যখন থাক আঁখির কাছে
তখন দেখি ভিতর বাহির সব ভরে আছে।
সেই ভরা দিনের ভরসাতে চাই বিরহের ভয় ঘোচাতে,
তবু তোমা-হারা বিজন রাতে
কেবল হারাই-হারাই বাজে হিয়ায়॥

৫০

আজি ওই আকাশ-'পরে সুধায় ভরে আষাঢ়-মেঘের ফাঁক।
হৃদয়-মাঝে মধুর বাজে কী উৎসবের শাঁখ॥
একি হাসির বাঁশির তান, একি চোখের জলের গান—
পাই নে দিশে কে জানি সে দিল আমায় ডাক॥

আমায় নিরুদ্দেশের পানে কেমন করে টানে এমন করুণ গানে।
ওই পথের পারের আলো আমার লাগল চোখে ভালো,
গগনপারে দেখি তারে সুদূর নির্বাক্‌॥

৫১

ও আষাঢ়ের পূর্ণিমা আমার, আজি রইলে আড়ালে—
স্বপনের আবরণে লুকিয়ে দাঁড়ালে॥
আপনারই মনে জানি না একেলা হৃদয়-আঙিনায় করিছ কী খেলা—
তুমি আপনায় খুঁজিয়া ফেরো কি তুমি আপনায় হারালে॥
একি মনে রাখা একি ভুলে যাওয়া।
একি স্রোতে ভাসা, একি কূলে যাওয়া।
কভুবা নয়নে কভুবা পরানে কর লুকোচুরি কেন যে কে জানে।
কভুবা ছায়ায় কভুবা আলোয় কোন্‌ দোলায় যে নাড়ালে॥

৫২

শ্যামল ছায়া, নাইবা গেলে
শেষ বরষার ধারা ঢেলে॥
সময় যদি ফুরিয়ে থাকে— হেসে বিদায় করো তাকে,
এবার নাহয় কাটুক বেলা অসময়ের খেলা খেলে॥
মলিন, তোমার মিলাবে লাজ—
শরৎ এসে পরাবে সাজ।
নবীন রবি উঠবে হাসি, বাজাবে মেঘ সোনার বাঁশি—
কালোয় আলোয় যুগলরূপে শূন্যে দেবে মিলন মেলে॥

৫৩

আহ্বান আসিল মহোৎসবে
অম্বরে গম্ভীর ভেরিরবে॥
পূর্ববায়ু চলে ডেকে শ্যামলের অভিষেকে—
অরণ্যে অরণ্যে নৃত্য হবে॥

নির্ঝরকল্লোল-কলকলে
ধরণীর আনন্দ উচ্ছলে।
শ্রাবণের বীণাপাণি মিলালো বর্ষণবাণী
কদম্বের পল্লবে পল্লবে॥

কোন্ পুরাতন প্রাণের টানে
ছুটেছে মন মাটির পানে॥
চোখ ডুবে যায় নবীন ঘাসে, ভাবনা ভাসে পুব-বাতাসে—
মল্লারগান প্লাবন জাগায় মনের মধ্যে শ্রাবণ-গানে॥
লাগল যে দোল বনের মাঝে
অঙ্গে সে মোর দেয় দোলা যে।
যে বাণী ওই ধানের ক্ষেতে আকুল হল অঙ্কুরেতে
আজ এই মেঘের শ্যামল মায়ায়
সেই বাণী মোর সুরে আনে॥

৫৫

নীল- অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায় সম্বৃত অম্বর হে গম্ভীর!
বনলক্ষ্মীর কম্পিত কায়, চঞ্চল অন্তর—
ঝঙ্কৃত তার ঝিল্লির মঞ্জীর হে গম্ভীর॥
বর্ষণগীত হল মুখরিত মেঘমন্দ্রিত ছন্দে,
কদম্ববন গভীর মগন আনন্দঘন গন্ধে—
নন্দিত তব উৎসবমন্দির হে গম্ভীর॥
দহনশয়নে তপ্ত ধরণী পড়েছিল পিপাসার্তা,
পাঠালে তাহারে ইন্দ্রলোকের অমৃতবারির বার্তা।
মাটির কঠিন বাধা হল ক্ষীণ, দিকে দিকে হল দীর্ণ—
নব-অঙ্কুর-জয়পতাকায় ধরাতল সমাকীর্ণ—
ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দীর হে গম্ভীর॥

৫৬

আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে
দুয়ার কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে,
ঘরের বাঁধন যায় বুঝি আজ টুটে ॥
ধরিত্রী তাঁর অঙ্গনেতে নাচের তালে ওঠেন মেতে,
চঞ্চল তাঁর অঞ্চল যায় লুটে ॥
প্রথম যুগের বচন শুনি মনে
নবশ্যামল প্রাণের নিকেতনে।
পুব-হাওয়া ধায় আকাশতলে, তার সাথে মোর ভাবনা চলে
কালহারা কোন্ কালের পানে ছুটে ॥

৫৭

পথিক মেঘের দল জোটে ওই শ্রাবণগগন-অঙ্গনে।
শোন্ শোন্ রে, মন রে আমার, উধাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গ নে ॥
দিক্-হারানো দুঃসাহসে সকল বাঁধন পড়ুক খসে,
কিসের বাধা ঘরের কোণের শাসনসীমা-লঙ্ঘনে ॥
বেদনা তোর বিজুলশিখা জ্বলুক অন্তরে।
সর্বনাশের করিস সাধন বজ্রমন্তরে।
অজানাতে করবি গাহন, ঝড় সে পথের হবে বাহন—
শেষ করে দিস আপনারে তুই প্রলয় রাতের ক্রন্দনে ॥

৫৮

বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা, আষাঢ় তোমার মালা।
তোমার শ্যামল শোভার বুকে বিদ্যুতেরই জ্বালা ॥
তোমার মন্ত্রবলে পাষাণ গলে, ফসল ফলে—
মরু বহে আনে তোমার পায়ে ফুলের ডালা ॥
মরোমরো পাতায় পাতায় ঝরোঝরো বারির রবে
গুরুগুরু মেঘের মাদল বাজে তোমার কী উৎসবে।

সবুজ সুধার ধারায় প্রাণ এনে দাও তপ্ত ধরায়,
বামে রাখ ভয়ঙ্করী বন্যা মরণ-ঢালা ॥

৫৯

ওরে ঝড় নেমে আয়, আয় রে আমার শুকনো পাতার ডালে
এই বরষায় নবশ্যামের আগমনের কালে ॥
যা উদাসীন, যা প্রাণহীন, যা আনন্দহারা,
চরম রাতের অশ্রুধারায় আজ হয়ে যাক সারা—
যাবার যাহা যাক সে চলে রুদ্র নাচের তালে ॥
আসন আমায় পাততে হবে রিক্ত প্রাণের ঘরে,
নবীন বসন পরতে হবে সিক্ত বুকের 'পরে।
নদীর জলে বান ডেকেছে, কূল গেল তার ভেসে,
যূথীবনের গন্ধবাণী ছুটল নিরুদ্দেশে—
পরান আমার জাগল বুঝি মরণ-অন্তরালে ॥

৬০

এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে।
সেই আগুনের কালোরূপ যে আমার চোখের 'পরে নাচে ॥
ও তার শিখার জটা ছড়িয়ে পড়ে দিক হতে ওই দিগন্তরে,
তার কালো আভার কাঁপন দেখো তালবনের ওই গাছে গাছে ॥
বাদল-হাওয়া পাগল হল সেই আগুনের হুহুঙ্কারে।
দুন্দুভি তার বাজিয়ে বেড়ায় মাঠ হতে কোন্ মাঠের পারে।
ওরে, সেই আগুনের পুলক ফুটে কদম্ববন রঙিয়ে উঠে,
সেই আগুনের বেগ লাগে আজ আমার গানের পাখার পাছে ॥

৬১

মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে বকের পাঁতি।
ওরা ঘর-ছাড়া মোর মনের কথা যায় বুঝি ওই গাঁথি গাঁথি ॥

সুদূরের বীণার স্বরে কে ওদের হৃদয় হরে
দুরাশার দুঃসাহসে উদাস করে—
সে কোন্ উধাও হাওয়ার পাগলামিতে পাখা ওদের ওঠে মাতি ॥
ওদের ঘুম ছুটেছে, ভয় টুটেছে একেবারে,
অলক্ষ্যেতে লক্ষ ওদের— পিছন-পানে তাকায় না রে।
যে বাসা ছিল জানা সে ওদের দিল হানা,
না-জানার পথে ওদের নাই রে মানা—
ওরা দিনের শেষে দেখেছে কোন্ মনোহরণ আঁধার রাতি ॥

৬২

উতল-ধারা বাদল ঝরে। সকল বেলা একা ঘরে ॥
সজল হাওয়া বহে বেগে, পাগল নদী ওঠে জেগে,
আকাশ ঘেরে কাজল মেঘে, তমালবনে আঁধার করে ॥
ওগো বঁধু দিনের শেষে এলে তুমি কেমন বেশে—
আঁচল দিয়ে শুকাব জল, মুছাব পা আকুল কেশে।
নিবিড় হবে তিমির-রাতি, জ্বেলে দেব প্রেমের বাতি,
পরানখানি দেব পাতি— চরণ রেখো তাহার 'পরে।
ভুলে গিয়ে জীবন মরণ লব তোমায় ক'রে বরণ—
করিব জয় শরম-ত্রাসে, দাঁড়াব আজ তোমার পাশে—
বাঁধন বাধা যাবে জ্ব'লে, সুখ দুঃখ দেব দ'লে,
ঝড়ের রাতে তোমার সাথে বাহির হব অভয়ভরে ॥
উতল-ধারা বাদল ঝরে, দুয়ার খুলে এলে ঘরে।
চোখে আমার ঝলক লাগে, সকল মনে পুলক জাগে,
চাহিতে চাই মুখের বাগে— নয়ন মেলে কাঁপি ডরে ॥

৬৩

ওই-যে ঝড়ের মেঘের কোলে
বৃষ্টি আসে মুক্তকেশে আঁচলখানি দোলে ॥

ওরই গানের তালে তালে আমে জামে শিরীষ শালে
নাচন লাগে পাতায় পাতায় আকুল কল্লোলে ॥
আমার দুই আঁখি ওই সুরে
যায় হারিয়ে সজল ধারায় ওই ছায়াময় দূরে।
ভিজে হাওয়ায় থেকে থেকে কোন্ সাথি মোর যায় যে ডেকে,
একলা দিনের বুকের ভিতর ব্যথার তুফান তোলে ॥

৬৪

কখন বাদল-ছোঁওয়া লেগে
মাঠে মাঠে ঢাকে মাটি সবুজ মেঘে মেঘে ॥
ওই ঘাসের ঘনঘোরে
ধরণীতল হল শীতল চিকন আভায় ভ'রে—
ওরা হঠাৎ-গাওয়া গানের মতো এল প্রাণের বেগে ॥
ওরা যে এই প্রাণের রণে মরুজয়ের সেনা,
ওদের সাথে আমার প্রাণের প্রথম যুগের চেনা—
তাই এমন গভীর স্বরে
আমার আঁখি নিল ডাকি ওদের খেলাঘরে—
ওদের দোল দেখে আজ প্রাণে আমার দোলা ওঠে জেগে ॥

৬৫

আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে আমার মনে।
আমার ভাবনা যত উতল হল অকারণে ॥
কেমন ক'রে যায় যে ডেকে, বাহির করে ঘরের থেকে,
ছায়াতে চোখ ফেলে ছেয়ে ক্ষণে ক্ষণে ॥
বাঁধনহারা জলধারার কলরোলে
আমারে কোন্ পথের বাণী যায় যে ব'লে।
সে পথ গেছে নিরুদ্দেশে মানসলোকে গানের শেষে
চিরদিনের বিরহিণীর কুঞ্জবনে ॥

৬৬

আজ আকাশের মনের কথা ঝরো ঝরো বাজে
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে ॥
দিঘির কালো জলের 'পরে   মেঘের ছায়া ঘনিয়ে ধরে,
বাতাস বহে যুগান্তরের প্রাচীন বেদনা যে
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে ॥
আঁধার বাতায়নে
একলা আমার কানাকানি ওই আকাশের সনে।
ম্লানস্মৃতির বাণী যত   পল্লবমর্মরের মতো
সজল সুরে ওঠে জেগে ঝিল্লিমুখর সাঁঝে
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে ॥

৬৭

এই   সকাল বেলার বাদল-আঁধারে
আজি   বনের বীণায় কী সুর বাঁধা রে ॥
ঝরো ঝরো বৃষ্টিকলরোলে   তালের পাতা মুখর ক'রে তোলে   রে,
উতল হাওয়া বেণুশাখায় লাগায় ধাঁদা রে ॥
ছায়ার   তলে তলে জলের ধারা ওই
হেরো   দলে দলে নাচে তাথৈ থৈ— তাথৈ থৈ।
মন যে আমার পথ-হারানো সুরে   সকল আকাশ বেড়ায় ঘুরে ঘুরে   রে
শোনে যেন কোন্ ব্যাকুলের করুণ কাঁদা রে ॥

৬৮

পুব-সাগরের পার হতে কোন্ এল পরবাসী—
শূন্যে বাজায় ঘন ঘন   হাওয়ায় হাওয়ায় সন সন
সাপ খেলাবার বাঁশি ॥
সহসা তাই কোথা হতে   কুলু কুলু কলস্রোতে
দিকে দিকে জলের ধারা ছুটেছে উল্লাসী।

আজ দিগন্তে ঘন ঘন গভীর গুরু গুরু ডমরুরব হয়েছে ওই শুরু।
তাই শুনে আজ গগনতলে পলে পলে দলে দলে
অগ্নিবরন নাগ নাগিনী ছুটেছে উদাসী ॥

৬৯

আজি বর্ষারাতের শেষে
সজল মেঘের কোমল কালোয় অরুণ আলো মেশে ॥
বেণুবনের মাথায় মাথায় রঙ লেগেছে পাতায় পাতায়,
রঙের ধারায় হৃদয় হারায়, কোথা যে যায় ভেসে ॥
এই ঘাসের ঝিলিমিলি,
তার সাথে মোর প্রাণের কাঁপন এক তালে যায় মিলি।
মাটির প্রেমে আলোর রাগে রক্তে আমার পুলক লাগে—
বনের সাথে মন যে মাতে, ওঠে আকুল হেসে ॥

৭০

শ্রাবণমেঘের আধেক দুয়ার ওই খোলা,
আড়াল থেকে দেয় দেখা কোন্ পথ-ভোলা ॥
ওই-যে পুরব-গগন জুড়ে উত্তরী তার যায় রে উড়ে,
সজল হাওয়ার হিন্দোলাতে দেয় দোলা ॥
লুকাবে কি প্রকাশ পাবে কেই জানে—
আকাশে কি ধরায় বাসা কোন্‌খানে।
নানা বেশে ক্ষণে ক্ষণে ওই তো আমার লাগায় মনে
পরশখানি নানা-সুরের-ঢেউ-তোলা ॥

৭১

বহু যুগের ও পার হতে আষাঢ় এল আমার মনে,
কোন্ সে কবির ছন্দ বাজে ঝরো ঝরো বরিষনে ॥
যে মিলনের মালাগুলি ধুলায় মিশে হল ধূলি
গন্ধ তারি ভেসে আসে আজি সজল সমীরণে ॥

সে দিন এমনি মেঘের ঘটা রেবানদীর তীরে,
এমনি বারি ঝরেছিল শ্যামলশৈলশিরে।
মালবিকা অনিমিখে চেয়ে ছিল পথের দিকে,
সেই চাহনি এল ভেসে কালো মেঘের ছায়ার সনে॥

৭২

বাদল-বাউল বাজায় রে একতারা—
সারা বেলা ধ'রে ঝরোঝরো ঝরো ধারা॥
জামের বনে ধানের ক্ষেতে আপন তানে আপনি মেতে
নেচে নেচে হল সারা॥
ঘন জটার ঘটা ঘনায় আঁধার আকাশ-মাঝে,
পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর নূপুর মধুর বাজে।
ঘর-ছাড়ানো আকুল সুরে উদাস হয়ে বেড়ায় ঘুরে
পুবে হাওয়া গৃহহারা॥

৭৩

একি গভীর বাণী এল ঘন মেঘের আড়াল ধ'রে
সকল আকাশ আকুল ক'রে॥
সেই বাণীর পরশ লাগে, নবীন প্রাণের বাণী জাগে,
হঠাৎ দিকে দিগন্তরে ধরার হৃদয় ওঠে ভরে॥
সে কে বাঁশি বাজিয়েছিল কবে প্রথম সুরে তালে,
প্রাণেরে ডাক দিয়েছিল সুদূর আঁধার আদিকালে।
তার বাঁশির ধ্বনিখানি আজ আষাঢ় দিল্ আনি,
সেই অগোচরের তরে আমার হৃদয় নিল হ'রে॥

৭৪

আজি হৃদয় আমার যায় যে ভেসে
যার পায় নি দেখা তার উদ্দেশে॥
বাঁধন ভোলে, হাওয়ায় দোলে, যায় সে বাদল-মেঘের কোলে রে
কোন্-সে অসম্ভবের দেশে॥

সেথায় বিজন সাগরকূলে
শ্রাবণ ঘনায় শৈলমূলে।
রাজার পুরে তমালগাছে নূপুর শুনে ময়ূর নাচে রে
সুদূর তেপান্তরের শেষে॥

৭৫

ভোর হল যেই শ্রাবণশর্বরী
তোমার বেড়ায় উঠল ফুটে হেনার মঞ্জরী॥
গন্ধ তারি রহি রহি বাদল-বাতাস আনে বহি,
আমার মনের কোণে কোণে বেড়ায় সঞ্চরি॥
বেড়া দিলে কবে তুমি তোমার ফুলবাগানে—
আড়াল ক'রে রেখেছিলে আমার বনের পানে।
কখন গোপন অন্ধকারে বর্ষারাতের অশ্রুধারে
তোমার আড়াল মধুর হয়ে ডাকে মর্মরি॥

৭৬

বৃষ্টিশেষের হাওয়া কিসের খোঁজে বইছে ধীরে ধীরে।
গুঞ্জরিয়া কেন বেড়ায় ও যে বুকের শিরে শিরে॥
অলখ তারে বাঁধা অচিন বীণা ধরার বক্ষে রহে নিত্য লীনা— এই হাওয়া
কত যুগের কত মনের কথা বাজায় ফিরে ফিরে॥
ঋতুর পরে ঋতু ফিরে আসে বসুন্ধরার কূলে
চিহ্ন পড়ে বনের ঘাসে ঘাসে ফুলের পরে ফুলে।
গানের পরে গানে তারি সাথে কত সুরের কত যে হার গাঁথে— এই হাওয়া
ধরার কণ্ঠ বাণীর বরণমালায় সাজায় ঘিরে ঘিরে॥

৭৭

বাদল-ধারা হল সারা, বাজে বিদায়-সুর।
গানের পালা শেষ ক'রে দে রে, যাবি অনেক দূর॥
ছাড়ল খেয়া ও পার হতে ভাদ্রদিনের ভরা স্রোতে রে,
দুলছে তরী নদীর পথে তরঙ্গবন্ধুর॥

কদম্বকেশর ঢেকেছে আজ বনতলের ধূলি,
মৌমাছিরা কেয়াবনের পথ গিয়েছে ভুলি।
অরণ্যে আজ স্তব্ধ হাওয়া, আকাশ আজি শিশির-ছাওয়া রে
আলোতে আজ স্মৃতির আভাস বৃষ্টির বিন্দুর ॥

৭৮

ঝরে ঝরো ঝরো ভাদরবাদর, বিরহকাতর শর্বরী।
ফিরিছে এ কোন্ অসীম রোদন কানন কানন মর্মরি ॥
আমার প্রাণের রাগিণী আজি এ গগনে গগনে উঠিছে বাজিয়ে।
মোর হৃদয় একি রে ব্যাপিল তিমিরে সমীরে সমীরে সঞ্চরি ॥

৭৯

এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে, এসো করো স্নান নবধারাজলে ॥
দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ, পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ—
কাজলনয়নে, যূথীমালা গলে, এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে ॥
আজি ক্ষণে ক্ষণে হাসিখানি, সখী, অধরে নয়নে উঠুক চমকি।
মল্লারগানে তব মধুস্বরে দিক্ বাণী আনি বনমর্মরে।
ঘনবরিষনে জলকলকলে এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে ॥

৮০

কোথা যে উধাও হল মোর প্রাণ উদাসী
আজি ভরা বাদরে ॥
ঘন ঘন গুরু গুরু গরজিছে,
ঝরো ঝরো নামে দিকে দিগন্তে জলধারা—
মন ছুটে শূন্যে শূন্যে অনন্তে অশান্ত বাতাসে ॥

৮১

আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কী এনেছিস বল্—
হাসির কানায় কানায় ভরা নয়নের জল ॥

বাদল-হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে যূথীবনের বেদন আসে—
ফুল-ফোটানোর খেলায় কেন ফুল-ঝরানোর ছল।
ও তুই কী এনেছিস বল্॥
ওগো, কী আবেশ হেরি চাঁদের চোখে,
ফেরে সে কোন্ স্বপন-লোকে।
মন বসে রয় পথের ধারে, জানে না সে পাবে কারে—
আসা-যাওয়ার আভাস ভাসে বাতাসে চঞ্চল।
ও তুই কী এনেছিস বল্॥

৮২

পুব-হাওয়াতে দেয় দোলা আজ মরি মরি।
হৃদয়নদীর কূলে কূলে জাগে লহরী॥
পথ চেয়ে তাই একলা ঘাটে বিনা কাজে সময় কাটে,
পাল তুলে ওই আসে তোমার সুরেরই তরী॥
ব্যথা আমার কূল মানে না, বাধা মানে না।
পরান আমার ঘুম জানে না, জাগা জানে না।
মিলবে যে আজ অকূল-পানে তোমার গানে আমার গানে,
ভেসে যাবে রসের বানে আজ বিভাবরী॥

৮৩

অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে।
আজি শ্যামল মেঘের মাঝে বাজে কার কামনা॥
চলিছে ছুটিয়া অশান্ত বায়,
ক্রন্দন কার তার গানে ধ্বনিছে—
করে কে সে বিরহী বিফল সাধনা॥

৮৪

ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে
বাদলবাতাস মাতে মালতীর গন্ধে॥

উৎসবসভা-মাঝে শ্রাবণের বীণা বাজে,
শিহরে শ্যামল মাটি প্রাণের আনন্দে ॥
দুই কূল আকুলিয়া অধীর বিভঙ্গে
নাচন উঠিল জেগে নদীর তরঙ্গে।
কাঁপিছে বনের হিয়া বরষনে মুখরিয়া,
বিজলি ঝলিয়া ওঠে নবঘনমন্দ্রে ॥

৮৫

বন্ধু, রহো রহো সাথে
আজি এ সঘন শ্রাবণপ্রাতে।
ছিলে কি মোর স্বপনে সাথিহারা রাতে ॥
বন্ধু, বেলা বৃথা যায় রে
আজি এ বাদলে আকুল হাওয়ায় রে—
কথা কও মোর হৃদয়ে, হাত রাখো হাতে ॥

৮৬

একলা বসে বাদল-শেষে শুনি কত কী—
'এবার আমার গেল বেলা' বলে কেতকী ॥
বৃষ্টি-সারা মেঘ যে তারে ডেকে গেল আকাশপারে,
তাই তো সে যে উদাস হল— নইলে যেত কি ॥
ছিল সে যে একটি ধারে বনের কিনারায়,
উঠত কেঁপে তড়িৎ-আলোর চকিত ইশারায়।
শ্রাবণঘন-অন্ধকারে গন্ধ যেত অভিসারে—
সন্ধ্যাতারা আড়াল থেকে খবর পেত কি ॥

৮৭

শ্যামল শোভন শ্রাবণ, তুমি নাই বা গেলে
সজল বিলোল আঁচল মেলে ॥
পুব হাওয়া কয়, 'ওর যে সময় গেল চলে।'

শরৎ বলে, 'ভয় কী সময় গেল ব'লে,
বিনা কাজে আকাশ-মাঝে কাটবে বেলা অসময়ের খেলা খেলে।'
কালো মেঘের আর কি আছে দিন।
ও যে হল সাথিহীন।
পুব-হাওয়া কয়, 'কালোর এবার যাওয়াই ভালো।'
শরৎ বলে, 'মিলবে যুগল কালোয় আলো,
সাজবে বাদল সোনার সাজে আকাশ-মাঝে কালিমা ওর ঘুচিয়ে ফেলে।'

৮৮

নমো, নমো, নমো করুণাঘন, নমো হে।
নয়ন স্নিগ্ধ অমৃতাঞ্জনপরশে,
জীবন পূর্ণ সুধারসবরষে,
তব দর্শনধনসার্থক মন হে, অকৃপণবর্ষণ করুণাঘন হে॥

৮৯

তপের তাপের বাঁধন কাটুক রসের বর্ষণে।
হৃদয় আমার, শ্যামল-বঁধুর করুণ স্পর্শ নে॥
অঝোর-ঝরন শ্রাবণজলে তিমিরমেদুর বনাঞ্চলে
ফুটুক সোনার কদম্বফুল নিবিড় হর্ষণে॥
ভরুক গগন, ভরুক কানন, ভরুক নিখিল ধরা,
দেখুক ভুবন মিলনস্বপন মধুর-বেদনা-ভরা।
পরান-ভরানো ঘনছায়াজাল বাহির-আকাশ করুক আড়াল—
নয়ন ভুলুক, বিজুলি ঝলুক পরম দর্শনে॥

৯০

ওই কি এলে আকাশপারে দিক-ললনার প্রিয়—
চিত্তে আমার লাগল তোমার ছায়ার উত্তরীয়॥
মেঘের মাঝে মৃদঙ্গ তোমার বাজিয়ে দিলে কি ও,
ওই তালেতে মাতিয়ে আমায় নাচিয়ে দিয়ো দিয়ো॥

৯১

গগনে গগনে আপনার মনে কী খেলা তব।
তুমি কত বেশে নিমেষে নিমেষে নিতুই নব ॥
জটার গভীরে লুকালে রবিরে, ছায়াপটে আঁকো এ কোন্ ছবি রে।
মেঘমল্লারে কী বল আমারে কেমনে কব ॥
বৈশাখী ঝড়ে সে দিনের সেই অট্টহাসি
গুরুগুরু সুরে কোন্ দূরে দূরে যায় যে ভাসি।
সে সোনার আলো শ্যামলে মিশালো— শ্বেত উত্তরী আজ কেন কালো।
লুকালে ছায়ায় মেঘের মায়ায় কী বৈভব ॥

৯২

শ্রাবণ, তুমি বাতাসে কার আভাস পেলে—
পথে তারি সকল বারি দিলে ঢেলে।
কেয়া কাঁদে, 'যা য় যা য় যায়।'
কদম ঝরে, 'হা য় হা য় হায়।'
পুব-হাওয়া কয়, 'ওর তো সময় নাই বাকি আর।'
শরৎ বলে, 'যাক-না সময়, ভয় কিবা তার—
কাটবে বেলা আকাশ-মাঝে বিনা কাজে অসময়ের খেলা খেলে।'
কালো মেঘের আর কি আছে দিন, ও যে হল সাথিহীন।
পুব-হাওয়া কয়, 'কালোর এবার যাওয়াই ভালো।'
শরৎ বলে, 'মিলিয়ে দেব কালোয় আলো—
সাজবে বাদল আকাশ-মাঝে সোনার সাজে কালিমা ওর মুছে ফেলে।'

৯৩

কেন পান্থ, এ চঞ্চলতা।
কোন্ শূন্য হতে এল কার বারতা ॥
নয়ন কিসের প্রতীক্ষা-রত বিদায়বিষাদে উদাসমত—
ঘনকুন্তলভার ললাটে নত, ক্লান্ত তড়িতবধূ তন্দ্রাগতা ॥

কেশরকীর্ণ কদম্ববনে মর্মরমুখরিত মৃদুপবনে
বর্ষণহর্ষ-ভরা ধরণীর বিরহবিশঙ্কিত করুণ কথা।
ধৈর্য মানো ওগো, ধৈর্য মানো! বরমাল্য গলে তব হয় নি ম্লান'
আজও হয় নি ম্লান'—
ফুলগন্ধনিবেদনবেদনসুন্দর মালতী তব চরণে প্রণতা॥

৯৪

আজি শ্রাবনঘনগহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মতো, নীরব ওহে, সবার দিঠি এড়ায়ে এলে॥
প্রভাত আজি মুদেছে আঁখি, বাতাস বৃথা যেতেছে ডাকি,
নিলাজ নীল আকাশ ঢাকি নিবিড় মেঘ কে দিল মেলে॥
কূজনহীন কাননভূমি, দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে—
একেলা কোন্ পথিক তুমি পথিকহীন পথের 'পরে।
হে একা সখা, হে প্রিয়তম, রয়েছে খোলা এ ঘর মম—
সমুখ দিয়ে স্বপনসম যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে॥

৯৫

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরানসখা বন্ধু হে আমার॥
আকাশ কাঁদে হতাশসম, নাই যে ঘুম নয়নে মম—
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম, চাই যে বারে বার॥
বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই,
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই।
সুদূর কোন্ নদীর পারে গহন কোন্ বনের ধারে
গভীর কোন্ অন্ধকারে হতেছ তুমি পার॥

৯৬

চলে ছলোছলো নদীধারা নিবিড় ছায়ায় কিনারায় কিনারায়।
ওকে মেঘের ডাকে ডাকল সুদূরে, 'আয় আয় আয়।'
কূলে প্রফুল্ল বকুলবন ওরে করিছে আবাহন—

কোথা দূরে বেণুবন গায়, 'আয় আয় আয়।'
তীরে তীরে, সখী, ওই-যে উঠে নবীন ধান্য পুলকি।
কাশের বনে বনে দুলিছে ক্ষণে ক্ষণে—
গাহিছে সজল বায়, 'আয় আয় আয়।'

৯৭

আমারে যদি জাগালে আজি নাথ,
ফিরো না তবে ফিরো না, করো করুণ আঁখিপাত॥
নিবিড় বনশাখার 'পরে আষাঢ়মেঘে বৃষ্টি ঝরে,
বাদল-ভরা আলস-ভরে ঘুমায়ে আছে রাত॥
বিরামহীন বিজুলিঘাতে নিদ্রাহারা প্রাণ
বরষাজলধারার সাথে গাহিতে চাহে গান।
হৃদয় মোর চোখের জলে বাহির হল তিমিরতলে,
আকাশ খোঁজে ব্যাকুল বলে বাড়ায়ে দুই হাত॥

৯৮

আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে,
আসে বৃষ্টির সুবাস বাতাস বেয়ে॥
এই পুরাতন হৃদয় আমার আজি পুলকে দুলিয়া উঠিছে আবার বাজি
নূতন মেঘের ঘনিমার পানে চেয়ে॥
রহিয়া রহিয়া বিপুল মাঠের 'পরে নব তৃণদলে বাদলের ছায়া পড়ে।
'এসেছে এসেছে', এই কথা বলে প্রাণ, 'এসেছে এসেছে' উঠিতেছে এই গান—
নয়নে এসেছে, হৃদয়ে এসেছে ধেয়ে॥

৯৯

এসো হে এসো সজল ঘন বাদলবরিষনে—
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে এসো হে এ জীবনে।
এসো হে গিরিশিখর চুমি ছায়ায় ঘিরি কাননভূমি,
গগন ছেয়ে এসো হে তুমি গভীর গরজনে।

ব্যথিয়া উঠে নীপের বন পুলক-ভরা ফুলে,
উছলি উঠে কলরোদন নদীর কূলে কূলে।
এসো হে এসো হৃদয়-ভরা, এসো হে এসো পিপাসাহরা,
এসো হে আঁখি-শীতল-করা, ঘনায়ে এসো মনে॥

১০০

চিত্ত আমার হারালো আজ মেঘের মাঝখানে—
কোথায় ছুটে চলেছে সে কোথায় কে জানে॥
বিজুলি তার বীণার তারে আঘাত করে বারে বারে,
বুকের মাঝে বজ্র বাজে কী মহাতানে।
পুঞ্জ পুঞ্জ ভারে ভারে নিবিড় নীল অন্ধকারে
জড়ালো রে অঙ্গ আমার, ছড়ালো প্রাণে।
পাগল হাওয়া নৃত্যে মাতি হল আমার সাথের সাথি—
অট্ট হাসে ধায় কোথা সে, বারণ না মানে॥

১০১

আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে,
মেঘ-আঁচলে নিলে ঘিরে॥
সূর্য হারায়, হারায় তারা আঁধারে পথ হয়-যে হারা,
ঢেউ দিয়েছে নদীর নীরে॥
সকল আকাশ, সকল ধরা বর্ষণেরই-বাণী-ভরা।
ঝরো ঝরো ধারায় মাতি বাজে আমার আঁধার রাতি,
বাজে আমার শিরে শিরে॥

১০২

ধরণী, দূরে চেয়ে কেন আজ আছিস জেগে
যেন কার উত্তরীয়ের পরশের হরষ লেগে॥
আজি কার মিলনগীতি ধ্বনিছে কাননবীথি,
মুখে চায় কোন্ অতিথি আকাশের নবীন মেঘে॥

ঘিরেছিস মাথায় বসন কদমের কুসুমডোরে,
সেজেছিস নয়নপাতে নীলিমার কাজল প'রে।
তোমার ওই বক্ষতলে নবশ্যাম দূর্বাদলে
আলোকের ঝলক ঝলে পরানের পুলকবেগে॥

১০৩

হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু,
ঘন মেঘের ভুরু কুটিল কুঞ্চিত,
হল রোমাঞ্চিত বন বনান্তর—
দুলিল চঞ্চল বক্ষোহিন্দোলে মিলনস্বপ্নে সে কোন্ অতিথি রে
সঘনবর্ষণশব্দমুখরিত বজ্রসচকিত ত্রস্ত শর্বরী,
মালতীবল্লরী কাঁপায় পল্লব করুণ কল্লোলে—
কানন শঙ্কিত ঝিল্লিঝঙ্কৃত॥

১০৪

মধু -গন্ধে ভরা মৃদু -স্নিগ্ধছায়া নীপ -কুঞ্জতলে
শ্যাম -কান্তিময়ী কোন্ স্বপ্নমায়া ফিরে বৃষ্টিজলে॥
ফিরে রক্ত-অলক্তক-ধৌত পায়ে ধারা -সিক্ত বায়ে,
মেঘ -মুক্ত সহাস্য শশাঙ্ককলা সিঁথি -প্রান্তে জ্বলে॥
পিয়ে উচ্ছল তরল প্রলয়মদিরা উন্ -মুখর তরঙ্গিণী ধায় অধীরা,
কার নির্ভীক মূর্তি তরঙ্গদোলে কল -মন্দ্ররোলে।
এই তারাহারা নিঃসীম অন্ধকারে কার তরণী চলে॥

১০৫

আমি তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে
যখন বৃষ্টি নামল তিমিরনিবিড় রাতে।
দিকে দিকে সঘন গগন মত্ত প্রলাপে প্লাবন-ঢালা শ্রাবণধারাপাতে
সে দিন তিমিরনিবিড় রাতে॥

আমার স্বপ্নস্বরূপ বাহির হয়ে এল, সে যে সঙ্গ পেল
আমার সুদূর পারের স্বপ্নদোসর-সাথে
সে দিন তিমিরনিবিড় রাতে ॥
আমার দেহের সীমা গেল পারায়ে— ক্ষুব্ধ বনের মন্দ্ররবে গেল হারায়ে।
মিলে গেল কুঞ্জবীথির সিক্ত যূথীর গন্ধে মত্তহাওয়ার ছন্দে,
মেঘে মেঘে তড়িৎশিখার ভুজঙ্গপ্রয়াতে সে দিন তিমিরনিবিড় রাতে ॥

১০৬

আমি শ্রাবণ-আকাশে ওই দিয়েছি পাতি
মম জল-ছলো-ছলো আঁখি মেঘে মেঘে।
বিরহদিগন্ত পারায়ে সারা রাতি অনিমেষে আছে জেগে ॥
যে গিয়েছে দেখার বাহিরে আছে তারি উদ্দেশে চাহি রে,
স্বপ্নে উড়িছে তারি কেশরাশি পুরবপবনবেগে ॥
শ্যামল তমালবনে
যে পথে সে চলে গিয়েছিল বিদায়গোধূলি-খনে
বেদনা জড়ায়ে আছে তারি ঘাসে, কাঁপে নিশ্বাসে—
সেই বারে বারে ফিরে ফিরে চাওয়া ছায়ায় রয়েছে লেগে ॥

১০৭

ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে— আয় গো আয়
কাঁচা রোদখানি পড়েছে বনের ভিজে পাতায় ॥
ঝিকি ঝিকি করি কাঁপিতেছে বট—
ওগো ঘাটে আয়, নিয়ে আয় ঘট—
পথের দু ধারে শাখে শাখে আজি পাখিরা গায় ॥
তপন-আতপে আতপ্ত হয়ে উঠেছে বেলা,
খঞ্জন-দুটি আলস্যভরে ছেড়েছে খেলা।
কলস পাকড়ি আঁকড়িয়া বুকে
ভরা জলে তোরা ভেসে যাবি সুখে

তিমিরনিবিড় ঘনঘোরে ঘুমে স্বপনপ্রায়— আয় গো আয়॥
মেঘ ছুটে গেল, নাই গো বাদল— আয় গো আয়।
আজিকে সকালে শিথিল কোমল বহিছে বায়— আয় গো আয়।
এ ঘাট হইতে ও ঘাটে তাহার
কথা বলাবলি নাহি চলে আর,
একাকার হল তীরে আর নীরে তাল-তলায়— আয় গো আয়॥

১০৮

নীল নবঘনে আষাঢ়গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে॥
বাদলের ধারা ঝরে ঝরো-ঝরো, আউষের ক্ষেত জলে ভরো-ভরো,
কালিমাখা মেঘে ও পারে আঁধার ঘনিয়েছে দেখ্‌ চাহি রে॥

ওই শোনো শোনো পারে যাবে ব'লে কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে আজি রে।
পুবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ, দু কূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ—
দরো-দরো বেগে জলে পড়ি জল ছলো-ছল উঠে বাজি রে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে আজি রে॥

ওই ডাকে শোনো ধেনু ঘন ঘন, ধবলীরে আনো গোহালে
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু পোহালে।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ্‌ দেখি, মাঠে গেছে যারা তারা ফিরিছে কি,
রাখালবালক কী জানি কোথায় সারা দিন আজি খোয়ালে।
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু পোহালে॥

ওগো, আজ তোরা যাস নে গো তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।
আকাশ আঁধার, বেলা বেশি আর নাহি রে।
ঝরো-ঝরো ধারে ভিজিবে নিচোল, ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল—
ওই বেণুবন দোলে ঘন ঘন পথপাশে দেখ্‌ চাহি রে॥

১০৯

থামাও রিমিকি-ঝিমিকি বরিষন, ঝিল্লিঝনক-ঝন-নন, হে শ্রাবণ।
ঘুচাও ঘুচাও স্বপ্নমোহ-অবগুণ্ঠন ঘুচাও ॥
এসো হে, এসো হে, দুর্দম বীর এসো হে।
ঝড়ের রথে অগম পথে জড়ের বাধা যত করো উন্মূলন ॥
জ্বালো জ্বালো বিদ্যুতশিখা জ্বালো,
দেখাও তিমিরভেদী দীপ্তি তোমার দেখাও।
দিগ্বিজয়ী তব বাণী দেহো আনি, গগনে গগনে সুপ্তিভেদী তব গর্জন জাগাও ॥

১১০

আজি পল্লিবালিকা অলকগুচ্ছ সাজালো বকুলফুলের দুলে,
যেন মেঘরাগিণীরচিত কী সুর দুলালো কর্ণমূলে ॥
ওরা চলেছে কুঞ্জচ্ছায়াবীথিকায় হাস্যকল্লোল-উচ্ছল গীতিকায়
বেণুমর্মরমুখর পবনে তরঙ্গ তুলে ॥
আজি নীপশাখায়-শাখায় দুলিছে পুষ্পদোলা,
আজি কূলে কূলে তরল প্রলাপে যমুনা কলরোলা।
মেঘপুঞ্জ গরজে গুরু গুরু, বনের বক্ষ কাঁপে দুরু দুরু—
স্বপ্নলোকে পথ হারানু মনের ভুলে ॥

১১১

ওই মালতীলতা দোলে
পিয়ালতরুর কোলে পুব-হাওয়াতে ॥
মোর হৃদয়ে লাগে দোলা, ফিরি আপনভোলা—
মোর ভাবনা কোথায় হারা মেঘের মতন যায় চলে ॥
জানি নে কোথায় জাগো ওগো বন্ধু পরবাসী—
কোন্ নিভৃত বাতায়নে।
সেথা নিশীথের জল-ভরা কণ্ঠে
কোন্ বিরহিণীর বাণী তোমারে কী যায় ব'লে ॥

১১২

আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু বাজিল গম্ভীর গরজনে।
অশত্থপল্লবে অশান্ত হিল্লোল সমীরচঞ্চল দিগঙ্গনে॥
নদীর কল্লোল, বনের মর্মর, বাদল-উচ্ছল নির্ঝরঝর্ঝর,
ধ্বনি তরঙ্গিল নিবিড় সঙ্গীতে— শ্রাবণসন্ন্যাসী রচিল রাগিণী॥
কদম্বকুঞ্জের সুগন্ধমদিরা অজস্র লুটিছে দুরন্ত ঝটিকা।
তড়িৎশিখা ছুটে দিগন্ত সন্ধিয়া, ভয়ার্ত যামিনী উঠিছে ক্রন্দিয়া—
নাচিছে যেন কোন্ প্রমত্ত দানব মেঘের দুর্গের দুয়ার হানিয়া॥

১১৩

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে।
শত বরনের ভাব-উচ্ছ্বাস কলাপের মতো করেছে বিকাশ,
আকুল পরান আকাশে চাহিয়া উল্লাসে কারে যাচে রে॥
ওগো, নির্জনে বকুলশাখায় দোলায় কে আজি দুলিছে, দোদুল দুলিছে॥
ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল, আঁচল আকাশে হতেছে আকুল,
উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক— কবরী খসিয়া খুলিছে।
ঝরে ঘনধারা নবপল্লবে, কাঁপিছে কানন ঝিল্লির রবে—
তীর ছাপি নদী কলকল্লোলে এল পল্লির কাছে রে॥

১১৪

আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে—
চলেছে গরজি, চলেছে নিবিড় সাজে॥
হৃদয়ে তাহার নাচিয়া উঠিছে ভীমা,
ধাইতে ধাইতে লোপ ক'রে চলে সীমা,
কোন্ তাড়নায় মেঘের সহিত মেঘে
বক্ষে বক্ষে মিলিয়া বজ্র বাজে॥
পুঞ্জে পুঞ্জে দূরে সুদূরের পানে
দলে দলে চলে, কেন চলে নাহি জানে।

জানে না কিছুই কোন্ মহাদ্রিতলে
গভীর শ্রাবণে গলিয়া পড়িবে জলে,
নাহি জানে তার ঘনঘোর সমারোহে
কোন্ সে ভীষণ জীবন মরণ রাজে ॥

১১৫

মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ আসিতে তোমার দ্বারে
মরুতীর হতে সুধাশ্যামলিম পারে ॥
পথ হতে আমি গাঁথিয়া এনেছি সিক্ত যূথীর মালা
সকরুণ-নিবেদনের-গন্ধ-ঢালা—
লজ্জা দিয়ো না তারে ॥
সজল মেঘের ছায়া ঘনাইছে বনে বনে,
পথ-হারানোর বাজিছে বেদনা সমীরণে।
দূরে হতে আমি দেখেছি তোমার ওই বাতায়নতলে নিভৃতে প্রদীপ জ্বলে—
আমার এ আঁখি উৎসুক পাখি ঝড়ের অন্ধকারে ॥

১১৬

তৃষ্ণার শান্তি, সুন্দরকান্তি,
তুমি এলে নিখিলের সন্তাপভঞ্জন ॥
আঁকো ধরাবক্ষে দিগ্‌বধূচক্ষে
সুশীতল সুকোমল শ্যামরসরঞ্জন।
এলে বীরছন্দে তব কটিবন্ধে
বিদ্যুত-অসিলতা বেজে ওঠে ঝঞ্জন ॥
তব উত্তরীয়ে ছায়া দিলে ভরিয়ে—
তমালবনশিখরে নবনীল-অঞ্জন।
ঝিল্লির মন্দ্রে মালতীর গন্ধে
মিলাইলে চঞ্চল মধুকরগুঞ্জন।
নৃত্যের ভঙ্গে এলে নব রঙ্গে,
সচকিত পল্লবে নাচে যেন খঞ্জন ॥

১১৭

মম মন-উপবনে চলে অভিসারে আঁধার রাতে বিরহিণী।
রক্তে তারি নূপুর বাজে রিনিরিনি ॥
দুরু দুরু করে হিয়া, মেঘ ওঠে গরজিয়া,
ঝিল্লি ঝনকে ঝিনিঝিনি ॥
মম মন-উপবনে ঝরে বারিধারা, গগনে নাহি শশীতারা।
বিজুলির চমকনে মিলে আলো ক্ষণে ক্ষণে,
ক্ষণে ক্ষণে পথ ভোলে উদাসিনী ॥

১১৮

আজি বরিষনমুখরিত শ্রাবণরাতি,
স্মৃতিবেদনার মালা একেলা গাঁথি ॥
আজি কোন্ ভুলে ভুলি আঁধার ঘরেতে রাখি দুয়ার খুলি,
মনে হয় বুঝি আসিছে সে মোর দুখরজনীর সাথি ॥
আসিছে সে ধারাজলে সুর লাগায়ে,
নীপবনে পুলক জাগায়ে।
যদিও বা নাহি আসে তবু বৃথা আশ্বাসে
ধূলি-'পরে রাখিব রে মিলন-আসনখানি পাতি ॥

১১৯

যায় দিন, শ্রাবণদিন যায়।
আঁধারিল মন মোর আশঙ্কায়,
মিলনের বৃথা প্রত্যাশায় মায়াবিনী এই সন্ধ্যা ছলিছে ॥
আসন্ন নির্জন রাতি, হায়, মম পথ-চাওয়া বাতি
ব্যাকুলিছে শূন্যেরে কোন্ প্রশ্নে ॥
দিকে দিকে কোথাও নাহি সাড়া,
ফিরে খ্যাপা হাওয়া গৃহছাড়া।
নিবিড়-তমিস্র-বিলুপ্ত-আশা ব্যথিতা যামিনী খোঁজে ভাষা—
বৃষ্টিমুখরিত মর্মরছন্দে, সিক্ত মালতীগন্ধে ॥

১২০

আমি কী গান গাব যে ভেবে না পাই—
মেঘলা আকাশে উতলা বাতাসে খুঁজে বেড়াই ॥
বনের গাছে গাছে জেগেছে ভাষা ভাষাহারা নাচে—
মন ওদের কাছে চঞ্চলতার রাগিণী যাচে,
সারাদিন বিরামহীন ফিরি যে তাই ॥
আমার অঙ্গে সুরতরঙ্গে ডেকেছে বান,
রসের প্লাবনে ডুবিয়া যাই।
কী কথা রয়েছে আমার মনের ছায়াতে
স্বপ্নপ্রদোষে— আমি তারে যে চাই ॥

১২১

কিছু বলব ব'লে এসেছিলেম,
রইনু চেয়ে না ব'লে ॥
দেখিলাম খোলা বাতায়নে মালা গাঁথো আপন-মনে,
গাও গুন্-গুন্ গুঞ্জরিয়া যূথীকুঁড়ি নিয়ে কোলে ॥
সারা আকাশ তোমার দিকে
চেয়ে ছিল অনিমিখে।
মেঘ-ছেঁড়া আলো এসে পড়েছিল কালো কেশে,
বাদল-মেঘে মৃদুল হাওয়ায় অলক দোলে ॥

১২২

মন মোর মেঘের সঙ্গী,
উড়ে চলে দিগ্‌দিগন্তের পানে
নিঃসীম শূন্যে শ্রাবণবর্ষণসঙ্গীতে
রিমিঝিম রিমিঝিম রিমিঝিম ॥
মন মোর হংসবলাকার পাখায় যায় উড়ে
ক্বচিৎ ক্বচিৎ চকিত তড়িত-আলোকে।
ঝঞ্জনমঞ্জীর বাজায় ঝঞ্ঝা রুদ্র আনন্দে।

কল্লো-কল্লো কলমন্দ্রে নির্ঝরিণী
ডাক দেয় প্রলয়-আহ্বানে ॥
বায়ু বহে পূর্বসমুদ্র হতে
উচ্ছল ছলো-ছলো তটিনীতরঙ্গে।
মন মোর ধায় তারি মত্ত প্রবাহে
তাল-তমাল-অরণ্যে
ক্ষুব্ধ শাখার আন্দোলনে ॥

১২৩

মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো,
দোলে মন দোলে অকারণ হরষে।
হৃদয়গগনে সজল ঘন নবীন মেঘে
রসের ধারা বরষে ॥
তাহারে দেখি না যে দেখি না,
শুধু মনে মনে ক্ষণে ক্ষণে ওই শোনা যায়
বাজে অলখিত তারি চরণে
রুনুরুনু রুনুরুনু নূপুরধ্বনি ॥
গোপন স্বপনে ছাইল
অপরশ আঁচলের নব নীলিমা।
উড়ে যায় বাদলের এই বাতাসে
তার ছায়াময় এলো কেশ আকাশে।
সে যে মন মোর দিল আকুলি
জল-ভেজা কেতকীর দূর সুবাসে ॥

১২৪

আমার প্রিয়ার ছায়া
আকাশে আজ ভাসে, হায় হায়!
বৃষ্টিসজল বিষণ্ণ নিশ্বাসে, হায় ॥

আমার প্রিয়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
সন্ধ্যাতারায় লুকিয়ে দেখে কাকে,
সন্ধ্যাদীপের লুপ্ত আলো স্মরণে তার আসে, হায় ॥
বারি-ঝরা বনের গন্ধ নিয়া
পরশ-হারা বরণমালা গাঁথে আমার প্রিয়া।
আমার প্রিয়া ঘন শ্রাবণধারায়
আকাশ ছেয়ে মনের কথা হারায়।
আমার প্রিয়ার আঁচল দোলে
নিবিড় বনের শ্যামল উচ্ছ্বাসে, হায় ॥

১২৫

ওগো সাঁওতালি ছেলে,
শ্যামল সঘন নববরষার কিশোর দূত কি এলে ॥
ধানের ক্ষেতের পারে শালের ছায়ার ধারে
বাঁশির সুরেতে সুদূর দূরেতে চলেছ হৃদয় মেলে ॥
পুবদিগন্ত দিল তব দেহে নীলিমলেখা,
পীত ধড়াটিতে অরুণরেখা,
কেয়াফুলখানি কবে তুলে আনি
দ্বারে মোর রেখে গেলে ॥
আমার গানের হংসবলাকাপাঁতি
বাদল-দিনের তোমার মনের সাথি।
ঝড়ে চঞ্চল তমালবনের প্রাণে
তোমাতে আমাতে মিলিয়াছি একখানে,
মেঘের ছায়ায় চলিয়াছি ছায়া ফেলে ॥

১২৬

বাদল-দিনের প্রথম কদম ফুল করেছ দান,
আমি দিতে এসেছি শ্রাবণের গান ॥

মেঘের ছায়ায় অন্ধকারে   রেখেছি ঢেকে তারে
এই-যে আমার সুরের ক্ষেতের প্রথম সোনার ধান ॥
আজ এনে দিলে, হয়তো দিবে না কাল—
রিক্ত হবে যে তোমার ফুলের ডাল।
এ গান আমার শ্রাবণে শ্রাবণে   তব বিস্মৃতিস্রোতের প্লাবনে
ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে তরণী বহি তব সম্মান ॥

১২৭

আজি   তোমায় আবার চাই শুনাবারে
যে কথা শুনায়েছি বারে বারে ॥
আমার পরানে আজি   যে বাণী উঠিছে বাজি
অবিরাম বর্ষণধারে ॥
কারণ শুধায়ো না, অর্থ নাহি তার,
সুরের সংকেত জাগে পুঞ্জিত বেদনার।
স্বপ্নে যে বাণী মনে মনে   ধ্বনিয়া উঠে ক্ষণে ক্ষণে
কানে কানে গুঞ্জরিব তাই
বাদলের অন্ধকারে ॥

১২৮

এসো গো, জ্বেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানি
বিজন ঘরের কোণে, এসো গো।
নামিল শ্রাবণসন্ধ্যা,   কালো ছায়া ঘনায় বনে বনে ॥
আনো বিস্ময় মম নিভৃত প্রতীক্ষায়   যূথীমালিকার মৃদু গন্ধে—
নীলবসন-অঞ্চল-ছায়া
সুখরজনী-সম মেলুক মনে ॥
হারিয়ে গেছে মোর বাঁশি,
আমি   কোন্ সুরে ডাকি তোমারে।
পথে চেয়ে-থাকা মোর দৃষ্টিখানি

শুনিতে পাও কি তাহার বাণী—
কম্পিত বক্ষের পরশ মেলে কি সজল সমীরণে ॥

১২৯

আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদরদিনে
জানি নে, জানি নে কিছুতে কেন যে মন লাগে না ॥
এই চঞ্চল সজল পবন-বেগে উদ্‌ভ্রান্ত মেঘে মন চায়
মন চায় ওই বলাকার পথখানি নিতে চিনে ॥
মেঘমল্লারে সারা দিনমান
বাজে ঝরনার গান।
মন হারাবার আজি বেলা, পথ ভুলিবার খেলা— মন চায়
মন চায় হৃদয় জড়াতে কার চিরঋণে ॥

১৩০

শ্রাবণের গগনের গায় বিদ্যুৎ চমকিয়া যায়।
ক্ষণে ক্ষণে শর্বরী শিহরিয়া উঠে, হায় ॥
তেমনি তোমার বাণী মর্মতলে যায় হানি সঙ্গোপনে,
ধৈরজ যায় যে টুটে, হায় ॥
যেমন বরষাধারায় অরণ্য আপনা হারায় বারে বারে
ঘন রস-আবরণে
তেমনি তোমার স্মৃতি ঢেকে ফেলে মোর গীতি
নিবিড় ধারে আনন্দ-বরিষনে, হায় ॥

১৩১

স্বপ্নে আমার মনে হল কখন ঘা দিলে আমার দ্বারে, হায়।
আমি জাগি নাই জাগি নাই গো,
তুমি মিলালে অন্ধকারে, হায় ॥
অচেতন মনো-মাঝে তখন রিমিঝিমি ধ্বনি বাজে,
কাঁপিল বনের ছায়া ঝিল্লিঝঙ্কারে।
আমি জাগি নাই জাগি নাই গো, নদী বহিল বনের পারে ॥

পথিক এল দুই প্রহরে পথের আহ্বান আনি ঘরে।
শিয়রে নীরব বীণা বেজেছিল কি জানি না—
জাগি নাই জাগি নাই গো,
ঘিরেছিল বনগন্ধ ঘুমের চারি ধারে॥

১৩২

শেষ গানেরই রেশ নিয়ে যাও চলে, শেষ কথা যাও ব'লে॥
সময় পাবে না আর, নামিছে অন্ধকার,
গোধূলিতে আলো-আঁধারে
পথিক যে পথ ভোলে॥
পশ্চিমগগনে ওই দেখা যায় শেষ রবিরেখা,
তমাল-অরণ্যে ওই শুনি শেষ কেকা।
কে আমার অভিসারিকা বুঝি বাহিরিল অজানারে খুঁজি
শেষবার মোর আঙিনার দ্বার খোলে॥

১৩৩

এসেছিলে তবু আস নাই জানায়ে গেলে
সমুখের পথ দিয়ে পলাতকা ছায়া ফেলে॥
তোমার সে উদাসীনতা সত্য কিনা জানি না সে,
চঞ্চল চরণ গেল ঘাসে ঘাসে বেদনা মেলে॥
তখন পাতায় পাতায় বিন্দু বিন্দু ঝরে জল,
শ্যামল বনান্তভূমি করে ছলোছল্।
তুমি চলে গেছ ধীরে ধীরে সিক্ত সমীরে,
পিছনে নীপবীথিকায় রৌদ্রছায়া যায় খেলে॥

১৩৪

এসেছিনু দ্বারে তব শ্রাবণরাতে,
প্রদীপ নিভালে কেন অঞ্চলঘাতে॥

অন্তরে কালো ছায়া পড়ে আঁকা
বিমুখ মুখের ছবি মনে রয় ঢাকা,
দুঃখের সাথি তারা ফিরিছে সাথে ॥
কেন দিলে না মাধুরীকণা, হায় রে কৃপণা।
লাবণ্যলক্ষ্মী বিরাজে ভুবনমাঝে,
তারি লিপি দিলে না হাতে ॥

১৩৫

নিবিড় মেঘের ছায়ায় মন দিয়েছি মেলে,
ওগো প্রবাসিনী, স্বপনে তব
তাহার বারতা কি পেলে ॥
আজি তরঙ্গকলকল্লোলে দক্ষিণসিন্ধুর ক্রন্দনধ্বনি
আনে বহিয়া কাহার বিরহ ॥
লুপ্ত তারার পথে চলে কাহার সুদূর স্মৃতি
নিশীথরাতের রাগিণী বহি।
নিদ্রাবিহীন ব্যথিত হৃদয়
ব্যর্থ শূন্যে তাকায়ে রহে ॥

১৩৬

আমার যে দিন ভেসে গেছে চোখের জলে
তারি ছায়া পড়েছে শ্রাবণগগনতলে ॥
সে দিন যে রাগিণী গেছে থেমে, অতল বিরহে নেমে গেছে থেমে,
আজি পুবের হাওয়ায় হাওয়ায় হায় হায় হায় রে
কাঁপন ভেসে চলে ॥
নিবিড় সুখে মধুর দুখে জড়িত ছিল সেই দিন—
দুই তারে জীবনের বাঁধা ছিল বীন।
তার ছিঁড়ে গেছে কবে একদিন কোন্ হাহারবে,
সুর হারায়ে গেল পলে পলে ॥

১৩৭

পাগলা হাওয়ার বাদল-দিনে
পাগল আমার মন জেগে ওঠে ॥
চেনাশোনার কোন্ বাইরে যেখানে পথ নাই নাই রে
সেখানে অকারণে যায় ছুটে ॥
ঘরের মুখে আর কি রে কোনো দিন সে যাবে ফিরে।
যাবে না, যাবে না—
দেয়াল যত সব গেল টুটে ॥
বৃষ্টি-নেশা-ভরা সন্ধ্যাবেলা কোন্ বলরামের আমি চেলা,
আমার স্বপ্ন ঘিরে নাচে মাতাল জুটে—
যত মাতাল জুটে।
যা না চাইবার তাই আজি চাই গো,
যা না পাইবার তাই কোথা পাই গো।
পাব না, পাব না,
মরি অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটে ॥

১৩৮

আজি মেঘ কেটে গেছে সকালবেলায়,
এসো এসো এসো তোমার হাসিমুখে—
এসো আমার অলস দিনের খেলায় ॥
স্বপ্ন যত জমেছিল আশা-নিরাশায়
তরুণ প্রাণের বিফল ভালোবাসায়
দিব অকূল-পানে ভাসায়ে ভাঁটার গাঙের ভেলায়।
দুঃখসুখের বাঁধন তারি গ্রন্থি দিব খুলে,
আজি ক্ষণেক-তরে মোরা রব আপন ভুলে।
যে গান হয় নি গাওয়া যে দান হয় নি পাওয়া—
আজি পুরব-হাওয়ায় তারি পরিতাপ
উড়াব অবহেলায় ॥

১৩৯

সঘন গহন রাত্রি, ঝরিছে শ্রাবণধারা—

অন্ধ বিভাবরী সঙ্গপরশহারা ॥

চেয়ে থাকি যে শূন্যে অন্যমনে

সেথায় বিরহিণীর অশ্রু হরণ করেছে ওই তারা

অশত্থপল্লবে বৃষ্টি ঝরিয়া মর্মরশব্দে

নিশীথের অনিদ্রা দেয় যে ভরিয়া।

মায়ালোক হতে ছায়াতরণী

ভাসায় স্বপ্নপারাবারে—

নাহি তার কিনারা ॥

১৪০

ওগো তুমি পঞ্চদশী,

তুমি পৌঁছিলে পূর্ণিমাতে।

মৃদুস্মিত স্বপ্নের আভাস তব বিহ্বল রাতে ॥

ক্বচিৎ জাগরিত বিহঙ্গকাকলী

তব নবযৌবনে উঠিছে আকুলি ক্ষণে ক্ষণে।

প্রথম আষাঢ়ের কেতকীসৌরভ তব নিদ্রাতে ॥

যেন অরণ্যমর্মর

গুঞ্জরি উঠে তব বক্ষ থরথর।

অকারণ বেদনার ছায়া ঘনায় মনের দিগন্তে,

ছলোছলো জল এনে দেয় তব নয়নপাতে

১৪১

আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে কী জানি পরান কী যে চায়।

ওই শেফালির শাখে কী বলিয়া ডাকে বিহগ বিহগী কী যে গায় গো ॥

আজি মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসে, রহে না আবাসে মন হায়—
কোন্ কুসুমের আশে কোন্ ফুলবাসে সুনীল আকাশে মন ধায় গো॥

আজি কে যেন গো নাই, এ প্রভাতে তাই জীবন বিফল হয় গো—
তাই চারি দিকে চায়, মন কেঁদে গায় 'এ নহে, এ নহে, নয় গো'।
কোন্ স্বপনের দেশে আছে এলোকেশে কোন্ ছায়াময়ী অমরায়।
আজি কোন্ উপবনে, বিরহবেদনে আমারি কারণে কেঁদে যায় গো॥

আজি যদি গাঁথি গান অথিরপরান, সে গান শুনাব কারে আর।
আমি যদি গাঁথি মালা লয়ে ফুলডালা, কাহারে পরাব ফুলহার॥
আমি আমার এ প্রাণ যদি করি দান, দিব প্রাণ তবে কার পায়।
সদা ভয় হয় মনে পাছে অযতনে মনে মনে কেহ ব্যথা পায় গো॥

১৪২

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, বাদল গেছে টুটি। আহা, হাহা, হা।
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি। আহা, হাহা, হা॥
কী করি আজ ভেবে না পাই, পথ হারিয়ে কোন্ বনে যাই,
কোন্ মাঠে যে ছুটে বেড়াই সকল ছেলে জুটি। আহা, হাহা, হা॥
কেয়া-পাতার নৌকো গড়ে সাজিয়ে দেব ফুলে—
তালদিঘিতে ভাসিয়ে দেব, চলবে দুলে দুলে।
রাখাল ছেলের সঙ্গে ধেনু চরাব আজ বাজিয়ে বেণু,
মাখব গায়ে ফুলের রেণু চাঁপার বনে লুটি। আহা, হাহা, হা॥

১৪৩

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা রে ভাই, লুকোচুরি খেলা—
নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা রে ভাই— লুকোচুরি খেলা॥
আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে— উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে,
আজ কিসের তরে নদীর চরে চখা-চখীর মেলা॥

ওরে, যাব না আজ ঘরে রে ভাই, যাব না আজ ঘরে।
ওরে, আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ নেব রে লুট ক'রে॥
যেন জোয়ার-জলে ফেনার রাশি বাতাসে আজ ছুটছে হাসি,
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকল বেলা॥

১৪৪

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা গেঁথেছি শেফালিমালা—
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে সাজিয়ে এনেছি ডালা॥
এসো গো শারদলক্ষ্মী, তোমার শুভ্র মেঘের রথে,
এসো নির্মল নীলপথে,
এসো ধৌত শ্যামল আলো-ঝলমল বনগিরিপর্বতে—
এসো মুকুটে পরিয়া শ্বেতশতদল শীতল-শিশির-ঢালা॥
ঝরা মালতীর ফুলে
আসন বিছানো নিভৃত কুঞ্জে ভরা গঙ্গার কূলে
ফিরিছে মরাল ডানা পাতিবারে তোমার চরণমূলে।
গুঞ্জরতান তুলিয়ো তোমার সোনার বীণার তারে
মৃদুমধু ঝঙ্কারে,
হাসি-ঢালা সুর গলিয়া পড়িবে ক্ষণিক অশ্রুধারে।
রহিয়া রহিয়া যে পরশমণি ঝলকে অলককোণে
পলকের তরে সকরুণ করে বুলায়ো বুলায়ো মনে—
সোনা হয়ে যাবে সকল ভাবনা, আঁধার হইবে আলা॥

১৪৫

অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া—
দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া॥
কোন্ সাগরের পার হতে আনে কোন্ সুদূরের ধন—
ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায় সব চাওয়া সব পাওয়া॥

পিছনে ঝরিছে ঝরো ঝরো জল, গুরু গুরু দেয়া ডাকে,
মুখে এসে পড়ে অরুণকিরণ ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।
ওগো কাণ্ডারী, কে গো তুমি, কার হাসিকান্নার ধন
ভেবে মরে মোর মন—
কোন্ সুরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র, কী মন্ত্র হবে গাওয়া॥

১৪৬

আমার নয়ন-ভুলানো এলে,
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে॥
শিউলিতলার পাশে পাশে ঝরা ফুলের রাশে রাশে
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে অরুণরাঙা চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে॥
আলোছায়ার আঁচলখানি লুটিয়ে পড়ে বনে বনে,
ফুলগুলি ওই মুখে চেয়ে কী কথা কয় মনে মনে॥
তোমায় মোরা করব বরণ, মুখের ঢাকা করো হরণ,
ওইটুকু ওই মেঘাবরণ দু হাত দিয়ে ফেলো ঠেলে॥
বনদেবীর দ্বারে দ্বারে শুনি গভীর শঙ্খধ্বনি,
আকাশবীণার তারে তারে জাগে তোমার আগমনী।
কোথায় সোনার নূপুর বাজে, বুঝি আমার হিয়ার মাঝে
সকল ভাবে সকল কাজে পাষাণ-গালা সুধা ঢেলে—
নয়ন-ভুলানো এলে॥

১৪৭

শিউলি ফুল, শিউলি ফুল, কেমন ভুল, এমন ভুল॥
রাতের বায় কোন্ মায়ায় আনিল হায় বনছায়ায়,
ভোরবেলায় বারে বারেই ফিরিবারে হলি ব্যাকুল॥
কেন রে তুই উন্মনা! নয়নে তোর হিমকণা।

কোন্‌ ভাষায় চাস বিদায়, গন্ধ তোর কী জানায়—
সঙ্গে হায় পলে পলেই দলে দলে যায় বকুল ॥

১৪৮

শরতে আজ কোন্‌ অতিথি এল প্রাণের দ্বারে।
আনন্দগান গা রে হৃদয়, আনন্দগান গা রে ॥
নীল আকাশের নীরব কথা শিশির-ভেজা ব্যাকুলতা
বেজে উঠুক আজি তোমার বীণার তারে তারে ॥
শস্যক্ষেতের সোনার গানে যোগ দে রে আজ সমান তানে,
ভাসিয়ে দে সুর ভরা নদীর অমল জলধারে।
যে এসেছে তাহার মুখে দেখ্‌ রে চেয়ে গভীর সুখে,
দুয়ার খুলে তাহার সাথে বাহির হয়ে যা রে ॥

১৪৯

আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি, তাই ভোরে উঠেছি।
আজ শুনতে পাব প্রথম আলোর বাণী, তাই বাইরে ছুটেছি ॥
এই হল মোদের পাওয়া, তাই ধরেছি গান-গাওয়া,
আজ লুটিয়ে হিরণ-কিরণ-পদ্মদলে সোনার রেণু লুটেছি ॥
আজ পারুলদিদির বনে মোরা চলব নিমন্ত্রণে,
চাঁপা-ভায়ের শাখা-ছায়ের তলে মোরা সবাই জুটেছি।
আজ মনের মধ্যে ছেয়ে সুনীল আকাশ ওঠে গেয়ে,
আজ সকালবেলায় ছেলেখেলার ছলে সকল শিকল টুটেছি ॥

১৫০

ওগো শেফালিবনের মনের কামনা,
কেন সুদূর গগনে গগনে
আছ মিলায়ে পবনে পবনে।

কেন কিরণে কিরণে ঝলিয়া
যাও শিশিরে শিশিরে গলিয়া।
কেন চপল আলোতে ছায়াতে
আছ লুকায়ে আপন মায়াতে।
তুমি মুরতি ধরিয়া চকিতে নামো-না,
ওগো শেফালিবনের মনের কামনা॥

আজি মাঠে মাঠে চলো বিহরি,
তৃণ উঠুক শিহরি শিহরি।
নামো তালপল্লববীজনে,
নামো জলে ছায়াছবিসৃজনে।
এসো সৌরভ ভরি আঁচলে,
আঁখি আঁকিয়া সুনীল কাজলে।
মম চোখের সমুখে ক্ষণেক থামো-না,
ওগো শেফালিবনের মনের কামনা॥

ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা,
কত আকুল হাসি ও রোদনে,
রাতে দিবসে স্বপনে বোধনে,
জ্বালি জোনাকি প্রদীপমালিকা,
ভরি নিশীথতিমিরথালিকা,
প্রাতে কুসুমের সাজি সাজায়ে,
সাঁজে ঝিল্লি-ঝাঁঝর বাজায়ে,
কত করেছে তোমার স্তুতি-আরাধনা,
ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা॥

ওই বসেছ শুভ্র আসনে
আজি নিখিলের সম্ভাষণে।
আহা শ্বেতচন্দনতিলকে

আজি তোমারে সাজায়ে দিল কে।

আহা বরিল তোমারে কে আজি

তার দুঃখশয়ন তেয়াজি—

তুমি ঘুচালে কাহার বিরহকাঁদনা,

ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা॥

১৫১

শরত-আলোর কমলবনে

বাহির হয়ে বিহার করে যে ছিল মোর মনে মনে॥

তারি সোনার কাঁকন বাজে আজি প্রভাতকিরণ-মাঝে,

হাওয়ায় কাঁপে আঁচলখানি— ছড়ায় ছায়া ক্ষণে ক্ষণে॥

আকুল কেশের পরিমলে

শিউলিবনের উদাস বায়ু পড়ে থাকে তরুতলে।

হৃদয়মাঝে হৃদয় দুলায়, বাহিরে সে ভুবন ভুলায়—

আজি সে তার চোখের চাওয়া ছড়িয়ে দিল নীল গগনে॥

১৫২

তোমার মোহন রূপে কে রয় ভুলে।

জানি না কি মরণ নাচে, নাচে গো ওই চরণমূলে॥

শরৎ-আলোর আঁচল টুটে কিসের ঝলক নেচে উঠে,

ঝড় এনেছ এলোচুলে॥

কাঁপন ধরে বাতাসেতে—

পাকা ধানের তরাস লাগে, শিউরে ওঠে ভরা ক্ষেতে।

জানি গো আজ হাহারবে তোমার পূজা সারা হবে

নিখিল অশ্রু-সাগর-কূলে॥

১৫৩

শরৎ, তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি।

ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি॥

শরৎ, তোমার শিশির-ধোওয়া কুন্তলে
বনের-পথে-লুটিয়ে-পড়া অঞ্চলে
আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি ॥
মানিক-গাঁথা ওই-যে তোমার কঙ্কণে
ঝিলিক লাগায় তোমার শ্যামল অঙ্গনে।
কুঞ্জছায়া গুঞ্জরণের সঙ্গীতে
ওড়না ওড়ায় একি নাচের ভঙ্গীতে,
শিউলিবনের বুক যে ওঠে আন্দোলি ॥

১৫৪

তোমরা যা বলো তাই বলো, আমার লাগে না মনে।
আমার যায় বেলা, বয়ে যায় বেলা কেমন বিনা কারণে ॥
এই পাগল হাওয়া কী গান-গাওয়া
ছড়িয়ে দিয়ে গেল আজি সুনীল গগনে ॥
সে গান আমার লাগল যে গো লাগল মনে,
আমি কিসের মধু খুঁজে বেড়াই ভ্রমরগুঞ্জনে।
ওই আকাশ-ছাওয়া কাহার চাওয়া
এমন ক'রে লাগে আজি আমার নয়নে ॥

১৫৫

কোন্ খেপা শ্রাবণ ছুটে এল আশ্বিনেরই আঙিনায়।
দুলিয়ে জটা ঘনঘটা পাগল হাওয়ার গান সে গায় ॥
মাঠে মাঠে পুলক লাগে ছায়ানটের নৃত্যরাগে,
শরৎ-রবির সোনার আলো উদাস হয়ে মিলিয়ে যায় ॥
কী কথা সে বলতে এল ভরা ক্ষেতের কানে কানে
লুটিয়ে-পড়া কিসের কাঁদন উঠেছে আজ নবীন ধানে।
মেঘে অধীর আকাশ কেন ডানা-মেলা গরুড় যেন—
পথ-ভোলা এক পথিক এসে পথের বেদন আনল ধরায় ॥

১৫৬

আকাশ হতে খসল তারা আঁধার রাতে পথহারা॥
প্রভাত তারে খুঁজতে যাবে— ধরার ধুলায় খুঁজে পাবে
তৃণে তৃণে শিশিরধারা॥
দুখের পথে গেল চলে— নিবল আলো, মরল জলে।
রবির আলো নেমে এসে মিলিয়ে নেবে ভালোবেসে,
দুঃখ তখন হবে সারা॥

১৫৭

হৃদয়ে ছিলে জেগে,
দেখি আজ শরতমেঘে॥
কেমনে আজকে ভোরে গেল গো গেল সরে
তোমার ওই আঁচলখানি শিশিরের ছোঁওয়া লেগে॥
কী-যে গান গাহিতে চাই,
বাণী মোর খুঁজে না পাই।
সে যে ওই শিউলিদলে ছড়ালো কাননতলে,
সে যে ওই ক্ষণিক ধারায় উড়ে যায় বায়ুবেগে॥

১৫৮

সারা নিশি ছিলেম শুয়ে বিজন ভুঁয়ে
আমার মেঠো ফুলের পাশাপাশি,
তখন শুনেছিলেম তারার বাঁশি॥
যখন সকালবেলা খুঁজে দেখি স্বপ্নে-শোনা সে সুর একি
আমার মেঠো ফুলের চোখের জলে সুর উঠে ভাসি॥
এ সুর আমি খুঁজেছিলেম রাজার ঘরে,
শেষে ধরা দিল ধরার ধুলির 'পরে।
এ যে ঘাসের কোলে আলোর ভাষা আকাশ-হতে-ভেসে-আসা—
এ যে মাটির কোলে মানিক-খসা হাসিরাশি॥

১৫৯

দেখো দেখো, দেখো, শুকতারা আঁখি মেলি চায়
প্রভাতের কিনারায়।
ডাক দিয়েছে রে শিউলি ফুলেরে—
আ য় আ য় আয়॥
ও যে কার লাগি জ্বালে দীপ,
কার ললাটে পরায় টিপ,
ও যে কার আগমনী গায়— আ য় আ য় আয়।
জা গো জা গো সখী,
কাহার আশায় আকাশ উঠিল পুলকি।
মালতীর বনে বনে ওই শোনো ক্ষণে ক্ষণে
কহিছে শিশিরবায়— আ য় আ য় আয়॥

১৬০

ওলো শেফালি, ওলো শেফালি,
আমার সবুজ ছায়ার প্রদোষে তুই জ্বালিস দীপালি॥
তারার বাণী আকাশ থেকে তোমার রূপে দিল এঁকে
শ্যামল পাতায় থরে থরে আখর রূপালি॥
তোমার বুকের খসা গন্ধ-আঁচল রইল পাতা সে
আমার গোপন কাননবীথির বিবশ বাতাসে।
সারাটা দিন বাটে বাটে নানা কাজে দিবস কাটে,
আমার সাঁঝে বাজে তোমার করুণ ভূপালি॥

১৬১

এসো শরতের অমল মহিমা, এসো হে ধীরে।
চিত্ত বিকাশিবে চরণ ঘিরে॥
বিরহতরঙ্গে অকূলে সে দোলে
দিবাযামিনী আকুল সমীরে॥

১৬২

এবার অবগুণ্ঠন খোলো।
গহন মেঘমায়ায় বিজন বনছায়ায়
তোমার আলসে অবলুণ্ঠন সারা হল॥
শিউলিসুরভি রাতে বিকশিত জ্যোৎস্নাতে
মৃদু মর্মরগানে তব মর্মের বাণী বোলো॥
বিষাদ-অশ্রুজলে মিলুক শরমহাসি—
মালতীবিতানতলে বাজুক বঁধুর বাঁশি।
শিশিরসিক্ত বায়ে বিজড়িত আলোছায়ে
বিরহ-মিলনে-গাঁথা নব প্রণয়দোলায় দোলো॥

১৬৩

তোমার নাম জানি নে, সুর জানি।
তুমি শরৎ-প্রাতের আলোর বাণী॥
সারা বেলা শিউলিবনে আছি মগন আপন মনে,
কিসের ভুলে রেখে গেলে আমার বুকে ব্যথার বাঁশিখানি॥
আমি যা বলিতে চাই হল বলা
ওই শিশিরে শিশিরে অশ্রু-গলা।
আমি যা দেখিতে চাই প্রাণের মাঝে
সেই মুরতি এই বিরাজে—
ছায়াতে-আলোতে-আঁচল-গাঁথা
আমার অকারণ বেদনার বীণাপাণি॥

১৬৪

মরি লো) কার বাঁশি নিশিভোরে বাজিল মোর প্রাণে
ফুটে দিগন্তে অরুণকিরণকলিকা॥
শরতের আলোতে সুন্দর আসে,
ধরণীর আঁখি যে শিশিরে ভাসে,
হৃদয়কুঞ্জবনে মুঞ্জরিল মধুর শেফালিকা॥

১৬৫

আমার রাত পোহালো শারদ প্রাতে।
বাঁশি, তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে॥
তোমার বুকে বাজল ধ্বনি
বিদায়গাথা আগমনী কত যে—
ফাল্গুনে শ্রাবণে কত প্রভাতে রাতে॥
যে কথা রয় প্রাণের ভিতর অগোচরে
গানে গানে নিয়েছিলে চুরি ক'রে॥
সময় যে তার হল গত
নিশিশেষের তারার মতো—
শেষ করে দাও শিউলিফুলের মরণ- সাথে॥

১৬৬

নির্মল কান্ত, নমো হে নমো, নমো হে, নমো হে।
স্নিগ্ধ সুশান্ত, নমো হে নমো, নমো হে, নমো হে।
বন-অঙ্গন-ময় রবিকররেখা
লেপিল আলিম্পনলিপি-লেখা,
আঁকিব তাহে প্রণতি মম।
নমো হে নমো, নমো হে নমো, নমো হে নমো॥

১৬৭

আলোর অমল কমলখানি কে ফুটালে,
নীল আকাশের ঘুম ছুটালে॥
আমার মনের ভাবনাগুলি বাহির হল পাখা তুলি,
ওই কমলের পথে তাদের সেই জুটালে॥
শরতবাণীর বীণা বাজে কমলদলে।
ললিত রাগের সুর ঝরে তাই শিউলিতলে।
তাই তো বাতাস বেড়ায় মেতে কচি ধানের সবুজ ক্ষেতে,
বনের প্রাণে মর্মরানির ঢেউ উঠালে॥

১৬৮

সেই তো তোমার পথের বঁধু সেই তো।
দূর কুসুমের গন্ধ এনে খোঁজায় মধু সেই তো॥
সেই তো তোমার পথের বঁধু সেই তো।
এই আলো তার এই তো আঁধার, এই আছে এই নেই তো॥

১৬৯

পোহালো পোহালো বিভাবরী,
পূর্বতোরণে শুনি বাঁশরি॥
নাচে তরঙ্গ, তরী অতি চঞ্চল, কম্পিত অংশুককেতন-অঞ্চল,
পল্লবে পল্লবে পাগল জাগল আলসলালস পাসরি॥
উদয়-অচলতল সাজিল নন্দন, গগনে গগনে বনে জাগিল বন্দন,
কনককিরণঘন শোভন স্যন্দন— নামিছে শারদসুন্দরী।
দশদিক-অঙ্গনে দিগঙ্গনাদল ধ্বনিল শূন্য ভরি শঙ্খ সুমঙ্গল—
চলো রে চলো চলো তরুণযাত্রীদল তুলি নব মালতীমঞ্জরী॥

১৭০

নব কুন্দধবলদলসুশীতলা,
অতি সুনির্মলা, সুখসমুজ্জ্বলা,
শুভ সুবর্ণ-আসনে অচঞ্চলা॥
স্মিত-উদয়ারুণ-কিরণ-বিলাসিনী,
পূর্ণসিতাংশুবিভাসবিকাশিনী,
নন্দনলক্ষ্মীসুমঙ্গলা॥

১৭১

হিমের রাতে ওই গগনের দীপগুলিরে
হেমন্তিকা করল গোপন আঁচল ঘিরে ॥
ঘরে ঘরে ডাক পাঠালো— 'দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো, সাজাও আলোয় ধরিত্রীরে।'
শূন্য এখন ফুলের বাগান, দোয়েল কোকিল গাহে না গান,
কাশ ঝরে যায় নদীর তীরে।
যাক অবসাদ বিষাদ কালো, দীপালিকায় জ্বালাও আলো—
জ্বালাও আলো, আপন আলো, শুনাও আলোর জয়বাণীরে ॥
দেবতারা আজ আছে চেয়ে— জাগো ধরার ছেলে মেয়ে,
আলোয় জাগাও যামিনীরে।
এল আঁধার দিন ফুরালো, দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো, জয় করো এই তামসীরে ॥

১৭২

হায় হেমন্তলক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা—
হিমের ঘন ঘোমটাখানি ধূমল রঙে আঁকা ॥
সন্ধ্যাপ্রদীপ তোমার হাতে মলিন হেরি কুয়াশাতে,
কণ্ঠে তোমার বাণী যেন করুণ বাষ্পে মাখা ॥
ধরার আঁচল ভরে দিলে প্রচুর সোনার ধানে।
দিগঙ্গনার অঙ্গন আজ পূর্ণ তোমার দানে।
আপন দানের আড়ালেতে রইলে কেন আসন পেতে,
আপনাকে এই কেমন তোমার গোপন ক'রে রাখা ॥

১৭৩

হেমন্তে কোন্ বসন্তেরই বাণী পূর্ণশশী ওই-যে দিল আনি ॥
বকুল ডালের আগায় জ্যোৎস্না যেন ফুলের স্বপন লাগায়।
কোন্ গোপন কানাকানি পূর্ণশশী ওই-যে দিল আনি ॥

আবেশ লাগে বনে শ্বেতকরবীর অকাল জাগরণে।
ডাকছে থাকি থাকি ঘুমহারা কোন্ নাম-না-জানা পাখি।
কার মধুর স্মরণখানি পূর্ণশশী ওই-যে দিল আনি॥

১৭৪

সে দিন আমায় বলেছিলে আমার সময় হয় নাই—
ফিরে ফিরে চলে গেলে তাই॥
তখনো খেলার বেলা— বনে মল্লিকার মেলা,
পল্লবে পল্লবে বায়ু উতলা সদাই॥
আজি এল হেমন্তের দিন
কুহেলীবিলীন, ভূষণবিহীন।
বেলা আর নাই বাকি, সময় হয়েছে নাকি—
দিনশেষে দ্বারে বসে পথপানে চাই।

১৭৫

নমো, নমো, নমো।
নমো, নমো, নমো।
তুমি ক্ষুধার্তজনশরণ্য,
অমৃত-অন্ন-ভোগধন্য করো অন্তর মম॥

১৭৬

শীতের হাওয়ার লাগল নাচন আম্‌লকির এই ডালে ডালে।
পাতাগুলি শির্‌শিরিয়ে ঝরিয়ে দিল তালে তালে॥
উড়িয়ে দেবার মাতন এসে কাঙাল তারে করল শেষে,
তখন তাহার ফলের বাহার রইল না আর অন্তরালে॥
শূন্য করে ভরে দেওয়া যাহার খেলা
তারি লাগি রইনু বসে সকল বেলা।

শীতের পরশ থেকে থেকে যায় বুঝি ওই ডেকে ডেকে,
সব খোওয়াবার সময় আমার হবে কখন কোন্ সকালে ॥

১৭৭

শিউলি-ফোটা ফুরোল যেই ফুরোল শীতের বনে
এলে যে—
আমার শীতের বনে এলে যে সেই শূন্যক্ষণে ॥
তাই গোপনে সাজিয়ে ডালা দুখের সুরে বরণমালা
গাঁথি মনে মনে শূন্যক্ষণে ॥
দিনের কোলাহলে
ঢাকা সে যে রইবে হৃদয়তলে—
আমার বরণমালা রইবে হৃদয়তলে ॥
রাতের তারা উঠবে যবে সুরের মালা বদল হবে
তখন তোমার সনে মনে মনে ॥

১৭৮

এল যে শীতের বেলা বরষ-পরে।
এবার ফসল কাটো, লও গো ঘরে ॥
করো ত্বরা, করো ত্বরা, কাজ আছে মাঠ-ভরা—
দেখিতে দেখিতে দিন আঁধার করে ॥
বাহিরে কাজের পালা হইবে সারা
আকাশে উঠিবে যবে সন্ধ্যাতারা—
আসন আপন হাতে পেতে রেখো আঙিনাতে
যে সাথি আসিবে রাতে তাহারি তরে ॥

১৭৯

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে, আ য় আ য় আয়।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে, মরি হা য় হা য় হায় ॥

হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে দিগ্‌বধূরা ধানের ক্ষেতে—
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে, মরি হায় হায় হায়॥
মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হল।
ঘরেতে আজ কে রবে গো, খোলো খোলো দুয়ার খোলো।
আলোর হাসি উঠল জেগে ধানের শিষে শিশির লেগে—
ধরার খুশি ধরে না গো, ওই-যে উথলে, মরি হায় হায় হায়॥

১৮০

ছাড়্‌ গো তোরা ছাড়্‌ গো,
আমি চলব সাগর-পার গো॥
বিদায়বেলায় একি হাসি, ধরলি আগমনীর বাঁশি—
যাবার সুরে আসার সুরে করলি একাকার গো॥
সবাই আপন-পানে আমায় আবার কেন টানে।
পুরানো শীত পাতা-ঝরা, তারে এমন নূতন করা!
মাঘ মরিল ফাগুন হয়ে খেয়ে ফুলের মার গো॥
রঙের খেলার ভাই রে, আমার সময় হাতে নাই রে।
তোমাদের ওই সবুজ ফাগে চক্ষে আমার ধাঁদা লাগে—
আমায় তোদের প্রাণের দাগে দাগিস নে, ভাই, আর গো॥

১৮১

আমরা নূতন প্রাণের চর হা হা।
আমরা থাকি পথে ঘাটে, নাই আমাদের ঘর হা হা॥
নিয়ে পক্ব পাতার পুঁজি পালাবে শীত, ভাবছ বুঝি গো?
ও-সব কেড়ে নেব, উড়িয়ে দেব দখিন-হাওয়ার 'পর হা হা॥
তোমায় বাঁধব নূতন ফুলের মালায়
বসন্তের এই বন্দীশালায়।
জীর্ণ জরার ছদ্মরূপে এড়িয়ে যাবে চুপে চুপে?
তোমার সকল ভূষণ ঢাকা আছে, নাই যে অগোচর হা হা।

১৮২

আর নাই যে দেরি, নাই যে দেরি।

সামনে সবার পড়ল ধরা তুমি যে, ভাই, আমাদেরই॥

হিমের বাহু-বাঁধন টুটি পাগ্‌লাঝোরা পাবে ছুটি,

উত্তরে এই হাওয়া তোমার বইবে উজান কুঞ্জ ঘেরি॥

নাই যে দেরি নাই যে দেরি।

শুনছ না কি জলে স্থলে জাদুকরের বাজল ভেরী।

দেখছ নাকি এই আলোকে খেলছে হাসি রবির চোখে—

সাদা তোমার শ্যামল হবে, ফিরব মোরা তাই যে হেরি॥

১৮৩

একি মায়া, লুকাও কায়া জীর্ণ শীতের সাজে।

আমার সয় না, সয় না, সয় না প্রাণে, কিছুতে সয় না যে॥

কৃপণ হয়ে হে মহারাজ, রইবে কি আজ

আপন ভুবন-মাঝে॥

বুঝতে নারি বনের বীণা তোমার প্রসাদ পাবে কিনা,

হিমের হাওয়ায় গগন-ভরা ব্যাকুল রোদন বাজে॥

কেন মরুর পারে কাটাও বেলা রসের কাণ্ডারী।

লুকিয়ে আছে কোথায় তোমার রূপের ভাণ্ডারী।

রিক্তপাতা শুষ্ক শাখে কোকিল তোমার কই গো ডাকে—

শূন্য সভা, মৌন বাণী, আমরা মরি লাজে॥

১৮৪

মোরা ভাঙব তাপস, ভাঙব তোমার কঠিন তপের বাঁধন—

এবার এই আমাদের সাধন॥

চল্ কবি, চল্ সঙ্গে জুটে, কাজ ফেলে তুই আ য় আ য় আয় রে ছুটে,

গানে গানে উদাস প্রাণে

জাগা রে উন্মাদন, এবার জাগা রে উন্মাদন॥

বকুলবনের মুগ্ধ হৃদয় উঠুক-না উচ্ছ্বাসি,

নীলাম্বরের মর্ম-মাঝে বাজাও তোমার সোনার বাঁশি বাজাও।

পলাশরেণুর রঙ মাখিয়ে নবীন বসন এনেছি এ,

সবাই মিলে দিই ঘুচিয়ে

পুরানো আচ্ছাদন, তোমার পুরানো আচ্ছাদন॥

১৮৫

শীতের বনে কোন্ সে কঠিন আসবে ব'লে

শিউলিগুলি ভয়ে মলিন বনের কোলে॥

আম্‌লকি-ডাল সাজল কাঙাল, খসিয়ে দিল পল্লবজাল,

কাশের হাসি হাওয়ায় ভাসি যায় যে চলে॥

সইবে না সে পাতায় ঘাসে পাণ্ডুরতা,

তাই তো আপন রঙ ঘুচালো ঝুম্‌কোলতা।

উত্তরবায় জানায় শাসন, পাতল তপের শুষ্ক আসন,

সাজ-খসাবার এই লীলা কার অট্টরোলে॥

১৮৬

নমো, নমো। নমো, নমো। নমো, নমো।

নির্দয় অতি করুণা তোমার— বন্ধু, তুমি হে নির্মম॥

যা-কিছু জীর্ণ করিবে দীর্ণ

দণ্ড তোমার দুর্দম॥

১৮৭

হে সন্ন্যাসী,

হিমগিরি ফেলে নীচে নেমে এলে কিসের জন্য।

কুন্দমালতী করিছে মিনতি, হও প্রসন্ন॥

যাহা-কিছু ম্লান বিরস জীর্ণ দিকে দিকে দিলে করি বিকীর্ণ।

বিচ্ছেদভারে বনচ্ছায়ারে করে বিষণ্ণ— হও প্রসন্ন॥

সাজাবে কি ডালা, গাঁথিবে কি মালা মরণসত্রে!
তাই উত্তরী নিলে ভরি ভরি শুকানো পত্রে?
ধরণী যে তব তাণ্ডবে সাথি প্রলয়বেদনা নিল বুকে পাতি।
রুদ্র, এবারে বরবেশে তারে করো গো ধন্য— হও প্রসন্ন ॥

১৮৮

নব বসন্তের দানের ডালি
এনেছি তোদেরই দ্বারে,
আয় আয় আয়
পরিবি গলার হারে ॥
লতার বাঁধন হারায়ে মাধবী মরিছে কেঁদে,
বেণীর বাঁধনে রাখিবি, বেঁধে—
অলকদোলায় দোলাবি তারে
আয় আয় আয় ॥
বনমাধুরী করিবি চুরি আপন নবীন মাধুরীতে—
সোহিনী রাগিণী জাগাবে সে তোদের
দেহের বীণার তারে তারে,
আয় আয় আয় ॥

১৮৯

এস' এস' বসন্ত, ধরাতলে।
আন' মুহু মুহু নব তান, আন' নব প্রাণ নব গান।
আন' গন্ধমদভরে অলস সমীরণ।
আন' বিশ্বের অন্তরে অন্তরে নিবিড় চেতনা।
আন' নব উল্লাসহিল্লোল।
আন' আন' আনন্দছন্দের হিন্দোলা ধরাতলে।
ভাঙ' ভাঙ' বন্ধনশৃঙ্খল।
আন' আন' উদ্দীপ্ত প্রাণের বেদনা ধরাতলে।

এস' থরথরকম্পিত মর্মরমুখরিত নবপল্লবপুলকিত
ফুল- আকুল মালতীবল্লিবিতানে— সুখছায়ে, মধুবায়ে।
এস' বিকশিত উন্মুখ, এস' চির-উৎসুক নন্দনপথচিরযাত্রী।
এস' স্পন্দিত নন্দিত চিত্তনিলয়ে গানে গানে, প্রাণে প্রাণে।
এস' অরুণচরণ কমলবরন তরুণ উষার কোলে।
এস' জ্যোৎস্নাবিবশ নিশীথে, কলকল্লোল তটিনী-তীরে,
সুখ- সুপ্ত সরসী-নীরে। এস' এস'।
এস' তড়িৎ-শিখা-সম ঝঞ্ঝাচরণে সিন্ধুতরঙ্গদোলে।
এস' জাগর মুখর প্রভাতে।
এস' নগরে প্রান্তরে বনে।
এস' কর্মে বচনে মনে। এস' এস'।
এস' মঞ্জীরগুঞ্জর চরণে।
এস' গীতমুখর কলকণ্ঠে।
এস' মঞ্জুল মল্লিকামাল্যে।
এস' কোমল কিশলয়বসনে।
এস' সুন্দর, যৌবনবেগে।
এস' দৃপ্ত বীর, নবতেজে।
ওহে দুর্মদ, কর জয়যাত্রা,
চল' জরাপরাভব সমরে
পবনে কেশররেণু ছড়ায়ে,
চঞ্চল কুন্তল উড়ায়ে॥

১৯০

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
কোরো না বিড়ম্বিত তারে॥
আজি খুলিয়ো হৃদয়দল খুলিয়ো,
আজি ভুলিয়ো আপন পর ভুলিয়ো,

এই সঙ্গীতমুখরিত গগনে
তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো।
এই বাহির-ভুবনে দিশা হারায়ে
দিয়ো ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে॥
একি নিবিড় বেদনা বনমাঝে
আজি পল্লবে পল্লবে বাজে—
দূরে গগনে কাহার পথ চাহিয়া
আজি ব্যাকুল বসুন্ধরা সাজে।
মোর পরানে দখিনবায়ু লাগিছে,
কারে দ্বারে দ্বারে কর হানি মাগিছে—
এই সৌরভবিহ্বল রজনী
কার চরণে ধরণীতলে জাগিছে।
ওহে সুন্দর, বল্লভ, কান্ত,
তব গম্ভীর আহ্বান কারে॥

১৯১

এনেছ ওই শিরীষ বকুল আমের মুকুল সাজিখানি হাতে করে।
কবে যে সব ফুরিয়ে দেবে, চলে যাবে দিগন্তরে॥
পথিক, তোমায় আছে জানা, করব না গো তোমায় মানা—
যাবার বেলায় যেয়ো যেয়ো বিজয়মালা মাথায় প'রে॥
তবু তুমি আছ যতক্ষণ
অসীম হয়ে ওঠে হিয়ায় তোমারি মিলন।
যখন যাবে তখন প্রাণে বিরহ মোর ভরবে গানে—
দূরের কথা সুরে বাজে সকল বেলা ব্যথায় ভ'রে॥

১৯২

ও মঞ্জরী, ও মঞ্জরী আমের মঞ্জরী,
আজ হৃদয় তোমার উদাস হয়ে পড়ছে কি ঝরি।

আমার গান যে তোমার গন্ধে মিশে দিশে দিশে

ফিরে ফিরে ফেরে গুঞ্জরি ॥

পূর্ণিমাচাঁদ তোমার শাখায় শাখায়

তোমার গন্ধ-সাথে আপন আলো মাখায়।

ওই দখিন-বাতাস গন্ধে পাগল ভাঙল আগল,

ঘিরে ঘিরে ফিরে সঞ্চরি ॥

১৯৩

কার যেন এই মনের বেদন চৈত্রমাসের উতল হাওয়ায়,

ঝুমকোলতার চিকন পাতা কাঁপে রে কার চমকে-চাওয়ায়।

হারিয়ে-যাওয়া কার সে বাণী কার সোহাগের স্মরণখানি

আমের বোলের গন্ধে মিশে

কাননকে আজ কান্না পাওয়ায় ॥

কাঁকন-দুটির রিনিঝিনি কার বা এখন মনে আছে।

সেই কাঁকনের ঝিকিমিকি পিয়ালবনের শাখায় নাচে।

যার চোখের ওই আভাস দোলে নদী-ঢেউয়ের কোলে কোলে

তার সাথে মোর দেখা ছিল

সেই সেকালের তরী-বাওয়ায় ॥

১৯৪

দোলে দোলে দোলে প্রেমের দোলন-চাঁপা হৃদয়-আকাশে,

দোল-ফাগুনের চাঁদের আলোর সুধায় মাখা সে ॥

কৃষ্ণরাতের অন্ধকারে বচনহারা ধ্যানের পারে

কোন্ স্বপনের পর্ণপুটে ছিল ঢাকা সে ॥

দখিন-হাওয়ায় ছড়িয়ে গেল গোপন রেণুকা।

গন্ধে তারি ছন্দে মাতে কবির বেণুকা।

কোমল প্রাণের পাতে পাতে লাগল যে রঙ পূর্ণিমাতে

আমার গানের সুরে সুরে রইল আঁকা সে ॥

১৯৫

অনন্তের বাণী তুমি, বসন্তের মাধুরী-উৎসবে
আনন্দের মধুপাত্র পরিপূর্ণ করি দিবে কবে ॥
বঞ্জুলনিকুঞ্জতলে সঞ্চরিবে লীলাচ্ছলে,
চঞ্চল অঞ্চলগন্ধে বনচ্ছায়া রোমাঞ্চিত হবে ॥
মন্থর মঞ্জুল ছন্দে মঞ্জীরের গুঞ্জনকল্লোল
আন্দোলিবে ক্ষণে ক্ষণে অরণ্যের হৃদয়হিন্দোল।
নয়নপল্লবে হাসি হিল্লোলি উঠিবে ভাসি,
মিলনমল্লিকামাল্য পরাইবে পরানবল্লভে ॥

১৯৬

এবার এল সময় রে তোর শুক্‌নো-পাতা-ঝরা—
যায় বেলা যায়, রৌদ্র হল খরা ॥
অলস ভ্রমর ক্লান্তপাখা মলিন ফুলের দলে
অকারণে দোল দিয়ে যায় কোন্ খেয়ালের ছলে।
স্তব্ধ বিজন ছায়াবীথি
বনের-ব্যথা-ভরা ॥
মনের মাঝে গান থেমেছে, সুর নাহি আর লাগে—
শ্রান্ত বাঁশি আর তো নাহি জাগে।
যে গেঁথেছে মালাখানি সে গিয়েছে ভুলে,
কোন্‌কালে সে পারে গেল সুদূর নদীকূলে।
রইল রে তোর অসীম আকাশ,
অবাধপ্রসার ধরা ॥

১৯৭

ওরে গৃহবাসী খোল্, দ্বার খোল্, লাগল যে দোল।
স্থলে জলে বনতলে লাগল যে দোল।
দ্বার খোল্, দ্বার খোল্ ॥

রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোকে পলাশে,
রাঙা নেশা মেঘে মেশা প্রভাত-আকাশে,
নবীন পাতায় লাগে রাঙা হিল্লোল।
দ্বার খোল্, দ্বার খোল্॥
বেণুবন মর্মরে দখিন বাতাসে,
প্রজাপতি দোলে ঘাসে ঘাসে।
মউমাছি ফিরে যাচি ফুলের দখিনা,
পাখায় বাজায় তার ভিখারির বীণা,
মাধবীবিতানে বায়ু গন্ধে বিভোল।
দ্বার খোল্, দ্বার খোল্॥

১৯৮

একটুকু ছোঁওয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি—
তাই দিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনী॥
কিছু পলাশের নেশা, কিছু বা চাঁপায় মেশা,
তাই দিয়ে সুরে সুরে রঙে রসে জাল বুনি॥
যেটুকু কাছেতে আসে ক্ষণিকের ফাঁকে ফাঁকে
চকিত মনের কোণে স্বপনের ছবি আঁকে।
যেটুকু যায় রে দূরে ভাবনা কাঁপায় সুরে,
তাই নিয়ে যায় বেলা নূপুরের তাল গুনি॥

১৯৯

ওগো বধূ সুন্দরী, তুমি মধুমঞ্জরী,
পুলকিত চম্পার লহো অভিনন্দন—
পর্ণের পাত্রে ফাল্গুনরাত্রে মুকুলিত মল্লিকা-মাল্যের বন্ধন।
এনেছি বসন্তের অঞ্জলি গন্ধের,
পলাশের কুঙ্কুম চাঁদিনির চন্দন—
পারুলের হিল্লোল, শিরীষের হিন্দোল, মঞ্জুল বল্লীর বঙ্কিম কঙ্কণ—

উল্লাস-উতরোল বেণুবনকল্লোল,
কম্পিত কিশলয়ে মলয়ের চুম্বন।
তব আঁখিপল্লবে দিয়ো আঁকি বল্লভে
গগনের নবনীল স্বপনের অঞ্জন॥

২০০

আমার বনে বনে ধরল মুকুল,
বহে মনে মনে দক্ষিণহাওয়া।
মৌমাছিদের ডানায় ডানায়
যেন উড়ে মোর উৎসুক চাওয়া॥
গোপন স্বপনকুসুমে কে এমন সুগভীর রঙ দিল এঁকে—
নব কিশলয়শিহরনে ভাবনা আমার হল ছাওয়া॥
ফাল্গুনপূর্ণিমাতে
এই দিশাহারা রাতে
নিদ্রাবিহীন গানে কোন্ নিরুদ্দেশের পানে
উদ্‌বেল গন্ধের জোয়ারতরঙ্গে হবে মোর তরণী বাওয়া॥

২০১

'আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি।
সন্ধ্যাবেলার চামেলি গো, সকালবেলার মল্লিকা
আমায় চেন কি।'
'চিনি তোমায় চিনি, নবীন পান্থ—
বনে বনে ওড়ে তোমার রঙিন বসনপ্রান্ত।
ফাগুন প্রাতের উতলা গো, চৈত্র রাতের উদাসী
তোমার পথে আমরা ভেসেছি।'
'ঘরছাড়া এই পাগলটাকে এমন ক'রে কে গো ডাকে
করুণ গুঞ্জরি,
যখন বাজিয়ে বীণা বনের পথে বেড়াই সঞ্চরি।'

'আমি তোমায় ডাক দিয়েছি ওগো উদাসী,
আমি আমের মঞ্জরী।
তোমায় চোখে দেখার আগে তোমার স্বপন চোখে লাগে,
বেদন জাগে গো—
না চিনিতেই ভালো বেসেছি।'
যখন ফুরিয়ে বেলা চুকিয়ে খেলা তপ্ত ধুলার পথে
যাব ঝরা ফুলের রথে—
তখন সঙ্গ কে লবি'
'লব আমি মাধবী।'
'যখন বিদায়-বাঁশির সুরে সুরে শুকনো পাতা যাবে উড়ে
সঙ্গে কে র'বি।'
'আমি রব, উদাস হব ওগো উদাসী,
আমি তরুণ করবী।'
'বসন্তের এই ললিত রাগে বিদায়-ব্যথা লুকিয়ে জাগে—
ফাগুন দিনে গো
কাঁদন-ভরা হাসি হেসেছি।'

২০২

আজি দখিন-দুয়ার খোলা—
এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো।
দিব হৃদয়দোলায় দোলা,
এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো॥
নব শ্যামল শোভন রথে এসো বকুলবিছানো পথে,
এসো বাজায়ে ব্যাকুল বেণু মেখে পিয়ালফুলের রেণু।
এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো॥
এসো ঘনপল্লবপুঞ্জে এসো হে, এসো হে, এসো হে।
এসো বনমল্লিকাকুঞ্জে এসো হে, এসো হে, এসো হে।

মৃদু মধুর মদির হেসে এসো পাগল হাওয়ার দেশে,
তোমার উতলা উত্তরীয় তুমি আকাশে উড়ায়ে দিয়ো—
এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো ॥

২০৩

বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে।
দেখিস নে কি শুক্‌নো-পাতা ঝরা-ফুলের খেলা রে ॥
যে ঢেউ উঠে তারি সুরে বাজে কি গান সাগর জুড়ে।
যে ঢেউ পড়ে তাহারও সুর জাগছে সারা বেলা রে।
বসন্তে আজ দেখ্‌ রে তোরা ঝরা-ফুলের খেলা রে ॥
আমার প্রভুর পায়ের তলে শুধুই কি রে মানিক জ্বলে।
চরণে তাঁর লুটিয়ে কাঁদে লক্ষ মাটির ঢেলা রে ॥
আমার গুরুর আসন-কাছে সুবোধ ছেলে ক জন আছে।
অবোধ জনে কোল দিয়েছেন, তাই আমি তাঁর চেলা রে।
উৎসবরাজ দেখেন চেয়ে ঝরা-ফুলের খেলা রে ॥

২০৪

ওগো দখিন হাওয়া, ও পথিক হাওয়া, দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে
নূতন-পাতার-পুলক-ছাওয়া পরশখানি দাও বুলিয়ে ॥
আমি পথের ধারের ব্যাকুল বেণু হঠাৎ তোমার সাড়া পেনু গো—
আহা, এসো আমার শাখায় শাখায় প্রাণের গানের ঢেউ তুলিয়ে ॥
ওগো দখিন হাওয়া, ও পথিক হাওয়া, পথের ধারে আমার বাসা।
জানি তোমার আসা-যাওয়া, শুনি তোমার পায়ের ভাষা।
আমায় তোমার ছোঁওয়া লাগলে পরে একটুকুতেই কাঁপন ধরে গো—
আহা, কানে কানে একটি কথায় সকল কথা নেয় ভুলিয়ে ॥

২০৫

আকাশ আমায় ভরল আলোয়, আকাশ আমি ভরব গানে।
সুরের আবীর হানব হাওয়ায়, নাচের আবীর হাওয়ায় হানে ॥

ওরে পলাশ, ওরে পলাশ,
রাঙা রঙের শিখায় শিখায় দিকে দিকে আগুন জ্বলাস—
আমার মনের রাগ রাগিণী রাঙা হল রঙিন তানে ॥
দখিন-হাওয়ায় কুসুমবনের বুকের কাঁপন থামে না যে।
নীল আকাশে সোনার আলোয় কচি পাতার নূপুর বাজে।
ওরে শিরীষ, ওরে শিরীষ,
মৃদু হাসির অন্তরালে গন্ধজালে শূন্য ঘিরিস—
তোমার গন্ধ আমার কণ্ঠে আমার হৃদয় টেনে আনে ॥

২০৬

মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি কোন্ নব চঞ্চল ছন্দে
মম অন্তর কম্পিত আজি নিখিলের হৃদয়স্পন্দে ॥
আসে কোন্ তরুণ অশান্ত, উড়ে বসনাঞ্চলপ্রান্ত—
আলোকের নৃত্যে বনান্ত মুখরিত অধীর আনন্দে ॥
অম্বরপ্রাঙ্গণমাঝে নিঃস্বর মঞ্জীর গুঞ্জে।
অশ্রুত সেই তালে বাজে করতালি পল্লবপুঞ্জে।
কার পদপরশন-আশা তৃণে তৃণে অর্পিল ভাষা—
সমীরণ বন্ধনহারা উন্মন কোন্ বনগন্ধে ॥

২০৭

ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে—
ডালে ডালে ফুলে ফলে পাতায় পাতায় রে,
আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে ॥
রঙে রঙে রঙিল আকাশ, গানে গানে নিখিল উদাস—
যেন চলচঞ্চল নব পল্লবদল মর্মরে মোর মনে মনে ॥
হেরো হেরো অবনীর রঙ্গ,
গগনের করে তপোভঙ্গ।

হাসির আঘাতে তার মৌন রহে না আর,
কেঁপে কেঁপে ওঠে খনে খনে।
বাতাস ছুটিছে বনময় রে, ফুলের না জানে পরিচয় রে।
তাই বুঝি বারে বারে কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে
শুধায়ে ফিরিছে জনে জনে॥

২০৮

এত দিন যে বসে ছিলেম পথ চেয়ে আর কাল গুনে
দেখা পেলেম ফাল্গুনে॥
বালক বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়—
একি গো বিস্ময়।
অবাক আমি তরুণ গলার গান শুনে॥
গন্ধে উদাস হাওয়ার মতো উড়ে তোমার উত্তরী,
কর্ণে তোমার কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী।
তরুণ হাসির আড়ালে কোন্ আগুন ঢাকা রয়—
একি গো বিস্ময়।
অস্ত্র তোমার গোপন রাখো কোন্ তূণে॥

২০৯

বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা।
বইল প্রাণে দখিন-হাওয়া আগুন-জ্বালা॥
পিছের বাঁশি কোণের ঘরে মিছে রে ওই কেঁদে মরে—
মরণ এবার আনল আমার বরণডালা॥
যৌবনেরই ঝড় উঠেছে আকাশ-পাতালে।
নাচের তালের ঝংকারে তার আমায় মাতালে।
কুড়িয়ে নেবার ঘুচল পেশা, উড়িয়ে দেবার লাগল নেশা—
আরাম বলে 'এল আমার যাবার পালা'॥

২১০

ওরে আয় রে তবে, মাত্‌ রে সবে আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে॥
পিছন-পানের বাঁধন হতে চল্‌ ছুটে আজ বন্যাস্রোতে,
আপনাকে আজ দখিন-হাওয়ায় ছড়িয়ে দে রে দিগন্তে॥
বাঁধন যত ছিন্ন করো আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।
অকূল প্রাণের সাগর-তীরে ভয় কী রে তোর ক্ষয়-ক্ষতিরে।
যা আছে রে সব নিয়ে তোর ঝাঁপ দিয়ে পড়্‌ অনন্তে॥

২১১

বসন্ত, তোর শেষ ক'রে দে, শেষ ক'রে দে, শেষ ক'রে দে রঙ্গ—
ফুল ফোটাবার খ্যাপামি, তার উদ্দামতরঙ্গ॥
উড়িয়ে দেবার ছড়িয়ে দেবার মাতন তোমার থামুক এবার,
নীড়ে ফিরে আসুক তোমার পথহারা বিহঙ্গ॥
তোমার সাধের মুকুল কতই পড়ল ঝ'রে—
তারা ধুলা হল, তারা ধুলা দিল ভ'রে।
প্রখর তাপে জরোজরো ফল ফলাবার সাধন ধরো,
হেলাফেলার পালা তোমার এই বেলা হোক ভঙ্গ॥

২১২

দিনশেষে বসন্ত যা প্রাণে গেল ব'লে
তাই নিয়ে বসে আছি, বীণাখানি কোলে॥
তারি সুর নেব ধরে
আমারি গানেতে ভরে,
ঝরা মাধবীর সাথে যায় সে যে চলে॥
থামো থামো দখিনপবন,
কী বারতা এনেছ তা কোরো না গোপন।

যে দিনেরে নাই মনে তুমি তারি উপবনে
কী ফুল পেয়েছ খুঁজে— গন্ধে প্রাণ ভোলে ॥

২১৩

সব দিবি কে সব দিবি পায়, আয় আয় আয়।
ডাক পড়েছে ওই শোনা যায় 'আয় আয় আয়' ॥
আসবে যে সে স্বর্ণরথে— জাগবি কারা রিক্ত পথে
পৌষ-রজনী তাহার আশায়, আয় আয় আয় ॥
ক্ষণেক কেবল তাহার খেলা, হায় হায় হায়।
তার পরে তার যাবার বেলা, হায় হায় হায়।
চলে গেলে জাগবি যবে ধনরতন বোঝা হবে—
বহন করা হবে যে দায়, আয় আয় আয় ॥

২১৪

বাকি আমি রাখব না কিছুই—
তোমার চলার পথে পথে ছেয়ে দেব ভুঁই ॥
ওগো মোহন, তোমার উত্তরীয় গন্ধে আমার ভরে নিয়ো,
উজাড় করে দেব পায়ে বকুল বেলা জুঁই ॥
দখিন-সাগর পার হয়ে যে এলে পথিক তুমি,
আমার সকল দেব অতিথিরে আমি বনভূমি।
আমার কুলায়-ভরা রয়েছে গান, সব তোমারে করেছি দান—
দেবার কাঙাল করে আমায় চরণ যখন ছুঁই ॥

২১৫

ফল ফলাবার আশা আমি মনে রাখি নি রে।
আজ আমি তাই মুকুল ঝরাই দক্ষিণসমীরে ॥

বসন্তগান পাখিরা গায়, বাতাসে তার সুর ঝরে যায়—
মুকুল-ঝরার ব্যাকুল খেলা আমারি সেই রাগিণীরে ॥
জানি নে ভাই, ভাবি নে তাই কী হবে মোর দশা
যখন আমার সারা হবে সকল ঝরা খসা।
এই কথা মোর শূন্য ডালে বাজবে সে দিন তালে তালে—
'চরম দেওয়ায় সব দিয়েছি মধুর মধুযামিনীরে' ॥

২১৬

যদি তারে নাই চিনি গো সে কি আমায় নেবে চিনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে— জানি নে, জানি নে ॥
সে কি আমার কুঁড়ির কানে কবে কথা গানে গানে,
পরান তাহার নেবে কিনে এই নব ফাল্গুনের দিনে—
জানি নে, জানি নে ॥
সে কি আপন রঙে ফুল রাঙাবে।
সে কি মর্মে এসে ঘুম ভাঙাবে।
ঘোমটা আমার নতুন পাতার হঠাৎ দোলা পাবে কি তার,
গোপন কথা নেবে জিনে এই নব ফাল্গুনের দিনে—
জানি নে, জানি নে ॥

২১৭

ধীরে ধীরে ধীরে বও ওগো উতল হাওয়া,
নিশীথরাতের বাঁশি বাজে— শান্ত হও গো শান্ত হও ॥
আমি প্রদীপশিখা তোমার লাগি ভয়ে ভয়ে একা জাগি,
মনের কথা কানে কানে মৃদু মৃদু কও ॥
তোমার দূরের গাথা তোমার বনের বাণী
ঘরের কোণে দেহো আনি।
আমার কিছু কথা আছে ভোরের বেলার তারার কাছে,
সেই কথাটি তোমার কানে চুপিচুপি লও ॥

২১৮

দখিন-হাওয়া জাগো জাগো, জাগাও আমার সুপ্ত এ প্রাণ।
আমি বেণু, আমার শাখায় নীরব যে হায় কত-না গান। জাগো জাগো॥
পথের ধারে আমার কারা ওগো পথিক বাঁধন-হারা,
নৃত্য তোমার চিত্তে আমার মুক্তি-দোলা করে যে দান। জাগো জাগো॥
গানের পাখা যখন খুলি বাধা-বেদন তখন ভুলি।
যখন আমার বুকের মাঝে তোমার পথের বাঁশি বাজে
বন্ধ ভাঙার ছন্দে আমার মৌন-কাঁদন হয় অবসান। জাগো জাগো॥

২১৯

সহসা ডালপালা তোর উতলা যে ও চাঁপা, ও করবী!
কারে তুই দেখতে পেলি আকাশ-মাঝে জানি না যে॥
কোন্ সুরের মাতন হাওয়ায় এসে বেড়ায় ভেসে ও চাঁপা, ও করবী!
কার নাচনের নূপুর বাজে জানি না যে॥
তোরে ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগে।
কোন্ অজানার ধেয়ান তোমার মনে জাগে।
কোন্ রঙের মাতন উঠল দুলে ফুলে ফুলে ও চাঁপা, ও করবী!
কে সাজালে রঙিন সাজে জানি না যে॥

২২০

সে কি ভাবে গোপন রবে লুকিয়ে হৃদয় কাড়া।
তাহার আসা হাওয়ায় ঢাকা, সে যে সৃষ্টিছাড়া॥
হিয়ায় হিয়ায় জাগল বাণী, পাতায় পাতায় কানাকানি—
'ওই এল যে' 'ওই এল যে' পরান দিল সাড়া॥
এই তো আমার আপ্‌নারই এই ফুল-ফোটানোর মাঝে
তারে দেখি নয়ন ভ'রে নানা রঙের সাজে।
এই-যে পাখির গানে গানে চরণধ্বনি বয়ে আনে,
বিশ্ববীণার তারে তারে এই তো দিল নাড়া॥

২২১

ওই) ভাঙল হাসির বাঁধ।
অধীর হয়ে মাতল কেন পূর্ণিমার ওই চাঁদ॥
উতল হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে মুকুল-ছাওয়া বকুলবনে
দোল দিয়ে যায় পাতায় পাতায়, ঘটায় পরমাদ॥
ঘুমের আঁচল আকুল হল কী উল্লাসের ভরে।
স্বপন যত ছড়িয়ে প'ল দিকে দিগন্তরে।
আজ রাতের এই পাগলামিরে বাঁধবে ব'লে কে ওই ফিরে,
শালবীথিকায় ছায়া গেঁথে তাই পেতেছে ফাঁদ॥

২২২

ও আমার চাঁদের আলো, আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে
ধরা দিয়েছ যে আমার পাতায় পাতায় ডালে ডালে॥
যে গান তোমার সুরের ধারায় বন্যা জাগায় তারায় তারায়
মোর আঙিনায় বাজল গো, বাজল সে-সুর আমার প্রাণের তালে-তালে॥
সব কুঁড়ি মোর ফুটে ওঠে তোমার হাসির ইশারাতে।
দখিন-হাওয়া দিশাহারা আমার ফুলের গন্ধে রাতে।
শুভ্র, তুমি করলে বিলোল আমার প্রাণে রঙের হিলোল—
মর্মরিত মর্ম গো,
মর্ম আমার জড়ায় তোমার হাসির জালে॥

২২৩

ও চাঁদ, তোমায় দোলা দেবে কে!
ও চাঁদ, তোমায় দোলা—
কে দেবে কে দেবে তোমায় দোলা—
আপন আলোর স্বপন-মাঝে বিভোল ভোলা॥
কেবল তোমার চোখের চাওয়ায় দোলা দিলে হাওয়ায় হাওয়ায়
বনে বনে দোল জাগালো ওই চাহনি তুফান-তোলা॥

আজ মানসের সরোবরে

কোন্‌ মাধুরীর কমলকানন দোলাও তুমি ঢেউয়ের 'পরে।

তোমার হাসির আভাস লেগে বিশ্ব-দোলন দোলার বেগে

উঠল জেগে আমার গানের কল্লোলিনী কলরোলা॥

২২৪

শুকনো পাতা কে যে ছড়ায় ওই দূরে উদাস-করা কোন্‌ সুরে।

ঘর-ছাড়া ওই কে বৈরাগী জানি না যে কাহার লাগি

ক্ষণে ক্ষণে শূন্য বনে যায় ঘুরে॥

চিনি চিনি যেন ওরে হয় মনে,

ফিরে ফিরে যেন দেখা ওর সনে।

ছদ্মবেশে কেন খেলো, জীর্ণ এ বাস ফেলো ফেলো—

প্রকাশ করো চিরনূতন বন্ধুরে॥

২২৫

তোমার বাস কোথা যে পথিক ওগো, দেশে কি বিদেশে।

তুমি হৃদয়-পূর্ণ-করা ওগো, তুমিই সর্বনেশে॥

'আমার বাস কোথা যে জান না কি,

শুধাতে হয় সে কথা কি

ও মাধবী, ও মালতী!'

হয়তো জানি, হয়তো জানি, হয়তো জানি নে,

মোদের ব'লে দেবে কে সে॥

মনে করি, আমার তুমি, বুঝি নও আমার।

বলো বলো, বলো পথিক, বলো তুমি কার।

'আমি তারি যে আমারে যেমনি দেখে চিনতে পারে,

ও মাধবী, ও মালতী!'

হয়তো চিনি, হয়তো চিনি, হয়তো চিনি নে,

মোদের ব'লে দেবে কে সে॥

২২৬

আজ দখিন-বাতাসে

নাম-না-জানা কোন্‌ বনফুল ফুটল বনের ঘাসে।

'ও মোর পথের সাথি পথে পথে গোপনে যায় আসে।'

কৃষ্ণচূড়া চূড়ায় সাজে, বকুল তোমার মালার মাঝে,

শিরীষ তোমার ভরবে সাজি ফুটেছে সেই আশে।

'এ মোর পথের বাঁশির সুরে সুরে লুকিয়ে কাঁদে হাসে।'

ওরে দেখ বা নাই দেখ, ওরে যাও বা না যাও ভুলে।

ওরে নাই বা দিলে দোলা, ওরে নাই বা নিলে তুলে।

সভায় তোমার ও কেহ নয়, ওর সাথে নেই ঘরের প্রণয়,

যাওয়া-আসার আভাস নিয়ে রয়েছে এক পাশে।

'ওগো ওর সাথে মোর প্রাণের কথা নিশ্বাসে নিশ্বাসে।'

২২৭

বিদায় যখন চাইবে তুমি দক্ষিণসমীরে

তোমায় ডাকব না ফিরে ফিরে॥

করব তোমায় কী সম্ভাষণ, কোথায় তোমার পাতব আসন

পাতা-ঝরা কুসুম-ঝরা নিকুঞ্জকুটিরে॥

তুমি আপনি যখন আস তখন আপনি কর ঠাঁই—

আপনি কুসুম ফোটাও, মোরা তাই দিয়ে সাজাই।

তুমি যখন যাও চলে যাও সব আয়োজন হয় যে উধাও—

গান ঘুচে যায়, রঙ মুছে যায়, তাকাই অশ্রুনীরে॥

২২৮

একেলা ডাক পড়েছে কোন্‌খানে

ফাগুনের ক্লান্ত ক্ষণের শেষ গানে॥

সেখানে স্তব্ধ বীণার তারে তারে সুরের খেলা ডুব সাঁতারে—

সেখানে চোখ মেলে যার পাই নে দেখা
তাহারে মন জানে গো মন জানে ॥
এ বেলা মন যেতে চায় কোন্‌খানে
নিরালায় লুপ্ত পথের সন্ধানে ।
সেখানে মিলনদিনের ভোলা হাসি লুকিয়ে বাজায় করুণ-বাঁশি,
সেখানে যে কথাটি হয় নি বলা সে কথা রয় কানে গো রয় কানে ॥

২২৯

না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো ।
মিলনপিয়াসী মোরা— কথা রাখো, কথা রাখো ॥
আজো বকুল আপনহারা হায় রে, ফুল-ফোটানো হয় নি সারা,
সাজি ভরে নি—
পথিক ওগো, থাকো থাকো ॥
চাঁদের চোখে জাগে নেশা,
তার আলো গানে গন্ধে মেশা ।
দেখো চেয়ে কোন্‌ বেদনায় হায় রে মল্লিকা ওই যায় চলে যায়
অভিমানিনী—
পথিক, তারে ডাকো ডাকো ॥

২৩০

এবার বিদায়বেলার সুর ধরো ধরো ও চাঁপা, ও করবী !
তোমার শেষ ফুলে আজ সাজি ভরো ॥
যাবার পথে আকাশতলে মেঘ রাঙা হল চোখের জলে,
ঝরে পাতা ঝরোঝরো ॥
হেরো হেরো ওই রুদ্র রবি
স্বপ্ন ভাঙায় রক্তছবি ।
খেয়াতরীর রাঙা পালে আজ লাগল হাওয়া ঝড়ের তালে,
বেণুবনের ব্যাকুল শাখা থরোথরো ॥

২৩১

আজ খেলা ভাঙার খেলা খেলবি আয়,
সুখের বাসা ভেঙে ফেলবি আয়॥
মিলনমালার আজ বাঁধন তো টুটবে,
ফাগুন-দিনের আজ স্বপন তো ছুটবে—
উধাও মনের পাখা মেলবি আয়॥
অস্তগিরির ওই শিখরচূড়ে
ঝড়ের মেঘের আজ ধ্বজা উড়ে।
কালবৈশাখীর হবে যে নাচন,
সাথে নাচুক তোর মরণ বাঁচন—
হাসি কাঁদন পায়ে ঠেলবি আয়॥

২৩২

আজ কি তাহার বারতা পেল রে কিশলয়।
ওরা কার কথা কয় রে বনময়॥
আকাশে আকাশে দূরে দূরে সুরে সুরে
কোন্ পথিকের গাহে জয়॥
যেথা চাঁপা-কোরকের শিখা জ্বলে
ঝিল্লিমুখর ঘন বনতলে,
এসো কবি, এসো, মালা পরো, বাঁশি ধরো—
হোক গানে গানে বিনিময়॥

২৩৩

চরণরেখা তব যে পথে দিলে লেখি
চিহ্ন আজি তারি আপনি ঘুচালে কি॥
অশোকরেণুগুলি রাঙালো যার ধূলি
তারে যে তৃণতলে আজিকে লীন দেখি॥

ফুরায় ফুল-ফোটা, পাখিও গান ভোলে,
দখিনবায়ু সেও উদাসী যায় চলে।
তবু কি ভরি তারে অমৃত ছিল না রে—
স্মরণ তারো কি গো মরণে যাবে ঠেকি॥

২৩৪

নমো নমো, নমো নমো, নমো নমো, তুমি সুন্দরতম।
নমো নমো নমো।
দূর হইল দৈন্যদ্বন্দ্ব, ছিন্ন হইল দুঃখবন্ধ—
উৎসবপতি মহানন্দ তুমি সুন্দরতম॥

২৩৫

তোমার আসন পাতব কোথায় হে অতিথি।
ছেয়ে গেছে শুকনো পাতায় কাননবীথি॥
ছিল ফুটে মালতীফুল কুন্দকলি,
উত্তরবায় লুঠ ক'রে তায় গেল চলি—
হিমে বিবশ বনস্থলী বিরলগীতি
হে অতিথি॥
সুর-ভোলা ওই ধরার বাঁশি লুটায় ভুঁয়ে,
মর্মে তাহার তোমার হাসি দাও না ছুঁয়ে।
মাতবে আকাশ নবীন রঙের তানে তানে,
পলাশ বকুল ব্যাকুল হবে আত্মদানে—
জাগবে বনের মুগ্ধ মনে মধুর স্মৃতি
হে অতিথি॥

২৩৬

কে) রঙ লাগালে বনে বনে।
ঢেউ জাগালে সমীরণে॥

আজ ভুবনের দুয়ার খোলা   দোল দিয়েছে বনের দোলা—

দে দোল ! দে দোল ! দে দোল !

কোন্ ভোলা সে ভাবে-ভোলা   খেলায় প্রাঙ্গণে ॥

আন্ বাঁশি— আন্ রে তোর আন্ রে বাঁশি,

উঠল সুর উচ্ছ্বাসি   ফাগুন-বাতাসে ।

আজ   দে ছড়িয়ে ছড়িয়ে   শেষ বেলাকার কান্না হাসি—

সন্ধ্যাকাশের বুক-ফাটা সুর   বিদায়-রাতি করবে মধুর,

মাতল আজি অস্তসাগর সুরের প্লাবনে ॥

২৩৭

মন যে বলে চিনি চিনি যে গন্ধ বয় এই সমীরে ।

কে ওরে কয় বিদেশিনী চৈত্ররাতের চামেলিরে ॥

রক্তে রেখে গেছে ভাষা,

স্বপ্নে ছিল যাওয়া-আসা—

কোন্ যুগে কোন্ হাওয়ার পথে, কোন্ বনে, কোন্ সিন্ধুতীরে ।

এই সুদূরে পরবাসে

ওর বাঁশি আজ প্রাণে আসে ।

মোর পুরাতন দিনের পাখি

ডাক শুনে তার উঠল ডাকি,

চিত্ততলে জাগিয়ে তোলে অশ্রুজলের ভৈরবীরে ॥

২৩৮

বকুলগন্ধে বন্যা এল দখিন-হাওয়ার স্রোতে ।

পুষ্পধনু, ভাসাও তরী নন্দনতীর হতে ॥

পলাশকলি দিকে দিকে   তোমার আখর দিল লিখে,

চঞ্চলতা জাগিয়ে দিল অরণ্যে পর্বতে ॥

আকাশ-পারে পেতে আছে একলা আসনখানি—

নিত্যকালের সেই বিরহীর জাগল আশার বাণী ॥

পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে   নবীন প্রাণের পত্র আসে,

পলাশ-জবায় কনক-চাঁপায় অশোকে অশ্বথে ॥

২৩৯

বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী,
দিকপ্রান্তে, বনবনান্তে,
শ্যাম প্রান্তরে, আম্রছায়ে,
সরোবরতীরে, নদীনীরে,
নীল আকাশে, মলয়বাতাসে
ব্যাপিল অনন্ত তব মাধুরী ॥
নগরে গ্রামে কাননে, দিনে নিশীথে,
পিকসঙ্গীতে, নৃত্যগীতকলনে বিশ্ব আনন্দিত।
ভবনে ভবনে বীণাতান রণ-রণ ঝঙ্কৃত।
মধুমদমোদিত হৃদয়ে হৃদয়ে রে
নবপ্রাণ উচ্ছ্বসিল আজি,
বিচলিত চিত উচ্ছলি উন্মাদনা
ঝন-ঝন ঝনিল মঞ্জীরে মঞ্জীরে ॥

২৪০

আন্ গো তোরা কার কী আছে,
দেবার হাওয়া বইল দিকে দিগন্তরে—
এই সুসময় ফুরায় পাছে ॥
কুঞ্জবনের অঞ্জলি যে ছাপিয়ে পড়ে,
পলাশকানন ধৈর্য হারায় রঙের ঝড়ে,
বেণুর শাখা তালে মাতাল পাতার নাচে ॥
প্রজাপতি রঙ ভাসালো নীলাম্বরে,
মৌমাছিরা ধ্বনি উড়ায় বাতাস-'পরে।
দখিন-হাওয়া হেঁকে বেড়ায় 'জাগো জাগো',
দোয়েল কোয়েল গানের বিরাম জানে না গো—
রক্ত রঙের জাগল প্রলাপ অশোক-গাছে ॥

২৪১

ফাগুন, হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান—
তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান—
আমার আপনহারা প্রাণ আমার বাঁধন-ছেঁড়া প্রাণ॥
তোমার অশোকে কিংশুকে
অলক্ষ্য রঙ লাগল আমার অকারণের সুখে,
তোমার ঝাউয়ের দোলে
মর্মরিয়া ওঠে আমার দুঃখরাতের গান॥
পূর্ণিমাসন্ধ্যায় তোমার রজনীগন্ধায়
রূপসাগরের পারের পানে উদাসী মন ধায়।
তোমার প্রজাপতির পাখা
আমার আকাশ-চাওয়া মুগ্ধ চোখের রঙিন-স্বপন-মাখা।
তোমার চাঁদের আলোয়
মিলায় আমার দুঃখসুখের সকল অবসান॥

২৪২

নিবিড় অমা-তিমির হতে বাহির হল জোয়ার-স্রোতে
শুক্লরাতে চাঁদের তরণী।
ভরিল ভরা অরূপ ফুলে, সাজালো ডালা অমরাকূলে
আলোর মালা চামেলি-বরনী॥
তিথির পরে তিথির ঘাটে আসিছে তরী দোলের নাটে,
নীরবে হাসে স্বপনে ধরণী।
উৎসবের পসরা নিয়ে পূর্ণিমার কূলেতে কি এ
ভিড়িল শেষে তন্দ্রাহরণী॥

২৪৩

হে মাধবী, দ্বিধা কেন, আসিবে কি ফিরিবে কি—
আঙিনাতে বাহিরিতে মন কেন গেল ঠেকি॥

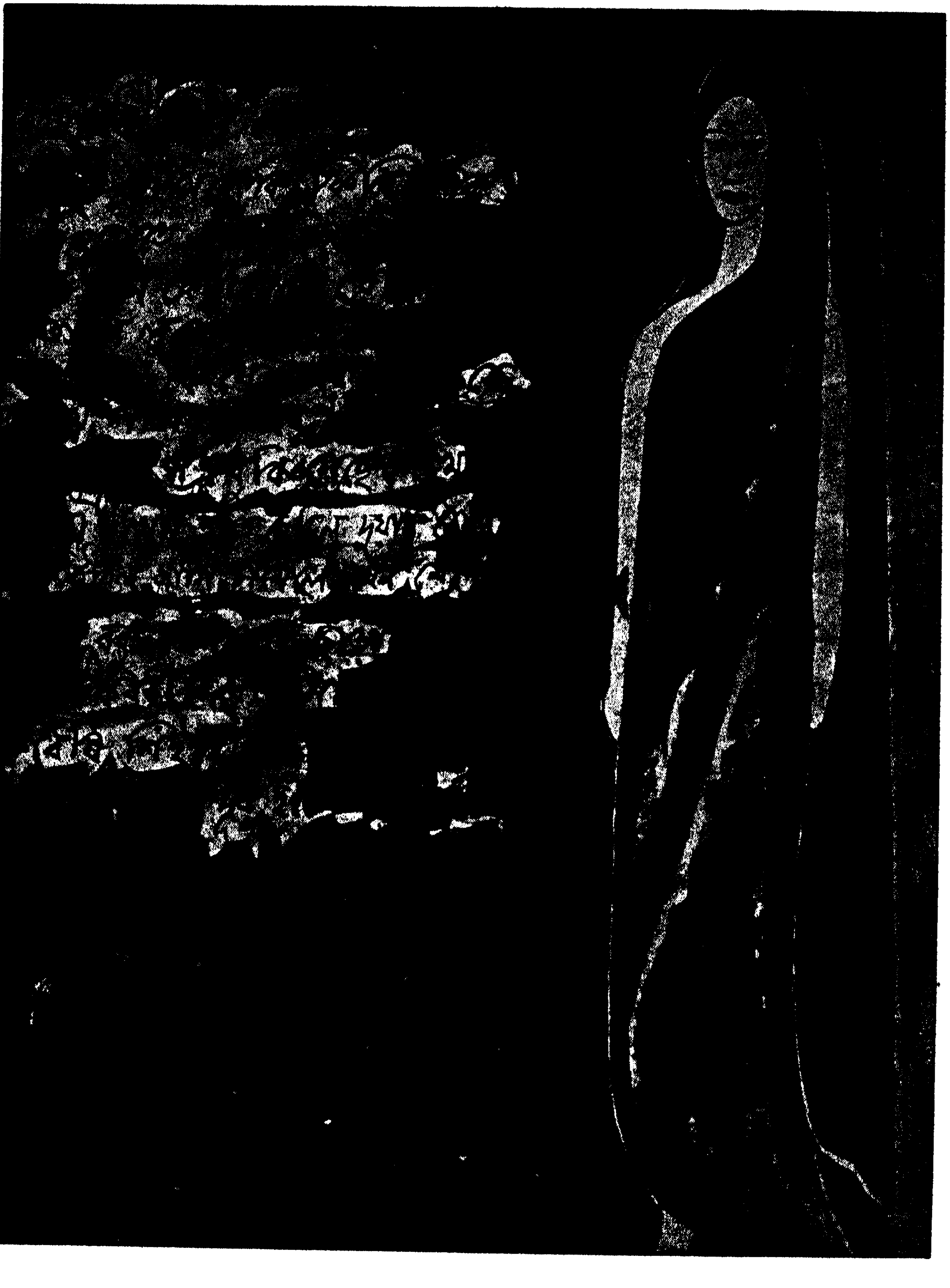
বাতাসে লুকায়ে থেকে কে যে তোরে গেছে ডেকে,
পাতায় পাতায় তোরে পত্র সে যে গেছে লেখি ॥
কখন্ দখিন হতে কে দিল দুয়ার ঠেলি,
চমকি উঠিল জাগি চামেলি নয়ন মেলি।
বকুল পেয়েছে ছাড়া, করবী দিয়েছে সাড়া,
শিরীষ শিহরি উঠে দূর হতে কারে দেখি ॥

২৪৪

ওরা অকারণে চঞ্চল।
ডালে ডালে দোলে বায়ুহিল্লোলে নব পল্লবদল ॥
ছড়ায়ে ছড়ায়ে ঝিকিমিকি আলো
দিকে দিকে ওরা কী খেলা খেলালো,
মর্মরতানে প্রাণে ওরা আনে কৈশোরকোলাহল ॥
ওরা কান পেতে শোনে গগনে গগনে
নীরবের কানাকানি,
নীলিমার কোন্ বাণী।
ওরা প্রাণঝরনার উচ্ছল ধার, ঝরিয়া ঝরিয়া বহে অনিবার,
চির তাপসিনী ধরণীর ওরা শ্যামশিখা হোমানল ॥

২৪৫

ফাগুনের নবীন আনন্দে
গানখানি গাঁথিলাম ছন্দে ॥
দিল তারে বনবীথি কোকিলের কলগীতি,
ভরি দিল বকুলের গন্ধে ॥
মাধবীর মধুময় মন্ত্র
রঙে রঙে রাঙালো দিগন্ত।
বাণী মম নিল তুলি পলাশের কলিগুলি,
বেঁধে দিল তব মণিবন্ধে ॥



রণদাচরণ উকিলের সৌজন্যে

২৪৬

বেদনা কী ভাষায় রে

মর্মে মর্মরি গুঞ্জরি বাজে ॥

সে বেদনা সমীরে সমীরে সঞ্চারে,

চঞ্চল বেগে বিশ্বে দিল দোলা ॥

দিবানিশা আছি নিদ্রাহরা বিরহে

তব নন্দনবন-অঙ্গনদ্বারে,

মনোমোহন বন্ধু—

আকুল প্রাণে

পারিজাতমালা সুগন্ধ হানে ॥

২৪৭

চলে যায় মরি হায় বসন্তের দিন।

দূর শাখে পিক ডাকে বিরামবিহীন ॥

অধীর সমীর-ভরে উচ্ছুসি বকুল ঝরে,

গন্ধ-সনে হল মন সুদূরে বিলীন ॥

পুলকিত আম্রবীথি ফাল্গুনেরই তাপে,

মধুকরগুঞ্জরনে ছায়াতল কাঁপে।

কেন আজি অকারণে সারা বেলা আনমনে

পরানে বাজায় বীণা কে গো উদাসীন ॥

২৪৮

বসন্তে-বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক—

যায় যদি সে যাক ॥

রইল তাহার বাণী রইল ভরা সুরে, রইবে না সে দূরে—

হৃদয় তাহার কুঞ্জে তোমার রইবে না নির্বাক্ ॥

ছন্দ তাহার রইবে বেঁচে

কিশলয়ের নবীন নাচে নেচে নেচে ॥

তারে তোমার বীণা যায় না যেন ভুলে,
তোমার ফুলে ফুলে
মধুকরের গুঞ্জরনে বেদনা তার থাক্‌॥

২৪৯

আমার মল্লিকাবনে যখন প্রথম ধরেছে কলি
তোমার লাগিয়া তখনি, বন্ধু, বেঁধেছিনু অঞ্জলি॥
তখনো কুহেলীজালে,
সখা, তরুণী উষার ভালে
শিশিরে শিশিরে অরুণমালিকা উঠিতেছে ছলোছলি॥
এখনো বনের গান, বন্ধু, হয় নি তো অবসান—
তবু এখনি যাবে কি চলি।
ও মোর করুণ বল্লিকা,
ও তোর শ্রান্ত মল্লিকা
ঝরো-ঝরো হল, এই বেলা তোর শেষ কথা দিস বলি॥

২৫০

ক্লান্ত যখন আম্রকলির কাল, মাধবী ঝরিল ভূমিতলে অবসন্ন,
সৌরভধনে তখন তুমি হে শালমঞ্জরী বসন্তে কর ধন্য॥
সান্ত্বনা মাগি দাঁড়ায় কুঞ্জভূমি রিক্ত বেলায় অঞ্চল যবে শূন্য—
বনসভাতলে সবার ঊর্ধ্বে তুমি, সব-অবসানে তোমার দানের পুণ্য॥

২৫১

তুমি কিছু দিয়ে যাও মোর প্রাণে গোপনে গো—
ফুলের গন্ধে বাঁশির গানে, মর্মরমুখরিত পবনে॥
তুমি কিছু নিয়ে যাও বেদনা হতে বেদনে—
যে মোর অশ্রু হাসিতে লীন, যে বাণী নীরব নয়নে॥

২৫২

আজি এই গন্ধবিধুর সমীরণে
কার সন্ধানে ফিরি বনে বনে॥
আজি ক্ষুব্ধ নীলাম্বরমাঝে একি চঞ্চল ক্রন্দন বাজে।
সুদূর দিগন্তের সকরুণ সঙ্গীত লাগে মোর চিন্তায় কাজে—
আমি খুঁজি কারে অন্তরে মনে গন্ধবিধুর সমীরণে॥
ওগো, জানি না কী নন্দনরাগে
সুখে উৎসুক যৌবন জাগে।
আজি আম্রমুকুলসৌগন্ধে, নব পল্লবমর্মরছন্দে,
চন্দ্রকিরণসুধাসিঞ্চিত অম্বরে অশ্রুসরস মহানন্দে,
আমি পুলকিত কার পরশনে গন্ধবিধুর সমীরণে॥

২৫৩

এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী—
তীরে ব'সে যায় যে বেলা, মরি গো মরি॥
ফুল-ফোটানো সারা ক'রে বসন্ত যে গেল সরে,
নিয়ে ঝরা ফুলের ডালা বলো কী করি॥
জল উঠেছে ছল্‌ছলিয়ে, ঢেউ উঠেছে দুলে,
মর্মরিয়ে ঝরে পাতা বিজন তরুমূলে।
শূন্যমনে কোথায় তাকাস।
ওরে, সকল বাতাস সকল আকাশ
আজি ওই পারের ওই বাঁশির সুরে উঠে শিহরি॥

২৫৪

বসন্তে আজ ধরার চিত্ত হল উতলা,
বুকের 'পরে দোলে দোলে দোলে দোলে রে তার পরানপুতলা॥
আনন্দেরই ছবি দোলে দিগন্তেরই কোলে কোলে,
গান দুলিছে দোলে দোলে গান দুলিছে নীল-আকাশের হৃদয়-উতলা॥

আমার দুটি মুগ্ধ নয়ন নিদ্রা ভুলেছে।
আজি আমার হৃদয়দোলায় কে গো দুলিছে।
দুলিয়ে দিল সুখের রাশি লুকিয়ে ছিল যতেক হাসি—
দুলিয়ে দিল দোলে দোলে দুলিয়ে দিল জনম-ভরা ব্যথা অতলা॥

২৫৫

তুমি কোন্ পথে যে এলে পথিক, আমি দেখি নাই তোমারে।
হঠাৎ স্বপন-সম দেখা দিলে বনেরই কিনারে॥
ফাগুনে যে বাণ ডেকেছে মাটির পাথারে।
তোমার সবুজ পালে লাগল হাওয়া, এলে জোয়ারে।
ভেসে এলে জোয়ারে— যৌবনের জোয়ারে॥
কোন্ দেশে যে বাসা তোমার কে জানে ঠিকানা।
কোন্ গানের সুরের পারে তার পথের নাই নিশানা।
তোমার সেই দেশেরই তরে আমার মন যে কেমন করে—
তোমার মালার গন্ধে তারি আভাস আমার প্রাণে বিহারে॥

২৫৬

অনেক দিনের মনের মানুষ যেন এলে কে
কোন্ ভুলে-যাওয়া বসন্ত থেকে॥
যা-কিছু সব গেছ ফেলে খুঁজতে এলে হৃদয়ে,
পথ চিনেছ চেনা ফুলের চিহ্ন দেখে॥
বুঝি মনে তোমার আছে আশা—
আমার ব্যথায় তোমার মিলবে বাসা।
দেখতে এলে সেই-যে বীণা বাজে কিনা হৃদয়ে,
তারগুলি তার ধুলায় ধুলায় গেছে কি ঢেকে॥

২৫৭

পুরাতনকে বিদায় দিলে না যে ওগো নবীন রাজা।
শুধু বাঁশি তোমার বাজালে তার পরান-মাঝে ওগো নবীন রাজা॥

মন্ত্র যে তার লাগল প্রাণে   মোহন গানে   হায়,
বিকশিয়া উঠল হিয়া নবীন সাজে   ওগো নবীন রাজা॥
তোমার রঙে দিলে তুমি রাঙিয়া   ও তার আঙিয়া   ওগো নবীন রাজা।
তোমার মালা দিলে গলে   খেলার ছলে   হায়—
তোমার   সুরে সুরে তাহার বীণা বাজে   ওগো নবীন রাজা॥

২৫৮

ঝরো-ঝরো ঝরো-ঝরো ঝরে রঙের ঝর্‌না।
আয়   আয়   আয়   আয় সে রসের সুধায় হৃদয় ভর্‌-না॥
সেই   মুক্ত বন্যাধারায় ধারায়   চিত্ত মৃত্যু-আবেশ হারায়,
ও সেই   রসের পরশ পেয়ে ধরা নিত্যনবীনবর্ণা॥
তার   কলধ্বনি দখিন-হাওয়ায় ছড়ায় গগনময়,
মর্মরিয়া আসে ছুটে নবীন কিশলয়।
বনের   বীণায় বীণায় ছন্দ জাগে   বসন্তপঞ্চমের রাগে—
ও সেই   সুরে সুরে সুর মিলিয়ে আনন্দগান ধর্‌-না॥

২৫৯

পূর্বাচলের পানে তাকাই অস্তাচলের ধারে আসি।
ডাক দিয়ে যার সাড়া না পাই তার লাগি আজ বাজাই বাঁশি॥
যখন এ কূল যাব ছাড়ি   পারের খেয়ায় দেব পাড়ি,
মোর ফাগুনের গানের বোঝা বাঁশির সাথে যাবে ভাসি॥
সেই-যে আমার বনের গলি রঙিন ফুলে ছিল আঁকা
সেই ফুলেরই ছিন্ন দলে চিহ্ন যে তার পড়ল ঢাকা।
মাঝে মাঝে কোন্‌ বাতাসে   চেনা দিনের গন্ধ আসে,
হঠাৎ বুকে চমক লাগায় আধ-ভোলা সেই কান্নাহাসি॥

২৬০

নীল আকাশের কোণে কোণে ওই বুঝি আজ শিহর লাগে   আহা।
শাল-পিয়ালের বনে বনে কেমন যেন কাঁপন জাগে   আহা॥

সুদূরে কার পায়ের ধ্বনি গণি গণি দিন-রজনী
ধরণী তার চরণ মাগে আহা ॥
দখিন-হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে কেন ডাকিস 'জাগো জাগো'।
ফিরিস মেতে শিরীষবনে, শোনাস কানে কোন্ কথা গো।
শূন্যে তোমার ওগো প্রিয় উত্তরীয় উড়ল কি ও
রবির আলো রঙিন রাগে আহা ॥

২৬১

মাধবী হঠাৎ কোথা হতে এল ফাগুন-দিনের স্রোতে।
এসে হেসেই বলে, 'যাই যাই যাই।'
পাতারা ঘিরে দলে দলে তারে কানে কানে বলে,
'না না না।'
নাচে তাই তাই তাই ॥
আকাশের তারা বলে তারে, 'তুমি এসো গগন-পারে,
তোমায় চাই চাই চাই।'
পাতারা ঘিরে দলে দলে তারে কানে কানে বলে,
'না না না।'
নাচে তাই তাই তাই ॥
বাতাস দখিন হতে আসে, ফেরে তারি পাশে পাশে,
বলে, 'আয় আয় আয় ॥'
বলে, 'নীল অতলের কূলে সুদূর অস্তাচলের মূলে
বেলা যায় যায় যায়।
বলে, 'পূর্ণশশীর রাতি ক্রমে হবে মলিন-ভাতি,
সময় নাই নাই নাই।'
পাতারা ঘিরে দলে দলে তারে কানে কানে বলে,
'না না না।'
নাচে তাই তাই তাই ॥

২৬২

নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগল,
বসন্তে সৌরভের শিখা জাগল॥
আকাশের লাগে ধাঁধা রবির আলো ওই কি বাঁধা।
বুঝি ধরার কাছে আপনাকে সে মাগল,
সর্বেক্ষেতে ফুল হয়ে তাই জাগল॥
নীল দিগন্তে মোর বেদনখানি লাগল,
অনেক কালের মনের কথা জাগল।
এল আমার হারিয়ে-যাওয়া কোন্ ফাগুনের পাগল হাওয়া।
বুঝি এই ফাগুনে আপনাকে সে মাগল,
সর্বেক্ষেতে ঢেউ হয়ে তাই জাগল॥

২৬৩

বসন্ত তার গান লিখে যায় ধূলির 'পরে কী আদরে॥
তাই সে ধুলা ওঠে হেসে বারে বারে নবীন বেশে,
বারে বারে রূপের সাজি আপনি ভরে কী আদরে॥
তেমনি পরশ লেগেছে মোর হৃদয়তলে,
সে যে তাই ধন্য হল মন্ত্রবলে।
তাই প্রাণে কোন্ মায়া জাগে, বারে বারে পুলক লাগে,
বারে বারে গানের মুকুল আপনি ধরে কী আদরে॥

২৬৪

ফাগুনের শুরু হতেই শুকনো পাতা ঝরল যত
তারা আজ কেঁদে শুধায়, 'সেই ডালে ফুল ফুটল কি গো,
ওগো কও ফুটল কত।'
তারা কয়, 'হঠাৎ হাওয়ায় এল ভাসি
মধুরের সুদূর হাসি হায়।
খ্যাপা হাওয়ায় আকুল হয়ে ঝরে গেলেম শত শত।'

তারা কয়, 'আজ কি তবে এসেছে সে নবীন বেশে।
আজ কি তবে এত ক্ষণে জাগল বনে যে গান ছিল মনে মনে
সেই বারতা কানে নিয়ে
যা ই যাই চলে এই বায়ের মতো।'

২৬৫

ফাগুনের পূর্ণিমা এল কার লিপি হাতে।
বাণী তার বুঝি না রে, ভরে মন বেদনাতে॥
উদয়শৈলমূলে জীবনের কোন্ কূলে
এই বাণী জেগেছিল কবে কোন্ মধুরাতে॥
মাধবীর মঞ্জরী মনে আনে বারে বারে
বরণের মালা গাঁথা স্মরণের পরপারে।
সমীরণে কোন্ মায়া ফিরিছে স্বপনকায়া,
বেণুবনে কাঁপে ছায়া অলখ-চরণ-পাতে॥

২৬৬

এক ফাগুনের গান সে আমার আর ফাগুনের কূলে কূলে
কার খোঁজে আজ পথ হারালো নতুন কালের ফুলে ফুলে॥
শুধায় তারে বকুল-হেনা, 'কেউ আছে কি তোমার চেনা।'
সে বলে, 'হায় আছে কি নাই
না বুঝে তাই বেড়াই ভুলে
নতুন কালের ফুলে ফুলে।'
এক ফাগুনের মনের কথা আর ফাগুনের কানে কানে
গুঞ্জরিয়া কেঁদে শুধায়, 'মোর ভাষা আর কেই বা জানে।'
আকাশ বলে, 'কে জানে সে কোন্ ভাষা যে বেড়ায় ভেসে।'
'হয়তো জানি' 'হয়তো জানি'
বাতাস বলে দুলে দুলে
নতুন কালের ফুলে ফুলে॥

২৬৭

ওরে বকুল, পারুল, ওরে শাল-পিয়ালের বন,
কোন্‌খানে আজ পাই
এমন মনের মতো ঠাঁই
যেথায় ফাগুন ভরে দেব দিয়ে সকল মন,
দিয়ে আমার সকল মন ॥
সারা গগনতলে তুমুল রঙের কোলাহলে
মাতামাতির নেই যে বিরাম কোথাও অনুক্ষণ
যেথায় ফাগুন ভরে দেব দিয়ে সকল মন,
দিয়ে আমার সকল মন ॥
ওরে বকুল, পারুল, ওরে শাল-পিয়ালের বন,
আকাশ নিবিড় ক'রে
তোরা দাঁড়াস নে ভিড় ক'রে—
আমি চাই নে, চাই নে, চাই নে এমন
গন্ধরঙের বিপুল আয়োজন।
অকূল অবকাশে যেথায় স্বপ্নকমল ভাসে
দে আমারে একটি এমন গগন-জোড়া কোণ—
যেথায় ফাগুন ভরে দেব দিয়ে সকল মন,
দিয়ে আমার সকল মন ॥

২৬৮

নিশীথরাতের প্রাণ
কোন্ সুধা যে চাঁদের আলোয় আজ করেছে পান ।
মনের সুখে তাই আজ গোপন কিছু নাই,
আঁধার-ঢাকা ভেঙে ফেলে সব করেছে দান ॥
দখিন-হাওয়ায় তার সব খুলেছে দ্বার ।
তারি নিমন্ত্রণে আজি ফিরি বনে বনে,
সঙ্গে করে এনেছি এই
রাত-জাগা মোর গান ॥

২৬৯

চেনা ফুলের গন্ধস্রোতে ফাগুন-রাতের অন্ধকারে
চিত্তে আমার ভাসিয়ে আনে নিত্যকালের অচেনারে ॥
একদা কোন্ কিশোর-বেলায় চেনা চোখের মিলন-মেলা
সেই তো খেলা করেছিল কান্নাহাসির ধারে ধারে ॥
তারি ভাষার বাণী নিয়ে প্রিয়া আমার গেছে ডেকে,
তারি বাঁশির ধ্বনি সে যে বিরহে মোর গেছে রেখে।
পরিচিত নামের ডাকে তার পরিচয় গোপন থাকে,
পেয়ে যারে পাই নে তারি পরশ পাই যে বারে বারে ॥

২৭০

মধুর বসন্ত এসেছে মধুর মিলন ঘটাতে,
মধুর মলয়সমীরে মধুর মিলন রটাতে ॥
কুহকলেখনী ছুটায়ে কুসুম তুলিছে ফুটায়ে,
লিখিছে প্রণয়কাহিনী বিবিধ বরনছটাতে।
হেরো পুরানো প্রাচীন ধরণী হয়েছে শ্যামলবরনী,
যেন যৌবনপ্রবাহ ছুটেছে কালের শাসন টুটাতে।
পুরানো বিরহ হানিছে নবীন মিলন আনিছে,
নবীন বসন্ত আইল নবীন জীবন ফুটাতে ॥

২৭১

আমার মালার ফুলের দলে আছে লেখা বসন্তের মন্ত্রলিপি।
এর মাধুর্যে আছে যৌবনের আমন্ত্রণ।
সাহানা রাগিণী এর রাঙা রঙে রঞ্জিত,
মধুকরের ক্ষুধা অশ্রুর ছন্দে গন্ধে তার গুঞ্জরে ॥
আন্ গো ডালা গাঁথ্ গো মালা,
আন্ মাধবী মালতী অশোকমঞ্জরী, আয় তোরা আয়।
আন্ করবী রঙ্গন কাঞ্চন রজনীগন্ধা প্রফুল্লমল্লিকা, আয় তোরা আয়।

মালা পর গো মালা পর্ সুন্দরী—
ত্বরা কর্ গো ত্বরা কর্ ।
আজি পূর্ণিমারাতে জাগিছে চন্দ্রমা,
বকুলকুঞ্জ দক্ষিণবাতাসে দুলিছে কাঁপিছে
থরোথরো মৃদু মর্মরি ।
নৃত্যপরা বনাঙ্গনা বনাঙ্গনে সঞ্চরে,
চঞ্চলিত চরণ ঘেরি মঞ্জীর তার গুঞ্জরে আহা ।
দিস নে মধুরাতি বৃথা বহিয়ে উদাসিনী হায় রে ।
শুভলগন গেলে চলে ফিরে দেবে না ধরা—
সুধাপসরা ধুলায় দেবে শূন্য করি, শুকাবে বঞ্জুলমঞ্জরী ।
চন্দ্রকরে অভিষিক্ত নিশীথে ঝিল্লিমুখর বনছায়ে
তন্দ্রাহারাপিকবিরহকাকলি-কূজিত দক্ষিণবায়ে
মালঞ্চ মোর ভরল ফুলে ফুলে ফুলে গো
কিংশুকশাখা চঞ্চল হল দুলে দুলে দুলে গো ॥

২৭২

আজি কমলমুকুলদল খুলিল, দুলিল রে দুলিল—
মানসসরসে রসপুলকে পলকে পলকে ঢেউ তুলিল ॥
গগন মগন হল গন্ধে, সমীরণ মূর্ছে আনন্দে,
গুন্‌গুন্ গুঞ্জনছন্দে মধুকর ঘিরি ঘিরি বন্দে—
নিখিলভুবনমন ভুলিল ।
মন ভুলিল রে মন ভুলিল ॥

২৭৩

পুষ্প ফুটে কোন্ কুঞ্জবনে,
কোন্ নিভৃতে ওরে, কোন্ গহনে ।
মাতিল আকুল দক্ষিণবায়ু সৌরভচঞ্চল সঞ্চরণে ॥

বন্ধুহারা মম অন্ধ ঘরে আছি বসে অবসন্নমনে,
উৎসবরাজ কোথায় বিরাজে কে লয়ে যাবে সে ভবনে ॥

২৭৪

এই মৌমাছিদের ঘরছাড়া কে করেছে রে
তোরা আমায় ব'লে দে ভাই, ব'লে দে রে ॥
ফুলের গোপন পরান-মাঝে নীরব সুরে বাঁশি বাজে—
ওদের সেই সুরেতে কেমনে মন হরেছে রে ॥
যে মধুটি লুকিয়ে আছে, দেয় না ধরা কারো কাছে,
সেই মধুতে কেমনে মন ভরেছে রে ॥

২৭৫

বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম বারে বারে ।
ভেবেছিলেম ফিরব না রে ॥
এই তো আবার নবীন বেশে
এলেম তোমার হৃদয়দ্বারে ॥
কে গো তুমি ।— 'আমি বকুল ।'
কে গো তুমি ।— 'আমি পারুল ।'
তোমরা কে বা ।— 'আমরা আমের মুকুল গো
এলেম আবার আলোর পারে ।'
'এবার যখন ঝরব মোরা ধরার বুকে
ঝরব তখন হাসিমুখে—
অফুরানের আঁচল ভরে
মরব মোরা প্রাণের সুখে ।'
তুমি কে গো ।— 'আমি শিমুল ।'
তুমি কে গো ।— 'কামিনী ফুল ।'
তোমরা কে বা ।— 'আমরা নবীন পাতা গো
শালের বনে ভারে ভারে ।'

২৭৬

এই কথাটাই ছিলেম ভুলে—
মিলব আবার সবার সাথে   ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে ॥
অশোকবনে আমার হিয়া   ওগো   নূতন পাতায় উঠবে জিয়া,
বুকের মাতন টুটবে বাঁধন   যৌবনেরই কূলে কূলে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে ॥
বাঁশিতে গান উঠবে পূরে
নবীন-রবির-বাণী-ভরা   আকাশবীণার সোনার সুরে।
আমার মনের সকল কোণে   ওগো   ভরবে গগন আলোক-ধনে,
কান্নাহাসির বন্যারই নীর   উঠবে আবার দুলে দুলে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে ॥

২৭৭

এবার তো যৌবনের কাছে মেনেছ হার মেনেছ ?
'মেনেছি'।
আপন-মাঝে নূতনকে আজ জেনেছ?
'জেনেছি' ॥
আবরণকে বরণ ক'রে   ছিলে কাহার জীর্ণ ঘরে ?
আপনাকে আজ বাহির করে এনেছ?
'এনেছি' ॥
এবার আপন প্রাণের কাছে মেনেছ হার মেনেছ ?
'মেনেছি'।
মরণ-মাঝে অমৃতকে জেনেছ ?
'জেনেছি'।
লুকিয়ে তোমার অমরপুরী   ধূলা-অসুর করে চুরি,
তাহারে আজ মরণ-আঘাত হেনেছ ?
'হেনেছি' ॥

২৭৮

সেই তো বসন্ত ফিরে এল, হৃদয়ের বসন্ত ফুরায় হায় রে।
সব মরুময়, মলয়-অনিল এসে কেঁদে শেষে ফিরে চলে যায় হায় রে॥
কত শত ফুল ছিল হৃদয়ে, ঝরে গেল, আশালতা শুকালো—
পাখিগুলি দিকে দিকে চলে যায়।
শুকানো পাতায় ঢাকা বসন্তের মৃতকায়,
প্রাণ করে হায়-হায় হায় রে॥
ফুরাইল সকলই।
প্রভাতের মৃদু হাসি, ফুলের রূপরাশি, ফিরিবে কি আর।
কিবা জোছনা ফুটিত রে কিবা যামিনী—
সকলই হারালো, সকলই গেল রে চলিয়া, প্রাণ করে হায় হায় হায় রে॥

২৭৯

নিবিড় অন্তরতর বসন্ত এল প্রাণে।
জগতজনহৃদয়ধন, চাহি তব পানে॥
হরষরস বরষি যত তৃষিত ফুলপাতে
কুঞ্জকাননপবন পরশ তব আনে॥
মুগ্ধ কোকিল মুখর রাত্রি দিন যাপে,
মর্মরিত পল্লবিত সকল বন কাঁপে।
দশ দিশি সুরম্য সুন্দর মধুর হেরি,
দুঃখ হল দূর সব-দৈন্য-অবসানে॥

২৮০

নব নব পল্লবরাজি
সব বন উপবনে উঠে বিকশিয়া,
দখিনপবনে সঙ্গীত উঠে বাজি।
মধুর সুগন্ধে আকুল ভুবন, হাহা করিছে মম জীবন।
এসো এসো সাধনধন, মম মন করো পূর্ণ আজি॥

২৮১

মম অন্তর উদাসে
পল্লবমর্মরে কোন্ চঞ্চল বাতাসে॥
জ্যোৎস্নাজড়িত নিশা ঘুমে-জাগরণে-মিশা
বিহ্বল আকুল কার অঞ্চলসুবাসে॥
থাকিতে না দেয় ঘরে, কোথায় বাহির করে
সুন্দর সুদূরে কোন্ নন্দন-আকাশে।
অতীত দিনের পারে স্মরণসাগর-ধারে
বেদনা লুকানো কোন্ ক্রন্দন-আভাসে॥

২৮২

ফাগুন-হাওয়ায় রঙে রঙে পাগল ঝোরা লুকিয়ে ঝরে
গোলাপ জবা পারুল পলাশ পারিজাতের বুকের 'পরে॥
সেইখানে মোর পরানখানি যখন পারি বহে আনি,
নিলাজ-রাঙা পাগল রঙে রঙিয়ে নিতে থরে থরে॥
বাহির হলেম ব্যাকুল হাওয়ার উতল পথের চিহ্ন ধরে—
ওগো তুমি রঙের পাগল, ধরব তোমায় কেমন করে।
কোন্ আড়ালে লুকিয়ে রবে, তোমায় যদি না পাই তবে
রক্তে আমার তোমার পায়ের রঙ লেগেছে কিসের তরে॥

২৮৩

ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে।
অনেক হাসি অনেক অশ্রুজলে
ফাগুন দিল বিদায়মন্ত্র আমার হিয়াতলে॥
ঝরা পাতা গো, বসন্তী রঙ দিয়ে
শেষের বেশে সেজেছ তুমি কি এ।

প্রকৃতি

খেলিলে হোলি ধুলায় ঘাসে ঘাসে
বসন্তের এই চরম ইতিহাসে।
তোমারি মতো আমারো উত্তরী
আগুন-রঙে দিয়ো রঙিন করি—
অস্তরবি লাগাক পরশমণি
প্রাণের মম শেষের সম্বলে॥

বিচিত্র

১

আমার ক্ষমো হে ক্ষমো, নমো হে নমো, তোমায় স্মরি, হে নিরুপম,

নৃত্যরসে চিত্ত মম উছল হয়ে বাজে ॥

আমার সকল দেহের আকুল রবে মন্ত্রহারা তোমার স্তবে

ডাইনে বামে ছন্দ নামে নবজনমের মাঝে।

বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ সঙ্গীতে বিরাজে ॥

একি পরম ব্যথায় পরান কাঁপায়, কাঁপন বক্ষে লাগে।

শান্তিসাগরে ঢেউ খেলে যায়, সুন্দর তায় জাগে।

আমার সব চেতনা সব বেদনা রচিল এ যে কী আরাধনা—

তোমার পায়ে মোর সাধনা মরে না যেন লাজে।

বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ সঙ্গীতে বিরাজে ॥

কানন হতে তুলি নি ফুল, মেলে নি মোরে ফল।

কলস মম শূন্যসম, ভরি নি তীর্থজল।

আমার তনু তনুতে বাঁধনহারা হৃদয় ঢালে অধরা ধারা—

তোমার চরণে হোক তা সারা পূজার পুণ্য কাজে।

বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ সঙ্গীতে বিরাজে ॥

২

নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ, ঘুচাও ঘুচাও ঘুচাও সকল বন্ধ হে।

সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও মুক্ত সুরের ছন্দ হে ॥

তোমার চরণপবনপরশে সরস্বতীর মানসসরসে

যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে

ঢেউ তুলে দাও, মাতিয়ে জাগাও অমলকমলগন্ধ হে ॥

নমো নমো নমো—

তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম ॥

নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ, নৃত্যে তোমার মায়া,
বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে কাঁপে নৃত্যের ছায়া।
তোমার বিশ্ব-নাচের দোলায় দোলায় বাঁধন পরায় বাঁধন খোলায়
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে,
অন্ত কে তার সন্ধান পায় ভাবিতে লাগায় ধন্দ হে॥
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম॥

নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু,
পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্র ভানু।
তব নৃত্যের প্রাণবেদনায় বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে,
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময় তোমার পরমানন্দ হে॥
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম॥

মোর সংসারে তাণ্ডব তব কম্পিত জটাজালে।
লোকে লোকে ঘুরে এসেছি তোমার নাচের ঘূর্ণিতালে।
ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর, ওগো শঙ্কর, হে ভয়ঙ্কর,
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে,
জীবন-মরণ-নাচের ডমরু বাজাও জলদমন্দ্র হে॥
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম॥

৩

নাই ভয়, নাই ভয়, নাই রে।
থাক্ পড়ে থাক্ ভয় বাইরে।
জাগো, মৃত্যুঞ্জয়, চিত্তে থৈ থৈ নর্তননৃত্যে

ওরে মন, বন্ধনছিন্ন
দাও তালি তাই তাই তাই রে ॥

৪

প্রলয়নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে,
হে নটরাজ, জটার বাঁধন পড়ল খুলে ॥
জাহ্নবী তাই মুক্ত ধারায় উন্মাদিনী দিশা হারায়,
সঙ্গীতে তার তরঙ্গদল উঠল দুলে ॥
রবির আলো সাড়া দিল আকাশ-পারে,
শুনিয়ে দিল অভয়বাণী ঘর-ছাড়ারে।
আপন স্রোতে আপনি মাতে, সাথি হল আপন-সাথে,
সব-হারা সে সব পেল তার কূলে কূলে ॥

৫

দুই হাতে—
কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে ডাইনে বাঁয়ে দুই হাতে,
সুপ্তি ছুটে নৃত্য উঠে নিত্য নূতন সংঘাতে ॥
বাজে ফুলে, বাজে কাঁটায়, আলোছায়ার জোয়ার-ভাঁটায়,
প্রাণের মাঝে ওই-যে বাজে দুঃখে সুখে শঙ্কাতে ॥
তালে তালে সাঁঝ-সকালে রূপ-সাগরে ঢেউ লাগে।
সাদা-কালোর দ্বন্দ্বে যে ওই ছন্দে নানান রঙ জাগে।
এই তালে তোর গান বেঁধে নে— কান্নাহাসির তান সেধে নে,
ডাক দিল শোন্ মরণ বাঁচন নাচন-সভার ডঙ্কাতে ॥

৬

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ।

তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ ॥
হাসি কান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালো মন্দ তালে তালে।
নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ।
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ,
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ—
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ ॥

৭

আমার ঘুর লেগেছে— তাধিন্ তাধিন্।
তোমার পিছন পিছন নেচে নেচে ঘুর লেগেছে তাধিন্ তাধিন্।
তোমার তালে আমার চরণ চলে, শুনতে না পাই কে কী বলে—
তাধিন্ তাধিন্।
তোমার গানে আমার প্রাণে যে কোন্ পাগল ছিল সেই জেগেছে—
তাধিন্ তাধিন্।
আমার লাজের বাঁধন সাজের বাঁধন খ'সে গেল ভজন সাধন—
তাধিন্ তাধিন্।
বিষম নাচের বেগে দোলা লেগে ভাবনা যত সব ভেগেছে—
তাধিন্ তাধিন্ ॥

৮

কমলবনের মধুপরাজি, এসো হে কমলভবনে।
কী সুধাগন্ধ এসেছে আজি নববসন্তপবনে ॥
অমল চরণ ঘেরিয়া পুলকে শত শতদল ফুটিল,
বারতা তাহারি দ্যুলোকে ভূলোকে ছুটিল ভুবনে ভুবনে ॥

গ্রহে তারকায় কিরণে কিরণে বাজিয়া উঠিছে রাগিণী
গীতগুঞ্জন কূজনকাকলি আকুলি উঠিছে শ্রবণে।
সাগর গাহিছে কল্লোলগাথা, বায়ু বাজাইছে শঙ্খ—
সামগান উঠে বনপল্লবে, মঙ্গলগীত জীবনে॥

৯

এসো গো নূতন জীবন।
এসো গো কঠোর নিঠুর নীরব, এসো গো ভীষণ শোভন॥
এসো অপ্রিয় বিরস তিক্ত, এসো গো অশ্রুসলিলসিক্ত,
এসো গো ভূষণবিহীন রিক্ত, এসো গো চিত্তপাবন॥
থাক্ বীণাবেণু, মালতীমালিকা পূর্ণিমানিশি, মায়াকুহেলিকা—
এসো গো প্রখর হোমানলশিখা হৃদয়শোণিতপ্রাশন।
এসো গো পরমদুঃখনিলয়, আশা-অঙ্কুর করহ বিলয়—
এসো সংগ্রাম, এসো মহাজয়, এসো গো মরণসাধন॥

১০

মধুর মধুর ধ্বনি বাজে
হৃদয়কমলবনমাঝে॥
নিভৃতবাসিনী বীণাপাণি অমৃতমুরতিমতী বাণী
হিরণকিরণ ছবিখানি— পরানের কোথা সে বিরাজে॥
মধুঋতু জাগে দিবানিশি পিককুহরিত দিশি দিশি।
মানসমধুপ পদতলে মুরছি পড়িছে পরিমলে।
এসো দেবী, এসো এ আলোকে, একবার তোরে হেরি চোখে—
গোপনে থেকো না মনোলোকে ছায়াময় মায়াময় সাজে॥

১১

ওঠো রে মলিনমুখ, চলো এইবার।
এসো রে তৃষিত-বুক, রাখো হাহাকার॥

হেরো ওই গেল বেলা, ভাঙিল ভাঙিল মেলা—
গেল সবে ছাড়ি খেলা ঘরে যে যাহার॥
হে ভিখারি, কারে তুমি শুনাইছ সুর—
রজনী আঁধার হল, পথ অতি দূর।
ক্ষুধিত তৃষিত প্রাণে আর কাজ নাহি গানে—
এখন বেসুর তানে বাজিছে সেতার॥

১২

আমার নাইবা হল পারে যাওয়া।
যে হাওয়াতে চলত তরী অঙ্গেতে সেই লাগাই হাওয়া॥
নেই যদি বা জমল পাড়ি ঘাট আছে তো বসতে পারি।
আমার আশার তরী ডুবল যদি দেখব তোদের তরী-বাওয়া॥
হাতের কাছে কোলের কাছে যা আছে সেই অনেক আছে।
আমার সারা দিনের এই কি রে কাজ— ওপার-পানে কেঁদে চাওয়া।
কম কিছু মোর থাকে হেথা পুরিয়ে নেব প্রাণ দিয়ে তা।
আমার সেইখানেতেই কল্পলতা যেখানে মোর দাবি-দাওয়া॥

১৩

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,
আমি বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে,
চুকিয়ে দেব বেচা কেনা,
মিটিয়ে দেব গো, মিটিয়ে দেব লেনা দেনা,
বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে—
তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে।

যখন জমবে ধুলা তানপুরাটার তারগুলায়,
কাঁটালতা উঠবে ঘরের দ্বারগুলায়, আহা,
ফুলের বাগান ঘন ঘাসের পরবে সজ্জা বনবাসের,

শ্যাওলা এসে ঘিরবে দিঘির ধারগুলায়—
তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে।

তখন এমনি করেই বাজবে বাঁশি এই নাটে,
কাটবে দিন কাটবে,
কাটবে গো দিন আজও যেমন দিন কাটে, আহা,
ঘাটে ঘাটে খেয়ার তরী এমনি সে দিন উঠবে ভরি—
চরবে গোরু খেলবে রাখাল ওই মাঠে।
তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে।

তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি— আহা,
নতুন নামে ডাকবে মোরে, বাঁধবে নতুন বাহু-ডোরে,
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি।
তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে,
তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাইবা আমায় ডাকলে॥

১৪

গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ আমার মন ভুলায় রে।
ওরে কার পানে মন হাত বাড়িয়ে লুটিয়ে যায় ধুলায় রে॥
ও যে আমায় ঘরের বাহির করে, পায়ে-পায়ে পায়ে ধরে—
ও যে কেড়ে আমায় নিয়ে যায় রে যায় রে কোন্ চুলায় রে।
ও যে কোন্ বাঁকে কী ধন দেখাবে, কোন্‌খানে কী দায় ঠেকাবে—
কোথায় গিয়ে শেষ মেলে যে ভেবেই না কুলায় রে॥

১৫

এই তো ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়।
শালের বনে খ্যাপা হাওয়া, এই তো আমার মনকে মাতায়।

রাঙা মাটির রাস্তা বেয়ে হাটের পথিক চলে ধেয়ে,
ছোটো মেয়ে ধুলায় বসে খেলার ডালি একলা সাজায়—
সামনে চেয়ে এই যা দেখি চোখে আমার বীণা বাজায়॥

আমার এ যে বাঁশের বাঁশি, মাঠের সুরে আমার সাধন।
আমার মনকে বেঁধেছে রে এই ধরণীর মাটির বাঁধন।
নীল আকাশের আলোর ধারা পান করেছে নতুন যারা
সেই ছেলেদের চোখের চাওয়া নিয়েছি মোর দু চোখ পুরে—
আমার বীণায় সুর বেঁধেছি ওদের কচি গলার সুরে॥

দূরে যাবার খেয়াল হলে সবাই মোরে ঘিরে থামায়—
গাঁয়ের আকাশ সজনে ফুলের হাতছানিতে ডাকে আমায়।
ফুরায় নি, ভাই, কাছের সুধা, নাই যে রে তাই দূরের ক্ষুধা—
এই-যে এ-সব ছোটোখাটো পাই নি এদের কূলকিনারা।
তুচ্ছ দিনের গানের পালা আজও আমার হয় নি সারা॥

লাগল ভালো, মন ভোলালো, এই কথাটাই গেয়ে বেড়াই—
দিনে রাতে সময় কোথা, কাজের কথা তাই তো এড়াই।
মজেছে মন, মজল আঁখি— মিথ্যে আমায় ডাকাডাকি—
ওদের আছে অনেক আশা, ওরা করুক অনেক জড়ো—
আমি কেবল গেয়ে বেড়াই, চাই নে হতে আরো বড়ো॥

১৬

রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও যাও গো এবার যাবার আগে—
তোমার আপন রাগে, তোমার গোপন রাগে,
তোমার তরুণ হাসির অরুণ রাগে
অশ্রুজলের করুণ রাগে॥
রঙ যেন মোর মর্মে লাগে, আমার সকল কর্মে লাগে,
সন্ধ্যাদীপের আগায় লাগে, গভীর রাতের জাগায় লাগে॥

যাবার আগে যাও গো আমায় জাগিয়ে দিয়ে,
রক্তে তোমার চরণ-দোলা লাগিয়ে দিয়ে।
আঁধার নিশার বক্ষে যেমন তারা জাগে,
পাষাণগুহার কক্ষে নিঝর-ধারা জাগে,
মেঘের বুকে যেমন মেঘের মন্দ্র জাগে,
বিশ্ব-নাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে,
তেমনি আমায় দোল দিয়ে যাও যাবার পথে আগিয়ে দিয়ে,
কাঁদন-বাঁধন ভাগিয়ে দিয়ে॥

১৭

আমার অন্ধপ্রদীপ শূন্য-পানে চেয়ে আছে,
সে যে লজ্জা জানায় ব্যর্থ রাতের তারার কাছে॥
ললাটে তার পড়ুক লিখা
তোমার লিখন ওগো শিখা—
বিজয়টিকা দাও গো এঁকে এই সে যাচে॥
হায় কাহার পথে বাহির হলে বিরহিণী!
তোমার আলোক-ঋণে করো তুমি আমায় ঋণী।
তোমার রাতে আমার রাতে
এক আলোকের সূত্রে গাঁথে
এমন ভাগ্য হায় গো আমার হারায় পাছে॥

১৮

কেন যে মন ভোলে আমার মন জানে না।
তারে মানা করে কে, আমার মন মানে না॥
কেউ বোঝে না তারে, সে যে বোঝে না আপ্‌নারে।
সবাই লজ্জা দিয়ে যায়, সে তো কানে আনে না॥
তার খেয়া গেল পারে, সে যে রইল নদীর ধারে।
কাজ ক'রে সব সারা ওই এগিয়ে গেল কারা,
আন্‌মনা মন সে দিক-পানে দৃষ্টি হানে না॥

১৯

আমারে ডাক দিল কে ভিতর পানে—
ওরা যে ডাকতে জানে ॥
আশ্বিনে ওই শিউলিশাখে
মৌমাছিরে যেমন ডাকে
প্রভাতে সৌরভের গানে ॥
ঘরছাড়া আজ ঘর পেল যে, আপন মনে রইল মজে।
হাওয়ায় হাওয়ায় কেমন ক'রে খবর যে তার পৌঁছল রে
ঘর-ছাড়া ওই মেঘের কানে ॥

২০

হাটের ধুলা সয় না যে আর, কাতর করে প্রাণ।
তোমার সুরসুরধুনীর ধারায় করাও আমায় স্নান ॥
জাগাক তারি মৃদঙ্গরোল, রক্তে তুলুক তরঙ্গদোল,
অঙ্গ হতে ফেলুক ধুয়ে সকল অসম্মান—
সব কোলাহল দিক্‌ ডুবায়ে তাহার কলতান ॥
সুন্দর হে, তোমার ফুলে গেঁথেছিলেম মালা—
সেই কথা আজ মনে করাও, ভুলাও সকল জ্বালা।
তোমার গানের পদ্মবনে আবার ডাকো নিমন্ত্রণে—
তারি গোপন সুধাকণা আবার করাও পান,
তারি রেণুর তিলকলেখা আমায় করো দান ॥

২১

আমি একলা চলেছি এ ভবে,
আমায় পথের সন্ধান কে কবে।
ভয় নেই, ভয় নেই—
যাও আপন মনেই

যেমন একলা মধুপ ধেয়ে যায়
কেবল ফুলের সৌরভে ॥

২২

স্বপন-পারের ডাক শুনেছি, জেগে তাই তো ভাবি—
কেউ কখনো খুঁজে কি পায় স্বপ্নলোকের চাবি ॥
নয় তো সেথায় যাবার তরে, নয় কিছু তো পাবার তরে,
নাই কিছু তার দাবি—
বিশ্ব হতে হারিয়ে গেছে স্বপ্নলোকের চাবি ॥
চাওয়া-পাওয়ার বুকের ভিতর না-পাওয়া ফুল ফোটে,
দিশাহারা গন্ধে তারি আকাশ ভরে ওঠে।
খুঁজে যারে বেড়াই গানে, প্রাণের গভীর অতল-পানে
যে জন গেছে নাবি,
সেই নিয়েছে চুরি করে স্বপ্নলোকের চাবি ॥

২৩

আপন-মনে গোপন কোণে লেখাজোখার কারখানাতে
দুয়ার রুধে বচন কুঁদে খেলনা আমায় হয় বানাতে ॥
এই জগতের সকাল সাঁজে ছুটি আমার সকল্ কাজে,
মিলে মিলে মিলিয়ে কথা রঙে রঙে হয় মানাতে ॥
কে গো আছে ভুবন-মাঝে নিত্যশিশু আনন্দেতে,
ডাকে আমায় বিশ্বখেলায় খেলাঘরের জোগান দিতে।
বনের হাওয়ায় সকাল-বেলা ভাসায় সে যে গানের ভেলা,
সেই তো কাঁপায় সুরের কাঁপন মৌমাছিদের নীল ডানাতে ॥

২৪

সকাল-বেলার কুঁড়ি আমার বিকালে যায় টুটে,
মাঝখানে হায় হয় নি দেখা উঠল যখন ফুটে ॥

ঝরা ফুলের পাপড়িগুলি ধুলো থেকে আনিস তুলি,
শুকনো পাতায় গাঁথব মালা হৃদয়পত্রপুটে।
যখন সময় ছিল দিল ফাঁকি—
এখন আন্ কুড়ায়ে দিনের শেষে অসময়ের ছিন্ন বাকি।
কৃষ্ণরাতের চাঁদের কণা আঁধারকে দেয় যে সান্ত্বনা
তাই নিয়ে মোর মিটুক আশা— স্বপন গেছে ছুটে॥

২৫

পাগল যে তুই, কণ্ঠ ভরে
জানিয়ে দে তাই সাহস করে॥
দেয় যদি তোর দুয়ার নাড়া
থাকিস কোণে, দিস নে সাড়া—
বলুক সবাই 'সৃষ্টিছাড়া', বলুক সবাই 'কী কাজ তোরে'॥
বল্ রে 'আমি কেহই না গো,
কিছুই নহি, যে হই-না'।
শুনে বনে উঠবে হাসি,
দিকে দিকে বাজবে বাঁশি—
বলবে বাতাস 'ভালোবাসি', বাঁধবে আকাশ অলখ ডোরে॥

২৬

খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি আমার মনের ভিতরে।
কত রাত তাই তো জেগেছি বলব কী তোরে॥
প্রভাতে পথিক ডেকে যায়, অবসর পাই নে আমি হায়—
বাহিরের খেলায় ডাকে সে, যাব কী ক'রে॥
যা আমার সবার হেলাফেলা যাচ্ছে ছড়াছড়ি
পুরোনো ভাঙা দিনের ঢেলা, তাই দিয়ে ঘর গড়ি।
যে আমার নতুন খেলার জন তারি এই খেলার সিংহাসন,
ভাঙারে জোড়া দেবে সে কিসের মন্তরে॥

২৭

গোপন প্রাণে একলা মানুষ যে
তারে কাজের পাকে জড়িয়ে রাখিস নে ॥
তার একলা ঘরের ধেয়ান হতে উঠুক-না গান নানা স্রোতে,
তার আপন সুরের ভুবন-মাঝে তারে থাকতে দে ॥
তোর প্রাণের মাঝে একলা মানুষ যে
তারে দশের ভিড়ে ভিড়িয়ে রাখিস নে।
কোন্ আরেক একা ওরে খোঁজে, সেই তো ওরই দরদ বোঝে—
যেন পথ খুঁজে পায়, কাজের ফাঁকে ফিরে না যায় সে ॥

২৮

আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে
ডাক দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে ॥
তাই তো আমার এই জীবনের বনচ্ছায়ে
ফাগুন আসে ফিরে ফিরে দখিন-বায়ে,
নতুন সুরে গান উড়ে যায় আকাশ-পারে,
নতুন রঙে ফুল ফুটে তাই ভারে ভারে ॥
ওগো আমার নিত্য-নূতন, দাঁড়াও হেসে।
চলব তোমার নিমন্ত্রণে নবীন বেশে।
দিনের শেষে নিবল যখন পথের আলো,
সাগরতীরে যাত্রা আমার যেই ফুরালো,
তোমার বাঁশি বাজে সাঁঝের অন্ধকারে—
শূন্যে আমার উঠল তারা সারে সারে ॥

২৯

এ শুধু অলস মায়া, এ শুধু মেঘের খেলা,
এ শুধু মনের সাধ বাতাসেতে বিসর্জন।

এ শুধু আপনমনে মালা গেঁথে ছিঁড়ে ফেলা,
নিমেষের হাসিকান্না গান গেয়ে সমাপন।
শ্যামল পল্লবপাতে রবিকরে সারা বেলা
আপনারই ছায়া লয়ে খেলা করে ফুলগুলি—
এও সেই ছায়াখেলা বসন্তের সমীরণে।
কুহকের দেশে যেন সাধ ক'রে পথ ভুলি
হেথা হোথা ঘুরি ফিরি সারা দিন আনমনে।
কারে যেন দেব' ব'লে কোথা যেন ফুল তুলি—
সন্ধ্যায় মলিন ফুল উড়ে যায় বনে বনে।
এ খেলা খেলিবে, হায়, খেলার সাথি কে আছে।
ভুলে ভুলে গান গাই— কে শোনে, কে নাই শোনে—
যদি কিছু মনে পড়ে, যদি কেহ আসে কাছে॥

৩০

যে আমি ওই ভেসে চলে কালের ঢেউয়ে আকাশতলে
ওরই পানে দেখছি আমি চেয়ে।
ধুলার সাথে, জলের সাথে, ফুলের সাথে, ফলের সাথে,
সবার সাথে চলছে ও যে ধেয়ে॥
ও যে সদাই বাইরে আছে, দুঃখে সুখে নিত্য নাচে—
ঢেউ দিয়ে যায়, দোলে যে ঢেউ খেয়ে।
একটু ক্ষয়ে ক্ষতি লাগে, একটু ঘায়ে ক্ষত জাগে—
ওরই পানে দেখছি আমি চেয়ে॥
যে আমি যায় কেঁদে হেসে তাল দিতেছে মৃদঙ্গে সে,
অন্য আমি উঠতেছি গান গেয়ে।
ও যে সচল ছবির মতো, আমি নীরব কবির মতো—
ওরই পানে দেখছি আমি চেয়ে।
এই-যে আমি ওই আমি নই, আপন-মাঝে আপনি যে রই,
যাই নে ভেসে মরণধারা বেয়ে—

মুক্ত আমি, তৃপ্ত আমি, শান্ত আমি, দীপ্ত আমি,
ওরই পানে দেখছি আমি চেয়ে ॥

৩১

দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না—
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।
কান্নাহাসির বাঁধন তারা সইল না—
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি ॥
আমার প্রাণের গানের ভাষা
শিখবে তারা ছিল আশা—
উড়ে গেল, সকল কথা কইল না—
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি ॥
স্বপন দেখি, যেন তারা কার আশে
ফেরে আমার ভাঙা খাঁচার চার পাশে—
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।
এত বেদন হয় কি ফাঁকি।
ওরা কি সব ছায়ার পাখি।
আকাশ-পারে কিছুই কি গো বইল না—
সেই-যে আমার নানা রঙের দিনগুলি ॥

৩২

তরীতে পা দিই নি আমি, পারের পানে যাই নি গো।
ঘাটেই বসে কাটাই বেলা, আর কিছু তো চাই নি গো ॥
তোরা যাবি রাজার পুরে অনেক দূরে,
তোদের রথের চাকার সুরে
আমার সাড়া পাই নি গো ॥
আমার এ যে গভীর জলে খেয়া বাওয়া,
হয়তো কখন্ নিভৃত রাতে উঠবে হাওয়া।

আসবে মাঝি ও পার হতে উজান স্রোতে,
সেই আশাতেই চেয়ে আছি— তরী আমার বাই নি গো ॥

৩৩

আমি ফিরব না রে, ফিরব না আর, ফিরব না রে—
এমন হাওয়ার মুখে ভাসল তরী—
কূলে ভিড়ব না আর, ভিড়ব না রে ॥
ছড়িয়ে গেছে সুতো ছিঁড়ে, তাই খুঁটে আজ মরব কি রে—
এখন ভাঙা ঘরের কুড়িয়ে খুঁটি
বেড়া ঘিরব না আর, ঘিরব না রে ॥
ঘাটের রশি গেছে কেটে, কাঁদব কি তাই বক্ষ ফেটে—
এখন পালের রশি ধরব কষি,
এ রশি ছিঁড়ব না আর, ছিঁড়ব না রে ॥

৩৪

আয় আয় রে পাগল, ভুলবি রে চল্ আপনাকে,
তোর একটুখানির আপনাকে।
তুই ফিরিস নে আর এই চাকাটার ঘুরপাকে ॥
কোন্ হঠাৎ হাওয়ার ঢেউ উঠে
তোর ঘরের আগল যায় টুটে,
ওরে সুযোগ ধরিস, বেরিয়ে পড়িস সেই ফাঁকে—
তোর দুয়ার-ভাঙার সেই ফাঁকে ॥
নানান গোলে তুফান তোলে চার দিকে—
তুই বুঝিস নে, মন, ফিরবি কখন কার দিকে।
তোর আপন বুকের মাঝখানে
কী যে বাজায় কে যে সেই জানে—
ওরে পথের খবর মিলবে রে তোর সেই ডাকে—
তোর আপন বুকের সেই ডাকে ॥

৩৫

কোন্ সুদূর হতে আমার মনোমাঝে
বাণীর ধারা বহে— আমার প্রাণে প্রাণে।
আমি কখন্ শুনি, কখন্ শুনি না যে,
কখন্ কী যে কহে— আমার কানে কানে॥
আমার ঘুমে আমার কোলাহলে
আমার আঁখি-জলে তাহারি সুর,
তাহারি সুর জীবন-গুহাতলে
গোপন গানে রহে— আমার কানে কানে॥
কোন্ ঘন গহন বিজন তীরে তীরে
তাহার ভাঙা গড়া— ছায়ার তলে তলে।
আমি জানি না কোন্ দক্ষিণসমীরে
তাহার ওঠা পড়া— ঢেউয়ের ছলোছলে।
এই ধরণীরে গগন-পারের ছাঁদে সে যে তারার সাথে বাঁধে,
সুখের সাথে দুখ মিলায়ে কাঁদে
'এ নহে এই নহে— নহে নহে, এ নহে এই নহে'—
কাঁদে কানে কানে॥

৩৬

আকাশ হতে আকাশ-পথে হাজার স্রোতে
ঝরছে জগৎ ঝরনাধারার মতো॥
আমার শরীর মনের অধীর ধারা সাথে সাথে বইছে অবিরত।
দুই প্রবাহের ঘাতে ঘাতে উঠতেছে গান দিনে রাতে,
সেই গানে গানে আমার প্রাণে ঢেউ লেগেছে কত।
আমার হৃদয়তটে চূর্ণ সে গান ছড়ায় শত শত।
ওই আকাশ-ডোবা ধারার দোলায় দুলি অবিরত॥
এই নৃত্য-পাগল ব্যাকুলতা বিশ্বপরানে
নিত্য আমায় জাগিয়ে রাখে, শান্তি না মানে।

চিরদিনের কান্নাহাসি উঠছে ভেসে রাশি রাশি—
এ-সব দেখতেছে কোন্ নিদ্রাহারা নয়ন অবনত।
ওগো, সেই নয়নে নয়ন আমার হোক-না নিমেষহত—
ওই আকাশ-ভরা দেখার সাথে দেখব অবিরত॥

৩৭

আলোক-চোরা লুকিয়ে এল ওই—
তিমিরজয়ী বীর, তোরা আজ কই।
এই কুয়াশা-জয়ের দীক্ষা কাহার কাছে লই॥
মলিন হল শুভ্র বরন, অরুণ-সোনা করল হরণ,
লজ্জা পেয়ে নীরব হল উষা জ্যোতির্ময়ী॥
সুপ্তিসাগরতীর বেয়ে সে এসেছে মুখ ঢেকে,
অঙ্গে কালি মেখে।
রবির রশ্মি কই গো তোরা, কোথায় আঁধার-ছেদন ছোরা,
উদয়শৈলশৃঙ্গ হতে বল্ 'মাভৈঃ মাভৈঃ'॥

৩৮

জাগ' আলসশয়নবিলগ্ন।
জাগ' তামসগহননিমগ্ন॥
ধৌত করুক করুণারুণবৃষ্টি সুপ্তিজড়িত যত আবিল দৃষ্টি,
জাগ' দুঃখভারনত উদ্যমভগ্ন॥
জ্যোতিসম্পদ ভরি দিক চিত্ত ধনপ্রলোভননাশন বিত্ত,
জাগ' পুণ্যবসন পর' লজ্জিত নগ্ন॥

৩৯

তোমার আসন শূন্য আজি হে বীর পূর্ণ করো—
ওই-যে দেখি বসুন্ধরা কাঁপল থরোথরো॥
বাজল তূর্য আকাশপথে— সূর্য আসেন অগ্নিরথে আকাশপথে,
এই প্রভাতে দখিন হাতে বিজয়খড়্গ ধরো॥

ধর্ম তোমার সহায়, তোমার সহায় বিশ্ববাণী।
অমর বীর্য সহায় তোমার, সহায় বজ্রপাণি।
দুর্গম পথ সগৌরবে তোমার চরণচিহ্ন লবে সগৌরবে—
চিত্তে অভয় বর্ম, তোমার বক্ষে তাহাই পরো॥

৪০

মোরা সত্যের 'পরে মন আজি করিব সমর্পণ।
জয় জয় সত্যের জয়।
মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য, খুঁজিব সত্যধন।
জয় জয় সত্যের জয়।
যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু মিথ্যাচিন্তা নয়।
যদি দৈন্য বহিতে হয় তবু মিথ্যাকর্ম নয়।
যদি দণ্ড সহিতে হয় তবু মিথ্যাবাক্য নয়।
জয় জয় সত্যের জয়॥

মোরা মঙ্গলকাজে প্রাণ আজি করিব সকলে দান।
জয় জয় মঙ্গলময়।
মোরা লভিব পুণ্য, শোভিব পুণ্যে, গাহিব পুণ্যগান।
জয় জয় মঙ্গলময়।
যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু অশুভচিন্তা নয়।
যদি দৈন্য বহিতে হয় তবু অশুভকর্ম নয়।
যদি দণ্ড সহিতে হয় তবু অশুভবাক্য নয়।
জয় জয় মঙ্গলময়॥

সেই অভয় ব্রহ্মনাম আজি মোরা সবে লইলাম—
যিনি সকল ভয়ের ভয়।
মোরা করিব না শোক যা হবার হোক, চলিব ব্রহ্মধাম।
জয় জয় ব্রহ্মের জয়।
যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়।

যদি দৈন্য বহিতে হয় তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়।
যদি মৃত্যু নিকট হয় তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়।
জয় জয় ব্রহ্মের জয়॥

মোরা আনন্দ-মাঝে মন আজি করিব বিসর্জন।
জয় জয় আনন্দময়।
সকল দৃশ্যে সকল বিশ্বে আনন্দনিকেতন।
জয় জয় আনন্দময়।
আনন্দ চিত্ত-মাঝে আনন্দ সর্বকাজে,
আনন্দ সর্বকালে দুঃখে বিপদজালে,
আনন্দ সর্বলোকে মৃত্যুবিরহে শোকে—
জয় জয় আনন্দময়॥

৪১

আমাদের শান্তিনিকেতন আমাদের সব হতে আপন।
তার আকাশ-ভরা কোলে মোদের দোলে হৃদয় দোলে,
মোরা বারে বারে দেখি তারে নিত্যই নূতন॥
মোদের তরুমূলের মেলা, মোদের খোলা মাঠের খেলা,
মোদের নীল গগনের সোহাগ-মাখা সকাল-সন্ধ্যাবেলা।
মোদের শালের ছায়াবীথি বাজায় বনের কলগীতি,
সদাই পাতার নাচে মেতে আছে আম্‌লকী-কানন॥
আমরা যেথায় মরি ঘুরে সে যে যায় না কভু দূরে,
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে।
মোদের প্রাণের সঙ্গে প্রাণে সে যে মিলিয়েছে এক তানে,
মোদের ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে সে যে করেছে এক-মন॥

৪২

না গো, এই যে ধুলা আমার না এ।
তোমার ধুলার ধরার 'পরে উড়িয়ে যাব সন্ধ্যাবায়ে॥

দিয়ে মাটি আগুন জ্বালি   রচলে দেহ পূজার থালি—
শেষ আরতি সারা ক'রে ভেঙে যাব তোমার পায়ে ॥
ফুল যা ছিল পূজার তরে
যেতে পথে ডালি হতে অনেক যে তার গেছে পড়ে।
কত প্রদীপ এই থালাতে   সাজিয়েছিলে আপন হাতে—
কত যে তার নিবল হাওয়ায়, পৌঁছল না চরণছায়ে ॥

৪৩

জীবন আমার চলছে যেমন তেমনি ভাবে
সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে চলে যাবে ॥
চলার পথে দিনে রাতে   দেখা হবে সবার সাথে—
তাদের আমি চাব, তারা আমায় চাবে ॥
জীবন আমার পলে পলে এমনি ভাবে
দুঃখসুখের রঙে রঙে রঙিয়ে যাবে ॥
রঙের খেলার সেই সভাতে   খেলে যে জন সবার সাথে
তারে আমি চাব, সেও আমায় চাবে ॥

৪৪

কী পাই নি তারি হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি।
আজ হৃদয়ের ছায়াতে আলোতে বাঁশরি উঠেছে বাজি ॥
ভালোবেসেছিনু এই ধরণীরে   সেই স্মৃতি মনে আসে ফিরে ফিরে,
কত বসন্তে দখিনসমীরে   ভরেছে আমারি সাজি ॥
নয়নের জল গভীর গহনে আছে হৃদয়ের স্তরে,
বেদনার রসে গোপনে গোপনে সাধনা সফল করে।
মাঝে মাঝে বটে ছিঁড়েছিল তার,   তাই নিয়ে কেবা করে হাহাকার—
সুর তবু লেগেছিল বারে-বার   মনে পড়ে তাই আজি ॥

৪৫

আমি   সব নিতে চাই,   সব নিতে ধাই রে।
আমি   আপনাকে, ভাই,   মেলব যে বাইরে ॥

পালে আমার লাগল হাওয়া, হবে আমার সাগর-যাওয়া,
ঘাটে তরী নাই বাঁধা নাই রে।
সুখে দুখে বুকের মাঝে পথের বাঁশি কেবল বাজে,
সকল কাজে শুনি যে তাই রে।
পাগ্‌লামি আজ লাগল পাথায়, পাখি কি আর থাকবে শাখায়।
দিকে দিকে সাড়া যে পাই রে।

৪৬

আলো আমার, আলো ওগো, আলো ভুবন-ভরা,
আলো নয়ন-ধোওয়া আমার, আলো হৃদয়-হরা।
নাচে আলো নাচে, ও ভাই, আমার প্রাণের কাছে—
বাজে আলো বাজে, ও ভাই, হৃদয়বীণার মাঝে—
জাগে আকাশ, ছোটে বাতাস, হাসে সকল ধরা।
আলোর স্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি।
আলোর ঢেউয়ে উঠল নেচে মল্লিকা মালতী।
মেঘে মেঘে সোনা, ও ভাই, যায় না মানিক গোনা—
পাতায় পাতায় হাসি, ও ভাই, পুলক রাশি রাশি—
সুরনদীর কূল ডুবেছে সুধা-নিঝর-ঝরা।

৪৭

ওরে ওরে ওরে, আমার মন মেতেছে,
তারে আজ থামায় কে রে।
সে যে আকাশ-পানে হাত পেতেছে,
তারে আজ নামায় কে রে।
ওরে ওরে ওরে, আমার মন মেতেছে, আমারে থামায় কে রে।
ওরে ভাই, নাচ্‌ রে ও ভাই, নাচ্‌ রে—
আজ ছাড়া পেয়ে বাঁচ্‌ রে—
লাজ ভয় ঘুচিয়ে দে রে।
তোরে আজ থামায় কে রে।

৪৮

হারে রে রে রে রে, আমায় ছেড়ে দে রে, দে রে—
যেমন ছাড়া বনের পাখি মনের আনন্দে রে ॥
ঘনশ্রাবণধারা যেমন বাঁধনহারা,
বাদল-বাতাস যেমন ডাকাত আকাশ লুটে ফেরে ॥
হারে রে রে রে রে, আমায় রাখবে ধ'রে কে রে—
দাবানলের নাচন যেমন সকল কানন ঘেরে,
বজ্র যেমন বেগে গর্জে ঝড়ের মেঘে,
অট্টহাস্যে সকল বিঘ্ন-বাধার বক্ষ চেরে ॥

৪৯

আনন্দেরই সাগর হতে এসেছে আজ বান।
দাঁড় ধ'রে আজ বোস্ রে সবাই, টান রে সবাই টান ॥
বোঝা যত বোঝাই করি করব রে পার দুখের তরী,
ঢেউয়ের 'পরে ধরব পাড়ি— যায় যদি যাক প্রাণ ॥
কে ডাকে রে পিছন হতে, কে করে রে মানা,
ভয়ের কথা কে বলে আজ— ভয় আছে সব জানা।
কোন্ শাপে কোন্ গ্রহের দোষে সুখের ডাঙায় থাকব বসে।
পালের রশি ধরব কষি, চলব গেয়ে গান ॥

৫০

খরবায়ু বয় বেগে, চারি দিক ছায় মেঘে,
ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো।
তুমি কষে ধরো হাল, আমি তুলে বাঁধি পাল—
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো ॥
শৃঙ্খলে বারবার ঝন্‌ঝন্ ঝঙ্কার নয় এ তো তরণীর ক্রন্দন শঙ্কার-
বন্ধন দুর্বার সহ্য না হয় আর, টলোমলো করে আজ তাই ও।
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো ॥

গণি গণি দিন খন চঞ্চল করি মন
বোলো না 'যাই কি নাই যাই রে'।
সংশয়পারাবার অন্তরে হবে পার,
উদ্‌বেগে তাকায়ো না বাইরে।
যদি মাতে মহাকাল, উদ্দাম জটাজাল ঝড়ে হয় লুণ্ঠিত, ঢেউ উঠে উত্তাল,
হয়ো নাকো কুণ্ঠিত, তালে তার দিয়ো তাল— জয়-জয় জয়গান গাইয়ো।
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো॥

৫১

যুদ্ধ যখন বাধিল অচলে চঞ্চলে
ঝঙ্কারধ্বনি রণিল কঠিন শৃঙ্খলে,
বন্ধমোচন ছন্দে তখন নেমে এলে নির্ঝরিণী—
তোমারে চিনি, তোমারে চিনি॥
সিন্ধুমিলনসঙ্গীতে
মাতিয়া উঠেছ পাষাণশাসন লঙ্ঘিতে
অধীর ছন্দে ওগো মহাবিদ্রোহিণী—
তোমারে চিনি, তোমারে চিনি॥
হে নিঃশঙ্কিতা,
আত্ম-হারানো রুদ্রতালের নূপুরঝঙ্কৃতা,
মৃত্যুতোরণতরণ-চরণ-চারিণী
চিরদিন অভিসারিণী,
তোমারে চিনি॥

৫২

গগনে গগনে ধায় হাঁকি
বিদ্যুতবাণী বজ্রবাহিনী বৈশাখী,
স্পর্ধাবেগের ছন্দ জাগায় বনস্পতির শাখাতে॥
শূন্যমদের নেশায় মাতাল ধায় পাখি,
অলখ পথের ছন্দ উড়ায় মুক্তবেগের পাখাতে॥

অন্তরতল মন্থন করে ছন্দে

সাদা কালোর দ্বন্দ্বে,

কভু ভালো কভু মন্দে,

কভু সোজা কভু বাঁকাতে।

ছন্দ নাচিল হোমবহ্নির তরঙ্গে,

মুক্তিরণের যোদ্ধবীরের ভ্রূভঙ্গে,

ছন্দ ছুটিল প্রলয়পথের রুদ্ররথের চাকাতে॥

৫৩

ভাঙো বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও।

বন্দী প্রাণ মন হোক উধাও॥

শুকনো গাঙে আসুক

জীবনের বন্যার উদ্দাম কৌতুক—

ভাঙনের জয়গান গাও।

জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক,

যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে যাক।

আমরা শুনেছি ওই মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ

কোন্ নূতনেরই ডাক।

ভয় করি না অজানারে,

রুদ্ধ তাহারি দ্বারে দুর্দাড় বেগে ধাও॥

৫৪

ওই সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে বাজল ভেরী, বাজল ভেরী।

কখন্ আমার খুলবে দুয়ার— নাইকো দেরি, নাইকো দেরি॥

তোমার তো নয় ঘরের মেলা, কোণের খেলা গো—

তোমার সঙ্গে বিষম রঙ্গে জগৎ জুড়ে ফেরাফেরি॥

মরণ তোমার পারের তরী, কাঁদন তোমার পালের হাওয়া—

তোমার বীণা বাজায় প্রাণে বেরিয়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া।

ভাঙল যাহা পড়ল ধুলায় যাক্-না চুলায় গো—
ভরল যা তাই দেখ্-না, রে ভাই, বাতাস ঘেরি, আকাশ ঘেরি ॥

৫৫

দুয়ার মোর পথপাশে, সদাই তারে খুলে রাখি।
কখন্ তার রথ আসে ব্যাকুল হয়ে জাগে আঁখি ॥
শ্রাবণে শুনি দূর মেঘে লাগায় গুরু গরো-গরো,
ফাগুনে শুনি বায়ুবেগে জাগায় মৃদু মরো-মরো—
আমার বুকে উঠে জেগে চমক তারি থাকি থাকি ॥
সবাই দেখি যায় চলে পিছন-পানে নাহি চেয়ে
উতল রোলে কল্লোলে পথের গান গেয়ে গেয়ে।
শরৎ-মেঘ যায় ভেসে উধাও হয়ে কত দূরে
যেথায় সব পথ মেশে গোপন কোন্ সুরপুরে।
স্বপনে ওড়ে কোন্ দেশে উদাস মোর মনোপাখি ॥

৫৬

নাহয় তোমার যা হয়েছে তাই হল।
আরো কিছু নাই হল, নাই হল, নাই হল ॥
কেউ যা কভু দেয় না ফাঁকি সেইটুকু তোর থাক্-না বাকি,
পথেই নাহয় ঠাঁই হল ॥
চল্ রে সোজা বীণার তারে ঘা দিয়ে,
ডাইনে বাঁয়ে দৃষ্টি তোমার না দিয়ে।
হারিয়ে চলিস পিছনেরে, সামনে যা পাস কুড়িয়ে নে রে—
খেদ কী রে তোর যাই হল ॥

৫৭

সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে।
কে তারে বাঁধল অকারণে ॥

গতিরাগের সে ছিল গান, আলোছায়ার সে ছিল প্রাণ,
আকাশকে সে চমকে দিত বনে ॥
মেঘলা দিনের আকুলতা বাজিয়ে যেত পায়ে
তমাল ছায়ে-ছায়ে।
ফাল্গুনে সে পিয়ালতলায় কে জানিত কোথায় পলায়
দখিন-হাওয়ার চঞ্চলতার সনে ॥

৫৮

তোমার হল শুরু, আমার হল সারা—
তোমায় আমায় মিলে এমনি বহে ধারা ॥
তোমার জ্বলে বাতি তোমার ঘরে সাথি—
আমার তরে রাতি, আমার তরে তারা ॥
তোমার আছে ডাঙা, আমার আছে জল—
তোমার বসে থাকা, আমার চলাচল।
তোমার হাতে রয়, আমার হাতে ক্ষয়—
তোমার মনে ভয়, আমার ভয় হারা ॥

৫৯

এমনি ক'রেই যায় যদি দিন যাক না।
মন উড়েছে উড়ুক-না রে মেলে দিয়ে গানের পাখ্‌না ॥
আজকে আমার প্রাণ ফোয়ারার সুর ছুটেছে,
দেহের বাঁধ টুটেছে—
মাথার 'পরে খুলে গেছে আকাশের ওই সুনীল ঢাক্‌না ॥
ধরণী আজ মেলেছে তার হৃদয়খানি,
সে যেন রে কাহার বাণী।
কঠিন মাটি মনকে আজি দেয় না বাধা।
সে কোন্‌ সুরে সাধা—
বিশ্ব বলে মনের কথা, কাজ প'ড়ে আজ থাকে থাক্‌-না ॥

৬০

আমারে বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি তোদের আছে।
আমি যে বন্দী হতে সন্ধি করি সবার কাছে॥
সন্ধ্যা-আকাশ বিনা ডোরে বাঁধল মোরে গো,
নিশিদিন বন্ধহারা নদীর ধারা আমায় যাচে।
যে কুসুম আপনি ফোটে, আপনি ঝরে, রয় না ঘরে গো—
তারা যে সঙ্গী আমার, বন্ধু আমার, চায় না পাছে॥
আমারে ধরবি ব'লে মিথ্যে সাধা।
আমি যে নিজের কাছে নিজের গানের সুরে বাঁধা।
আপনি যাহার প্রাণ দুলিল, মন ভুলিল গো—
সে মানুষ আগুন-ভরা, পড়লে ধরা সে কি বাঁচে।
সে যে ভাই, হাওয়ার সখা, ঢেউয়ের সাথি, দিবারাতি গো
কেবলই এড়িয়ে চলার ছন্দে তাহার রক্ত নাচে॥

৬১

ফিরে ফিরে আমায় মিছে ডাকো স্বামী—
সময় হল বিদায় নেব আমি॥
অপমানে যার সাজায় চিতা
সে যে বাহির হয়ে এল অগ্নিজিতা।
রাজাসনের কঠিন অসম্মানে
ধরা দিবে না সে যে মুক্তিকামী॥
আমায় মাটি নেবে আঁচল পেতে
বিশ্বজনের চোখের আড়ালেতে,
তুমি থাকো সোনার সীতার অনুগামী॥

৬২

ফুরোলো ফুরোলো এবার পরীক্ষার এই পালা—
পার হয়েছি আমি অগ্নিদহন-জ্বালা॥

মা গো মা, মা গো মা, এবার তুমি জাগো মা—
তোমার কোলে উজাড় করে দেব অপমানের ডালা ॥
তোমার শ্যামল আঁচলখানি আমার অঙ্গে দাও, মা, আনি—
আমার বুকের থেকে লও খসিয়ে নিঠুর কাঁটার মালা ॥

৬৩

ওরে শিকল, তোমায় কোলে ক'রে দিয়েছি ঝঙ্কার।
তুমি আনন্দে, ভাই, রেখেছিলে ভেঙে অহংকার ॥
তোমায় নিয়ে ক'রে খেলা সুখে দুঃখে কাটল বেলা—
অঙ্গ বেড়ি দিলে বেড়ী বিনা দামের অলঙ্কার ॥
তোমার 'পরে করি নে রোষ, দোষ থাকে তো আমারি দোষ—
ভয় যদি রয় আপন মনে তোমায় দেখি ভয়ঙ্কর।
অন্ধকারে সারা রাতি ছিলে আমার সাথের সাথি,
সেই দয়াটি স্মরি তোমায় করি নমস্কার ॥

৬৪

আমাকে যে বাঁধবে ধরে, এই হবে যার সাধন,
সে কি অমনি হবে।
আপনাকে সে বাঁধা দিয়ে আমায় দেবে বাঁধন,
সে কি অমনি হবে ॥
আমাকে যে দুঃখ দিয়ে আনবে আপন বশে,
সে কি অমনি হবে।
তার আগে তার পাষাণ-হিয়া গলবে করুণ রসে,
সে কি অমনি হবে।
আমাকে যে কাঁদাবে তার ভাগ্যে আছে কাঁদন,
সে কি অমনি হবে ॥

৬৫

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসি।

দিন চলে যায়, আমি আনমনে তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে—

ওগো, প্রাণে মনে আমি যে তাহার পরশ পাবার প্রয়াসী ॥

ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি—

মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই সে কথা যে যাই পাশরি ॥

আমি উন্মনা হে,

হে সুদূর, আমি উদাসী ॥

রৌদ্র-মাখানো অলস বেলায় তরুমর্মরে ছায়ার খেলায়

কী মুরতি তব নীল আকাশে নয়নে উঠে গো আভাসি।

হে সুদূর, আমি উদাসী।

ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি—

কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার সে কথা যে যাই পাশরি ॥

৬৬

ওরে সাবধানী পথিক, বারেক পথ ভুলে মরো ফিরে।

খোলা আঁখি-দুটো অন্ধ করে দে আকুল আঁখির নীরে ॥

সে ভোলা পথের প্রান্তে রয়েছে হারানো হিয়ার কুঞ্জ,

ঝ'রে প'ড়ে আছে কাঁটা-তরুতলে রক্তকুসুমপুঞ্জ—

সেথা দুই বেলা ভাঙা-গড়া-খেলা অকূলসিন্ধুতীরে ॥

অনেক দিনের সঞ্চয় তোর আগুলি আছিস বসে,

ঝড়ের রাতের ফুলের মতন ঝরুক পড়ুক খসে।

আয় রে এবার সব-হারাবার জয়মালা পরো শিরে।

৬৭

তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়

কোন্‌খানে রে কোন্‌ পাষাণের ঘায় ॥

নবীন তরী নতুন চলে, দিই নি পাড়ি অগাধ জলে—

বাহি তারে খেলার ছলে কিনার-কিনারায় ॥

ভেসেছিলেম স্রোতের ভরে, একা ছিলেম কর্ণ ধ'রে—
লেগেছিল পালের 'পরে মধুর মৃদু বায়।
সুখে ছিলেম আপন-মনে, মেঘ ছিল না গগনকোণে—
লাগবে তরী কুসুমবনে ছিলেম সেই আশায়॥

৬৮

আমি কেবলই স্বপন করেছি বপন বাতাসে—
তাই আকাশকুসুম করিনু চয়ন হতাশে॥
ছায়ার মতন মিলায় ধরণী, কূল নাহি পায় আশার তরণী,
মানসপ্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায় আকাশে॥
কিছু বাঁধা পড়িল না কেবলই বাসনা-বাঁধনে।
কেহ নাহি দিল ধরা শুধু এ সুদূর-সাধনে।
আপনার মনে বসিয়া একেলা অনলশিখায় কী করিনু খেলা,
দিনশেষে দেখি ছাই হল সব হুতাশে॥

৬৯

শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা,
শুধু আলো-আঁধারে কাঁদা-হাসা॥
শুধু দেখা পাওয়া, শুধু ছুঁয়ে যাওয়া,
শুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া,
শুধু নব দুরাশায় আগে চ'লে যায়—
পিছে ফেলে যায় মিছে আশা॥
অশেষ বাসনা লয়ে ভাঙা বল,
প্রাণপণ কাজে পায় ভাঙা ফল,
ভাঙা তরী ধ'রে ভাসে পারাবারে,
ভাব কেঁদে মরে— ভাঙা ভাষা।
হৃদয়ে হৃদয়ে আধো পরিচয়,
আধখানি কথা সাঙ্গ নাহি হয়,

লাজে ভয়ে ত্রাসে আধো-বিশ্বাসে
শুধু আধখানি ভালোবাসা ॥

৭০

ওগো, তোরা কে যাবি পারে।
আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদীকিনারে ॥
ও পারেতে উপবনে
কত খেলা কত জনে,
এ পারেতে ধু ধু মরু বারি বিনা রে ॥
এই বেলা বেলা আছে, আয় কে যাবি।
মিছে কেন কাটে কাল কত কী ভাবি।
সূর্য পাটে যাবে নেমে,
সুবাতাস যাবে থেমে,
খেয়া বন্ধ হয়ে যাবে সন্ধ্যা-আঁধারে ॥

৭১

তোমাদের দান যশের ডালায় সব-শেষ সঞ্চয় আমার—
নিতে মনে লাগে ভয় ॥
এই রূপলোকে কবে এসেছিনু রাতে,
গেঁথেছিনু মালা ঝ'রে-পড়া পারিজাতে,
আঁধারে অন্ধ— এ যে গাঁথা তারি হাতে—
কী দিল এ পরিচয় ॥
এরে পরাবে কি কলালক্ষ্মীর গলে
সাতনরী হারে যেথায় মানিক জ্বলে।
একদা কখন অমরার উৎসবে
ম্লান ফুলদল খসিয়া পড়িবে কবে,
এ আদর যদি লজ্জার পরাভবে
সে দিন মলিন হয় ॥

৭২

দূর রজনীর স্বপন লাগে আজ নূতনের হাসিতে,
দূর ফাগুনের বেদন জাগে আজ ফাগুনের বাঁশিতে।
হায় রে সে কাল হায় রে   কখন চলে যায় রে
আজ এ কালের মরীচিকায়   নতুন মায়ায় ভাসিতে॥
যে মহাকাল দিন ফুরালে   আমার কুসুম ঝরালো
সেই তোমারি তরুণ ভালে ফুলের মালা পরালো।
শুনিয়ে শেষের কথা সে   কাঁদিয়ে ছিল হতাশে,
তোমার মাঝে নতুন সাজে শূন্য আবার ভরালো।
আমরা খেলা খেলেছিলেম,   আমরাও গান গেয়েছি।
আমরাও পাল মেলেছিলেম,   আমরা তরী বেয়েছি।
হারায় নি তা হারায় নি   বৈতরণী পারায় নি—
নবীন চোখের চপল আলোয় সে কাল ফিরে পেয়েছি॥

৭৩

ওরে মাঝি, ওরে আমার মানবজন্মতরীর মাঝি,
শুনতে কি পাস দূরের থেকে পারের বাঁশি উঠছে বাজি॥
তরী কি তোর দিনের শেষে   ঠেকবে এবার ঘাটে এসে।
সেথায় সন্ধ্যা-অন্ধকারে দেয় কি দেখা প্রদীপরাজি॥
যেন আমার লাগে মনে   মন্দ-মধুর এই পবনে
সিন্ধুপারের হাসিটি কার আঁধার বেয়ে আসছে আজি।
আসার বেলায় কুসুমগুলি   কিছু এনেছিলেম তুলি,
যেগুলি তার নবীন আছে এই বেলা নে সাজিয়ে সাজি॥

৭৪

চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো—
ধনের বাটে, মানের বাটে, রূপের হাটে,   দলে দলে গো॥

দেখবে ব'লে করেছে পণ, দেখবে কারে জানে না মন—
প্রেমের দেখা দেখে যখন চোখ ভেসে যায় চোখের জলে গো ॥
আমায় তোরা ডাকিস না রে—
আমি যাব খেয়ার ঘাটে অরূপ-রসের পারাবারে।
উদাস হাওয়া লাগে পালে, পারের পানে যাবার কালে
চোখদুটোরে ডুবিয়ে যাব অকূল সুধা-সাগর-তলে গো ॥

৭৫

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।
মেঘলা দিনে দেখেছিলেম মাঠে কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।
ঘোমটা মাথায় ছিল না তার মোটে, মুক্তবেণী পিঠের 'পরে লোটে।
কালো ? তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

ঘন মেঘে আঁধার হল দেখে ডাকতেছিল শ্যামল দুটি গাই,
শ্যামা মেয়ে ব্যস্ত ব্যাকুল পদে কুটির হতে ত্রস্ত এল তাই।
আকাশ-পানে হানি যুগল ভুরু শুনলে বারেক মেঘের গুরুগুরু।
কালো ? তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

পুবে বাতাস এল হঠাৎ ধেয়ে, ধানের ক্ষেতে খেলিয়ে গেল ঢেউ।
আলের ধারে দাঁড়িয়েছিলেম একা, মাঠের মাঝে আর ছিল না কেউ।
আমার পানে দেখলে কি না চেয়ে আমি জানি আর জানে সেই মেয়ে।
কালো ? তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

এমনি করে কালো কাজল মেঘ জ্যৈষ্ঠ মাসে আসে ঈশান কোণে।
এমনি করে কালো কোমল ছায়া আষাঢ় মাসে নামে তমাল-বনে।
এমনি করে শ্রাবণ-রজনীতে হঠাৎ খুশি ঘনিয়ে আসে চিতে।
কালো ? তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, আর যা বলে বলুক অন্য লোক।
দেখেছিলেম ময়নাপাড়ার মাঠে কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ।

মাথার 'পরে দেয় নি তুলে বাস,   লজ্জা পাবার পায় নি অবকাশ।
কালো ? তা সে যতই কালো হোক,   দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ ॥

তুমি কি কেবলই ছবি, শুধু পটে লিখা।
ওই-যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড়   আকাশের নীড়,
ওই যারা দিনরাত্রি
আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী   গ্রহ তারা রবি,
তুমি কি তাদের মতো সত্য নও।
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি ॥
নয়নসমুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই—   আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল   তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।
নাহি জানি, কেহ নাহি জানে—
তব সুর বাজে মোর গানে,
কবির অন্তরে তুমি কবি—
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি ॥

৭৭

আজ   তারায় তারায় দীপ্ত শিখার অগ্নি জ্বলে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে ॥
ওই   আলোক-মাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গন
হোথায় ছিল কোন্ যুগে মোর নিমন্ত্রণ—
আমার লাগল না মন লাগল না,
তাই   কালের সাগর পাড়ি দিয়ে এলেম চ'লে
নিদ্রাবিহীন গগনতলে ॥

হেথা মন্দমধুর কানাকানি জলে স্থলে
শ্যামল মাটির ধরাতলে।
হেথা ঘাসে ঘাসে রঙিন ফুলের আলিম্পন,
বনের পথে আঁধার-আলোয় আলিঙ্গন—
আমায় লাগল রে মন লাগল রে.
তাই এইখানেতেই দিন কাটে এই খেলার ছলে
শ্যামল মাটির ধরাতলে॥

৭৮

ওরে প্রজাপতি, মায়া দিয়ে কে যে পরশ করল তোরে
অস্তরবির তুলিখানি চুরি ক'রে॥
হাওয়ার বুকে যে চঞ্চলের গোপন বাসা
বনে বনে বয়ে বেড়াস তারি ভাষা,
অপ্সরীদের দোলের খেলার ফুলের রেণু
পাঠায় কে তোর পাখায় ভ'রে॥
যে গুণী তার কীর্তিনাশার বিপুল নেশায়
চিকন রেখার লিখন মেলে শূন্যে মেশায়,
সুর বাঁধে আর সুর যে হারায় পলে পলে—
গান গেয়ে যে চলে তারা দলে দলে—
তার হারা সুর নাচের নেশায়
ডানাতে তোর পড়ল ঝরে॥

৭৯

নমো যন্ত্র, নমো— যন্ত্র, নমো— যন্ত্র, নমো— যন্ত্র!
তুমি চক্রমুখরমন্দ্রিত, তুমি বজ্রবহ্নিবন্দিত,
তব বস্তুবিশ্ববক্ষোদংশ ধ্বংসবিকট দন্ত॥
তব দীপ্ত-অগ্নি-শত-শতঘ্নী-বিঘ্নবিজয় পন্থ।
তব লৌহগলন শৈলদলন অচলচলন মন্ত্র॥

কভু কাষ্ঠলোষ্ট্র-ইষ্টক দৃঢ় ঘনপিনদ্ধ কায়া,
কভু ভূতল-জল-অন্তরীক্ষ-লঙ্ঘন লঘু মায়া।
তব খনি-খনিত্র-নখ-বিদীর্ণ ক্ষিতি বিকীর্ণ-অন্ত্র।
তব পঞ্চভূতবন্ধনকর ইন্দ্রজালতন্ত্র॥

৮০

ওগো নদী, আপন বেগে পাগল-পারা,
আমি স্তব্ধ চাঁপার তরু গন্ধভরে তন্দ্রাহারা॥
আমি সদা অচল থাকি, গভীর চলা গোপন রাখি,
আমার চলা নবীন পাতায়, আমার চলা ফুলের ধারা॥
ওগো নদী, চলার বেগে পাগল-পারা,
পথে পথে বাহির হয়ে আপন-হারা—
আমার চলা যায় না বলা— আলোর পানে প্রাণের চলা—
আকাশ বোঝে আনন্দ তার, বোঝে নিশার নীরব তারা॥

৮১

প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায় ফাগুন মাসে
কী উচ্ছ্বাসে
ক্লান্তিবিহীন ফুল ফোটানোর খেলা।
ক্ষান্তকূজন শান্তবিজন সন্ধ্যাবেলা
প্রত্যহ সেই ফুল্ল শিরীষ প্রশ্ন শুধায় আমায় দেখি
'এসেছে কি— এসেছে কি।'

আর বছরেই এমনি দিনেই ফাগুন মাসে
কী উচ্ছ্বাসে
নাচের মাতন লাগল শিরীষ-ডালে
স্বর্গপুরের কোন্ নূপুরের তালে।
প্রত্যহ সেই চঞ্চল প্রাণ শুধিয়েছিল, 'শুনাও দেখি
আসে নি কি— আসে নি কি।'

আবার কখন এমনি দিনেই ফাগুন মাসে
কী আশ্বাসে
ডালগুলি তার রইবে শ্রবণ পেতে
অলখ জনের চরণ-শব্দে মেতে।
প্রত্যহ তার মর্মরস্বর বলবে আমায় কী বিশ্বাসে,
'সে কি আসে— সে কি আসে।'

প্রশ্ন জানাই পুষ্পবিভোর ফাগুন মাসে
কী আশ্বাসে,
'হায় গো, আমার ভাগ্য-রাতের তারা,
নিমেষ-গণন হয় নি কি মোর সারা।'
প্রত্যহ বয় প্রাঙ্গণময় বনের বাতাস এলোমেলো—
'সে কি এল— সে কি এল।'

৮২

হে আকাশবিহারী-নীরদবাহন জল,
আছিল শৈলশিখরে-শিখরে তোমার লীলাস্থল।
তুমি বরনে বরনে কিরণে কিরণে প্রাতে সন্ধ্যায় অরুণে হিরণে
দিয়েছ ভাসায়ে পবনে পবনে স্বপনতরণীদল।
শেষে শ্যামল মাটির প্রেমে তুমি ভুলে এসেছিলে নেমে,
কবে বাঁধা পড়ে গেলে যেথানে ধরায় গভীর তিমিরতল।
আজ পাষাণদুয়ার দিয়েছি টুটিয়া, কত যুগ পরে এসেছ ছুটিয়া
নীল গগনের হারানো স্মরণ
গানেতে সমুচ্ছল।

৮৩

যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়, ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে,
সে কি আজ দিল ধরা গন্ধে-ভরা বসন্তের এই সঙ্গীতে।

ও কি তার উত্তরীয় অশোকশাখায় উঠল দুলি।
আজি কি পলাশবনে ওই সে বুলায় রঙের তুলি।
ও কি তার চরণ পড়ে তালে তালে মল্লিকার ওই ভঙ্গীতে॥
না গো না, দেয় নি ধরা, হাসির ভরা দীর্ঘশ্বাসে যায় ভেসে।
মিছে এই হেলা-দোলায় মনকে ভোলায়, ঢেউ দিয়ে যায় স্বপ্নে সে।
সে বুঝি লুকিয়ে আসে বিচ্ছেদেরই রিক্ত রাতে,
নয়নের আড়ালে তার নিত্য-জাগার আসন পাতে—
ধেয়ানের বর্ণছটায় ব্যথার রঙে মনকে সে রয় রঙ্গিতে॥

৮৪

ও কি এল, ও কি এল না, বোঝা গেল না—
ও কি মায়া কি স্বপনছায়া, ও কি ছলনা॥
ধরা কি পড়ে ও রূপেরই ডোরে,
গানেরই তানে কি বাঁধিবে ওরে—
ও যে চিরবিরহেরই সাধনা॥
ওর বাঁশিতে করুণ কী সুর লাগে
বিরহমিলনমিলিত রাগে।
সুখে কি দুখে ও পাওয়া না-পাওয়া,
হৃদয়বনে ও উদাসী হাওয়া,
বুঝি শুধু ও পরমকামনা॥

৮৫

দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে
আমার বাটে বটের ছায়ায় সারা বেলা গেল খেলে॥
গাইল কী গান সেই তা জানে, সুর বাজে তার আমার প্রাণে—
বলো দেখি তোমরা কি তার কথার কিছু আভাস পেলে॥
আমি তারে শুধাই যবে 'কী তোমারে দিব আনি'—
সে শুধু কয়, 'আর কিছু নয়, তোমার গলার মালাখানি।'

দিই যদি তো কী দাম দেবে যায় বেলা সেই ভাব্‌না ভেবে—
ফিরে এসে দেখি ধুলায় বাঁশিটি তায় গেছে ফেলে ॥

৮৬

বাজে গুরুগুরু শঙ্কার ডঙ্কা,
ঝঞ্ঝা ঘনায় দূরে ভীষণ নীরবে।
কত রব সুখস্বপ্নের ঘোরে আপনা ভুলে—
সহসা জাগিতে হবে ॥

৮৭

ও জোনাকী, কী সুখে ওই ডানা দুটি মেলেছ।
আঁধার সাঁঝে বনের মাঝে উল্লাসে প্রাণ ঢেলেছ ॥
তুমি নও তো সূর্য, নও তো চন্দ্র, তোমার তাই ব'লে কি কম আনন্দ।
তুমি আপন জীবন পূর্ণ ক'রে আপন আলো জ্বেলেছ ॥
তোমার যা আছে তা তোমার আছে, তুমি নও গো ঋণী কারো কাছে,
তোমার অন্তরে যে শক্তি আছে তারি আদেশ পেলেছ।
তুমি আঁধার-বাঁধন ছাড়িয়ে ওঠ, তুমি ছোটো হয়ে নও গো ছোটো,
জগতে যেথায় যত আলো সবায় আপন ক'রে ফেলেছ ॥

৮৮

হ্যাদে গো নন্দরানী, আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও।
আমরা রাখাল-বালক দাঁড়িয়ে দ্বারে। আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও ॥
হেরো গো প্রভাত হল, সুয্যি ওঠে, ফুল ফুটেছে বনে।
আমরা শ্যামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাব আজ করেছি মনে।
ওগো, পীত ধড়া পরিয়ে তারে কোলে নিয়ে আয়।
তার হাতে দিয়ো মোহন বেণু, নূপুর দিয়ো পায় ॥
রোদের বেলায় গাছের তলায় নাচব মোরা সবাই মিলে।
বাজবে নূপুর রুনুঝুনু, বাজবে বাঁশি মধুর বোলে।
বনফুলে গাঁথব মালা, পরিয়ে দেব' শ্যামের গলে ॥

৮৯

আঁধারের লীলা আকাশে আলোকলেখায়-লেখায়,
ছন্দের লীলা অচলকঠিনমৃদঙ্গে।
অরূপের লীলা অগোনা রূপের রেখায় রেখায়,
স্তব্ধ অতল খেলায় তরলতরঙ্গে॥
আপনারে পাওয়া আপনা-ত্যাগের গভীর লীলায়,
মূর্তির লীলা মূর্তিবিহীন কঠোর শিলায়,
শান্ত শিবের লীলা যে প্রলয়ভ্রূভঙ্গে।
শৈলের লীলা নির্ঝরকলকলিত রোলে,
শুভ্রের লীলা কত-না রঙ্গে বিরঙ্গে।
মাটির লীলা যে শস্যের বায়ুহেলিত দোলে,
আকাশের লীলা উধাও ভাষার বিহঙ্গে।
স্বর্গের খেলা মর্তের ম্লান ধুলায় হেলায়,
দুঃখেরে লয়ে আনন্দ খেলে দোলন-খেলায়,
শৌর্যের খেলা ভীরু মাধুরীর আসঙ্গে॥

৯০

দেখা না-দেখায় মেশা হে বিদ্যুৎলতা,
কাঁপাও ঝড়ের বুকে একি ব্যাকুলতা॥
গগনে সে ঘুরে ঘুরে খোঁজে কাছে, খোঁজে দূরে—
সহসা কী হাসি হাস', নাহি কহ কথা॥
আঁধার ঘনায় শূন্যে, নাহি জানে নাম,
কী রুদ্র সন্ধানে সিন্ধু তুলিছে দুর্দাম।
অরণ্য হতাশপ্রাণে আকাশে ললাট হানে,
দিকে দিকে কেঁদে ফেরে কী দুঃসহ ব্যথা॥

৯১

তুমি উষার সোনার বিন্দু প্রাণের সিন্ধুকূলে,
শরৎ-প্রাতের প্রথম শিশির প্রথম শিউলিফুলে॥

আকাশপারের ইন্দ্রধনু ধরার পারে নোওয়া,
নন্দনেরই নন্দিনী গো চন্দ্রলেখায় ছোঁওয়া,
প্রতিপদে চাঁদের স্বপন শুভ্র মেঘে ছোঁওয়া—
স্বর্গলোকের গোপন কথা মর্তে এলে ভুলে॥
তুমি কবির ধেয়ান-ছবি পূর্বজনম-স্মৃতি,
তুমি আমার কুড়িয়ে-পাওয়া হারিয়ে-যাওয়া গীতি।
যে কথাটি যায় না বলা বইলে চুপে চুপে,
তুমি আমার মুক্তি হয়ে এলে বাঁধনরূপে—
অমল আলোর কমলবনে ডাকলে দুয়ার খুলে।

৯২

আকাশ, তোমায় কোন্ রূপে মন চিনতে পারে
তাই ভাবি যে বারে বারে॥
গহন রাতের চন্দ্র তোমার মোহন ফাঁদে
স্বপন দিয়ে মনকে বাঁধে,
প্রভাতসূর্য শুভ্র জ্যোতির তরবারে
ছিন্ন করি ফেলে তারে॥
বসন্তবায় পরান ভুলায় চুপে চুপে,
বৈশাখী ঝড় গর্জি উঠে রুদ্ররূপে।
শ্রাবণমেঘের নিবিড় সজল কাজল ছায়া
দিগ্‌দিগন্তে ঘনায় মায়া—
আশ্বিনে এই অমল আলোর কিরণধারে
যায় নিয়ে কোন্ মুক্তিপারে॥

৯৩

আধেক ঘুমে নয়ন চুমে স্বপন দিয়ে যায়।
শ্রান্ত ভালে যূথীর মালে পরশে মৃদু বায়॥

বনের ছায়া মনের সাথি, বাসনা নাহি কিছু—
পথের ধারে আসন পাতি, না চাহি ফিরে পিছু-
বেণুর পাতা মিশায় গাথা নীরব ভাবনায়॥
মেঘের খেলা গগনতটে অলস লিপি-লিখা,
সুদূর কোন্ স্মরণপটে জাগিল মরীচিকা।
চৈত্রদিনে তপ্ত বেলা তৃণ-আঁচল পেতে
শূন্যতলে গন্ধ-ভেলা ভাসায় বাতাসেতে—
কপোত ডাকে মধুকশাখে বিজন বেদনায়॥

৯৪

পাখি বলে, 'চাঁপা, আমারে কও,
কেন তুমি হেন নীরবে রও।
প্রাণ ভরে আমি গাহি যে গান
সারা প্রভাতেরই সুরের দান,
সে কি তুমি তব হৃদয়ে লও।
কেন তুমি তবে নীরবে রও।'
চাঁপা শুনে বলে, 'হায় গো হায়,
যে আমারই গাওয়া শুনিতে পায়
নহ নহ পাখি, সে তুমি নও।'

পাখি বলে, 'চাঁপা আমারে কও,
কেন তুমি হেন গোপনে রও।
ফাগুনের প্রাতে উতলা বায়
উড়ে যেতে সে যে ডাকিয়া যায়,
সে কি তুমি তব হৃদয়ে লও।
কেন তুমি তবে গোপনে রও।'
চাঁপা শুনে বলে, 'হায় গো হায়,
যে আমারই ওড়া দেখিতে পায়
নহ নহ পাখি, সে তুমি নও।'

৯৫

মাটির বুকের মাঝে বন্দী যে জল মিলিয়ে থাকে
মাটি পায় না, পায় না, মাটি পায় না তাকে।
কবে কাটিয়ে বাঁধন পালিয়ে যখন যায় সে দূরে
আকাশপুরে গো,
তখন কাজল মেঘের সজল ছায়া শূন্যে আঁকে,
সুদূর শূন্যে আঁকে—
মাটি পায় না, পায় না, মাটি পায় না তাকে।
শেষে বজ্র তারে বাজায় ব্যথা বহ্নিজ্বালায়,
ঝঞ্ঝা তারে দিগ্‌বিদিকে কাঁদিয়ে চালায়।
তখন কাছের ধন যে দূরের থেকে কাছে আসে
বুকের পাশে গো,
তখন চোখের জলে নামে সে যে চোখের জলের ডাকে,
আকুল চোখের জলের ডাকে—
মাটি পায় রে, পায় রে, মাটি পায় রে তাকে।

৯৬

আমি সন্ধ্যাদীপের শিখা,
অন্ধকারের ললাট-মাঝে পরানু রাজটিকা।
তার স্বপনে মোর আলোর পরশ জাগিয়ে দিল গোপন হরষ,
অন্তরে তার রইল আমার প্রথম প্রেমের লিখা।
আমার নির্জন উৎসবে
অম্বরতল হয় নি উতল পাখির কলরবে।
যখন তরুণ রবির চরণ লেগে নিখিল ভুবন উঠবে জেগে
তখন আমি মিলিয়ে যাব ক্ষণিক মরীচিকা।

৯৭

মাটির প্রদীপখানি আছে মাটির ঘরের কোলে;
সন্ধ্যাতারা তাকায় তারি আলো দেখবে ব'লে।

সেই আলোটি নিমেষহত প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মতো,
সেই আলোটি মায়ের প্রাণের ভয়ের মতো দোলে ॥
সেই আলোটি নেবে জলে শ্যামল ধরার হৃদয়তলে,
সেই আলোটি চপল হাওয়ার ব্যথায় কাঁপে পলে পলে।
নামল সন্ধ্যাতারার বাণী আকাশ হতে আশিস আনি,
অমরশিখা আকুল হল মর্তশিখায় উঠতে জ্ব'লে ॥

৯৮

আমি তোমারি মাটির কন্যা, জননী বসুন্ধরা—
তবে আমার মানবজন্ম কেন বঞ্চিত করা ॥
পবিত্র জানি যে তুমি পবিত্র জন্মভূমি,
মানবকন্যা আমি যে ধন্যা প্রাণের পুণ্যে ভরা ॥
কোন্ স্বর্গের তরে ওরা তোমায় তুচ্ছ করে
রহি তোমার বক্ষোপরে।
আমি যে তোমারি আছি নিতান্ত কাছাকাছি,
তোমার মোহিনীশক্তি দাও আমারে হৃদয়প্রাণহরা ॥

৯৯

যাবই আমি যাবই ওগো, বাণিজ্যেতে যাবই।
লক্ষ্মীরে হারাবই যদি, অলক্ষ্মীরে পাবই।
সাজিয়ে নিয়ে জাহাজখানি বসিয়ে হাজার দাঁড়ি
কোন্ পুরীতে যাব দিয়ে কোন্ সাগরে পাড়ি।
কোন্ তারকা লক্ষ্য করি কূলকিনারা পরিহরি
কোন্ দিকে যে বাইব তরী বিরাট কালো নীরে—
মরব না আর ব্যর্থ আশায় সোনার বালুর তীরে ॥

নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ প্রবাল দিয়ে ঘেরা।
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে সাগর-বিহঙ্গেরা।

নারিকেলের শাখে শাখে   ঝোড়ো বাতাস কেবল ডাকে,
ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে   বইছে নগনদী।
সাত-রাজার ধন মানিক পাব সেথায় নামি যদি॥

হেরো   সাগর ওঠে তরঙ্গিয়া, বাতাস বহে বেগে।
সূর্য যেথায় অস্তে নামে ঝিলিক মারে মেঘে।
দক্ষিণে চাই, উত্তরে চাই— ফেনায় ফেনা, আর কিছু নাই-
যদি কোথাও কূল নাহি পাই   তল পাব তো তবু—
ভিটার কোণে হতাশমনে রইব না আর কভু॥

অকূল-মাঝে ভাসিয়ে তরী যাচ্ছি অজানায়
আমি শুধু একলা নেয়ে আমার শূন্য নায়।
নব নব পবন-ভরে   যাব দ্বীপে দ্বীপান্তরে,
নেব তরী পূর্ণ করে   অপূর্ব ধন যত।
ভিখারি মন ফিরবে যখন ফিরবে রাজার মতো॥

১০০

আমরা নূতন যৌবনেরই দূত।
আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত।
আমরা বেড়া ভাঙি,
আমরা   অশোকবনের রাঙা নেশায় রাঙি।
ঝঞ্ঝার বন্ধন ছিন্ন করে দিই— আমরা বিদ্যুৎ॥
আমরা করি ভুল—
অগাধ জলে ঝাঁপ দিয়ে যুঝিয়ে পাই কূল।
যেখানে ডাক পড়ে   জীবন-মরণ-ঝড়ে   আমরা প্রস্তুত॥

১০১

তিমিরময় নিবিড় নিশা   নাহি রে নাহি দিশা—
একেলা ঘনঘোর পথে,   পান্থ, কোথা যাও॥

বিপদ দুখ নাহি জানো, বাধা কিছু না মানো,
অন্ধকার হতেছ পার— কাহার সাড়া পাও ॥
দীপ হৃদয়ে জলে, নিবে না সে বায়ুবলে—
মহানন্দে নিরন্তর একি গান গাও।
সমুখে অভয় তব, পশ্চাতে অভয়রব—
অন্তরে বাহিরে কাহার মুখে চাও ॥

১০২

হায় হায় রে, হায় পরবাসী,
হায় গৃহছাড়া উদাসী।
অন্ধ অদৃষ্টের আহ্বানে
কোথা অজানা অকূলে চলেছিস ভাসি ॥
শুনিতে কি পাস দূর আকাশে কোন্ বাতাসে
সর্বনাশার বাঁশি—
ওরে, নির্মম ব্যাধ যে গাঁথে মরণের ফাঁসি।
রঙিন মেঘের তলে গোপন অশ্রুজলে
বিধাতার দারুণ বিদ্রূপবজ্রে
সঞ্চিত নীরব অট্টহাসি ॥

১০৩

সুন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের হাতে ঘুচাবে কে।
নিঃসহায়ের অশ্রুবারি পীড়িতের চক্ষে মুছাবে কে,
আর্তের ক্রন্দনে হেরো ব্যথিত বসুন্ধরা,
অন্যায়ের আক্রমণে বিষবাণে জর্জরা—
প্রবলের উৎপীড়নে
কে বাঁচাবে দুর্বলেরে।
অপমানিতেরে কার দয়া বক্ষে লবে ডেকে ॥

১০৪

আকাশে তোর তেমনি আছে ছুটি,
অলস যেন না রয় ডানা দুটি ॥
ওরে পাখি, ঘন বনের তলে
বাসা তোরে ভুলিয়ে রাখে ছলে,
রাত্রি তোরে মিথ্যে করে বলে—
শিথিল কভু হবে না তার মুঠি ॥
জানিস নে কি কিসের আশা চেয়ে
ঘুমের ঘোরে উঠিস গেয়ে গেয়ে।
জানিস নে কি ভোরের আঁধার-মাঝে
আলোর আশা গভীর সুরে বাজে,
আলোর আশা গোপন রহে না যে—
রুদ্ধ কুঁড়ির বাঁধন ফেলে টুটি ॥

১০৫

কোথায় ফিরিস পরম শেষের অন্বেষণে।
অশেষ হয়ে সেই তো আছে এই ভুবনে ॥
তারি বাণী দু হাত বাড়ায় শিশুর বেশে,
আধো ভাষায় ডাকে তোমার বুকে এসে,
তারি ছোঁওয়া লেগেছে ওই কুসুমবনে ॥
কোথায় ফিরিস ঘরের লোকের অন্বেষণে—
পর হয়ে সে দেয় যে দেখা ক্ষণে ক্ষণে।
তার বাসা-যে সকল ঘরের বাহির-দ্বারে,
তার আলো যে সকল পথের ধারে ধারে,
তাহারি রূপ গোপন রূপে জনে জনে ॥

১০৬

চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে রঙের খেলাখানি।
চেয়ো না চেয়ো না তারে নিকটে নিতে টানি ॥

রাখিতে চাহ, বাঁধিতে চাহ যারে,
আঁধারে তাহা মিলায় মিলায় বারে বারে—
বাজিল যাহা প্রাণের বীণা-তারে
সে তো কেবলই গান কেবলই বাণী॥
পরশ তার নাহি রে মেলে, নাহি রে পরিমাণ—
দেবসভায় যে সুধা করে পান।
নদীর স্রোতে, ফুলের বনে বনে,
মাধুরী-মাখা হাসিতে আঁখিকোণে,
সে সুধাটুকু পিয়ো আপন-মনে—
মুক্তরূপে নিয়ো তাহারে জানি॥

১০৭

রয় যে কাঙাল শূন্য হাতে, দিনের শেষে
দেয় সে দেখা নিশীথরাতে স্বপনবেশে॥
আলোয় যারে মলিনমুখে মৌন দেখি
আঁধার হলে আঁখিতে তার দীপ্তি একি—
বরণমালা কে যে দোলায় তাহার কেশে॥
দিনের বীণায় যে ক্ষীণ তারে ছিল হেলা
ঝঙ্কারিয়া ওঠে যে তাই রাতের বেলা।
তন্দ্রাহারা অন্ধকারের বিপুল গানে
মন্দ্রি ওঠে সারা আকাশ কী আহ্বানে—
তারার আলোয় কে চেয়ে রয় নির্নিমেষে॥

১০৮

সে কোন্ পাগল যায় যায় পথে তোর, যায় চলে ওই একলা রাতে—
তারে ডাকিস নে ডাকিস নে তোর আঙিনাতে॥

সুদূর দেশের বাণী ও যে যায় যায় বলে, হায়, কে তা বোঝে—
কী সুর বাজায় একতারাতে॥
কাল সকালে রইবে না রইবে না তো,
বৃথাই কেন আসন পাতো।
বাঁধন-ছেঁড়ার মহোৎসবে
গান যে ওরে গাইতে হবে
নবীন আলোর বন্দনাতে॥

১০৯

পরবাসী, চলে এসো ঘরে
অনুকূল সমীরণ-ভরে॥
ওই দেখো কতবার হল খেয়া-পারাবার,
সারিগান উঠিল অম্বরে॥
আকাশে আকাশে আয়োজন,
বাতাসে বাতাসে আমন্ত্রণ।
মন যে দিল না সাড়া, তাই তুমি গৃহছাড়া
নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে॥

১১০

ছিল যে পরানের অন্ধকারে
এল সে ভুবনের আলোক-পারে॥
স্বপনবাধা টুটি বাহিরে এল ছুটি,
অবাক্ আঁখি দুটি হেরিল তারে॥
মালাটি গেঁথেছিনু অশ্রুধারে,
তারে যে বেঁধেছিনু সে মায়াহারে।
নীরব বেদনায় পূজিনু যারে হায়
নিখিল তারি গায় বন্দনা রে॥

১১১

যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে সে কাঁদনে সেও কাঁদিল।
যে বাঁধনে মোরে বাঁধিছে সে বাঁধনে তারে বাঁধিল॥
পথে পথে তারে খুঁজিনু, মনে মনে তারে পূজিনু,
সে পূজার মাঝে লুকায়ে আমারেও সে যে সাধিল॥
এসেছিল মন হরিতে মহাপারাবার পারায়ে।
ফিরিল না আর তরীতে, আপনারে গেল হারায়ে।
তারি আপনারই মাধুরী আপনারে করে চাতুরী,
ধরিবে কি ধরা দিবে সে কী ভাবিয়া ফাঁদ ফাঁদিল॥

১১২

আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল ভবের পদ্মপত্রে জল
সদা করছি টলোমল।
মোদের আসা-যাওয়া শূন্য হাওয়া, নাইকো ফলাফল॥
নাহি জানি করণ-কারণ, নাহি জানি ধরণ-ধারণ,
নাহি মানি শাসন-বারণ গো—
আমরা আপন রোখে মনের ঝোঁকে ছিঁড়েছি শিকল॥
লক্ষ্মী, তোমার বাহনগুলি ধনে পুত্রে উঠুন ফুলি,
লুঠুন তোমার চরণধূলি গো—
আমরা স্কন্ধে লয়ে কাঁথা ঝুলি ফিরব ধরাতল।
তোমার বন্দরেতে বাঁধা ঘাটে বোঝাই-করা সোনার পাটে
অনেক রত্ন অনেক হাটে গো—
আমরা নোঙর-ছেঁড়া ভাঙা তরী ভেসেছি কেবল॥
আমরা এবার খুঁজে দেখি অকূলেতে কূল মেলে কি,
দ্বীপ আছে কি ভবসাগরে।
যদি সুখ না জোটে দেখব ডুবে কোথায় রসাতল।

আমরা জুটে সারা বেলা করব হতভাগার মেলা,
গাব গান খেলব খেলা গো—
কণ্ঠে যদি গান না আসে করব কোলাহল ॥

১১৩

ওগো, তোমরা সবাই ভালো—
যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে, সেই আমাদের ভালো—
আমাদের এই আঁধার ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালো ॥
কেউ বা অতি জ্বলো-জ্বলো, কেউ বা ম্লান' ছলো-ছলো,
কেউ বা কিছু দহন করে, কেউ বা স্নিগ্ধ আলো ॥
নূতন প্রেমে নূতন বধূ আগাগোড়া কেবল মধু,
পুরাতনে অম্ল-মধুর একটুকু ঝাঁঝালো।
বাক্য যখন বিদায় করে চক্ষু এসে পায়ে ধরে,
রাগের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালো ॥
আমরা তৃষ্ণা, তোমরা সুধা— তোমরা তৃপ্তি, আমরা ক্ষুধা—
তোমার কথা বলতে কবির কথা ফুরালো।
যে মূর্তি নয়নে জাগে সবই আমার ভালো লাগে—
কেউ বা দিব্যি গৌরবরন, কেউ বা দিব্যি কালো ॥

১১৪

ভালো মানুষ নই রে মোরা ভালো মানুষ নই—
গুণের মধ্যে ওই আমাদের, গুণের মধ্যে ওই ॥
দেশে দেশে নিন্দে রটে, পদে পদে বিপদ ঘটে—
পুঁথির কথা কই নে মোরা, উল্‌টো কথা কই ॥
জন্ম মোদের ত্র্যহস্পর্শে, সকল-অনাসৃষ্টি।
ছুটি নিলেন বৃহস্পতি, রইল শনির দৃষ্টি।
অযাত্রাতে নৌকো ভাসা, রাখি নে, ভাই, ফলের আশা—
আমাদের আর নাই যে গতি ভেসেই চলা বই ॥

১১৫

আমাদের ভয় কাহারে।

বুড়ো বুড়ো চোর ডাকাতে কী আমাদের করতে পারে।

আমাদের রাস্তা সোজা, নাইকো গলি— নাইকো ঝুলি, নাইকো থলি—

ওরা আর যা কাড়ে কাড়ুক, মোদের পাগলামি কেউ কাড়বে না রে॥

আমরা চাই নে আরাম, চাই নে বিরাম,

চাই নে যে ফল, চাই নে রে নাম—

মোরা ওঠায় পড়ায় সমান নাচি,

সমান খেলি জিতে হারে॥

১১৬

আমাদের পাকবে না চুল গো— মোদের পাকবে না চুল।

আমাদের ঝরবে না ফুল গো— মোদের ঝরবে না ফুল॥

আমরা ঠেকব না তো কোনো শেষে, ফুরোয় না পথ কোনো দেশে রে,

আমাদের ঘুচবে না ভুল গো— মোদের ঘুচবে না ভুল॥

আমরা নয়ন মুদে করব না ধ্যান করব না ধ্যান।

নিজের মনের কোণে খুঁজব না জ্ঞান খুঁজব না জ্ঞান।

আমরা ভেসে চলি স্রোতে স্রোতে সাগর-পানে শিখর হতে রে,

আমাদের মিলবে না কূল গো— মোদের মিলবে না কূল॥

১১৭

পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে,

মোদের পাড়ার থোড়া দূর দিয়ে যাইয়ে॥

হেথা সা রে গা মা -গুলি সদাই করে চুলোচুলি,

কড়ি কোমল কোথা গেছে তলাইয়ে॥

হেথা আছে তাল-কাটা বাজিয়ে—

বাধাবে সে কাজিয়ে।

চৌতালে ধামারে
কে কোথায় ঘা মারে—
তেরে-কেটে মেরে-কেটে ধাঁ-ধাঁ-ধাঁইয়ে ॥

১১৮

ও ভাই কানাই, কারে জানাই দুঃসহ মোর দুঃখ।
তিনটে-চারটে পাস করেছি, নই নিতান্ত মুক্খ ॥
তুচ্ছ সা-রে-গা-মা'য় আমায় গলদ্‌ঘর্ম ঘামায়।
বুদ্ধি আমার যেমনি হোক কান দুটো নয় সূক্ষ্ম—
এই বড়ো মোর দুঃখ কানাই রে,
এই বড়ো মোর দুঃখ ॥
বান্ধবীকে গান শোনাতে ডাকতে হয় সতীশকে,
হৃদয়খানা ঘুরে মরে গ্রামোফোনের ডিস্কে।
কণ্ঠখানার জোর আছে তাই লুকিয়ে গাইতে ভরসা না পাই—
স্বয়ং প্রিয়া বলেন, 'তোমার গলা বড়োই রুক্ষ'
এই বড়ো মোর দুঃখ কানাই রে,
এই বড়ো মোর দুঃখ ॥

১১৯

কাঁটাবনবিহারিণী সুর-কানা দেবী
তাঁরি পদ সেবি, করি তাঁহারই ভজনা
বদ্‌কণ্ঠলোকবাসী আমরা কজনা ॥
আমাদের বৈঠক বৈরাগীপুরে রাগ-রাগিণীর বহু দূরে,
গত জনমের সাধনেই বিদ্যা এনেছি সাথে এই গো
নিঃসুর-রসাতল-তলায় মজনা ॥
সতেরো পুরুষ গেছে, ভাঙা তম্বুরা
রয়েছে মর্চে ধরি বেসুর-বিধুরা।

বেতার সেতার ছুটো, তবলাটা ফাটা-ফুটো,
সুরদলনীর করি এ নিয়ে যজনা—
আমরা কজনা॥

১২০

আমরা না-গান-গাওয়ার দল রে, আমরা না-গলা-সাধার।
মোদের ভৈঁরোরাগে প্রভাতরবি রাগে মুখ-আঁধার॥
আমাদের এই অমিল-কণ্ঠ-সমবায়ের চোটে
পাড়ার কুকুর সমস্বরে, ও ভাই, ভয়ে ফুক্‌রে ওঠে—
আমরা কেবল ভয়ে মরি ধূর্জটিদাদার॥
মেঘমল্লার ধরি যদি ঘটে অনাবৃষ্টি,
ছাতিওয়ালার দোকান জুড়ে লাগে শনির দৃষ্টি।
আধখানা সুর যেমনি লাগাই বসন্তবাহারে
মলয়বায়ুর ধাত ফিরে যায়, তৎক্ষণাৎ আহা রে
সেই হাওয়াতে বিচ্ছেদতাপ পালায় শ্রীরাধার॥
অমাবস্যার রাত্রে যেমনি বেহাগ গাইতে বলা
কোকিলগুলোর লাগে দশম-দশা।
শুক্লকোজাগরী নিশায় জয়জয়ন্তী ধরি,
অমনি মরি মরি
রাহু-লাগার বেদন লাগে পূর্ণিমা-চাঁদার॥

১২১

মোদের কিছু নাই রে নাই, আমরা ঘরে বাইরে গাই—
তাইরে নাইরে নাইরে না। না না না।
যতই দিবস যায় রে যায় গাই রে সুখে হায় রে হায়—
তাইরে নাইরে নাইরে না। না না না॥
যারা সোনার চোরাবালির ’পরে পাকা ঘরের-ভিত্তি গড়ে
তাদের সামনে মোরা গান গেয়ে যাই—তাইরে নাইরে নাইরে না।
না না না॥

যখন থেকে থেকে গাঁঠের পানে গাঁঠকাটারা দৃষ্টি হানে

তখন শূন্যঝুলি দেখায়ে গাই— তাইরে নাইরে নাইরে না। না না না॥

যখন দ্বারে আসে মরণবুড়ি মুখে তাহার বাজাই তুড়ি,

তখন তান দিয়ে গান জুড়ি রে ভাই— তাইরে নাইরে নাইরে না। না না না॥

এ যে বসন্তরাজ এসেছে আজ, বাইরে তাহার উজ্জ্বল সাজ,

ওরে, অন্তরে তার বৈরাগী গায়— তাইরে নাইরে নাইরে না। না না না॥

সে যে উৎসবদিন চুকিয়ে দিয়ে, ঝরিয়ে দিয়ে, শুকিয়ে দিয়ে,

দুই রিক্ত হাতে তাল দিয়ে গায়— তাইরে নাইরে নাইরে না।

না না না॥

১২২

এবার যমের দুয়োর খোলা পেয়ে ছুটেছে সব ছেলে মেয়ে।

হরিবোল হরি বোল হরিবোল॥

রাজ্য জুড়ে মস্ত খেলা, মরণ-বাঁচন-অবহেলা—

ও ভাই, সবাই মিলে প্রাণটা দিলে সুখ আছে কি মরার চেয়ে।

হরিবোল হরি বোল হরিবোল॥

বেজেছে ঢোল, বেজেছে ঢাক, ঘরে ঘরে পড়েছে ডাক,

এখন কাজকর্ম চুলোতে যাক— কেজো লোক সব আয় রে ধেয়ে

হরিবোল হরি বোল হরিবোল॥

রাজা প্রজা হবে জড়ো থাকবে না আর ছোটো বড়ো—

একই স্রোতের মুখে ভাসবে সুখে বৈতরণীর নদী বেয়ে।

হরিবোল হরি বোল হরিবোল॥

১২৩

হায় হায় হায় দিন চলি যায়।

চা-স্পৃহ চঞ্চল চাতকদল চল' চল' চল' হে॥

টগ'বগ'-উচ্ছল কাথলিতল-জল কল'কল' হে।

এল চীনগগন হতে পূর্বপবনস্রোতে শ্যামলরসধরপুঞ্জ॥

শ্রাবণবাসরে রস ঝর'ঝর' ঝরে, ভুঞ্জ হে ভুঞ্জ দলবল হে।
এস' পুঁথিপরিচারক তদ্ধিতকারক তারক তুমি কাণ্ডারী।
এস' গণিতধুরন্ধর কাব্যপুরন্দর ভূবিবরণভাণ্ডারী।
এস' বিশ্বভারনত শুষ্ককঠিনপথ- মরু-পরিচারণক্লান্ত।
এস' হিসাবপত্তরত্রস্ত তহবিল-মিল-ভুল-গ্রস্ত লোচনপ্রান্ত- ছল'ছল' হে।
এস' গীতিবীথিচর তম্বুরকরধর তানতালতলমগ্ন।
এস' চিত্রী চট'পট' ফেলি তুলিকপট রেখাবর্ণবিলগ্ন।
এস' কন্‌স্‌টিট্যুশন- নিয়মবিভূষণ তর্কে অপরিশ্রান্ত।
এস' কমিটিপলাতক বিধানঘাতক এস' দিগভ্রান্ত টল'মল' হে॥

১২৪

ওগো ভাগ্যদেবী পিতামহী, মিটল আমার আশ—
এখন তবে আজ্ঞা করো, বিদায় হবে দাস।
জীবনের এই বাসররাতি পোহায় বুঝি, নেবে বাতি—
বধূর দেখা নাইকো, শুধু প্রচুর পরিহাস।
এখন থেমে গেল বাঁশি, শুকিয়ে এল পুষ্পরাশি,
উঠল তোমার অট্টহাসি কাঁপায়ে আকাশ।
ছিলেন যাঁরা আমায় ঘিরে গেছেন যে যার ঘরে ফিরে,
আছ বৃদ্ধা ঠাকুরানী মুখে টানি বাস॥

১২৫

ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি, হায় হায় রে।
মরণ-আয়োজনের মাঝে বসে আছেন কিসের কাজে
কোন্ প্রবীণ প্রাচীন প্রবাসী। হায় হায় রে॥
এবার দেশে যাবার দিনে আপনাকে ও নিক-না চিনে,
সবাই মিলে সাজাও ওকে নবীন রূপে সন্ন্যাসী। হায় হায় রে।
এবার ওকে মজিয়ে দে রে হিসাব-ভুলের বিষম ফেরে।

কেড়ে নে ওর থলি থালি, আয় রে নিয়ে ফুলের ডালি,
গোপন প্রাণের পাগ্‌লাকে ওর বাইরে দে আজ প্রকাশি। হায় হায় রে ॥

১২৬

আমরা খুঁজি খেলার সাথি—
ভোর না হতে জাগাই তাদের ঘুমায় যারা সারা রাতি ॥
আমরা ডাকি পাখির গলায়, আমরা নাচি বকুলতলায়,
মন ভোলাবার মন্ত্র জানি, হাওয়াতে ফাঁদ আমরা পাতি।
মরণকে তো মানি নে রে,
কালের ফাঁসি ফাঁসিয়ে দিয়ে লুঠ-করা ধন নিই যে কেড়ে।
আমরা তোমার মনোচোরা, ছাড়ব না গো তোমায় মোরা—
চলেছ কোন্‌ আঁধার-পানে সেথাও জ্বলে মোদের বাতি ॥

১২৭

মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ জানিস নে কি ভাই।
তাই কাজকে কভু আমরা না ডরাই ॥
খেলা মোদের লড়াই করা, খেলা মোদের বাঁচা মরা,
খেলা ছাড়া কিছুই কোথাও নাই ॥
খেলতে খেলতে ফুটেছে ফুল, খেলতে খেলতে ফল যে ফলে—
খেলারই ঢেউ জলে স্থলে।
ভয়ের ভীষণ রক্তরাগে খেলার আগুন যখন লাগে
ভাঙাচোরা জ্ব'লে যে হয় ছাই ॥

১২৮

সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই।
বাধা বাঁধন নেই গো নেই ॥
দেখি খুঁজি বুঝি, কেবল ভাঙি গড়ি যুঝি,
মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে সব সাজেই ॥
পারি নাইবা পারি, নাহয় জিতি কিম্বা হারি—

যদি অমনিতে হাল ছাড়ি মরি সেই লাজেই।
আপন হাতের জোরে আমরা তুলি সৃজন ক'রে,
আমরা প্রাণ দিয়ে ঘর বাঁধি, থাকি তার মাঝেই ॥

১২৯

কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন, ও তার ঘুম ভাঙাইনু রে।
লক্ষ যুগের অন্ধকারে ছিল সঙ্গোপন, ওগো, তায় জাগাইনু রে ॥
পোষ মেনেছে হাতের তলে যা বলাই সে তেমনি বলে—
দীর্ঘ দিনের মৌন তাহার আজ ভাগাইনু রে ॥
অচল ছিল, সচল হয়ে ছুটেছে ওই জগৎ-জয়ে—
নির্ভয়ে আজ দুই হাতে তার রাশ বাগাইনু রে ॥

১৩০

আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধে ॥
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভরে ভরে চষা মাটির গন্ধে ॥
সবুজ প্রাণের গানের লেখা রেখায় রেখায় দেয় রে দেখা,
মাতে রে কোন্ তরুণ কবি নৃত্যদোদুল ছন্দে।
ধানের শিষে পুলক ছোটে— সকল ধরা হেসে ওঠে
অঘ্রানেরই সোনার রোদে, পূর্ণিমারই চন্দ্রে ॥

১৩১

তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও কুলুকুলুকল নদীর স্রোতের মতো।
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি, মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।
আপনা-আপনি কানাকানি কর সুখে, কৌতুকছটা উছলিছে চোখে মুখে,
কমলচরণ পড়িছে ধরণী-মাঝে, কনকনূপুর রিনিকি ঝিনিকি বাজে ॥

অঙ্গে অঙ্গ বাঁধিছ রঙ্গপাশে, বাহুতে বাহুতে জড়িত ললিত লতা।
ইঙ্গিতরসে ধ্বনিয়া উঠিছে হাসি, নয়নে নয়নে বহিছে গোপন কথা।

আঁখি নত করি একেলা গাঁথিছ ফুল, মুকুর লইয়া যতনে বাঁধিছ চুল।
গোপন হৃদয়ে আপনি করিছ খেলা—
কী কথা ভাবিছ, কেমনে কাটিছে বেলা॥

আমরা বৃহৎ অবোধ ঝড়ের মতো আপন আবেগে ছুটিয়া চলিয়া আসি,
বিপুল আঁধারে অসীম আকাশ ছেয়ে টুটিবারে চাহি আপন হৃদয়রাশি।
তোমরা বিজুলি হাসিতে হাসিতে চাও, আঁধার ছেদিয়া মরম বিঁধিয়া দাও—
গগনের গায়ে আগুনের রেখা আঁকি চকিত চরণে চলে যাও দিয়ে ফাঁকি॥

অযতনে বিধি গড়েছে মোদের দেহ, নয়ন অধর দেয় নি ভাষায় ভরে—
মোহনমধুর মন্ত্র জানি নে মোরা, আপনা প্রকাশ করিব কেমন ক'রে।
তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি,
কোনো সুলগনে হব না কি কাছাকাছি—
তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাবে, আমরা দাঁড়ায়ে রহিব এমনি ভাবে॥

১৩২

ওগো পুরবাসী,
আমি দ্বারে দাঁড়ায়ে আছি উপবাসী॥
হেরিতেছি সুখমেলা, ঘরে ঘরে কত খেলা,
শুনিতেছি সারা বেলা সুমধুর বাঁশি॥
চাহি না অনেক ধন, রব না অধিক ক্ষণ,
যেথা হতে আসিয়াছি সেথা যাব ভাসি।
তোমরা আনন্দে রবে নব নব উৎসবে,
কিছু ম্লান নাহি হবে গৃহভরা হাসি॥

১৩৩

আমার যাবার সময় হল, আমায় কেন রাখিস ধরে।
চোখের জলের বাঁধন দিয়ে বাঁধিস নে আর মায়াডোরে॥
ফুরিয়েছে জীবনের ছুটি, ফিরিয়ে নে তোর নয়ন দুটি—
নাম ধরে আর ডাকিস নে ভাই, যেতে হবে ত্বরা করে॥

১৩৪

ওরে, যেতে হবে, আর দেরি নাই।
পিছিয়ে পড়ে রবি কত, সঙ্গীরা যে গেল সবাই॥
আয় রে ভবের খেলা সেরে, আঁধার করে এসেছে রে,
পিছন ফিরে বারে বারে কাহার পানে চাহিস রে ভাই॥
খেলতে এল ভবের নাটে নতুন লোকে নতুন খেলা।
হেথা হতে আয় রে সরে, নইলে তোরে মারবে ঢেলা।
নামিয়ে দে রে প্রাণের বোঝা, আরেক দেশে চল্ রে সোজা—
সেথা নতুন করে বাঁধবি বাসা,
নতুন খেলা খেলবি সে ঠাঁই॥

১৩৫

আমিই শুধু রইনু বাকি।
যা ছিল তা গেল চলে, রইল যা তা কেবল ফাঁকি॥
আমার ব'লে ছিল যারা আর তো তারা দেয় না সাড়া—
কোথায় তারা, কোথায় তারা, কেঁদে কেঁদে কারে ডাকি॥
বল্ দেখি মা, শুধাই তোরে— আমার কিছু রাখলি নে রে,
আমি কেবল আমায় নিয়ে কোন্ প্রাণেতে বেঁচে থাকি॥

১৩৬

সারা বরষ দেখি নে, মা, মা তুই আমার কেমন ধারা।
নয়নতারা হারিয়ে আমার অন্ধ হল নয়নতারা॥
এলি কি পাষাণী ওরে। দেখব তোরে আঁখি ভ'রে—
কিছুতেই থামে না যে, মা, পোড়া এ নয়নের ধারা॥

১৩৭

যাহা পাও তাই লও, হাসিমুখে ফিরে যাও।
কারে চাও, কেন চাও— তোমার আশা কে পুরাতে পারে॥

সবে চায়, কেবা পায়   সংসার চ'লে যায়—
যে বা হাসে, যে বা কাঁদে, যে বা প'ড়ে থাকে দ্বারে ॥

১৩৮

মেঘেরা চলে চলে যায়,   চাঁদেরে ডাকে 'আয়, আয়'।
ঘুমঘোরে বলে চাঁদ 'কোথায় কোথায়' ॥
না জানি কোথা চলিয়াছে,   কী জানি কী যে সেথা আছে,
আকাশের মাঝে চাঁদ চারি দিকে চায় ॥
সুদূরে, অতি অতিদূরে,   বুঝি রে কোন্ সুরপুরে
তারাগুলি ঘিরে ব'সে বাঁশরি বাজায়।
মেঘেরা তাই হেসে হেসে   আকাশে চলে ভেসে ভেসে,
লুকিয়ে চাঁদের হাসি চুরি করে যায় ॥

দুবার শ্রাবণ অবসানে; শেষ পর্যন্ত
শ্রাবণ অবসানেই

দুবার (আমার বেদনা ব্যথিত মাঝে মাঝে
বুঝিবি) শ্রাবণ অবসানে — পর্যন্ত

২বার বিরহ দিনান্তে কানে কানে সমাবর্তি
দুবার (বিরহের কান্নারো মুক্তিকাটা ইত্যাদি,
অশ্রুমালী)
বিরহ দিনান্তে শেষ পর্যন্ত

যে গিয়েছে . . . চাহিবে
দুবার (সে যে চোখে আর জল রাখে নাই — সমাদরে)
যে গিয়েছে কেমনে চাহিবে — কেন রাখি
দুবার (তার কেশের পরশ পাইলে ২বার)
দুয়ারে ধরিল বলে।

শ্রাবণ বেদন ইত্যাদি —
বেদনা জড়ায়ে — বিশ্বাস —
বেদনা জড়ানো আছে —
২বার (তার না-বলা কথার বেদনা ইত্যাদি)
বেদনা জড়ানো শেষ পর্যন্ত

আমি শ্রাবণ আকাশে ঐ দিয়েছি পাতি'

মম জল-ছলছল আঁখি মেঘে মেঘে ;

বিরহ দিগন্ত পারায়ে সারা রাতি,

অনিমেষে আছে জেগে।

যে গিয়েছে দেখার বাহিরে

আছে তারি উদ্দেশে চাহি রে,

স্বপ্নে উড়িছে তারি কেশরাশি

পুরব পবন বেগে ॥

শ্যামল তমালবনে

যে পথে সে চলে গিয়েছিল

বিদায় গোধূলিখনে,

বেদনা জড়ায়ে আছে তারি ঘাসে ;

[illegible] বারে বারে ফিরে ফিরে চাওয়া

ছায়ায় রয়েছে লেগে ॥

শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদারের সৌজন্যে মুদ্রিত

১৩৯

(আমি)	শ্রাবণ-আকাশে ওই দিয়েছি পাতি
মম	জল-ছলোছলো আঁখি মেঘে মেঘে ॥
(আমার	বেদনা ব্যাপিয়া যায় গো বেণুবনমর্মরে মর্মরে ॥)
	বিরহদিগন্ত পারায়ে সারা রাতি
	অনিমেষে আছে জেগে মেঘে মেঘে ॥
	(বিরহের পরপারে খুঁজিছে আকুল আঁখি
	মিলনপ্রতিমাখানি— খুঁজিছে।)
যে	গিয়েছে দেখার বাহিরে
আছে	তারি উদ্দেশে চাহি রে।
(সে যে	চোখে মোর জল রেখে গেছে চোখের সীমানা পারায়ে।)
	স্বপ্নে উড়িছে তারি কেশরাশি
	পুরব-পবন-বেগে মেঘে মেঘে ॥
	(কেশের পরশ তার পাই রে
	পুরব-পবন-বেগে মেঘে মেঘে।)
	শ্যামল তমালবনে
	যে পথে সে চলে গিয়েছিল বিদায়গোধূলিখনে
	বেদনা জড়ায়ে আছে তারি ঘাসে—
(তার	না-বলা কথার বেদনা বাজে গো—
	চলার পথে পথে বাজে গো।)
	কাঁপে নিশ্বাসে—
সেই	বারে বারে ফিরে ফিরে চাওয়া
	ছায়ায় রয়েছে লেগে মেঘে মেঘে ॥

সন্ন্যাসী যে জাগিল ওই, জাগিল ওই, জাগিল।
হাস্য-ভরা দখিন-বায়ে অঙ্গ হতে দিল উড়ায়ে
শ্মশানচিতাভস্মরাশি— ভাগিল কোথা ভাগিল।
মানসলোকে শুভ্র আলো চূর্ণ হয়ে রঙ জাগালো,
মদির রাগ লাগিল তারে— হৃদয়ে তার লাগিল॥
আয় রে তোরা, আয় রে তোরা, আয় রে—
রঙের ধারা ওই-যে বহে যায় রে॥

রঙের ঝড় উচ্ছ্বসিল গগনে,
রঙের ঢেউ রসের স্রোতে মাতিয়া ওঠে সঘনে—
ডাকিল বান আজি সে কোন্ কোটালে।
নাকাড়া বাজে কানাড়া বাজে বাঁশিতে—
কান্নাধারা মিলিয়া গেছে হাসিতে—
প্রাণের মাঝে ফোয়ারা তার ছোটালে।

এসেছে হাওয়া বাণীতে দোল-দোলানো, এসেছে পথ-ভোলানো—
এসেছে ডাক ঘরের-দ্বার-খোলানো॥
আয় রে তোরা, আয় রে তোরা, আয় রে—
রঙের ধারা ওই-যে বহে যায় রে॥

উদয়রবি যে রাঙা রঙ রাঙায়ে পূর্বাচলের দিয়েছে ঘুম ভাঙায়ে
অস্তরবি সে রাঙা রসে রসিল—
চিরপ্রাণের বিজয়বাণী ঘোষিল।
অরুণবীণা যে সুর দিল রণিয়া সন্ধ্যাকাশে সে সুর উঠে ঘনিয়া
নীরব নিশীথিনীর বুকে নিখিল ধ্বনি ধ্বনিয়া।
আয় রে তোরা, আয় রে তোরা, আয় রে—
বাঁধন-হারা রঙের ধারা ওই-যে বহে যায় রে॥

আনুষ্ঠানিক

১

দুইটি হৃদয়ে একটি আসন পাতিয়া বসো হে হৃদয়নাথ।
কল্যাণকরে মঙ্গলডোরে বাঁধিয়া রাখো হে দোঁহার হাত॥
প্রাণেশ, তোমার প্রেম অনন্ত জাগাক হৃদয়ে চিরবসন্ত,
যুগল প্রাণের মধুর মিলনে করো হে করুণনয়নপাত॥
সংসারপথ দীর্ঘ দারুণ, বাহিরিবে দুটি পান্থ তরুণ,
আজিকে তোমার প্রসাদ-অরুণ করুক প্রকাশ নব প্রভাত।
তব মঙ্গল, তব মহত্ত্ব, তোমারি মাধুরী, তোমারি সত্য—
দোঁহার চিত্তে রহুক নিত্য নব নব রূপে দিবস-রাত॥

২

সুধাসাগরতীরে হে, এসেছে নরনারী সুধারসপিয়াসে॥
শুভ বিভাবরী, শোভাময়ী ধরণী,
নিখিল গাহে আজি আকুল আশ্বাসে॥
গগনে বিকাশে তব প্রেমপূর্ণিমা,
মধুর বহে তব কৃপাসমীরণ।
আনন্দতরঙ্গ উঠে দশ দিকে,
মগ্ন প্রাণ মন অমৃত-উচ্ছ্বাসে॥

৩

উজ্জ্বল করো হে আজি এ আনন্দরাতি
বিকাশিয়া তোমার আনন্দমুখভাতি।
সভা-মাঝে তুমি আজ বিরাজো হে রাজরাজ,
আনন্দে রেখেছি তব সিংহাসন পাতি॥
সুন্দর করো, হে প্রভু, জীবন যৌবন
তোমারি মাধুরীসুধা করি বরিষন।

লহো তুমি লহো তুলে তোমারি চরণমূলে
নবীন মিলনমালা প্রেমসূত্রে গাঁথি ॥
মঙ্গল করো হে, আজি মঙ্গলবন্ধন
তব শুভ আশীর্বাদ করি বিতরণ।
বরিষ হে ধ্রুবতারা, কল্যাণকিরণধারা—
দুর্দিনে সুদিনে তুমি থাকো চিরসাথি ॥

৪

দুটি প্রাণ এক ঠাঁই তুমি তো এনেছ ডাকি,
শুভকার্যে জাগিতেছে তোমার প্রসন্ন আঁখি ॥
এ জগতচরাচরে বেঁধেছ যে প্রেমডোরে
সে প্রেমে বাঁধিয়া দোঁহে স্নেহছায়ে রাখো ঢাকি।
তোমারি আদেশ লয়ে সংসারে পশিবে দোঁহে,
তোমারি আশিস বলে এড়াইবে মায়ামোহে।
সাধিতে তোমার কাজ দুজনে চলিবে আজ,
হৃদয়ে মিলায়ে হৃদি তোমারে হৃদয়ে রাখি ॥

৫

সুখে থাকো আর সুখী করো সবে,
তোমাদের প্রেম ধন্য হোক ভবে ॥
মঙ্গলের পথে থেকো নিরন্তর,
মহত্ত্বের 'পরে রাখিয়ো নির্ভর—
ধ্রুবসত্য তাঁরে ধ্রুবতারা কোরো সংশয়নিশীথে সংসার-অর্ণবে ॥
চিরসুধাময় প্রেমের মিলন মধুর করিয়া রাখুক জীবন,
দুজনার বলে সবল দুজন জীবনের কাজ সাধিয়ো নীরবে ॥
কত দুঃখ আছে, কত অশ্রুজল—
প্রেমবলে তবু থাকিয়ো অটল।
তাঁহারি ইচ্ছা হউক সফল বিপদে সম্পদে শোকে উৎসবে ॥

৬

দুই হৃদয়ের নদী একত্র মিলিল যদি
বলো, দেব, কার পানে আগ্রহে ছুটিয়া যায়॥
সম্মুখে রয়েছে তার তুমি প্রেমপারাবার,
তোমারি অনন্তহৃদে দুটিতে মিলাতে চায়॥
সেই এক আশা করি দুইজনে মিলিয়াছে,
সেই এক লক্ষ্য ধরি দুইজনে চলিয়াছে।
পথে বাধা শত শত, পাষাণ পর্বত কত,
দুই বলে এক হয়ে ভাঙিয়া ফেলিবে তায়॥
অবশেষে জীবনের মহাযাত্রা ফুরাইলে
তোমারি স্নেহের কোলে যেন গো আশ্রয় মিলে,
দুটি হৃদয়ের সুখ দুটি হৃদয়ের দুখ
দুটি হৃদয়ের আশা মিলায় তোমার পায়॥

৭

দুজনে যেথায় মিলিছে সেথায় তুমি থাকো, প্রভু, তুমি থাকো।
দুজনে যাহারা চলেছে তাদের তুমি রাখো, প্রভু, সাথে রাখো॥
যেথা দুজনের মিলিছে দৃষ্টি সেথা হোক তব সুধার বৃষ্টি—
দোঁহে যারা ডাকে দোঁহারে তাদের তুমি ডাকো, প্রভু, তুমি ডাকো॥
দুজনে মিলিয়া গৃহের প্রদীপে জ্বালাইছে যে আলোক
তাহাতে, হে দেব, হে বিশ্বদেব, তোমারি আরতি হোক॥
মধুর মিলনে মিলি দুটি হিয়া প্রেমের বৃন্তে উঠে বিকশিয়া,
সকল অশুভ হইতে তাহারে তুমি ঢাকো, প্রভু, তুমি ঢাকো॥

৮

যে তরণীখানি ভাসালে দুজনে আজি, হে নবীন সংসারী,
কাণ্ডারী কোরো তাঁহারে তাহার যিনি এ ভবের কাণ্ডারী॥

কালপারাবার যিনি চিরদিন করিছেন পার বিরামবিহীন
শুভযাত্রায় আজি তিনি দিন প্রসাদপবন সঞ্চারি ॥
নিয়ো নিয়ো চিরজীবনপাথেয়, ভরি নিয়ো তরী কল্যাণে।
সুখে দুখে শোকে আঁধারে আলোকে যেয়ো অমৃতের সন্ধানে।
বাঁধা নাহি থেকো আলসে আবেশে, ঝড়ে ঝঞ্ঝায় চলে যেয়ো হেসে,
তোমাদের প্রেম দিয়ো দেশে দেশে বিশ্বের মাঝে বিস্তারি ॥

৯

শুভদিনে এসেছে দোঁহে চরণে তোমার,
শিখাও প্রেমের শিক্ষা, কোথা যাবে আর ॥
যে প্রেম সুখেতে কভু মলিন না হয়, প্রভু,
যে প্রেম দুঃখেতে ধরে উজ্জ্বল আকার ॥
যে প্রেম সমান ভাবে রবে চিরদিন,
নিমেষে নিমেষে যাহা হইবে নবীন।
যে প্রেমের শুভ্র হাসি প্রভাতকিরণরাশি,
যে প্রেমের অশ্রুজল শিশির উষার ॥
যে প্রেমের পথ গেছে অমৃতসদনে
সে প্রেম দেখায়ে দাও পথিক-দুজনে।
যদি কভু শ্রান্ত হয় কোলে নিয়ো দয়াময়—
যদি কভু পথ ভোলে দেখায়ো আবার ॥

১০

সবারে করি আহ্বান—
এসো উৎসুকচিত্ত, এসো আনন্দিত প্রাণ ॥
হৃদয় দেহো পাতি, হেথাকার দিবা রাতি
করুক নবজীবনদান ॥

আকাশে আকাশে বনে বনে তোমাদের মনে মনে
বিছায়ে বিছায়ে দিবে গান।
সুন্দরের পাদপীঠতলে যেখানে কল্যাণদীপ জ্বলে
সেথা পাবে স্থান॥

১১

আয় আয় আয় আমাদের অঙ্গনে অতিথি বালক তরুদল—
মানবের স্নেহসঙ্গ নে, চল্ আমাদের ঘরে চল্॥
শ্যাম বঙ্কিম ভঙ্গিতে চঞ্চল কলসঙ্গীতে
দ্বারে নিয়ে আয় শাখায় শাখায় প্রাণ-আনন্দ-কোলাহল॥
তোদের নবীন পল্লবে নাচুক আলোক সবিতার,
দে পবনে বনবল্লভে মর্মরগীত-উপহার।
আজি শ্রাবণের বর্ষণে আশীর্বাদের স্পর্শ নে,
পড়ুক মাথায় পাতায় পাতায় অমরাবতীর ধারাজল॥

১২

মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে হে প্রবল প্রাণ।
ধূলিরে ধন্য করো করুণার পুণ্যে হে কোমল প্রাণ॥
মৌনী মাটির মর্মের গান কবে উঠিবে ধ্বনিয়া মর্মর তব রবে,
মাধুরী ভরিবে ফুলে ফলে পল্লবে হে মোহন প্রাণ॥
পথিকবন্ধু, ছায়ার আসন পাতি এসো শ্যামসুন্দর।
এসো বাতাসের অধীর খেলার সাথি, মাতাও নীলাম্বর।
উষায় জাগাও শাখায় গানের আশা, সন্ধ্যায় আনো বিরামগভীর ভাষা,
রচি দাও রাতে সুপ্ত গীতের বাসা হে উদার প্রাণ॥

১৩

ওহে নবীন অতিথি, তুমি নূতন কি তুমি চিরন্তন।
যুগে যুগে কোথা তুমি ছিলে সঙ্গোপন॥

যতনে কত-কী আনি বেঁধেছিনু গৃহখানি,
হেথা কে তোমারে বলো করেছিল নিমন্ত্রণ ॥
কত আশা ভালোবাসা গভীর হৃদয়তলে
ঢেকে রেখেছিনু বুকে কত হাসি-অশ্রুজলে।
একটি না কহি বাণী তুমি এলে মহারানী,
কেমনে গোপনে মনে করিলে হে পদার্পণ ॥

১৪

এসো হে গৃহদেবতা,
এ ভবন পুণ্যপ্রভাবে করো পবিত্র।
বিরাজো জননী, সবার জীবন ভরি—
দেখাও আদর্শ মহান চরিত্র ॥
শিখাও করিতে ক্ষমা, করো হে ক্ষমা,
জাগায়ে রাখো মনে তব উপমা,
দেহো ধৈর্য হৃদয়ে—
সুখে দুখে সঙ্কটে অটল চিত্ত ॥
দেখাও রজনী-দিবা বিমল বিভা,
বিতরো পুরজনে শুভ্র প্রতিভা—
নব শোভাকিরণে
করো গৃহ সুন্দর রম্য বিচিত্র।
সবে করো প্রেমদান পূরিয়া প্রাণ—
ভুলায়ে রাখো, সখা, আত্মাভিমান।
সব বৈর হবে দূর
তোমারে বরণ করি জীবনমিত্র ॥

১৫

ফিরে চল্‌, ফিরে চল্‌, ফিরে চল্‌ মাটির টানে—
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে ॥

যার বুক ফেটে এই প্রাণ উঠেছে, হাসিতে যার ফুল ফুটেছে রে,
ডাক দিল যে গানে গানে ॥
দিক হতে ওই দিগন্তরে কোল রয়েছে পাতা,
জন্মমরণ তারি হাতের অলখ সুতোয় গাঁথা।
ওর হৃদয়-গলা জলের ধারা সাগর-পানে আত্মহারা রে
প্রাণের বাণী বয়ে আনে ॥

১৬

আয় রে মোরা ফসল কাটি—
ফসল কাটি, ফসল কাটি।
মাঠ আমাদের মিতা ওরে, আজ তারি সওগাতে
মোদের ঘরের আঙন সারা বছর ভরবে দিনে রাতে ॥
মোরা নেব তারি দান, তাই-যে কাটি ধান,
তাই-যে গাহি গান— তাই-যে সুখে খাটি ॥
বাদল এসে রচেছিল ছায়ার মায়াঘর,
রোদ এসেছে সোনার জাদুকর—
ও সে সোনার জাদুকর।
শ্যামে সোনায় মিলন হল মোদের মাঠের মাঝে,
মোদের ভালোবাসার মাটি-যে তাই সাজল এমন সাজে।
মোরা নেব তারি দান, তাই-যে কাটি ধান,
তাই-যে গাহি গান— তাই-যে সুখে খাটি ॥

১৭

অগ্নিশিখা, এসো এসো, আনো আনো আলো।
দুঃখে সুখে ঘরে ঘরে গৃহদীপ জ্বালো ॥
আনো শক্তি, আনো দীপ্তি, আনো শান্তি, আনো তৃপ্তি,
আনো স্নিগ্ধ ভালোবাসা, আনো নিত্য ভালো ॥
এসো পুণ্যপথ বেয়ে এসো হে কল্যাণী—
শুভ সুপ্তি, শুভ জাগরণ দেহো আনি।

দুঃখরাতে মাতৃবেশে জেগে থাকো নির্নিমেষে
আনন্দ-উৎসবে তব শুভ্র হাসি ঢালো ॥

১৮

এসো এসো এসো প্রাণের উৎসবে,
দক্ষিণবায়ুর বেণুরবে ॥
পাখির প্রভাতী গানে এসো এসো পুণ্যস্নানে
আলোকের অমৃতনির্ঝরে ॥
এসো এসো তুমি উদাসীন।
এসো এসো তুমি দিশাহীন।
প্রিয়েরে বরিতে হবে, বরমাল্য আনো তবে—
দক্ষিণা দক্ষিণ তব করে ॥
দুঃখ আছে অপেক্ষিয়া দ্বারে—
বীর, তুমি বক্ষে লহো তারে।
পথের কণ্টক দলি এসো চলি, এসো চলি
ঝটিকার মেঘমন্দ্রস্বরে ॥

১৯

বিশ্বরাজালয়ে বিশ্ববীণা বাজিছে।
স্থলে জলে নভতলে বনে উপবনে
নদীনদে গিরি-গুহা-পারাবারে
নিত্য জাগে সরস সঙ্গীতমধুরিমা, নিত্য নৃত্যরসভঙ্গিমা॥
নববসন্তে নব আনন্দ— উৎসব নব—
অতি মঞ্জুল, অতি মঞ্জুল, শুনি মঞ্জুল গুঞ্জন কুঞ্জে ;
শুনি রে শুনি মর্মর পল্লবপুঞ্জে ;
পিককূজনপুষ্পবনে বিজনে।
তব স্নিগ্ধসুশোভন লোচনলোভন শ্যামসভাতলমাঝে
কলগীত সুললিত বাজে।
তোমার নিশ্বাসসুখপরশে উচ্ছ্বাসহরষে
পল্লবিত, মঞ্জরিত, গুঞ্জরিত, উল্লসিত সুন্দর ধরা।
দিকে দিকে তব বাণী— নব নব তব গাথা— অবিরল রসধারা॥

২০

দিনের বিচার করো—

দিনশেষে তব সম্মুখে দাঁড়ানু ওহে জীবনেশ্বর।
দিনের কর্ম লইয়া স্মরণে সন্ধ্যাবেলায় সঁপিনু চরণে—
কিছু ঢাকা নাই তোমার নয়নে, এখন বিচার করো॥
মিথ্যা আচারে যদি থাকি মজি আমার বিচার করো।
মিথ্যা দেবতা যদি থাকি ভজি, আমার বিচার করো।
লোভে যদি কারে দিয়ে থাকি দুখ, ভয়ে হয়ে থাকি ধর্মবিমুখ,
পরনিন্দায় পেয়ে থাকি সুখ, আমার বিচার করো॥
অশুভকামনা করি যদি কার, আমার বিচার করো।
রোষে যদি কারো করি অবিচার, আমার বিচার করো।
তুমি যে জীবন দিয়েছ আমারে কলঙ্ক যদি দিয়ে থাকি তারে
আপনি বিনাশ করি আপনারে, আমার বিচার করো॥

২১

তোমার আনন্দ ওই গো

তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে, এল এল এল গো, ওগো পুরবাসী।
বুকের আঁচলখানি সুখের আঁচলখানি—
দুখের আঁচলখানি ধুলায় পেতে আঙিনাতে মেলো গো॥
সেচন কোরো— তার পথে পথে সেচন কোরো—
পা ফেলবে যেথায় সেচন কোরো গন্ধবারি;
মলিন না হয় চরণ তারি—
তোমার সুন্দর ওই গো—
তোমার সুন্দর ওই এল দ্বারে, এল এল এল গো।
হৃদয়খানি— আকুল হৃদয়খানি সম্মুখে তার ছড়িয়ে ফেলো—
রেখো না, রেখো না গো ধরে, ছড়িয়ে ফেলো ফেলো গো॥
তোমার সকল ধন যে ধন্য হল হল গো।
বিশ্বজনের কল্যাণে আজ ঘরের দুয়ার—
ঘরের দুয়ার খোলো গো।
রাঙা হল— রঙে রঙে রাঙা হল— কার হাসির রঙে
হেরো রাঙা হল সকল গগন, চিত্ত হল পুলক-মগন—
তোমার নিত্য আলো এল দ্বারে, এল এল এল গো।
পরান-প্রদীপ— তোমার পরান-প্রদীপ তুলে ধোরো ওই আলোতে—
রেখো না, রেখো না গো দূরে—
ওই আলোতে জ্বেলো গো॥

—

গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য

কালমৃগয়া

প্রথম দৃশ্য

তপোবন

ঋষিকুমারের প্রবেশ

বেলা যে চলে যায়, ডুবিল রবি।
ছায়ায় ঢেকেছে ঘন অটবী।
কোথা সে লীলা গেল কোথায়।
লীলা, লীলা, খেলাবি আয়॥

লীলার প্রবেশ

লীলা। ও ভাই, দেখে যা, কত ফুল তুলেছি।

ঋষিকুমার। তুই আয় রে কাছে আয়,
আমি তোরে সাজিয়ে দি—
তোর হাতে মৃণাল-বালা,
তোর কানে চাঁপার দুল,
তোর মাথায় বেলের সিঁথি,
তোর খোঁপায় বকুল ফুল॥

লীলা। ও দেখবি রে ভাই, আয় রে ছুটে,
মোদের বকুল গাছে
রাশি রাশি হাসির মতো
ফুল কত ফুটেছে।
কত গাছের তলায় ছড়াছড়ি
গড়াগড়ি যায়—

ও ভাই, সাবধানেতে আয় রে হেথা,
দিস নে দ'লে পায়।

লীলা। কাল সকালে উঠব মোরা,
যাব নদীর কূলে।
শিব গড়িয়ে করব পুজো,
আনব কুসুম তুলে।

ঋষিকুমার। মোরা ভোরের বেলা গাঁথব মালা,
দুলব সে দোলায়।
বাজিয়ে বাঁশি গান গাহিব
বকুলের তলায়।

লীলা। না ভাই, কাল সকালে মায়ের কাছে
নিয়ে যাব ধরে—
মা বলেছে ঋষির সাজে
সাজিয়ে দেবে তোরে।

ঋষিকুমার। সন্ধ্যা হয়ে এল যে ভাই,
এখন যাই ফিরে—
একলা আছেন অন্ধ পিতা
আঁধার কুটিরে॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

বন

বনদেবীগণ

প্রথম। সমুখেতে বহিছে তটিনী,
দুটি তারা আকাশে ফুটিয়া।

দ্বিতীয়। বায়ু বহে পরিমল লুটিয়া।

তৃতীয়। সাঁঝের অধর হতে
ম্লান হাসি পড়িছে টুটিয়া।

চতুর্থ। দিবস বিদায় চাহে,
সরযূ বিলাপ গাহে,
সায়াহ্নেরই রাঙা পায়ে
কেঁদে কেঁদে পড়িছে লুটিয়া।

সকলে। এসো সবে এসো, সখী,
মোরা হেথা বসে থাকি—

প্রথম। আকাশের পানে চেয়ে
জলদের খেলা দেখি।

সকলে। আঁখি-'পরে তারাগুলি
একে একে উঠিবে ফুটিয়া॥

সকলে। ফুলে ফুলে চ'লে চ'লে বহে কিবা মৃদু বায়,
তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে চলিয়া যায়।
পিক কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহু কুহু কুহু গায়,
কী জানি কিসেরই লাগি প্রাণ করে হায়-হায়॥

প্রথম। নেহারো, লো সহচরী,
কানন আঁধার করি
ওই দেখো বিভাবরী আসিছে।

দ্বিতীয়। দিগন্ত ছাইয়া
শ্যাম মেঘরাশি থরে থরে ভাসিছে।

তৃতীয়। আয়, সখী, এই বেলা
মাধবী মালতী বেলা
রাশি রাশি ফুটাইয়ে কানন করি আলা।

চতুর্থ। ওই দেখো নলিনী উথলিত সরসে
অস্ফুট মুকুলমুখী মৃদু মৃদু হাসিছে।

সকলে। আসিবে ঋষিকুমার কুসুমচয়নে,
কুটীরে রাখিয়া দিব তারি তরে সযতনে।
নিচু নিচু শাখাতে ফোটে যেন ফুলগুলি,
কচি হাত বাড়াইয়ে পায় যেন কাছে॥

তৃতীয় দৃশ্য

কুটীর

অন্ধ ঋষি ও ঋষিকুমার

বেদপাঠ

অন্তরিক্ষোদরঃ কোশো ভূমিবুধ্নো ন জীর্যতি দিশোহস্য স্রক্তয়ো দ্যৌরস্যোত্তরং বিলং স এষ কোশোবসুধানস্তস্মিন্ বিশ্বমিদং শ্রিতম্॥

তস্য প্রাচী দিগ্‌ জুহূর্নাম সহমানা নাম দক্ষিণা রাজ্ঞী নাম প্রতীচী সুভূতা নামোদীচী তাসাং বায়ুর্বৎসঃ স য এতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ ন পুত্ররোদং রোদিতি সোহহমেতমেবং বায়ুং দিশাং বৎসং বেদ মা পুত্ররোদং রুদম্॥

অন্ধ ঋষি। জল এনে দে, রে বাছা, তৃষিত কাতরে।
শুকায়েছে কণ্ঠ তালু, কথা নাহি সরে॥

মেঘগর্জন

না, না, কাজ নাই, যেয়ো না বাছা—
গভীরা রজনী ঘোর, ঘন গরজে—
তুই যে এ অন্ধের নয়নতারা।
আর কে আমার আছে!
কেহ নাই— কেহ নাই—
তুই শুধু রয়েছিস হৃদয় জুড়ায়ে।

তোরেও কি হারাব বাছা রে—
সে তো প্রাণে স'বে না॥

ঋষিকুমার। আমা-তরে অকারণে, ওগো পিতা, ভেবো না।
অদূরে সরযূ বহে, দূরে যাব না।
পথ যে সরল অতি,
চপলা দিতেছে জ্যোতি—
তবে কেন, পিতা, মিছে ভাবনা।
অদূরে সরযূ বহে, দূরে যাব না॥

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

বন

বনদেবতা

সঘন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া,
স্তিমিত দশ দিশি,
স্তম্ভিত কানন,
সব চরাচর আকুল—
কী হবে কে জানে।
ঘোরা রজনী,
দিকললনা ভয়বিভলা।
চমকে চমকে সহসা দিক উজলি
চকিতে চকিতে মাতি ছুটিল বিজলী
থরহর চরাচর পলকে ঝলকিয়ে।
ঘোর তিমির ছায় গগন মেদিনী।

গুরু গুরু নীরদগরজনে
স্তব্ধ আঁধার ঘুমাইছে।
সহসা উঠিল জেগে প্রচণ্ড সমীরণ,
কড় কড় বাজ॥

প্রস্থান

বনদেবীগণের প্রবেশ

সকলে। ঝম্ ঝম্ ঘন ঘন রে বরষে।
দ্বিতীয়। গগনে ঘনঘটা, শিহরে তরুলতা—
তৃতীয়। ময়ুর ময়ুরী নাচিছে হরষে।
সকলে। দিশি দিশি সচকিত, দামিনী চমকিত—
প্রথম। চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে॥

সকলে। আয় লো সজনী, সবে মিলে—
ঝর ঝর বারিধারা,
মৃদু মৃদু গুরু গুরু গর্জন—
এ বরষা-দিনে
হাতে হাতে ধরি ধরি
গাব মোরা লতিকা-দোলায় দুলে।
প্রথম। ফুটাব যতনে কেতকী কদম্ব অগণন—
দ্বিতীয়। মাথাব বরন ফুলে ফুলে।
তৃতীয়। পিয়াব নবীন সলিল, পিয়াসিত তরুলতা—
চতুর্থ। লতিকা বাঁধিব গাছে তুলে।
প্রথম। বনেরে সাজায়ে দিব, গাঁথিব মুকুতাকণা,
পল্লবশ্যামদুকূলে।
দ্বিতীয়। নাচিব, সখী, সবে নবঘন-উৎসবে
বিকচ বকুলতরু-মূলে॥

ঋষিকুমারের প্রবেশ

ঋষিকুমার। কী ঘোর নিশীথ, নীরব ধরা,
পথ যে কোথায় দেখা নাহি যায়,
জড়ায়ে যায় চরণে লতাপাতা।
যাই, ত্বরা ক'রে যেতে হবে
সরযূতটিনীতীরে—
কোথায় সে পথ।
ওই কল কল রব—
আহা, তৃষিত জনক মম,
যাই তবে যাই ত্বরা।

বনদেবীগণ। এই ঘোর আঁধার, কোথা রে যাস্!
ফিরিয়ে যা, তরাসে প্রাণ কাঁপে।
স্নেহের পুতুলি তুই,
কোথা যাবি একা এ নিশীথে—
কী জানি কী হবে,
বনে হবি পথহারা।

ঋষিকুমার। না, কোরো না মানা, যাব ত্বরা।
পিতা আমার কাতর তৃষায়,
যেতেছি তাই সরযূনদীতীরে ॥

বনদেবীগণ। মানা না মানিলি, তবুও চলিলি—
কী জানি কী ঘটে।
অমঙ্গল হেন প্রাণে জাগে কেন—
থেকে থেকে যেন প্রাণ কেঁদে ওঠে।
রাখ্ রে কথা রাখ্, বারি আনা থাক্—
যা, ঘরে যা ছুটে।
অয়ি দিগঙ্গনে, রেখো গো যতনে
অভয় স্নেহছায়ায়।

অয়ি বিভাবরী, রাখো বুকে ধরি
ভয় অপহরি রাখো এ জনায়।
এ যে শিশুমতি, বন ঘোর অতি—
এ যে একেলা অসহায়॥

পঞ্চম দৃশ্য

শিকারীগণের প্রবেশ

বনে বনে সবে মিলে চলো হো!
চলো হো!
ছুটে আয়, শিকারে কে রে যাবি আয়।
এমন রজনী বহে যায় রে।
ধনুর্বাণ বল্লম লয়ে হাতে
আয় আয় আয়, আয় রে।
বাজা শিঙা ঘন ঘন—
শব্দে কাঁপিবে বন,
আকাশ ফেটে যাবে,
চমকিবে পশু পাখি সবে,
ছুটে যাবে কাননে কাননে,
চারি দিক ঘিরে যাব পিছে পিছে।
হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ॥

দশরথের প্রবেশ

শিকারীগণ। জয়তি জয় জয় রাজন্, বন্দি তোমারে—
কে আছে তোমা-সমান।
ত্রিভুবন কাঁপে তোমার প্রতাপে,
তোমারে করি প্রণাম॥

শিকারীদের প্রতি

দশরথ। গহনে গহনে যা রে তোরা—
নিশি বহে যায় যে।
তন্ন তন্ন করি অরণ্য
করী বরাহ খোঁজ্‌গে!
এই বেলা যা রে।
নিশাচর পশু সবে
এখনি বাহির হবে—
ধনুর্বাণ নে রে হাতে, চল্ ত্বরা চল্।
জ্বালায়ে মশাল-আলো
এই বেলা আয় রে॥

প্রস্থান

প্রথম শিকারী। চল্ চল্ ভাই,
ত্বরা ক'রে মোরা আগে যাই।
দ্বিতীয়। প্রাণপণ খোঁজ্ এ বন, সে বন!
তৃতীয়। চল্ মোরা ক'জন ও দিকে যাই।
প্রথম। না না ভাই, কাজ নাই—
হোথা কিছু নাই— কিছু নাই—
ওই ঝোপে যদি কিছু পাই।
তৃতীয়। বরা! বরা!
প্রথম। আরে, দাঁড়া দাঁড়া,
অত ব্যস্ত হলে ফস্কাবে শিকার।
চুপি চুপি আয়, চুপি চুপি আয়
ওই অশথতলায়।
এবার ঠিক্‌ঠাক্ হয়ে সবে থাক্—
সাবধান, ধরো বাণ—
সাবধান, ছাড়ো বাণ।

দুই-তিন জন। গেল গেল, ওই ওই পালায় পালায়।
চল্ চল্—
ছোট্ রে পিছে, আয় রে ত্বরা যাই ॥

প্রস্থান

বিদূষকের সভয়ে প্রবেশ

বিদূষক। প্রাণ নিয়ে তো সটকেছি রে,
ওরে বরা, করবি এখন কী!
বাবা রে!
আমি চুপ ক'রে এই
আমড়াতলায় লুকিয়ে থাকি।
এই মরদের মুরোদখানা,
দেখেও কি রে ভড়কালি না!
বাহবা, সাবাস্ তোরে—
সাবাস্ রে তোর ভরসা দেখি।
গরিব ব্রাহ্মণের ছেলে
ব্রাহ্মণীরে ঘরে ফেলে
কোথা এলেম এ ঘোর বনে—
মনে আশা ছিল মস্ত
চলবে ভালো দক্ষিণ হস্ত,
হা রে রে পোড়া কপাল,
তাও যে দেখি কেবল ফাঁকি ॥

শিকারীগণের প্রবেশ

শিকারীগণ। ঠাকুরমশয়, দেরি না সয়,
তোমার আশায় সবাই ব'সে
শিকারেতে হবে যেতে
মিহি কোমর বাঁধো ক'ষে।

বন বাদাড় সব ঘেঁটেঘুঁটে
আমরা মরি খেটেখুটে,
তুমি কেবল লুটেপুটে
পেট পোরাবে ঠেসেঠুসে!

বিদূষক। কাজ কি খেয়ে, তোফা আছি—
আমায় কেউ না খেলেই বাঁচি!
শিকার করতে যায় কে মরতে,
ঢুঁসিয়ে দেবে বরা-মোষে।
ঢুঁ খেয়ে তো পেট ভরে না—
সাধের পেটটি যাবে ফেঁসে॥

হাসিতে হাসিতে
শিকারীগণের প্রস্থান

বিদূষক। আঃ বেঁচেছি এখন।
শর্মা ও দিকে আর নন।
গোলেমালে ফাঁকতালে সটকেছি কেমন।
দেখে বরা'র দাঁতের পাটি
লেগেছিল দাঁত-কপাটি,
পড়ল খ'সে হাতের লাঠি কে জানে কখন—
আহা কে জানে কখন।
চুলগুলা সব ঘাড়ে খাড়া,
চক্ষু-দুটো মশাল-পারা—
গোঁ-ভরে হেঁট-মুখে তাড়া কল্লে সে যখন—
রাস্তা দেখতে পাই নে চোখে,
পেটের মধ্যে হাত পা ঢোকে,
চুপ্‌সে গেল ফাঁপা ভুঁড়ি শঙ্কাতে তখন—
আহা শঙ্কাতে তখন॥

প্রস্থান

শিকার স্কন্ধে
শিকারীগণের প্রবেশ

এনেছি মোরা এনেছি মোরা
রাশি রাশি শিকার।
করেছি ছারখার,
সব করেছি ছারখার।
বন-বাদাড় তোলপাড়
করেছি রে উজাড়॥

গাইতে গাইতে প্রস্থান

বনদেবীদের প্রবেশ

কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে
সাধের কাননে শান্তি নাশিতে।
মত্ত করী যত পদ্মবন দলে
বিমল সরোবর মন্থিয়া।
ঘুমন্ত বিহগে কেন বধে রে
সঘনে খর শর সন্ধিয়া।
তরাসে চমকিয়ে হরিণ হরিণী
স্খলিত চরণে ছুটিছে।
স্খলিত চরণে ছুটিছে কাননে,
করুণ নয়নে চাহিছে।
আকুল সরসী, সারস সারসী
শরবনে পশি কাঁদিছে।
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
বিপদ-ঘনছায়া ছাইয়া।

কী জানি কী হবে আজি এ নিশীথে,
তরাসে প্রাণ ওঠে কাঁপিয়া ॥

প্রস্থান

দশরথের প্রবেশ

না জানি কোথা এলুম, এ যে ঘোর বন।
কোথা সে করীশিশু, কোথা লুকালো!
একে তো জটিল বন, তাহে আঁধার ঘন,
যাক্‌-না যাবে সে কত দূর, কত দূর—
যাব পিছে পিছে—
না না না না, ও কী শুনি!
ওই-যে সরযূতীরে করিছে সলিল পান—
শবদ শুনি যে ওই, এই তবে ছাড়ি বাণ ॥

নেপথ্যে বনদেবীগণ

হায় কী হ'ল! হায় কী হ'ল!

বাণাহত ঋষিকুমারের নিকট দশরথের গমন

কী করিনু হায়!
এ তো নয় রে করীশিশু! ঋষির তনয়!
নিঠুর প্রখর বাণে রুধিরে আপ্লুত কায়,
কার রে প্রাণের বাছা ধুলাতে লুটায়!
কী কুলগ্নে না জানি রে ধরিলাম বাণ,
কী মহাপাতকে কার বধিলাম প্রাণ!
দেবতা, অমৃতনীরে হারা প্রাণ দাও ফিরে,
নিয়ে যাও মায়ের কোলে মায়ের বাছায় ॥

মুখে জলসিঞ্চন

ঋষিকুমার। কী দোষ করেছি তোমার,
কেন গো হানিলে বাণ!
একই বাণে বধিলে যে
দুটি অভাগার প্রাণ।
শিশু বনচারী আমি,
কিছুই নাহিক জানি,
ফল মূল তুলে আনি—
করি সামবেদ গান।
জন্মান্ধ জনক মম
তৃষায় কাতর হয়ে
রয়েছেন পথ চেয়ে—
কখন যাব বারি লয়ে।
মরণান্তে নিয়ে যেয়ো,
এ দেহ তাঁর কোলে দিয়ো—
দেখো, দেখো, ভুলো নাকো,
কোরো তাঁরে বারি দান।
মার্জনা করিবেন পিতা—
তাঁর যে দয়ার প্রাণ।

মৃত্যু

ষষ্ঠ দৃশ্য

কুটীর

অন্ধ ঋষি

আমার প্রাণ যে ব্যাকুল হয়েছে,
হা তাত, একবার আয় রে।

ঘোরা রজনী, একাকী,
কোথা রহিলে এ সময়ে !
প্রাণ যে চমকে মেঘগরজনে,
কী হবে কে জানে ॥

লীলার প্রবেশ

লীলা। বলো বলো, পিতা, কোথা সে গিয়েছে।
কোথা সে ভাইটি মম কোন্ কাননে,
কেন তাহারে নাহি হেরি !
খেলিবে সকালে আজ বলেছিল সে,
তবু কেন এখনো না এল।
বনে বনে ফিরি 'ভাই ভাই' করিয়ে,
কেন গো সাড়া পাই নে ॥

অন্ধ। কে জানে কোথা সে !
প্রহর গণিয়া গণিয়া বিরলে
তারি লাগি ব'সে আছি
একা হেথা কুটীরদুয়ারে—
বাছা রে, এলি নে।
ত্বরা আয়, ত্বরা আয়, আয় রে,
জল আনিয়ে কাজ নাই—
তুই যে আমার পিপাসার জল।
কেন রে জাগিছে মনে ভয়।
কেন আজি তোরে হারাই-হারাই
মনে হয় কে জানে ॥

লীলার প্রস্থান

মৃত দেহ লইয়া দশরথের

প্রবেশ

অন্ধ। এতক্ষণে বুঝি এলি রে!

হৃদিমাঝে আয় রে, বাছা রে!

কোথা ছিলি বনে এ ঘোর রাতে

এ দুর্যোগে, অন্ধ পিতারে ভুলি।

আছি সারানিশি হায় রে

পথ চাহিয়ে, আছি তৃষায় কাতর—

দে মুখে বারি! কাছে আয় রে॥

দশরথ। অজ্ঞানে করো হে ক্ষমা তাত, ধরি চরণে।

কেমনে কহিব, শিহরি আতঙ্কে।

আঁধারে সন্ধানি শর খরতর

করীভ্রমে বধি তব পুত্রবর

গ্রহদোষে পড়েছি পাপপঙ্কে॥

দশরথ-কর্তৃক ঋষির নিকটে

ঋষিকুমারের মৃতদেহ

স্থাপন

অন্ধ। কী বলিলে, কী শুনিলাম, এ কি কভু হয়!

এই-যে জল আনিবারে গেল সে সরযূতীরে—

কার সাধ্য বধে, সে যে ঋষির তনয়।

সুকুমার শিশু সে যে, স্নেহের বাছা রে—

আছে কি নিষ্ঠুর কেহ বধিবে যে তারে!

না না না, কোথা সে আছে, এনে দে আমার কাছে-

সারা নিশি জেগে আছি, বিলম্ব না সয়।

এখনো যে নিরুত্তর, নাহি প্রাণে ভয়!

রে দুরাত্মা, কী করিলি—

অভিশাপ

পুত্রব্যসনজং দুঃখং যদেতন্মম সাংপ্রতম্
এবং ত্বং পুত্রশোকেন রাজন্ কালং করিষ্যসি ॥

দশরথ। ক্ষমা করো মোরে, তাত— আমি যে পাতকী ঘোর
না জেনে হয়েছি দোষী, মার্জনা নাহি কি মোর!
সহে না যাতনা আর— শান্তি পাইব কোথায়!
তুমি কৃপা না করিলে নাহি যে কোনো উপায়।
আমি দীন হীন অতি— ক্ষম ক্ষম কাতরে,
প্রভু হে, করহ ত্রাণ এ পাপের পাথারে ॥

অন্ধ। আহা, কেমনে বধিল তোরে!
তুই যে স্নেহের পুতলি, সুকুমার শিশু ওরে।
বড়ো কি বেজেছে বুকে! বাছা রে,
কোলে আয়, কোলে আয় একবার—
ধুলাতে কেন লুটায়ে! রাখিব বুকে ক'রে ॥

কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে অবস্থান ও অবশেষে
উঠিয়া দাঁড়াইয়া দশরথের প্রতি

শোক তাপ গেল দূরে,
মার্জনা করিনু তোরে ॥

পুত্রের প্রতি

যাও রে অনন্ত ধামে মোহ মায়া পাশরি—
দুঃখ আঁধার যেথা কিছুই নাহি।
জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে—
কেবলই আনন্দস্রোত চলিছে প্রবাহি।

যাও রে অনন্ত ধামে, অমৃতনিকেতনে—
অমরগণ লইবে তোমা উদার-প্রাণে।
দেব-ঋষি রাজ-ঋষি ব্রহ্ম-ঋষি যে লোকে
ধ্যানভরে গান করে একতানে—
যাও রে অনন্ত ধামে জ্যোতির্ময় আলয়ে
শুভ্র সেই চিরবিমল পুণ্য কিরণে—
যায় যেথা দানব্রত সত্যব্রত পুণ্যবান
যাও বৎস, যাও সেই দেবসদনে॥

যবনিকাপতন

পুনরুত্থান

ঋষিকুমারের মৃতদেহ ঘেরিয়া বনদেবীদের গান

সকলই ফুরালো স্বপনপ্রায়!
কোথা সে লুকালো, কোথা সে হায়।
কুসুমকানন হয়েছে ম্লান,
পাখিরা কেন রে গাহে না গান—
ও সব হেরি শূন্যময়— কোথা সে হায়!
কাহার তরে আর ফুটিবে ফুল,
মাধবী মালতী কেঁদে আকুল।
সেই যে আসিত তুলিতে জল,
সেই যে আসিত পাড়িতে ফল,
ও সে আর আসিবে না— কোথা সে হায়॥

যবনিকাপতন

বাল্মীকিপ্রতিভা

প্রথম দৃশ্য

অরণ্য

বনদেবীগণ

সহে না, সহে না, কাঁদে পরান।
সাধের অরণ্য হল শ্মশান।
দস্যুদলে আসি শান্তি করে নাশ,
ত্রাসে সকল দিশ কম্পমান।
আকুল কানন, কাঁদে সমীরণ,
চকিত মৃগ, পাখি গাহে না গান।
শ্যামল তৃণদল শোণিতে ভাসিল,
কাতর রোদনরবে ফাটে পাষাণ।
দেবী দুর্গে, চাহো, ত্রাহি এ বনে—
রাখো অধীনী জনে, করো শান্তিদান॥

প্রস্থান

প্রথম দস্যুর প্রবেশ

আঃ বেঁচেছি এখন। শর্মা ও দিকে আর নন।
গোলেমালে ফাঁকতালে পালিয়েছি কেমন।
লাঠালাঠি কাটাকাটি ভাবতে লাগে দাঁতকপাটি,
তাই, মানটা রেখে প্রাণটা নিয়ে সটকেছি কেমন—
আহা সটকেছি কেমন।
আসুক তারা আসুক আগে, দুনোদুনি নেব ভাগে,
ঘ্যাস্তামিতে আমার কাছে দেখব কে কেমন।
শুধু মুখের জোরে, গলার চোটে লুট-করা ধন নেব লুটে,
শুধু দুলিয়ে ভুঁড়ি বাজিয়ে তুড়ি করব সরগরম—
আহা করব সরগরম॥

লুঠের দ্রব্য লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ

এনেছি মোরা এনেছি মোরা রাশি রাশি লুটের ভার।
করেছি ছারখার— সব করেছি ছারখার—
কত গ্রাম পল্লী লুটে-পুটে করেছি একাকার।

প্রথম দস্যু। আজকে তবে মিলে সবে করব লুটের ভাগ—
এ-সব আনতে কত লণ্ডভণ্ড করনু যজ্ঞ-যাগ।

দ্বিতীয় দস্যু। কাজের বেলায় উনি কোথা যে ভাগেন,
ভাগের বেলায় আসেন আগে আরে দাদা!

প্রথম দস্যু। এত বড়ো আস্পর্ধা তোদের,
মোরে নিয়ে এ কি হাসি-তামাশা!
এখনি মুণ্ড করিব খণ্ড, খবর্দার রে খবর্দার!

দ্বিতীয় দস্যু। হাঃ হাঃ, ভায়া খাপ্পা বড়ো, এ কী ব্যাপার!
আজি বুঝি বা বিশ্ব করবে নস্য, এমনি যে আকার।

তৃতীয় দস্যু। এম্‌নি যোদ্ধা উনি, পিঠেতেই দাগ—
তলোয়ারে মরিচা, মুখেতেই রাগ।

প্রথম দস্যু। আর যে এ-সব সহে না প্রাণে—
নাহি কি তোদের প্রাণের মায়া!
দারুণ রাগে কাঁপিছে অঙ্গ—
কোথা রে লাঠি, কোথা রে ঢাল!

সকলে। হাঃ হাঃ, ভায়া খাপ্পা বড়ো, এ কী ব্যাপার!
আজি বুঝি বা বিশ্ব করবে নস্য, এম্‌নি যে আকার॥

বাল্মীকির প্রবেশ

সকলে। এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে।
না মানি বারণ, না মানি শাসন, না মানি কাহারে।
কে বা রাজা, কার রাজ্য; মোরা কী জানি!
প্রতি জনেই রাজা মোরা, বনই রাজধানী!
রাজা-প্রজা উঁচু-নিচু কিছু না গণি!

ত্রিভুবনমাঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়—
মাথার উপরে রয়েছেন কালী, সমুখে রয়েছে জয়॥

বাল্মীকির প্রতি

প্রথম দস্যু। এখন করব কী বল্।

সকলে। এখন করব কী বল্।

প্রথম দস্যু। হো রাজা, হাজির রয়েছে দল!

সকলে। বল্ রাজা, করব কী বল্ এখন করব কী বল্।

প্রথম দস্যু। পেলে মুখেরই কথা,
আনি যমেরই মাথা। করে দিই রসাতল!

সকলে। করে দিই রসাতল!

সকলে। হো রাজা, হাজির রয়েছে দল।
বল্ রাজা, করব কী বল্ এখন করব কী বল্॥

বাল্মীকি। শোন্ তোরা তবে শোন্।
অমানিশা আজিকে, পূজা দেব কালীকে।
ত্বরা করি যা তবে, সবে মিলি যা তোরা—
বলি নিয়ে আয়॥

বাল্মীকির প্রস্থান

সকলে। ত্রিভুবনমাঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়,
মাথার উপরে রয়েছেন কালী, সমুখে রয়েছে জয়॥

—

তবে আয় সবে আয়, তবে আয় সবে আয়—
তবে ঢাল্ সুরা, ঢাল্ সুরা, ঢাল্ ঢাল্ ঢাল্!
দয়া মায়া কোন্ ছার, ছারখার হোক।
কে বা কাঁদে কার তরে, হাঃ হাঃ হাঃ!
তবে আন্ তলোয়ার, আন্ আন্ তলোয়ার,
তবে আন্ বরশা, আন্ আন্ দেখি ঢাল।

প্রথম দস্যু। আগে পেটে কিছু ঢাল্, পরে পিঠে নিবি ঢাল।

হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ ॥

উঠিয়া

সকলে। কালী কালী বলো রে আজ—
বলো হো, হো হো, বলো হো, হো হো, বলো হো !
নামের জোরে সাধিব কাজ—
বলো হো হো হো, বলো হো, বলো হো !
ওই ঘোর মত্ত করে নৃত্য রঙ্গমাঝারে,
ওই লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ ঘেরি শ্যামারে,
ওই লট্টপট্টকেশ অট্ট অট্ট হাসে রে—
হাহাহা হাহাহা হাহাহা !
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয় !
জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়, জয় জয় !
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয় !
আরে বল্ রে শ্যামা মায়ের জয় ॥

গমনোদ্যম

একটি বালিকার প্রবেশ

বালিকা। ওই মেঘ করে বুঝি গগনে ।
আঁধার ছাইল, রজনী আইল,
ঘরে ফিরে যাব কেমনে ।
চরণ অবশ হায়, শ্রান্ত ক্লান্ত কায়
সারা দিবস বনভ্রমণে
ঘরে ফিরে যাব কেমনে ॥

—

এ কী এ ঘোর বন ! এনু কোথায় !
পথ যে জানি না, মোরে দেখায়ে দে না ।
কী করি এ আঁধার রাতে ।

কী হবে মোর হায়।
ঘন ঘোর মেঘ ছেয়েছে গগনে,
চকিত চপলা চমকে সঘনে,
একেলা বালিকা—
তরাসে কাঁপে কায়॥

বালিকার প্রতি

প্রথম দস্যু। পথ ভুলেছিস সত্যি বটে? সিধে রাস্তা দেখতে চাস?
এমন জায়গায় পাঠিয়ে দেব সুখে থাকবি বারো মাস।
সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ।

প্রথমের প্রতি

দ্বিতীয় দস্যু। কেমন হে ভাই! কেমনে সে ঠাঁই?
প্রথম দস্যু। মন্দ নহে বড়ো—
এক দিন না এক দিন সবাই সেথায় হব জড়ো।
সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ!
তৃতীয় দস্যু। আয় সাথে আয়, রাস্তা তোরে দেখিয়ে দিই গে তবে—
আর তা হলে রাস্তা ভুলে ঘুরতে নাহি হবে।
সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ॥

সকলের প্রস্থান

বনদেবীগণের প্রবেশ

মরি ও কাহার বাছা, ওকে কোথায় নিয়ে যায়।
আহা, ঐ করুণ চোখে ও কার পানে চায়।
বাঁধা কঠিন পাশে, অঙ্গ কাঁপে ত্রাসে,
আঁখি জলে ভাসে—এ কী দশা হায়।
এ বনে কে আছে, যাব কার কাছে—
কে ওরে বাঁচায়॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

অরণ্যে কালীপ্রতিমা

বাল্মীকি স্তবে আসীন

বাল্মীকি। রাঙাপদপদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা!
আজি এ ঘোর নিশীথে পূজিব তোমারে তারা।
সুরনর থরহর— ব্রহ্মাণ্ডবিপ্লব করো,
রণরঙ্গে মাতো, মা গো, ঘোরা উন্মাদিনী-পারা।
ঝলসিয়ে দিশি দিশি ঘুরাও তড়িত-অসি,
ছুটাও শোণিতস্রোত, ভাসাও বিপুল ধরা।
উরো কালী কপালিনী, মহাকালসীমন্তিনী,
লহো জবাপুষ্পাঞ্জলি মহাদেবী পরাৎপরা॥

বালিকাকে লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ

দস্যুগণ। দেখো হো ঠাকুর, বলি এনেছি মোরা।
বড়ো সরেস পেয়েছি বলি সরেস—
এমন সরেস মছলি, রাজা, জালে না পড়ে ধরা।
দেরি কেন ঠাকুর, সেরে ফেলো ত্বরা॥

বাল্মীকি। নিয়ে আয় কৃপাণ। রয়েছে তৃষিতা শ্যামা মা,
শোণিত পিয়াও— যা ত্বরায়।
লোল জিহ্বা লকলকে, তড়িত খেলে চোখে,
করিয়ে খণ্ড দিক দিগন্ত ঘোর দন্ত ভায়॥

বালিকা। কী দোষে বাঁধিলে আমায়, আনিলে কোথায়।
পথহারা একাকিনী বনে অসহায়—
রাখো রাখো রাখো, বাঁচাও আমায়।
দয়া করো অনাথারে— কে আমার আছে—
বন্ধনে কাতরতনু মরি যে ব্যথায়।

নেপথ্যে বনদেবী। দয়া করো অনাথারে দয়া করো গো—
বন্ধনে কাতর তনু জর্জর ব্যথায়॥

বাল্মীকি। এ কেমন হল মন আমার!
কী ভাব এ যে কিছুই বুঝিতে যে পারি নে
পাষাণহৃদয় গলিল কেন রে!
কেন আজি আঁখিজল দেখা দিল নয়নে!
কী মায়া এ জানে গো,
পাষাণের বাঁধ এ যে টুটিল,
সব ভেসে গেল গো, সব ভেসে গেল গো—
মরুভূমি ডুবে গেল করুণার প্লাবনে॥

প্রথম দস্যু। আরে, কী এত ভাবনা কিছু তো বুঝি না।

দ্বিতীয় দস্যু। সময় বহে যায় যে।

তৃতীয় দস্যু। কখন্ এনেছি মোরা, এখনো তো হল না।

চতুর্থ দস্যু। এ কেমন রীতি তব, বাহ্ রে।

বাল্মীকি। না না হবে না, এ বলি হবে না—
অন্য বলির তরে যা রে যা।

প্রথম দস্যু। অন্য বলি এ রাতে কোথা মোরা পাব!

দ্বিতীয় দস্যু। এ কেমন কথা কও, বাহ্ রে॥

বাল্মীকি। শোন্ তোরা শোন্ এ আদেশ,
কৃপাণ খর্পর ফেলে দে দে।
বাঁধন কর ছিন্ন,
মুক্ত কর এখনি রে॥

যথাদিষ্ট কৃত

তৃতীয় দৃশ্য

অরণ্য

বাল্মীকি। ব্যাকুল হয়ে বনে বনে
ভ্রমি একেলা শূন্যমনে।

কে পুরাবে মোর কাতর প্রাণ
জুড়াবে হিয়া সুধাবরিষণে ॥

প্রস্থান

দস্যুগণ বালিকাকে পুনর্বার ধরিয়া আনিয়া

ছাড়ব না ভাই, ছাড়ব না ভাই,
এমন শিকার ছাড়ব না।
হাতের কাছে অম্‌নি এল, অম্‌নি যাবে!
অম্‌নি যেতে দেবে কে রে!
রাজাটা খেপেছে রে, তার কথা আর মানব না।
আজ রাতে ধুম হবে ভারী— নিয়ে আয় কারণবারি,
জ্বেলে দে মশালগুলো, মনের মতন পুজো দেব
নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে— রাজাটা খেপেছে রে,
তার কথা আর মানব না ॥

প্রথম দস্যু। রাজা মহারাজা কে জানে, আমিই রাজাধিরাজ।
তুমি উজির, কোতোয়াল তুমি,
ওই ছোঁড়াগুলো বর্কন্দাজ।
যত সব কুঁড়ে আছে ঠাঁই জুড়ে,
কাজের বেলায় বুদ্ধি যায় উড়ে।
পা ধোবার জল নিয়ে আয় ঝট্‌,
কর্‌ তোরা সব যে যার কাজ ॥

দ্বিতীয় দস্যু। আছে তোমার বিদ্যে-সাধ্যি জানা।
রাজত্ব করা, এ কি তামাশা পেয়েছ।

প্রথম দস্যু। জানিস নে কেটা আমি।

দ্বিতীয় দস্যু। ঢের ঢের জানি— ঢের ঢের জানি—

প্রথম দস্যু। হাসিস নে হাসিস নে মিছে, যা যা—
সব আপন কাজে যা যা,
যা আপন কাজে।

দ্বিতীয় দস্যু। খুব তোমার লম্বাচওড়া কথা।
নিতান্ত দেখি তোমায় কৃতান্ত ডেকেছে॥

তৃতীয় দস্যু। আঃ কাজ কী গোলমালে, নাহয় রাজাই সাজালে।
মরবার বেলায় মরবে ওটাই, আমরা সব থাকব ফাঁকতালে।

প্রথম দস্যু। রাম রাম! হরি হরি! ওরা থাকতে আমি মরি!
তেমন তেমন দেখলে, বাবা, ঢুকব আড়ালে।

সকলে। ওরে চল্ তবে শিগ্‌গিরি,
আনি পূজার সামিগ্‌গিরি।
কথায় কথায় রাত পোহালো, এমনি কাজের ছিরি॥

প্রস্থান

বালিকা। হায়, কী দশা হল আমার!
কোথা গো মা করুণাময়ী, অরণ্যে প্রাণ যায় গো।
মুহূর্তের তরে মা গো, দেখা দাও আমারে—
জনমের মতো বিদায়॥

পূজার উপকরণ লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ
ও কালীপ্রতিমা ঘিরিয়া নৃত্য

এত রঙ্গ শিখেছ কোথা মুণ্ডমালিনী!
তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাঁপে, চমকে ধরণী।
ক্ষান্ত দে মা, শান্ত হ মা, সন্তানের মিনতি।
রাঙা নয়ন দেখে নয়ন মুদি ও মা ত্রিনয়নী॥

বাল্মীকির প্রবেশ

বাল্মীকি। অহো! আস্পর্ধা একি তোদের নরাধম!
তোদের কারেও চাহি নে আর, আর, আর না রে—
দূর দূর দূর, আমারে আর ছুঁস নে।
এ-সব কাজ আর না, এ পাপ আর না,
আর না, আর না, ত্রাহি— সব ছাড়িনু।

প্রথম দস্যু। দীন হীন এ অধম আমি, কিছুই জানি নে রাজা।
এরাই তো যত বাধালে জঞ্জাল,
এত করে বোঝাই বোঝে না।
কী করি, দেখো বিচারি।

দ্বিতীয় দস্যু। বাঃ— এও তো বড়ো মজা, বাহবা!
যত কুয়ের গোড়া ওই তো, আরে বল্‌-না রে।

প্রথম দস্যু। দূর দূর দূর, নির্লজ্জ, আর বকিস নে।

বাল্মীকি। তফাতে সব সরে যা। এ পাপ আর না,
আর না, আর না, ত্রাহি— সব ছাড়িনু॥

দস্যুগণের প্রস্থান

বাল্মীকি। আয়, মা, আমার সাথে, কোনো ভয় নাহি আর।
কত দুঃখ পেলি বনে, আহা, মা আমার!
নয়নে ঝরিছে বারি, এ কি, মা, সহিতে পারি—
কোমল কাতর তনু কাঁপিতেছে বার বার॥

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

বনদেবীগণের প্রবেশ

রিম্‌ ঝিম্‌ ঘন ঘন রে বরষে।
গগনে ঘনঘটা, শিহরে তরুলতা,
ময়ূর ময়ূরী নাচিছে হরষে।
দিশি দিশি সচকিত, দামিনী চমকিত,
চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে॥

প্রস্থান

বাল্মীকির প্রবেশ

কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই—
কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে।

যাই দেখি শিকারেতে, রহিব আমোদে মেতে,
ভুলি সব জ্বালা বনে বনে ছুটিয়ে—
কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে।
আপনা ভুলিতে চাই, ভুলিব কেমনে—
কেমনে যাবে বেদনা।
ধরি ধনু আনি বাণ গাহিব ব্যাধের গান,
দলবল লয়ে মাতিব—
কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে॥

শৃঙ্গধ্বনিপূর্বক দস্যুগণকে আহ্বান

দস্যুগণের প্রবেশ

দস্যু। কেন রাজা, ডাকিস কেন, এসেছি সবে।
বুঝি আবার শ্যামা মায়ের পুজো হবে?
বাল্মীকি। শিকারে হবে যেতে, আয় রে সাথে।
প্রথম দস্যু। ওরে, রাজা কী বলছে শোন্।
সকলে। শিকারে চল্ তবে।
সবারে আন্ ডেকে যত দলবল সবে॥

বাল্মীকির প্রস্থান

এই বেলা সবে মিলে চলো হো, চলো হো!
ছুটে আয়, শিকারে কে রে যাবি আয়,
এমন রজনী বহে যায় যে।
ধনুর্বাণ বল্লম লয়ে হাতে আয় আয় আয় আয় রে।
বাজা শিঙা ঘন ঘন, শব্দে কাঁপিবে বন,
আকাশ ফেটে যাবে, চমকিবে পশু পাখি সবে,
ছুটে যাবে কাননে কাননে—
চারি দিকে ঘিরে যাব পিছে পিছে
হো হো হো হো॥

বাল্মীকির প্রবেশ

বাল্মীকি। গহনে গহনে যা রে তোরা, নিশি বহে যায় যে।
তন্ন তন্ন করি অরণ্য, করী বরাহ খোঁজ্‌ গে—
এই বেলা যা রে।
নিশাচর পশু সবে এখনি বাহির হবে,
ধনুর্বাণ নে রে হাতে, চল্‌ ত্বরা চল্‌।
জ্বালায়ে মশাল-আলো এই বেলা আয় রে॥

প্রস্থান

প্রথম দস্যু। চল্‌ চল্‌ ভাই, ত্বরা করে মোরা আগে যাই।
দ্বিতীয় দস্যু। প্রাণপণ খোঁজ্‌ এ বন, সে বন—
চল্‌ মোরা ক'জন ও দিকে যাই।
প্রথম দস্যু। না না ভাই, কাজ নাই।
হোথা কিছু নাই, কিছু নাই—
ওই ঝোপে যদি কিছু পাই।
দ্বিতীয় দস্যু। বরা বরা!
প্রথম দস্যু। আরে দাঁড়া দাঁড়া, অত ব্যস্ত হলে ফস্কাবে শিকার।
চুপি চুপি আয়, চুপি চুপি আয় ওই অশথতলায়।
এবার ঠিকঠাক হয়ে সবে থাক্‌—
সাবধান ধরো বাণ, সাবধান ছাড়ো বাণ,
গেল গেল ঐ, পালায় পালায়, চল্‌ চল্‌।
ছোট্‌ রে পিছে; আয় রে ত্বরা যাই॥

বনদেবীগণের প্রবেশ

কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে
সাধের কাননে শান্তি নাশিতে।
মত্ত করী যত পদ্মবন দলে
বিমল সরোবর মন্থিয়া,

ঘুমন্ত বিহগে কেন বধে রে
সঘনে খর শর সন্ধিয়া।
তরাসে চমকিয়ে হরিণহরিণী
স্খলিত চরণে ছুটিছে—
স্খলিত চরণে ছুটিছে কাননে,
করুণ নয়নে চাহিছে।
আকুল সরসী, সারসসারসী
শরবনে পশি কাঁদিছে।
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
বিপদ ঘন ছায়া ছাইয়া—
কী জানি কী হবে আজি এ নিশীথে,
তরাসে প্রাণ ওঠে কাঁপিয়া ॥

প্রথম দস্যুর প্রবেশ

প্রথম দস্যু। প্রাণ নিয়ে তো সট্‌কেছি রে, করবি এখন কী।
ওরে বরা, করবি এখন কী।
বাবা রে, আমি চুপ করে এই কচুবনে লুকিয়ে থাকি।
এই মরদের মুরদখানা দেখেও কি রে ভড়কালি না।
বাহবা! শাবাশ তোরে, শাবাশ রে তোর ভরসা দেখি ॥

খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আর-একজন
দস্যুর প্রবেশ

অন্য দস্যু। বলব কী আর বলব খুড়ো— উঁ উঁ—
আমার যা হয়েছে বলি কার কাছে—
একটা বুনো ছাগল তেড়ে এসে মেরেছে ঢুঁ।
প্রথম দস্যু। তখন যে ভারী ছিল জারিজুরি,
এখন কেন করছ, বাপু, উঁ উঁ উঁ—
কোন্‌খানে লেগেছে বাবা, দিই একটু ফুঁ ॥

দস্যুগণের প্রবেশ

দস্যুগণ। সর্দারমশায় দেরি না সয়,
তোমার আশায় সবাই বসে।
শিকারেতে হবে যেতে,
মিহি কোমর বাঁধো কষে।
বনবাদাড় সব ঘেঁটেঘুঁটে
আমরা মরি খেটেখুটে,
তুমি কেবল লুটেপুটে
পেট পোরাবে ঠেসেঠুসে!

প্রথম দস্যু। কাজ কি খেয়ে, তোফা আছি—
আমায় কেউ না খেলেই বাঁচি।
শিকার করতে যায় কে মরতে—
ঢুঁসিয়ে দেবে বরা-মোষে।
ঢু খেয়ে তো পেট ভরে না—
সাধের পেটটি যাবে ফেঁসে॥

হাসিতে হাসিতে প্রস্থান ও শিকারের
পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুনঃপ্রবেশ

বাল্মীকির দ্রুত প্রবেশ

বাল্মীকি। রাখ্ রাখ্, ফেল ধনু, ছাড়িস নে বাণ॥
হরিণশাবক দুটি প্রাণভয়ে ধায় ছুটি,
চাহিতেছে ফিরে ফিরে করুণনয়ান।
কোনো দোষ করে নি তো, সুকুমার কলেবর—
কেমনে কোমল দেহে বিঁধিবি কঠিন শর!
থাক্ থাক্ ওরে থাক্, এ দারুণ খেলা রাখ্,
আজ হতে বিসর্জিনু এ ছার ধনুক বাণ॥

প্রস্থান

দস্যুগণের প্রবেশ

দস্যুগণ। আর না, আর না, এখানে আর না—
আয় রে সকলে চলিয়া যাই।
ধনুক বাণ ফেলেছে রাজা,
এখানে কেমনে থাকিব ভাই!
চল্ চল্ চল্ এখনি যাই॥

বাল্মীকির প্রবেশ

দস্যুগণ। তোর দশা, রাজা, ভালো তো নয়—
রক্তপাতে পাস রে ভয়—
লাজে মোরা মরে যাই।
পাখিটি মারিলে কাঁদিয়া খুন,
না জানি কে তোরে করিল গুণ—
হেন কভু দেখি নাই॥

দস্যুগণের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

বাল্মীকি। জীবনের কিছু হল না হায়—
হল না গো হল না, হায় হায়।
গহনে গহনে কত আর ভ্রমিব নিরাশার এ আঁধারে।
শূন্য হৃদয় আর বহিতে যে পারি না,
পারি না গো, পারি না আর।
কী লয়ে এখন ধরিব জীবন, দিবসরজনী চলিয়া যায়—
দিবসরজনী চলিয়া যায়—
কত কী করিব বলি কত উঠে বাসনা,
কী করিব জানি না গো।
সহচর ছিল যারা ত্যেজিয়া গেল তারা। ধনুর্বাণ ত্যেজেছি,
কোনো আর নাহি কাজ—

'কী করি কী করি' বলি হাহা করি ভ্রমি গো—
কী করিব জানি না যে॥

ব্যাধগণের প্রবেশ

প্রথম ব্যাধ। দেখ্ দেখ্, দুটো পাখি বসেছে গাছে।
দ্বিতীয় ব্যাধ। আয় দেখি চুপিচুপি আয় রে কাছে।
প্রথম ব্যাধ। আরে, ঝট্ করে এইবারে ছেড়ে দে রে বাণ।
দ্বিতীয় ব্যাধ। রোস্, রোস্, আগে আমি করি রে সন্ধান।
বাল্মীকি। থাম্ থাম্, কী করিবি বধি পাখিটির প্রাণ।
দুটিতে রয়েছে সুখে, মনের উল্লাসে গাহিতেছে গান।
প্রথম ব্যাধ। রাখো মিছে ও-সব কথা,
কাছে মোদের এস নাকো হেথা,
চাই নে ও-সব-শাস্তর-কথা— সময় বহে যায় যে।
বাল্মীকি। শোনো শোনো, মিছে রোষ কোরো না।
ব্যাধ। থামো থামো ঠাকুর— এই ছাড়ি বাণ॥

একটি ক্রৌঞ্চকে বধ

বাল্মীকি। মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

—

কী বলিনু আমি! এ কী সুললিত বাণী রে!
কিছু না জানি কেমনে যে আমি প্রকাশিনু দেবভাষা,
এমন কথা কেমনে শিখিনু রে!
পুলকে পুরিল মনপ্রাণ, মধু বরষিল শ্রবণে,
এ কী! হৃদয়ে এ কী এ দেখি!
ঘোর অন্ধকারমাঝে, এ কী জ্যোতি ভায়—
অবাক্! করুণা এ কার॥

সরস্বতীর আবির্ভাব

বাল্মীকি। এ কী এ, এ কী এ, স্থির চপলা!
কিরণে কিরণে হল সব দিক উজলা।

কী প্রতিমা দেখি এ— জোছনা মাখিয়ে
কে রেখেছে আঁকিয়ে আ মরি কমলপুতলা ॥

ব্যাধগণের প্রস্থান

বনদেবীগণের প্রবেশ

বনদেবী। নমি নমি, ভারতী, তব কমলচরণে।
পুণ্য হল বনভূমি, ধন্য হল প্রাণ।

বাল্মীকি। পূর্ণ হল বাসনা, দেবী কমলাসনা—
ধন্য হল দস্যুপতি, গলিল পাষাণ।

বনদেবী। কঠিন ধরাভূমি এ, কমলালয়া তুমি যে—
হৃদয়কমলে চরণকমল করো দান।

বাল্মীকি। তব কমলপরিমলে রাখো হৃদি ভরিয়ে—
চিরদিবস করিব তব চরণসুধাপান ॥

দেবীগণের অন্তর্ধান

কালী-প্রতিমার প্রতি

শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা!
পাষাণের মেয়ে পাষাণী তুই, না বুঝে মা বলেছি মা!
এত দিন কী ছল করে তুই পাষাণ করে রেখেছিলি—
আজ আপন মায়ের দেখা পেয়ে নয়ন-জলে গলেছি মা!
কালো দেখে ভুলি নে আর, আলো দেখে ভুলেছে মন—
আমায় তুমি ছলেছিলে, এবার আমি তোমায় ছলেছি মা!
মায়ার মায়া কাটিয়ে এবার মায়ের কোলে চলেছি মা ॥

ষষ্ঠ দৃশ্য

বাল্মীকি। কোথা লুকাইলে!
সব আশা নিভিল, দশ দিশি অন্ধকার।
সবে গেছে চলে ত্যেজিয়ে আমারে,
তুমিও কি তেয়াগিলে ॥

লক্ষ্মীর আবির্ভাব

লক্ষ্মী। কেন গো আপনমনে ভ্রমিছ বনে বনে,
সলিল দু নয়নে কিসের দুখে!
কমলা দিতেছে আসি রতন রাশি রাশি,
ফুটুক তবে হাসি মলিন মুখে।
কমলা যারে চায় বলো সে কী না পায়,
দুখের এ ধরায় থাকে সে সুখে।
ত্যেজিয়া কমলাসনে এসেছি এ ঘোর বনে,
আমারে শুভক্ষণে হেরো গো চোখে॥

বাল্মীকি। কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা—
তুমি তো নহ সে দেবী কমলাসনা।
কোরো না আমারে ছলনা।
কী এনেছ ধন মান! তাহা যে চাহে না প্রাণ।
দেবী গো, চাহি না, চাহি না, মণিময় ধূলিরাশি চাহি না—
তাহা লয়ে সুখী যারা হয় হোক, হয় হোক—
আমি, দেবী, সে সুখ চাহি না।
যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এ বনে এসো না, এসো না—
এসো না এ দীনজনকুটিরে।
যে বীণা শুনেছি কানে মন প্রাণ আছে ভোর—
আর কিছু চাহি না, চাহি না।

লক্ষ্মীর অন্তর্ধান

বাল্মীকির প্রস্থান

বনদেবীগণের প্রবেশ

বাণী বীণাপাণি, করুণাময়ী,
অন্ধজনে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে ফেলিলে,
দরশ দিয়ে লুকালে কোথা দেবী অয়ি!

স্বপনসম মিলাবে যদি   কেন গো দিলে চেতনা—
চকিতে শুধু দেখা দিয়ে   চির মরমবেদনা!
তোমারে চাহি ফিরিছে হেরো   কাননে কাননে ওই॥

বনদেবীগণের প্রস্থান

বাল্মীকির প্রবেশ

সরস্বতীর আবির্ভাব

বাল্মীকি। এই-যে হেরি গো দেবী আমারি!
সব কবিতাময় জগত-চরাচর, সব শোভাময় নেহারি।
ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে কনকরবি উদিছে,
ছন্দে জগমণ্ডল চলিছে, জ্বলন্ত কবিতা তারকা সবে।
এ কবিতার মাঝারে তুমি কে গো দেবী,
আলোকে আলো আঁধারি।
আজি মলয় আকুল বনে বনে একি গীত গাহিছে;
ফুল কহিছে প্রাণের কাহিনী, নব রাগরাগিণী উছাসিছে—
এ আনন্দে আজ গীত গাহে মোর হৃদয় সব অবারি।
তুমিই কি দেবী ভারতী! কৃপাগুণে অন্ধ আঁখি ফুটালে—
উষা আনিলে প্রাণের আঁধারে,
প্রকৃতির রাগিণী শিখাইলে।
তুমি ধন্য গো!   রব চিরকাল চরণ ধরি তোমারি॥

সরস্বতী। দীনহীন বালিকার সাজে এসেছিনু এ ঘোর বনমাঝে
গলাতে পাষাণ তোর মন—
কেন, বৎস, শোন্ তাহা শোন্!
আমি বীণাপাণি তোরে এসেছি শিখাতে গান—
তোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষাণপ্রাণ।
যে রাগিণী শুনে তোর গলেছে কঠোর মন
সে রাগিণী তোরি কণ্ঠে বাজিবে রে অনুক্ষণ।
অধীর হইয়া সিন্ধু কাঁদিবে চরণতলে,
চারি দিকে দিক্‌বধূ আকুল নয়নজলে।

মাথার উপরে তোর কাঁদিবে সহস্র তারা,
অশনি গলিয়া গিয়া হইবে অশ্রুর ধারা।
যে করুণ রসে আজি ডুবিল রে ও হৃদয়
শত স্রোতে তুই তাহা ঢালিবি জগৎময়।
যেথায় হিমাদ্রি আছে সেথা তোর নাম রবে,
যেথায় জাহ্নবী বহে তোর কাব্যস্রোত রবে।
সে জাহ্নবী বহিবেক অযুত হৃদয় দিয়া
শ্মশান পবিত্র করি, মরুভূমি উর্বরিয়া।
মোর পদ্মাসনতলে রহিবে আসন তোর,
নিত্য নব নব গীতে সতত রহিবি ভোর।
বসি তোর পদতলে কবি-বালকেরা যত
শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সঙ্গীত কত।
এই নে আমার বীণা, দিনু তোরে উপহার—
যে গান গাহিতে সাধ ধ্বনিবে ইহার তার।

মায়ার খেলা

প্রথম দৃশ্য

কানন

মায়াকুমারীগণ

সকলে। মোরা জলে স্থলে কত ছলে মায়াজাল গাঁথি।
প্রথমা। মোরা স্বপন রচনা করি অলস নয়ন ভরি।
দ্বিতীয়া। গোপনে হৃদয়ে পশি কুহক-আসন পাতি।
তৃতীয়া। মোরা মদিরতরঙ্গ তুলি বসন্তসমীরে।
প্রথমা। দুরাশা জাগায় প্রাণে প্রাণে
আধো-তানে ভাঙা-গানে
ভ্রমরগুঞ্জরাকুল বকুলের পাঁতি।
সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।
দ্বিতীয়া। নরনারী-হিয়া মোরা বাঁধি মায়াপাশে।
তৃতীয়া। কত ভুল করে তারা, কত কাঁদে হাসে।
প্রথমা। মায়া করে ছায়া ফেলি মিলনের মাঝে
আনি মান-অভিমান।
দ্বিতীয়া। বিরহী স্বপনে পায় মিলনের সাথি।
সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।
প্রথমা। চলো সখী, চলো।
কুহকস্বপনখেলা খেলাবে চলো।
দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া। নবীন হৃদয়ে রচি নব প্রেমছল
প্রমোদে কাটাব নব বসন্তের রাতি।
সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

গৃহ

গমনোন্মুখ অমর। শান্তার প্রবেশ

শান্তা। পথহারা তুমি পথিক যেন গো সুখের কাননে,
ওগো, যাও কোথা যাও।
সুখে ঢলঢল বিবশ বিভল পাগল নয়নে
তুমি চাও কারে চাও।
কোথা গেছে তব উদাস হৃদয়, কোথা পড়ে আছে ধরণী।
মায়ার তরণী বাহিয়া যেন গো মায়াপুরী-পানে ধাও।
কোন্ মায়াপুরী-পানে ধাও।

অমর। জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত!
নবীনবাসনাভরে হৃদয় কেমন করে,
নবীন জীবনে হল জীবন্ত।
সুখভরা এ ধরায় মন বাহিরিতে চায়,
কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে।
তাহারে খুঁজিব দিক-দিগন্ত।

মায়াকুমারীগণের প্রবেশ

সকলে। কাছে আছে দেখিতে না পাও,
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও।

শান্তার প্রতি

অমর। যেমন দখিনে বায়ু ছুটেছে,
কে জানে কোথায় ফুল ফুটেছে,
তেমনি আমিও, সখী, যাব—
না জানি কোথায় দেখা পাব।

কার সুধাস্বরমাঝে জগতের গীত বাজে,
প্রভাত জাগিছে কার নয়নে।
কাহার প্রাণের প্রেম অনন্ত।
তাহারে খুঁজিব দিক-দিগন্ত।

প্রস্থান

মায়াকুমারীগণ। মনের মতো কারে খুঁজে মর—
সে কি আছে ভুবনে,
সে যে রয়েছে মনে।
ওগো, মনের মতো সেই তো হবে
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও।

নেপথ্যে চাহিয়া

শান্তা। আমার পরান যাহা চায়,
তুমি তাই তুমি তাই গো।
তোমা ছাড়া আর এ জগতে
মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো।
তুমি সুখ যদি নাহি পাও,
যাও, সুখের সন্ধানে যাও,
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়মাঝে—
আর কিছু নাহি চাই গো।
আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন,
তোমাতে করিব বাস—
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ মাস।
যদি আর-কারে ভালোবাস,
যদি আর ফিরে নাহি আস,
তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও—
আমি যত দুখ পাই গো॥

নেপথ্যে চাহিয়া

মায়াকুমারীগণ। কাছে আছে দেখিতে না পাও,
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও।
প্রথমা। মনের মতো কারে খুঁজে মর—
দ্বিতীয়া। সে কি আছে ভুবনে,
সে যে রয়েছে মনে।
তৃতীয়া। ওগো, মনের মতো সেই তো হবে
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও।
প্রথমা। তোমার আপনার যে জন দেখিলে না তারে
দ্বিতীয়া। তুমি যাবে কার দ্বারে।
তৃতীয়া। যারে চাবে তারে পাবে না,
যে মন তোমার আছে যাবে তা'ও॥

তৃতীয় দৃশ্য

কানন

প্রমদার সখীগণ

প্রথমা। সখী, সে গেল কোথায়,
তারে ডেকে নিয়ে আয়।
সকলে। দাঁড়াব ঘিরে তারে তরুতলায়।
প্রথমা। আজি এ মধুর সাঁঝে কাননে ফুলের মাঝে
হেসে হেসে বেড়াবে সে, দেখিব তায়।
দ্বিতীয়া। আকাশে তারা ফুটেছে, দখিনে বাতাস ছুটেছে,
পাখিটি ঘুমঘোরে গেয়ে উঠেছে।
প্রথমা। আয় লো আনন্দময়ী, মধুর বসন্ত লয়ে—
সকলে। লাবণ্য ফুটাবি লো তরুলতায়॥

প্রমদার প্রবেশ

প্রমদা। দে লো, সখী, দে পরাইয়ে গলে
সাধের বকুলফুলহার।
আধফুট জুঁইগুলি যতনে আনিয়ে তুলি
গাঁথি গাঁথি সাজায়ে দে মোরে
কবরী ভরিয়ে ফুলভার।
তুলে দে লো চঞ্চল কুন্তল,
কপোলে পড়িছে বারেবার।

প্রথমা। আজি এত শোভা কেন,
আনন্দে বিবশা যেন—

দ্বিতীয়া। বিম্বাধরে হাসি নাহি ধরে,
লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে ধরাতলে!

প্রথমা। সখী, তোরা দেখে যা, দেখে যা—
তরুণ তনু এত রূপরাশি বহিতে পারে না বুঝি আর॥

তৃতীয়া। সখী, বহে গেল বেলা, শুধু হাসিখেলা
এ কি আর ভালো লাগে!
আকুল তিয়াষ প্রেমের পিয়াস
প্রাণে কেন নাহি জাগে।
কবে আর হবে থাকিতে জীবন
আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন—
মধুর হুতাশে মধুর দহন
নিত-নব অনুরাগে।
সখী, তরল কোমল নয়নের জল
নয়নে উঠিবে ভাসি;
সখী, সে বিষাদনীরে নিবে যাবে ধীরে
প্রখর চপল হাসি।
উদাস নিশ্বাস আকুলি উঠিবে,
আশা-নিরাশায় পরান টুটিবে,

মরমের আলো কপোলে ফুটিবে

শরম-অরুণ রাগে ॥

প্রমদা। ওলো, রেখে দে, সখী, রেখে দে—

মিছে কথা ভালোবাসা।

সুখের বেদনা, সোহাগযাতনা—

বুঝিতে পারি না ভাষা।

ফুলের বাঁধন, সাধের কাঁদন,

পরান সঁপিতে প্রাণের সাধন,

'লহো লহো' ব'লে পরে আরাধন—

পরের চরণে আশা।

তিলেক দরশ পরশ মাগিয়া

বরষ বরষ কাতরে জাগিয়া

পরের মুখের হাসির লাগিয়া

অশ্রুসাগরে ভাসা—

জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া

জীবনের সুখ নাশা ॥

মায়াকুমারীগণ। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে—

কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।

গরব সব হায় কখন টুটে যায়,

সলিল বহে যায় নয়নে।

কুমারের প্রবেশ

প্রমদার প্রতি

কুমার। যেয়ো না, যেয়ো না ফিরে—

দাঁড়াও বারেক দাঁড়াও হৃদয়-আসনে।

চঞ্চলসমীরসম ফিরিছ কেন

কুসুমে কুসুমে কাননে কাননে।

তোমায় ধরিতে চাহি, ধরিতে পারি নে-

তুমি গঠিত যেন স্বপনে।
এসো হে, তোমারে বারেক দেখি ভরিয়ে আঁখি,
ধরিয়ে রাখি যতনে।
প্রাণের মাঝে তোমারে ঢাকিব,
ফুলের পাশে বাঁধিয়ে রাখিব,
তুমি দিবসনিশি রহিবে মিশি
কোমল প্রেমশয়নে ॥

প্রমদা। কে ডাকে! আমি কভু ফিরে নাহি চাই।
কত ফুল ফুটে উঠে, কত ফুল যায় টুটে,
আমি শুধু বহে চলে যাই ॥
পরশ পুলকরস-ভরা রেখে যাই, নাহি দিই ধরা।
উড়ে আসে ফুলবাস, লতাপাতা ফেলে শ্বাস,
বনে বনে উঠে হা-হুতাশ—
চকিতে শুনিতে শুধু পাই— চলে যাই।
আমি কভু ফিরে নাহি চাই ॥

অশোকের প্রবেশ

অশোক। এসেছি গো এসেছি, মন দিতে এসেছি—
যারে ভালো বেসেছি!
ফুলদলে ঢাকি মন যাব রাখি চরণে
পাছে কঠিন ধরণী পায়ে বাজে—
রেখো রেখো চরণ হৃদিমাঝে—
নাহয় দলে যাবে, প্রাণ ব্যথা পাবে—
আমি তো ভেসেছি, অকূলে ভেসেছি ॥

প্রমদা। ওকে বলো, সখী, বলো, কেন মিছে করে ছল—
মিছে হাসি কেন সখী, মিছে আঁখিজল!
জানি নে প্রেমের ধারা, ভয়ে তাই হই সারা—
কে জানে কোথায় সুধা কোথা হলাহল।

সখীগণ। কাঁদিতে জানে না এরা, কাঁদাইতে জানে কল—
মুখের বচন শুনে মিছে কী হইবে ফল।
প্রেম নিয়ে শুধু খেলা, প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা—
ফিরে যাই এই বেলা চলো সখী, চলো॥

প্রস্থান

মায়াকুমারীগণ। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে—
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।
গরব সব হায় কখন টুটে যায়,
সলিল বহে যায় নয়নে।
এ সুখধরণীতে কেবলই চাহ নিতে,
জান না হবে দিতে আপনা—
সুখের ছায়া ফেলি কখন যাবে চলি,
বরিবে সাধ করি বেদনা।
কখন বাজে বাঁশি, গরব যায় ভাসি—
পরান পড়ে আসি বাঁধনে॥

চতুর্থ দৃশ্য

কানন

অমর কুমার ও অশোক

অমর। আমি মিছে ঘুরি এ জগতে কিসের পাকে,
মনের বাসনা যত মনেই থাকে।
বুঝিয়াছি এ নিখিলে চাহিলে কিছু না মিলে,
এরা চাহিলে আপন মন গোপনে রাখে
এত লোক আছে, কেহ কাছে না ডাকে॥

অশোক। তারে দেখাতে পারি নে কেন প্রাণ খুলে গো।
কেন বুঝাতে পারি নে হৃদয়বেদনা।

কেমনে সে হেসে চলে যায়,
কোন্ প্রাণে ফিরেও না চায়,
এত সাধ এত প্রেম করে অপমান !
এত ব্যথাভরা ভালোবাসা কেহ দেখে না—
প্রাণে গোপনে রহিল।
এ প্রেম কুসুম যদি হত
প্রাণ হতে ছিঁড়ে লইতাম,
তার চরণে করিতাম দান।
বুঝি সে তুলে নিত না, শুকাত অনাদরে—
তবু তার সংশয় হত অবসান

কুমার। সখা, আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি,
পরের মন নিয়ে কী হবে।
আপন মন যদি বুঝিতে নারি
পরের মন বুঝে কে কবে।

অমর। অবোধ মন লয়ে ফিরি ভবে,
বাসনা কাঁদে প্রাণে হা-হা রবে,
এ মন দিতে চাও দিয়ে ফেলো—
কেন গো নিতে চাও মন তবে।
স্বপনসম সব জানিয়ো মনে,
তোমার কেহ নাই এ ত্রিভুবনে—
যে জন ফিরিতেছে আপন আশে
তুমি ফিরিছ কেন তাহার পাশে।
নয়ন মেলি শুধু দেখে যাও,
হৃদয় দিয়ে শুধু শান্তি পাও।

কুমার। তোমারে মুখ তুলে চাহে না যে
থাক্ সে আপনার গরবে।

অশোক। আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান।
প্রাণের আশা ছেড়ে সঁপেছি প্রাণ।

যতই দেখি তারে ততই দহি,
আপন মনোজ্বালা নীরবে সহি,
তবু পারি নে দূরে যেতে, মরিতে আসি—
লই গো বুক পেতে অনলবাণ।
যতই হাসি দিয়ে দহন করে
ততই বাড়ে তৃষা প্রেমের তরে,
প্রেম-অমৃতধারা যতই যাচি
ততই করে প্রাণে অশনি দান॥

অমর। ভালোবেসে যদি সুখ নাহি
তবে কেন—
তবে কেন মিছে ভালোবাসা।

অশোক। মন দিয়ে মন পেতে চাহি।

অমর ও কুমার। ওগো, কেন—
ওগো, কেন মিছে এ দুরাশা।

অশোক। হৃদয়ে জ্বালায়ে বাসনার শিখা,
নয়নে সাজায়ে মায়ামরীচিকা,
শুধু ঘুরে মরি মরুভূমে।

অমর ও কুমার। ওগো, কেন—
ওগো, কেন মিছে এ পিপাসা।

অমর। আপনি যে আছে আপনার কাছে
নিখিল জগতে কী অভাব আছে।
আছে মন্দ সমীরণ, পুষ্পবিভূষণ,
কোকিলকূজিত কুঞ্জ।

অশোক। বিশ্বচরাচর লুপ্ত হয়ে যায়,
একি ঘোর প্রেম অন্ধ রাহুপ্রায়
জীবন যৌবন গ্রাসে।

অমর ও কুমার। তবে কেন—
তবে কেন মিছে এ কুয়াশা॥

মায়াকুমারীগণ। দেখো চেয়ে দেখো ওই কে আসিছে।
চাঁদের আলোতে কার হাসি হাসিছে।
হৃদয়দুয়ার খুলিয়ে দাও,
প্রাণের মাঝারে তুলিয়ে লও,
ফুলগন্ধ-সাথে তার সুবাস ভাসিছে॥

প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ

প্রমদা। সুখে আছি সুখে আছি, সখা, আপন-মনে।
প্রমদা ও সখীগণ। কিছু চেয়ো না, দূরে যেয়ো না,
শুধু চেয়ে দেখো, শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি।
প্রমদা। সখা, নয়নে শুধু জানাবে প্রেম, নীরবে দিবে প্রাণ,
রচিয়া ললিত মধুর বাণী আড়ালে গাবে গান।
গোপনে তুলিয়া কুসুম গাঁথিয়া রেখে যাবে মালাগাছি।
প্রমদা ও সখীগণ। মন চেয়ো না, শুধু চেয়ে থাকো,
শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি।
প্রমদা। মধুর জীবন, মধুর রজনী, মধুর মলয়বায়।
এই মাধুরীধারা বহিছে আপনি, কেহ কিছু নাহি চায়।
আমি আপনার মাঝে আপনি হারা,
আপন সৌরভে সারা,
যেন আপনার মন আপনার প্রাণ আপনারে সঁপিয়াছি।
অশোক। ভালোবেসে দুখ সেও সুখ, সুখ নাহি আপনাতে।
প্রমদা ও সখীগণ। না না না, সখা, মোরা ভুলি নে ছলনাতে।
কুমার। মন দাও দাও, দাও সখী, দাও পরের হাতে।
প্রমদা ও সখীগণ। না না না, সখা, মোরা ভুলি নে ছলনাতে।
অশোক। সুখের শিশির নিমেষে শুকায়, সুখ চেয়ে দুখ ভালো—
আনো সজল বিমল প্রেম ছলছল নলিননয়নপাতে।
প্রমদা ও সখীগণ। না না না, সখা, মোরা ভুলি নে ছলনাতে।
কুমার। রবির কিরণে ফুটিয়া নলিনী আপনি টুটিয়া যায়,

সুখ পায় তায় সে।
চির কলিকাজনম কে করে বহন চিরশিশিররাতে।

প্রমদা ও সখীগণ। না না না, সখা, মোরা ভুলি নে ছলনাতে।

অমর। ওই কে গো হেসে চায়, চায় প্রাণের পানে।
গোপন হৃদয়তলে কী জানি কিসের ছলে
আলোক হানে।
এ প্রাণ নূতন ক'রে কে যেন দেখালে মোরে,
বাজিল মরমবীণা নূতন তানে।
এ পুলক কোথা ছিল, প্রাণ ভরি বিকশিল—
তৃষাভরা তৃষাহরা এ অমৃত কোথা ছিল।
কোন্ চাঁদ হেসে চাহে, কোন্ পাখি গান গাহে,
কোন্ সমীরণ বহে লতাবিতানে॥

প্রমদা। দূরে দাঁড়ায়ে আছে,
কেন আসে না কাছে।
ওলো যা, তোরা যা সখী, যা শুধা গে
ওই আকুল অধর আঁখি কী ধন যাচে।

সখীগণ। ছী, ওলো ছী, হল কী, ওলো সখী।

প্রথমা। লাজবাঁধ কে ভাঙিল, এত দিনে শরম টুটিল।

তৃতীয়া। কেমনে যাব, কী শুধাব।

প্রথমা। লাজে মরি, কী মনে করে পাছে।

প্রমদা। ওলো যা, তোরা যা সখী, যা শুধা'গে
ওই আকুল অধর আঁখি কী ধন যাচে॥

মায়াকুমারীগণ। প্রেমপাশে ধরা পড়েছে দুজনে
দেখো দেখো, সখী, চাহিয়া।
দুটি ফুল খসে ভেসে গেল ওই প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া

অমরের প্রতি

সখীগণ। ওগো, দেখি আঁখি তুলে চাও—

তোমার চোখে কেন ঘুমঘোর।

অমর। আমি কী যেন করেছি পান—

কোন্ মদিরারসভোর।

আমার চোখে তাই ঘুমঘোর।

সখীগণ। ছি ছি ছী।

অমর। সখী, ক্ষতি কী।

এ ভবে কেহ জ্ঞানী অতি, কেহ ভোলামন—

কেহ সচেতন, কেহ অচেতন—

কাহারো নয়নে হাসির কিরণ,

কাহারো নয়নে লোর—

আমার চোখে শুধু ঘুমঘোর।

সখীগণ। সখা, কেন গো অচলপ্রায়

হেথা দাঁড়ায়ে তরুছায়।

অমর। সখী, অবশ হৃদয়ভারে চরণ

চলিতে নাহি চায়,

তাই দাঁড়ায়ে তরুছায়।

সখীগণ। ছি ছি ছী।

অমর। সখী, ক্ষতি কী।

এ ভবে কেহ পড়ে থাকে, কেহ চলে যায়,

কেহ বা আলসে চলিতে না চায়,

কেহ বা আপনি স্বাধীন, কাহারো

চরণে পড়েছে ডোর।

কাহারো নয়নে লেগেছে ঘোর॥

সখীগণ। ওকে বোঝা গেল না— চলে আয়, চলে আয়।

ও কী কথা যে বলে সখী, কী চোখে যে চায়।

চলে আয়, চলে আয়।

লাজ টুটে শেষে মরি লাজে মিছে কাজে।

ধরা দিবে না যে বলো কে পারে তায়।

আপনি সে জানে তার মন কোথায়!
চলে আয়, চলে আয়॥

প্রস্থান

মায়াকুমারীগণ। প্রেমপাশে ধরা পড়েছে দুজনে
দেখো দেখো, সখী, চাহিয়া!
দুটি ফুল খসে ভেসে গেল ওই
প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া।
চাঁদিনী যামিনী, মধু সমীরণ,
আধো ঘুমঘোর, আধো জাগরণ,
চোখোচোখি হতে ঘটালে প্রমাদ
কুহুস্বরে পিক গাহিয়া—
দেখে দেখো, সখী, চাহিয়া॥

পঞ্চম দৃশ্য

কানন

অমর। দিবসরজনী আমি যেন কার
আশায় আশায় থাকি।
তাই চমকিত মন, চকিত শ্রবণ,
তৃষিত আকুল আঁখি।
চঞ্চল হয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই,
সদা মনে হয় যদি দেখা পাই,
'কে আসিছে' ব'লে চমকিয়ে চাই
কাননে ডাকিলে পাখি।
জাগরণে তারে না দেখিতে পাই,
থাকি স্বপনের আশে—
ঘুমের আড়ালে যদি ধরা দেয়
বাঁধিব স্বপনপাশে।

এত ভালোবাসি এত যারে চাই
মনে হয় না তো সে যে কাছে নাই,
যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে
তাহারে আনিবে ডাকি ॥

প্রমদা সখীগণ অশোক ও কুমারের প্রবেশ

কুমার। সখী, সাধ করে যাহা দিবে তাই লইব।
সখীগণ। আহা, মরি মরি, সাধের ভিখারি,
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণমন।
কুমার। দাও যদি ফুল, শিরে তুলে রাখিব।
সখী। দেয় যদি কাঁটা?
কুমার। তাও সহিব।
সখীগণ। আহা, মরি মরি, সাধের ভিখারি,
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণমন।
কুমার। যদি একবার চাও, সখী, মধুর নয়ানে
ওই আঁখি-সুধা-পানে চিরজীবন মাতি রহিব
সখীগণ। যদি কঠিন কটাক্ষ মিলে?
কুমার। তাও হৃদয়ে বিঁধায়ে চিরজীবন বহিব।
সখীগণ। আহা, মরি মরি, সাধের ভিখারি,
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণমন ॥
প্রমদা। আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল,
শুধাইল না কেহ।
সে তো এল না, যারে সঁপিলাম
এই প্রাণ মন দেহ।
সে কি মোর তরে পথ চাহে—
সে কি বিরহগীত গাহে
যার বাঁশরিধ্বনি শুনিয়ে
আমি ত্যজিলাম গেহ।

মায়াকুমারীগণ। নিমেষের তরে শরমে বাধিল,
মরমের কথা হল না।
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
রহিল মরমবেদনা।

প্রমদার প্রতি

অশোক। ওগো সখী, দেখি দেখি মন কোথা আছে।
সখীগণ। কত কাতর হৃদয় ঘুরে ঘুরে হেরো কারে যাচে।
অশোক। কী মধু, কী সুধা, কী সৌরভ,
কী রূপ রেখেছ লুকায়ে!
সখীগণ। কোন্ প্রভাতে কোন্ রবির আলোকে
দিবে খুলিয়ে কাহার কাছে!
অশোক। সে যদি না আসে এ জীবনে, এ কাননে পথ না পায়।
সখীগণ। যারা এসেছে তারা বসন্ত ফুরালে
নিরাশ প্রাণে ফেরে পাছে॥
প্রমদা। এ তো খেলা নয়, খেলা নয়।
এ যে হৃদয়দহনজ্বালা সখী।
এ যে প্রাণভরা ব্যাকুলতা, গোপন মর্মের ব্যথা,
এ যে কাহার চরণোদ্দেশে জীবন মরণ ঢালা।
কে যেন সতত মোরে ডাকিয়ে আকুল করে,
যাই-যাই করে প্রাণ— যেতে পারি নে।
যে কথা বলিতে চাহি তা বুঝি বলিতে নাহি—
কোথা যে নামায়ে রাখি, সখী, এ প্রেমের ডালা।
যতনে গাঁথিয়ে শেষে পরাতে পারি নে মালা॥
প্রথমা সখী। সে জন কে, সখী, বোঝা গেছে
আমাদের সখী যারে মনপ্রাণ সঁপেছে।
দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া। ও সে কে, কে, কে!
প্রথমা। ওই-যে তরুতলে বিনোদমালা গলে

না জানি কোন্ ছলে বসে রয়েছে।

দ্বিতীয়া। সখী, কী হবে—

ও কি কাছে আসিবে কভু! কথা কবে!

তৃতীয়া। ও কি প্রেম জানে! ও কি বাঁধন মানে!

ও কী মায়াগুণে মন লয়েছে।

দ্বিতীয়া। বিভল আঁখি তুলে আঁখিপানে চায়,

যেন কোন্ পথ ভুলে এল কোথায় ওগো!

তৃতীয়া। যেন কোন্ গানের স্বরে শ্রবণ আছে ভরে,

যেন কোন্ চাঁদের আলোয় মগ্ন হয়েছে॥

অমর। ওই মধুর মুখ জাগে মনে।

ভুলিব না এ জীবনে কী স্বপনে কী জাগরণে।

তুমি জান বা না জান,

মনে সদা যেন মধুর বাঁশরি বাজে

হৃদয়ে সদা আছ ব'লে।

আমি প্রকাশিতে পারি নে,

শুধু চাহি কাতর নয়নে।

সখীগণ। তারে কেমনে ধরিবে, সখী, যদি ধরা দিলে।

প্রথমা। তারে কেমনে কাঁদাবে যদি আপনি কাঁদিলে।

দ্বিতীয়া। যদি মন পেতে চাও মন রাখো গোপনে।

তৃতীয়া। কে তারে বাঁধিবে তুমি আপনায় বাঁধিলে।

সকলে। কাছে আসিলে তো কেহ কাছে রহে না।

কথা কহিলে তো কেহ কথা কহে না।

প্রথমা। হাতে পেলে ভূমিতলে ফেলে চলে যায়।

দ্বিতীয়া। হাসিয়ে ফিরায় মুখ কাঁদিয়ে সাধিলে।

নিকটে আসিয়া প্রমদার প্রতি

অমর। সকল হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছি যারে

সে কি ফিরাতে পারে সখী!

সংসারবাহিরে থাকি জানি নে কী ঘটে সংসারে।
কে জানে হেথায় প্রাণপণে প্রাণ যারে চায়
তারে পায় কি না পায়, জানি নে—
ভয়ে ভয়ে তাই এসেছি গো অজানা-হৃদয়-দ্বারে।
তোমার সকলি ভালোবাসি— ওই রূপরাশি,
ওই খেলা, ওই গান, ওই মধুহাসি।
ওই দিয়ে আছ ছেয়ে জীবন আমারি—
কোথায় তোমার সীমা ভুবনমাঝারে॥

সখীগণ। তুমি কে গো, সখীরে কেন জানাও বাসনা।
দ্বিতীয়া। কে জানিতে চায় তুমি ভালোবাস কি ভালোবাস না।
প্রথমা। হাসে চন্দ্র, হাসে সন্ধ্যা, ফুল্ল কুঞ্জকানন,
হাসে হৃদয়বসন্তে বিকচ যৌবন।
তুমি কেন ফেল শ্বাস, তুমি কেন হাস না।
সকলে। এসেছ কি ভেঙে দিতে খেলা—
সখীতে সখীতে এই হৃদয়ের মেলা—
দ্বিতীয়া। আপন দুঃখ আপন ছায়া লয়ে যাও।
প্রথমা। জীবনের আনন্দপথ ছেড়ে দাঁড়াও।
তৃতীয়া। দূর হতে করো পূজা হৃদয়কমল-আসনা॥
অমর। তবে সুখে থাকো সুখে থাকো— আমি যাই— যাই।
প্রমদা। সখী, ওরে ডাকো, মিছে খেলায় কাজ নাই।
সখীগণ। অধীরা হয়ো না, সখী,
আশ মেটালে ফেরে না কেহ, আশ রাখিলে ফেরে।
অমর। ছিলাম একেলা সেই আপন ভুবনে,
এসেছি এ কোথায়।
হেথাকার পথ জানি নে— ফিরে যাই।
যদি সেই বিরামভবন ফিরে পাই।

প্রস্থান

প্রমদা। সখী, ওরে ডাকো ফিরে।
মিছে খেলা মিছে হেলা কাজ নাই।
সখীগণ। অধীরা হোয়ো না, সখী,
আশ মেটালে ফেরে না কেহ, আশ রাখিলে ফেরে॥

প্রস্থান

মায়াকুমারীগণ। নিমেষের তরে শরমে বাধিল, মরমের কথা হল না।
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে রহিল মরমবেদনা।
চোখে চোখে সদা রাখিবারে সাধ—
পলক পড়িল, ঘটিল বিষাদ—
মেলিতে নয়ন মিলালো স্বপন, এমনি প্রেমের ছলনা॥

ষষ্ঠ দৃশ্য

গৃহ

শান্তা। অমরের প্রবেশ

অমর। সেই শান্তিভবন ভুবন কোথা গেল—
সেই রবি শশী তারা, সেই শোকশান্ত সন্ধ্যাসমীরণ,
সেই শোভা, সেই ছায়া, সেই স্বপন।
সেই আপন হৃদয়ে আপন বিরাম কোথা গেল,
গৃহহারা হৃদয় লবে কাহার শরণ।

শান্তার প্রতি

এসেছি ফিরিয়ে, জেনেছি তোমারে,
এনেছি হৃদয় তব পায়ে—
শীতল স্নেহসুধা করো দান,
দাও প্রেম, দাও শান্তি, দাও নূতন জীবন॥
মায়াকুমারীগণ। কাছে ছিলে দূরে গেলে, দূর হতে এসো কাছে।

ভুবন ভ্রমিলে তুমি, সে এখনো বসে আছে।
ছিল না প্রেমের আলো, চিনিতে পার নি ভালো,
এখন বিরহানলে প্রেমানল জ্বলিয়াছে॥

শান্তা। দেখো, সখা, ভুল করে ভালোবেসো না।
আমি ভালোবাসি ব'লে কাছে এসো না।
তুমি যাহে সুখী হও তাই করো সখা,
আমি সুখী হব ব'লে যেন হেসো না।
আপন বিরহ লয়ে আছি আমি ভালো—
কী হবে চির আঁধারে নিমেষের আলো!
আশা ছেড়ে ভেসে যাই, যা হবার হবে তাই—
আমার অদৃষ্টস্রোতে তুমি ভেসো না॥

অমর। ভুল করেছিনু, ভুল ভেঙেছে।
এবার জেগেছি, জেনেছি—
এবার আর ভুল নয়, ভুল নয়।
ফিরেছি মায়ার পিছে পিছে।
জেনেছি স্বপন সব মিছে।
বিঁধেছে বাসনা-কাঁটা প্রাণে—
এ তো ফুল নয়, ফুল নয়!
পাই যদি ভালোবাসা হেলা করিব না,
খেলা করিব না লয়ে মন।
ওই প্রেমময় প্রাণে লইব আশ্রয় সখী,
অতল সাগর এ সংসার—
এ তো কূল নয়, কূল নয়॥

প্রমদার সখীগণের প্রবেশ

দূর হইতে

সখীগণ। অলি বার বার ফিরে যায়,
অলি বার বার ফিরে আসে—

তবে তো ফুল বিকাশে।

প্রথমা। কলি ফুটিতে চাহে ফোটে না, মরে লাজে, মরে ত্রাসে।
ভুলি মান অপমান দাও মন প্রাণ,
নিশি দিন রহো পাশে।

দ্বিতীয়া। ওগো আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও
হৃদয়রতন-আশে।

সকলে। ফিরে এসো ফিরে এসো, বন মোদিত ফুলবাসে।
আজি বিরহরজনী, ফুল্ল কুসুম শিশিরসলিলে ভাসে॥

অমর। ওই কে আমায় ফিরে ডাকে।
ফিরে যে এসেছে তারে কে মনে রাখে।

মায়াকুমারীগণ। বিদায় করেছ যারে নয়নজলে
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে গো।
আজি মধু সমীরণে নিশীথে কুসুমবনে
তারে কি পড়েছে মনে বকুলতলে?
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে গো।

অমর। আমি চলে এনু বলে কার বাজে ব্যথা।
কাহার মনের কথা মনেই থাকে।
আমি শুধু বুঝি, সখী, সরল ভাষা—
সরল হৃদয় আর সরল ভালোবাসা।
তোমাদের কত আছে, কত মন প্রাণ,
আমার হৃদয় নিয়ে ফেলো না বিপাকে॥

মায়াকুমারীগণ। সেদিনো তো মধুনিশি প্রাণে গিয়েছিল মিশি,
মুকুলিত দশ দিশি কুসুমদলে।
দুটি সোহাগের বাণী যদি হত কানাকানি,
যদি ঐ মালাখানি পরাতে গলে!
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে গো।

অমরের প্রতি

শান্তা। না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে!

ওগো, কে আছে চাহিয়া শূন্য পথপানে,
কাহার জীবনে নাহি সুখ, কাহার পরান জলে!
পড় নি কাহার নয়নের ভাষা,
বোঝ নি কাহার মরমের আশা,
দেখ নি ফিরে—
কার ব্যাকুল প্রাণের সাধ এসেছ দ'লে॥

অমর। আমি কারেও বুঝি নে, শুধু বুঝেছি তোমারে।
তোমাতে পেয়েছি আলো সংশয়-আঁধারে।
ফিরিয়াছি এ ভুবন, পাই নি তো কারো মন,
গিয়েছি তোমারি শুধু মনের মাঝারে।
এ সংসারে কে ফিরাবে— কে লইবে ডাকি
আজিও বুঝিতে নারি, ভয়ে ভয়ে থাকি।
কেবলই তোমারে জানি, বুঝেছি তোমার বাণী,
তোমাতে পেয়েছি কূল অকূল পাথারে॥

প্রস্থান

সখীগণ। প্রভাত হইল নিশি কানন ঘুরে,
বিরহবিধুর হিয়া মরিল ঝুরে।
ম্লান শশী অস্তে গেল, ম্লান হাসি মিলাইল—
কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ কাতর সুরে।

প্রমদার প্রবেশ

প্রমদা। চল্ সখী, চল্ তবে ঘরেতে ফিরে—
যাক ভেসে ম্লান আঁখি নয়ননীরে।
যাক ফেটে শূন্য প্রাণ, হোক্ আশা অবসান—
হৃদয় যাহারে ডাকে থাক্ সে দূরে॥

প্রস্থান

মায়াকুমারীগণ। মধুরাতি পূর্ণিমার ফিরে আসে বার বার,
সে জন ফেরে না আর যে গেছে চলে।

ছিল তিথি অনুকূল, শুধু নিমেষের ভুল—
চিরদিন তৃষাকুল পরান জ্বলে।
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে গো॥

সপ্তম দৃশ্য

কানন

অমর শান্তা অন্যান্য পুরনারী ও পৌরজন

স্ত্রীগণ। এস' এস', বসন্ত, ধরাতলে।
আন' কুহুকুহু কুহুতান, প্রেমগান,
আন' গন্ধমদভরে অলস সমীরণ।
আন' নবযৌবনহিল্লোল, নব প্রাণ,
প্রফুল্ল নবীন বাসনা ধরাতলে।

পুরুষগণ। এস' থরথরকম্পিত মর্মরমুখরিত
নবপল্লবপুলকিত
ফুল-আকুল-মালতিবল্লি-বিতানে—
সুখছায়ে মধুবায়ে এস' এস'।
এস' অরুণচরণ কমলবরণ
তরুণ উষার কোলে।
এস জ্যোৎস্নাবিবস নিশীথে,
কলকল্লোল-তটিনী-তীরে—
সুখসুপ্ত সরসীনীরে এস' এস'॥

স্ত্রীগণ। এস' যৌবনকাতর হৃদয়ে,
এস' মিলনসুখালস নয়নে,
এস' মধুর শরমমাঝারে,
দাও বাহুতে বাহু বাঁধি,
নবীন কুসুমপাশে রচি দাও নবীন মিলনবাঁধন॥

শান্তার প্রতি

অমর। মধুর বসন্ত এসেছে মধুর মিলন ঘটাতে।
মধুর মলয়সমীরে মধুর মিলন রটাতে।
কুহকলেখনী ছুটায়ে কুসুম তুলিছে ফুটায়ে,
লিখিছে প্রণয়কাহিনী বিবিধ বরনছটাতে।
হেরো পুরানো প্রাচীন ধরণী হয়েছে শ্যামলবরনী,
যেন যৌবনপ্রবাহ ছুটেছে কালের শাসন টুটাতে।
পুরানো বিরহ হানিছে, নবীন মিলন আনিছে,
নবীন বসন্ত আইল নবীন জীবন ফুটাতে॥

স্ত্রীগণ। আজি আঁখি জুড়ালো হেরিয়ে
মনোমোহন মিলনমাধুরী, যুগল মুরতি।

পুরুষগণ। ফুলগন্ধে পাগল করে, বাজে বাঁশরি উদাস স্বরে,
নিকুঞ্জ প্লাবিত চন্দ্রকরে—

স্ত্রীগণ। তারি মাঝে মনোমোহন মিলনমাধুরী, যুগল মুরতি।
আনো আনো ফুলমালা, দাও দোঁহে বাঁধিয়ে।

পুরুষগণ। হৃদয়ে পশিবে ফুলপাশ, অক্ষয় হবে প্রেমবন্ধন।

স্ত্রীগণ। চিরদিন হেরিব হে
মনোমোহন মিলনমাধুরী, যুগল মুরতি॥

প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ

অমর। এ কি স্বপ্ন! এ কি মায়া!
এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া!

প্রমদার প্রতি

শান্তা। আহা, কে গো তুমি মলিনবয়নে
আধোনিমীলিত নলিননয়নে
যেন আপনারি হৃদয়শয়নে
আপনি রয়েছ লীন।

পুরুষগণ। তোমা তরে সবে রয়েছে চাহিয়া,
তোমা লাগি পিক উঠিছে গাহিয়া,
ভিখারি সমীর কানন বাহিয়া
ফিরিতেছে সারা দিন।

অমর। এ কি স্বপ্ন! এ কি মায়া!
এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া!

শান্তা। যেন শরতের মেঘখানি ভেসে
চাঁদের সভাতে দাঁড়ায়েছ এসে,
এখনি মিলাবে ম্লান হাসি হেসে—
কাঁদিয়া পড়িবে ঝরি।

পুরুষগণ। জাগিছে পূর্ণিমা পূর্ণ নীলাম্বরে,
কাননে চামেলি ফুটে থরে থরে,
হাসিটি কখন ফুটিবে অধরে
রয়েছি তিয়াষ ধরি।

অমর। এ কি স্বপ্ন! এ কি মায়া!
এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া॥

সখীগণ। আহা, আজি এ বসন্তে এত ফুল ফুটে,
এত বাঁশি বাজে, এত পাখি গায়,
সখীর হৃদয় কুসুমকোমল—
কার অনাদরে আজি ঝরে যায়!
কেন কাছে আস', কেন মিছে হাস',
কাছে যে আসিত সে তো আসিতে না চায়।
সুখে আছে যারা সুখে থাক্ তারা,
সুখের বসন্ত সুখে হোক সারা—
দুখিনী নারীর নয়নের নীর
সুখীজনে যেন দেখিতে না পায়।
তারা দেখেও দেখে না,
তারা বুঝেও বুঝে না,

তারা ফিরেও না চায়॥

শান্তা। আমি তো বুঝেছি সব, যে বোঝে না-বোঝে,
গোপনে হৃদয় দুটি কে কাহারে খোঁজে।
আপনি বিরহ গড়ি আপনি রয়েছে পড়ি,
বাসনা কাঁদিছে বসি হৃদয়সরোজে।
আমি কেন মাঝে থেকে দুজনারে রাখি ঢেকে,
এমন ভ্রমের তলে কেন থাকি মজে॥

প্রমদার প্রতি

অশোক। এতদিন বুঝি নাই, বুঝেছি ধীরে—
ভালো যারে বাস তারে আনিব ফিরে।
হৃদয়ে হৃদয় বাঁধা, দেখিতে না পায় আঁধা—
নয়ন রয়েছে ঢাকা নয়ননীরে॥

শান্তা ও স্ত্রীগণ। চাঁদ হাসো, হাসো—
হারা হৃদয় দুটি ফিরে এসেছে।

পুরুষগণ। কত দুখে কত দূরে আঁধারসাগর ঘুরে
সোনার তরণী দুটি তীরে এসেছে।
মিলন দেখিবে বলে ফিরে বায়ু কুতূহলে,
চারি ধারে ফুলগুলি ঘিরে এসেছে।

সকলে। চাঁদ হাসো, হাসো—
হারা হৃদয় দুটি ফিরে এসেছে॥

প্রমদা। আর কেন, আর কেন
দলিত কুসুমে বহে বসন্তসমীরণ।
ফুরায়ে গিয়েছে বেলা— এখন এ মিছে খেলা—
নিশান্তে মলিন দীপ কেন জ্বলে অকারণ।

সখীগণ। অশ্রু যবে ফুরায়েছে তখন মুছাতে এলে
অশ্রুভরা হাসিভরা নবীন নয়ন ফেলে!

প্রমদা। এই লও, এই ধরো— এ মালা তোমরা পরো—
এ খেলা তোমরা খেলো, সুখে থাকো অনুক্ষণ॥

অমর। এ ভাঙা সুখের মাঝে নয়নজলে
এ মলিন মালা কে লইবে।
ম্লান আলো ম্লান আশা হৃদয়তলে,
এ চিরবিষাদ কে বহিবে।
সুখনিশি অবসান— গেছে হাসি, গেছে গান—
এখন এ ভাঙা প্রাণ লইয়া গলে
নীরব নিরাশা কে সহিবে॥

শান্তা। যদি কেহ নাহি চায় আমি লইব,
তোমার সকল দুখ আমি সহিব।
আমার হৃদয় মন সব দিব বিসর্জন,
তোমার হৃদয়ভার আমি বহিব।
ভুল-ভাঙা দিবালোকে চাহিব তোমার চোখে—
প্রশান্ত সুখের কথা আমি কহিব॥

অমর ও শান্তার প্রস্থান

মায়াকুমারীগণ। দুখের মিলন টুটিবার নয়—
নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়।
নয়নসলিলে যে হাসি ফুটে গো,
রয় তাহা রয় চিরদিন রয়॥

প্রমদা। কেন এলি রে, ভালোবাসিলি, ভালোবাসা পেলি নে।
কেন সংসারেতে উঁকি মেরে চলে গেলি নে।

সখীগণ। সংসার কঠিন বড়ো— কারেও সে ডাকে না,
কারেও সে ধরে রাখে না।
যে থাকে সে থাকে আর যে যায় সে যায়—
কারো তরে ফিরেও না চায়।

প্রমদা। হায় হায়, এ সংসারে যদি না পূরিল
আজন্মের প্রাণের বাসনা,
চলে যাও ম্লানমুখে, ধীরে ধীরে ফিরে যাও—

থেকে যেতে কেহ বলিবে না।
তোমার ব্যথা তোমার অশ্রু তুমি নিয়ে যাবে—
আর তো কেহ অশ্রু ফেলিবে না॥

প্রস্থান

মায়াকুমারীগণ

সকলে। এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না।
প্রথমা। শুধু সুখ চলে যায়।
দ্বিতীয়া। এমনি মায়ার ছলনা।
তৃতীয়া। এরা ভুলে যায়, কারে ছেড়ে কারে চায়।
সকলে। তাই কেঁদে কাটে নিশি, তাই দহে প্রাণ,
তাই মান অভিমান।
প্রথমা। তাই এত হায়-হায়।
দ্বিতীয়া। প্রেমে সুখ দুখ ভুলে তবে সুখ পায়।
সকলে। সখী, চলো, গেল নিশি, স্বপন ফুরালো,
মিছে আর কেন বলো।
প্রথমা। শশী ঘুমের কুহক নিয়ে গেল অস্তাচল।
সকলে। সখী, চলো।
প্রথমা। প্রেমের কাহিনী গান হয়ে গেল অবসান।
দ্বিতীয়া। এখন কেহ হাসে, কেহ বসে ফেলে অশ্রুজল॥

চিত্রাঙ্গদা

ভূমিকা

প্রভাতের আদিম আভাস অরুণবর্ণ আভার আবরণে।
অর্ধসুপ্ত চক্ষুর 'পরে লাগে তারই প্রথম প্রেরণা।
অবশেষে রক্তিম আবরণ ভেদ ক'রে সে আপন নিরঞ্জন শুভ্রতায়
সমুজ্জ্বল হয় জাগ্রত জগতে।

তেমনি সত্যের প্রথম উপক্রম সাজসজ্জার বহিরঙ্গে,
বর্ণ বৈচিত্র্যে—
তারই আকর্ষণ অসংস্কৃত চিত্তকে করে অভিভূত।
একদা উন্মুক্ত হয় সেই বহিরাচ্ছাদন,
তখনই প্রবুদ্ধ মনের কাছে তার পূর্ণ বিকাশ।

এই তত্ত্বটি চিত্রাঙ্গদা নাট্যের মর্মকথা।
এই নাট্যকাহিনীতে আছে—
প্রথমে প্রেমের বন্ধন মোহাবেশে,
পরে তার মুক্তি সেই কুহক হতে
সহজ সত্যের নিরলংকৃত মহিমায়॥

মণিপুররাজের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে শিব বর দিয়েছিলেন যে তাঁর বংশে কেবল পুত্রই জন্মাবে। তৎসত্ত্বেও যখন রাজকুলে চিত্রাঙ্গদার জন্ম হল তখন রাজা তাঁকে পুত্ররূপেই পালন করলেন। রাজকন্যা অভ্যাস করলেন ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করলেন যুদ্ধবিদ্যা, রাজদণ্ডনীতি।

অর্জুন দ্বাদশবর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করে ভ্রমণ করতে করতে এসেছেন মণিপুরে। তখন এই নাটকের আখ্যান আরম্ভ।

মোহিনী মায়া এল,
এল যৌবনকুঞ্জবনে।
এল হৃদয়শিকারে,
এল গোপন পদসঞ্চারে,
এল স্বর্ণকিরণবিজড়িত অন্ধকারে।

পাতিল ইন্দ্রজালের ফাঁসি,
হাওয়ায় হাওয়ায় ছায়ায় ছায়ায়
বাজায় বাঁশি।
করে বীরের বীর্যপরীক্ষা,
হানে সাধুর সাধনদীক্ষা,
সর্বনাশের বেড়াজাল
বেষ্টিল চারি ধারে।

এসো সুন্দর নিরলঙ্কার,
এসো সত্য নিরহঙ্কার—
স্বপ্নের দুর্গ হানো,
আনো, আনো মুক্তি আনো-
ছলনার বন্ধন ছেদি
এসো পৌরুষ-উদ্ধারে॥

১

প্রথম দৃশ্যে চিত্রাঙ্গদার শিকার-আয়োজন

গুরু গুরু গুরু গুরু ঘন মেঘ গরজে পর্বতশিখরে,
অরণ্যে তমশ্ছায়া।
মুখর নির্ঝরকলকল্লোলে
ব্যাধের চরণধ্বনি শুনিতে না পায় ভীরু
হরিণদম্পতি।
চিত্রব্যাঘ্র পদনখচিহ্নরেখাশ্রেণী
রেখে গেছে ওই পথপঙ্ক-'পরে,
দিয়ে গেছে পদে পদে গুহার সন্ধান॥

বনপথে অর্জুন নিদ্রিত
শিকারের বাধা মনে করে চিত্রাঙ্গদার সখী তাঁকে তাড়না করলে

অর্জুন। অহো, কী দুঃসহ স্পর্ধা!
অর্জুনে যে করে অশ্রদ্ধা
সে কোনখানে পাবে তার আশ্রয়!
চিত্রাঙ্গদা। অর্জুন! তুমি অর্জুন!

বালকবেশীদের দেখে সকৌতুক অবজ্ঞায়

অর্জুন। হাহাহাহা হাহাহাহা, বালকের দল,
মা'র কোলে যাও চলে— নাই ভয়।
অহো, কী অদ্ভুত কৌতুক।

প্রস্থান

চিত্রাঙ্গদা। অর্জুন! তুমি অর্জুন!
ফিরে এসো, ফিরে এসো—
ক্ষমা দিয়ে কোরো না অসম্মান,
যুদ্ধে করো আহ্বান!

বীর-হাতে মৃত্যুর গৌরব

করি যেন অনুভব—

অর্জুন! তুমি অর্জুন॥

—

হা হতভাগিনী, একি অভ্যর্থনা মহতের,

এল দেবতা তোর জগতের,

গেল চলি,

গেল তোরে গেল ছলি—

অর্জুন! তুমি অর্জুন॥

সখীগণ। বেলা যায় বহিয়া, দাও কহিয়া

কোন্ বনে যাব শিকারে।

কাজল মেঘে সজল বায়ে

হরিণ ছুটে বেণুবনচ্ছায়ে॥

চিত্রাঙ্গদা। থাক্ থাক্, মিছে কেন এই খেলা আর।

জীবনে হল বিতৃষ্ণা, আপনার 'পরে ধিক্কার।

আত্ম-উদ্দীপনার গান

ওরে ঝড় নেমে আয়, আয়, আয় রে আমার

শুকনো পাতার ডালে

এই বরষায় নবশ্যামের আগমনের কালে।

যা উদাসীন, যা প্রাণহীন, যা আনন্দহারা,

চরম রাতের অশ্রুধারায় আজ হয়ে যাক সারা—

যাবার যাহা যাক সে চলে রুদ্র নাচের তালে।

আসন আমার পাততে হবে রিক্ত প্রাণের ঘরে,

নবীন বসন পরতে হবে সিক্ত বুকের 'পরে।

নদীর জলে বান ডেকেছে, কূল গেল তার ভেসে—

যূথীবনের গন্ধবাণী ছুটল নিরুদ্দেশে—

পরান আমার জাগল বুঝি মরণ-অন্তরালে॥

সখী। সখী, কী দেখা দেখিলে তুমি!
এক পলকের আঘাতেই
খসিল কি আপন পুরানো পরিচয়।
রবিকরপাতে কোরকের আবরণ টুটি
মাধবী কি প্রথম চিনিল আপনারে॥

চিত্রাঙ্গদা। বঁধু, কোন্ আলো লাগল চোখে!
বুঝি দীপ্তিরূপে ছিলে সূর্যলোকে!
ছিল মন তোমারি প্রতীক্ষা করি
যুগে যুগে দিন রাত্রি ধরি,
ছিল মর্মবেদনাঘন অন্ধকারে—
জন্ম-জনম গেল বিরহশোকে।
অস্ফুটমঞ্জরী কুঞ্জবনে,
সঙ্গীতশূন্য বিষণ্ণ মনে
সঙ্গীরিক্ত চিরদুঃখরাতি
পোহাব কি নির্জনে শয়ন পাতি!
সুন্দর হে, সুন্দর হে,
বরমাল্যখানি তব আনো বহে, তুমি আনো বহে।
অবগুণ্ঠনছায়া ঘুচায়ে দিয়ে
হেরো লজ্জিত স্মিতমুখ শুভ আলোকে॥

প্রস্থান

বন্ধু অনুচরদের সঙ্গে অর্জুনের প্রবেশ ও নৃত্য

২

সখীদের গান

যাও, যাও যদি যাও তবে—
তোমায় ফিরিতে হবে—
হবে হবে।

ব্যর্থ চোখের জলে
আমি লুটাব না ধূলিতলে, লুটাব না।
বাতি নিবায়ে যাব না, যাব না, যাব না
জীবনের উৎসবে।
মোর সাধনা ভীরু নহে,
শক্তি আমার হবে মুক্ত দ্বার যদি রুদ্ধ রহে
বিমুখ মুহূর্তেরে করি না ভয়—
হবে জয়, হবে জয়, হবে জয়,
দিনে দিনে হৃদয়ের গ্রন্থি তব
খুলিব প্রেমের গৌরবে॥

সখিসহ স্নানে আগমন

চিত্রাঙ্গদা। ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে শুনি
অতল জলের আহ্বান।
মন রয় না, রয় না, রয় না ঘরে,
মন রয় না—
চঞ্চল প্রাণ।
ভাসায়ে দিব আপনারে ভরা জোয়ারে,
সকল-ভাবনা-ডুবানো ধারায় করিব স্নান।
ব্যর্থ বাসনার দাহ হবে নির্বাণ।
ঢেউ দিয়েছে জলে—
ঢেউ দিল, ঢেউ দিল, ঢেউ দিল আমার মর্মতলে।
একি ব্যাকুলতা আজি আকাশে, এই বাতাসে
যেন উতলা অপ্সরীর উত্তরীয় করে রোমাঞ্চ দান।
দূর সিন্ধুতীরে কার মঞ্জীরে গুঞ্জরতান

সখীদের প্রতি

দে তোরা আমায় নূতন ক'রে দে নূতন আভরণে।

হেমন্তের অভিসম্পাতে রিক্ত অকিঞ্চন কাননভূমি—
বসন্তে হোক দৈন্যবিমোচন নবলাবণ্যধনে।
শূন্য শাখা লজ্জা ভুলে যাক পল্লব-আবরণে।

সখীগণ। বাজুক প্রেমের মায়ামন্ত্রে
পুলকিত প্রাণের বীণাযন্ত্রে
চিরসুন্দরের অভিবন্দনা।
আনন্দচঞ্চল নৃত্য অঙ্গে অঙ্গে বহে যাক
হিল্লোলে হিল্লোলে,
যৌবন পাক্ সম্মান বাঞ্ছিতসম্মিলনে॥

সকলের প্রস্থান

অর্জুনের প্রবেশ ও ধ্যানে উপবেশন
তাঁকে প্রদক্ষিণ ক'রে চিত্রাঙ্গদার নৃত্য

চিত্রাঙ্গদা। আমি তোমারে করিব নিবেদন
আমার হৃদয় প্রাণ মন॥

অর্জুন। ক্ষমা করো আমায়— আমায়—
বরণযোগ্য নহি বরাঙ্গনে— ব্রহ্মচারী ব্রতধারী॥

প্রস্থান

চিত্রাঙ্গদা। হায় হায়, নারীরে করেছি ব্যর্থ
দীর্ঘকাল জীবনে আমার।
ধিক্ ধনুঃশর!
ধিক্ বাহুবল!
মুহূর্তের অশ্রুবন্যাবেগে
ভাসায়ে দিল যে মোর পৌরুষসাধনা।
অকৃতার্থ যৌবনের দীর্ঘশ্বাসে
বসন্তেরে করিল ব্যাকুল॥

রোদন-ভরা এ বসন্ত, সখী,
কখনো আসে নি বুঝি আগে।
মোর বিরহবেদনা রাঙালো কিংশুকরক্তিমরাগে

সখীগণ। তোমার বৈশাখে ছিল প্রখর রৌদ্রের জ্বালা,
কখন বাদল আনে আষাঢ়ের পালা।
হায় হায় হায়!

চিত্রাঙ্গদা। কুঞ্জদ্বারে বনমল্লিকা
সেজেছে পরিয়া নব পত্রালিকা,
সারা দিন-রজনী অনিমিখা
কার পথ চেয়ে জাগে।

সখীগণ। কঠিন পাষাণে কেমনে গোপনে ছিল,
সহসা ঝরনা নামিল অশ্রুঢালা।
হায় হায় হায়!

চিত্রাঙ্গদা। দক্ষিণসমীরে দূর গগনে
একেলা বিরহী গাহে বুঝি গো।
কুঞ্জবনে মোর মুকুল যত
আবরণবন্ধন ছিঁড়িতে চাহে।

সখীগণ। মৃগয়া করিতে বাহির হল যে বনে
মৃগী হয়ে শেষে এল কি অবলা বালা।
হায় হায় হায়!

চিত্রাঙ্গদা। আমি এ প্রাণের রুদ্ধ দ্বারে
ব্যাকুল কর হানি বারে বারে,
দেওয়া হল না যে আপনারে
এই ব্যথা মনে লাগে।

সখীগণ। যে ছিল আপন শক্তির অভিমানে
কার পায়ে আনে হার মানিবার ডালা।
হায় হায় হায়॥

একজন সখী। ব্রহ্মচর্য!— পুরুষের স্পর্ধা এ যে!

নারীর এ পরাভবে
লজ্জা পাবে বিশ্বের রমণী।
পঞ্চশর, তোমারি এ পরাজয়।
জাগো হে অতনু,
সখীরে বিজয়দূতী করো তব,
নিরস্ত্র নারীর অস্ত্র দাও তারে—
দাও তারে অবলার বল॥

মদনকে চিত্রাঙ্গদার পূজানিবেদন

চিত্রাঙ্গদা। আমার এই রিক্ত ডালি
দিব তোমারি পায়ে।
দিব কাঙালিনীর আঁচল
তোমার পথে পথে, পথে বিছায়ে।
যে পুষ্পে গাঁথ পুষ্পধনু
তারি ফুলে ফুলে, হে অতনু, তারি ফুলে
আমার পূজা-নিবেদনের দৈন্য
দিয়ো দিয়ো দিয়ো ঘুচায়ে।
তোমার রণজয়ের অভিযানে
তুমি আমায় নিয়ো,
ফুলবাণের টিকা আমার ভালে
এঁকে দিয়ো দিয়ো—
রণজয়ের অভিযানে।
আমার শূন্যতা দাও যদি
সুধায় ভরি
দিব তোমার জয়ধ্বনি
ঘোষণ করি— জয়ধ্বনি—
ফাল্গুনের আহ্বান জাগাও
আমার কায়ে দক্ষিণবায়ে॥

মদনের প্রবেশ

মদন। মণিপুরনৃপদুহিতা
তোমারে চিনি তাপসিনী!
মোর পূজায় তব ছিল না মন,
তবে কেন অকারণ
তুমি মোর দ্বারে এলে তরুণী,
কহো কহো শুনি তাপসিনী!

চিত্রাঙ্গদা। পুরুষের বিদ্যা করেছিনু শিক্ষা,
লভি নাই মনোহরণের দীক্ষা—
কুসুমধনু,
অপমানে লাঞ্ছিত তরুণ তনু।
অর্জুন ব্রহ্মচারী
মোর মুখে হেরিল না নারী,
ফিরাইল, গেল ফিরে।
দয়া করো অভাগীরে—
শুধু এক বরষের জন্যে
পুষ্পলাবণ্যে
মোর দেহ পাক্ তব স্বর্গের মূল্য
মর্তে অতুল্য॥

মদন। তাই আমি দিনু বর,
কটাক্ষে রবে তব পঞ্চম শর,
মম পঞ্চম শর—
দিবে মন মোহি,
নারীবিদ্রোহী সন্ন্যাসীরে
পাবে অচিরে—
বন্দী করিবে ভুজপাশে
বিদ্রূপহাসে।

মণিপুররাজকন্যা
কান্তহৃদয়বিজয়ে হবে ধন্যা॥

৩

নূতনরূপপ্রাপ্ত চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা। এ কী দেখি!
এ কে এল মোর দেহে
পূর্ব-ইতিহাস-হারা!
আমি কোন্ গত জনমের স্বপ্ন!
বিশ্বের অপরিচিত আমি!
আমি নহি রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা—
আমি শুধু এক রাত্রে ফোটা
অরণ্যের পিতৃমাতৃহীন ফুল—
এক প্রভাতের শুধু পরমায়ু,
তার পরে ধূলিশয্যা,
তার পরে ধরণীর চির-অবহেলা॥

সরোবরতীরে

আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায়, বাজায় বাঁশি।
আনন্দে বিষাদে মন উদাসী
পুষ্পবিকাশের সুরে দেহ মন উঠে পূরে,
কী মাধুরীসুগন্ধ বাতাসে যায় ভাসি।
সহসা মনে জাগে আশা,
মোর আহুতি পেয়েছে অগ্নির ভাষা।
আজ মম রূপে বেশে লিপি লিখি কার উদ্দেশে,
এল মর্মের বন্দিনী বাণী বন্ধন নাশি॥

—

মীনকেতু,

কোন্ মহারাক্ষসীরে দিয়েছ বাঁধিয়া অঙ্গসহচরী করি।
এ মায়ালাবণ্য মোর কী অভিসম্পাত! ক্ষণিক যৌবনবন্যা
রক্তস্রোতে তরঙ্গিয়া উন্মাদ করেছে মোরে॥

নূতন কান্তির উত্তেজনায় নৃত্য

স্বপ্নমদির নেশায় মেশা এ উন্মত্ততা,
জাগায় দেহে মনে এ কী বিপুল ব্যথা।
বহে মম শিরে শিরে   এ কী দাহ, কী প্রবাহ—
চকিতে সর্বদেহে ছুটে তড়িৎলতা।
ঝড়ের পবনগর্জে হারাই আপনায়,
দুরন্ত যৌবনক্ষুব্ধ অশান্ত বন্যায়।
তরঙ্গ উঠে প্রাণে   দিগন্তে কাহার পানে,
ইঙ্গিতের ভাষায় কাঁদে—   নাহি নাহি কথা॥

এরে ক্ষমা কোরো সখা—
এ যে এল তব আঁখি ভুলাতে,
শুধু ক্ষণকালতরে মোহ-দোলায় দুলাতে
আঁখি ভুলাতে।
মায়াপুরী হতে এল নাবি—
নিয়ে এল স্বপ্নের চাবি,
তব কঠিন হৃদয়দুয়ার খুলাতে,
আঁখি ভুলাতে॥

প্রস্থান

অর্জুনের প্রবেশ

অর্জুন। কাহারে হেরিলাম! আহা!
সে কি সত্য, সে কি মায়া!

সে কি কায়া,
সে কি সুবর্ণকিরণে-রঞ্জিত ছায়া!

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

এসো এসো যে হও সে হও,
বলো বলো তুমি স্বপন নও, নও স্বপন নও।
অনিন্দ্যসুন্দর দেহলতা
বহে সকল আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা॥

চিত্রাঙ্গদা। তুমি অতিথি, অতিথি আমার।
বলো কোন্ নামে করি সৎকার॥

অর্জুন। পাণ্ডব আমি অর্জুন গাণ্ডীবধন্বা নৃপতিকন্যা!
লহো মোর খ্যাতি,
লহো মোর কীর্তি,
লহো পৌরুষগর্ব।
লহো আমার সর্ব॥

চিত্রাঙ্গদা। কোন্ ছলনা এ যে নিয়েছে আকার,
এর কাছে মানিবে কি হার।
ধিক্ ধিক্ ধিক্॥
বীর তুমি বিশ্বজয়ী,
নারী এ যে মায়াময়ী—
পিঞ্জর রচিবে কি এ মরীচিকায়।
ধিক্ ধিক্ ধিক্।
লজ্জা, লজ্জা, হায় একি লজ্জা,
মিথ্যা রূপ মোর, মিথ্যা সজ্জা।
এ যে মিছে স্বপ্নের স্বর্গ,
এ যে শুধু ক্ষণিকের অর্ঘ্য,
এই কি তোমার উপহার
ধিক্ ধিক্ ধিক্॥

অর্জুন। হে সুন্দরী, উন্মথিত যৌবন আমার
সন্ন্যাসীর ব্রতবন্ধ দিল ছিন্ন করি।
পৌরুষের সে অধৈর্য
তাহারে গৌরব মানি আমি—
আমি তো আচারভীরু নারী নহি
শাস্ত্রবাক্যে-বাঁধা।
এসো সখী, দুঃসাহসী প্রেম
বহন করুক আমাদের
অজানার পথে ॥

চিত্রাঙ্গদা। তবে তাই হোক
কিন্তু মনে রেখো,
কিংশুকদলের প্রান্তে এই-যে দুলিছে
একটু শিশির— তুমি যারে করিছ কামনা
সে এমনি শিশিরের কণা
নিমিষের সোহাগিনী ॥

—

কোন্ দেবতা সে কী পরিহাসে ভাসালো মায়ার ভেলায়।
স্বপ্নের সাথি, এসো মোরা মাতি স্বর্গের কৌতুকখেলায়।
সুরের প্রবাহে হাসির তরঙ্গে
বাতাসে বাতাসে ভেসে যাব রঙ্গে নৃত্যবিভঙ্গে,
মাধবীবনের মধুগন্ধে মোদিত মোহিত মন্থর বেলায়।

যে ফুলমালা দুলায়েছ আজি রোমাঞ্চিত বক্ষতলে,
মধুরজনীতে রেখো সরসিয়া মোহের মদির জলে।
নবোদিত সূর্যের করসম্পাতে
বিকল হবে হায় লজ্জা-আঘাতে,
দিন গত হলে নূতন প্রভাতে
মিলাবে ধুলার তলে কার অবহেলায় ॥

অর্জুন। আজ মোরে
সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়।
শুধু একা পূর্ণ তুমি,
সর্ব তুমি,
বিশ্ববিধাতার গর্ব তুমি,
অক্ষয় ঐশ্বর্য তুমি,
এক নারী— সকল দৈন্যের তুমি মহা অবসান—
সব সাধনার তুমি শেষ পরিণাম॥

চিত্রাঙ্গদা। সে আমি যে আমি নই, আমি নই—
হায় পার্থ, হায়,
সে যে কোন্ দেবের ছলনা।
যাও যাও ফিরে যাও, ফিরে যাও বীর।
শৌর্য বীর্য মহত্ত্ব তোমার
দিয়ো না মিথ্যার পায়ে—
যাও যাও ফিরে যাও॥

প্রস্থান

অর্জুন। এ কী তৃষ্ণা, এ কী দাহ!
এ যে অগ্নিলতা পাকে পাকে
ঘেরিয়াছে তৃষ্ণার্ত কম্পিত প্রাণ।
উত্তপ্ত হৃদয়
ছুটিয়া আসিতে চাহে সর্বাঙ্গ টুটিয়া॥

—

অশান্তি আজ হানল একি দহনজ্বালা!
বিঁধল হৃদয় নিদয় বাণে বেদন-ঢালা।
বক্ষে জ্বালায় অগ্নিশিখা,
চক্ষে কাঁপায় মরীচিকা,
মরণ-সুতোয় গাঁথল কে মোর বরণমালা।

চেনা ভুবন হারিয়ে গেল স্বপন-ছায়াতে,
ফাগুন-দিনের পলাশ-রঙের রঙিন মায়াতে।
যাত্রা আমার নিরুদ্দেশা—
পথ-হারানোর লাগল নেশা,
অচিন দেশে এবার আমার যাবার পালা॥

৪

মদন ও চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা। ভস্মে ঢাকে ক্লান্ত হুতাশন—
এ খেলা খেলাবে, হে ভগবন্, আর কতখন।
এ খেলা খেলাবে আর কতখন।
শেষ যাহা হবেই হবে, তারে
সহজে হতে দাও শেষ।
সুন্দর যাক রেখে স্বপ্নের রেশ।
জীর্ণ কোরো না, কোরো না, যা ছিল নূতন

মদন। না না না সখী, ভয় নেই সখী, ভয় নেই—
ফুল যবে সাঙ্গ করে খেলা
ফল ধরে সেই।
হর্ষ-অচেতন বর্ষ
রেখে যাক মন্ত্রস্পর্শ
নবতর ছন্দস্পন্দন॥

প্রস্থান

অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদা

কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশকুসুমচয়নে।
সব পথ এসে মিলে গেল শেষে তোমার দুখানি নয়নে—
নয়নে, নয়নে।

দেখিতে দেখিতে নূতন আলোকে
কে দিল রচিয়া ধ্যানের পুলকে
নূতন ভুবন নূতন দ্যুলোকে মোদের মিলিত নয়নে—
নয়নে, নয়নে।
বাহির-আকাশে মেঘ ঘিরে আসে, এল সব তারা ঢাকিতে।
হারানো সে আলো আসন বিছালো শুধু দুজনের আঁখিতে—
আঁখিতে, আঁখিতে।
ভাষাহারা মম বিজন রোদনা
প্রকাশের লাগি করেছে সাধনা,
চিরজীবনেরি বাণীর বেদনা মিটিল দোঁহার নয়নে—
নয়নে, নয়নে॥

প্রস্থান

অর্জুনের প্রবেশ

অর্জুন। কেন রে ক্লান্তি আসে আবেশভার বহিয়া,
দেহ মন প্রাণ দিবানিশি জীর্ণ অবসাদে কেন রে।
ছিন্ন করো এখনি বীর্যবিলোপী এ কুহেলিকা।
এই কর্মহারা কারাগারে রয়েছ কোন্ পরমাদে।
কেন রে॥

গ্রামবাসীগণের প্রবেশ

গ্রামবাসীগণ। হো, এল এল এল রে দস্যুর দল,
গর্জিয়া নামে যেন বন্যার জল— এল এল।
চল্ তোরা পঞ্চগ্রামী,
চল্ তোরা কলিঙ্গধামী,
মল্লপল্লী হতে চল্, চল্।
'জয় চিত্রাঙ্গদা' বল্, বল্ বল্ ভাই রে—
ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই, নাই রে।

অর্জুন। জনপদবাসী, শোনো শোনো,
রক্ষক তোমাদের নাই কোনো?

গ্রামবাসীগণ। তীর্থে গেছেন কোথা তিনি
গোপনব্রতধারিণী,
চিত্রাঙ্গদা তিনি রাজকুমারী।

অর্জুন। নারী! তিনি নারী!

গ্রামবাসীগণ। স্নেহবলে তিনি মাতা, বাহুবলে তিনি রাজা।
তাঁর নামে ভেরী বাজা,
'জয় জয় জয়' বলো ভাই রে—
ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই, নাই রে॥

—

সন্ত্রাসের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান।
সঙ্কটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ— আ! আহা!
মুক্ত করো ভয়,
আপনা-মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয়— আ! আহ
দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।
মুক্ত করো ভয়,
নিজের 'পরে করিতে ভর না রেখো সংশয়— আ! আহা!
ধর্ম যবে শঙ্খরবে করিবে আহ্বান
নীরব হয়ে নম্র হয়ে পণ করিয়ো প্রাণ।
মুক্ত করো ভয়,
দুরূহ কাজে নিজেরই দিয়ো কঠিন পরিচয়— আ! আহা।

প্রস্থান

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্রাঙ্গদা। কী ভাবিছ নাথ, কী ভাবিছ॥

অর্জুন। চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী
কেমন না জানি
আমি তাই ভাবি মনে মনে।

শুনি স্নেহে সে নারী,
শুনি বীর্যে সে পুরুষ,
শুনি সিংহাসনা যেন সে সিংহবাহিনী।
জান যদি বলো প্রিয়ে, বলো তার কথা॥

চিত্রাঙ্গদা। ছি ছি, কুৎসিত কুরূপ সে।
হেন বঙ্কিম ভুরুযুগ নাহি তার,
হেন উজ্জ্বলকজ্জল আঁখিতারা।
সন্ধিতে পারে লক্ষ্য কিণাঙ্কিত তার বাহু,
বিঁধিতে পারে না বীরবক্ষ কুটিল কটাক্ষশরে।
নাহি লজ্জা, নাহি শঙ্কা, নাহি নিষ্ঠুরসুন্দর রঙ্গ,
নাহি নীরব ভঙ্গীর সঙ্গীতলীলা ইঙ্গিতছন্দোমধুর॥

অর্জুন। আগ্রহ মোর অধীর অতি—
কোথা সে রমণী বীর্যবতী।
কোষবিমুক্ত কৃপাণলতা—
দারুণ সে, সুন্দর সে
উদ্যত বজ্রের রুদ্ররসে—
নহে সে ভোগীর লোচনলোভা,
ক্ষত্রিয়বাহুর ভীষণ শোভা॥

সখীগণ। নারীর ললিত লোভন লীলায় এখনি কেন এ ক্লান্তি।
এখনি কি, সখা, খেলা হল অবসান।
যে মধুর রসে ছিলে বিহ্বল
সে কি মধুমাখা ভ্রান্তি—
সে কি স্বপ্নের দান,
সে কি সত্যের অপমান।
দূর দুরাশায় হৃদয় ভরিছ,
কঠিন প্রেমের প্রতিমা গড়িছ,
কী মনে ভাবিয়া নারীতে করিছ পৌরুষসন্ধান।
এও কি মায়ার দান।

সহসা মন্ত্রবলে
নমনীয় এই কমনীয়তারে
যদি আমাদের সখী একেবারে
পরের বসন -সমান ছিন্ন করি ফেলে ধূলিতলে,
সবে না সবে না সে নৈরাশ্য—
ভাগ্যের সেই অট্টহাস্য
জানি জানি, সখা, ক্ষুব্ধ করিবে লুব্ধ পুরুষপ্রাণ—
হানিবে নিঠুর বাণ ॥

অর্জুন। যদি মিলে দেখা তবে তারি সাথে
ছুটে যাব আমি আর্তত্রাণে।
ভোগের আবেশ হতে
ঝাঁপ দিব যুদ্ধস্রোতে।
আজি মোর চঞ্চল রক্তের মাঝে
ঝন নন ঝন নন ঝঞ্চনা বাজে— বাজে— বাজে।
চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী
একাধারে মিলিত পুরুষ নারী ॥

চিত্রাঙ্গদা। ভাগ্যবতী সে যে,
এত দিনে তার আহ্বান এল তব বীরের প্রাণে।
আজ অমাবস্যার রাতি হোক অবসান।
কাল শুভ শুভ্র প্রাতে দর্শন মিলিবে তার,
মিথ্যায় আবৃত নারী ঘুচাবে মায়া-অবগুণ্ঠন ॥

অর্জুনের প্রতি

সখী। রমণীর মন-ভোলাবার ছলাকলা
দূর ক'রে দিয়ে উঠিয়া দাঁড়াক নারী
সরল উন্নত বীর্যবন্ত অন্তরের বলে
পর্বতের তেজস্বী তরুণ তরু সম—
যেন সে সম্মান পায় পুরুষের।

রজনীর নর্মসহচরী
যেন হয় পুরুষের কর্মসহচরী,
যেন বামহস্তসম দক্ষিণহস্তের থাকে সহকারী।
তাহে যেন পুরুষের তৃপ্তি হয় বীরোত্তম॥

৫

চিত্রাঙ্গদা ও মদন

চিত্রাঙ্গদা। লহো লহো ফিরে লহো
তোমার এই বর
হে অনঙ্গদেব!
মুক্তি দেহো মোরে, ঘুচায়ে দাও
এই মিথ্যার জাল
হে অনঙ্গদেব!
চুরির ধন আমার দিব ফিরায়ে
তোমার পায়ে
আমার অঙ্গশোভা—
অধররক্ত-রাঙিমা যাক মিলায়ে
অশোকবনে হে অনঙ্গদেব!
যাক যাক যাক এ ছলনা,
যাক এ স্বপন হে অনঙ্গদেব॥

মদন। তাই হোক তবে তাই হোক,
কেটে যাক রঙিন কুয়াশা—
দেখা দিক শুভ্র আলোক।
মায়া ছেড়ে দিক পথ,
প্রেমের আসুক জয়রথ,
রূপের অতীত রূপ
দেখে যেন প্রেমিকের চোখ-

দৃষ্টি হতে খসে যাক, খসে যাক মোহনির্মোক—
যাক খসে যাক, খসে যাক মোহনির্মোক ॥

প্রস্থান

বিনা সাজে সাজি দেখা দিবে তুমি কবে—
আভরণে আজি আবরণ কেন রবে।
ভালোবাসা যদি মেশে মায়াময় মোহে,
আলোতে আঁধারে দোঁহারে হারাব দোঁহে।
ধেয়ে আসে হিয়া তোমার সহজ রবে—
আভরণ দিয়া আবরণ কেন তবে।
ভাবের রসেতে যাহার নয়ন ডোবা
ভূষণে তাহারে দেখাও কিসের শোভা।
কাছে এসে তবু কেন রয়ে গেলে দূরে—
বাহির-বাঁধনে বাঁধিবে কি বন্ধুরে।
নিজের ধনে কি নিজে চুরি করে লবে—
আভরণে আজি আবরণ কেন তবে ॥

৬

চিত্রাঙ্গদার সহচর-সহচরীগণ

অর্জুনের প্রতি

এসো এসো পুরুষোত্তম, এসো এসো বীর মম!
তোমার পথ চেয়ে আছে প্রদীপ জ্বালা।
আজি পরিবে বীরাঙ্গনার হাতে দৃপ্ত ললাটে, সখা,
বীরের বরণমালা।
ছিন্ন ক'রে দিবে সে তার শক্তির অভিমান,
তোমার চরণে করিবে দান আত্মনিবেদনের ডালা—
চরণে করিবে দান।

আজ পরাবে বীরাঙ্গনা তোমার
দৃপ্ত ললাটে, সখা,
বীরের বরণমালা ॥

সখী। হে কৌন্তেয়,
ভালো লেগেছিল ব'লে
তব করযুগে সখী দিয়েছিল ভরি সৌন্দর্যের ডালি
নন্দনকানন হতে পুষ্প তুলে এনে বহু সাধনায়।
যদি সাঙ্গ হল পূজা
তবে আজ্ঞা করো, প্রভু,
নির্মাল্যের সাজি থাক্ পড়ে মন্দিরবাহিরে।
এইবার প্রসন্ন নয়নে চাও সেবিকার পানে ॥

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্রাঙ্গদা। আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী।
নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী।
পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে সে নহি নহি,
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি।
যদি পার্শ্বে রাখ মোরে সঙ্কটে সম্পদে,
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।
আজ শুধু করি নিবেদন—
আমি চিত্রাঙ্গদা রাজেন্দ্রনন্দিনী ॥

অর্জুন। ধন্য ধন্য ধন্য আমি ॥

সমবেত নৃত্য

তৃষ্ণার শান্তি সুন্দরকান্তি
তুমি এসো বিরহের সন্তাপভঞ্জন।
দোলা দাও বক্ষে, এঁকে দাও চক্ষে
স্বপনের তুলি দিয়ে মাধুরীর অঞ্জন।

এনে দাও চিত্তে রক্তের নৃত্যে
বকুলনিকুঞ্জের মধুকরগুঞ্জন—
উদ্‌বেল উতরোল
যমুনার কল্লোল,
কম্পিত বেণুবনে মলয়ের চুম্বন।
আনো নবপল্লবে নর্তন উল্লোল,
অশোকের শাখা ঘেরি বল্লরীবন্ধন॥

—

এস' এস' বসন্ত ধরাতলে—
আন' মুহু মুহু নব তান,
আন' নব প্রাণ,
নব গান,
আন' গন্ধমদভরে অলস সমীরণ,
আন' বিশ্বের অন্তরে অন্তরে নিবিড় চেতনা।
আন' নব উল্লাসহিল্লোল,
আন' আন' আনন্দছন্দের হিন্দোলা
ধরাতলে।
এস' এস'।
ভাঙ' ভাঙ' বন্ধনশৃঙ্খল,
আন' আন' উদ্দীপ্ত প্রাণের বেদনা
ধরাতলে।
এস' এস'।
এস' থরথরকম্পিত
মর্মরমুখরিত
মধুসৌরভপুলকিত
ফুল-আকুল মালতিবল্লিবিতানে
সুখছায়ে মধুবায়ে।
এস' এস'।

এস' বিকশিত উন্মুখ,
এস' চির-উৎসুক,
নন্দনপথচিরযাত্রী।
আন' বাঁশরিমন্ত্রিত মিলনের রাত্রি,
পরিপূর্ণ সুধাপাত্র নিয়ে এস'।
এস' অরুণচরণ কমলবরণ
তরুণ উষার কোলে।
এস' জ্যোৎস্নাবিবশ নিশীথে,
এস' নীরব কুঞ্জকুটিরে,
সুখসুপ্ত সরসীনীরে।
এস' এস'।
এস' তড়িৎশিখাসম ঝঞ্ঝাবিভঙ্গে,
সিন্ধুতরঙ্গদোলে।
এস' জাগরমুখর প্রভাতে,
এস' নগরে প্রান্তরে বনে,
এস' কর্মে বচনে মনে।
এস' এস'।
এস' মঞ্জিরগুঞ্জর চরণে,
এস' গীতমুখর কলকণ্ঠে।
এস' মঞ্জুল মল্লিকামাল্যে,
এস' কোমল কিশলয়বসনে।
এস' সুন্দর, যৌবনবেগে।
এস' দৃপ্ত বীর, নব তেজে।
ওহে দুর্মদ, কর' জয়যাত্রা।
চল' জরাপরাভব সমরে—
পবনে কেশররেণু ছড়ায়ে,
চঞ্চল কুন্তল উড়ায়ে।
এস' এস'॥

অর্জুন। মা মিৎ কিল ত্বং বনাঃ শাখাং মধুমতীমিম্‌
যথা সুপর্ণঃ প্রপতন্‌ পক্ষৌ নিহন্তি ভূম্যাম্‌
এবা নিহন্মি তে মনঃ।

চিত্রাঙ্গদা। যথেমে দ্যাবা পৃথিবী সদ্যঃ পর্যেতি সূর্যঃ
এবা পর্যেমি তে মনঃ।

উভয়ে। অক্ষৌ নৌ মধুসংকাশে অনীকং নৌ সমঞ্জনম্‌।
অন্তঃ কৃণুষ্ব মাং হৃদি মন ইন্নৌ সহাসতি॥

চণ্ডালিকা

প্রথম দৃশ্য

একদল ফুলওয়ালি চলেছে ফুল বিক্রি করতে

ফুলওয়ালির দল। নব বসন্তের দানের ডালি এনেছি তোদেরই দ্বারে,
আয় আয় আয়
পরিবি গলার হারে।
লতার বাঁধন হারায়ে মাধবী মরিছে কেঁদে—
বেণীর বাঁধনে রাখিবি বেঁধে,
অলকদোলায় দুলাবি তারে,
আয় আয় আয়।
বনমাধুরী করিবি চুরি
আপন নবীন মাধুরীতে—
সোহিনী রাগিণী জাগাবে সে তোদের
দেহের বীণার তারে তারে,
আয় আয় আয়॥

—

আমার মালার ফুলের দলে আছে লেখা
বসন্তের মন্ত্রলিপি।
এর মাধুর্যে আছে যৌবনের আমন্ত্রণ।
সাহানা রাগিণী এর রাঙা রঙে রঞ্জিত,
মধুকরের ক্ষুধা অশ্রুত ছন্দে
গন্ধে তার গুঞ্জরে।
আন্ গো ডালা, গাঁথ্ গো মালা,
আন্ মাধবী মালতী অশোকমঞ্জরী।
আয় তোরা আয়, আয় তোরা আয়, আয় তোরা আয়।

আন্ করবী রঙ্গন কাঞ্চন রজনীগন্ধা
প্রফুল্ল মল্লিকা।
আয় তোরা আয়, আয় তোরা আয়, আয় তোরা আয়:
মালা পর্ গো মালা পর্ সুন্দরী,
ত্বরা কর্ গো ত্বরা কর্।
আজি পূর্ণিমা রাতে জাগিছে চন্দ্রমা,
বকুলকুঞ্জ
দক্ষিণবাতাসে দুলিছে কাঁপিছে
থরথর মৃদু মর্মরি।
নৃত্যপরা বনাঙ্গনা বনাঙ্গনে সঞ্চরে,
চঞ্চলিত চরণ ঘেরি মঞ্জীর তার গুঞ্জরে।
দিস নে মধুরাতি বৃথা বহিয়ে উদাসিনী, হায় রে।
শুভলগন গেলে চলে ফিরে দেবে না ধরা—
সুধাপসরা
ধুলায় দেবে শূন্য করি, শুকাবে বঞ্জুলমঞ্জরী।
চন্দ্রকরে অভিষিক্ত নিশীথে ঝিল্লিমুখর বনছায়ে
তন্দ্রাহারা পিকবিরহকাকলিকূজিত দক্ষিণবায়ে
মালঞ্চ মোর ভরল ফুলে ফুলে ফুলে গো,
কিংশুকশাখা চঞ্চল হল দুলে দুলে দুলে গো॥

প্রকৃতি ফুল চাইতেই
তাকে ঘৃণা করে চলে গেল

দইওয়ালার প্রবেশ

দইওয়ালা। দই চাই গো, দই চাই, দই চাই গো?
শ্যামলী আমার গাই
তুলনা তাহার নাই।

কঙ্কণানদীর ধারে
ভোরবেলা নিয়ে যাই তারে—
দূর্বাদলঘন মাঠে, নদীর ধারে ধারে ধারে, তারে
সারা বেলা চরাই, চরাই গো।
দেহখানি তার চিক্কণ কালো
যত দেখি তত লাগে ভালো।
কাছে বসে যাই ব'কে, উত্তর দেয় সে চোখে,
পিঠে মোর রাখে মাথা—
গায়ে তার হাত বুলাই, হাত বুলাই গো॥

চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি দই কিনতে চাইল
একজন মেয়ে সাবধান করে দিল

মেয়ে। ওকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছি,
ও যে চণ্ডালিনীর ঝি—
নষ্ট হবে যে দই সে কথা জানো না কি॥

দইওয়ালার প্রস্থান

চুড়িওয়ালার প্রবেশ

চুড়িওয়ালা। ওগো, তোমরা যত পাড়ার মেয়ে
এসো এসো, দেখো চেয়ে—
এনেছি কাঁকনজোড়া সোনালি তারে মোড়া।
আমার কথা শোনো, হাতে লহো প'রে—
যারে রাখিতে চাহ ধ'রে কাঁকন তোমার বেড়ি হয়ে
বাঁধিবে মন তাহার আমি দিলাম কয়ে॥

প্রকৃতি চুড়ি নিতে হাত বাড়াতেই

মেয়েরা। ওকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছি,
ও যে চণ্ডালিনীর ঝি।

চুড়িওয়ালা প্রভৃতির প্রস্থান

প্রকৃতি। যে আমারে পাঠালো এই অপমানের অন্ধকারে
পূজিব না, পূজিব না, পূজিব না সেই দেবতারে
পূজিব না।
কেন দেব ফুল, কেন দেব ফুল, কেন দেব ফুল
আমি তারে—
যে আমারে চিরজীবন রেখে দিল এই ধিক্‌কারে।
জানি না হায় রে কী দুরাশায় রে
পূজাদীপ জ্বালি মন্দিরদ্বারে।
আলো তার নিল হরিয়া দেবতা ছলনা করিয়া,
আঁধারে রাখিল আমারে॥

পথ বেয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ

ভিক্ষুগণ। যো সন্নিসিন্নো বরবোধিমূলে
মারস্‌স সেনং মহতিং বিজেত্বা
সম্বোধি মাগচ্ছি অনন্তঞ্‌ঞাণো
লোকুত্তমো তং পণমামি বুদ্ধং॥

প্রস্থান

প্রকৃতির মা মায়ার প্রবেশ

মা। কী যে ভাবিস তুই অন্যমনে— নিষ্কারণে—
বেলা বহে যায়, বেলা বহে যায় যে।
রাজবাড়িতে ওই বাজে ঘণ্টা ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং।
বেলা বহে যায়।
রৌদ্র হয়েছে অতি তিখনো,
তোর আঙিনা হয় নি যে নিকোনো।
তোলা হল না জল, পাড়া হল না ফল।
কখন্ বা চুলো তুই ধরাবি।
কখন্ ছাগল তুই চরাবি।

ত্বরা কর্, ত্বরা কর্, ত্বরা কর্—
জল তুলে নিয়ে তুই চল্ ঘর্।
রাজবাড়িতে ওই বাজে ঘণ্টা ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং।
ওই যে বেলা বহে যায়॥

প্রকৃতি। কাজ নেই, কাজ নেই মা,
কাজ নেই মোর ঘরকন্নায়।
যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে সব বন্যায়।
জন্ম কেন দিলি মোরে,
লাঞ্ছনা জীবন ভ'রে—
মা হয়ে আনিলি এই অভিশাপ!
কার কাছে বল্ করেছি কোন্ পাপ,
বিনা অপরাধে এ কী ঘোর অন্যায়॥

মা। থাক্ তবে থাক্ তুই পড়ে,
মিথ্যা কান্না কাঁদ্ তুই মিথ্যা দুঃখ গ'ড়ে॥

প্রস্থান

প্রকৃতির জল তোলা

বুদ্ধশিষ্য আনন্দের প্রবেশ

আনন্দ। জল দাও আমায় জল দাও।
রৌদ্র প্রখরতর, পথ সুদীর্ঘ, হা,
আমায় জল দাও।
আমি তাপিত পিপাসিত,
আমায় জল দাও।
আমি শ্রান্ত, হা,
আমায় জল দাও॥

প্রকৃতি। ক্ষমা করো প্রভু, ক্ষমা করো মোরে—
আমি চণ্ডালের কন্যা,
মোর কূপের বারি অশুচি।
আমি চণ্ডালের কন্যা।

তোমারে দেব জল হেন পুণ্যের আমি
নহি অধিকারিণী।
আমি চণ্ডালের কন্যা॥

আনন্দ। যে মানব আমি সেই মানব তুমি কন্যা।
সেই বারি তীর্থবারি যাহা তৃপ্ত করে তৃষিতেরে,
যাহা তাপিত শ্রান্তেরে স্নিগ্ধ করে সেই তো পবিত্র বারি
জল দাও আমায় জল দাও।

জলদান

কল্যাণ হোক তব কল্যাণী॥

প্রস্থান

প্রকৃতি। শুধু একটি গণ্ডূষ জল,
আহা, নিলেন তাঁহার করপুটের কমলকলিকায়।
আমার কূপ যে হল অকূল সমুদ্র—
এই-যে নাচে, এই-যে নাচে তরঙ্গ তাহার
আমার জীবন জুড়ে নাচে—
টলোমলো করে আমার প্রাণ,
আমার জীবন জুড়ে নাচে।
ওগো, কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী পরমমুক্তি।
একটি গণ্ডূষ জল—
আমার জন্মজন্মান্তরের কালি ধুয়ে দিল গো
শুধু একটি গণ্ডূষ জল॥

মেয়ে-পুরুষের প্রবেশ

ফসল কাটার আহ্বান -গান

মাটি তোদের ডাক দিয়েছে— আয় রে চলে
আয় আয় আয়।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে—
মরি হায় হায় হায়।

হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে
দিগ্‌বধূরা ফসল-ক্ষেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে ধরার আঁচলে—
মরি হায় হায় হায়।
মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হল।
ঘরেতে আজ কে রবে গো, খোলো, খোলো দুয়ার খোলো।
খোলো, খোলো দুয়ার খোলো।
আলোর হাসি উঠল জেগে,
পাতায় পাতায় চমক লেগে
বনের খুশি ধরে না গো, ওই-যে উথলে—
মরি হায় হায় হায়॥

প্রকৃতি। ওগো ডেকো না মোরে ডেকো না।
আমার কাজ-ভোলা মন, আছে দূরে কোন্—
করে স্বপনের সাধনা।
ধরা দেবে না অধরা ছায়া,
রচি গেছে মনে মোহিনী মায়া—
জানি না এ কী দেবতারই দয়া,
জানি না এ কী ছলনা।
আঁধার অঙ্গনে প্রদীপ জ্বালি নি,
দগ্ধ কাননের আমি যে মালিনী,
শূন্য হাতে আমি কাঙালিনী
করি নিশিদিনযাপনা।
যদি সে আসে তার চরণছায়ে
বেদনা আমার দিব বিছায়ে,
জানাব তাহারে অশ্রুসিক্ত
রিক্ত জীবনের কামনা॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

অর্ঘ্য নিয়ে বৌদ্ধনারীদের মন্দিরে গমন

বৌদ্ধনারীগণ। স্বর্ণবর্ণে সমুজ্জ্বল নব চম্পাদলে
বন্দিব শ্রীমুনীন্দ্রের পাদপদ্মতলে।
পুণ্যগন্ধে পূর্ণ বায়ু হল সুগন্ধিত,
পুষ্পমাল্যে করি তাঁর চরণ বন্দিত॥

প্রস্থান

প্রকৃতি। ফুল বলে, ধন্য আমি, ধন্য আমি মাটির প'রে।
দেবতা ওগো, তোমার সেবা আমার ঘরে।
জন্ম নিয়েছি ধূলিতে
দয়া করে দাও ভুলিতে, দাও ভুলিতে, দাও ভুলিতে—
নাই ধূলি মোর অন্তরে—
নাই নাই ধূলি মোর অন্তরে।
নয়ন তোমার নত করো,
দলগুলি কাঁপে থরোথরো থরোথরো।
চরণপরশ দিয়ো দিয়ো,
ধূলির ধনকে করো স্বর্গীয়— দিয়ো দিয়ো দিয়ো—
ধরার প্রণাম আমি তোমার তরে।

মা। তুই অবাক ক'রে দিলি আমায় মেয়ে।
পুরাণে শুনি না কি তপ করেছেন উমা
রোদের জ্বলনে—
তোর কি হল তাই॥

প্রকৃতি। হাঁ মা, আমি বসেছি তপের আসনে॥

মা। তোর সাধনা কাহার জন্যে॥

প্রকৃতি। যে আমারে দিয়েছে ডাক, দিয়েছে ডাক,
বচনহারা আমাকে দিয়েছে বাক্‌।

যে আমারি জেনেছে নাম
ওগো তারি নামখানি মোর হৃদয়ে থাক্ ।
আমি তারি বিচ্ছেদদহনে
তপ করি চিত্তের গহনে ।
দুঃখের পাবকে হয়ে যায় শুদ্ধ
অন্তরে মলিন যাহা আছে রুদ্ধ—
অপমাননাগিনীর খুলে যায় পাক ॥

মা । কিসের ডাক তোর কিসের ডাক ।
কোন্ পাতালবাসী অপদেবতার ইশারা
তোকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে—
আমি মন্ত্র প'ড়ে কাটাব তার মায়া ॥

প্রকৃতি । আমার মনের মধ্যে বাজিয়ে দিয়ে গেছে—
জল দাও, জল দাও, জল দাও ॥

মা । পোড়া কপাল আমার !
কে বলেছে তোকে 'জল দাও' !
সে কি তোর আপন জাতের কেউ ।

প্রকৃতি । হাঁ গো মা, সেই কথাই তো ব'লে গেলেন তিনি,
তিনি আমার আপন জাতের লোক ।
আমি চণ্ডালী— সে যে মিথ্যা, সে যে মিথ্যা,
সে যে দারুণ মিথ্যা ।
শ্রাবণের কালো যে মেঘ
তারে যদি নাম দাও 'চণ্ডাল'
তা ব'লে কি জাত ঘুচিবে তার,
অশুচি হবে কি তার জল ।
তিনি ব'লে গেলেন আমায়—
নিজেরে নিন্দা কোরো না,
মানবের বংশ তোমার,
মানবের রক্ত তোমার নাড়ীতে ।

ছি ছি মা, মিথ্যা নিন্দা রটাস নে নিজের,
সে-যে পাপ।
রাজার বংশে দাসী জন্মায় অসংখ্য,
আমি সে দাসী নই।
দ্বিজের বংশে চণ্ডাল কত আছে,
আমি নই চণ্ডালী॥

মা। কী কথা বলিস তুই, আমি যে তোর ভাষা বুঝি নে।
তোর মুখে কে দিল এমন বাণী।
স্বপ্নে কি কেউ ভর করেছে তোকে
তোর গতজন্মের সাথি।
আমি যে তোর ভাষা বুঝি নে॥

প্রকৃতি। এ নতুন জন্ম, নতুন জন্ম, নতুন জন্ম আমার।
সেদিন বাজল দুপুরের ঘণ্টা, ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্দুর,
স্নান করাতেছিলেম কুয়োতলায় মা-মরা বাছুরটিকে।
সামনে এসে দাঁড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু আমার—
বললেন, 'জল দাও, জল দাও, জল দাও।'
শিউরে উঠল দেহ আমার, চমকে উঠল প্রাণ—
বল্ দেখি মা,
সারা নগরে কি কোথাও নেই জল!
কেন এলেন আমার কুয়োর ধারে,
আমাকে দিলেন সহসা
মানুষের তৃষ্ণা-মেটানো সম্মান॥

—

বলে দাও জল, দাও জল, দাও জল।
দেব আমি কে দিয়েছে হেন সম্বল।
বলে দাও জল।
কালো মেঘ-পানে চেয়ে
এল ধেয়ে

চাতক বিহ্বল—
বলে দাও জল, দাও জল।
ভূমিতলে হারা উৎসের ধারা
অন্ধকারে
কারাগারে।
কার সুগভীর বাণী দিল হানি
কালো শিলাতল—
বলে দাও জল, দাও জল॥

মা। বাছা, মন্ত্র করেছে কে তোকে,
তোর পথ-চাওয়া মন টান দিয়েছে কে।
মন্ত্র করেছে কে তোকে॥

প্রকৃতি। সে যে পথিক আমার,
হৃদয়পথের পথিক আমার।
হায় রে, আর সে তো এল না, এল না,
এ পথে এল না।
আর সে যে চাইল না জল।
আমার হৃদয় তাই হল মরুভূমি,
শুকিয়ে গেল তার রস—
সে যে চাইল না, চাইল না, চাইল না জল॥

—

চক্ষে আমার তৃষ্ণা ওগো,
তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে।
চক্ষে আমার তৃষ্ণা।
আমি বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিন,
সন্তাপে প্রাণ যায় যায় যে পুড়ে।
ঝড় উঠেছে তপ্ত হাওয়ায় হাওয়ায়,
মনকে সুদূর শূন্যে ধাওয়ায়—
অবগুণ্ঠন যায় যে উড়ে।

যে ফুল কানন করত আলো
কালো হয়ে সে শুকালো—
কালো— কালো হয়ে সে শুকালো হায়।
ঝর্নারে কে দিল বাধা—
নিষ্ঠুর পাষাণে বাঁধা
দুঃখের শিখরচূড়ে॥

মা। বাছা, সহজ ক'রে বল্‌ আমাকে
মন কাকে তোর চায়।
বেছে নিস মনের মতন বর—
রয়েছে তো অনেক আপন জন।
আকাশের চাঁদের পানে
হাত বাড়াস নে।

প্রকৃতি। আমি চাই তাঁরে
আমারে দিলেন যিনি সেবিকার সম্মান,
ঝরে-পড়া ধুতরো ফুল
ধুলো হতে তুলে নিলেন যিনি দক্ষিণ করে।
ওগো প্রভু, ওগো প্রভু,
সেই ফুলে মালা গাঁথো,
পরো পরো আপন গলায়,
ব্যর্থ হতে তারে দিয়ো না, দিয়ো না॥

রাজবাড়ির অনুচরের প্রবেশ

অনুচর। সাত দেশেতে খুঁজে খুঁজে গো,
শেষকালে এই ঠাঁই
ভাগ্যে দেখা পেলেম রক্ষা তাই।

মা। কেন গো, কী চাই।

অনুচর। রানীমার পোষা পাখি কোথায় উড়ে গেছে-
সেই নিদারুণ শোকে

ঘুম নেই তাঁর চোখে ও চারণের বউ।

ফিরিয়ে এনে দিতেই হবে তোকে ও চারণের বউ।

মা। উড়োপাখি আসবে ফিরে এমন কী গুণ জানি।

অনুচর। মিথ্যে ওজর শুনব না, শুনব না—

শুনবে না তোর রানী।

জাদু ক'রে মন্ত্র প'ড়ে ফিরে আনতেই হবে,

খালাস পাবি তবে ও চারণের বউ॥

প্রস্থান

প্রকৃতি। ওগো মা, ওই কথাই তো ভালো।

মন্ত্র জানিস তুই,

মন্ত্র প'ড়ে দে তাঁকে তুই এনে॥

মা। ওরে সর্বনাশী, কী কথা তুই বলিস—

আগুন নিয়ে খেলা!

শুনে বুক কেঁপে ওঠে ভয়ে মরি॥

প্রকৃতি। আমি ভয় করি নে মা, ভয় করি নে॥

ভয় করি, মা, পাছে সাহস যায় নেমে—

পাছে নিজের আমি মূল্য ভুলি।

এত বড়ো স্পর্ধা আমার একি আশ্চর্য!

এই আশ্চর্য সে'ই ঘটিয়েছে।

তারো বেশি ঘটবে না কি—

আসবে না আমার পাশে,

বসবে না আধো-আঁচলে ?।

মা। তাঁকে আনতে যদি পারি

মূল্য দিতে পারবি কি তুই তার।

জীবনে কিছুই যে তোর থাকবে না বাকি॥

প্রকৃতি। না, কিছুই থাকবে না, কিছুই থাকবে না,

কিছুই না, কিছুই না।

যদি আমার সব মিটে যায়, সব মিটে যায়,
তবেই আমি বেঁচে যাব যে চিরদিনের তরে
যখন কিছুই থাকবে না।
দেবার আমার আছে কিছু এই কথাটাই যে
ভুলিয়ে রেখেছিল সবাই মিলে—
আজ জেনেছি, আমি নই-যে অভাগিনী ;
দেবই আমি, দেবই আমি, দেবই
উজাড় করে দেব আমারে।
কোনো ভয় আর নেই আমার।
পড়্ তোর মন্তর, পড়্ তোর মন্তর,
ভিক্ষুরে নিয়ে আয় অমানিতার পাশে,
সে'ই তারে দিবে সম্মান—
এত মান আর কেউ দিতে কি পারে ॥

মা। বাছা, তুই যে আমার বুক-চেরা ধন।
তোর কথাতেই চলেছি পাপের পথে পাপীয়সী!
হে পবিত্র মহাপুরুষ,
আমার অপরাধের শক্তি যত
ক্ষমার শক্তি তোমার আরো অনেক গুণে বড়ো।
তোমারে করিব অসম্মান—
তবু প্রণাম, তবু প্রণাম, তবু প্রণাম ॥

প্রকৃতি। দোষী করো আমায়, দোষী করো।
ধুলায়-পড়া ম্লান কুসুম পায়ের তলায় ধরো।
অপরাধে ভরা ডালি
নিজ হাতে করো খালি, আহা,
তার পরে সেই শূন্য ডালায় তোমার করুণা ভরো—
আমায় দোষী করো।
তুমি উচ্চ, আমি তুচ্ছ ধরব তোমায় ফাঁদে
আমার অপরাধে।

আমার দোষকে তোমার পুণ্য
করবে তো কলঙ্কশূন্য গো—
ক্ষমায় গেঁথে সকল ত্রুটি গলায় তোমার পরো॥

মা। কী অসীম সাহস তোর মেয়ে॥

প্রকৃতি। আমার সাহস!
তাঁর সাহসের নাই তুলনা।
কেউ যে কথা বলতে পারে নি
তিনি ব'লে দিলেন কত সহজে—
জল দাও, জল দাও, জল দাও।
ওই একটু বাণী তার দীপ্তি কত—
আলো করে দিল আমার সারা জন্ম—
তার দীপ্তি কত!
বুকের উপর কালো পাথর চাপা ছিল যে,
সেটাকে ঠেলে দিল—
উথলি উঠল রসের ধারা॥

মা। ওরা কে যায় পীতবসন-পরা সন্ন্যাসী॥

বৌদ্ধ ভিক্ষুর দল

ভিক্ষুগণ। নমো নমো বুদ্ধদিবাকরায়।
নমো নমো গোতমচন্দিমায়।
নমো নমোনন্তগুণণ্ণবায়।
নমো নমো সাকিয়নন্দনায়॥

প্রকৃতি। মা, ওই-যে তিনি চলেছেন সবার আগে আগে!
ওই-যে তিনি চলেছেন।
ফিরে তাকালেন না, ফিরে তাকালেন না—
তাঁর নিজের হাতের এই নূতন সৃষ্টিরে
আর দেখিলেন না চেয়ে।
এই মাটি, এই মাটি, এই মাটি তোর আপন রে!

হতভাগিনী, কে তোরে আনিল আলোতে
শুধু এক নিমেষের জন্যে!
থাকতে হবে তোরে মাটিতে
সবার পায়ের তলায়॥

মা। ওরে বাছা, দেখতে পারি নে তোর দুঃখ—
আনবই, আনবই, আনবই তারে মন্ত্র প'ড়ে।

প্রকৃতি। পড়্ তুই সব চেয়ে নিষ্ঠুর মন্ত্র—
পাকে পাকে দাগ দিয়ে জড়ায়ে ধরুক ওর মনকে।
যেখানেই যাক, কখনো এড়াতে আমাকে
পারবে না, পারবে না॥

আকর্ষণমন্ত্রে যোগ দেবার জন্যে
মা তার শিষ্যাদলকে ডাক দিল

মা। আয় তোরা আয়!
আয় তোরা আয়!
আয় তোরা আয়॥

তাদের প্রবেশ ও নৃত্য

যায় যদি যাক সাগরতীরে—
আবার আসুক, আবার আসুক, আসুক ফিরে। হায়!
রেখে দেব আসন পেতে হৃদয়েতে
পথের ধুলো ভিজিয়ে দেব অশ্রুনীরে। হায়!
যায় যদি যাক শৈলশিরে—
আসুক ফিরে, আসুক ফিরে।
লুকিয়ে রব গিরিগুহায়, ডাকব উহায়—
আমার স্বপন ওর জাগরণ রইবে ঘিরে। হায়॥

মায়ানৃত্য

ভাবনা করিস নে তুই—
এই দেখ্ মায়াদর্পণ আমার—

হাতে নিয়ে নাচবি যখন
দেখতে পাবি তাঁর কী হল দশা।
এইবার এসো এসো রুদ্রভৈরবের সন্তান,
জাগাও তাণ্ডবনৃত্য।
এইবার এসো এসো॥

তৃতীয় দৃশ্য

মায়ের মায়ানৃত্য

প্রকৃতি। ওই দেখ্ পশ্চিমে মেঘ ঘনালো,
মন্ত্র খাটবে মা, খাটবে—
উড়ে যাবে শুষ্ক সাধনা সন্ন্যাসীর
শুষ্ক পাতার মতন।
নিববে বাতি, পথ হবে অন্ধকার,
ঝড়ে-বাসা-ভাঙা পাখি
সে-যে ঘুরে ঘুরে পড়বে এসে মোর দ্বারে
দুরুদুরু করে মোর বক্ষ,
মনের মাঝে ঝিলিক দিতেছে বিজুলি।
দূরে যেন ফেনিয়ে উঠেছে সমুদ্র—
তল নেই, কূল নেই তার।
মন্ত্র খাটবে মা, খাটবে॥

মা। এইবার আয়নার সামনে নাচ্ দেখি তুই,
দেখ্ দেখি কী ছায়া পড়ল॥

প্রকৃতির নৃত্য

প্রকৃতি। লজ্জা! ছি ছি লজ্জা!
আকাশে তুলে দুই বাহু
অভিশাপ দিচ্ছেন কারে।

নিজেরে মারছেন বহ্নির বেত্র,
শেল বিঁধছেন যেন আপনার মর্মে ॥

মা। ওরে বাছা, এখনি অধীর হলি যদি,
শেষে তোর কী হবে দশা ॥

প্রকৃতি। আমি দেখব না, আমি দেখব না,
আমি দেখব না তোর দর্পণ।
বুক ফেটে যায়, যায় গো, বুক ফেটে যায়।
আমি দেখব না।
কী ভয়ঙ্কর দুঃখের ঘূর্ণিঝঞ্ঝা—
মহান বনস্পতি ধুলায় কি লুটাবে,
ভাঙবে কি অভ্রভেদী তার গৌরব।
আমি দেখব না, আমি দেখব না,
আমি দেখব না তোর দর্পণ— না না না ॥

মা। থাক্ থাক্ তবে, থাক্ এই মায়া।
প্রাণপণে ফিরিয়ে আনব মোর মন্ত্র—
নাড়ী যদি ছিঁড়ে যায় যাক,
ফুরায়ে যায় যদি যাক নিশ্বাস ॥

প্রকৃতি। সেই ভালো, মা, সেই ভালো।
থাক্ তোর মন্ত্র, থাক্ তোর—
আর কাজ নাই, কাজ নাই, কাজ নাই।...
না না না— পড়্ মন্ত্র তুই, পড়্ তোর মন্ত্র—
পথ তো আর নেই বাকি।
আসবে সে, আসবে সে, আসবে,
আমার জীবনমৃত্যু-সীমানায় আসবে।
নিবিড় রাত্রে এসে পৌঁছবে পান্থ,
বুকের জ্বালা দিয়ে আমি জ্বালিয়ে দিব দীপখানি—
সে আসবে, ও সে আসবে ॥

দুঃখ দিয়ে মেটাব দুঃখ তোমার।
স্নান করাব অতল জলে বিপুল বেদনার।
মোর সংসার দিব যে জ্বালি,
শোধন হবে এ মোহের কালি—
মরণব্যথা দিব তোমার চরণে উপহার॥

মা। বাছা, মোর মন্ত্র আর তো বাকি নেই,
প্রাণ মোর এল কণ্ঠে॥

প্রকৃতি। মা গো, এত দিনে মনে হচ্ছে যেন
টলেছে আসন তাঁহার।
ওই আসছে, আসছে, আসছে।
যা বহু দূরে, যা লক্ষ যোজন দূরে,
যা চন্দ্রসূর্য পেরিয়ে,
ওই আসছে, আসছে, আসছে—
কাঁপছে আমার বক্ষ ভূমিকম্পে॥

মা। বল্ দেখি, বাছা, কী তুই দেখছিস আয়নায়॥

প্রকৃতি। ঘন কালো মেঘ তাঁর পিছনে,
চারি দিকে বিদ্যুৎ চমকে,
অঙ্গ ঘিরে ঘিরে তাঁর অগ্নির আবেষ্টন—
যেন শিবের ক্রোধানলদীপ্তি!
তোর মন্ত্রবাণী ধরি কালীনাগিনীমূর্তি
গর্জিছে বিষনিশ্বাসে,
কলুষিত করে তাঁর পুণ্যশিখা॥

আনন্দের ছায়া-অভিনয়

মা। ওরে পাষাণী, কী নিষ্ঠুর মন তোর,
কী কঠিন প্রাণ—
এখনো তো আছিস বেঁচে॥

প্রকৃতি। ক্ষুধার্ত প্রেম তার নাই দয়া, তার
নাই ভয়, নাই লজ্জা।
নিষ্ঠুর পণ আমার,
আমি মানব না হার, মানব না হার—
বাঁধব তাঁরে মায়াবাঁধনে,
জড়াব আমারি হাসি-কাঁদনে।
ওই দেখ্, ওই নদী হয়েছেন পার—
একা চলেছেন ঘন বনের পথে।
যেন কিছু নাই তাঁর চোখের সম্মুখে—
নাই সত্য, নাই মিথ্যা—
নাই ভালো, নাই মন্দ।

মাকে নাড়া দিয়ে

দুর্বল হোস নে, হোস নে।
এইবার পড়্ তোর শেষনাগমন্ত্র—
নাগপাশবন্ধনমন্ত্র॥

মা। জাগে নি এখনো জাগে নি
রসাতলবাসিনী নাগিনী। জাগে নি।
বাজ্ বাজ্ বাজ্ বাঁশি, বাজ্ রে
মহাভীমপাতালী রাগিণী।
জেগে ওঠ্ মায়াকালী নাগিনী। জাগে নি।
ওরে মোর মন্ত্রে কান দে—
টান দে, টান দে, টান দে, টান দে।
বিষগর্জনে ওকে ডাক দে—
পাক দে, পাক দে, পাক দে, পাক দে,
গহ্বর হতে তুই বার হ,
সপ্তসমুদ্র পার হ।
বেঁধে তারে আন্ রে—

টান্‌ রে, টান্‌ রে, টান্‌ রে, টান্‌ রে।
নাগিনী জাগল, জাগল, জাগল—
পাক দিতে ওই লাগল, লাগল, লাগল—
মায়াটান ওই টানল, টানল, টানল।
বেঁধে আনল, বেঁধে আনল, বেঁধে আনল॥

—

এইবার নৃত্যে করো আহ্বান—
ধর্‌ তোরা গান।
আয় তোরা যোগ দিবি আয় যোগিনীর দল।
আয় তোরা আয়।
আয় তোরা আয়।
আয় তোরা আয়॥

সকলে। ঘুমের ঘন গহন হতে যেমন আসে স্বপ্ন
তেমনি উঠে এসো এসো।
শমীশাখার বক্ষ হতে যেমন জ্বলে অগ্নি
তেমনি তুমি এসো এসো।
ঈশানকোণে কালো মেঘের নিষেধ বিদারি
যেমন আসে সহসা বিদ্যুৎ,
তেমনি তুমি চমক হানি এসো হৃদয়তলে,
এসো তুমি, এসো তুমি, এসো এসো।
আঁধার যবে পাঠায় ডাক মৌন-ইশারায়
যেমন আসে কালপুরুষ সন্ধ্যাকাশে,
তেমনি তুমি এসো, তুমি এসো এসো।
সুদূর হিমগিরির শিখরে
মন্ত্র যবে প্রেরণ করে তাপস বৈশাখ,
প্রখর তাপে কঠিন ঘন তুষার গলায়ে
বন্যাধারা যেমন নেমে আসে—
তেমনি তুমি এসো, তুমি এসো এসো॥

মা। আর দেরি করিস নে, দেখ্ দর্পণ—
আমার শক্তি হল যে ক্ষয় ॥

প্রকৃতি। না, দেখব না, আমি দেখব না।
আমি শুনব—
মনের মধ্যে আমি শুনব,
ধ্যানের মধ্যে আমি শুনব
তাঁর চরণধ্বনি।
ওই দেখ্, ওই এল ঝড়, এল ঝড়,
তাঁর আগমনীর ওই ঝড়—
পৃথিবী কাঁপছে থরোথরো থরোথরো,
গুরুগুরু করে মোর বক্ষ ॥

মা। তোর অভিশাপ নিয়ে আসে
হতভাগিনী ॥

প্রকৃতি। অভিশাপ নয় নয়,
অভিশাপ নয় নয়—
আনছে আমার জন্মান্তর,
মরণের সিংহদ্বার ওই খুলছে।
ভাঙল দ্বার,
ভাঙল প্রাচীর,
ভাঙল এ জন্মের মিথ্যা।
ওগো আমার সর্বনাশ,
ওগো আমার সর্বস্ব,
তুমি এসেছ
আমার অপমানের চূড়ায়।
মোর অন্ধকারের ঊর্ধ্বে রাখো
তব চরণ জ্যোতির্ময় ॥

মা। ও নিষ্ঠুর মেয়ে,
আর সহে না, সহে না, সহে না

প্রকৃতি। ও মা, ও মা, ও মা, ফিরিয়ে নে তোর মন্ত্র—
এখনি, এখনি, এখনি।
ও রাক্ষসী, কী করলি তুই,
কী করলি তুই—
মরলি নে কেন পাপীয়সী!
কোথা আমার সেই দীপ্ত সমুজ্জ্বল
শুভ্র সুনির্মল
সুদূর স্বর্গের আলো।
আহা, কী ম্লান, কী ক্লান্ত—
আত্মপরাভব কী গভীর!
যাক যাক যাক,
সব যাক, সব যাক—
অপমান করিস নে বীরের
জয় হোক তাঁর—
জয় হোক তাঁর, জয় হোক॥

আনন্দের প্রবেশ

প্রভু, এসেছ উদ্ধারিতে আমায়,
দিলে তার এত মূল্য,
নিলে তার এত দুঃখ।
ক্ষমা করো, ক্ষমা করো—
মাটিতে টেনেছি তোমারে,
এনেছি নীচে,
ধূলি হতে তুলি নাও আমায়
তব পুণ্যলোকে।
ক্ষমা করো।
জয় হোক তোমার, জয় হোক,
জয় হোক, জয় হোক। ক্ষমা করো॥

আনন্দ। কল্যাণ হোক তব কল্যাণী ॥

সকলে বুদ্ধকে প্রণাম

সকলে। বুদ্ধো সুসুদ্ধো করুণামহাণ্ণবো
যোচ্চন্ত সুদ্ধব্বরঞাণলোচনো
লোকস্‌স পাপূপকিলেসঘাতকো
বন্দামি বুদ্ধং অহমাদরেণ তং ॥

শ্যামা

প্রথম দৃশ্য

বজ্রসেন ও তাহার বন্ধু

বন্ধু। তুমি ইন্দ্রমণির হার
এনেছ সুবর্ণদ্বীপ থেকে।
তোমার ইন্দ্রমণির হার—
রাজমহিষীর কানে যে তার খবর দিয়েছে কে।
দাও আমায়, রাজবাড়িতে দেব বেচে
ইন্দ্রমণির হার—
চিরদিনের মতো তুমি যাবে বেঁচে॥

বজ্রসেন। না না না বন্ধু,
আমি অনেক করেছি বেচাকেনা,
অনেক হয়েছে লেনাদেনা—
না না না,
এ তো হাটে বিকোবার নয় হার—
না না না।
কণ্ঠে দিব আমি তারি
যারে বিনা মূল্যে দিতে পারি—
ওগো, আছে সে কোথায়,
আজও তারে হয় নাই চেনা।
না না না বন্ধু॥

বন্ধু। ও জান না কি
পিছনে তোমার রয়েছে রাজার চর॥

বজ্রসেন। জানি জানি, তাই তো আমি
চলেছি দেশান্তর
এ মানিক পেলেম আমি অনেক দেবতা পূজে
বাধার সঙ্গে যুঝে—

এ মানিক দেব যারে অমনি তারে পাব খুঁজে,
চলেছি দেশ-দেশান্তর ॥

বন্ধু ঘুরে প্রহরীকে দেখতে পেয়ে বজ্রসেনকে মালা-সমেত পালাতে বলল

কোটালের প্রবেশ

কোটাল। থামো, থামো—
কোথায় চলেছ পালায়ে
সে কোন্ গোপন দায়ে।
আমি নগর-কোটালের চর ॥

বজ্রসেন। আমি বণিক,
আমি চলেছি আপন ব্যবসায়ে,
চলেছি দেশান্তর ॥

কোটাল। কী আছে তোমার পেটিকায় ॥

বজ্রসেন। আছে মোর প্রাণ, আছে মোর শ্বাস ॥

কোটাল। খোলো, খোলো, বৃথা কোরো না পরিহাস।

বজ্রসেন। এই পেটিকা আমার বুকের পাঁজর যে রে—
সাবধান! সাবধান! তুমি ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না এরে।
তোমার মরণ নাহয় আমার মরণ
যমের দিব্য কর যদি এরে হরণ—
ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না ॥

বজ্রসেনের পলায়ন

সেই দিকে তাকিয়ে

কোটাল। ভালো ভালো, তুমি দেখব পালাও কোথা।
মশানে তোমার শূল হয়েছে পোঁতা—
এ কথা মনে রেখে
তোমার ইষ্টদেবতারে স্মরিয়ো এখন থেকে ॥

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্যামার সভাগৃহে কয়েকটি সহচরী বসে আছে
নানা কাজে নিযুক্ত

সখীরা। হে বিরহী, হায়, চঞ্চল হিয়া তব—
নীরবে জাগ একাকী শূন্য মন্দিরে,
কোন্ সে নিরুদ্দেশ-লাগি আছ জাগিয়া।
স্বপনরূপিণী অলোকসুন্দরী
অলক্ষ্য-অলকাপুরী-নিবাসিনী,
তাহার মুরতি রচিলে বেদনায় হৃদয়মাঝারে॥

উত্তীয়ের প্রবেশ

সখীরা। ফিরে যাও, কেন ফিরে ফিরে যাও
বহিয়া— বহিয়া বিফল বাসনা।
চিরদিন আছ দূরে
অজানার মতো নিভৃত অচেনা পুরে।
কাছে আস তবু আস না,
বহিয়া বিফল বাসনা।
পারি না তোমায় বুঝিতে—
ভিতরে কারে কি পেয়েছ,
বাহিরে চাহ না খুঁজিতে ?
না-বলা তোমার বেদনা যত
বিরহপ্রদীপে শিখারই মতো,
নয়নে তোমার উঠেছে জলিয়া নীরব কী সম্ভাষণা
বহিয়া বিফল বাসনা॥

উত্তীয়। মায়াবনবিহারিণী হরিণী
গহনস্বপনসঞ্চারিণী,
কেন তারে ধরিবারে করি পণ অকারণ।

থাক্ থাক্ নিজমনে দূরেতে,
আমি শুধু বাঁশরির সুরেতে
পরশ করিব ওর প্রাণমন
অকারণ।

সখীরা। হতাশ হোয়ো না, হোয়ো না, হোয়ো না সখা।
নিজেরে ভুলায়ে লোয়ো না, লোয়ো না
আঁধার গুহার তলে॥

উত্তীয়। চমকিবে ফাগুনের পবনে,
পশিবে আকাশবাণী শ্রবণে,
চিত্ত আকুল হবে অনুখন
অকারণ্।
দূর হতে আমি তারে সাধিব,
গোপনে বিরহডোরে বাঁধিব—
বাঁধনবিহীন সেই যে বাঁধন
অকারণ॥

সখীরা। হবে সখা, হবে তব হবে জয়—
নাহি ভয়, নাহি ভয়, নাহি ভয়।
হে প্রেমিক তাপস, নিঃশেষে আত্ম-আহুতি
ফলিবে চরম ফলে॥

প্রস্থান

সখীসহ শ্যামার প্রবেশ

সখী। জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা,
কোরো না হেলা হে গরবিনী।
বৃথাই কাটিবে বেলা, সাঙ্গ হবে যে খেলা—
সুধার হাটে ফুরাবে বিকিকিনি
হে গরবিনী।
মনের মানুষ লুকিয়ে আসে, দাঁড়ায় পাশে, হায়—

হেসে চলে যায় জোয়ারজলে ভাসিয়ে ভেলা।
দুর্লভ ধনে দুঃখের পণে লও গো জিনি
হে গরবিনী।
ফাগুন যখন যাবে গো নিয়ে ফুলের ডালা,
কী দিয়ে তখন গাঁথিবে তোমার বরণমালা
হে বিরহিণী।
বাজবে বাঁশি দূরের হাওয়ায়,
চোখের জলে শূন্যে চাওয়ায়
কাটবে প্রহর—
বাজবে বুকে বিদায়পথের চরণ ফেলা দিনযামিনী,
হে গরবিনী॥

শ্যামা। ধরা সে যে দেয় নাই, দেয় নাই,
যারে আমি আপনারে সঁপিতে চাই—
কোথা সে যে আছে সঙ্গোপনে
প্রতিদিন শত তুচ্ছের আড়ালে আড়ালে আড়ালে।
এসো মম সার্থক স্বপ্ন,
করো মম যৌবন সুন্দর,
দক্ষিণবায়ু আনো পুষ্পবনে।
ঘুচাও বিষাদের কুহেলিকা,
নব প্রাণমন্ত্রের আনো বাণী।
পিপাসিত জীবনের ক্ষুব্ধ আশা
আঁধারে আঁধারে খোঁজে ভাষা—
শূন্যে পথহারা পবনের ছন্দে,
ঝ'রে-পড়া বকুলের গন্ধে॥

সখীদের নৃত্যচর্চা, শেষে শ্যামার সজ্জা-সাধন। এমন সময়
বজ্রসেন ছুটে এল। পিছনে কোটাল

কোটাল। ধর্ ধর্, ওই চোর, ওই চোর।

বজ্রসেন। নই আমি নই চোর, নই চোর, নই চোর।
অন্যায় অপবাদে আমারে ফেলো না ফাঁদে–

কোটাল। ওই বটে, ওই চোর, ওই চোর, ওই চোর॥

উভয়ের প্রস্থান

বজ্রসেন যে দিকে গেল
শ্যামা সে দিকে কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল

শ্যামা। আহা মরি মরি,
মহেন্দ্রনিন্দিতকান্তি উন্নতদর্শন
কারে বন্দী করে আনে
চোরের মতন কঠিন শৃঙ্খলে।
শীঘ্র যা লো, সহচরী, যা লো, যা লো—
বল্ গে নগরপালে মোর নাম করি,
শ্যামা ডাকিতেছে তারে।
বন্দী সাথে লয়ে একবার,
আসে যেন আমার আলয়ে দয়া করি॥

শ্যামা ও সখীদের প্রস্থান

সখী। সুন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের হাতে
ঘুচাবে কে। কে!
নিঃসহায়ের অশ্রুবারি পীড়িতের চোখে
মুছাবে কে। কে!
আর্তের ক্রন্দনে হেরো ব্যথিত বসুন্ধরা,
অন্যায়ের আক্রমণে বিষবাণে জর্জরা—
প্রবলের উৎপীড়নে কে বাঁচাবে দুর্বলেরে,
অপমানিতেরে কার দয়া বক্ষে লবে ডেকে॥

সহচরীর প্রস্থান

বজ্রসেন ও কোটাল -সহ শ্যামার পুনঃপ্রবেশ

শ্যামা। তোমাদের একি ভ্রান্তি—
কে ওই পুরুষ দেবকান্তি,
প্রহরী, মরি মরি।
এমন করে কি ওকে বাঁধে!
দেখে যে আমার প্রাণ কাঁদে।
বন্দী করেছ কোন্ দোষে॥

কোটাল। চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে—
চোর চাই যে ক'রেই হোক, চোর চাই।
হোক-না সে যে-কোনো লোক, চোর চাই।
নহিলে মোদের যাবে মান॥

শ্যামা। নির্দোষী বিদেশীর রাখো প্রাণ,
দুই দিন মাগিনু সময়॥

কোটাল। রাখিব তোমার অনুনয়—
দুই দিন কারাগারে রবে,
তার পর যা হয় তা হবে॥

বজ্রসেন। এ কী খেলা হে সুন্দরী,
কিসের এ কৌতুক।
দাও অপমানদুখ, কেন দাও অপমানদুখ—
মোরে নিয়ে কেন, কেন, কেন এ কৌতুক॥

শ্যামা। নহে নহে, এ নহে কৌতুক।
মোর অঙ্গের স্বর্ণ-অলংকার
সঁপি দিয়া শৃঙ্খল তোমার
নিতে পারি নিজ দেহে।
তব অপমানে মোর অন্তরাত্মা আজি
অপমান মানে॥

বজ্রসেনকে নিয়ে প্রহরীর প্রস্থান

সঙ্গে শ্যামা কিছু দূর গিয়ে ফিরে এসে

শ্যামা। রাজার প্রহরী ওরা অন্যায় অপবাদে
নিরীহের প্রাণ বধিবে ব'লে কারাগারে বাঁধে।
ওগো শোনো, ওগো শোনো, ওগো শোনো—
আছ কি বীর কোনো,
দেবে কি ওরে জড়িয়ে মরিতে
অবিচারের ফাঁদে
অন্যায় অপবাদে॥

উত্তীয়ের প্রবেশ

উত্তীয়। ন্যায় অন্যায় জানি নে, জানি নে, জানি নে—
শুধু তোমারে জানি, তোমারে জানি
ওগো সুন্দরী।
চাও কি প্রেমের চরম মূল্য— দেব আনি,
দেব আনি ওগো সুন্দরী।
প্রিয় যে তোমার, বাঁচাবে যারে,
নেবে মোর প্রাণঋণ—
তাহারি সঙ্গে তোমারি বক্ষে
বাঁধা রব চিরদিন
মরণডোরে।
কেমনে ছাড়িবে মোরে, ছাড়িবে মোরে
ওগো সুন্দরী॥

শ্যামা। এতদিন তুমি, সখা, চাহ নি কিছু—
সখা, চাহ নি কিছু—
নীরবে ছিলে করি নয়ন নিচু,
চাহ নি কিছু।
রাজ-অঙ্গুরী মম করিলাম দান,
তোমারে দিলাম মোর শেষ সম্মান।

তব বীর-হাতে এই ভূষণের সাথে

আমার প্রণাম যাক তব পিছু পিছু।

তুমি চাহ নি কিছু, সখা, চাহ নি কিছু ॥

উত্তীয়। আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান—

তুমি জান নাই, তুমি জান নাই,

তুমি জান নাই তার মূল্যের পরিমাণ।

রজনীগন্ধা অগোচরে

যেমন রজনী স্বপনে ভরে সৌরভে,

তুমি জান নাই, তুমি জান নাই,

তুমি জান নাই, মরমে আমার ঢেলেছ তোমার গান।

বিদায় নেবার সময় এবার হল—

প্রসন্ন মুখ তোলো,

মুখ তোলো, মুখ তোলো—

মধুর মরণে পূর্ণ করিয়া সঁপিয়া যাব প্রাণ চরণে।

যারে জান নাই, যারে জান নাই,

যারে জান নাই,

তার গোপন ব্যথার নীরব রাত্রি হোক আজি অবসান ॥

শ্যামা হাত ধ'রে উত্তীয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল

অল্পক্ষণ পরে হাত ছেড়ে ধীরে ধীরে চলে গেল

সখী। তোমার প্রেমের বীর্যে

তোমার প্রবল প্রাণ সখীরে করিলে দান।

তব মরণের ডোরে বাঁধিলে বাঁধিলে ওরে

অসীম পাপে অনন্ত শাপে।

তোমার চরম অর্ঘ্য

কিনিল সখীর লাগি নারকী প্রেমের স্বর্গ ॥

উত্তীয়। প্রহরী, ওগো প্রহরী, লহো লহো লহো মোরে বাঁধি।

বিদেশী নহে সে তব শাসনপাত্র—

আমি একা অপরাধী।

কোটাল। তুমিই করেছ তবে চুরি?

উত্তীয়। এই দেখো রাজ-অঙ্গুরী—

রাজ-আভরণ দেহে করেছি ধারণ আজি,

সেই পরিতাপে আমি কাঁদি॥

উত্তীয়কে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান

সখী। বুক যে ফেটে যায় হায় হায় রে।

তোর তরুণ জীবন দিলি নিষ্কারণে

মৃত্যুপিপাসিনীর পায় রে ওরে সখা।

মধুর দুর্লভ যৌবনধন ব্যর্থ করিলি কেন অকালে

পুষ্পবিহীন গীতিহারা মরণমরুর পারে ওরে সখা॥

প্রস্থান

কারাগারে উত্তীয়। প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। নাম লহো দেবতার। দেরি তব নাই আর—

দেরি তব নাই আর।

ওরে পাষণ্ড, লহো চরম দণ্ড। তোর

অন্ত যে নাই আস্পর্ধার॥

শ্যামার দ্রুত প্রবেশ

শ্যামা। থাম্ রে, থাম্ রে তোরা, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে—

দোষী ও-যে নয় নয়, মিথ্যা, মিথ্যা সবই—

আমারি ছলনা ও যে—

বেঁধে নিয়ে যা মোরে রাজার চরণে॥

প্রহরী। চুপ করো, দূরে যাও, দূরে যাও নারী—

বাধা দিয়ো না, বাধা দিয়ো না॥

দুই হাতে মুখ ঢেকে শ্যামার প্রস্থান

প্রহরীর উত্তীয়কে হত্যা

সখী। কোন্ অপরূপ স্বর্গের আলো
দেখা দিল রে প্রলয়রাত্রি ভেদি দুর্দিনদুর্যোগে,
মরণমহিমা ভীষণের বাজালো বাঁশি।
অকরুণ নির্মম ভুবনে দেখিনু এ কী সহসা—
কোন্ আপনা-সমর্পণ, মুখে নির্ভয় হাসি ॥

তৃতীয় দৃশ্য

শ্যামা। বাজে গুরু গুরু শঙ্কার ডঙ্কা,
ঝঞ্ঝা ঘনায় দূরে ভীষণনীরবে।
কত রব সুখস্বপ্নের ঘোরে আপনা ভুলে—
সহসা জাগিতে হবে।

বজ্রসেনের প্রবেশ

হে বিদেশী, এসো এসো। হে আমার প্রিয়,
এই কথা স্মরণে রাখিয়ো— এসো এসো—
তোমা-সাথে এক স্রোতে ভাসিলাম আমি,
হে হৃদয়স্বামী, জীবনে মরণে প্রভু ॥

বজ্রসেন। আহা, এ কী আনন্দ!
হৃদয়ে দেহে ঘুচালে মম সকল বন্ধ।
দুঃখ আমার আজি হল যে ধন্য,
মৃত্যুগহনে লাগে অমৃতসুগন্ধ।
এলে কারাগারে রজনীর পারে ঊষাসম,
মুক্তিরূপা অয়ি লক্ষ্মী দয়াময়ী ॥

শ্যামা। বোলো না, বোলো না, বোলো না— আমি দয়াময়ী!
মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা বোলো না।
এ কারাপ্রাচীরে শিলা আছে যত
নহে তা কঠিন আমার মতো।

আমি দয়াময়ী!
মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা বোলো না॥

বজ্রসেন। জেনো প্রেম চিরঋণী আপনারি হরষে
জেনো প্রিয়ে।
সব পাপ ক্ষমা করি ঋণশোধ করে সে
জেনো প্রিয়ে।
কলঙ্ক যাহা আছে দূর হয় তার কাছে,
কালিমার 'পরে তার অমৃত সে বরষে
জেনো প্রিয়ে॥

—

প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে—
বাঁধন খুলে দাও, দাও দাও, দাও।
ভুলিব ভাবনা, পিছনে চাব না,
পাল তুলে দাও, দাও দাও, দাও।
প্রবল পবনে তরঙ্গ তুলিল—
হৃদয় দুলিল, দুলিল দুলিল।
পাগল হে নাবিক,
ভুলাও দিগ্‌বিদিক,
পাল তুলে দাও, দাও দাও, দাও॥

সখী। হায়, হায় রে, হায় পরবাসী, হায় গৃহছাড়া উদাসী
অন্ধ অদৃষ্টের আহ্বানে
কোথা অজানা অকূলে চলেছিস ভাসি।
শুনিতে কি পাস দূর আকাশে
কোন্ বাতাসে সর্বনাশার বাঁশি।
ওরে, নির্মম ব্যাধ যে গাঁথে মরণের ফাঁসি।
রঙিন মেঘের তলে গোপন অশ্রুজলে
বিধাতার দারুণ বিদ্রূপবজ্রে
সঞ্চিত নীরব অট্টহাসি হা-হা॥

চতুর্থ দৃশ্য

কোটালের প্রবেশ

কোটাল। পুরী হতে পালিয়েছে যে পুরসুন্দরী
কোথা তারে ধরি— কোথা তারে ধরি।
রক্ষা রবে না, রক্ষা রবে না—
এমন ক্ষতি রাজার সবে না, রক্ষা রবে না।
বন হতে কেন গেল অশোকমঞ্জরী
ফাল্গুনের অঙ্গন শূন্য করি।
ওরে কে তুই ভুলালি, তারে কে তুই ভুলালি—
ফিরিয়ে দে তারে, মোদের বনের দুলালী
তারে কে তুই ভুলালি॥

প্রস্থান

মেয়েদের প্রবেশ। শেষে প্রহরীর প্রবেশ

সখীগণ। রাজভবনের সমাদর সম্মান ছেড়ে
এল আমাদের সখী।
দেরি কোরো না, দেরি কোরো না, দেরি কোরো না—
কেমনে যাবে অজানা পথে
অন্ধকারে দিক্ নিরখি হায়।
অচেনা প্রেমের চমক লেগে
প্রলয়রাতে সে উঠেছে জেগে— অচেনা প্রেমে।
ধ্রুবতারাকে পিছনে রেখে
ধূমকেতুকে চলেছে লখি হায়।
কাল সকালে পুরোনো পথে
আর কখনো ফিরিবে ও কি হায়।
দেরি কোরো না, দেরি কোরো না, দেরি কোরো না॥

প্রহরী। দাঁড়াও, কোথা চলো, তোমরা কে বলো বলো॥

সখীগণ। আমরা আহিরিনী, সারা হল বিকিকিনি—
দূর গাঁয়ে চলি ধেয়ে আমরা বিদেশী মেয়ে॥

প্রহরী। ঘাটে বসে হোথা ও কে॥

সখীগণ। সাথি মোদের ও যে নেয়ে—
যেতে হবে দূর পারে, এনেছি তাই ডেকে তারে।
নিয়ে যাবে তরী বেয়ে সাথি মোদের ও যে নেয়ে—
ওগো প্রহরী, বাধা দিয়ো না, বাধা দিয়ো না
মিনতি করি ওগো প্রহরী॥

প্রস্থান

সখী। কোন্ বাঁধনের গ্রন্থি বাঁধিল দুই অজানারে
এ কী সংশয়েরই অন্ধকারে।
দিশাহারা হাওয়ায় তরঙ্গদোলায়
মিলনতরণীখানি ধায় রে কোন্ বিচ্ছেদের পারে॥

বজ্রসেন ও শ্যামার প্রবেশ

বজ্রসেন। হৃদয়বসন্তবনে যে মাধুরী বিকাশিল
সেই প্রেম এই মালিকায় রূপ নিল, রূপ নিল, রূপ নিল।
এই ফুলহারে, প্রেয়সী, তোমারে বরণ করি—
অক্ষয়মধুর সুধাময় হোক মিলনবিভাবরী।
প্রেয়সী, তোমায় প্রাণবেদিকায় প্রেমের পূজায় বরণ করি।

—

কহো কহো মোরে প্রিয়ে,
আমারে করেছ মুক্ত কী সম্পদ দিয়ে।
অয়ি বিদেশিনী,
তোমার কাছে আমি কত ঋণে ঋণী॥

শ্যামা। নহে নহে নহে— সে কথা এখনো নহে॥

সহচরী। নীরবে থাকিস সখী, ও তুই নীরবে থাকিস
তোর প্রেমেতে আছে যে কাঁটা
তারে আপন বুকে বিঁধিয়ে রাখিস।
দয়িতেরে দিয়েছিলি সুধা,
আজিও তাহার মেটে নি ক্ষুধা—
এখনি তাহে মিশাবি কি বিষ।
যে জ্বলনে তুই মরিবি মরমে মরমে
কেন তারে বাহিরে ডাকিস॥

বজ্রসেন। কী করিয়া সাধিলে অসাধ্য ব্রত কহো বিবরিয়া।
জানি যদি, প্রিয়ে, শোধ দিব এ জীবন দিয়ে
এই মোর পণ॥

শ্যামা। তোমা লাগি যা করেছি কঠিন সে কাজ,
আরো সুকঠিন আজ তোমারে সে কথা বলা।
বালক কিশোর উত্তীয় তার নাম,
ব্যর্থ প্রেমে মোর মত্ত অধীর—
মোর অনুনয়ে তব চুরি-অপবাদ নিজ-'পরে লয়ে
সঁপেছে আপন প্রাণ॥

বজ্রসেন। কাঁদিতে হবে রে, রে পাপিষ্ঠা, জীবনে পাবি না শান্তি।
ভাঙিবে—ভাঙিবে কলুষনীড় বজ্র-আঘাতে॥

শ্যামা। হে, ক্ষমা করো নাথ, ক্ষমা করো।
এ পাপের যে অভিসম্পাত
হোক বিধাতার হাতে নিদারুণতর।
তুমি ক্ষমা করো, তুমি ক্ষমা করো, তুমি ক্ষমা করো॥

বজ্রসেন। এ জন্মের লাগি
তোর পাপমূল্যে কেনা মহাপাপভাগী
এ জীবন করিলি ধিক্‌কৃত!
কলঙ্কিনী, ধিক্ নিশ্বাস মোর তোর কাছে ঋণী
কলঙ্কিনী॥

শ্যামা। তোমার কাছে দোষ করি নাই, দোষ করি নাই।
দোষী আমি বিধাতার পায়ে,
তিনি করিবেন রোষ— সহিব নীরবে।
তুমি যদি না কর দয়া সবে না, সবে না, সবে না॥

বজ্রসেন। তবু ছাড়িবি নে মোরে?

শ্যামা। ছাড়িব না, ছাড়িব না, ছাড়িব না।
তোমা লাগি পাপ নাথ, তুমি করো মর্মাঘাত।
ছাড়িব না, ছাড়িব না, ছাড়িব না॥

শ্যামাকে বজ্রসেনের আঘাত ও শ্যামার পতন

বজ্রসেনের প্রস্থান

নেপথ্যে। হায়, এ কী সমাপন!
অমৃতপাত্র ভাঙিলি, করিলি মৃত্যুরে সমর্পণ!
এ দুর্লভ প্রেম মূল্য হারালো হারালো
কলঙ্কে, অসম্মানে॥

বজ্রসেনের প্রবেশ

পল্লীরমণীরা। তোমায় দেখে মনে লাগে ব্যথা,
হায়, বিদেশী পান্থ।
এই দারুণ রৌদ্রে, এই তপ্ত বালুকায়
তুমি কি পথভ্রান্ত।
দুই চক্ষুতে একি দাহ—
জানি নে, জানি নে, জানি নে কী যে চাহ।
চলো চলো আমাদের ঘরে,
চলো চলো ক্ষণেকের তরে—
পাবে ছায়া, পাবে জল।
সব তাপ হবে তব শান্ত।

—

ও কথা কেন নেয় না কানে—

কোথা চ'লে যায় কে জানে।
মরণের কোন্ দূত ওরে 'করে দিল বুঝি উদ্‌ভ্রান্ত হা॥

সকলের প্রস্থান

বজ্রসেনের প্রবেশ

বজ্রসেন। এসো এসো, এসো প্রিয়ে,
মরণলোক হতে নূতন প্রাণ নিয়ে।
নিষ্ফল মম জীবন, নীরস মম ভুবন,
শূন্য হৃদয় পূরণ করো মাধুরীসুধা দিয়ে॥

সহসা নূপুর দেখিয়া কুড়াইয়া লইল

হায় রে, হায় রে নূপুর,
তার করুণ চরণ ত্যজিলি, হারালি কলগুঞ্জনসুর।
নীরব ক্রন্দনে বেদনাবন্ধনে রাখিলি ধরিয়া
বিরহ ভরিয়া স্মরণ সুমধুর—
তার কোমলচরণস্মরণ সুমধুর।
তোর ঝঙ্কারহীন ধিক্কারে কাঁদে প্রাণ মম নিষ্ঠুর॥

প্রস্থান

নেপথ্যে। সব-কিছু কেন নিল না, নিল না, নিল না,
নিল না ভালোবাসা—
ভালো আর মন্দেরে।
আপনাতে কেন মিটালো না যত কিছু দ্বন্দ্বেরে—
ভালো আর মন্দেরে।
নদী নিয়ে আসে পঙ্কিল জলধারা,
সাগরহৃদয়ে গহনে হয় হারা।
ক্ষমার দীপ্তি দেয় স্বর্গের আলো
প্রেমের আনন্দেরে—
ভালো আর মন্দেরে॥

বজ্রসেনের প্রবেশ

বজ্রসেন। এসো, এসো, এসো প্রিয়ে,
মরণলোক হতে নূতন প্রাণ নিয়ে ॥

শ্যামার প্রবেশ

শ্যামা। এসেছি প্রিয়তম, ক্ষম মোরে ক্ষম,
গেল না, গেল না কেন কঠিন পরান মম—
তব নিঠুর করুণ করে! ক্ষম মোরে ॥

বজ্রসেন। কেন এলি, কেন এলি, কেন এলি ফিরে।
যাও যাও যাও, যাও চলে যাও ॥

শ্যামা চলে যাচ্ছে। বজ্রসেন চুপ করে দাঁড়িয়ে
শ্যামা একবার ফিরে দাঁড়ালো। বজ্রসেন একটু এগিয়ে

বজ্রসেন। যাও যাও যাও, যাও, চলে যাও ॥

বজ্রসেনকে প্রণাম করে শ্যামার প্রস্থান

বজ্রসেন। ক্ষমিতে পারিলাম না যে
ক্ষম হে মম দীনতা পাপীজনশরণ প্রভু!
মরিছে তাপে, মরিছে লাজে প্রেমের বলহীনতা—
ক্ষম হে মম দীনতা পাপীজনশরণ প্রভু!
প্রিয়ারে নিতে পারি নি বুকে, প্রেমেরে আমি হেনেছি,
পাপীরে দিতে শাস্তি শুধু পাপেরে ডেকে এনেছি।
জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে চরণে তব বিনতা।
ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা পাপীজনশরণ প্রভু ॥

ভানুসিংহ ঠাকুরের

১

বসন্ত আওল রে!

মধুকর গুন গুন, অমুয়ামঞ্জরী কানন ছাওল রে।

শুন শুন সজনী, হৃদয় প্রাণ মম হরখে আকুল ভেল,

জর জর রিঝসে দুঃখদহন সব দূর দূর চলি গেল।

মরমে বহই বসন্তসমীরণ, মরমে ফুটই ফুল,

মরমকুঞ্জ-'পর বোলই কুহুকুহু অহরহ কোকিলকুল।

সখি রে, উচ্ছল প্রেমভরে অব ঢলঢল বিহ্বল প্রাণ,

মুগ্ধ নিখিলমন দক্ষিণপবনে গায় রভসরসগান!

বসন্তভূষণভূষিত ত্রিভুবন কহিছে— দুখিনী রাধা,

কঁহি রে সো প্রিয়, কঁহি সো প্রিয়তম, হৃদিবসন্ত সো মাধা!

ভানু কহে— অতি গহন রয়ন অব, বসন্তসমীরশ্বাসে

মোদিত বিহ্বল চিত্তকুঞ্জতল ফুল্লবাসনা-বাসে॥

২

শুন লো শুন লো বালিকা, রাখ কুসুমমালিকা,

কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরনু সখি, শ্যামচন্দ্র নাহি রে॥

দুলই কুসুমমুঞ্জরি, ভমর ফিরই গুঞ্জরি,

অলস যমুন বহয়ি যায় ললিত গীত গাহি রে॥

শশিসনাথ যামিনী, বিরহবিধুর কামিনী,

কুসুমহার ভইল ভার হৃদয় তার দাহিছে।

অধর উঠই কাঁপিয়া সখিকরে কর আপিয়া—

কুঞ্জভবনে পাপিয়া কাহে গীত গাহিছে॥

মৃদু সমীর সঞ্চলে হরয়ি শিথিল অঞ্চলে

বালিহৃদয় চঞ্চলে কাননপথ চাহি রে।

কুঞ্জ-পানে হেরিয়া অশ্রুবারি ডারিয়া

ভানু গায়— শূন্যকুঞ্জ, শ্যামচন্দ্র নাহি রে॥

৩

হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে, কণ্ঠে শুখাওল মালা।
বিরহবিষে দহি বহি গল রয়নী, নহি নহি আওল কালা॥
বুঝনু বুঝনু, সখি, বিফল বিফল সব, বিফল এ পীরিতি লেহা।
বিফল রে এ মঝু জীবন যৌবন, বিফল রে এ মঝু দেহা॥
চল সখি, গৃহ চল, মুঞ্চ নয়নজল— চল সখি, চল গৃহকাজে।
মালতিমালা রাখহ বালা— ছি ছি সখি, মরু মরু লাজে।
সখি লো, দারুণ আধিভরাতুর এ তরুণ যৌবন মোর।
সখি লো, দারুণ প্রণয়হলাহল জীবন করল অঘোর॥
তৃষিত প্রাণ মম দিবসযামিনী শ্যামক দরশন-আশে।
আকুল জীবন থেহ ন মানে, অহরহ জলত হুতাশে।
সজনি, সত্য কহি তোয়,
খোয়ব কব হম শ্যামক প্রেম সদা ডর লাগয় মোয়॥
হিয়ে হিয়ে অব রাখত মাধব, সো দিন আসব সখি রে—
বাত ন বোলবে, বদন ন হেরবে! মরিব হলাহল ভখি রে।
ঐস বৃথা ভয় না কর বালা ভানু নিবেদয় চরণে—
সুজনক পীরিতি নৌতুন নিতি নিতি, নহি টুটে জীবনমরণে॥

৪

শ্যাম রে, নিপট কঠিন মন তোর!
বিরহ সাথি করি দুঃখিনী রাধা রজনী করত হি ভোর।
একলি নিরল বিরল-'পর বৈঠত, নিরখত যমুনা-পানে—
বরখত অশ্রু, বচন নহি নিকসত, পরান থেহ ন মানে।
গহনতিমির নিশি, ঝিল্লিমুখর দিশি' শূন্য কদমতরুমূলে
ভূমিশয়ন-'পর আকুলকুন্তল রোদই আপন ভুলে।
মুগুধ মৃগীসম চমকি উঠই কভু পরিহরি সব গৃহকাজে,
চাহি শূন্য-'পর কহে করুণস্বর— বাজে বাঁশরি বাজে।

নিঠুর শ্যাম রে, কৈসন অব তুঁহুঁ রহই দূর মথুরায়—
রয়ন নিদারুণ কৈসন যাপসি, কৈস দিবস তব যায়!
কৈস মিটাওসি প্রেমপিপাসা, কঁহা বজাওসি বাঁশি!
পীতবাস তুঁহুঁ কথি রে ছোড়লি, কথি সো বঙ্কিম হাসি!
কনকহার অব পহিরলি কণ্ঠে, কথি ফেকলি বনমালা!
হৃদিকমলাসন শূন্য করলি রে, কনকাসন কর আলা!
এ দুখ চিরদিন রহল চিত্তমে, ভানু কহে— ছি ছি কালা!
ঝটিতি আও তুঁহুঁ হমারি সাথে, বিরহব্যাকুলা বালা।

৫

সজনি সজনি রাধিকা লো, দেখ অবহুঁ চাহিয়া
মৃদুলগমন শ্যাম আওয়ে মৃদুল গান গাহিয়া॥
পিনহ ঝটিত কুসুমহার, পিনহ নীল আঙিয়া।
সুন্দরি সিন্দূর দেকে সীঁথি করহ রাঙিয়া॥
সহচরি সব নাচ নাচ মিলনগীত গাও রে,
চঞ্চল মঞ্জীররাব কুঞ্জগগন ছাও রে।
সজনি, অব উজার' মঁদির কনকদীপ জ্বালিয়া,
সুরভি করহ কুঞ্জভবন গন্ধসলিল ঢালিয়া॥
মল্লিকা চমেলি বেলি কুসুম তুলহ বালিকা,
গাঁথ যূথি, গাঁথ জাতি, গাঁথ বকুলমালিকা;
তৃষিতনয়ন ভানুসিংহ কুঞ্জপথম চাহিয়া—
মৃদুলগমন শ্যাম আওয়ে মৃদুল গান গাহিয়া॥

৬

বঁধুয়া, হিয়া-পর আও রে!
মিঠি মিঠি হাসয়ি, মৃদু মধু ভাষয়ি, হমার মুখ-'পর চাও রে!
যুগ-যুগ-সম কত দিবস ভেল গত, শ্যাম, তু আওলি না—
চন্দ-উজর মধু-মধুর কুঞ্জ-'পর মুরলি বজাওলি না!

লয়ি গলি সাথ বয়ানক হাস রে, লয়ি গলি নয়ন-আনন্দ !
শূন্য কুঞ্জবন, শূন্য হৃদয় মন, কঁহি তব ও মুখচন্দ !
ইথি ছিল আকুল গোপনয়নজল, কথি ছিল ও তব হাসি !
ইথি ছিল নীরব বংশীবটতট, কথি ছিল ও তব বাঁশি !
তুঝ মুখ চাহয়ি শতযুগভর দুখ ক্ষণে ভেল অবসান ।
লেশ হাসি তুঝ দূর করল রে, বিপুল খেদ-অভিমান ।
ধন্য ধন্য রে, ভানু গাহিছে, প্রেমক নাহিক ওর ।
হরখে পুলকিত জগত-চরাচর দুঁহুঁক প্রেমরস-ভোর ॥

৭

শুন, সখি, বাজই বাঁশি ।
শশিকরবিহ্বল নিখিল শূন্যতল এক হরষরসরাশি ।
দক্ষিণপবনবিচঞ্চল তরুগণ, চঞ্চল যমুনাবারি ।
কুসুমসুবাস উদাস ভইল সখি উদাস হৃদয় হমারি ।
বিগলিত মরম, চরণ খলিতগতি, শরম ভরম গয়ি দূর ।
নয়ন বারিভর, গরগর অন্তর, হৃদয় পুলকপরিপূর ।
কহ সখি, কহ সখি, মিনতি রাখ সখি, সো কি হমারি শ্যাম ॥
গগনে গগনে ধ্বনিছে বাঁশরি সো কি হমারি নাম ।
কত কত যুগ, সখি, পুণ্য করনু হম, দেবত করনু ধেয়ান—
তব্‌ত মিলল, সখি, শ্যামরতন মম— শ্যাম পরানক প্রাণ ।
শুনত শুনত তব্‌ মোহন বাঁশি জপত জপত তব্‌ নামে
সাধ ভইল ময়্‌ প্রাণ মিলায়ব চাঁদ-উজল যমুনামে !
চলহ তুরিতগতি, শ্যাম চকিত অতি— ধরহ সখীজন-হাত ।
নীদমগন মহী, ভয় ডর কছু নহি, ভানু চলে তব সাথ ॥

৮

গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে মৃদুল মধুর বংশি বাজে,
বিসরি ত্রাস লোকলাজে সজনি, আও আও লো ॥

পিনহ চারু নীল বাস, হৃদয়ে প্রণয়কুসুমরাশ,
হরিণনেত্রে বিমল হাস, কুঞ্জবনমে আও লো॥
ঢালে কুসুম সুরভভার, ঢালে বিহগসুরবসার,
ঢালে ইন্দু অমৃতধার বিমল রজতভাতি রে।
মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে, অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে
ফুটল সজনি, পুঞ্জে পুঞ্জে বকুল যুথি জাতি রে॥
দেখ, লো সখি, শ্যামরায় নয়নে প্রেম উথল যায়—
মধুর বদন অমৃতসদন চন্দ্রমায় নিন্দিছে।
আও আও সজনিবৃন্দ, হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ—
শ্যামকো পদারবিন্দ ভানুসিংহ বন্দিছে॥

৯

সতিমির রজনী, সচকিত সজনী শূন্য নিকুঞ্জ-অরণ্য।
কলয়িত মলয়ে, সুবিজন নিলয়ে বালা বিরহবিষণ্ণ॥
নীল আকাশে তারক ভাসে, যমুনা গাওত গান।
পাদপ-মরমর, নির্ঝর-ঝরঝর, কুসুমিত বল্লিবিতান।
তৃষিত নয়ানে বনপথপানে নিরখে ব্যাকুল বালা—
দেখ ন পাওয়ে, আঁখ ফিরাওয়ে, গাঁথে বনফুলমালা!
সহসা রাধা চাহল সচকিত, দূরে খেপল মালা—
কহল, সজনি, শুন বাঁশরি বাজে, কুঞ্জে আওল কালা।
চমকি গহন নিশি দূর দূর দিশি বাজত বাঁশি সুতানে—
কণ্ঠ মিলাওল ঢলঢল যমুনা কলকল কল্লোলগানে।
ভনে ভানু— অব শুন গো কানু, পিয়াসিত গোপিনিপ্রাণ
তোঁহার পীরিত বিমল অমৃতরস হরষে করবে পান॥

১০

বজাও রে মোহন বাঁশি।
সারা দিবসক বিরহদহনদুখ
মরমক তিয়াষ নাশি॥

বিশ্ব-মন-ভেদন বাঁশরিবাদন
কঁহা শিখলি রে কান !—
হানে থিরথির মরম-অবশকর
লহু লহু মধুময় বাণ।
ধসধস করতহ উরহ বিয়াকুলু,
ঢুলু ঢুলু অবশ নয়ান।
কত শত বরষক বাত সোঁয়ারয়
অধীর করয় পরান।
কত শত আশা পূরল না বঁধু,
কত সুখ করল পয়ান।
পহু গো, কত শত পীরিতযাতন
হিয়ে বিঁধাওল বাণ।
হৃদয় উদাসয় নয়ন উছাসয়
দারুণ মধুময় গান।
সাধ যায় ইহ যমুনা-বারিম
ডারব দগধ পরান।
সাধ যায়, বঁধু, রাখি চরণ তব
হৃদয়মাঝ হৃদয়েশ—
হৃদয়জুড়াওন বদনচন্দ্র তব
হেরব জীবনশেষ।
সাধ যায় ইহ চাঁদমকিরণে
কুসুমিত কুঞ্জবিতানে
বসন্তবায়ে প্রাণ মিশায়ব
বাঁশিক-সুমধুর তানে।
প্রাণ ভৈবে মঝু বেণুগীতময়,
রাধাময় তব বেণু।
জয় জয় মাধব জয় জয় রাধা,
চরণে প্রণমে ভানু॥

১১

আজু, সখি, মুহু মুহু গাহে পিক কুহু কুহু,
কুঞ্জবনে দুঁহু দুঁহু দোঁহার পানে চায়।
যুবনমদবিলসিত পুলকে হিয়া উলসিত,
অবশ তনু অলসিত মুরছি জনু যায়।
আজু মধু চাঁদনী প্রাণ-উনমাদনী,
শিথিল সব বাঁধনী, শিথিল ভই লাজ।
বচন মৃদু মরমর, কাঁপে রিঝ থরথর,
শিহরে তনু জরজর কুসুমবনমাঝ।
মলয় মৃদু কলয়িছে, চরণ নহি চলয়িছে,
বচন মুহু খলয়িছে, অঞ্চল লুটায়।
আধফুট শতদল বায়ুভরে টলমল
আঁখি জনু ঢলঢল চাহিতে নাহি চায়।
অলকে ফুল কাঁপয়ি কপোলে পড়ে ঝাঁপয়ি,
মধু অনলে তাপয়ি খসয়ি পড়ু পায়।
ঝরই শিরে ফুলদল, যমুনা বহে কলকল,
হাসে শশি ঢলঢল— ভানু মরি যায়॥

১২

শ্যাম, মুখে তব মধুর অধরমে হাস বিকাশত কায়,
কোন স্বপন অব দেখত মাধব, কহবে কোন হমায়!
নীদ-মেঘ-'পর স্বপন-বিজলি-সম রাধা বিলসত হাসি।
শ্যাম, শ্যাম মম, কৈসে শোধব তুঁহুক প্রেমঋণরাশি।
বিহঙ্গ, কাহ তু বোলন লাগলি, শ্যাম ঘুমায় হমারা।
রহ রহ চন্দ্রম, ঢাল ঢাল তব শীতল জোছনধারা।
তারকমালিনী সুন্দরযামিনী অবহুঁ ন যাও রে ভাগি—
নিরদয় রবি অব কাহ তু আওলি, জ্বাললি বিরহক আগি।
ভানু কহত অব, রবি অতি নিষ্ঠুর, নলিনমিলন-অভিলাষে
কত নরনারীক মিলন টুটাওত, ডারত বিরহহুতাশে॥

১৩

বাদরবরখন, নীরদগরজন, বিজুলীচমকন ঘোর,
উপেখই কৈছে আও তু কুঞ্জে নিতিনিতি মাধব মোর।
ঘন ঘন চপলা চমকয় যব পহু, বজরপাত যব হোয়,
তুঁহুক বাত তব সমরয়ি প্রিয়তম, ডর অতি লাগত মোয়।
অঙ্গবসন তব ভীঁখত মাধব, ঘন ঘন বরখত মেহ,
ক্ষুদ্র বালি হম, হমকো লাগয় কাহ উপেখবি দেহ॥
বইস বইস, পহু, কুসুমশয়ন-'পর পদযুগ দেহ পসারি।
সিক্ত চরণ তব মোছব যতনে কুন্তলভার উঘারি।
শ্রান্ত অঙ্গ তব হে ব্রজসুন্দর, রাখ বক্ষ-'পর মোর।
তনু তব ঘেরব পুলকিত পরশে বাহুমৃণালক ডোর।
ভানু কহে, বৃকভানুনন্দিনী, প্রেমসিন্ধু মম কালা
তোঁহার লাগয় প্রেমক লাগয় সব কছু সহবে জ্বালা॥

১৪

সখি রে, পিরীত বুঝবে কে!
আঁধার হৃদয়ক দুঃখকাহিনী বোলব, শুনবে কে।
রাধিকার অতি অন্তরবেদন কে বুঝবে অয়ি সজনী।
কে বুঝবে, সখি, রোয়ত রাধা কোন দুখে দিনরজনী।
কলঙ্ক রটায়ব জনি, সখি, রটাও— কলঙ্ক নাহিক মানি,
সকল তয়াগব লভিতে শ্যামক একঠো আদরবাণী।
মিনতি করি লো সখি, শত শত বার, তু শ্যামক না দিহ গারি
শীল মান কুল অপনি, সজনি, হম চরণে দেয়নু ডারি।
সখি লো, বৃন্দাবনকো দুরুজন মানুখ পিরীত নাহিক জানে,
বৃথাই নিন্দা কাহ রটায়ত হমার শ্যামক নামে।
কলঙ্কিনী হম রাধা, সখি লো, ঘৃণা করহ জনি মনমে।
ন আসিও তব্ কবহুঁ, সজনি লো, হমার আঁধা ভবনমে।
কহে ভানু অব, বুঝবে না, সখি, কোহি মরমকো বাত—
বিরলে শ্যামক কহিও বেদন বক্ষে রাখয়ি মাথ॥

১৫

হম, সখি, দারিদ নারী।
জনম অবধি হম পীরিতি করনু, মোচনু লোচনবারি।
রূপ নাহি মম, কছুই নাহি গুণ, দুখিনী আহির জাতি—
নাহি জানি কছু বিলাস-ভঙ্গিম যৌবনগরবে মাতি—
অবলা রমণী, ক্ষুদ্র হৃদয় ভরি পীরিত করনে জানি।
এক নিমিখ পল নিরখি শ্যাম জনি, সোই বহুত করি মানি।
কুঞ্জপথে যব নিরখি সজনি হম শ্যামক চরণক চীনা
শত শত বেরি ধূলি চুম্বি সখি, রতন পাই জনু দীনা।
নিঠুর বিধাতা, এ দুখজনমে মাঙব কি তুয়া-পাশ।
জনম-অভাগী উপেখিতা হম বহুত নাহি করি আশ—
দূর থাকি হম রূপ হেরইব, দূরে শুনইব বাঁশি,
দূর দূর রহি সুখে নিরীখিব শ্যামক মোহন হাসি।
শ্যামপ্রেয়সি রাধা! সখি লো! থাক' সুখে চিরদিন—
তুয়া সুখে হম রোয়ব না সখি, অভাগিনী গুণহীন।
আপন দুখে, সখি, হম রোয়ব লো, নিভৃতে মুছইব বারি।
কোহি ন জানব, কোন বিষাদে তন-মন দহে হমারি।
ভানুসিংহ ভনয়ে, শুন কালা,
দুখিনী অবলা বালা—
উপেখার অতি তিখিনী বাণে না দিহ না দিহ জ্বালা॥

১৬

মাধব, না কহ আদরবাণী, না কর প্রেমক নাম।
জানয়ি মুঝকো অবলা সরলা ছলনা না কর শ্যাম।
কপট, কাহ তুঁহু ঝূট বোলসি, পীরিত করসি তু মোয়।
ভালে ভালে হম অলপে চিহ্নু, না পতিয়াব রে তোয়।
ছিদল-তরী-সম কপট প্রেম-'পর ডারনু যব মনপ্রাণ
ডুবনু ডুবনু রে ঘোর সায়রে, অব কুত নাহিক ত্রাণ।

মাধব, কঠোর বাত হমারা মনে লাগল কি তোর।
মাধব, কাহ তু মলিন করলি মুখ, ক্ষমহ গো কুবচন মোর!
নিদয় বাত অব কবহুঁ ন বোলব, তুঁহুঁ মম প্রাণক প্রাণ।
অতিশয় নির্মম, ব্যথিনু হিয়া তব ছোড়য়ি কুবচনবাণ।
মিটল মান অব— ভানু হাসতহিঁ হেরই পীরিতলীলা।
কভু অভিমানিনী আদরিণী কভু পীরিতিসাগর বালা॥

১৭

সখি লো, সখি লো, নিকরুণ মাধব মথুরাপুর যব যায়
করল বিষম পণ মানিনী রাধা রোয়বে না সো, না দিবে বাধা,
কঠিন-হিয়া সই হাসয়ি হাসয়ি শ্যামক করব বিদায়।
মৃদু মৃদু গমনে আওল মাধা, বয়ন-পান তছু চাহল রাধা,
চাহয়ি রহল স চাহয়ি রহল— দণ্ড দণ্ড, সখি, চাহয়ি রহল—
মন্দ মন্দ, সখি— নয়নে বহল বিন্দু বিন্দু জলধার।
মৃদু মৃদু হাসে বৈঠল পাশে, কহল শ্যাম কত মৃদু মধু ভাষে।
টুটয়ি গইল পণ, টুটইল মান, গদগদ আকুল ব্যাকুল প্রাণ,
ফুকরয়ি উছসয়ি কাঁদিল রাধা— গদগদ ভাষ নিকাশল আধা—
শ্যামক চরণে বাহু পসারি কহল, শ্যাম রে, শ্যাম হমারি,
রহ তুঁহু, রহ তুঁহু, বঁধু গো রহ তুঁহু, অনুখন সাথ সাথ রে রহ পঁহু-
তুঁহু বিনে মাধব, বল্লভ, বান্ধব, আছয় কোন হমার!
পড়ল ভূমি-'পর শ্যামচরণ ধরি, রাখল মুখ তছু শ্যামচরণ-'পরি,
উছসি উছসি কত কাঁদয়ি কাঁদয়ি রজনী করল প্রভাত।
মাধব বৈসল, মৃদু মধু হাসল,
কত অশোয়াস-বচন মিঠ ভাষল, ধরইল বালিক হাত।
সখি লো, সখি লো, বোল ত সখি লো, যত দুখ পাওল রাধা,
নিঠুর শ্যাম কিয়ে আপন মনমে পাওল তছু কছু আধা।
হাসয়ি হাসয়ি নিকটে আসয়ি বহুত স প্রবোধ দেল,
হাসয়ি হাসয়ি পলটয়ি চাহয়ি দূর দূর চলি গেল।

অব সো মথুরাপুরক পন্থমে ইহ যব রোয়ত রাধা।
মরমে কি লাগল তিলভর বেদন, চরণে কি তিলভর বাধা।
বরখি আঁখিজল ভানু কহে, অতি দুখের জীবন ভাই।
হাসিবার তর সঙ্গ মিলে বহু কাঁদিবার কো নাই॥

১৮

বার বার, সখি, বারণ করনু ন যাও মথুরাধাম
বিসরি প্রেমদুখ রাজভোগ যথি করত হমারই শ্যাম।
ধিক্ তুঁহু দাম্ভিক, ধিক্ রসনা ধিক্, লইলি কাহারই নাম।
বোল ত সজনি, মথুরা-অধিপতি সো কি হমারই শ্যাম।
ধনকো শ্যাম সো, মথুরাপুরকো, রাজ্যমানকো হোয়।
নহ পীরিতিকো, ব্রজকামিনীকো, নিচয় কহনু ময় তোয়।
যব তুঁহু ঠারবি সো নব নরপতি জনি রে করে অবমান—
ছিন্নকুসুমসম ঝরব ধরা-'পর, পলকে খোয়ব প্রাণ।
বিসরল বিসরল সো সব বিসরল বৃন্দাবনসুখসঙ্গ—
নব নগরে, সখি, নবীন নাগর— উপজল নব নব রঙ্গ।
ভানু কহত, অয়ি বিরহকাতরা, মনমে বাঁধহ থেহ—
মুগুধা বালা, বুঝই বুঝলি না হমার শ্যামক লেহ॥

১৯

হম যব না রব, সজনী,
নিভৃত বসন্তনিকুঞ্জবিতানে আসবে নির্মল রজনী—
মিলনপিপাসিত আসবে যব, সখি, শ্যাম হমারি আশে,
ফুকারবে যব 'রাধা রাধা' মুরলি উরধ শ্বাসে,
যব সব গোপিনী আসবে ছুটই যব হম আওব না,
যব সব গোপিনী জাগবে চমকই যব হম জাগব না,
তব কি কুঞ্জপথ হমারি আশে হেরবে আকুল শ্যাম।
বন বন ফেরই সো কি ফুকারবে 'রাধা রাধা' নাম।
না যমুনা, সো এক শ্যাম মম, শ্যামক শত শত নারী—
হম যব যাওব শত শত রাধা চরণে রহবে তারি।

তব্‌ সখি যমুনে, যাই নিকুঞ্জে, কাহ তয়াগব দে।
হমারি লাগি এ বৃন্দাবনমে কহ, সখি, রোয়ব কে।
ভানু কহে চুপি, মানভরে রহ, আও বনে ব্রজনারী—
মিলবে শ্যামক থরথর আদর, ঝরঝর লোচনবারি॥

২০

কো তুঁহু বোলবি মোয়!
হৃদয়-মাহ মঝু জাগসি অনুখন, আঁখ-উপর তুঁহু রচলহি আসন,
অরুণ নয়ন তব মরম-সঙে মম
নিমিখ ন অন্তর হোয়। কো তুঁহু বোলবি মোয়!
হৃদয়কমল তব চরণে টলমল, নয়নযুগল মম উছলে ছলছল
প্রেমপূর্ণ তনু পুলকে ঢলঢল
চাহে মিলাইতে তোয়! কো তুঁহু বোলবি মোয়!
বাঁশরিধ্বনি তুহ অমিয় গরল রে হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হরল রে
আকুল কাকলি ভুবন ভরল রে,
উতল প্রাণ উতরোয়। কো তুঁহু বোলবি মোয়!
হেরি হাসি তব মধুঋতু ধাওল, শুনয়ি বাঁশি তব পিককুল গাওল,
বিকল ভ্রমরসম ত্রিভুবন আওল
চরণকমলযুগ ছোঁয়। কো তুঁহু বোলবি মোয়!
গোপবধূজন বিকশিতযৌবন, পুলকিত যমুনা মুকুলিত উপবন,
নীল নীর-'পর ধীর সমীরণ,
পলকে প্রাণমন খোয়। কো তুঁহু বোলবি মোয়!
তৃষিত আঁখি তব মুখ-'পর বিহরই, মধুর পরশ তব, রাধা শিহরই,
প্রেমরতন ভরি হৃদয় প্রাণ লই
পদতলে অপনা থোয়। কো তুঁহু বোলবি মোয়!
'কো তুঁহু' 'কো তুঁহু' সবজন পুছয়ি, অনুদিন সঘন নয়নজল মুছয়ি,
যাচে ভানু সব সংশয় ঘুচয়ি—
জনম চরণ-'পর গোয়। কো তুঁহু বোলবি মোয়॥

নাট্যগীতি

১

জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ দ্বিগুণ—
পরান সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা॥
শোন্ রে যবন, শোন্ রে তোরা,
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে
সাক্ষী র'লেন দেবতা তার—
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে॥
দেখ্ রে জগৎ, মেলিয়ে নয়ন,
দেখ্ রে চন্দ্রমা, দেখ্ রে গগন,
স্বর্গ হতে সব দেখো দেবগণ—
জলদ্-অক্ষরে রাখো গো লিখে।
স্পর্ধিত যবন, তোরাও দেখ্ রে,
সতীত্ব-রতন করিতে রক্ষণ
রাজপুত-সতী আজিকে কেমন
সঁপিছে পরান অনলশিখে॥

২

হৃদয়ে রাখো গো দেবী, চরণ তোমার।
এসো মা করুণারানী, ও বিধুবদনখানি
হেরি হেরি আঁখি ভরি হেরিব আবার।
এসো আদরিনী বাণী, সমুখে আমার॥
মৃদু মৃদু হাসি হাসি বিলাও অমৃতরাশি,
আলোয় করেছ আলো, জ্যোতিপ্রতিমা—

তুমি গো লাবণ্যলতা, মূর্তি-মধুরিমা।
বসন্তের বনবালা অতুল রূপের ডালা,
মায়ার মোহিনী মেয়ে ভাবের আধার—
ঘুচাও মনের মোর সকল আঁধার॥
অদর্শন হলে তুমি ত্যেজি লোকালয়ভূমি
অভাগা বেড়াবে কেঁদে গহনে গহনে।
হেরে মোরে তরুলতা বিষাদে কবে না কথা,
বিষণ্ণ কুসুমকুল বনফুলবনে।
'হা দেবী' 'হা দেবী' বলি গুঞ্জরি কাঁদিবে অলি,
ঝরিবে ফুলের চোখে শিশির-আসার—
হেরিব জগত শুধু আঁধার— আঁধার॥

৩

নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়।
ধীরে ধীরে, অতি ধীরে, অতি ধীরে গাও গো॥
ঘুমঘোরময় গান বিভাবরী গায়—
রজনীর কণ্ঠ-সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো॥
নিশার কুহকবলে নীরবতাসিন্ধুতলে
মগ্ন হয়ে ঘুমাইছে বিশ্বচরাচর—
প্রশান্ত সাগরে হেন তরঙ্গ না তুলে যেন
অধীর উচ্ছ্বাসময় সঙ্গীতের স্বর।
তটিনী কী শান্ত আছে— ঘুমাইয়া পড়িয়াছে
বাতাসের মৃদুহস্ত-পরশে এমনি
ভুলে যদি ঘুমে ঘুমে তটের চরণ চুমে
সে চুম্বনধ্বনি শুনে চমকে আপনি।
তাই বলি, অতি ধীরে, অতি ধীরে গাও গো—
রজনীর কণ্ঠ-সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো॥

৪

ক্ষমা করো মোরে সখী, শুধায়ো না আর—
মরমে লুকানো থাক মরমের ভার ॥
যে গোপন কথা, সখী, সতত লুকায়ে রাখি
ইষ্টদেবমন্ত্রসম পুজি অনিবার।
তাহা মানুষের কানে ঢালিতে যে লাগে প্রাণে—
লুকানো থাক তা, সখী, হৃদয়ে আমার ॥
ভালোবাসি, শুধায়ো না কারে ভালোবাসি।
সে নাম কেমনে, সখী, কহিব প্রকাশি।
আমি তুচ্ছ হতে তুচ্ছ— সে নাম যে অতি উচ্চ,
সে নাম যে নহে যোগ্য এই রসনার ॥
ক্ষুদ্র এই বনফুল পৃথিবীকাননে
আকাশের তারকারে পূজে মনে মনে—
দিন-দিন পূজা করি শুকায়ে পড়ে সে ঝরি,
আজন্ম-নীরবে রহি যায় প্রাণ তার ॥

৫

সখী, আর কত দিন সুখহীন শান্তিহীন
হাহা করে বেড়াইব নিরাশ্রয় মন লয়ে।
পারি নে, পারি নে আর— পাষাণ মনের ভার
বহিয়া পড়েছি, সখী, অতি শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে।
সম্মুখে জীবন মম হেরি মরুভূমিসম,
নিরাশা বুকেতে বসি ফেলিতেছে বিষশ্বাস।
উঠিতে শকতি নাই যে দিকে ফিরিয়া চাই
শূন্য— শূন্য— মহাশূন্য নয়নেতে পরকাশ।
কে আছে, কে আছে সখী, এ শ্রান্ত মস্তক মম
বুকেতে রাখিবে ঢাকি যতনে জননীসম।
মন, যত দিন যায়, মুদিয়া আসিছে হায়—
শুকায়ে শুকায়ে শেষে মাটিতে পড়িবে ঝরি ॥

৬

কত দিন একসাথে ছিনু ঘুমঘোরে,
তবু জানিতাম নাকো ভালোবাসি তোরে।
মনে আছে ছেলেবেলা কত যে খেলেছি খেলা,
কুসুম তুলেছি কত দুইটি আঁচল ভ'রে।
ছিনু সুখে যতদিন দুজনে বিরহহীন
তখন কি জানিতাম ভালোবাসি তোরে!
অবশেষে এ কপাল ভাঙিল যখন,
ছেলেবেলাকার যত ফুরালো স্বপন,
লইয়া দলিত মন হইনু প্রবাসী—
তখন জানিনু, সখী, কত ভালোবাসি॥

৭

নাচ্ শ্যামা, তালে তালে॥
রুনু রুনু ঝুনু বাজিছে নূপুর, মৃদু মৃদু মধু উঠে গীতস্বর,
বলয়ে বলয়ে বাজে ঝিনি ঝিনি, তালে তালে উঠে করতালিধ্বনি—
নাচ্ শ্যামা, নাচ্ তবে॥
নিরালয় তোর বনের মাঝে সেথা কি এমন নূপুর বাজে!
এমন মধুর গান? এমন মধুর তান?
কমলকরের করতালি হেন দেখিতে পেতিস কবে?—
নাচ্ শ্যামা, নাচ্ তবে॥

৮

বিপাশার তীরে ভ্রমিবারে যাই, প্রতিদিন প্রাতে দেখিবারে পাই
লতা-পাতা-ঘেরা জানালা-মাঝারে একটি মধুর মুখ॥
চারি দিকে তার ফুটে আছে ফুল— কেহ বা হেলিয়া পরশিছে চুল,
দুয়েকটি শাখা কপাল ছুঁইয়া, দুয়েকটি আছে কপোলে নুইয়া,
কেহ বা এলায়ে চেতনা হারায়ে চুমিয়া আছে চিবুক।
বসন্তপ্রভাতে লতার মাঝারে মুখানি মধুর অতি—
অধর-দুটির শাসন টুটিয়া রাশি রাশি হাসি পড়িছে ফুটিয়া,
দুটি আঁখি-'পরে মেলিছে মিশিছে তরল চপল জ্যোতি॥

৯

খেলা কর্‌, খেলা কর্‌ তোরা কামিনীকুসুমগুলি।
দেখ্‌ সমীরণ লতাকুঞ্জে গিয়া কুসুমগুলির চিবুক ধরিয়া
ফিরায়ে এ ধার, ফিরায়ে ও ধার, দুইটি কপোল চুমে বারবার
মুখানি উঠায়ে তুলি।
তোরা খেলা কর্‌, তোরা খেলা কর্‌ কামিনীকুসুমগুলি।
কভু পাতা-মাঝে লুকায়ে মুখ, কভু বায়ু-কাছে খুলে দে বুক,
মাথা নাড়ি নাড়ি নাচ্‌ কভু নাচ্‌ বায়ু-কোলে দুলি দুলি।
দু দণ্ড বাঁচিবি, খেলা তবে খেলা— প্রতি নিমিষেই ফুরাইছে বেলা,
বসন্তের কোলে খেলাশ্রান্ত প্রাণ ত্যজিবি ভাবনা ভুলি॥

১০

আঁধার শাখা উজল করি হরিত-পাতা-ঘোমটা পরি
বিজন বনে, মালতীবালা, আছিস কেন ফুটিয়া॥
শোনাতে তোরে মনের ব্যথা শুনিতে তোর মনের কথা
পাগল হয়ে মধুপ কভু আসে না হেথা ছুটিয়া॥
মলয় তব প্রণয়-আশে ভ্রমে না হেথা আকুল শ্বাসে,
পায় না চাঁদ দেখিতে তোর শরমে-মাখা মুখানি।
শিয়রে তোর বসিয়া থাকি মধুর স্বরে বনের পাখি
লভিয়া তোর সুরভিশ্বাস যায় না তোরে বাখানি॥

১১

সখী, ভাবনা কাহারে বলে। সখী, যাতনা কাহারে বলে।
তোমরা যে বলো দিবস-রজনী 'ভালোবাসা' 'ভালোবাসা'—
সখী, ভালোবাসা কারে কয়! সে কি কেবলই যাতনাময়।
সে কি কেবলই চোখের জল? সে কি কেবলই দুখের শ্বাস?
লোকে তবে করে কী সুখেরই তরে এমন দুখের আশ।

আমার চোখে তো সকলই শোভন,
সকলই নবীন, সকলই বিমল, সুনীল আকাশ, শ্যামল কানন,
বিশদ জোছনা, কুসুম কোমল— সকলই আমার মতো।
তারা কেবলই হাসে, কেবলই গায়, হাসিয়া খেলিয়া মরিতে চায়-
না জানে বেদন, না জানে রোদন, না জানে সাধের যাতনা যত।
ফুল সে হাসিতে হাসিতে ঝরে, জোছনা হাসিয়া মিলায়ে যায়,
হাসিতে হাসিতে আলোকসাগরে আকাশের তারা তেয়াগে কায়।
আমার মতন সুখী কে আছে। আয় সখী, আয় আমার কাছে—
সুখী হৃদয়ের সুখের গান শুনিয়া তোদের জুড়াবে প্রাণ।
প্রতিদিন যদি কাঁদিবি কেবল একদিন নয় হাসিবি তোরা—
একদিন নয় বিষাদ ভুলিয়া সকলে মিলিয়া গাহিব মোরা ॥

১২

কাছে তার যাই যদি কত যেন পায় নিধি,
তবু হরষের হাসি ফুটে-ফুটে ফুটে না।
কখনো বা মৃদু হেসে আদর করিতে এসে
সহসা শরমে বাধে, মন উঠে উঠে না।
রোষের ছলনা করি দূরে যাই, চাই ফিরি—
চরণ-বারণ-তরে উঠে-উঠে উঠে না।
কাতর নিশ্বাস ফেলি আকুল নয়ন মেলি
চাহি থাকে, লাজবাঁধ তবু টুটে টুটে না।
যখন ঘুমায়ে থাকি মুখপানে মেলি আঁখি
চাহি থাকে, দেখি দেখি সাধ যেন মিটে না।
সহসা উঠিলে জাগি তখন কিসের লাগি
শরমেতে ম'রে গিয়ে কথা যেন ফুটে না।
লাজময়ী, তোর চেয়ে দেখি নি লাজুক মেয়ে,
প্রেমবরিষার স্রোতে লাজ তবু টুটে না ॥

১৩

যে ভালোবাসুক সে ভালোবাসুক   সজনি লো, আমরা কে!
দীনহীন এই হৃদয় মোদের   কাছেও কি কেহ ডাকে।
তবে কেন বলো ভেবে মরি মোরা   কে কাহারে ভালোবাসে!
আমাদের কিবা আসে যায় বলো   কেবা কাঁদে কেবা হাসে!
আমাদের মন কেহই চাহে না,   তবে মনখানি লুকানো থাক্—
প্রাণের ভিতরে ঢাকিয়া রাখ্।
যদি, সখী, কেহ ভুলে   মনখানি লয় তুলে,
উলটি-পালটি ক্ষণেক ধরিয়া   পরখ করিয়া দেখিতে চায়,
তখনি ধূলিতে ছুঁড়িয়া ফেলিবে   নিদারুণ উপেখায়।
কাজ কী লো, মন লুকানো থাক্,   প্রাণের ভিতরে ঢাকিয়া রাখ্—
হাসিয়া খেলিয়া ভাবনা ভুলিয়া   হরষে প্রমোদে মাতিয়া থাক্।

১৪

কে তুমি গো খুলিয়াছ স্বর্গের দুয়ার
ঢালিতেছ এত সুখ,   ভেঙে গেল— গেল বুক—
যেন এত সুখ হৃদে ধরে না গো আর।
তোমার চরণে দিনু প্রেম-উপহার—
না যদি চাও গো দিতে প্রতিদান তার
নাই বা দিলে তা মোরে,   থাকো হৃদি আলো করে,
হৃদয়ে থাকুক জেগে সৌন্দর্য তোমার।

১৫

কিছুই তো হল না।
সেই সব— সেই সব— সেই হাহাকাররব,
সেই অশ্রুবারিধারা, হৃদয়বেদনা।
কিছুতে মনের মাঝে শান্তি নাহি পাই,
কিছুই না পাইলাম যাহা কিছু চাই।
ভালো তো গো বাসিলাম,   ভালোবাসা পাইলাম,
এখনো তো ভালোবাসি—   তবুও কী নাই।

১৬

কী করিব বলো, সখা, তোমার লাগিয়া।
কী করিলে জুড়াইতে পারিব ও হিয়া॥
এই পেতে দিনু বুক, রাখো, সখা, রাখো মুখ—
ঘুমাও তুমি গো, আমি রহিনু জাগিয়া।
খুলে বলো, বলো সখা, কী দুঃখ তোমার—
অশ্রুজলে মিলাইব অশ্রুজলধার!
একদিন বলেছিলে মোর ভালোবাসা
পাইলে পুরিবে তব হৃদয়ের আশা।
কই সখা, প্রাণ মন করেছি তো সমর্পণ—
দিয়েছি তো যাহা-কিছু আছিল আমার।
তবু কেন শুকালো না অশ্রুজলধার॥

১৭

না সখা, মনের ব্যথা কোরো না গোপন।
যবে অশ্রুজল হায় উচ্ছ্বসি উঠিতে চায়
রুধিয়া রেখো না তাহা আমারি কারণ।
চিনি, সখা, চিনি তব ও দারুণ হাসি—
ওর চেয়ে কত ভালো অশ্রুজলরাশি।
মাথা খাও— অভাগীরে কোরো না বঞ্চনা,
ছদ্মবেশে আবরিয়া রেখো না যন্ত্রণা।
মমতার অশ্রুজলে নিভাইব সে অনলে,
ভালো যদি বাস তবে রাখো এ প্রার্থনা॥

১৮

বুঝেছি বুঝেছি সখা, ভেঙেছে প্রণয়!
ও মিছে আদর তবে না করিলে নয়?।
ও শুধু বাড়ায় ব্যথা— সে-সব পুরানো কথা
মনে ক'রে দেয় শুধু, ভাঙে এ হৃদয়॥

প্রতি হাসি প্রতি কথা প্রতি ব্যবহার
আমি যত বুঝি তত কে বুঝিবে আর।
প্রেম যদি ভুলে থাক সত্য ক'রে বলো-নাকো—
করিব না মুহূর্তের তরে তিরস্কার॥
আমি তো ব'লেই ছিনু, ক্ষুদ্র আমি নারী
তোমার ও প্রণয়ের নহি অধিকারী।
আর-কারে ভালোবেসে সুখী যদি হও শেষে
তাই ভালোবেসো নাথ, না করি বারণ।
মনে ক'রে মোর কথা মিছে পেয়ো নাকো ব্যথা,
পুরানো প্রেমের কথা কোরো না স্মরণ॥

১৯

তুই রে বসন্তসমীরণ।
তোর নহে সুখের জীবন॥
কিবা দিবা কিবা রাতি পরিমলমদে মাতি
কাননে করিস বিচরণ।
নদীরে জাগায়ে দিস লতারে রাগায়ে দিস
চুপিচুপি করিয়া চুম্বন
তোর নহে সুখের জীবন॥

শোন্ বলি বসন্তের বায়,
হৃদয়ের লতাকুঞ্জে আয়।
নিভৃত নিকুঞ্জ ছায় হেলিয়া ফুলের গায়
শুনিয়া পাখির মৃদু গান
লতার-হৃদয়ে-হারা সুখে-অচেতন-পারা
ঘুমায়ে কাটায়ে দিবি প্রাণ।
তাই বলি বসন্তের বায়,
হৃদয়ের লতাকুঞ্জে আয়॥

২০

বসন্তপ্রভাতে এক মালতীর ফুল
প্রথম মেলিল আঁখি তার, চাহিয়া দেখিল চারি ধার॥
উষারানী দাঁড়াইয়া শিয়রে তাহার
দেখিছে ফুলের ঘুম-ভাঙা। হরষে কপোল তার রাঙা॥
মধুকর গান গেয়ে বলে, 'মধু কই। মধু দাও দাও।'
হরষে হৃদয় ফেটে গিয়ে ফুল বলে, 'এই লও লও।'
বায়ু আসি কহে কানে কানে, 'ফুলবালা, পরিমল দাও।'
আনন্দে কাঁদিয়া কহে ফুল, 'যাহা আছে সব লয়ে যাও।'
হরষ ধরে না তার চিতে, আপনারে চাহে বিলাইতে,
বালিকা আনন্দে কুটি-কুটি পাতায় পাতায় পড়ে লুটি॥

২১

তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল—
মুদিয়া আসিছে আঁখি তার, চাহিয়া দেখিল চারি ধার॥
শুষ্ক তৃণরাশি-মাঝে একেলা পড়িয়া,
চারি দিকে কেহ নাই আর— নিরদয় অসীম সংসার॥
কে আছে গো দিবে তার তৃষিত অধরে
একবিন্দু শিশিরের কণা— কেহ না, কেহ না॥
মধুকর কাছে এসে বলে, 'মধু কই। মধু চাই, চাই।'
ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিয়া ফুল বলে, 'কিছু নাই, নাই।'
'ফুলবালা, পরিমল দাও' বায়ু আসি কহিতেছে কাছে।
মলিন বদন ফিরাইয়া ফুল বলে, 'আর কী বা আছে।'
মধ্যাহ্নকিরণ চারি দিকে খরদৃষ্টে চেয়ে অনিমিখে—
ফুলটির মৃদু প্রাণ হায়,
ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায়॥

২২

যোগী হে, কে তুমি হৃদি-আসনে!
বিভূতিভূষিত শুভ্র দেহ, নাচিছ দিক্‌-বসনে॥
মহা-আনন্দে পুলক কায়, গঙ্গা উথলি উছলি যায়,
ভালে শিশুশশী হাসিয়া চায়—
জটাজূট ছায় গগনে॥

২৩

ভিক্ষে দে গো, ভিক্ষে দে।
দ্বারে দ্বারে বেড়াই ঘুরে, মুখ তুলে কেউ চাইলি নে।
লক্ষ্মী তোদের সদয় হোন, ধনের উপর বাড়ুক ধন—
আমি একটি মুঠো অন্ন চাই গো, তাও কেন পাই নে।
ওই রে সূর্য উঠল মাথায়, যে যার ঘরে চলেছে।
পিপাসাতে ফাটছে ছাতি, চলতে আর যে পারি নে।
ওরে তোদের অনেক আছে, আরো অনেক হবে—
একটি মুঠো দিবি শুধু আর কিছু চাহি নে॥

২৪

আয় রে আয় রে সাঁঝের বা, লতাটিরে দুলিয়ে যা—
ফুলের গন্ধ দেব তোরে আঁচলটি তোর ভ'রে ভ'রে॥
আয় রে আয় রে মধুকর, ডানা দিয়ে বাতাস কর্—
ভোরের বেলা গুন্‌গুনিয়ে ফুলের মধু যাবি নিয়ে॥
আয় রে চাঁদের আলো আয়, হাত বুলিয়ে দে রে গায়—
পাতার কোলে মাথা থুয়ে ঘুমিয়ে পড়বি শুয়ে শুয়ে।
পাখি রে, তুই কোস্‌ নে কথা— ওই-যে ঘুমিয়ে প'ল লতা॥

২৫

প্রিয়ে, তোমার ঢেঁকি হলে যেতেম বেঁচে
রাঙা চরণতলে নেচে নেচে॥

টিপ্‌টিপিয়ে যেতেম মারা, মাথা খুঁড়ে হতেম সারা—
কানের কাছে কচ্‌কচিয়ে মানটি তোমার নিতেম যেচে ॥

২৬

কথা কোস্‌ নে লো রাই, শ্যামের বড়াই বড়ো বেড়েছে।
কে জানে ও কেমন ক'রে মন কেড়েছে ॥
শুধু ধীরে বাজায় বাঁশি, শুধু হাসে মধুর হাসি—
গোপিনীদের হৃদয় নিয়ে তবে ছেড়েছে ॥

২৭

ওই জানালার কাছে বসে আছে করতলে রাখি মাথা—
তার কোলে ফুল পড়ে রয়েছে, সে যে ভুলে গেছে মালা গাঁথা ॥
শুধু ঝুরু ঝুরু বায়ু বহে যায় তার কানে কানে কী যে কহে যায়—
তাই আধো শুয়ে আধো বসিয়ে ভাবিতেছে কত কথা ॥
চোখের উপরে মেঘ ভেসে যায়, উড়ে উড়ে যায় পাখি—
সারা দিন ধ'রে বকুলের ফুল ঝ'রে পড়ে থাকি থাকি।
মধুর আলস, মধুর আবেশ, মধুর মুখের হাসিটি—
মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে বাজিছে মধুর বাঁশিটি ॥

২৮

সাধ ক'রে কেন, সখা, ঘটাবে গেরো।
এই বেলা মানে-মানে ফেরো ফেরো।
পলক যে নাই আঁখির পাতায়,
তোমার মনটা কি খরচের খাতায়,—
হাসি ফাঁসি দিয়ে প্রাণে বেঁধেছে গেরো।
সখা, ফেরো ফেরো ॥

২৯

ধীরে ধীরে প্রাণে আমার এসো হে,
মধুর হাসিয়ে ভালোবেসো হে ॥

হৃদয়কাননে ফুল ফুটাও। আধো নয়নে, সখী, চাও চাও—
পরান কাঁদিয়ে দিয়ে হাসিখানি হেসো হে ॥

৩০

তুমি আছ কোন্ পাড়া? তোমার পাই নে যে সাড়া।
পথের মধ্যে হাঁ ক'রে যে রইলে হে খাড়া ॥
রোদে প্রাণ যায় দুপুর বেলা, ধরেছে উদরে জ্বালা—
এর কাছে কি হৃদয়জ্বালা।
তোমার সকল সৃষ্টিছাড়া ॥
রাঙা অধর, নয়ন কালো ভরা পেটেই লাগে ভালো—
এখন পেটের মধ্যে নাড়ীগুলো দিয়েছে তাড়া ॥

৩১

দেখো ওই কে এসেছে।— চাও সখী, চাও।
আকুল পরান ওর আঁখিহিল্লোলে নাচাও।— সখী, চাও ॥
তৃষিত নয়ানে চাহে মুখ-পানে,
হাসিসুধা-দানে বাঁচাও।— সখী, চাও ॥

৩২

ভালো যদি বাস, সখী, কী দিব গো আর—
কবির হৃদয় এই দিব উপহার ॥
এত ভালোবাসা, সখী, কোন্ হৃদে বলো দেখি—
কোন্ হৃদে ফুটে এত ভাবের কুসুমভার ॥
তা হলে এ হৃদিধামে তোমারি তোমারি নামে
বাজিবে মধুর স্বরে মরমবীণার তার।
যা-কিছু গাহিব গান ধ্বনিবে তোমারি নাম—
কী আছে কবির বলো, কী তোমারে দিব আর ॥

৩৩

ও কেন ভালোবাসা জানাতে আসে ওলো সজনী।
হাসি খেলি রে মনের সুখে,
ও কেন সাথে ফেরে আঁধার-মুখে
দিনরজনী॥

৩৪

ভালোবাসিলে যদি সে ভালো না বাসে কেন সে দেখা দিল।
মধু অধরের মধুর হাসি প্রাণে কেন বরষিল।
দাঁড়িয়ে ছিলেম পথের ধারে, সহসা দেখিলেম তারে—
নয়ন দুটি তুলে কেন মুখের পানে চেয়ে গেল॥

৩৫

হা, কে বলে দেবে সে ভালোবাসে কি মোরে।
কভু বা সে হেসে চায়, কভু মুখ ফিরায়ে লয়,
কভু বা সে লাজে সারা, কভু বা বিষাদময়ী—
যাব কি কাছে তার। শুধাব চরণ ধ'রে?।

৩৬

কেন রে চাস ফিরে ফিরে, চলে আয় রে চলে আয়॥
এরা প্রাণের কথা বোঝে না যে, হৃদয়কুসুম দলে যায়॥
হেসে হেসে গেয়ে গান দিতে এসেছিলি প্রাণ,
নয়নের জল সাথে নিয়ে চলে আয় রে চলে আয়॥

৩৭

প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন, তবু প্রাণ কেন কাঁদে রে।
চারি দিকে হাসিরাশি, তবু প্রাণ কেন কাঁদে রে॥
আন্ সখী, বীণা আন্, প্রাণ খুলে কর্ গান,
নাচ্ সবে মিলে ঘিরি ঘিরি ঘিরিয়ে—
তবু প্রাণ কেন কাঁদে রে॥

বীণা তবে রেখে দে, গান আর গাস নে—
কেমনে যাবে বেদনা।
কাননে কাটাই রাতি, তুলি ফুল মালা গাঁথি,
জোছনা কেমন ফুটেছে—
তবু প্রাণ কেন কাঁদে রে॥

৩৮

সখা, সাধিতে সাধাতে কত সুখ
তাহা বুঝিলে না তুমি— মনে রয়ে গেল দুখ॥
অভিমান-আঁখিজল, নয়ন ছলছল—
মুছাতে লাগে ভালো কত
তাহা বুঝিলে না তুমি— মনে রয়ে গেল দুখ॥

৩৯

এত ফুল কে ফোটালে কাননে!
লতাপাতায় এত হাসি -তরঙ্গ মরি কে ওঠালে॥
সজনীর বিয়ে হবে ফুলেরা শুনেছে সবে—
সে কথা কে রটালে॥

৪০

আমাদের সখীরে কে নিয়ে যাবে রে—
তারে কেড়ে নেব, ছেড়ে দেব না— না— না।
কে জানে কোথা হতে কে এসেছে।
কেন সে মোদের সখী নিতে আসে— দেব' না॥
সখীরা পথে গিয়ে দাঁড়াব, হাতে তার ফুলের বাঁধন জড়াব,
বেঁধে তায় রেখে দেব' কুসুমবনে— সখীরে নিয়ে যেতে দেব' না॥

৪১

কোথা ছিলি সজনী লো,
মোরা যে তোরি তরে বসে আছি কাননে।

এসো সখী, এসো হেথা বসি বিজনে

আঁখি ভরিয়ে হেরি হাসিমুখানি ॥

সাজাব সখীরে সাধ মিটায়ে,

ঢাকিব তনুখানি কুসুমেরই ভূষণে।

গগনে হাসিবে বিধু, গাহিব মৃদু মৃদু—

কাটাব প্রমোদে চাঁদিনী যামিনী ॥

৪২

ও কী কথা বল সখী, ছি ছি, ও কথা মনে এনো না ॥

আজি সুখের দিনে জগত হাসিছে,

হেরো লো দশ দিশি হরষে ভাসিছে—

আজি ও ম্লান মুখ প্রাণে যে সহে না।

সুখের দিনে, সখী, কেন ও ভাবনা ॥

৪৩

মধুর মিলন।

হাসিতে মিলেছে হাসি, নয়নে নয়ন ॥

মরমর মৃদু বাণী মরমর মরমে,

কপোলে মিলায় হাসি সুমধুর শরমে— নয়নে স্বপন ॥

তারাগুলি চেয়ে আছে, কুসুম গাছে গাছে—

বাতাস চুপিচুপি ফিরিছে কাছে কাছে।

মালাগুলি গেঁথে নিয়ে, আড়ালে লুকাইয়ে

সখীরা নেহারিছে দোঁহার আনন—

হেসে আকুল হল বকুলকানন, আ মরি মরি ॥

৪৪

মা, একবার দাঁড়া গো হেরি চন্দ্রানন।

আঁধার ক'রে কোথায় যাবি শূন্যভবন ॥

মধুর মুখ হাসি-হাসি অমিয়া রাশি-রাশি, মা—
ও হাসি কোথায় নিয়ে যাস রে।
আমরা কী নিয়ে জুড়াব জীবন ॥

৪৫

মা আমার, কেন তোরে ম্লান নেহারি—
আঁখি ছলছল, আহা।
ফুলবনে সখী-সনে খেলিতে খেলিতে হাসি হাসি দে রে করতালি ॥
আয় রে বাছা, আয় রে কাছে আয়।
দু দিন রহিবি, দিন ফুরায়ে যায়—
কেমনে বিদায় দেব' হাসিমুখ না হেরি ॥

৪৬

ওই আঁখি রে!
ফিরে ফিরে চেয়ো না, চেয়ো না, ফিরে যাও—
কী আর রেখেছ বাকি রে ॥
মরমে কেটেছ সিঁধ, নয়নের কেড়েছ নিদ—
কী সুখে পরান আর রাখি রে ॥

৪৭

আজ আসবে শ্যাম গোকুলে ফিরে।
আবার বাজবে বাঁশি যমুনাতীরে
আমরা কী করব। কী বেশ ধরব।
কী মালা পরব। বাঁচব কি মরব সুখে।
কী তারে বলব। কথা কি রবে মুখে।
শুধু তার মুখপানে চেয়ে চেয়ে
দাঁড়ায়ে ভাসব নয়ননীরে ॥

৪৮

রাজ-অধিরাজ, তব ভালে জয়মালা—
ত্রিপুরপুরলক্ষ্মী বহে তব বরণডালা ॥
ক্ষীণজনভয়তরণ তব অভয় বাণী, দীনজনদুখহরণনিপুণ, তব পাণি,
তরুণ তব মুখচন্দ্র করুণরস-ঢালা ॥
গুণিরসিকসেবিত উদার তব দ্বারে মঙ্গল বিরাজিত বিচিত্র উপচারে—
গুণ-অরুণ-কিরণে তব সব ভুবন আলা ॥

৪৯

ঝর ঝর রক্ত ঝরে কাটা মুণ্ডু বেয়ে।
ধরণী রাঙা হল রক্তে নেয়ে ॥
ডাকিনী নৃত্য করে প্রসাদ -রক্ত-তরে—
তৃষিত ভক্ত তোমার আছে চেয়ে ॥

৫০

উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে। আমরা নৃত্য করি সঙ্গে ॥
দশ দিক আঁধার ক'রে মাতিল দিক্‌-বসনা,
জ্বলে বহ্নিশিখা রাঙা রসনা—
দেখে মরিবারে ধাইছে পতঙ্গে ॥
কালো কেশ উড়িল আকাশে,
রবি সোম লুকালো তরাসে।
রাঙা রক্তধারা ঝরে কালো অঙ্গে—
ত্রিভুবন কাঁপে ভুরুভঙ্গে ॥

৫১

থাকতে আর তো পারলি নে মা, পারলি কই।
কোলের সন্তানেরে ছাড়লি কই ॥
দোষী আছি অনেক দোষে, ছিলি বসে ক্ষণিক রোষে—
মুখ তো ফিরালি শেষে। অভয় চরণ কাড়লি কই ॥

৫২

খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে, বনের পাখি ছিল বনে।
একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে, কী ছিল বিধাতার মনে।
বনের পাখি বলে, 'খাঁচার পাখি ভাই, বনেতে যাই দোঁহে মিলে।'
খাঁচার পাখি বলে, 'বনের পাখি আয়, খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।'
বনের পাখি বলে, 'না, আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।'
খাঁচার পাখি বলে, 'হায়, আমি কেমনে বনে বাহিরিব।'

বনের পাখি গাহে বাহিরে বসি বসি বনের গান ছিল যত,
খাঁচার পাখি গাহে শিখানো বুলি তার— দোঁহার ভাষা দুইমত।
বনের পাখি বলে, 'খাঁচার পাখি ভাই, বনের গান গাও দেখি।'
খাঁচার পাখি বলে, 'বনের পাখি ভাই, খাঁচার গান লহো শিখি।'
বনের পাখি বলে, 'না, আমি শিখানো গান নাহি চাই।'
খাঁচার পাখি বলে, 'হায় আমি কেমনে বনগান গাই।'

বনের পাখি বলে, 'আকাশ ঘন নীল কোথাও বাধা নাহি তার।'
খাঁচার পাখি বলে, 'খাঁচাটি পরিপাটি কেমন ঢাকা চারি ধার।'
বনের পাখি বলে, 'আপনা ছাড়ি দাও মেঘের মাঝে একেবারে।'
খাঁচার পাখি বলে, 'নিরালা কোণে বসে বাঁধিয়া রাখো আপনারে।'
বনের পাখি বলে, 'না, সেথা কোথায় উড়িবারে পাই!'
খাঁচার পাখি বলে, 'হায়, মেঘে কোথায় বসিবার ঠাঁই।'

এমনি দুই পাখি দোঁহারে ভালোবাসে, তবুও কাছে নাহি পায়।
খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে, নীরবে চোখে চোখে চায়।
দুজনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে, বুঝাতে নারে আপনায়।
দুজনে একা একা ঝাপটি মরে পাখা— কাতরে কহে, 'কাছে আয়!'
বনের পাখি বলে, 'না, কবে খাঁচায় রুধি দিবে দ্বার!'
খাঁচার পাখি বলে, 'হায়, মোর শকতি নাহি উড়িবার।'

৫৩

একদা প্রাতে কুঞ্জতলে অন্ধ বালিকা
পত্রপুটে আনিয়া দিল পুষ্পমালিকা ॥
কণ্ঠে পরি অশ্রুজল ভরিল নয়নে,
বক্ষে লয়ে চুমিনু তার স্নিগ্ধ বয়নে ॥
কহিনু তারে, 'অন্ধকারে দাঁড়ায়ে রমণী,
কী ধন তুমি করিছ দান না জানো আপনি।
পুষ্পসম অন্ধ তুমি অন্ধ বালিকা,
দেখ নি নিজে মোহন কী যে তোমার মালিকা।'

৫৪

কেন নিবে গেল বাতি।
আমি অধিক যতনে ঢেকেছিনু তারে জাগিয়া বাসররাতি,
তাই নিবে গেল বাতি ॥

কেন ঝরে গেল ফুল।
আমি বক্ষে চাপিয়া ধরেছিনু তারে চিন্তিত ভয়াকুল,
তাই ঝরে গেল ফুল ॥

কেন মরে গেল নদী ॥
আমি বাঁধ বাঁধি তারে চাহি ধরিবারে পাইবারে নিরবধি,
তাই মরে গেল নদী ॥

কেন ছিঁড়ে গেল তার।
আমি অধিক আবেগে প্রাণপণ বলে দিয়েছিনু ঝঙ্কার,
তাই ছিঁড়ে গেল তার ॥

৫৫

তুমি পড়িতেছ হেসে তরঙ্গের মতো এসে
হৃদয়ে আমার।

যৌবনসমুদ্রমাঝে কোন্ পূর্ণিমায় আজি
এসেছে জোয়ার।
উচ্ছল পাগল নীরে তালে তালে ফিরে ফিরে
এ মোর নির্জন তীরে কী খেলা তোমার!
মোর সর্ব বক্ষ জুড়ে কত নৃত্যে কত সুরে
এস কাছে যাও দূরে শতলক্ষবার॥

কুসুমের মতো শ্বসি পড়িতেছ খসি খসি
মোর বক্ষ-'পরে
গোপন শিশিরছলে বিন্দু বিন্দু অশ্রুজলে
প্রাণ সিক্ত ক'রে।
নিঃশব্দ সৌরভরাশি পরানে পশিছে আসি
সুখস্বপ্ন পরকাশি নিভৃত অন্তরে।
পরশপুলকে ভোর চোখে আসে ঘুমঘোর,
তোমার চুম্বন মোর সর্বাঙ্গে সঞ্চরে।

৫৬

আজি উন্মাদ মধুনিশি ওগো চৈত্রনিশীথশশী।
তুমি এ বিপুল ধরণীর পানে কী দেখিছ একা বসি
চৈত্রনিশীথশশী॥

কত নদীতীরে কত মন্দিরে কত বাতায়নতলে
কত কানাকানি, মন-জানাজানি সাধাসাধি কত ছলে।
শাখা-প্রশাখার দ্বার-জানালার আড়ালে আড়ালে পশি
কত সুখদুখ কত কৌতুক দেখিতেছ একা বসি
চৈত্রনিশীথশশী॥

মোরে দেখো চাহি— কেহ কোথা নাহি, শূন্যভবনছাদে
নৈশ পবন কাঁদে।
তোমারি মতন একাকী আপনি চাহিয়া রয়েছি বসি
চৈত্রনিশীথশশী॥

৫৭

সে আসি কহিল, 'প্রিয়ে, মুখ তুলে চাও।'
দুষিয়া তাহারে রুষিয়া কহিনু, 'যাও!'
সখী ওলো সখী, সত্য করিয়া বলি, তবু সে গেল না চলি।

দাঁড়ালো সমুখে; কহিনু তাহারে, 'সরো!'
ধরিল দু হাত; কহিনু, 'আহা, কী কর!'
সখী ওলো সখী, মিছে না কহিব তোরে, তবু ছাড়িল না মোরে

শ্রুতিমূলে মুখ আনিল সে মিছিমিছি।
নয়ন বাঁকায়ে কহিনু তাহারে, 'ছি ছি!'
সখী ওলো সখী, কহি লো শপথ ক'রে তবু সে গেল না স'রে।

অধরে কপোল পরশ করিল তবু।
কাঁপিয়া কহিনু, 'এমন দেখি নি কভু।'
সখী ওলো সখী, একি তার বিবেচনা, তবু মুখ ফিরালো না।

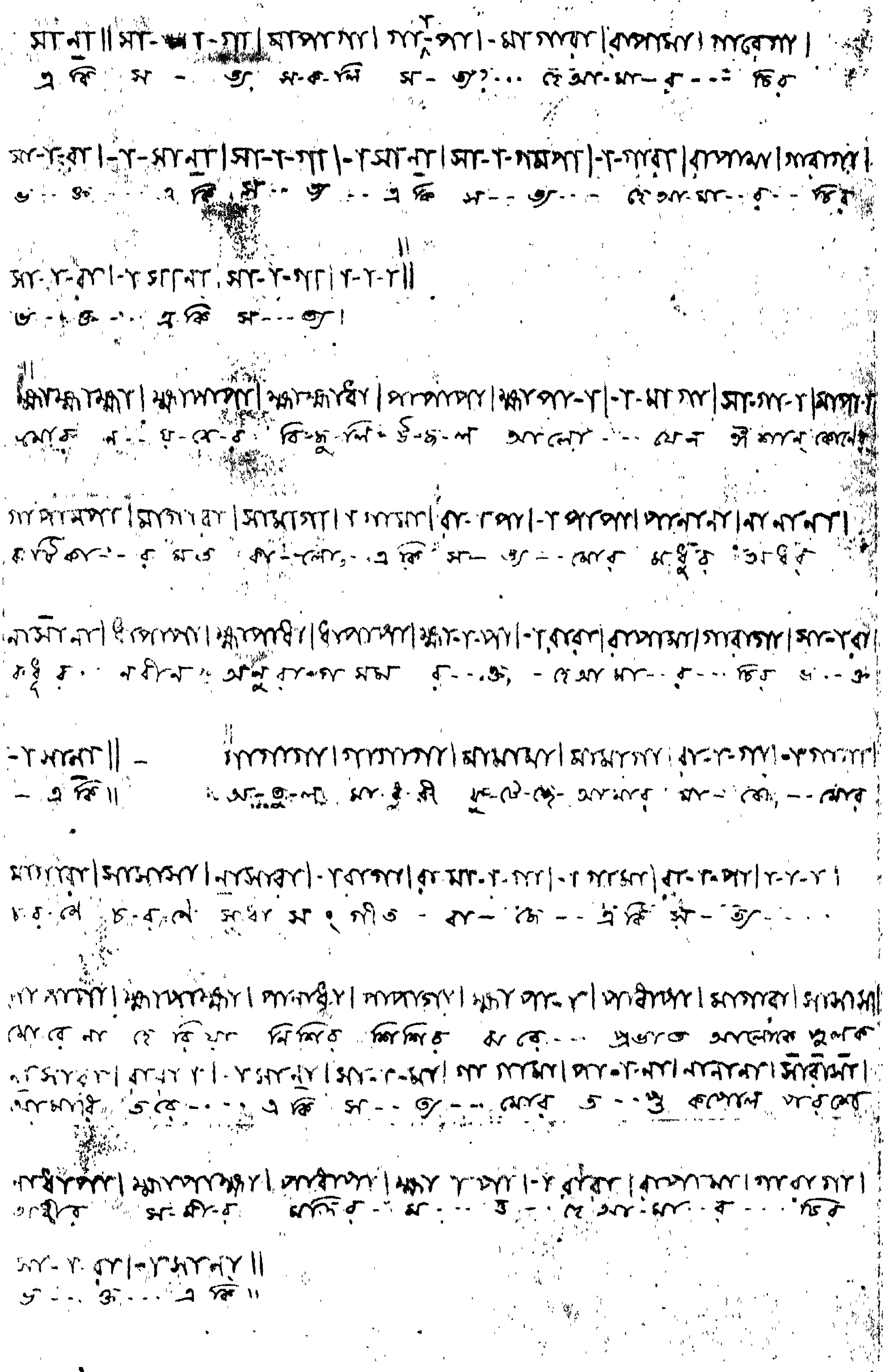
আপন মালাটি আমারে পরায়ে দিল।
কহিনু তাহারে, 'মালায় কী কাজ ছিল!'
সখী ওলো সখী, নাহি তার লাজ ভয়, মিছে তারে অনুনয়॥

আমার মালাটি চলিল গলায় লয়ে।
চাহি তার পানে রহিনু অবাক হয়ে।
সখী ওলো সখী, ভাসিতেছি আঁখিনীরে— কেন সে এল না ফিরে।

৫৮

এ কি সত্য সকলই সত্য, হে আমার চিরভক্ত॥
মোর নয়নের বিজুলি-উজল আলো
যেন ঈশান কোণের ঝটিকার মতো কালো এ কি সত্য।
মোর মধুর অধর বধূর নবীন অনুরাগ-সম রক্ত
হে আমার চিরভক্ত, এ কি সত্য॥

TAGORE & Co.
CALCUTTA



অতুল মাধুরী ফুটেছে আমার মাঝে,
মোর চরণে চরণে সুধাসঙ্গীত বাজে এ কি সত্য।
মোরে না হেরিয়া নিশির শিশির ঝরে,
প্রভাত-আলোকে পুলক আমারি তরে এ কি সত্য।
মোর তপ্তকপোল-পরশে-অধীর সমীর মদিরমত্ত
হে আমার চিরভক্ত, এ কি সত্য॥

৫৯

এবার চলিনু তবে॥
সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।
উচ্ছল জল করে ছলছল,
জাগিয়া উঠেছে কলকোলাহল,
তরণীপতাকা চলচঞ্চল কাঁপিছে অধীর রবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে॥

আমি নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর, নির্মম আমি আজি।
আর নাই দেরি, ভৈরবভেরী বাহিরে উঠেছে বাজি।
তুমি ঘুমাইছ নিমীলনয়নে,
কাঁপিয়া উঠিছ বিরহস্বপনে,
প্রভাতে জাগিয়া শূন্য শয়নে কাঁদিয়া চাহিয়া রবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে॥

অরুণ তোমার তরুণ অধর করুণ তোমার আঁখি—
অমিয়রচন সোহাগবচন অনেক রয়েছে বাকি।
পাখি উড়ে যাবে সাগরের পার,
সুখময় নীড় পড়ে রবে তার,
মহাকাশ হতে ওই বারে-বার আমারে ডাকিছে সবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে॥

বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর।
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে কোথায় আমার ঘর।
কিসেরই বা সুখ, ক' দিনের প্রাণ!
ওই উঠিয়াছে সংগ্রামগান,
অমর মরণ রক্তচরণ নাচিছে সগৌরবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে॥

৬০

বন্ধু, কিসের তরে অশ্রু ঝরে, কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।
রিক্ত যারা সর্বহারা সর্বজয়ী বিশ্বে তারা,
গর্বময়ী ভাগ্যদেবীর নয়কো তারা ক্রীতদাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস॥

আমরা সুখের স্ফীত বুকের ছায়ার তলে নাহি চরি
আমরা দুখের বক্র মুখের চক্র দেখে ভয় না করি।
ভগ্ন ঢাকে যথাসাধ্য বাজিয়ে যাব জয়বাদ্য,
ছিন্ন আশার ধ্বজা তুলে ভিন্ন করব নীলাকাশ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস॥

হে অলক্ষ্মী, রুক্ষকেশী, তুমি দেবী অচঞ্চলা।
তোমার রীতি সরল অতি, নাহি জানো ছলাকলা।
জ্বালাও পেটে অগ্নিকণা নাইকো তাহে প্রতারণা,
টানো যখন মরণ-ফাঁসি বল নাকো মিষ্টভাষ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস॥

ধরার যারা সেরা সেরা মানুষ তারা তোমার ঘরে।
তাদের কঠিন শয্যাখানি তাই পেতেছ মোদের তরে॥
আমরা বরপুত্র তব যাহাই দিবে তাহাই লব,

তোমায় দিব ধন্যধ্বনি মাথায় বহি সর্বনাশ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস॥

যৌবরাজ্যে বসিয়ে দে মা, লক্ষ্মীছাড়ার সিংহাসনে।
ভাঙা কুলোয় করুক পাখা তোমার যত ভৃত্যগণে।
দগ্ধ ভালে প্রলয়শিখা দিক্ মা, এঁকে তোমার টিকা,
পরাও সজ্জা লজ্জাহারা— জীর্ণকন্থা ছিন্নবাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস॥

লুকোক তোমার ডঙ্কা শুনে কপট সখার শূন্য হাসি।
পালাক ছুটে পুচ্ছ তুলে মিথ্যে চাটু মক্কা-কাশী।
আত্মপরের-প্রভেদ-ভোলা জীর্ণ দুয়োর নিত্য খোলা,
থাকবে তুমি থাকব আমি সমানভাবে বারো মাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস॥

শঙ্কা-তরাস লজ্জা-শরম চুকিয়ে দিলেম স্তুতি-নিন্দে।
ধুলো সে তোর পায়ের ধুলো তাই মেখেছি ভক্তবৃন্দে।
আশারে কই, 'ঠাকুরানী, তোমার খেলা অনেক জানি,
যাহার ভাগ্যে সকল ফাঁকি তারেও ফাঁকি দিতে চাস।'
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস॥

মৃত্যু যেদিন বলবে 'জাগো, প্রভাত হল তোমার রাতি'
নিবিয়ে যাব আমার ঘরের চন্দ্র সূর্য দুটো বাতি।
আমরা দোঁহে ঘেঁষাঘেঁষি চিরদিনের প্রতিবেশী,
বন্ধুভাবে কণ্ঠে সে মোর জড়িয়ে দেবে বাহুপাশ—
বিদায়কালে অদৃষ্টেরে করে যাব পরিহাস॥

৬১

ভাঙা দেউলের দেবতা,
তব বন্দনা রচিতে, ছিন্না বীণার তন্ত্রী বিরতা।

সন্ধ্যাগগনে ঘোষে না শঙ্খ তোমার আরতিবারতা।
তব মন্দির স্থিরগম্ভীর, ভাঙা দেউলের দেবতা ॥
তব জনহীন ভবনে
থেকে থেকে আসে ব্যাকুল গন্ধ নববসন্তপবনে।
যে ফুলে রচে নি পূজার অর্ঘ্য, রাখে নি ও রাঙা চরণে,
সে ফুল ফোটার আসে সমাচার জনহীন ভাঙা ভবনে ॥
পূজাহীন তব পূজারি
কোথা সারা দিন ফিরে উদাসীন কার প্রসাদের ভিখারি।
গোধূলিবেলায় বনের ছায়ায় চির-উপবাস-ভুখারি
ভাঙা মন্দিরে আসে ফিরে ফিরে পূজাহীন তব পূজারি ॥
ভাঙা দেউলের দেবতা,
কত উৎসব হইল নীরব, কত পূজানিশা বিগতা।
কত বিজয়ায় নবীন প্রতিমা কত যায় কত কব তা—
শুধু চিরদিন থাকে সেবাহীন ভাঙা দেউলের দেবতা ॥

৬২

যদি জোটে রোজ
এমনি বিনি পয়সায় ভোজ।
ডিশের পরে ডিশ
শুধু মটন কারি ফিশ,
সঙ্গে তারি হুইস্কি সোডা দু-চার রয়াল ডোজ।
পরের তহবিল
চোকায় উইল্‌সনের বিল—
থাকি মনের সুখে হাস্যমুখে, কে কার রাখে খোঁজ ॥

৬৩

অভয় দাও তো বলি আমার
wish কী—

একটি ছটাক সোডার জলে
পাকী তিন পোয়া হুইস্কি॥

৬৪

কত কাল রবে বল' ভারত রে
শুধু ডাল ভাত জল পথ্য ক'রে।
দেশে অন্নজলের হল ঘোর অনটন—
ধর' হুইস্কি-সোডা আর মুর্গি-মটন।
যাও ঠাকুর চৈতন-চুট্‌কি নিয়া—
এস' দাড়ি নাড়ি কলিমদ্দি মিয়া।

৬৫

কী জানি কী ভেবেছ মনে
খুলে বলো ললনে।
কী কথা হায় ভেসে যায়
ওই ছলোছলো দুটি নয়নে।

৬৬

পাছে চেয়ে বসে আমার মন,
আমি তাই ভয়ে ভয়ে থাকি।
পাছে চোখে চোখে পড়ে বাঁধা,
আমি তাই তো তুলি নে আঁখি॥

৬৭

বড়ো থাকি কাছাকাছি,
তাই ভয়ে ভয়ে আছি।
নয়ন বচন কোথায় কখন
বাজিলে বাঁচি না-বাঁচি॥

৬৮

যারে মরণ-দশায় ধরে
সে যে শতবার ক'রে মরে।
পোড়া পতঙ্গ যত পোড়ে
তত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ॥

৬৯

দেখব কে তোর কাছে আসে—
তুই রবি একেশ্বরী,
একলা আমি রইব পাশে ॥

৭০

তুমি আমায় করবে মস্ত লোক—
দেবে লিখে রাজার টিকে
প্রসন্ন ওই চোখ ॥

৭১

চির-পুরানো চাঁদ,
চিরদিবস এমনি থেকো আমার এই সাধ ॥
পুরানো হাসি পুরানো সুধা মিটায় মম পুরানো ক্ষুধা—
নূতন কোনো চকোর যেন পায় না পরসাদ ॥

৭২

স্বর্গে তোমায় নিয়ে যাবে উড়িয়ে—
পিছে পিছে আমি চলব খুঁড়িয়ে,
ইচ্ছা হবে টিকির ডগা ধ'রে
বিষ্ণুদূতের মাথাটা দিই গুঁড়িয়ে ॥

৭৩

ভুলে ভুলে আজ ভুলময়।
ভুলের লতায় বাতাসের ভুলে
ফুলে ফুলে হোক ফুলময়।
আনন্দ-ঢেউ ভুলের সাগরে
উছলিয়া হোক কূলময়॥

৭৪

সকলই ভুলেছে ভোলা মন।
ভোলে নি, ভোলে নি শুধু
ওই চন্দ্রানন॥

৭৫

পোড়া মনে শুধু পোড়া মুখখানি জাগে রে।
এত আছে লোক, তবু পোড়া চোখে
আর কেহ নাহি লাগে রে॥

৭৬

বিরহে মরিব ব'লে ছিল মনে পণ,
কে তোরা বাহুতে বাঁধি করিলি বারণ॥
ভেবেছিনু অশ্রুজলে ডুবিব অকূলতলে—
কাহার সোনার তরী করিল তারণ॥

৭৭

কার হাতে যে ধরা দেব, প্রাণ,
তাই ভাবতে বেলা অবসান॥
ডান দিকেতে তাকাই যখন বাঁয়ের লাগি কাঁদে রে মন—
বাঁয়ের লাগি ফিরলে তখন দক্ষিণেতে পড়ে টান॥

৭৮

ওগো হৃদয়বনের শিকারী,
মিছে তারে জালে ধরা যে তোমারি ভিখারি॥
সহস্রবার পায়ের কাছে আপনি যে জন ম'রে আছে
নয়নবাণের খোঁচা খেতে সে যে অনধিকারী॥

৭৯

ওগো দয়াময়ী চোর, এত দয়া মনে তোর!
বড়ো দয়া ক'রে কণ্ঠে আমার জড়াও মায়ার ডোর।
বড়ো দয়া ক'রে চুরি ক'রে লও শূন্য হৃদয় মোর॥

৮০

চলেছে ছুটিয়া পলাতকা হিয়া, বেগে বহে শিরাধমনী।
হায় হায় হায়, ধরিবারে তায় পিছে পিছে ধায় রমণী॥
বায়ুবেগভরে উড়ে অঞ্চল, লটপট বেণী দুলে চঞ্চল—
একি রে রঙ্গ! আকুল-অঙ্গ ছুটে কুরঙ্গগমনী॥

৮১

আমি কেবল ফুল জোগাব
তোমার দুটি রাঙা হাতে।
বুদ্ধি আমার খেলে নাকো
পাহারা বা মন্ত্রণাতে॥

৮২

মনোমন্দিরসুন্দরী! মণিমঞ্জীর গুঞ্জরি
স্খলদঞ্চলা চলচঞ্চলা! অয়ি মঞ্জুলা মুঞ্জরী!
রোষারুণরাগরঞ্জিতা! বঙ্কিম-ভুরু-ভঙ্গিতা!
গোপনহাস্য-কুটিল-আস্য কপটকলহগঞ্জিতা!
সঙ্কোচনত-অঙ্গিনী! ভয়ভঙ্গুরভঙ্গিনী!

চকিত চপল নবকুরঙ্গ যৌবনবনরঙ্গিণী !
অয়ি খলছলগুণ্ঠিতা ! মধুকরভরকুণ্ঠিতা
লুব্ধপবন -ক্ষুব্ধ-লোভন মল্লিকা অবলুণ্ঠিতা !
চুম্বনধনবঞ্চিনী দুরূহগর্বমঞ্চিনী !
রুদ্ধকোরক -সঞ্চিত-মধু কঠিনকনককঞ্জিনী ॥

৮৩

তোমার কটি-তটের ধটি কে দিল রাঙিয়া—
কোমল গায়ে দিল পরায়ে রঙিন আঙিয়া ॥
বিহানবেলা আঙিনাতলে এসেছ তুমি কী খেলাছলে—
চরণ দুটি চলিতে ছুটি পড়িছে ভাঙিয়া ।
তোমার কটি-তটের ধটি কে দিল রাঙিয়া ॥

কিসের সুখে সহাস মুখে নাচিছ বাছনি—
দুয়ার-পাশে জননী হাসে হেরিয়া নাচনি ।
তাথেই-থেই তালির সাথে কাঁকন বাজে মায়ের হাতে—
রাখাল-বেশে ধরেছ হেসে বেণুর পাঁচনি ।
কিসের সুখে সহাস মুখে নাচিছ বাছনি ।

নিখিল শোনে আকুল-মনে নূপুর-বাজনা,
তপন-শশী হেরিছে বসি তোমার সাজনা ।
ঘুমাও যবে মায়ের বুকে আকাশ চেয়ে রহে ও মুখে,
জাগিলে পরে প্রভাত করে নয়ন-মাজনা ।
নিখিল শোনে আকুল-মনে নূপুর-বাজনা ॥

৮৪

রাজরাজেন্দ্র জয় জয়তু জয় হে ।
ব্যাপ্ত পরতাপ তব বিশ্বময় হে ॥
দুষ্টদলদলন তব দণ্ড ভয়কারী, শত্রুজনদর্পহর দীপ্ত তরবারি—
সঙ্কটশরণ্য তুমি দৈন্যদুখহারী
মুক্ত-অবরোধ তব অভ্যুদয় হে ॥

৮৫

আমরা বসব তোমার সনে—
তোমার শরিক হব রাজার রাজা,
তোমার আধেক সিংহাসনে॥
তোমার দ্বারী মোদের করেছে শির নত—
তারা জানে না যে মোদের গরব কত।
তাই বাহির হতে তোমায় ডাকি,
তুমি ডেকে লও গো আপন জনে॥

৮৬

বঁধুয়া, অসময়ে কেন হে প্রকাশ।
সকলই যে স্বপ্ন ব'লে হতেছে বিশ্বাস॥
তুমি গগনেরই তারা মর্তে এলে পথহারা—
এলে ভুলে অশ্রুজলে আনন্দেরই হাস॥

৮৭

কবরীতে ফুল শুকালো
কাননের ফুল ফুটল বনে॥
দিনের আলো প্রকাশিল,
মনের সাধ রহিল মনে॥

৮৮

মলিন মুখে ফুটুক হাসি, জুড়াক দু নয়ন।
মলিন বসন ছাড়ো সখী, পরো আভরণ।
অশ্রু-ধোওয়া কাজল-রেখা আবার চোখে দিক-না দেখা,
শিথিল বেণী তুলুক বেঁধে কুসুমবন্ধন॥

৮৯

ওর মানের এ বাঁধ টুটবে না কি টুটবে না।
ওর মনের বেদন থাকবে মনে, প্রাণের কথা ফুটবে না?।

কঠিন পাষাণ বুকে লয়ে নাই রহিল অটল হয়ে
প্রেমেতে ওই পাথর ক্ষ'য়ে চোখের জল কি ছুটবে না ?॥

৯০

আজ আমার আনন্দ দেখে কে !
কে জানে বিদেশ হতে কে এসেছে—
ঘরে আমার কে এসেছে! আকাশে উঠেছে চাঁদা,
সাগর কি থাকে বাঁধা— বসন্তরায়ের প্রাণে ঢেউ উঠেছে॥

৯১

আর কি আমি ছাড়ব তোরে।
মন দিয়ে মন নাই বা পেলেম,
জোর ক'রে রাখিব ধ'রে।
শূন্য করে হৃদয়পুরী মন যদি করিলে চুরি
তুমিই তবে থাকো সেথায় শূন্য হৃদয় পূর্ণ ক'রে॥

৯২

যেখানে রূপের প্রভা নয়ন-লোভা
সেখানে তোমার মতন ভোলা কে ঠাকুরদাদা।
যেখানে রসিকসভা পরম-শোভা
সেখানে এমন রসের ঝোলা কে ঠাকুরদাদা।
যেখানে গলাগলি কোলাকুলি
তোমারি বেচা-কেনা সেই হাটে,
পড়ে না পদধূলি পথ ভুলি
যেখানে ঝগড়া করে ঝগ্‌ড়াটে॥
যেখানে ভোলাভুলি খোলাখুলি
সেখানে তোমার মতন খোলা কে ঠাকুরদাদা॥

৯৩

এই একলা মোদের হাজার মানুষ দাদাঠাকুর,
এই আমাদের মজার মানুষ দাদাঠাকুর ॥
এই তো নানা কাজে, এই তো নানা সাজে,
এই আমাদের খেলার মানুষ দাদাঠাকুর।
সব মিলনে মেলার মানুষ দাদাঠাকুর ॥
এই তো হাসির দলে, এই তো চোখের জলে,
এই তো সকল ক্ষণের মানুষ দাদাঠাকুর।
এই তো ঘরে ঘরে, এই তো বাহির করে
এই আমাদের কোণের মানুষ দাদাঠাকুর।
এই আমাদের মনের মানুষ দাদাঠাকুর ॥

৯৪

বাজে রে বাজে রে
ওই রুদ্রতালে বজ্রভেরী—
দলে দলে চলে প্রলয়রঙ্গে বীরসাজে রে!
দ্বিধা ত্রাস আলস নিদ্রা ভাঙে লাজে রে!
উড়ে দীপ্ত বিজয়কেতু শূন্য মাঝে রে!
আছে কে পড়িয়া পিছে মিছে কাজে রে ॥

৯৫

মোরা চলব না।
মুকুল ঝরে ঝরুক, মোরা ফলব না ॥
সূর্যতারা আগুন ভুগে জ্ব'লে মরুক যুগে যুগে—
আমরা যতই পাই-না জ্বালা জ্বলব না ॥
বনের শাখা কথা বলে, কথা জাগে সাগরজলে—
এই ভুবনে আমরা কিছুই বলব না।
কোথা হতে লাগে রে টান, জীবন-জলে ডাকে রে বান—
আমরা তো এই প্রাণের টলায় টলব না ॥

৯৬

পথে যেতে তোমার সাথে মিলন হল দিনের শেষে।
দেখতে গিয়ে, সাঁঝের আলো মিলিয়ে গেল এক নিমেষে।
দেখা তোমায় হোক বা না-হোক
তাহার লাগি করব না শোক—
ক্ষণেক তুমি দাঁড়াও, তোমার চরণ ঢাকি এলো কেশে॥

৯৭

আমার নিকড়িয়া-রসের রসিক কানন ঘুরে ঘুরে
নিকড়িয়া বাঁশের বাঁশি বাজায় মোহন সুরে।
আমার ঘর বলে, 'তুই কোথায় যাবি, বাইরে গিয়ে সব খোয়াবি!'
আমার প্রাণ বলে, 'তোর যা আছে সব যাক্‌-না উড়ে পুড়ে।'
ওগো, যায় যদি তো যাক্‌-না চুকে, সব হারাব হাসিমুখে—
আমি এই চলেছি মরণসুধা নিতে পরান পুরে।
ওগো, আপন যারা কাছে টানে এ রস তারা কেই বা জানে—
আমার বাঁকা পথের বাঁকা সে যে ডাক দিয়েছে দূরে।
এবার বাঁকার টানে সোজার বোঝা পড়ুক ভেঙে-চুরে॥

৯৮

যখন দেখা দাও নি, রাধা, তখন বেজেছিল বাঁশি!
এখন চোখে চোখে চেয়ে সুর যে আমার গেল ভাসি!
তখন নানা তানের ছলে
ডাক ফিরেছে জলে স্থলে,
এখন আমার সকল কাঁদা রাধার রূপে উঠল হাসি॥

৯৯

বঁধুর লাগি কেশে আমি পরব এমন ফুল
স্বর্গে মর্তে তিন ভুবনে নাইকো যাহার মূল।

বাঁশির ধ্বনি হাওয়ায় ভাসে, সবার কানে বাজবে না সে—
দেখ্ লো চেয়ে যমুনা ওই ছাপিয়ে গেল কূল ॥

১০০

মধুঋতু নিত্য হয়ে রইল তোমার মধুর দেশে—
যাওয়া-আসার কান্নাহাসি হাওয়ায় সেথা বেড়ায় ভেসে।
যায় যে জনা সেই শুধু যায়, ফুল ফোটা তো ফুরোয় না হায়—
ঝরবে যে ফুল সেই কেবলই ঝরে পড়ে বেলাশেষে ॥
যখন আমি ছিলেম কাছে তখন কত দিয়েছি গান—
এখন আমার দূরে যাওয়া, এরও কি গো নাই কোনো দান।
পুষ্পবনের ছায়ায় ঢেকে এই আশা তাই গেলেম রেখে—
আগুন-ভরা ফাগুনকে তোর কাঁদায় যেন আষাঢ় এসে ॥

১০১

ও তো আর ফিরবে না রে, ফিরবে না আর, ফিরবে না রে
ঝড়ের মুখে ভাসল তরী—
কূলে ভিড়বে না রে ॥
কোন্ পাগলে নিল ডেকে,
কাঁদন গেল পিছে রেখে—
ওকে তোর বাহুর বাঁধন ঘিরবে না রে ॥

১০২

বাজে রে বাজে ডমরু বাজে হৃদয়মাঝে, হৃদয়মাঝে।
নাচে রে নাচে চরণ নাচে প্রাণের কাছে, প্রাণের কাছে।
প্রহর জাগে, প্রহরী জাগে— তারায় তারায় কাঁপন লাগে।
মরমে মরমে বেদনা ফুটে— বাঁধন টুটে, বাঁধন টুটে ॥

১০৩

আমার মনের বাঁধন ঘুচে যাবে যদি ও ভাই রে,
থাক্ বাইরে বাঁধন তবে নিরবধি।
যদি সাগর যাবার হুকুম থাকে
থাক্ তটের বাঁধন বাঁকে বাঁকে,
তবে বাঁধে বাঁধে গান গাবে নদী ভাই রে॥

১০৪

এতদিন পরে মোরে
আপন হাতে বেঁধে দিলে মুক্তিডোরে।
সাবধানীদের পিছে পিছে
দিন কেটেছে কেবল মিছে,
ওদের বাঁধা পথের বাঁধন হতে টেনে নিলে আপন ক'রে॥

১০৫

নূতন পথের পথিক হয়ে আসে, পুরাতন সাথি,
মিলন-উষায় ঘোমটা খসায় চিরবিরহের রাতি।
যারে বারে বারে হারিয়ে মেলে
আজ প্রাতে তার দেখা পেলে
নূতন করে পায়ের তলে দেব হৃদয় পাতি॥

১০৬

কাজ ভোলাবার কে গো তোরা!
রঙিন সাজে কে যে পাঠায়
কোন্ সে ভুবন-মনো-চোরা!
কঠিন পাথর সারে সারে
দেয় পাহারা গুহার দ্বারে,
হাসির ধারায় ডুবিয়ে তারে
ঝরাও রসের সুধা-ঝোরা!

স্বপন-তরীর তোরা নেয়ে
লাগল পালে নেশার হাওয়া,
পাগ্‌লা পরান চলে গেয়ে।
কোন্ উদাসীর উপবনে
বাজল বাঁশি ক্ষণে ক্ষণে,
ভুলিয়ে দিল ঈশান কোণে
ঝঞ্ঝা ঘনায় ঘনঘোরা।

১০৭

শেষ ফলনের ফসল এবার
কেটে লও, বাঁধো আঁটি।
বাকি যা নয় গো নেবার
মাটিতে হোক তা মাটি॥

১০৮

বাঁধন কেন ভূষণ-বেশে
তোরে ভোলায়, হায় অভাগী।
মরণ কেন মোহন হেসে
তোরে দোলায়, হায় অভাগী॥

১০৯

দয়া করো, দয়া করো প্রভু, ফিরে ফিরে
শত শত অপরাধে অপরাধিনীরে॥
অন্তরে রয়েছ জাগি, তোমার প্রসাদ-লাগি
দুর্বল পরান বাধা ঘটায় বাহিরে॥
শঙ্কা আসে, লজ্জা আসে, মরি অবসাদে।
দৈন্যরাশি ফেলে গ্রাসি, ঘেরে পরমাদে।
ক্লান্ত দেহে তন্দ্রা লাগে, ধুলায় শয়ন মাগে—
অপথে জাগিয়া উঠি ভাসি আঁখিনীরে॥

১১০

জয় জয় জয় হে জয় জ্যোতির্ময়—
মোহকলুষঘন কর' ক্ষয়, কর' ক্ষয় ॥
অগ্নিপরশ তব কর' কর' দান,
কর' নির্মল মম তনুমন প্রাণ—
বন্ধনশৃঙ্খল নাহি সয়, নাহি সয় ॥
গূঢ় বিঘ্ন যত কর' উৎপাটিত।
অমৃতদ্বার তব কর' উদ্‌ঘাটিত।
যাচি যাত্রিদল, হে কর্ণধার,
সুপ্তিসাগর কর' কর' পার—
স্বপ্নের সঞ্চয় হোক লয়, হোক লয় ॥

১১১

বাজো রে বাঁশরি, বাজো।
সুন্দরী, চন্দনমাল্যে মঙ্গলসন্ধ্যায় সাজো ॥
বুঝি মধুফাল্গুনমাসে চঞ্চল পান্থ সে আসে—
মধুকরপদভরকম্পিত চম্পক অঙ্গনে ফোটে নি কি আজও ॥
রক্তিম অংশুক মাথে, কিংশুককঙ্কণ হাতে,
মঞ্জীরঝঙ্কৃত পায়ে সৌরভমন্থর বায়ে
বন্দনসঙ্গীতগুঞ্জনমুখরিত নন্দনকুঞ্জে বিরাজো ॥

১১২

তোমায় সাজাব যতনে কুসুমে রতনে
কেয়ূরে কঙ্কণে কুঙ্কুমে চন্দনে ॥
কুন্তলে বেষ্টিব স্বর্ণজালিকা, কণ্ঠে দোলাইব মুক্তামালিকা,
সীমন্তে সিন্দূর অরুণ বিন্দুর— চরণ রঞ্জিব অলক্ত-অঙ্কনে ॥
সখীরে সাজাব সখার প্রেমে অলক্ষ্য প্রাণের অমূল্য হেমে।
সাজাব সকরুণ বিরহবেদনায়, সাজাব অক্ষয় মিলনসাধনায়—
মধুর লজ্জা রচিব সজ্জা যুগল প্রাণের বাণীর বন্ধনে ॥

১১৩

নমো নমো শচীচিতরঞ্জন, সন্তাপভঞ্জন-
নবজলধরকান্তি, ঘননীল-অঞ্জন— নমো হে, নমো নমো ॥
নন্দনবীথির ছায়ে তব পদপাতে নব পারিজাতে
উড়ে পরিমল মধুরাতে— নমো হে, নমো নমো।
তোমার কটাক্ষের ছন্দে মেনকার মঞ্জীরবন্ধে
জেগে ওঠে গুঞ্জন মধুকরগঞ্জন— নমো হে, নমো নমো ॥

১১৪

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।
গোষ্ঠে যবে নামে সন্ধ্যা শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বালো সন্ধ্যাদীপখানি।
দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্রনেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল লজ্জিত বাসরশয্যাতে অর্ধরাতে।
উষার উদয়-সম অনবগুণ্ঠিতা তুমি অকুণ্ঠিতা ॥
সুরসভাতলে যবে নৃত্য করো পুলকে উল্লসি
হে বিলোল হিল্লোল উর্বশী,
ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল,
তোমার মদির গন্ধ অন্ধ বায়ু বহে চারি ভিতে,
মধুমত্ত ভৃঙ্গ-সম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধ চিতে উদ্দাম গীতে।
নূপুর গুঞ্জরি চলো আকুল-অঞ্চলা বিদ্যুতচঞ্চলা ॥

১১৫

প্রহরশেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্র মাস—
তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ ॥
এ সংসারের নিত্য খেলায় প্রতিদিনের প্রাণের মেলায়
বাটে ঘাটে হাজার লোকের হাস্য-পরিহাস—
মাঝখানে তার তোমার চোখে আমার সর্বনাশ ॥

আমের বনে দোলা লাগে, মুকুল পড়ে ঝ'রে—
চিরকালের চেনা গন্ধ হাওয়ায় ওঠে ভ'রে।
মঞ্জরিত শাখায় শাখায়, মউমাছিদের পাখায় পাখায়,
ক্ষণে ক্ষণে বসন্তদিন ফেলেছে নিশ্বাস—
মাঝখানে তার তোমার চোখে আমার সর্বনাশ॥

১১৬

বলেছিল 'ধরা দেব না', শুনেছিল সেই বড়াই।
বীরপুরুষের সয় নি গুমোর, বাধিয়ে দিয়েছে লড়াই।
তার পরে শেষে কী যে হল কার,
কোন্ দশা হল জয়পতাকার।—
কেউ বলে জিৎ, কেউ বলে হার, আমরা গুজব ছড়াই॥

১১৭

গুরুপদে মন করো অর্পণ, ঢালো ধন তাঁর ঝুলিতে।
লঘু হবে ভার, রবে নাকো আর ভবের দোলায় দুলিতে।
হিসাবের খাতা নাড়ো ব'সে ব'সে, মহাজনে নেয় সুদ ক'ষে ক'ষে—
খাঁটি যেই জন সেই মহাজনে কেন থাক হায় ভুলিতে।
দিন চলে যায় ট্যাঁকে টাকা হায় কেবলই খুলিতে তুলিতে॥

১১৮

শোন্ রে শোন্ অবোধ মন,—
শোন্ সাধুর উক্তি, কিসে মুক্তি সেই সুযুক্তি কর্ গ্রহণ।
ভবের শুক্তি ভেঙে মুক্তিমুক্তা কর্ অন্বেষণ,
ওরে ও ভোলা মন॥

১১৯

জয় জয় তাসবংশ-অবতংস!
ক্রীড়াসরসীনীরে রাজহংস॥

তাম্রকূটঘনধূমবিলাসী! তন্দ্রাতীরনিবাসী!
সব-অবকাশ-ধ্বংস! যমরাজেরই অংশ॥

১২০

তোলন-নামন পিছন-সামন।
বাঁয়ে ডাইনে চাই নে, চাই নে।
বোসন-ওঠন ছড়ান-গুটন।
উল্টা-পাল্টা ঘূর্ণি চালটা— বাস্! বাস্! বাস্!

১২১

আমরা চিত্র অতি বিচিত্র,
অতি বিশুদ্ধ, অতি পবিত্র।
আমাদের যুদ্ধ নহে কেহ ক্রুদ্ধ।
ওই দেখো গোলাম অতিশয় মোলাম।
নাহি কোনো অস্ত্র খাকি-রাঙা বস্ত্র।
নাহি লোভ, নাহি ক্ষোভ।
নাহি লাফ, নাহি ঝাঁপ।
যথারীতি জানি, সেই মতো মানি।
কে তোমার শত্রু, কে তোমার মিত্র।
কে তোমার টক্কা, কে তোমার ফক্কা॥

১২২

চিঁড়েতন হর্তন ইস্কাবন
অতি সনাতন ছন্দে করতেছে নর্তন।
কেউ বা ওঠে কেউ পড়ে,
কেউ বা একটু নাহি নড়ে,
কেউ শুয়ে শুয়ে ভুঁয়ে করে কালকর্তন॥

নাহি কহে কথা কিছু—
একটু না হাসে, সামনে যে আসে
চলে তারি পিছু পিছু।
বাঁধা তার পুরাতন চালটা,
নাই কোনো উল্টা-পাল্টা— নাই পরিবর্তন ॥

১২৩

চলো নিয়ম-মতে।
দূরে তাকিয়ো নাকো, ঘাড় বাঁকিয়ো নাকো!
চলো সমান পথে।
'হেরো অরণ্য ওই, হোথা শৃঙ্খলা কই—
পাগল ঝর্নাগুলো দক্ষিণপর্বতে।'
ও দিক চেয়ো না, চেয়ো না— যেয়ো না, যেয়ো না।
চলো সমান পথে ॥

১২৪

হা-আ-আ-আই।
নাই কাজ নাই।
দিন যায়, দিন যায়।
আয় আয়, আয় আয়।
হাতে কাজ নাই ॥

১২৫

হাঁচ্ছোঃ!— ভয় কী দেখাচ্ছ।
ধরি টিপে টুঁটি, মুখে মারি মুঠি—
বলো দেখি কী আরাম পাচ্ছ।
হাঁচ্ছো। হাঁচ্ছো ॥

১২৬

ইচ্ছে!— ইচ্ছে!

সেই তো ভাঙছে, সেই তো গড়ছে,

সেই তো দিচ্ছে নিচ্ছে॥

সেই তো আঘাত করছে তালায়, সেই তো বাঁধন ছিঁড়ে পালায়-

বাঁধন পরতে সেই তো আবার ফিরছে॥

১২৭

আমরা দূর আকাশের নেশায় মাতাল ঘরভোলা সব যত—

বকুলবনের গন্ধে আকুল মউমাছিদের মতো॥

সূর্য ওঠার আগে মন আমাদের জাগে—

বাতাস থেকে ভোর-বেলাকার সুর ধরি সব কত॥

কে দেয় রে হাতছানি

নীল পাহাড়ের মেঘে মেঘে, আভাস বুঝি জানি।

পথ যে চলে বেঁকে বেঁকে অলখ-পানে ডেকে ডেকে

ধরা যারে যায় না তারি ব্যাকুল খোঁজেই রত॥

১২৮

বাহির হলেম আমি আপন ভিতর হতে,

নীল আকাশে পাড়ি দেব খ্যাপা হাওয়ার স্রোতে॥

আমের মুকুল ফুটে ফুটে যখন পড়ে ঝ'রে ঝ'রে

মাটির আঁচল ভ'রে ভ'রে—

ঝরাই আমার মনের কথা ভরা ফাগুন-চোতে॥

কোথা তুই প্রাণের দোসর বেড়াস ঘুরি ঘুরি—

বনবীথির আলোছায়ায় করিস লুকোচুরি।

আমার একলা বাঁশি পাগলামি তার পাঠায় দিগন্তরে

তোমার গানের তরে—

কবে বসন্তেরে জাগিয়ে দেব আমাতে আর তোতে॥

১২৯

শুনি ওই রুনুঝুনু পায়ে পায়ে নূপুরধ্বনি
চকিত পথে বনে বনে ॥
নির্ঝর ঝরো ঝরো ঝরিছে দূরে,
জলতলে বাজে শিলা ঠুনু-ঠুনু ঠুনু-ঠুনু ॥
ঝিল্লিঝঙ্কৃত বেণুবনছায়া পল্লবমর্মরে কাঁপে,
পাপিয়া ডাকে, পুলকিত শিরীষশাখে
দোল দিয়ে যায় দক্ষিণবায় পুন পুন ॥

১৩০

এই তো ভরা হল ফুলে ফুলে ফুলের ডালা।
ভরা হল— কে নিবি কে নিবি গো, গাঁথিবি বরণমালা।
চম্পা চামেলি সেঁউতি বেলি
দেখে যা সাজি আজি রেখেছি মেলি—
নবমালতীগন্ধ-ঢালা ॥
বনের মাধুরী হরণ করো তরুণ আপন দেহে।
নববধূ, মিলনশুভলগন-রাত্রে লও গো বাসরগেহে—
উপবনের সৌরভভাষা,
রসতৃষিত মধুপের আশা।
রাত্রিজাগর রজনীগন্ধা—
করবী রূপসীর অলকানন্দা—
গোলাপে গোলাপে মিলিয়া মিলিয়া রচিবে মিলনের পালা ॥

১৩১

সুরের জালে কে জড়ালে আমার মন,
আমি ছাড়াতে পারি নে সে বন্ধন ॥
আমায় অজানা গহনে টানিয়া নিয়ে যে যায়,
বরন-বরন স্বপনছায়ায় করিল মগন ॥

জানি না কোথায় চরণ ফেলি, মরীচিকায় নয়ন মেলি—
কী ভুলে ভুলালো দূরের বাঁশি ! মন উদাসী
আপনারে হারালো, ধ্বনিতে আবৃত চেতন ॥

১৩২

কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা মনে মনে !
মেলে দিলেম গানের সুরের এই ডানা মনে মনে ।
তেপান্তরের পাথার পেরোই রূপ-কথার,
পথ ভুলে যাই দূর পারে সেই চুপ্-কথার—
পারুলবনের চম্পারে মোর হয় জানা মনে মনে ॥
সূর্য যখন অস্তে পড়ে ঢুলি মেঘে মেঘে আকাশ-কুসুম তুলি ।
সাত সাগরের ফেনায় ফেনায় মিশে
আমি যাই ভেসে দূর দিশে—
পরীর দেশে বন্ধ দুয়ার দিই হানা মনে মনে ॥

জাতীয় সংগীত

১

ভারত রে, তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি
যত দিন সিন্ধু না ফেলিবে গ্রাসি তত দিন তুই কাঁদ্ রে।
এই হিমগিরি স্পর্শিয়া আকাশ প্রাচীন হিন্দুর কীর্তি-ইতিহাস
যত দিন তোর শিয়রে দাঁড়ায়ে অশ্রুজলে তোর বক্ষ ভাসাইবে
তত দিন তুই কাঁদ্ রে॥

যে দিন তোমার গিয়াছে চলিয়া সে দিন তো আর আসিবে না।
যে রবি পশ্চিমে পড়েছে ঢলিয়া সে আর পুরবে উঠিবে না।
এমনি সকল নীচ হীনপ্রাণ জনমেছে তোর কলঙ্কী সন্তান
একটি বিন্দু অশ্রুও কেহ তোমার তরে দেয় না ঢালি।
যে দিন তোমার তরে শোণিত ঢালিত সে দিন যখন গিয়াছে চলি
তখন, ভারত, কাঁদ্ রে॥

তবে কেন বিধি এত অলঙ্কারে রেখেছ সাজায়ে ভারতকায়।
ভারতের বনে পাখি গায় গান, স্বর্ণমেঘ-মাখা ভারতবিমান—
হেথাকার লতা ফুলে ফুলে ভরা, স্বর্ণশস্যময়ী হেথাকার ধরা—
প্রফুল্ল তটিনী বহিয়ে যায়।
কেন লজ্জাহীনা অলঙ্কার পরি রোগশুষ্কমুখে হাসিরাশি ভরি
রূপের গরব করিস হায়।
যে দিন গিয়াছে সে তো ফিরিবে না,
তবে, রে ভারত, কাঁদ্ রে॥

ভারত, তোর এ কলঙ্ক দেখিয়া শরমে মলিন মুখ লুকাইয়া
আমরা যে কবি বিজনে কাঁদিব, বিজনে বিষাদে বীণা ঝঙ্কারিব,
তাতেও যখন স্বাধীনতা নাই
তখন, ভারত, কাঁদ্ রে॥

২

অয়ি বিষাদিনী বীণা, আয় সখী, গা লো সেই-সব পুরানো গান--
বহুদিনকার লুকানো স্বপনে ভরিয়া দে-না লো আঁধার প্রাণ ॥
হা রে হতবিধি, মনে পড়ে তোর সেই একদিন ছিল
আমি আর্যলক্ষ্মী এই হিমালয়ে এই বিনোদিনী বীণা করে লয়ে
যে গান গেয়েছি সে গান শুনিয়া জগত চমকি উঠিয়াছিল ॥
আমি অর্জুনেরে— আমি যুধিষ্ঠিরে করিয়াছি স্তনদান।
এই কোলে বসি বাল্মীকি করেছে পুণ্য রামায়ণ গান।
আজ অভাগিনী— আজ অনাথিনী
ভয়ে ভয়ে ভয়ে লুকায়ে লুকায়ে নীরবে নীরবে কাঁদি,
পাছে জননীর রোদন শুনিয়া একটি সন্তান উঠে রে জাগিয়া!
কাঁদিতেও কেহ দেয় না বিধি ॥
হায় রে বিধাতা, জানে না তাহারা সে দিন গিয়াছে চলি
যে দিন মুছিতে বিন্দু-অশ্রুধার কত-না করিত সন্তান আমার—
কত-না শোণিত দিত রে ঢালি ॥

৩

শোনো শোনো আমাদের ব্যথা দেবদেব, প্রভু, দয়াময়-
আমাদের ঝরিছে নয়ন, আমাদের ফাটিছে হৃদয় ॥
চিরদিন আঁধার না রয়— রবি উঠে, নিশি দূর হয়—
এ দেশের মাথার উপরে এ নিশীথ হবে না কি ক্ষয়।
চিরদিন ঝরিবে নয়ন ? চিরদিন ফাটিবে হৃদয় ?।
মরমে লুকানো কত দুখ, ঢাকিয়া রয়েছি ম্লান মুখ—
কাঁদিবার নাই অবসর— কথা নাই, শুধু ফাটে বুক।
সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ প্রাণ, দশ দিশি বিভীষিকাময়—
হেন হীন দীনহীন দেশে বুঝি তব হবে না আলয়।
চিরদিন ঝরিবে নয়ন, চিরদিন ফাটিবে হৃদয় ॥

কোনো কালে তুলিব কি মাথা। জাগিবে কি অচেতন প্রাণ।
ভারতের প্রভাতগগনে উঠিবে কি তব জয়গান।
আশ্বাসবচন কোনো ঠাঁই কোনোদিন শুনিতে না পাই—
শুনিতে তোমার বাণী তাই মোরা সবে রয়েছি চাহিয়া।
বলো, প্রভু, মুছিবে এ আঁখি, চিরদিন ফাটিবে না হিয়া॥

৪

একি অন্ধকার এ ভারতভূমি!
বুঝি, পিতা, তারে ছেড়ে গেছ তুমি।
প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে— কে তারে উদ্ধার করিবে॥
চারি দিকে চাই, নাহি হেরি গতি। নাহি যে আশ্রয়, অসহায় অতি।
আজি এ আঁধারে বিপদপাথারে কাহার চরণ ধরিবে।
তুমি চাও পিতা, ঘুচাও এ দুখ। অভাগা দেশেরে হোয়ো না বিমুখ—
নহিলে আঁধারে বিপদপাথারে কাহার চরণ ধরিবে।

দেখো চেয়ে তব সহস্র সন্তান লাজে নতশির, ভয়ে কম্পমান,
কাঁদিছে সহিছে শত অপমান— লাজ মান আর থাকে না।
হীনতা লয়েছে মাথায় তুলিয়া, তোমারেও তাই গিয়াছে ভুলিয়া,
দয়াময় ব'লে আকুলহৃদয়ে তোমারেও তারা ডাকে না।
তুমি চাও পিতা, তুমি চাও চাও। এ হীনতা-পাপ এ দুঃখ ঘুচাও।
ললাটের কলঙ্ক মুছাও মুছাও— নহিলে এ দেশ থাকে না।

তুমি যবে ছিলে এ পুণ্যভবনে কী সৌরভসুধা বহিত পবনে,
কী আনন্দগান উঠিত গগনে, কী প্রতিভাজ্যোতি ঝলিত।
ভারত-অরণ্যে ঋষিদের গান অনন্তসদনে করিত প্রয়াণ—
তোমারে চাহিয়া পুণ্যপথ দিয়া সকলে মিলিয়া চলিত।
আজি কী হয়েছে! চাও পিতা, চাও। এ তাপ এ পাপ এ দুখ ঘুচাও।
মোরা তো রয়েছি তোমারি সন্তান
যদিও হয়েছি পতিত॥

৫

ঢাকো রে মুখ, চন্দ্রমা, জলদে।
বিহগেরা থামো থামো। আঁধারে কাঁদো গো তুমি ধরা॥
গাবে যদি গাও রে সবে গাও রে শত অশনি-মহানিনাদে—
ভীষণ প্রলয়সঙ্গীতে জাগাও জাগাও, জাগাও রে এ ভারতে॥
বনবিহঙ্গ, তুমিও সুখগীতি গেয়ো না। প্রমোদমদিরা ঢালি প্রাণে প্রাণে
আনন্দরাগিণী আজি কেন বাজিছে এত হরষে—
ছিঁড়ে ফেল্‌ বীণা আজি বিষাদের দিনে॥

৬

দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখগান গাহিয়ে
নগরে প্রান্তরে বনে বনে। অশ্রু ঝরে দু নয়নে,
পাষাণ হৃদয় কাঁদে সে কাহিনী শুনিয়ে।
জ্বলিয়া উঠে অযুত প্রাণ, এক সাথে মিলি এক গান গায়-
নয়নে অনল ভায়— শূন্য কাঁপে অভ্রভেদী বজ্রনির্ঘোষে!
ভয়ে সবে নীরবে চাহিয়ে॥

ভাই বন্ধু তোমা বিনা আর মোর কেহ নাই।
তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি মোর সকলই।
তোমারি দুঃখে কাঁদিব মাতা, তোমারি দুঃখে কাঁদাব।
তোমারি তরে রেখেছি প্রাণ, তোমারি তরে ত্যজিব্‌।
সকল দুঃখ সহিব সুখে
তোমারি মুখ চাহিয়ে॥

৭

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন—
বন্দে মাতরম্‌॥

আসুক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়—
বন্দে মাতরম্ ॥
আমরা ডরাইব না ঝটিকা-ঝঞ্ঝায়,
অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব-হেলায়।
টুটে তো টুটুক এই নশ্বর জীবন,
তবু না ছিঁড়িবে কভু এ দৃঢ় বন্ধন—
বন্দে মাতরম্ ॥

৮

তোমারি তরে, মা, সঁপিনু এ দেহ। তোমারি তরে, মা, সঁপিনু প্রাণ ॥
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে, এ বীণা তোমারি গাহিবে গান ॥
যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্বল তোমারি কার্য সাধিবে।
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন তোমারি পাশ নাশিবে ॥
যদিও, হে দেবী, শোণিতে আমার কিছুই তোমার হবে না
তবু, ওগো মাতা পারি তা ঢালিতে একতিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে—
নিভাতে তোমার যাতনা।
যদিও, জননী, যদিও আমার এ বীণায় কিছু নাহিক বল
কী জানি যদি, মা, একটি সন্তান জাগি উঠে শুনি এ বীণাতান ॥

৯

তবু পারি নে সঁপিতে প্রাণ।
পলে পলে মরি সেও ভালো, সহি পদে পদে অপমান ॥
কথার বাঁধুনি, কাঁদুনির পালা— চোখে নাহি কারো নীর।
আবেদন আর নিবেদনের থালা ব'হে ব'হে নত শির।
কাঁদিয়ে সোহাগ, ছি ছি একি লাজ! জগতের মাঝে ভিখারির সাজ—
আপনি করি নে আপনার কাজ, পরের 'পরে অভিমান ॥
আপনি নামাও কলঙ্কপশরা, যেয়ো না পরের দ্বার—
পরের পায়ে ধ'রে মান ভিক্ষা করা সকল ভিক্ষার ছার।

'দাও দাও' ব'লে পরের পিছু পিছু   কাঁদিয়া বেড়ালে মেলে না তো কিছু—
মান পেতে চাও, প্রাণ পেতে চাও,   প্রাণ আগে করো দান ॥

১০

কেন চেয়ে আছ, গো মা, মুখপানে।
এরা   চাহে না তোমারে চাহে না যে,   আপন মায়েরে নাহি জানে।
এরা   তোমায় কিছু দেবে না, দেবে না— মিথ্যা কহে শুধু কত কী ভাণে ॥
তুমি তো দিতেছ, মা, যা আছে তোমারি— স্বর্ণশস্য তব, জাহ্নবীবারি,
জ্ঞান ধর্ম কত পুণ্যকাহিনী।
এরা কী দেবে তোরে। কিছু না, কিছু না। মিথ্যা কবে শুধু হীনপরানে ॥
মনের বেদনা রাখো, মা, মনে।   নয়নবারি নিবারো নয়নে।
মুখ লুকাও, মা, ধূলিশয়নে—   ভুলে থাকো যত হীন সন্তানে।
শূন্য-পানে চেয়ে প্রহর গণি গণি   দেখো কাটে কিনা দীর্ঘ রজনী।
দুঃখ জানায়ে কী হবে, জননী,   নির্মম চেতনাহীন পাষাণে ॥

১১

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্,   জগতজনের শ্রবণ জুড়াক,
হিমাদ্রিপাষাণ কেঁদে গলে যাক— মুখ তুলে আজি চাহো রে ॥
দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি,   হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজুলি—
প্রভাতগগনে কোটি শির তুলি   নির্ভয়ে আজি গাহো রে ॥
বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে   রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে   দশ দিক সুখে হাসিবে।
সেদিন প্রভাতে নূতন তপন   নূতন জীবন করিবে বপন
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন— আসিবে সে দিন আসিবে ॥
আপনার মায়ে মা ব'লে ডাকিলে,   আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে,
সব পাপ তাপ দূরে যায় চলে   পুণ্য প্রেমের বাতাসে।
সেথায় বিরাজে দেব-আশীর্বাদ— না থাকে কলহ, না থাকে বিষাদ—
ঘুচে অপমান, জেগে ওঠে প্রাণ— বিমল প্রতিভা বিকাশে ॥

১২

কে এসে যায় ফিরে ফিরে আকুল নয়ননীরে।
কে বৃথা আশাভরে চাহিছে মুখ'পরে।
সে যে আমার জননী রে॥

কাহার সুধাময়ী বাণী মিলায় অনাদর মানি।
কাহার ভাষা হায় ভুলিতে সবে চায়।
সে যে আমার জননী রে॥

ক্ষণেক স্নেহ-কোল ছাড়ি চিনিতে আর নাহি পারি।
আপন সন্তান করিছে অপমান—
সে যে আমার জননী রে॥

পুণ্য কুটিরে বিষণ্ণ কে বসি সাজাইয়া অন্ন।
সে স্নেহ-উপহার রুচে না মুখে আর।
সে যে আমার জননী রে॥

১৩

হে ভারত, আজি তোমারি সভায় শুন এ কবির গান।
তোমার চরণে নবীন হরষে এনেছি পূজার দান।
এনেছি মোদের দেহের শকতি, এনেছি মোদের মনের ভকতি,
এনেছি মোদের ধর্মের মতি, এনেছি মোদের প্রাণ—
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য তোমারে করিতে দান॥

কাঞ্চনথালি নাহি আমাদের, অন্ন নাহিকো জুটে।
যা আছে মোদের এনেছি সাজায়ে নবীন পর্ণপুটে।
সমারোহে আজ নাই প্রয়োজন— দীনের এ পূজা, দীন আয়োজন—
চিরদারিদ্র্য করিব মোচন চরণের ধুলা লুটে।
সুরদুর্লভ তোমার প্রসাদ লইব পর্ণপুটে॥

রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস, তুমিই প্রাণের প্রিয়।
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব তোমারি উত্তরীয়।
দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন, মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন
তোমার মন্ত্র অগ্নিবচন— তাই আমাদের দিয়ো।
পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব তোমারি উত্তরীয়।

দাও আমাদের অভয়মন্ত্র, অশোকমন্ত্র তব।
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র, দাও গো জীবন নব।
যে জীবন ছিল তব তপোবনে, যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লব।
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ দাও সে মন্ত্র তব॥

১৪

নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা—
তব আশ্রমে তোমার চরণে, হে ভারত, লব শিক্ষা।
পরের ভূষণ, পরের বসন, তেয়াগিব আজ পরের অশন—
যদি হই দীন না হইব হীন, ছাড়িব পরের ভিক্ষা।
নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা॥

না থাকে প্রাসাদ আছে তো কুটির কল্যাণে সুপবিত্র।
না থাকে নগর আছে তব বন ফলে ফুলে সুবিচিত্র।
তোমা হতে যত দূরে গেছি স'রে তোমারে দেখেছি তত ছোটো ক'রে।
কাছে দেখি আজ, হে হৃদয়রাজ, তুমি পুরাতন মিত্র।
হে তাপস, তব পর্ণকুটির কল্যাণে সুপবিত্র।

পরের বাক্যে তব পর হয়ে দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা।
তোমারে ভুলিতে ফিরায়েছি মুখ, পরেছি পরের সজ্জা।
কিছু নাহি গনি' কিছু নাহি কহি' জপিছ মন্ত্র অন্তরে রহি—
তব সনাতন ধ্যানের আসন মোদের অস্থিমজ্জা।
পরের বুলিতে তোমারে ভুলিতে দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা॥

সে-সকল লাজ তেয়াগিব আজ, লইব তোমার দীক্ষা।
তব পদতলে বসিয়া বিরলে শিখিব তোমার শিক্ষা।
তোমার ধর্ম, তোমার কর্ম, তব মন্ত্রের গভীর মর্ম
লইব তুলিয়া সকল ভুলিয়া ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা।
তব গৌরবে গরব মানিব, লইব তোমার দীক্ষা॥

১৫

ওরে ভাই, মিথ্যা ভেবো না।
হবার নয় যা কোনোমতেই হবেই না সে, হতে দেব না॥
পড়ব না রে ধুলায় লুটে, যাবে না রে বাঁধন টুটে— যেতে দেব না।
মাথা যাতে নত হবে এমন বোঝা মাথায় নেব না॥
দুঃখ আছে, দুঃখ পেতেই হবে—
যত দূরে যাবার আছে সে তো যেতেই হবে।
উপর-পানে চেয়ে ওরে ব্যথা নে রে বক্ষে ধ'রে— নে রে সকলে।
নিঃসহায়ের সহায় যিনি বাজবে তাঁরে তোদের বেদনা॥

১৬

আজ সবাই জুটে আসুক ছুটে যে যেখানে থাকে—
এবার যার খুশি সে বাঁধন কাটুক, আমরা বাঁধব মাকে।
আমরা পরান দিয়ে আপন করে বাঁধব তাঁরে সত্যডোরে,
সন্তানেরই বাহুপাশে বাঁধব লক্ষ পাকে।
আজ ধনী গরিব সবাই সমান। আয় রে হিন্দু, আয় মুসলমান—
আজকে সকল কাজ পড়ে থাক্, আয় রে লাখে লাখে।
আজ দাও গো সবার দুয়ার খুলে, যাও গো সকল ভাবনা ভুলে—
সকল ডাকের উপরে আজ মা আমাদের ডাকে॥

পূজা ও প্রার্থনা

১

গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে,
তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে ॥
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতি রে ॥
কেমন আরতি, হে ভবখণ্ডন, তব আরতি—
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে ॥

২

এ হরিসুন্দর, এ হরিসুন্দর, মস্তক নমি তব চরণ-'পরে ॥
সেবকজনের সেবায় সেবায়, প্রেমিকজনের প্রেমমহিমায়,
দুঃখীজনের বেদনে বেদনে, সুখীর আনন্দে সুন্দর হে,
মস্তক নমি তব চরণ-'পরে ॥
কাননে কাননে শ্যামল শ্যামল পর্বতে পর্বতে উন্নত উন্নত,
নদীতে নদীতে চঞ্চল চঞ্চল, সাগরে সাগরে গম্ভীর হে,
মস্তক নমি তব চরণ-'পরে।
চন্দ্র সূর্য জ্বালে নির্মল দীপ— তব জগমন্দির উজল করে,
মস্তক নমি তব চরণ-'পরে ॥

৩

আমরা যে শিশু অতি, অতিক্ষুদ্র মন—
পদে পদে হয়, পিতা, চরণস্খলন ॥
রুদ্রমুখ কেন তবে দেখাও মোদের সবে।
কেন হেরি মাঝে মাঝে ভ্রূকুটি ভীষণ ॥
ক্ষুদ্র আমাদের 'পরে করিয়ো না রোষ—
স্নেহবাক্যে বলো, পিতা, কী করেছি দোষ!

শতবার লও তুলে, শতবার পড়ি ভুলে—
কী আর করিতে পারে দুর্বল যে জন ॥

পৃথ্বীর ধূলিতে, দেব, মোদের ভবন—
পৃথ্বীর ধূলিতে অন্ধ মোদের নয়ন।
জন্মিয়াছি শিশু হয়ে, খেলা করি ধূলি লয়ে—
মোদের অভয় দাও দুর্বলশরণ ॥

একবার ভ্রম হলে আর কি লবে না কোলে,
অমনি কি দূরে তুমি করিবে গমন।
তা হলে যে আর কভু উঠিতে নারিব প্রভু,
ভূমিতলে চিরদিন রব অচেতন ॥

৪

মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ, হে বিশ্বপিত,
তোমারি রচিত ছন্দে মহান্ বিশ্বের গীত ॥
মর্তের মৃত্তিকা হয়ে ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে
আমিও দুয়ারে তব হয়েছি হে উপনীত ॥
কিছু নাহি চাহি, দেব, কেবল দর্শন মাগি।
তোমারে শুনাব গীত, এসেছি তাহারি লাগি।
গাহে যেথা রবি শশী সেই সভামাঝে বসি
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত ॥

৫

দিবানিশি করিয়া যতন
হৃদয়েতে রচেছি আসন—
জগতপতি হে, কৃপা করি হেথা কি করিবে আগমন ॥
অতিশয় বিজন এ ঠাঁই, কোলাহল কিছু হেথা নাই—
হৃদয়ের নিভৃত নিলয় করেছি যতনে প্রক্ষালন।

বাহিরের দীপ রবি তারা ঢালে না সেথায় করধারা—
তুমিই করিবে শুধু, দেব, সেথায় কিরণবরিষন।
দূরে বাসনা চপল, দূরে প্রমোদ-কোলাহল—
বিষয়ের মান-অভিমান করেছে সুদূরে পলায়ন।
কেবল আনন্দ বসি সেথা, মুখে নাই একটিও কথা—
তোমারি সে পুরোহিত, প্রভু, করিবে তোমারি আরাধন—
নীরবে বসিয়া অবিরল চরণে দিবে সে অশ্রুজল,
দুয়ারে জাগিয়া রবে একা মুদিয়া সজল দু'নয়ন ॥

৬

কোথা আছ, প্রভু, এসেছি দীনহীন,
আলয় নাহি মোর অসীম সংসারে!
অতি দূরে দূরে ভ্রমিছি আমি হে 'প্রভু প্রভু' ব'লে ডাকি কাতরে ॥
সাড়া কি দিবে না। দীনে কি চাবে না। রাখিবে ফেলিয়ে অকূল আঁধারে?
পথ যে জানি নে, রজনী আসিছে, একেলা আমি যে এ বনমাঝারে ॥
জগতজননী, লহো লহো কোলে, বিরাম মাগিছে শ্রান্ত শিশু এ।
পিয়াও অমৃত, তৃষিত সে অতি— জুড়াও তাহারে স্নেহ বরষিয়ে ॥
ত্যজি সে তোমারে গেছিল চলিয়ে, কাঁদিছে আজিকে পথ হারাইয়ে—
আর সে যাবে না, রহিবে সাথ-সাথ ধরিয়ে তব হাত ভ্রমিবে নির্ভয়ে ॥
এসো তবে, প্রভু, স্নেহনয়নে এ-মুখ-পানে চাও— ঘুচিবে যাতনা,
পাইব নব বল, মুছিব অশ্রুজল, চরণ ধরিয়ে পুরিবে কামনা ॥

৭

কী করিলি মোহের ছলনে।
গৃহ তেয়াগিয়া প্রবাসে ভ্রমিলি, পথ হারাইলি গহনে ॥
ওই সময় চলে গেল, আঁধার হয়ে এল, মেঘ ছাইল গগনে।
শ্রান্ত দেহ আর চলিতে চাহে না, বিঁধিছে কণ্টক চরণে ॥
গৃহে ফিরে যেতে প্রাণ কাঁদিছে, এখন ফিরিব কেমনে।

'পথ বলে দাও' 'পথ বলে দাও' কে জানে কারে ডাকি সঘনে॥
বন্ধু যাহারা ছিল সকলে চলে গেল, কে আর রহিল এ বনে।
ওরে, জগতসখা আছে, যা রে তাঁর কাছে, বেলা যে যায় মিছে রোদনে॥
দাঁড়ায়ে গৃহদ্বারে জননী ডাকিছে, আয় রে ধরি তাঁর চরণে।
পথের ধূলি লেগে অন্ধ আঁখি মোর, মায়েরে দেখেও দেখিলি নে।
কোথা গো কোথা তুমি জননী, কোথা তুমি,
ডাকিছ কোথা হতে এ জনে।
হাতে ধরিয়ে সাথে লয়ে চলো তোমার অমৃতভবনে॥

৮

দেখ্ চেয়ে দেখ্ তোরা জগতের উৎসব।
শোন্ রে অনন্তকাল উঠে জয়-জয় রব॥
জগতের যত কবি গ্রহ তারা শশী রবি
অনন্ত আকাশে ফিরি গান গাহে নব নব।
কী সৌন্দর্য অনুপম না জানি দেখেছে তারা,
না জানি করেছে পান কী মহা অমৃতধারা।
না জানি কাহার কাছে ছুটে তারা চলিয়াছে—
আনন্দে ব্যাকুল যেন হয়েছে নিখিল ভব।
দেখ্ রে আকাশে চেয়ে, কিরণে কিরণময়।
দেখ্ রে জগতে চেয়ে, সৌন্দর্যপ্রবাহ বয়।
আঁখি মোর কার দিকে চেয়ে আছে অনিমিখে—
কী কথা জাগিছে প্রাণে কেমনে প্রকাশি কব॥

৯

আজি শুভদিনে পিতার ভবনে অমৃতসদনে চলো যাই,
চলো চলো, চলো ভাই॥
না জানি সেথা কত সুখ মিলিবে আনন্দের নিকেতনে—
চলো চলো, চলো যাই॥

মহোৎসবে ত্রিভুবন মাতিল, কী আনন্দ উথলিল—
চলো চলো, চলো ভাই।
দেবলোকে উঠিয়াছে জয়গান গাহো সবে একতান—
বলো সবে জয়-জয়॥

১০

বড়ো আশা ক'রে এসেছি গো, কাছে ডেকে লও,
ফিরায়ো না জননী॥
দীনহীনে কেহ চাহে না, তুমি তারে রাখিবে জানি গো।
আর আমি-যে কিছু চাহি নে, চরণতলে বসে থাকিব।
আর আমি-যে কিছু চাহি নে, জননী ব'লে শুধু ডাকিব।
তুমি না রাখিলে, গৃহ আর পাইব কোথা, কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়াব—
ওই-যে হেরি তমসঘনঘোরা গহন রজনী॥

১১

বর্ষ ওই গেল চলে।
কত দোষ করেছি যে, ক্ষমা করো— লহো কোলে॥
শুধু আপনারে লয়ে সময় গিয়েছে বয়ে—
চাহি নি তোমার পানে, ডাকি নাই পিতা ব'লে॥
অসীম তোমার দয়া, তুমি সদা আছ কাছে—
অনিমেষ আঁখি তব মুখপানে চেয়ে আছে।
স্মরিয়ে তোমার স্নেহ পুলকে পূরিছে দেহ—
প্রভু গো, তোমারে কভু আর না রহিব ভুলে॥

১২

তুমি কি গো পিতা আমাদের!
ওই-যে নেহারি মুখ অতুল স্নেহের॥
ওই-যে নয়নে তব অরুণকিরণ নব,
বিমল চরণতলে ফুল ফুটে প্রভাতের॥

ওই কি স্নেহের রবে ডাকিছ মোদের সবে।
তোমার আসন ঘেরি দাঁড়াব কি কাছে গিয়া!
হৃদয়ের ফুলগুলি যতনে ফুটায়ে তুলি
দিবে কি বিমল করি প্রসাদসলিল দিয়া॥

১৩

প্রভু, এলেম কোথায়।
কখন বরষ গেল, জীবন বহে গেল—
কখন কী-যে হল জানি নে হায়।
আসিলাম কোথা হতে, যেতেছি কোন্ পথে
ভাসিয়ে কালস্রোতে তৃণের প্রায়।
মরণসাগর-পানে চলেছি প্রতিক্ষণ,
তবুও দিবানিশি মোহেতে অচেতন।
এ জীবন অবহেলে আঁধারে দিনু ফেলে—
কত-কী গেল চলে, কত-কী যায়।
শোকে তাপে জরজর অসহ যাতনায়
শুকায়ে গেছে প্রেম, হৃদয় মরুপ্রায়।
কাঁদিয়ে হলেম সারা, হয়েছি দিশাহারা—
কোথা গো ধ্রুবতারা কোথা গো হায়॥

১৪

সংসারেতে চারি ধার করিয়াছে অন্ধকার,
নয়নে তোমার জ্যোতি অধিক ফুটেছে তাই॥
চৌদিকে বিষাদঘোরে ঘেরিয়া ফেলেছে মোরে,
তোমার আনন্দমুখ হৃদয়ে দেখিতে পাই॥
ফেলিয়া শোকের ছায়া মৃত্যু ফিরে পায় পায়,
যতনের ধন যত কেড়ে কেড়ে নিয়ে যায়।
তবু সে মৃত্যুর মাঝে অমৃতমুরতি রাজে,
মৃত্যুশোক পরিহরি ওই মুখপানে চাই॥

তোমার আশ্বাসবাণী শুনিতে পেয়েছি প্রভু,
মিছে ভয় মিছে শোক আর করিব না কভু।
হৃদয়ের ব্যথা কব, অমৃত যাচিয়া লব—
তোমার অভয়-কোলে পেয়েছি পেয়েছি ঠাঁই॥

১৫

কী দিব তোমায়। নয়নেতে অশ্রুধার,
শোকে হিয়া জরজর হে॥
দিয়ে যাব হে, তোমারি পদতলে
আকুল এ হৃদয়ের ভার॥

১৬

তোমারেই প্রাণের আশা কহিব!
সুখে-দুখে-শোকে আঁধারে-আলোকে চরণে চাহিয়া রহিব॥
কেন এ সংসারে পাঠালে আমারে তুমিই জান তা প্রভু গো।
তোমারি আদেশে রহিব এ দেশে, সুখ দুখ যাহা দিবে সহিব॥
যদি বনে কভু পথ হারাই, প্রভু, তোমারি নাম লয়ে ডাকিব।
বড়োই প্রাণ যবে আকুল হইবে চরণ হৃদয়ে লইব॥
তোমারি জগতে প্রেম বিলাইব, তোমারি কার্য যা সাধিব—
শেষ হয়ে গেলে ডেকে নিয়ো কোলে। বিরাম আর কোথা পাইব॥

১৭

হাতে লয়ে দীপ অগণন চরাচর কার সিংহাসন
নীরবে করিছে প্রদক্ষিণ॥
চারি দিকে কোটি কোটি লোক লয়ে নিজ সুখ দুঃখ শোক
চরণে চাহিয়া চিরদিন॥
সূর্য তাঁরে কহে অনিবার, 'মুখপানে চাহো একবার,
ধরণীরে আলো দিব আমি।'

চন্দ্র কহিতেছে গান গেয়ে, 'হাসো প্রভু, মোর পানে চেয়ে,
জ্যোৎস্নাসুধা বিতরিব স্বামী।'
মেঘ গাহে চরণে তাঁহার 'দেহো, প্রভু, করুণা তোমার,
ছায়া দিব, দিব বৃষ্টিজল।'
বসন্ত গাহিছে অনুক্ষণ, 'কহো তুমি আশ্বাসবচন,
শুষ্ক শাখে দিব ফুল ফল।'
করজোড়ে কহে নরনারী, 'হৃদয়ে দেহো গো প্রেমবারি,
জগতে বিলাব ভালোবাসা।'
'পূরাও পূরাও মনস্কাম' কাহারে ডাকিছে অবিশ্রাম
জগতের ভাষাহীন ভাষা॥

১৮

সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে, শোনো শোনো পিতা।
কহো কানে কানে, শুনাও প্রাণে প্রাণে মঙ্গলবারতা॥
ক্ষুদ্র আশা নিয়ে রয়েছে বাঁচিয়ে, সদাই ভাবনা।
যা-কিছু পায় হারায়ে যায়, না মানে সান্ত্বনা॥
সুখ-আশে দিশে দিশে বেড়ায় কাতরে—
মরীচিকা ধরিতে চায় এ মরুপ্রান্তরে॥
ফুরায় বেলা, ফুরায় খেলা, সন্ধ্যা হয়ে আসে—
কাঁদে তখন আকুল-মন, কাঁপে তরাসে॥
কী হবে গতি, বিশ্বপতি, শান্তি কোথা আছে—
তোমারে দাও, আশা পূরাও, তুমি এসো কাছে॥

১৯

রজনী পোহাইল— চলেছে যাত্রীদল,
আকাশ পূরিল কলরবে।
সবাই যেতেছে মহোৎসবে॥
কুসুম ফুটেছে বনে, গাহিছে পাখিগণে—
এমন প্রভাত কি আর হবে।

নিদ্রা আর নাই চোখে বিমল অরুণালোকে
জাগিয়া উঠেছে আজি সবে ॥
চলো গো পিতার ঘরে, সারা বৎসরের তরে
প্রসাদ-অমৃত ভিক্ষা লবে ॥
ওই হেরো তাঁর দ্বার জগতের পরিবার
হোথায় মিলেছে আজি সবে—
ভাই বন্ধু সবে মিলি করিতেছে কোলাকুলি,
মাতিয়াছে প্রেমের উৎসবে ॥
যত চায় তত পায়— হৃদয় পূরিয়া যায়,
গৃহে ফিরে জয়-জয়-রবে।
সবার মিটেছে সাধ— লভিয়াছে আশীর্বাদ,
সম্বৎসর আনন্দে কাটিবে ॥

২০

আজি এনেছে তাঁহারি আশীর্বাদ প্রভাতকিরণে।
পবিত্র করপরশ পেয়ে ধরণী লুটিছে তাঁহারি চরণে ॥
আনন্দে তরুলতা নোয়াইছে মাথা, কুসুম ফুটাইছে শত বরনে ॥
আশা উল্লাসে চরাচর হাসে—
কী ভয়, কী ভয় দুঃখ-তাপ-মরণে ॥

২১

চলিয়াছি গৃহপানে, খেলাধুলা অবসান।
ডেকে লও, ডেকে লও, বড়ো শ্রান্ত মন প্রাণ ॥
ধুলায় মলিন বাস, আঁধারে পেয়েছি ত্রাস—
মিটাতে প্রাণের তৃষা বিষাদ করেছি পান ॥
খেলিতে সংসারের খেলা কাতরে কেঁদেছি হায়,
হারায়ে আশার ধন অশ্রুবারি ব'হে যায়।
ধুলাঘর গড়ি যত ভেঙে ভেঙে পড়ে তত—
চলেছি নিরাশ-মনে, সান্ত্বনা করো গো দান ॥

২২

দিন তো চলি গেল, প্রভু, বৃথা— কাতরে কাঁদে হিয়া।
জীবন অহরহ হতেছে ক্ষীণ— কী হল এ শূন্য জীবনে।
দেখাব কেমনে এই ম্লান মুখ, কাছে যাব কী লইয়া
প্রভু হে, যাইবে ভয়, পাব ভরসা
তুমি যদি ডাকো এ অধমে॥

২৩

ভবকোলাহল ছাড়িয়ে
বিরলে এসেছি হে॥
জুড়াব হিয়া তোমায় দেখি,
সুধারসে মগন হব হে॥

২৪

তাঁহার প্রেমে কে ডুবে আছে।
চাহে না সে তুচ্ছ সুখ ধন মান—
বিরহ নাহি তার, নাহি রে দুখতাপ,
সে প্রেমের নাহি অবসান॥

২৫

তবে কি ফিরিব ম্লানমুখে সখা,
জরজর প্রাণ কি জুড়াবে না॥
আঁধার সংসারে আবার ফিরে যাব?
হৃদয়ের আশা পুরাবে না?।

২৬

দেখা যদি দিলে ছেড়ো না আর, আমি অতি দীনহীন॥
নাহি কি হেথা পাপ মোহ বিপদরাশি।
তোমা বিনা একেলা নাহি ভরসা॥

২৭

দুখ দূর করিলে, দরশন দিয়ে মোহিলে প্রাণ ॥
সপ্ত লোক ভুলে শোক তোমারে চাহিয়ে—
কোথায় আছি আমি দীন অতি দীন ॥

২৮

দাও হে হৃদয় ভরে দাও।
তরঙ্গ উঠে উথলিয়া সুধাসাগরে,
সুধারসে মাতোয়ারা করে দাও ॥
যেই সুধারসপানে ত্রিভুবন মাতে তাহা মোরে দাও ॥

২৯

দুয়ারে বসে আছি, প্রভু, সারা বেলা— নয়নে বহে অশ্রুবারি।
সংসারে কী আছে হে, হৃদয় না পূরে—
প্রাণের বাসনা প্রাণে লয়ে ফিরেছি হেথা দ্বারে দ্বারে।
সকল ফেলি আমি এসেছি এখানে, বিমুখ হোয়ো না দীনহীনে—
যা করো হে রব প'ড়ে ॥

৩০

ডেকেছেন প্রিয়তম, কে রহিবে ঘরে।
ডাকিতে এসেছি তাই, চলো ত্বরা ক'রে ॥
তাপিতহৃদয় যারা মুছিবি নয়নধারা,
ঘুচিবে বিরহতাপ কত দিন পরে ॥
আজি এ আকাশমাঝে কী অমৃতবীণা বাজে,
পুলকে জগত আজি কী মধু শোভায় সাজে।
আজি এ মধুর ভবে মধুর মিলন হবে—
তাঁহার সে প্রেমমুখ জেগেছে অন্তরে ॥

৩১

চলেছে তরণী প্রসাদপবনে, কে যাবে এসো হে শান্তিভবনে।
এ ভবসংসারে ঘিরেছে আঁধারে, কেন রে ব'সে হেথা ম্লানমুখ।
প্রাণের বাসনা হেথায় পূরে না, হেথায় কোথা প্রেম কোথা সুখ।
এ ভবকোলাহল, এ পাপহলাহল, এ দুখশোকানল দূরে যাক।
সমুখে চাহিয়ে পুলকে গাহিয়ে চলো রে শুনে চলি তাঁর ডাক।
বিষয়ভাবনা লইয়া যাব না, তুচ্ছ সুখদুখ প'ড়ে থাক্।
ভবের নিশীথিনী ঘিরিবে ঘনঘোরে, তখন কার মুখ চাহিবে।
সাধের ধনজন দিয়ে বিসর্জন কিসের আশে প্রাণ রাখিবে॥

৩২

পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে ভুলে যাও অভিমান।
এসো, ভাই, এসো প্রাণে প্রাণে আজি রেখো না রে ব্যবধান॥
সংসারের ধুলা ধুয়ে ফেলে এসো, মুখে লয়ে এসো হাসি।
হৃদয়ের থালে লয়ে এসো, ভাই, প্রেমফুল রাশি রাশি॥
নীরস হৃদয়ে আপনা লইয়ে রহিলে তাঁহারে ভুলে—
অনাথ জনের মুখপানে, আহা, চাহিলে না মুখ তুলে!
কঠোর আঘাতে ব্যথা পেলে কত, ব্যথিলে পরের প্রাণ—
তুচ্ছ কথা নিয়ে বিবাদে মাতিয়ে দিবা হল অবসান॥
তাঁর কাছে এসে তবুও কি আজি আপনারে ভুলিবে না।
হৃদয়মাঝারে ডেকে নিতে তাঁরে হৃদয় কি খুলিবে না।
লইব বাঁটিয়া সকলে মিলিয়া প্রেমের অমৃত তাঁরি—
পিতার অসীম ধনরতনের সকলেই অধিকারী॥

৩৩

তোমায় যতনে রাখিব হে, রাখিব কাছে—
প্রেমকুসুমের মধুসৌরভে, নাথ, তোমারে ভুলাব হে।

তোমার প্রেমে, সখা, সাজিব সুন্দর—
হৃদয়হারী, তোমারি পথ রহিব চেয়ে ॥
আপনি আসিবে, কেমনে ছাড়িবে আর—
মধুর হাসি বিকাশি রবে হৃদয়াকাশে ॥

৩৪

আইল আজি প্রাণসখা, দেখো রে নিখিলজন।
আসন বিছাইল নিশীথিনী গগনতলে,
গ্রহ তারা সভা ঘেরিয়ে দাঁড়াইল।
নীরবে বনগিরি আকাশে রহিল চাহিয়া,
থামাইল ধরা দিবসকোলাহল ॥

৩৫

দুখের কথা তোমায় বলিব না, দুখ ভুলেছি ও করপরশে।
যা-কিছু দিয়েছ তাই পেয়ে, নাথ, সুখে আছি, আছি হরষে ॥
আনন্দ-আলয় এ মধুর ভব, হেথা আমি আছি এ কী স্নেহ তব—
তোমার চন্দ্রমা তোমার তপন মধুর কিরণ বরষে ॥
কত নব হাসি ফুটে ফুলবনে প্রতিদিন নবপ্রভাতে।
প্রতিনিশি কত গ্রহ কত তারা তোমার নীরব সভাতে।
জননীর স্নেহ সুহৃদের প্রীতি শত ধারে সুধা ঢালে নিতি নিতি,
জগতের প্রেমমধুরমাধুরী ডুবায় অমৃতসরসে ॥
ক্ষুদ্র মোরা তবু না জানি মরণ, দিয়েছ তোমার অভয় শরণ—
শোক তাপ সব হয় হে হরণ তোমার চরণদরশে।
প্রতিদিন যেন বাড়ে ভালোবাসা, প্রতিদিন মিটে প্রাণের পিপাসা—
পাই নব প্রাণ— জাগে নব আশা নব নব নব-বরষে ॥

৩৬

তাঁহার আনন্দধারা জগতে যেতেছে বয়ে,
এসো সবে নরনারী আপন হৃদয় ল'য়ে ॥

সে আনন্দে উপবন বিকশিত অনুক্ষণ,
সে আনন্দে ধায় নদী আনন্দবারতা ক'য়ে ॥
সে পুণ্যনির্ঝরস্রোতে বিশ্ব করিতেছে স্নান,
রাখো সে অমৃতধারা পুরিয়া হৃদয় প্রাণ।
তোমরা এসেছ তীরে— শূন্য কি যাইবে ফিরে,
শেষে কি নয়ননীরে ডুবিবে তৃষিত হয়ে ॥
চিরদিন এ আকাশ নবীন নীলিমাময়,
চিরদিন এ ধরণী যৌবনে ফুটিয়া রয়।
সে আনন্দরসপানে চিরপ্রেম জাগে প্রাণে,
দহে না সংসারতাপ সংসার-মাঝারে র'য়ে ॥

৩৭

হরি, তোমায় ডাকি, সংসারে একাকী
আঁধার অরণ্যে ধাই হে।
গহন তিমিরে নয়নের নীরে
পথ খুঁজে নাহি পাই হে ॥
সদা মনে হয় 'কী করি' 'কী করি',
কখন আসিবে কালবিভাবরী—
তাই ভয়ে মরি, ডাকি হরি! হরি!
হরি বিনে কেহ নাই হে ॥
নয়নের জল হবে না বিফল,
তোমায় সবে বলে ভকতবৎসল—
সেই আশা মনে করেছি সম্বল,
বেঁচে আছি শুধু তাই হে।
আঁধারেতে জাগে তব আঁখিতারা,
তোমার ভক্ত কভু হয় না পথহারা—
প্রাণ তোমায় চাহে, তুমি ধ্রুবতারা—
আর কার পানে চাই হে ॥

৩৮

আমায় ছ জনায় মিলে পথ দেখায় ব'লে পদে পদে পথ ভুলি হে।
নানা কথার ছলে নানান মুনি বলে, সংশয়ে তাই দুলি হে॥
তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ,
তোমার বাণী শুনে ঘুচাব প্রমাদ,
কানের কাছে সবাই করিছে বিবাদ—
শত লোকের শত বুলি হে॥
কাতর প্রাণে আমি তোমায় যখন যাচি
আড়াল ক'রে সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি,
ধরণীর ধুলো তাই নিয়ে আছি—
পাই নে চরণধুলি হে॥
শত ভাগ মোর শত দিকে ধায়,
আপনা-আপনি বিবাদ বাধায়—
কারে সামালিব, একি হল দায়—
একা যে অনেকগুলি হে॥
আমায় এক করো তোমার প্রেমে বেঁধে,
এক পথ আমায় দেখাও অবিচ্ছেদে—
ধাঁদার মাঝে প'ড়ে কত মরি কেঁদে—
চরণেতে লহো তুলি হে॥

৩৯

ঘোরা রজনী, এ মোহঘনঘটা—
কোথা গৃহ হায়। পথে ব'সে॥
সারাদিন করি' খেলা, খেলা যে ফুরাইল— গৃহ চাহিয়া প্রাণ কাঁদে॥

৪০

সুমধুর শুনি আজি, প্রভু, তোমার নাম।
প্রেমসুধাপানে প্রাণ বিহ্বলপ্রায়,
রসনা অলস অবশ অনুরাগে॥

৪১

মিটিল সব ক্ষুধা, তাঁহার প্রেমসুধা, চলো রে ঘরে লয়ে যাই।
সেথা যে কত লোক পেয়েছে কত শোক, তৃষিত আছে কত ভাই॥
ডাকো রে তাঁর নামে সবারে নিজধামে, সকলে তাঁর গুণ গাই।
দুখি কাতর জনে রেখো রে রেখো মনে, হৃদয়ে সবে দেহো ঠাঁই॥
সতত চাহি তাঁরে ভোলো রে আপনারে, সবারে করো রে আপন।
শান্তি-আহরণে, শান্তি বিতরণে, জীবন করো রে যাপন।
এত যে সুখ আছে কে তাহা শুনিয়াছে! চলো রে সবারে শুনাই।
বলো রে ডেকে বলো 'পিতার ঘরে চলো, হেথায় শোকতাপ নাই'॥

৪২

তারো তারো, হরি, দীনজনে।
ডাকো তোমার পথে, করুণাময়, পূজনসাধনহীন জনে॥
অকূল সাগরে না হেরি ত্রাণ, পাপে তাপে জীর্ণ এ প্রাণ—
মরণমাঝারে শরণ দাও হে, রাখো এ দুর্বল ক্ষীণজনে॥
ঘেরিল যামিনী, নিভিল আলো, বৃথা কাজে মম দিন ফুরালো—
পথ নাহি, প্রভু, পাথেয় নাহি— ডাকি তোমারে প্রাণপণে।
দিকহারা সদা মরি যে ঘুরে, যাই তোমা হতে দূর সুদূরে,
পথ হারাই রসাতলপুরে— অন্ধ এ লোচন মোহঘনে॥

৪৩

তব প্রেম সুধারসে মেতেছি,
ডুবেছে মন ডুবেছে॥
কোথা কে আছে নাহি জানি—
তোমার মাধুরীপানে মেতেছি, ডুবেছে মন ডুবেছে॥

৪৪

আমারেও করো মার্জনা।
আমারেও দেহো, নাথ, অমৃতের কণা॥

গৃহ ছেড়ে পথে এসে বসে আছি ম্লানবেশে,
আমারো হৃদয়ে করো আসন রচনা ॥
জানি আমি, আমি তব মলিন সন্তান—
আমারেও দিতে হবে পদতলে স্থান।
আপনি ডুবেছি পাপে, কাঁদিতেছি মনস্তাপে—
শুন গো আমারো এই মরমবেদনা ॥

৪৫

ফিরো না ফিরো না আজি— এসেছ দুয়ারে।
শূন্য প্রাণে কোথা যাও শূন্য সংসারে ॥
আজ তাঁরে যাও দেখে, হৃদয়ে আনো গো ডেকে—
অমৃত ভরিয়া লও মরমমাঝারে ॥
শুষ্ক প্রাণ শুষ্ক রেখে কার পানে চাও।
শূন্য দুটো কথা শুনে কোথা চলে যাও।
তোমার কথা তাঁরে কয়ে তাঁর কথা যাও লয়ে—
চলে যাও তাঁর কাছে রাখি আপনারে ॥

৪৬

সবে মিলি গাও রে, মিলি মঙ্গলাচরো।
ডাকি লহো হৃদয়ে প্রিয়তমে ॥
মঙ্গল গাও আনন্দমনে। মঙ্গল প্রচারো বিশ্বমাঝে ॥

৪৭

স্বরূপ তাঁর কে জানে, তিনি অনন্ত মঙ্গল—
অযুত জগত মগন সেই মহাসমুদ্রে ॥
তিনি নিজ অনুপম মহিমামাঝে নিলীন—
সন্ধান তাঁর কে করে, নিষ্ফল বেদ বেদান্ত।
পরব্রহ্ম, পরিপূর্ণ, অতি মহান—
তিনি আদিকারণ, তিনি বর্ণন-অতীত ॥

৪৮

তোমারে জানি নে হে, তবু মন তোমাতে ধায়।
তোমারে না জেনে বিশ্ব তবু তোমাতে বিরাম পায়॥
অসীম সৌন্দর্য তব কে করেছে অনুভব হে,
সে মাধুরী চিরনব—
আমি না জেনে প্রাণ সঁপেছি তোমায়॥
তুমি জ্যোতির জ্যোতি, আমি অন্ধ আঁধারে।
তুমি মুক্ত মহীয়ান, আমি মগ্ন পাথারে।
তুমি অন্তহীন, আমি ক্ষুদ্র দীন— কী অপূর্ব মিলন তোমায় আমায়॥

৪৯

এবার বুঝেছি সখা, এ খেলা কেবলই খেলা—
মানবজীবন লয়ে এ কেবলই অবহেলা॥
তোমারে নহিলে আর ঘুচিবে না হাহাকার—
কী দিয়ে ভুলায়ে রাখো, কী দিয়ে কাটাও বেলা॥
বৃথা হাসে রবিশশী, বৃথা আসে দিবানিশি—
সহসা পরান কাঁদে শূন্য হেরি দিশি দিশি।
তোমারে খুঁজিতে এসে কী লয়ে রয়েছি শেষে—
ফিরি গো কিসের লাগি এ অসীম মহামেলা॥

৫০

চাহি না সুখে থাকিতে হে, হেরো কত দীনজন কাঁদিছে॥
কত শোকের ক্রন্দন গগনে উঠিছে, জীবনবন্ধন নিমেষে টুটিছে,
কত ধূলিশায়ী জন মলিন জীবন শরমে চাহে ঢাকিতে হে॥
শোকে হাহাকারে বধির শ্রবণ, শুনিতে না পাই তোমার বচন,
হৃদয়বেদন করিতে মোচন কারে ডাকি কারে ডাকিতে হে॥
আশার অমৃত ঢালি দাও প্রাণে, আশীর্বাদ করো আতুর সন্তানে—
পথহারা জনে ডাকি গৃহপানে চরণে হবে রাখিতে হে।

প্রেম দাও শোকে করিতে সান্ত্বনা— ব্যথিত জনের ঘুচাতে যন্ত্রণা,
তোমার কিরণ করহ প্রেরণ অশ্রু-আকুল আঁখিতে হে ॥

৫১

আজ বুঝি আইল প্রিয়তম, চরণে সকলে আকুল ধাইল ॥
কত দিন পরে মন মাতিল গানে,
পূর্ণ আনন্দ জাগিল প্রাণে,
ভাই ব'লে ডাকি সবারে— ভুবন সুমধুর প্রেমে ছাইল ॥

৫২

হে মন, তাঁরে দেখো আঁখি খুলিয়ে
যিনি আছেন সদা অন্তরে ॥
সবারে ছাড়ি প্রভু করো তাঁরে,
দেহ মন ধন যৌবন রাখো তাঁর অধীনে ॥

৫৩

জয় রাজরাজেশ্বর! জয় অরূপসুন্দর!
জয় প্রেমসাগর! জয় ক্ষেম-আকর!
তিমিরতিরস্কর হৃদয়গগনভাস্কর ॥

৫৪

আজি রাজ-আসনে তোমারে বসাইব হৃদয়মাঝারে ॥
সকল কামনা সঁপিব চরণে অভিষেক-উপহারে ॥
তোমারে, বিশ্বরাজ, অন্তরে রাখিব তোমার ভকতেরই এ অভিমান।
ফিরিবে বাহিরে সর্ব চরাচর— তুমি চিত্ত-আগারে ॥

৫৫

হে অনাদি অসীম সুনীল অকূল সিন্ধু, আমি ক্ষুদ্র অশ্রুবিন্দু ॥
তোমার শীতল অতলে ফেলো গো গ্রাসি,
তার পরে সব নীরব শান্তিরাশি—
তার পরে শুধু বিস্মৃতি আর ক্ষমা—

শুধাব না আর কখন্ আসিবে অমা,
কখন্ গগনে উদিবে পূর্ণ ইন্দু ॥

৫৬

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকালমাঝে
আমি মানব কী লাগি একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে।
তুমি আছ বিশ্বেশ্বর সুরপতি অসীম রহস্যে
নীরবে একাকী তব আলয়ে।
আমি চাহি তোমা-পানে—
তুমি মোরে নিয়ত হেরিছ, নিমেষবিহীন নত নয়নে ॥

৫৭

আইল শান্ত সন্ধ্যা, গেল অস্তাচলে শ্রান্ত তপন॥
নমো স্নেহময়ী মাতা, নমো সুপ্তিদাতা,
নমো অতন্দ্র জাগ্রত মহাশান্তি ॥

৫৮

উঠি চলো, সুদিন আইল— আনন্দসৌগন্ধ উচ্ছ্বসিল ॥
আজি বসন্ত আগত স্বরগ হতে
ভক্তহৃদয়পুষ্পনিকুঞ্জে— সুদিন আইল ॥

৫৯

আমারে করো জীবনদান,
প্রেরণ করো অন্তরে তব আহ্বান ॥
আসিছে কত যায় কত, পাই শত হারাই শত—
তোমারি পায়ে রাখো অচল মোর প্রাণ ॥
দাও মোরে মঙ্গলব্রত, স্বার্থ করো দূরে প্রহত—
থামায়ে বিফল সন্ধান জাগাও চিত্তে সত্য জ্ঞান।
লাভে ক্ষতিতে সুখে-শোকে অন্ধকারে দিবা-আলোকে
নির্ভয়ে বহি নিশ্চল মনে তব বিধান ॥

রক্ষা করো হে।
আমার কর্ম হইতে আমায় রক্ষা করো হে।
আপন ছায়া আতঙ্কে মোরে করিছে কম্পিত হে,
আপন চিন্তা গ্রাসিছে আমায়— রক্ষা করো হে।
প্রতিদিন আমি আপনি রচিয়া জড়াই মিথ্যাজালে—
ছলনাডোর হইতে মোরে রক্ষা করো হে।
অহঙ্কার হৃদয়দ্বার রয়েছে রোধিয়া হে—
আপনা হতে আপনার, মোরে রক্ষা করো হে॥

৬১

মহানন্দে হেরো গো সবে গীতরবে চলে শ্রান্তিহারা
জগতপথে পশুপ্রাণী রবি শশী তারা॥
তাঁহা হতে নামে জড়জীবনমনপ্রবাহ।
তাঁহারে খুঁজিয়া চলেছে ছুটিয়া অসীম সৃজনধারা॥

৬২

প্রভু, খেলেছি অনেক খেলা— এবে তোমার ক্রোড় চাহি।
শ্রান্ত হৃদয়ে, হে, তোমারি প্রসাদ চাহি॥
আজি চিন্তাতপ্ত প্রাণে তব শান্তিবারি চাহি॥
আজি সর্ববিত্ত ছাড়ি তোমায় নিত্য-নিত্য চাহি॥

৬৩

আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি, দিবস কাটে বৃথায় হে।
আমি যেতে চাই তব পথপানে, ওহে কত বাধা পায় পায় হে।
(তোমার অমৃতপথে, যে পথে তোমার আলো জ্বলে সেই অভয়পথে।)
চারি দিকে হেরো ঘিরেছে কারা, শত বাঁধনে জড়ায় হে।
আমি ছাড়াতে চাহি, ছাড়ে না কেন গো— ডুবায়ে রাখে মায়ায় হে।

(তারা বাঁধিয়া রাখে, তোমার বাহুর বাঁধন হতে তারা বাঁধিয়া রাখে।)
দাও ভেঙে দাও এ ভবের সুখ, কাজ নেই এ খেলায় হে।
আমি ভুলে থাকি যত অবোধের মতো বেলা বহে তত যায় হে।
(ভুলে যে থাকি, দিন যে মিলায়, খেলা যে ফুরায়, ভুলে যে থাকি।)
হানো তব বাজ হৃদয়গহনে, দুখানল জ্বালো তায় হে।
তুমি নয়নের জলে ভাসায়ে আমারে সে জল দাও মুছায়ে হে।
(নয়নজলে— তোমার-হাতের-বেদনা-দেওয়া নয়নজলে—
প্রাণের-সকল-কলঙ্ক-ধোওয়া নয়নজলে।)
শূন্য ক'রে দাও হৃদয় আমার, আসন পাতো সেথায় হে।
ওহে তুমি এসো এসো, নাথ হয়ে বোসো, ভুলো না আমায় হে।
(আমার শূন্য প্রাণে— চির-আনন্দে ভরে থাকো আমার শূন্য প্রাণে।)

৬৪

আমি সংসারে মন দিয়েছিনু, তুমি আপনি সে মন নিয়েছ।
আমি সুখ ব'লে দুখ চেয়েছিনু, তুমি দুখ ব'লে সুখ দিয়েছ।
(দয়া ক'রে দুখ দিলে আমায়, দয়া ক'রে।)
হৃদয় যাহার শতখানে ছিল শত স্বার্থের সাধনে
তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে, বাঁধিলে ভক্তিবাঁধনে।
(কুড়ায়ে এনে, শতখান হতে কুড়ায়ে এনে,
ধুলা হতে তারে কুড়ায়ে এনে।)
সুখ সুখ ক'রে দ্বারে দ্বারে মোরে কত দিকে কত খোঁজালে,
তুমি যে আমার কত আপনার এবার সে কথা বোঝালে।
(বুঝায়ে দিলে, হৃদয়ে আসি বুঝায়ে দিলে,
তুমি কে হও আমার বুঝায়ে দিলে।)
করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে কোথা নিয়ে যায় কাহারে,
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে— এনেছ তোমারি দুয়ারে।
(আমি না জানিতে, কোথা দিয়ে আমায় এনেছ
আমি না জানিতে।)

৬৫

কে জানিত তুমি ডাকিবে আমারে, ছিলাম নিদ্রামগন।
সংসার মোরে মহামোহঘোরে ছিল সদা ঘিরে সঘন।
(ঘিরে ছিল, ঘিরেছিল হে আমায়—
মোহঘোরে— মহামোহে।)
আপনার হাতে দিবে যে বেদনা, ভাসাবে নয়নজলে,
কে জানিত হবে আমার এমন শুভদিন শুভলগন।
(জানি নে, জানি নে হে, আমি স্বপনে—
আমার এমন ভাগ্য হবে আমি জানি নে, জানি নে হে।)
জানি না কখন্ করুণা-অরুণ উঠিল উদয়াচলে,
দেখিতে দেখিতে কিরণে পূরিল আমার হৃদয়গগন।
(আমার হৃদয়গগন পূরিল তোমার চরণকিরণে—
তোমার করুণা-অরুণে।)
তোমার অমৃতসাগর হইতে বন্যা আসিল কবে—
হৃদয়ে বাহিরে যত বাঁধ ছিল কখন হইল ভগন।
(যত বাঁধ ছিল যেখানে, ভেঙে গেল, ভেসে গেল হে।)
সুবাতাস তুমি আপনি দিয়েছ, পরানে দিয়েছ আশা—
আমার জীবনতরণী হইবে তোমার চরণে মগন।
(তোমার চরণে গিয়ে লাগিবে আমার জীবনতরণী—
অভয়চরণে গিয়ে লাগিবে।)

৬৬

তুমি কাছে নাই ব'লে হেরো, সখা, তাই
'আমি বড়ো' 'আমি বড়ো' বলিছে সবাই।
(সবাই বড়ো হল হে।
সবার বড়ো কাছে নেই ব'লে সবাই বড়ো হল হে।
তোমায় দেখি নে ব'লে তোমায় পাই নে ব'লে,
সবাই বড়ো হল হে।)

নাথ, তুমি একবার এসো হাসিমুখে,
এরা ম্লান হয়ে যাক তোমার সম্মুখে।
(লাজে ম্লান হোক হে।
আমারে যারা ভুলায়েছিল লাজে ম্লান হোক হে।
তোমারে যারা ঢেকেছিল লাজে ম্লান হোক হে।)
কোথা তব প্রেমমুখ, বিশ্ব-ঘেরা হাসি—
আমারে তোমার মাঝে করো গো উদাসী।
(উদাস করো হে, তোমার প্রেমে—
তোমার মধুর রূপে উদাস করো হে।)
ক্ষুদ্র আমি করিতেছে বড়ো অহঙ্কার—
ভাঙো ভাঙো ভাঙো, নাথ, অভিমান তার।
(অভিমান চূর্ণ করো হে।
তোমার পদতলে মান চূর্ণ করো হে—
পদানত ক'রে মান চূর্ণ করো হে।)

৬৭

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে। (নয়নের নয়ন!)
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে। (হৃদয়বিহারী!)
বাসনার বশে মন অবিরত ধায় দশ দিশে পাগলের মতো,
স্থির-আঁখি তুমি মরমে সতত জাগিছ শয়নে স্বপনে।
(তোমার বিরাম নাই, তুমি অবিরাম জাগিছ শয়নে স্বপনে।
তোমার নিমেষ নাই, তুমি অনিমেষ জাগিছ শয়নে স্বপনে।)
সবাই ছেড়েছে, নাই যার কেহ, তুমি আছ তার, আছে তব স্নেহ—
নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ সেও আছে তব ভবনে।
(যে পথের ভিখারি সেও আছে তব ভবনে।
যার কেহ কোথাও নেই সেও আছে তব ভবনে।)
তুমি ছাড়া কেহ সাথি নাই আর, সমুখে অনন্ত জীবনবিস্তার—
কালপারাবার করিতেছ পার কেহ নাহি জানে কেমনে।

(তরী বহে নিয়ে যাও কেহ নাহি জানে কেমনে।
জীবনতরী বহে নিয়ে যাও কেহ নাহি জানে কেমনে।)
জানি শুধু তুমি আছ তাই আছি, তুমি প্রাণময় তাই আমি বাঁচি,
যত পাই তোমায় আরো তত যাচি— যত জানি তত জানি নে।
(জেনে শেষ মেলে না— মন হার মানে হে।)
জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর লোক-লোকান্তরে যুগ-যুগান্তর—
তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই, কোনো বাধা নাই ভুবনে।
(তোমার আমার মাঝে কোনো বাধা নাই ভুবনে।)

৬৮

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না।
কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে, তোমারে দেখিতে দেয় না।
(মোহমেঘে তোমারে দেখিতে দেয় না।
অন্ধ করে রাখে, তোমারে দেখিতে দেয় না।)
ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে তোমায় যবে পাই দেখিতে
ওহে 'হারাই হারাই' সদা হয় ভয়, হারাইয়া ফেলি চকিতে।
(আশ না মিটিতে হারাইয়া— পলক না পড়িতে হারাইয়া—
হৃদয় না জুড়াতে হারাইয়া ফেলি চকিতে।)
কী করিলে বলো পাইব তোমারে, রাখিব আঁখিতে আঁখিতে—
ওহে এত প্রেম আমি কোথা পাব, নাথ, তোমারে হৃদয়ে রাখিতে।
(আমার সাধ্য কিবা তোমারে—
দয়া না করিলে কে পারে—
তুমি আপনি না এলে কে পারে হৃদয়ে রাখিতে।)
আর-কারো পানে চাহিব না আর, করিব হে আমি প্রাণপণ—
ওহে তুমি যদি বলো এখনি করিব বিষয় -বাসনা বিসর্জন।
(দিব শ্রীচরণে বিষয়— দিব অকাতরে বিষয়—
দিব তোমার লাগি বিষয় -বাসনা বিসর্জন।)

৬৯

ওহে জীবনবল্লভ, ওহে সাধনদুর্লভ,
আমি মর্মের কথা অন্তরব্যথা কিছুই নাহি কব—
শুধু জীবন মন চরণে দিনু বুঝিয়া লহো সব।
(দিনু চরণতলে— কথা যা ছিল দিনু চরণতলে—
প্রাণের বোঝা বুঝে লও, দিনু চরণতলে।)
আমি কী আর কব॥

এই সংসারপথসঙ্কট অতি কণ্টকময় হে,
আমি নীরবে যাব হৃদয়ে লয়ে প্রেমমুরতি তব।
(নীরবে যাব— পথের কাঁটা মানব না, নীরবে যাব।
হৃদয়ব্যথায় কাঁদব না, নীরবে যাব।)
আমি কী আর কব॥

আমি সুখদুখ সব তুচ্ছ করিনু প্রিয়-অপ্রিয় হে—
তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে তাহা মাথায় তুলিয়া লব।
(আমি মাথায় লব— যাহা দিবে তাই মাথায় লব—
সুখ দুখ তব পদধুলি ব'লে মাথায় লব।)
আমি কী আর কব॥

অপরাধ যদি ক'রে থাকি পদে, না করো যদি ক্ষমা,
তবে পরানপ্রিয় দিয়ো হে দিয়ো বেদনা নব নব।
(দিয়ো বেদনা— যদি ভালো বোঝ দিয়ো বেদনা—
বিচারে যদি দোষী হই দিয়ো বেদনা।)
আমি কী আর কব॥

তবু ফেলো না দূরে, দিবসশেষে ডেকে নিয়ো চরণে—
তুমি ছাড়া আর কী আছে আমার! মৃত্যু-আঁধার ভব।
(নিয়ো চরণে— ভবের খেলা সারা হলে নিয়ো চরণে—
দিন ফুরাইলে, দীননাথ, নিয়ো চরণে।)
আমি কী আর কব॥

৭০

ওগো দেবতা আমার, পাষাণদেবতা, হৃদিমন্দিরবাসী,
তোমারি চরণে উজাড় করেছি সকল কুসুমরাশি।
প্রভাত আমার সন্ধ্যা হইল, অন্ধ হইল আঁখি।
এ পূজা কি তবে সবই বৃথা হবে। কেঁদে কি ফিরিবে দাসী।
এবার প্রাণের সকল বাসনা সাজায়ে এনেছি থালি।
আঁধার দেখিয়া আরতির তরে প্রদীপ এনেছি জালি।
এ দীপ যখন নিবিবে তখন কী রবে পূজার তরে।
দুয়ার ধরিয়া দাঁড়ায়ে রহিব নয়নের জলে ভাসি॥

৭১

গভীর রাতে ভক্তিভরে কে জাগে আজ, কে জাগে।
সপ্ত ভুবন আলো করে লক্ষ্মী আসেন, কে জাগে।
ষোলো কলায় পূর্ণ শশী, নিশার আঁধার গেছে খসি—
একলা ঘরের দুয়ার-'পরে কে জাগে আজ, কে জাগে।
ভরেছ কি ফুলের সাজি। পেতেছ কি আসন আজি।
সাজিয়ে অর্ঘ্য পূজার তরে কে জাগে আজ, কে জাগে।
আজ যদি রোস্‌ ঘুমে মগন চলে যাবে শুভলগন,
লক্ষ্মী এসে যাবেন স'রে— কে জাগে আজ, কে জাগে॥

৭২

যাত্রী আমি ওরে,
পারবে না কেউ আমায় রাখতে ধরে॥
দুঃখসুখের বাঁধন সবই মিছে, বাঁধা এ ঘর রইবে কোথায় পিছে,
বিষয়বোঝা টানে আমায় নীচে— ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে যাবে পড়ে॥
যাত্রী আমি ওরে,
চলতে পথে গান গাহি প্রাণ ভ'রে।
দেহদুর্গে খুলবে সকল দ্বার, ছিন্ন হবে শিকল বাসনার,
ভালো মন্দ কাটিয়ে হব পার— চলতে রব লোকে লোকান্তরে॥

যাত্রী আমি ওরে,

যা-কিছু ভার যাবে সকল সরে।

আকাশ আমায় ডাকে দূরের পানে ভাষাবিহীন অজানিতের গানে,

সকাল-সাঁঝে আমার পরান টানে কাহার বাঁশি এমন গভীর স্বরে॥

যাত্রী আমি ওরে,

বাহির হলেম না জানি কোন্ ভোরে।

তখন কোথাও গায় নি কোনো পাখি, কী জানি রাত কতই ছিল বাকি,

নিমেষহারা শুধু একটি আঁখি জেগে ছিল অন্ধকারের প'রে॥

যাত্রী আমি ওরে,

কোন্ দিনান্তে পৌঁছব কোন্ ঘরে।

কোন্ তারকা দীপ জ্বালে সেইখানে, বাতাস কাঁদে কোন্ কুসুমের ঘ্রাণে,

কে গো সেথায় স্নিগ্ধ দু'নয়ানে অনাদিকাল চাহে আমার তরে॥

৭৩

দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো— গভীর শান্তি এ যে

আমার সকল ছাড়িয়ে গিয়ে উঠল কোথায় বেজে॥

ছাড়িয়ে গৃহ, ছাড়িয়ে আরাম, ছাড়িয়ে আপনারে

সাথে করে নিল আমায় জন্মমরণপারে—

এল পথিক সেজে॥

চরণে তার নিখিল ভুবন নীরব গগনেতে

আলো-আঁধার আঁচলখানি আসন দিল পেতে।

এত কালের ভয় ভাবনা কোথায় যে যায় সরে,

ভালোমন্দ ভাঙাচোরা আলোয় ওঠে ভ'রে—

কালিমা যায় মেজে।

৭৪

সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি,

দুঃখে তোমায় পেয়েছি প্রাণ ভ'রে।

হারিয়ে তোমায় গোপন রেখেছি,
পেয়ে আবার হারাই মিলনঘোরে ॥
চিরজীবন আমার বীণা-তারে
তোমার আঘাত লাগল বারে বারে,
তাই তো আমার নানা সুরের তানে
প্রাণে তোমার পরশ নিলেম ধ'রে ॥
আজ তো আমি ভয় করি নে আর
লীলা যদি ফুরায় হেথাকার।
নূতন আলোয় নূতন অন্ধকারে
লও যদি বা নূতন সিন্ধুপারে
তবু তুমি সেই তো আমার তুমি—
আবার তোমায় চিনব নূতন ক'রে ॥

৭৫

বলো বলো, বন্ধু, বলো তিনি তোমার কানে কানে
নাম ধরে ডাক দিয়ে গেছেন ঝড়-বাদলের মধ্যখানে ॥
স্তব্ধ দিনের শান্তিমাঝে জীবন যেথায় বর্মে সাজে
বলো সেথায় পরান তিনি বিজয়মাল্য তোমার প্রাণে।
বলো তিনি সাথে সাথে ফেরেন তোমার দুখের টানে ॥
বলো বলো, বন্ধু, বলো নাম বলো তাঁর যাকে তাকে—
শুনুক তারা ক্ষণেক থেমে ফেরে যারা পথের পাকে।
বলো বলো তাঁরে চিনি ভাঙন দিয়ে গড়েন যিনি—
বেদন দিয়ে বাঁধো বীণা আপন-মনে সহজ গানে।
আঁখি দেখুক চেয়ে সহজ সুখে তাঁহার পানে ॥

৭৬

মনের মধ্যে নিরবধি শিকল গড়ার কারখানা।
একটা বাঁধন কাটে যদি বেড়ে ওঠে চারখানা ॥

কেমন ক'রে নামবে বোঝা, তোমার আপদ নয় যে সোজা—
অন্তরেতে আছে যখন ভয়ের ভীষণ ভারখানা ॥

রাতের আঁধার ঘোচে বটে বাতির আলো যেই জ্বালো,
মূর্ছাতে যে আঁধার ঘটে রাতের চেয়ে ঘোর কালো।
ঝড়-তুফানে ঢেউয়ের মারে তবু তরী বাঁচতে পারে,
সবার বড়ো মার যে তোমার ছিদ্রটার ওই মারখানা ॥

পর তো আছে লাখে লাখে, কে তাড়াবে নিঃশেষে।
ঘরের মধ্যে পর যে থাকে পর করে দেয় বিশ্বে সে।
কারাগারের দ্বারী গেলে তখনি কি মুক্তি মেলে।
আপনি তুমি ভিতর থেকে চেপে আছ দ্বারখানা ॥

শূন্য ঝুলির নিয়ে দাবি রাগ ক'রে রোস্ কার 'পরে।
দিতে জানিস তবেই পাবি, পাবি নে তো ধার ক'রে।
লোভে ক্ষোভে উঠিস মাতি, ফল পেতে চাস রাতারাতি—
আপন মুঠো করলে ফুটো আপন থাঁড়ার ধারখানা ॥

৭৭

খেলার সাথি, বিদায়দ্বার খোলো—
এবার বিদায় দাও।
গেল যে খেলার বেলা ॥
ডাকিল পথিকে দিকে বিদিকে,
ভাঙিল রে সুখমেলা ॥

৭৮

যাওয়া-আসারই এই কি খেলা
খেলিলে, হে হৃদিরাজা, সারা বেলা ॥
ডুবে যায় হাসি আঁখিজলে—
বহু যতনে যারে সাজালে
তারে হেলা ॥

৭৯

বুঝি ওই সুদূরে ডাকিল মোরে
নিশীথেরই সমীরণ হায়— হায় ॥
মম মন হল উদাসী, দ্বার খুলিল—
বুঝি খেলারই বাঁধন ওই যায় ॥

৮০

কোন্ ভীরুকে ভয় দেখাবি, আঁধার তোমার সবই মিছে।
ভরসা কি মোর সামনে শুধু। নাহয় আমায় রাখবি পিছে ॥
আমায় দূরে যেই তাড়াবি সেই তো রে তোর কাজ বাড়াবি—
তোমায় নীচে নামতে হবে আমায় যদি ফেলিস নীচে ॥
যাচাই ক'রে নিবি মোরে এই খেলা কি খেলবি ওরে।
যে তোর হাত জানে না, মারকে জানে, ভয় লেগে রয় তাহার প্রাণে—
যে তোর মার ছেড়ে তোর হাতটি দেখে আসল জানা সেই জানিছে ॥

৮১

হৃদয়-আবরণ খুলে গেল তোমার পদপরশে হরষে ওহে দয়াময়।
অন্তরে বাহিরে হেরিনু তোমারে
লোকে লোকে, দিকে দিকে, আঁধারে আলোকে, সুখে দুখে—
হেরিনু হে ঘরে পরে, জগতময়, চিত্তময় ॥

৮২

মন প্রাণ কাড়িয়া লও হে হৃদয়স্বামী,
সংসারের সুখ দুখ সকলই ভুলিব আমি।
সকল সুখ দাও তোমার প্রেমসুখে—
তুমি জাগি থাকো জীবনে দিনযামী ॥

৮৩

শুভ্র প্রভাতে
পূর্বগগনে উদিল
কল্যাণী শুকতারা॥
তরুণ অরুণরশ্মি
ভাঙে অন্ধতামসী
রজনীর কারা॥

আনুষ্ঠানিক সংগীত

১

আজি কাঁদে কারা ওই শুনা যায়, অনাথেরা কোথা করে হায়-হায়,
দিন মাস যায়, বরষ ফুরায়— ফুরাবে না হাহাকার ?।
ওই কারা চেয়ে শূন্য নয়ানে সুখ-আশা-হীন নববর্ষ-পানে,
কারা শুয়ে শুষ্ক ভূমিশয়ানে— মরুময় চারি ধার ॥
আশ্বাসবচন সকলেরে ক'য়ে এসেছিল বর্ষ কত আশা লয়ে,
কত আশা দ'লে আজ যায় চ'লে— শূন্য কত পরিবার।
কত অভাগার জীবনসম্বল মুছে লয়ে গেল, রেখে অশ্রুজল—
নব বরষের উদয়ের পথে রেখে গেল অন্ধকার ॥
হায়, গৃহে যার নাই অন্নকণা মানুষের প্রেম তাও কি পাবে না—
আজি নাই কি রে কাতরের তরে করুণার অশ্রুধার।
কেঁদে বলো, 'নাথ, দুঃখ দূরে যাক, তাপিত ধরার হৃদয় জুড়াক—
বর্ষ যদি যায় সাথে লয়ে যাক বরষের শোকভার।'

২

জয় তব হোক জয়।
স্বদেশের গলে দাও তুমি তুলে যশোমালা অক্ষয়।
বহুদিন হতে ভারতের বাণী আছিল নীরবে অপমান মানি,
তুমি তারে আজি জাগায়ে তুলিয়া রটালে বিশ্বময়।
জ্ঞানমন্দিরে জ্বালায়েছ তুমি যে নব আলোকশিখা
তোমার সকল ভ্রাতার ললাটে দিল উজ্জ্বল টিকা।
অবারিতগতি তব জয়রথ ফিরে যেন আজি সকল জগৎ,
দুঃখ দীনতা যা আছে মোদের তোমারে বাঁধি না রয় ॥

৩

বিশ্ববিদ্যাতীর্থপ্রাঙ্গণ কর' মহোজ্জ্বল আজ হে।
বরপুত্রসংঘ বিরাজ' হে।
ঘন তিমিররাত্রির চিরপ্রতীক্ষা পূর্ণ কর', লহ' জ্যোতির্দীক্ষা।
যাত্রিদল সব সাজ' হে। দিব্যবীণা বাজ' হে।
এস' কর্মী, এস' জ্ঞানী, এস' জনকল্যাণধ্যানী,
এস' তাপসরাজ হে!
এস' হে ধীশক্তিসম্পদ মুক্তবন্ধ সমাজ হে॥

৪

জগতের পুরোহিত তুমি— তোমার এ জগৎ-মাঝারে
এক চায় একেরে পাইতে, দুই চায় এক হইবারে।
ফুলে ফুলে করে কোলাকুলি, গলাগলি অরুণে উষায়।
মেঘ দেখে মেঘ ছুটে আসে, তারাটি তারার পানে চায়।
পূর্ণ হল তোমার নিয়ম, প্রভু হে, তোমারি হল জয়—
তোমার কৃপায় এক হল আজি এই যুগলহৃদয়।
যে হাতে দিয়েছ তুমি বেঁধে শশধরে ধরার প্রণয়ে
সেই হাতে বাঁধিয়াছ তুমি এই দুটি হৃদয়ে হৃদয়ে।
জগত গাহিছে জয়-জয়, উঠেছে হরষকোলাহল,
প্রেমের বাতাস বহিতেছে— ছুটিতেছে প্রেমপরিমল।
পাখিরা গাও গো গান, কহো বায়ু চরাচরময়—
মহেশের প্রেমের জগতে প্রেমের হইল আজি জয়॥

৫

তুমি হে প্রেমের রবি আলো করি চরাচর
যত করো বিতরণ অক্ষয় তোমার কর।
দুজনের আঁখি-'পরে তুমি থাকো আলো ক'রে—
তা হলে আঁধারে আর বলো হে কিসের ডর।

তোমারে হারায় যদি   দুজনে হারাবে দোঁহে—
দুজনে কাঁদিবে বসি   অন্ধ হয়ে ঘন মোহে,
এমনি আঁধার হবে   পাশাপাশি বসে রবে
তবুও দোঁহার মুখ   চিনিবে না পরস্পর।
দেখো, প্রভু, চিরদিন   আঁখি-'পরে থেকো জেগে—
তোমারে ঢাকে না যেন   সংসারের ঘন মেঘে।
তোমারি আলোকে বসি   উজল-আনন-শশী
উভয়ে উভয়ে হেরে   পুলকিতকলেবর॥

৬

শুভদিনে শুভক্ষণে   পৃথিবী আনন্দমনে
দুটি হৃদয়ের ফুল উপহার দিল আজ—
ওই চরণের কাছে   দেখো গো পড়িয়া আছে,
তোমার দক্ষিণহস্তে তুলে লও রাজরাজ।
এক সূত্র দিয়ে, দেব, গেঁথে রাখো এক সাথে—
টুটে না ছিঁড়ে না যেন, থাকে যেন ওই হাতে।
তোমার শিশির দিয়ে   রাখো তারে বাঁচাইয়ে—
কী জানি শুকায় পাছে সংসাররৌদ্রের মাঝ॥

৭

দুজনে   এক হয়ে যাও,   মাথা রাখো একের পায়ে—
দুজনের   হৃদয় আজি   মিলুক তাঁরি মিলন-ছায়ে।
তাঁহারি   প্রেমের বেগে   দুটি প্রাণ   উঠুক জেগে—
যা-কিছু   শীর্ণ মলিন টুটুক তাঁরি চরণ-ঘায়ে।
সমুখে   সংসারপথ,   বিঘ্নবাধা কোরো না ভয়—
দুজনে   যাও চলে যাও— গান করে যাও তাঁহারি জয়।
ভকতি   লও পাথেয়,   শকতি   হোক অজেয়—
অভয়ের আশিসবাণী   আসুক তাঁরি প্রসাদ-বায়ে॥

৮

তাঁহার অসীম মঙ্গললোক হতে
তোমাদের এই হৃদয়বনচ্ছায়ে
অনন্তেরই পরশরসের স্রোতে
দিয়েছে আজ বসন্ত জাগায়ে।
তাই সুধাময় মিলনকুসুমখানি
উঠল ফুটে কখন নাহি জানি—
এই কুসুমের পূজার অর্ঘ্যখানি
প্রণাম করো দুইজনে তাঁর পায়ে।
সকল বাধা যাক তোমাদের ঘুচে,
নামুক তাঁহার আশীর্বাদের ধারা।
মলিন ধুলার চিহ্ন সে দিক মুছে,
শান্তিপবন বহুক বন্ধহারা।
নিত্যনবীন প্রেমের মাধুরীতে
কল্যাণফল ফলুক দোঁহার চিতে,
সুখ তোমাদের নিত্য রহুক দিতে
নিখিলজনের আনন্দ বাড়ায়ে॥

৯

নবজীবনের যাত্রাপথে দাও দাও এই বর
হে হৃদয়েশ্বর—
প্রেমের বিত্ত পূর্ণ করিয়া দিক চিত্ত;
যেন এ সংসারমাঝে তব দক্ষিণমুখ রাজে;
সুখরূপে পাই তব ভিক্ষা, দুখরূপে পাই তব দীক্ষা;
মন হোক ক্ষুদ্রতামুক্ত, নিখিলের সাথে হোক যুক্ত,
শুভকর্মে যেন নাহি মানে ক্লান্তি
শান্তি শান্তি শান্তি॥

১০

প্রেমের মিলনদিনে সত্য সাক্ষী যিনি অন্তর্যামী
নমি তাঁরে আমি— নমি নমি।
বিপদে সম্পদে সুখে দুখে সাথি যিনি দিনরাতি অন্তর্যামী
নমি তাঁরে আমি— নমি নমি।
তিমিররাত্রে যাঁর দৃষ্টি তারায় তারায়,
যাঁর দৃষ্টি জীবনের মরণের সীমা পারায়,
যাঁর দৃষ্টি দীপ্ত সূর্য-আলোকে অগ্নিশিখায়, জীব-আত্মায় অন্তর্যামী
নমি তাঁরে আমি— নমি নমি।
জীবনের সব কর্ম সংসারধর্ম করো নিবেদন তাঁর চরণে।
যিনি নিখিলের সাক্ষী, অন্তর্যামী
নমি তাঁরে আমি— নমি নমি॥

১১

সুমঙ্গলী বধূ, সঞ্চিত রেখো প্রাণে স্নেহমধু। আহা।
সত্য রহো তুমি প্রেমে, ধ্রুব রহো ক্ষেমে—
দুঃখে সুখে শান্ত রহো হাস্যমুখে।
আঘাতে হও জয়ী অবিচল ধৈর্যে কল্যাণময়ী। আহা॥
চলো শুভবুদ্ধির বাণী শুনে,
সকরুণ নম্রতাগুণে চারি দিকে শান্তি হোক বিস্তার—
ক্ষমাস্নিগ্ধ করো তব সংসার।
যেন উপকরণের গর্ব আত্মারে না করে খর্ব।
মন যেন জানে, উপহাস করে কাল ধনমানে—
তব চক্ষে যেন ধূলির সে ফাঁকি নিত্যেরে না দেয় ঢাকি। আহা॥

১২

ইহাদের করো আশীর্বাদ।
ধরায় উঠিছে ফুটি ক্ষুদ্র প্রাণগুলি, নন্দনের এনেছে সংবাদ।

এই হাসিমুখগুলি হাসি পাছে যায় ভুলি,
পাছে ঘেরে আঁধার প্রমাদ,
ইহাদের কাছে ডেকে বুকে রেখে, কোলে রেখে,
তোমরা করো গো আশীর্বাদ।
বলো, 'সুখে যাও চলে ভবের তরঙ্গ দ'লে,
স্বর্গ হতে আসুক বাতাস—
সুখ দুঃখ কোরো হেলা, সে কেবল ঢেউখেলা
নাচিবে তোদের চারিপাশ।'

১৩

সমুখে শান্তিপারাবার—
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।
তুমি হবে চিরসাথি, লও লও হে ক্রোড় পাতি—
অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি ধ্রুবতারকার॥
মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা তোমার দয়া
হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার।
হয় যেন মর্তের বন্ধনক্ষয়, বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়—
পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয় মহা-অজানার॥

৩. ১২. ১৯৩৯

১৪

একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে
রাজার দোহাই দিয়ে
এ যুগে তারাই জন্ম নিয়েছে আজি,
মন্দিরে তারা এসেছে ভক্ত সাজি—
ঘাতক সৈন্যে ডাকি
'মারো মারো' ওঠে হাঁকি।
গর্জনে মিশে পূজামন্ত্রের স্বর—
মানবপুত্র তীব্র ব্যথায় কহেন, হে ঈশ্বর!

এ পানপাত্র নিদারুণ বিষে ভরা
দূরে ফেলে দাও, দূরে ফেলে দাও ত্বরা ॥

২৫. ১২. ১৯৩৯

১৫

আলোকের পথে, প্রভু, দাও দ্বার খুলে—
আলোক-পিয়াসী যারা আছে আঁখি তুলে,
প্রদোষের ছায়াতলে হারায়েছে দিশা,
সমুখে আসিছে ঘিরে নিরাশার নিশা।
নিখিল ভুবনে তব যারা আত্মহারা
আঁধারের আবরণে খোঁজে ধ্রুবতারা,
তাহাদের দৃষ্টি আনো রূপের জগতে—
আলোকের পথে ॥

২. ১১. ১৯৪০

১৬

ওই মহামানব আসে।
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে ॥
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক—
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে 'মাভৈঃ মাভৈঃ'
নবজীবনের আশ্বাসে।
'জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়'
মন্দ্রি-উঠিল মহাকাশে ॥

১ বৈশাখ
১৩৪৮

১৭

হে নূতন,
দেখা দিক আর-বার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ ॥
তোমার প্রকাশ হোক কুহেলিকা করি উদ্‌ঘাটন
সূর্যের মতন।
রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে করো উন্মোচন।
ব্যক্ত হোক জীবনের জয়,
ব্যক্ত হোক তোমামাঝে অসীমের চিরবিস্ময়।
উদয়দিগন্তে শঙ্খ বাজে, মোর চিত্তমাঝে
চিরনূতনেরে দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ ॥

২৩ বৈশাখ
১৩৪৮

প্রেম ও প্রকৃতি

১

গিয়াছে সে দিন্ যে দিন হৃদয় রূপেরই মোহনে আছিল মাতি,
প্রাণের স্বপন আছিল যখন— 'প্রেম' 'প্রেম' শুধু দিবস-রাতি।
শান্তিময়ী আশা ফুটেছে এখন হৃদয়-আকাশপটে,
জীবন আমার কোমল বিভায় বিমল হয়েছে বটে,
বালককালের প্রেমের স্বপন মধুর যেমন উজল যেমন
তেমন কিছুই আসিবে না—
তেমন কিছুই আসিবে না॥

সে দেবীপ্রতিমা নারিব ভুলিতে প্রথম প্রণয় আঁকিল যাহা,
স্মৃতিমরু মোর শ্যামল করিয়া এখনো হৃদয়ে বিরাজে তাহা।
সে প্রতিমা সেই পরিমলসম পলকে যা লয় পায়,
প্রভাতকালের স্বপন যেমন পলকে মিশায়ে যায়।
অলসপ্রবাহ জীবনে আমার সে কিরণ কভু ভাসিবে না আর—
সে কিরণ কভু ভাসিবে না—
সে কিরণ কভু ভাসিবে না॥

২

মন হতে প্রেম যেতেছে শুকায়ে, জীবন হতেছে শেষ।
শিথিল কপোল, মলিন নয়ন, তুষারধবল কেশ।
পাশেতে আমার নীরবে পড়িয়া অযতনে বীণাখানি—
বাজাবার বল নাহিক এ হাতে, জড়িমাজড়িত বাণী।
গীতিময়ী মোর সহচরী বীণা, হইল বিদায় নিতে।
আর কি পারিবি ঢালিবারে তুই অমৃত আমার চিতে।
তবু একবার, আর-একবার, ত্যজিবার আগে প্রাণ
মরিতে মরিতে গাইয়া লইব সাধের সে-সব গান।
দুলিবে আমার সমাধি-উপরে তরুগণ শাখা তুলি—
বনদেবতারা গাহিবে তখন মরণের গানগুলি॥

৩

কেন গো সে মোরে যেন করে না বিশ্বাস।
কেন গো বিষণ্ণ আঁখি আমি যবে কাছে থাকি,
কেন উঠে মাঝে মাঝে আকুল নিশ্বাস।
আদর করিতে মোরে চায় কতবার,
সহসা কী ভেবে যেন ফেরে সে আবার।
নত করি দু নয়নে কী যেন বুঝায় মনে,
মন সে কিছুতে যেন পায় না আশ্বাস।
আমি যবে ব্যগ্র হয়ে ধরি তার পাণি
সে কেন চমকি উঠি লয় তাহা টানি।
আমি কাছে গেলে হায় সে কেন গো সরে যায়—
মলিন হইয়া আসে অধর সহাস॥

৪

তোরা বসে গাঁথিস মালা, তারা গলায় পরে।
কখন যে শুকায়ে যায়, ফেলে দেয় রে অনাদরে॥
তোরা সুধা করিস দান, তারা শুধু করে পান,
সুধায় অরুচি হলে ফিরেও তো নাহি চায়—
হৃদয়ের পাত্রখানি ভেঙে দিয়ে চলে যায়॥
তোরা কেবল হাসি দিবি, তারা কেবল বসে আছে—
চোখের জল দেখিলে তারা আর তো রবে না কাছে।
প্রাণের ব্যথা প্রাণে রেখে প্রাণের আগুন প্রাণে ঢেকে
পরান ভেঙে মধু দিবি অশ্রুছাকা হাসি হেসে—
বুক ফেটে, কথা না ব'লে শুকায়ে পড়িবি শেষে॥

৫

বলি, ও আমার গোলাপ-বালা, বলি, ও আমার গোলাপ-বালা-
তোলো মুখানি, তোলো মুখানি— কুসুমকুঞ্জ করো আলা।

বলি, কিসের শরম এত! সখী, কিসের শরম এত!
সখী, পাতার মাঝারে লুকায়ে মুখানি কিসের শরম এত।
বালা, ঘুমায়ে পড়েছে ধরা। সখী, ঘুমায় চন্দ্রতারা।
প্রিয়ে, ঘুমায় দিক্‌বালারা সবে— ঘুমায় জগৎ যত।
বলিতে মনের কথা, সখী, এমন সময় কোথা।
প্রিয়ে, তোলো মুখানি, আছে গো আমার প্রাণের কথা কত।
আমি এমন সুধীর স্বরে, সখী, কহিব তোমার কানে—
প্রিয়ে, স্বপনের মতো সে কথা আসিয়ে পশিবে তোমার প্রাণে।
তবে মুখানি তুলিয়ে চাও, সুধীরে মুখানি তুলিয়ে চাও।
সখী, একটি চুম্বন দাও— গোপনে একটি চুম্বন চাও॥

৬

গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে, মধুপ, হোথা যাস নে—
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে কাঁটার ঘা খাস নে।
হেথায় বেলা, হোথায় চাঁপা শেফালি হোথা ফুটিয়ে—
ওদের কাছে মনের ব্যথা বল্‌ রে মুখ ফুটিয়ে॥
ভ্রমর কহে, 'হেথায় বেলা হোথায় আছে নলিনী—
ওদের কাছে বলিব নাকো আজিও যাহা বলি নি।
মরমে যাহা গোপন আছে গোলাপে তাহা বলিব—
বলিতে যদি জ্বলিতে হয় কাঁটারই ঘায়ে জ্বলিব।'

৭

পাগলিনী, তোর লাগি কী আমি করিব বল্‌।
কোথায় রাখিব তোরে খুঁজে না পাই ভূমণ্ডল।
আদরের ধন তুমি, আদরে রাখিব আমি—
আদরিণী, তোর লাগি পেতেছি এ বক্ষস্থল।
আয় তোরে বুকে রাখি— তুমি দেখো, আমি দেখি—
শ্বাসে শ্বাস মিশাইব, আঁখিজলে আঁখিজল॥

৮

ওই কথা বলো সখী, বলো আর বার—
ভালোবাস মোরে তাহা বলো বার বার।
কতবার শুনিয়াছি, তবুও আবার যাচি—
ভালোবাস মোরে তাহা বলো গো আবার॥

৯

শুন নলিনী, খোলো গো আঁখি—
ঘুম এখনো ভাঙিল না কি!
দেখো, তোমারি দুয়ার-'পরে
সখী, এসেছে তোমারি রবি॥
শুনি প্রভাতের গাথা মোর
দেখো ভেঙেছে ঘুমের ঘোর,
জগত উঠেছে নয়ন মেলিয়া নূতন জীবন লভি।
তবে তুমি কি সজনী জাগিবে নাকো,
আমি যে তোমারি কবি॥
প্রতিদিন আসি, প্রতিদিন হাসি,
প্রতিদিন গান গাহি—
প্রতিদিন প্রাতে শুনিয়া সে গান
ধীরে ধীরে উঠ চাহি।
আজিও এসেছি, চেয়ে দেখো দেখি
আর তো রজনী নাহি।
আজিও এসেছি, উঠ উঠ সখী,
আর তো রজনী নাহি।
সখী, শিশিরে মুখানি মাজি
সখী, লোহিত বসনে সাজি
দেখো বিমল সরসী-আরশির 'পরে অপরূপ রূপরাশি।

থেকে থেকে ধীরে হেলিয়া পড়িয়া
নিজ মুখছায়া আধেক হেরিয়া
ললিত অধরে উঠিবে ফুটিয়া শরমের মৃদু হাসি

১০

ও কথা বোলো না তারে, কভু সে কপট না রে—
আমার কপাল-দোষে চপল সেজন।
অধীরহৃদয় বুঝি শান্তি নাহি পায় খুঁজি,
সদাই মনের মতো করে অন্বেষণ।
ভালো সে বাসিত যবে করে নি ছলনা।
মনে মনে জানিত সে সত্য বুঝি ভালোবাসে—
বুঝিতে পারে নি তাহা যৌবনকল্পনা।
হরষে হাসিত যবে হেরিয়া আমায়,
সে হাসি কি সত্য নয়। সে যদি কপট হয়
তবে সত্য বলে কিছু নাহি এ ধরায়।
ও কথা বোলো না তারে— কভু সে কপট না রে,
আমার কপাল-দোষে চপল সেজন।
প্রেমমরীচিকা হেরি ধায় সত্য মনে করি,
চিনিতে পারে নি সে যে আপনার মন॥

১১

সোনার পিঞ্জর ভাঙিয়ে আমার প্রাণের পাখিটি উড়িয়ে যাক।
সে যে হেথা গান গাহে না! সে যে মোরে আর চাহে না!
সুদূর কানন হইতে সে যে শুনেছে কাহার ডাক—
পাখিটি উড়িয়ে যাক॥
মুদিত নয়ন খুলিয়ে আমার সাধের স্বপন যায় রে যায়।

হাসিতে অশ্রুতে গাঁথিয়া গাঁথিয়া   দিয়েছিনু তার বাহুতে বাঁধিয়া
আপনার মনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া   ছিঁড়িয়া ফেলেছে হায় রে হায়,
সাধের স্বপন যায় রে যায় ॥
যে যায় সে যায়, ফিরিয়ে না চায়,   যে থাকে সে শুধু করে হায়-হায়—
নয়নের জল নয়নে শুকায়—   মরমে লুকায় আশা।
বাঁধিতে পারে না আদরে সোহাগে—   রজনী পোহায়, ঘুম হতে জাগে,
হাসিয়া কাঁদিয়া বিদায় সে মাগে—   আকাশে তাহার বাসা।
যায় যদি তবে যাক।   একবার তবু ডাক্।
কী জানি যদি রে প্রাণ কাঁদে তার   তবে থাক্, তবে থাক্ ॥

১২

হৃদয় মোর কোমল অতি,   সহিতে নারি রবির জ্যোতি,
লাগিলে আলো শরমে ভয়ে   মরিয়া যাই মরমে ॥
ভ্রমর মোর বসিলে পাশে   তরাসে আঁখি মুদিয়া আসে,
ভূতলে ঝ'রে পড়িতে চাহি   আকুল হয়ে শরমে ॥
কোমল দেহে লাগিলে বায়   পাপড়ি মোর খসিয়া যায়,
পাতার মাঝে ঢাকিয়া দেহ   রয়েছি তাই লুকায়ে।
আঁধার বনে রূপের হাসি   ঢালিব সদা সুরভিরাশি,
আঁধার এই বনের কোলে   মরিব শেষে শুকায়ে ॥

১৩

হৃদয়ের মণি আদরিণী মোর,   আয় লো কাছে আয়।
মিশাবি জোছনাহাসি   রাশি রাশি   মৃদু মধু জোছনায়।
মলয় কপোল চুমে   ঢলিয়া পড়িছে ঘুমে,
কপোলে নয়নে   জোছনা মরিয়া যায়।
যমুনালহরীগুলি   চরণে কাঁদিতে চায় ॥

১৪

খুলে দে তরণী, খুলে দে তোরা, স্রোত বহে যায় যে।
মন্দ মন্দ অঙ্গভঙ্গে নাচিছে তরঙ্গ রঙ্গে— এই বেলা খুলে দে॥
ভাঙিয়ে ফেলেছি হাল, বাতাসে পুরেছে পাল,
স্রোতোমুখে প্রাণ মন যাক ভেসে যাক—
যে যাবি আমার সাথে এই বেলা আয় রে॥

১৫

এ কী হরষ হেরি কাননে!
পরান আকুল, স্বপন বিকশিত মোহমদিরাময় নয়নে॥
ফুলে ফুলে করিছে কোলাকুলি, বনে বনে বহিছে সমীরণ
নবপল্লবে হিল্লোল তুলিয়ে— বসন্তপরশে বন শিহরে।
কী জানি কোথা পরান মন ধাইছে বসন্তসমীরণে॥
ফুলেতে শুয়ে জোছনা হাসিতে হাসি মিলাইছে।
মেঘ ঘুমায়ে ঘুমায়ে ভেসে যায় ঘুমভারে অলসা বসুন্ধরা—
দূরে পাপিয়া পিউ-পিউ রবে ডাকিছে সঘনে॥

১৬

আমি স্বপনে রয়েছি ভোর, সখী, আমারে জাগায়ো না।
আমার সাধের পাখি যারে নয়নে নয়নে রাখি
তারি স্বপনে রয়েছি ভোর, আমার স্বপন ভাঙায়ো না।
কাল ফুটিবে রবির হাসি, কাল ছুটিবে তিমিররাশি—
কাল আসিবে আমার পাখি, ধীরে বসিবে আমার পাশ।
ধীরে গাহিবে সুখের গান, ধীরে ডাকিবে আমার নাম।
ধীরে বয়ান তুলিয়া নয়ান খুলিয়া হাসিব সুখের হাস।
আমার কপোল ভ'রে শিশির পড়িবে ঝ'রে—
নয়নেতে জল, অধরেতে হাসি, মরমে রহিব ম'রে!
তাহারি স্বপনে আজি মুদিয়া রয়েছি আঁখি—

কখন অসিবে প্রাতে আমার সাধের পাখি,
কখন জাগাবে মোরে আমার নামটি ডাকি ॥

১৭

গেল গেল নিয়ে গেল এ প্রণয়স্রোতে।
'যাব না' 'যাব না' করি ভাসায়ে দিলাম তরী—
উপায় না দেখি আর এ তরঙ্গ হতে ॥
দাঁড়াতে পাই নে স্থান, ফিরিতে না পারে প্রাণ—
বায়ুবেগে চলিয়াছি সাগরের পথে ॥
জানিনু না, শুনিনু না, কিছু না ভাবিনু—
অন্ধ হয়ে একেবারে তাহে ঝাঁপ দিনু।
এত দূর ভেসে এসে ভ্রম যে বুঝেছি শেষে—
এখন ফিরিতে কেন হয় গো বাসনা।
আগেভাগে, অভাগিনী, কেন ভাবিলি না।
এখন যে দিকে চাই কূলের উদ্দেশ নাই—
সম্মুখে আসিছে রাত্রি, আঁধার করিছে ঘোর।
স্রোতপ্রতিকূলে যেতে বল যে নাই এ চিতে,
শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন হয়েছে হৃদয় মোর ॥

১৮

হাসি কেন নাই ও নয়নে! ভ্রমিতেছ মলিন-আননে।
দেখো, সখী, আঁখি তুলি ফুলগুলি ফুটেছে কাননে ॥
তোমারে মলিন দেখি ফুলেরা কাঁদিছে সখী
শুধাইছে বনলতা কত কথা আকুল বচনে ॥
এসো সখী, এসো হেথা, একটি কহো গো কথা—
বলো, সখী, কার লাগি পাইয়াছ মনোব্যথা।
বলো, সখী, মন তোর আছে ভোর কাহার স্বপনে

১৯

একবার বলো, সখী, ভালোবাস মোরে—
রেখো না ফেলিয়া আর সন্দেহের ঘোরে।
সখী, ছেলেবেলা হতে সংসারের পথে পথে
মিথ্যা মরীচিকা লয়ে যেপেছি সময়।
পারি নে, পারি নে আর— এসেছি তোমারি দ্বার—
একবার বলো, সখী, দিবে কি আশ্রয়।
সহেছি ছলনা এত, ভয় হয় তাই
সত্যকার সুখ বুঝি এ কপালে নাই।
বহুদিন ঘুমঘোরে ডুবায়ে রাখিয়া মোরে
অবশেষে জাগায়ো না নিদারুণ ঘায়।
ভালোবেসে থাকো যদি লও লও এই হৃদি—
ভগ্ন চূর্ণ দগ্ধ এই হৃদয় আমার
এ হৃদয় চাও যদি লও উপহার॥

২০

কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া
তোমার চরণে দিব হৃদয় খুলিয়া।
চরণে ধরিয়া তব কহিব প্রকাশি
গোপনে তোমারে, সখা, কত ভালোবাসি
ভেবেছিনু কোথা তুমি স্বর্গের দেবতা,
কেমনে তোমারে কব প্রণয়ের কথা।
ভেবেছিনু মনে মনে দূরে দূরে থাকি
চিরজন্ম সঙ্গোপনে পূজিব একাকী—
কেহ জানিবে না মোর গভীর প্রণয়,
কেহ দেখিবে না মোর অশ্রুবারিচয়।
আপনি আজিকে যবে শুধাইছ আসি,
কেমনে প্রকাশি কব কত ভালোবাসি॥

২১

কেমনে শুধিব বলো তোমার এ ঋণ।
এ দয়া তোমার, মনে রবে চিরদিন।
যবে এ হৃদয়মাঝে ছিল না জীবন,
মনে হ'ত ধরা যেন মরুর মতন,
সে হৃদে ঢালিয়ে তব প্রেমবারিধার
নূতন জীবন যেন করিলে সঞ্চার।
একদিন এ হৃদয়ে বাজিত প্রেমের গান,
কবিতায় কবিতায় পূর্ণ যেন ছিল প্রাণ—
দিনে দিনে সুখগান থেমে গেল এ হৃদয়ে,
নিশীথশ্মশানসম আছিল নীরব হয়ে—
সহসা উঠেছে বাজি তব করপরশনে,
পুরানো সকল ভাব জাগিয়া উঠেছে মনে,
বিরাজিছে এ হৃদয়ে যেন নব-উষাকাল,
শূন্য হৃদয়ের যত ঘুচেছে আঁধারজাল।
কেমনে শুধিব বলো তোমার এ ঋণ।
এ দয়া তোমার, মনে রবে চিরদিন॥

২২

এ ভালোবাসার যদি দিতে প্রতিদান—
একবার মুখ তুলে চাহিয়া দেখিতে যদি
যখন দুখের জল বর্ষিত নয়ান—
শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে যবে ছুটে আসিতাম, সখী,
ওই মধুময় কোলে দিতে যদি স্থান—
তা হলে, তা হলে, সখী; চিরজীবনের তরে
দারুণযাতনাময় হ'ত না পরান।
একটি কথায় তব একটু স্নেহের স্বরে
যদি যায় জুড়াইয়া হৃদয়ের জ্বালা,

তবে সেইটুকু, সখী, কোরো অভাগার তরে—
নহিলে হৃদয় যাবে ভেঙেচুরে বালা!
একবার মুখ তুলে চেয়ো এ মুখের পানে—
মুছায়ে দিয়ো গো, সখী, নয়নের জল—
তোমার স্নেহের ছায়ে আশ্রয় দিয়ো গো মোরে,
আমার হৃদয় মন বড়োই দুর্বল।
সংসারের স্রোতে ভেসে কত দূর যাব চলে—
আমি কোথা রব আর তুমি কোথা রবে।
কত বর্ষ হবে গত, কত সূর্য হবে অস্ত,
আছিল নূতন যাহা পুরাতন হবে।
তখন সহসা যদি দেখা হয় দুইজনে—
আমি যদি কহিবারে মরমের ব্যথা—
তখন সঙ্কোচভরে দূরে কি যাইবে সরে।
তখন কি ভালো করে কবে নাকো কথা॥

২৩

ওকি সখা, কেন মোরে কর তিরস্কার!
একটু বসি বিরলে কাঁদিব যে মন খুলে
তাতেও কী আমি বলো করিনু তোমার।
মুছাতে এ অশ্রুবারি বলি নি তোমায়,
একটু আদরের তরে ধরি নি তো পায়—
তবে আর কেন, সখা, এমন বিরাগ-মাখা
ভ্রূকুটি এ ভগ্নবুকে হানো বার বার
জানি জানি এ কপাল ভেঙেছে যখন
অশ্রুবারি পারিবে না গলাতে ও মন—
পথের পথিকও যদি মোরে হেরি যায় কাঁদি
তবুও অটল রবে হৃদয় তোমার॥

২৪

ওকি সখা, মুছ আঁখি। আমার তরেও কাঁদিবে কি!
কে আমি বা! আমি অভাগিনী— আমি মরি তাহে দুখ কিবা॥
পড়ে ছিনু চরণতলে— দলে গেছ, দেখ নি চেয়ে।
গেছ গেছ, ভালো ভালো— তাহে দুখ কিবা॥

২৫

হা সখী, ও আদরে আরো বাড়ে মনোব্যথা।
ভালো যদি নাহি বাসে কেন তবে কহে প্রণয়ের কথা॥
মিছে প্রণয়ের হাসি বোলো তারে ভালো নাহি বাসি।
চাই নে মিছে আদর তাহার, ভালোবাসা চাই নে।
বোলো বোলো, সজনী লো, তারে—
আর যেন সে লো আসে নাকো হেথা॥

২৬

ওকে কেন কাঁদালি! ও যে কেঁদে চলে যায়—
ওর হাসিমুখ যে আর দেখা যাবে না॥
শূন্যপ্রাণে চলে গেল, নয়নেতে অশ্রুজল—
এ জনমে আর ফিরে চাবে না॥
দু দিনের এ বিদেশে কেন এল ভালোবেসে,
কেন নিয়ে গেল প্রাণে বেদনা।
হাসি খেলা ফুরালো রে, হাসিব আর কেমনে!
হাসিতে তার কান্নামুখ পড়ে যে মনে।
ডাক্ তারে একবার— কঠিন নহে প্রাণ তার!—
আর বুঝি তার সাড়া পাবে না॥

২৭

এতদিন পরে, সখী, সত্য সে কি হেথা ফিরে এল।
দীনবেশে ম্লানমুখে কেমনে অভাগিনী
যাবে তার কাছে সখী রে।

শরীর হয়েছে ক্ষীণ, নয়ন জ্যোতিহীন—
সবই গেছে কিছু নাই— রূপ নাই, হাসি নাই—
সুখ নাই, আশা নাই— সে আমি আর আমি নাই—
না যদি চেনে সে মোরে তা হলে কী হবে॥

২৮

চরাচর সকলই মিছে মায়া, ছলনা।
কিছুতেই ভুলি নে আর— আর না রে—
মিছে ধূলিরাশি লয়ে কী হবে।
সকলই আমি জেনেছি, সবই শূন্য— শূন্য— শূন্য ছায়া—
সবই ছলনা॥
দিনরাত যার লাগি সুখ দুখ না করিনু জ্ঞান,
পরান মন সকলই দিয়েছি, তা হতে রে কিবা পেনু।
কিছু না— সবই ছলনা॥

২৯

তারে দেহো গো আনি।
ওই রে ফুরায় বুঝি অন্তিম যামিনী॥
একটি শুনিব কথা, একটি শুনাব ব্যথা—
শেষবার দেখে নেব সেই মধুমুখানি॥
ওই কোলে জীবনের শেষ সাধ মিটিবে,
ওই কোলে জীবনের শেষ স্বপ্ন ছুটিবে।
জনমে পূরে নি যাহা আজ কি পূরিবে তাহা।
জীবনের সব-সাধ ফুরাবে এখনি?।

৩০

সাধের কাননে মোর রোপণ করিয়াছিনু
একটি লতিকা, সখী, অতিশয় যতনে।
প্রতিদিন দেখিতাম কেমন সুন্দর ফুল
ফুটিয়াছে শত শত হাসি-হাসি আননে।

প্রতিদিন সযতনে ঢালিয়া দিতাম জল,
প্রতিদিন ফুল তুলে গাঁথিতাম মালিকা।
সোনার লতাটি আহা বন করেছিল আলো—
সে লতা ছিঁড়িতে আছে নিরদয় বালিকা?
কেমন বনের মাঝে আছিল মনের সুখে
গাঁঠে গাঁঠে শিরে শিরে জড়াইয়া পাদপে।
প্রেমের সে আলিঙ্গনে স্নিগ্ধ রেখেছিল তারে
কোমল পল্লবদলে নিবারিয়া আতপে।
এতদিন ফুলে ফুলে ছিল ঢলোঢলো মুখ,
শুকায়ে গিয়াছে আজি সেই মোর লতিকা।
ছিন্ন অবশেষটুকু এখনো জড়ানো বুকে—
এ লতা ছিঁড়িতে আছে নিরদয় বালিকা?।

৩১

সেই যদি সেই যদি ভাঙিল এ পোড়া হৃদি,
সেই যদি ছাড়াছাড়ি হল দুজনায়,
একবার এসো কাছে— কী তাহাতে দোষ আছে।
জন্মশোধ দেখে নিয়ে লইব বিদায়।
সেই গান একবার গাও সখী, শুনি—
যেই গান একসনে গাইতাম দুইজনে,
গাইতে গাইতে শেষে পোহাত যামিনী।
চলিনু চলিনু তবে— এ জন্মে কি দেখা হবে।
এ জন্মের সুখ তবে হল অবসান॥
তবে, সখী, এসো কাছে। কী তাহাতে দোষ আছে।
আরবার গাও, সখী, পুরানো সে গান॥

৩২

দুজনে দেখা হল মধুযামিনী রে—
কেন কথা কহিল না, চলিয়া গেল ধীরে॥

নিকুঞ্জে দখিনাবায় করিছে হায়-হায়,
লতাপাতা দুলে দুলে ডাকিছে ফিরে ফিরে॥
দুজনের আঁখিবারি গোপনে গেল বয়ে,
দুজনের প্রাণের কথা প্রাণেতে গেল রয়ে।
আর তো হল না দেখা, জগতে দোঁহে একা—
চিরদিন ছাড়াছাড়ি যমুনাতীরে॥

৩৩

দেখায়ে দে কোথা আছে একটু বিরল।
এই ম্রিয়মাণ মুখে তোমাদের এত সুখে
বলো দেখি কোন্ প্রাণে ঢালিব গরল।
কিনা করিয়াছি তব বাড়াতে আমোদ—
কত কষ্টে করেছিনু অশ্রুবারি রোধ।
কিন্তু পারি নে যে সখা— যাতনা থাকে না ঢাকা,
মর্ম হতে উচ্ছ্বসিয়া উঠে অশ্রুজল।
ব্যথায় পাইয়া ব্যথা যদি গো শুধাতে কথা
অনেক নিভিত তবু এ হৃদি-অনল।
কেবল উপেক্ষা সহি বলো গো কেমনে রহি।
কেমনে বাহিরে মুখে হাসিব কেবল॥

৩৪

পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়।
ও সেই চোখের দেখা, প্রাণের কথা, সে কি ভোলা যায়।
আয় আর-একটিবার আয় রে সখা, প্রাণের মাঝে আয়।
মোরা সুখের দুখের কথা কব, প্রাণ জুড়াবে তায়।
মোরা ভোরের বেলা ফুল তুলেছি, দুলেছি দোলায়—
বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েছি বকুলের তলায়।
হায় মাঝে হল ছাড়াছাড়ি, গেলেম কে কোথায়—
আবার দেখা যদি হল, সখা, প্রাণের মাঝে আয়॥

৩৫

গা সখী, গাইলি যদি, আবার সে গান।
কতদিন শুনি নাই ও পুরানো তান ॥
কখনো কখনো যবে নীরব নিশীথে
একেলা রয়েছি বসি চিন্তামগ্ন চিতে—
চমকি উঠিত প্রাণ— কে যেন গায় সে গান,
দুই-একটি কথা তার পেতেছি শুনিতে।
হা হা সখী, সেদিনের সব কথাগুলি
প্রাণের ভিতরে যেন উঠিছে আকুলি।
যেদিন মরিব, সখী, গাস্‌ ওই গান—
শুনিতে শুনিতে যেন যায় এই প্রাণ ॥

৩৬

ও গান আর গাস্‌ নে, গাস্‌ নে, গাস্‌ নে।
যে দিন গিয়েছে সে আর ফিরিবে না—
তবে ও গান গাস্‌ নে ॥
হৃদয়ে যে কথা লুকানো রয়েছে সে আর জাগাস নে ॥

৩৭

সকলই ফুরাইল। যামিনী পোহাইল।
যে যেখানে সবে চলে গেল ॥
রজনীতে হাসিখুশি, হরষপ্রমোদরাশি—
নিশিশেষে আকুলমনে চোখের জলে
সকলে বিদায় হল ॥

৩৮

ফুলটি ঝরে গেছে রে।
বুঝি সে উষার আলো উষার দেশে চলে গেছে ॥

শুধু সে পাখিটি মুদিয়া আঁখিটি
সারাদিন একলা বসে গান গাহিতেছে ॥
প্রতিদিন দেখত যারে আর তো তারে দেখতে না পায়—
তবু সে নিত্যি আসে গাছের শাখে, সেইখেনেতেই বসে থাকে,
সারা দিন সেই গানটি গায় সন্ধ্যা হলে কোথায় চলে যায় ॥

৩৯

সখা হে, কী দিয়ে আমি তুষিব তোমায়।
জরজর হৃদয় আমার মর্মবেদনায়,
দিবানিশি অশ্রু ঝরিছে সেথায় ॥
তোমার মুখে সুখের হাসি আমি ভালোবাসি—
অভাগিনীর কাছে পাছে সে হাসি লুকায় ॥

৪০

বলি গো সজনী, যেয়ো না, যেয়ো না—
তার কাছে আর যেয়ো না, যেয়ো না।
সুখে সে রয়েছে, সুখে সে থাকুক—
মোর কথা তারে বোলো না, বোলো না ॥
আমায় যখন ভালো সে না বাসে
পায়ে ধরিলেও বাসিবে না সে।
কাজ কী, কাজ কী, কাজ কী সজনী—
মোর তরে তারে দিয়ো না বেদনা ॥

৪১

সহে না যাতনা
দিবস গণিয়া গণিয়া বিরলে
নিশিদিন বসে আছি শুধু পথপানে চেয়ে—
সখা হে, এলে না।
সহে না যাতনা ॥

দিন যায়, রাত যায়, সব যায়—
আমি বসে হায়!
দেহে বল নাই, চোখে ঘুম নাই—
শুকায়ে গিয়াছে আঁখিজল।
একে একে সব আশা ঝ'রে ঝ'রে প'ড়ে যায়—
সহে না যাতনা॥

৪২

যাই যাই, ছেড়ে দাও— স্রোতের মুখে ভেসে যাই।
যা হবার তা হবে আমার, ভেসেছি তো ভেসে যাই॥
ছিল যত সহিবার সহেছি তো অনিবার—
এখন কিসের আশা আর। ভেসেছি তো ভেসে যাই।

৪৩

অসীম সংসারে যার কেহ নাহি কাঁদিবার
সে কেন গো কাঁদিছে!
অশ্রুজল মুছিবার নাহি রে অঞ্চল যার
সেও কেন কাঁদিছে!
কেহ যার দুঃখগান শুনিতে পাতে না কান,
বিমুখ সে হয় যারে শুনাইতে চায়,
সে আর কিসের আশে রয়েছে সংসারপাশে—
জলন্ত পরান বহে কিসের আশায়॥

৪৪

অনন্তসাগরমাঝে দাও তরী ভাসাইয়া।
গেছে সুখ, গেছে দুখ, গেছে আশা ফুরাইয়া॥
সম্মুখে অনন্ত রাত্রি, আমরা দুজনে যাত্রী,
সম্মুখে শয়ান সিন্ধু দিগ্‌বিদিক হারাইয়া॥

জলধি রয়েছে স্থির, ধু-ধু করে সিন্ধুতীর,
প্রশান্ত সুনীল নীর নীল শূন্যে মিশাইয়া।
নাহি সাড়া, নাহি শব্দ, মন্ত্রে যেন সব স্তব্ধ,
রজনী আসিছে ধীরে দুই বাহু প্রসারিয়া॥

৪৫

ফিরায়ো না মুখখানি,
ফিরায়ো না মুখখানি রানী ওগো রানী॥
ভ্রূভঙ্গতরঙ্গ কেন আজি সুনয়নী!
হাসিরাশি গেছে ভাসি, কোন্ দুখে সুধামুখে নাহি বাণী।
আমারে মগন করো তোমার মধুর করপরশে
সুধাসরসে।
প্রাণ মন পুরিয়া দাও নিবিড় হরষে।
হেরো শশীসুশোভন, সজনী,
সুন্দর রজনী।
তৃষিতমধুপসম কাতর হৃদয় মম—
কোন্ প্রাণে আজি ফিরাবে তারে পাষাণী॥

৪৬

হিয়া কাঁপিছে সুখে কি দুখে সখী,
কেন নয়নে আসে বারি।
আজি প্রিয়তম আসিবে মোর ঘরে—
বলো কী করিব আমি সখী।
দেখা হলে, সখী, সেই প্রাণবঁধুরে কী বলিব নাহি জানি।
সে কি না জানিবে, সখী, রয়েছে যা হৃদয়ে—
না বুঝে কি ফিরে যাবে সখী॥

৪৭

দাঁড়াও, মাথা খাও, যেয়ো না সখা।
শুধু সখা, ফিরে চাও, অধিক কিছু নয়—
কতদিন পরে আজি পেয়েছি দেখা॥
আর তো চাহি নে কিছু, কিছু না, কিছু না—
শুধু ওই মুখখানি জন্মশোধ দেখিব।
তাও কি হবে না গো, সখা গো!
শুধু একবার ফিরে চাও॥

৪৮

কে যেতেছিস, আয় রে হেথা— হৃদয়খানি যা-না দিয়ে।
বিম্বাধরের হাসি দেব, সুখ দেব, মধুমাখা দুঃখ দেব,
হরিণ-আঁখির অশ্রু দেব অভিমানে মাখাইয়ে॥
অচেতন করব হিয়ে বিষে-মাখা সুধা দিয়ে,
নয়নের কালো আলো মরমে বরষিয়ে॥
হাসির ঘায়ে কাঁদাইব, অশ্রু দিয়ে হাসাইব,
মৃণালবাহু দিয়ে সাধের বাঁধন বেঁধে দেব।
চোখে চোখে রেখে দেব—
দেব না হৃদয় শুধু, আর-সকলই যা-না নিয়ে॥

৪৯

আবার মোরে পাগল করে দিবে কে।
হৃদয় যেন পাষাণ-হেন বিরাগ-ভরা বিবেকে॥
আবার প্রাণে নূতন টানে প্রেমের নদী
পাষাণ হতে উছল স্রোতে বহায় যদি—
আবার দুটি নয়নে লুটি হৃদয় হ'রে নিবে কে!
আবার মোরে পাগল করে দিবে কে॥

আবার কবে ধরণী হবে তরুণা।
কাহার প্রেমে আসিবে নেমে স্বরগ হতে করুণা।
নিশীথনভে শুনিব কবে গভীর গান,
যে দিকে চাব দেখিতে পাব নবীন প্রাণ,
নূতন প্রীতি আনিবে নিতি কুমারী উষা অরুণা।
আবার কবে ধরণী হবে তরুণা।

দিবে সে খুলি এ ঘোর ধূলি- আবরণ।
তাহার হাতে আঁখির পাতে জগত-জাগা জাগরণ।
সে হাসিখানি আনিবে টানি সবার হাসি।
গড়িবে গেহ, জাগাবে স্নেহ— জীবনরাশি।
প্রকৃতিবধূ চাহিবে মধু, পরিবে নব আভরণ—
সে দিবে খুলি এ ঘোর ধূলি- আবরণ।

হৃদয়ে এসে মধুর হেসে প্রাণের গান গাহিয়া
পাগল করে দিবে সে মোরে চাহিয়া।
আপনা থাকি ভাসিবে আঁখি আকুল নীরে,
ঝরনা-সম জগত মম ঝরিবে শিরে—
তাহার বাণী দিবে গো আনি সকল বাণী বাহিয়া।
পাগল করে দিবে সে মোরে চাহিয়া॥

৫০

জীবনে এ কি প্রথম বসন্ত এল, এল! এল রে!
নবীন বাসনায় চঞ্চল যৌবন নবীন জীবন পেল।
এল, এল।
বাহির হতে চায় মন, চায়, চায় রে—
করে কাহার অন্বেষণ।

ফাগুন-হাওয়ার দোল দিয়ে যায় হিল্লোল—
চিত্তসাগর উদ্‌বেল। এল, এল।
দখিনবায়ু ছুটিয়াছে, বুঝি খোঁজে কোন্ ফুল ফুটিয়াছে—
খোঁজে বনে বনে— খোঁজে আমার মনে।
নিশিদিন আছে মন জাগি কার পদপরশন-লাগি—
তারি তরে মর্মের কাছে শতদলদল মেলিয়াছে
আমার মন॥

৫১

কাছে ছিলে, দূরে গেলে— দূর হতে এসো কাছে।
ভুবন ভ্রমিলে তুমি— সে এখনো বসে আছে॥
ছিল না প্রেমের আলো, চিনিতে পারো নি ভালো—
এখন বিরহানলে প্রেমানল জ্বলিয়াছে॥
জটিল হয়েছে জাল, প্রতিকূল হল কাল—
উন্মাদ তানে তানে কেটে গেছে তাল।
কে জানে তোমার বীণা সুরে ফিরে যাবে কিনা—
নিঠুর বিধির টানে তার ছিঁড়ে যায় পাছে॥

৫২

যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ এসো ওগো, এসো মোর
হৃদয়নীরে।
তলতল ছলছল কাঁদিবে গভীর জল
ওই দুটি সুকোমল চরণ ঘিরে।
আজি বর্ষা গাঢ়তম, নিবিড়কুন্তলসম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে।
ওই-যে শবদ চিনি, নূপুর রিনিকিঝিনি—
কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে।

যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ এসো ওগো, এসো মোর
হৃদয়নীরে ॥

যদি মরণ লভিতে চাও এসো তবে ঝাঁপ দাও
সলিলমাঝে।

স্নিগ্ধ শান্ত সুগভীর— নাহি তল, নাহি তীর,
মৃত্যুসম নীল নীর স্থির বিরাজে।

নাহি রাত্রিদিনমান— আদি অন্ত পরিমাণ,
সে অতলে গীতগান কিছু না বাজে।

যাও সব যাও ভুলে, নিখিলবন্ধন খুলে
ফেলে দিয়ে এসো কূলে সকল কাজে।

যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ এসো ওগো, এসো মোর
হৃদয়নীরে ॥

৫৩

বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে।
কোথা হতে এলে তুমি হৃদিমাঝারে ॥
ওই মুখ ওই হাসি কেন এত ভালোবাসি,
কেন গো নীরবে ভাসি অশ্রুধারে ॥
তোমারে হেরিয়া যেন জাগে স্মরণে
তুমি চিরপুরাতন চিরজীবনে।
তুমি না দাঁড়ালে আসি হৃদয়ে বাজে না বাঁশি—
যত আলো যত হাসি ডুবে আঁধারে ॥

৫৪

আজি মোর দ্বারে কাহার মুখ হেরেছি ॥
জাগি উঠে প্রাণে গান কত যে।
গাহিবারে সুর ভুলে গেছি রে ॥

৫৫

বৃথা গেয়েছি বহু গান
কোথা সঁপেছি মন প্রাণ!
তুমি তো ঘুমে নিমগন, আমি জাগিয়া অনুখন।
আলসে তুমি অচেতন, আমারে দহে অপমান।—
বৃথা গেয়েছি বহু গান।
যাত্রী সবে তরী খুলে গেল সুদূর উপকূলে,
মহাসাগরতটমূলে ধূ ধূ করিছে এ শ্মশান।—
কাহার পানে চাহ কবি, একাকী বসি ম্লানছবি।
অস্তাচলে গেল রবি, হইল দিবা অবসান।—
বৃথা গেয়েছি বহু গান॥

৫৬

তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা তুমি আমার নিভৃত সাধনা,
মম বিজনগগনবিহারী।
আমি আমার মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা—
তুমি আমারি, তুমি আমারি, মম বিজনজীবনবিহারী॥
মম হৃদয়রক্তরাগে তব চরণ দিয়েছি রাঙিয়া,
মম সন্ধ্যাগগনবিহারী।
তব অধর এঁকেছি সুধাবিষে মিশে মম সুখদুখ ভাঙিয়া—
তুমি আমারি, তুমি আমারি, মম বিজনস্বপনবিহারী॥
মম মোহের স্বপনলেখা তব নয়নে দিয়েছি পরায়ে।
মম মুগ্ধনয়নবিহারী।
মম সঙ্গীত তব অঙ্গে অঙ্গে দিয়েছি জড়ায়ে জড়ায়ে—
তুমি আমারি, তুমি আমারি, মম মোহনমরণবিহারী॥

৫৭

বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিল
সে কি আমারি পানে ভুলে পড়িবে না॥

দুটি অতুল পদতল রাতুল শতদল
জানি না কী লাগিয়া পরশে ধরাতল,
মাটির 'পরে তার করুণা মাটি হল— সে পদ মোর পথে চলিবে না?।
তব কণ্ঠ- 'পরে হয়ে দিশাহারা
বিধি অনেক ঢেলেছিল মধুধারা।
যদি ও মুখ মনোরম শ্রবণে রাখি মম
নীরবে অতিধীরে ভ্রমরগীতিসম
দু কথা বল যদি 'প্রিয়' বা 'প্রিয়তম', তাহে তো কণা মধু ফুরাবে না।
হাসিতে সুধানদী উছলে নিরবধি,
নয়নে ভরি উঠে অমৃতমহোদধি—
এত সুধা কেন সৃজিল বিধি, যদি আমারি তৃষাটুকু পূরাবে না॥

৫৮

বঁধু, মিছে রাগ কোরো না, কোরো না।
মম মন বুঝে দেখো মনে মনে— মনে রেখো, কোরো করুণা॥
পাছে আপনারে রাখিতে না পারি
তাই কাছে কাছে থাকি আপনারি—
মুখে হেসে যাই, মনে কেঁদে চাই— সে আমার নহে ছলনা॥
দিনেকের দেখা, তিলেকের সুখ,
ক্ষণেকের তরে শুধু হাসিমুখ—
পলকের পরে থাকে বুক ভ'রে চিরজনমের বেদনা।
তারি মাঝে কেন এত সাধাসাধি,
অবুঝ আঁধারে কেন মরি কাঁদি—
দূর হতে এসে ফিরে যাই শেষে বহিয়া বিফল বাসনা॥

৫৯

কার হাতে যে ধরা দেব হায়
তাই ভাবতে আমার বেলা যায়।

ডান দিকেতে তাকাই যখন বাঁয়ের লাগি কাঁদে রে মন—
বাঁয়ের দিকে ফিরলে তখন দখিন ডাকে 'আয় রে আয়' ॥

৬০

আমাকে যে বাঁধবে ধরে, এই হবে যার সাধন—
সে কি অমনি হবে।
আমার কাছে পড়লে বাঁধা সেই হবে মোর বাঁধন—
সে কি অমনি হবে ॥
কে আমারে ভরসা করে আনতে আপন বশে—
সে কি অমনি হবে।
আপনাকে সে করুক-না বশ, মজুক প্রেমের রসে—
সে কি অমনি হবে।
আমাকে যে কাঁদাবে তার ভাগ্যে আছে কাঁদন—
সে কি অমনি হবে ॥

৬১

বুঝি এল, বুঝি এল ওরে প্রাণ।
এবার ধর্ এবার ধর্ দেখি তোর গান ॥
ঘাসে ঘাসে খবর ছোটে, ধরা বুঝি শিউরে ওঠে—
দিগন্তে ওই স্তব্ধ আকাশ পেতে আছে কান ॥

৬২

আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি।
আকাশেতে সোনার আলোয় ছড়িয়ে গেল তাহার বাণী।
ওরে মন, খুলে দে মন, যা আছে তোর খুলে দে—
অন্তরে যা ডুবে আছে আলোক-পানে তুলে দে।
আনন্দে সব বাধা টুটে সবার সাথে ওঠ্ রে ফুটে—
চোখের 'পরে আলস-ভরে রাখিস নে আর আঁচল টানি

৬৩

তরুণ প্রাতের অরুণ আকাশ শিশির-ছলোছলো,
নদীর ধারের ঝাউগুলি ওই রৌদ্রে ঝলোমলো।
এমনি নিবিড় ক'রে এরা দাঁড়ায় হৃদয় ভ'রে—
তাই তো আমি জানি বিপুল বিশ্বভুবনখানি
অকূল-মানস-সাগর-জলে কমল টলোমলো।
তাই তো আমি জানি— আমি বাণীর সাথে বাণী,
আমি গানের সাথে গান, আমি প্রাণের সাথে প্রাণ,
আমি অন্ধকারের হৃদয়-ফাটা আলোক জলোজলো॥

৬৪

জলে-ডোবা চিকন শ্যামল কচি ধানের পাশে পাশে
ভরা নদীর ধারে ধারে হাঁসগুলি আজ সারে সারে
দুলে দুলে ওই-যে ভাসে।
অমনি করেই বনের শিরে মৃদু হাওয়ায় ধীরে ধীরে
দিক্‌রেখাটির তীরে তীরে মেঘ ভেসে যায় নীল আকাশে।
অমনি করেই অলস মনে একলা আমার তরীর কোণে
মনের কথা সারা সকাল যায় ভেসে আজ অকারণে।
অমনি করেই কেন জানি দূর মাধুরীর আভাস আনি
ভাসে কাহার ছায়াখানি আমার বুকের দীর্ঘশ্বাসে॥

৬৫

স্বপনলোকের বিদেশিনী কে যেন এলে কে
কোন্ ভুলে-যাওয়া বসন্ত থেকে॥
যা-কিছু সব গেছ ফেলে খুঁজতে এলে হৃদয়ে,
পথ চিনেছ চেনা ফুলের চিহ্ন দেখে॥
বুঝি মনে তোমার আছে আশা
কার হৃদয়ব্যথায় মিলবে বাসা।

দেখতে এলে করুণ বীণা— বাজে কিনা হৃদয়ে,
তারগুলি তার কাঁপে কিনা— যায় কি সে ডেকে॥

৬৬

হৃদয় আমার ওই বুঝি তোর ফাল্গুনী ঢেউ আসে—
বেড়া ভাঙার মাতন নামে উদ্দাম উল্লাসে॥
তোমার মোহন এল সোহন বেশে, কুয়াশাভার গেল ভেসে—
এল তোমার সাধনধন উদার আশ্বাসে॥
অরণ্যে তোর সুর ছিল না, বাতাস হিমে ভরা—
জীর্ণ পাতায় কীর্ণ কানন, পুষ্পবিহীন ধরা।
এবার জাগ্ রে হতাশ, আয় রে ছুটে অবসাদের বাঁধন টুটে—
বুঝি এল তোমার পথের সাথি উতল উচ্ছ্বাসে॥

৬৭

ওরে বকুল পারুল, ওরে শালপিয়ালের বন,
কোন্‌খানে আজ পাই আমার মনের মতন ঠাঁই।
যেথায় আমার ফাগুন ভরে দেব দিয়ে আমার মন,
দিয়ে আমার সকল মন॥
সারা গগনতলে তুমুল রঙের কোলাহলে
তোদের মাতামাতির নেই যে বিরাম কোথাও অনুক্ষণ,
নেই একটি বিরল ক্ষণ
যেথায় আমার ফাগুন ভরে দেব দিয়ে আমার মন,
দিয়ে আমার সকল মন॥
ওরে বকুল পারুল, ওরে শালপিয়ালের বন,
আকাশ নিবিড় করে তোরা দাঁড়াস নে ভিড় করে
আমি চাই নে, চাই নে, চাই নে এমন গন্ধ রঙের
বিপুল আয়োজন। আমি চাই নে।

অকূল অবকাশে যেথায় স্বপ্নকমল ভাসে
এমন দে আমারে একটি আমার গগন-জোড়া কোণ,
আমার একটি অসীম কোণ
যেথায় আমার ফাগুন ভরে দেব দিয়ে আমার মন—
দিয়ে আমার সকল মন ॥

৬৮

হিয়ামাঝে গোপনে হেরিয়ে তোমারে
ক্ষণে ক্ষণে পুলক যে কাঁপে কিশলয়ে,
কুসুমে কুসুমে ব্যথা লাগে ॥

৬৯

যেন কোন্ ভুলের ঘোরে চাঁদ চলে যায় সরে সরে।
পাড়ি দেয় কালো নদী, আয় রজনী, দেখবি যদি—
কেমনে তুই রাখবি ধ'রে, দূরের বাঁশি ডাকল ওরে।
প্রহরগুলি বিলিয়ে দিয়ে সর্বনাশের সাধন কী এ।
মগ্ন হয়ে রইবে বসে মরণ-ফুলের মধুকোষে—
নতুন হয়ে আবার তোরে মিলবে বুঝি সুধায় ভ'রে ॥

৭০

অবেলায় যদি এসেছ আমার বনে দিনের বিদায়ক্ষণে
গেয়ো না, গেয়ো না চঞ্চল গান ক্লান্ত এ সমীরণে ॥
ঘন বকুলের ম্লান বীথিকায়
শীর্ণ যে ফুল ঝ'রে ঝ'রে যায়
তাই দিয়ে হার কেন গাঁথ হায়, লাজ বাসি তায় মনে।
চেয়ো না, চেয়ো না মোর দীনতায় হেলায় নয়নকোণে ॥
এসো এসো কাল রজনীর অবসানে প্রভাত-আলোর দ্বারে।
যেয়ো না, যেয়ো না অকালে হানিয়া সকালের কলিকারে।

এসো এসো যদি কভু সুসময়
নিয়ে আসে তার ভরা সঞ্চয়,
চিরনবীনের যদি ঘটে জয়— সাজি ভরা হয় ধনে।
নিয়ো না, নিয়ো না মোর পরিচয়
এ ছায়ার আবরণে ॥

৭১

তুমি তো সেই যাবেই চ'লে, কিছু তো না রবে বাকি—
আমায় ব্যথা দিয়ে গেলে জেগে রবে সেই কথা কি ॥
তুমি পথিক আপন-মনে
এলে আমার কুসুমবনে,
চরণপাতে যা দাও দ'লে সে-সব আমি দেব ঢাকি ॥
বেলা যাবে আঁধার হবে, একা ব'সে হৃদয় ভ'রে
আমার বেদনখানি আমি রেখে দেব মধুর ক'রে।
বিদায়-বাঁশির করুণ রবে
সাঁঝের গগন মগন হবে,
চোখের জলে দুখের শোভা নবীন ক'রে দেব রাখি ॥

৭২

আপনহারা মাতোয়ারা আছি তোমার আশা ধরে—
ওগো সাকী, দেবে না কি পেয়ালা মোর ভ'রে ভ'রে ॥
রসের ধারা সুধায় ছাঁকা, মৃগনাভির আভাস মাখা গো,
বাতাস বেয়ে সুবাস তারি দূরের থেকে মাতায় মোরে ॥
মুখ তুলে চাও ওগো প্রিয়ে— তোমার হাতের প্রসাদ দিয়ে
এক রজনীর মতো এবার দাও-না আমায় অমর ক'রে।
নন্দননিকুঞ্জশাখে অনেক কুসুম ফুটে থাকে গো,
এমন মোহন রূপ দেখি নাই, গন্ধ এমন কোথায় ওরে

৭৩

কালো মেঘের ঘটা ঘনায় রে আঁধার গগনে,
ঝরে ধারা ঝরোঝরো গহন বনে।
এত দিনে বাঁধন টুটে কুঁড়ি তোমার উঠল ফুটে
বাদল-বেলার বরিষনে।
ওগো, এবার তুমি জাগো জাগো—
যেন এই বেলাটি হারায় না গো।
অশ্রুভরা কোন্ বাতাসে গন্ধে যে তার ব্যথা আসে—
আর কি গো সে রয় গোপনে॥

৭৪

ওগো জলের রানী,
ঢেউ দিয়ো না, দিয়ো না ঢেউ দিয়ো না গো—
আমি যে ভয় মানি।
কখন্ তুমি শান্তগভীর, কখন্ টলোমলো—
কখন্ আঁখি অধীর হাস্যমদির, কখন্ ছলোছলো—
কিছুই নাহি জানি।
যাও কোথা যাও, কোথা যাও যে চঞ্চলি।
লও গো ব্যাকুল বকুলবনের মুকুল-অঞ্জলি।
দখিন-হাওয়ায় বনে বনে জাগল মরোমরো—
বুকের 'পরে পুলক-ভরে কাঁপুক থরোথরো
সুনীল আঁচলখানি।
হাওয়ার দুলালী,
নাচের তালে তালে শ্যামল কূলের মন ভুলালি!
ওগো অরুণ-আলোর মানিক-মালা দোলাব ওই স্রোতে,
দেব হাতে গোপন রাতে আঁধার গগন হতে
তারার ছায়া আনি॥

৭৫

সন্ন্যাসী,

ধ্যানে নিমগ্ন নগ্ন তোমার চিত্ত।

বাহিরে যে তব লীন হল সব বিত্ত॥

রসহীন তরু, নিষ্ঠুর মরু,

বাতাসে বাজিছে রুদ্র ডমরু,

ধরা-ভাণ্ডার রিক্ত॥

জাগো তপস্বী, বাহিরে নয়ন মেলো হে। জাগো!

স্থলে জলে ফুলে ফলে পল্লবে

চপল চরণ ফেলো হে। জাগো!

জাগো গানে গানে নব নব তানে,

জাগাও উদাস হতাশ পরানে

উদার তোমার নৃত্য॥ জাগাও॥

৭৬

চরণরেখা তব যে পথে দিলে লেখি

চিহ্ন আজি তারি আপনি ঘুচালে কি॥

ছিল তো শেফালিকা তোমারি-লিপি-লিখা,

তারে যে তৃণতলে আজিকে লীন দেখি॥

কাশের শিখা যত কাঁপিছে থরথরি,

মলিন মালতী যে পড়িছে ঝরি ঝরি।

তোমার যে আলোকে অমৃত দিত চোখে

স্মরণ তারো কি গো মরণে যাবে ঠেকি॥

৭৭

গন্ধরেখার পন্থে তোমার শূন্যে গতি,

লেখন রে মোর, ছন্দ-ডানার প্রজাপতি—

স্বপ্নবনের ছায়ায় আলোয় বেড়াস্ ছুলি

পরান-কণার বিন্দুসুরার নেশার ঘোরে ॥

চৈত্র-হাওয়ায় যে চঞ্চলের ক্ষণিক বাসা

পাতায় পাতায় করিস প্রচার তাহার ভাষা—

অপ্সরীদের দোলের দিনের আবির-ধুলি

কৌতুকে ভোর পাঠায় কে তোর পাখায় ভ'রে ॥

তোর মাঝে মন কীর্তি আপন নিকাতরেই করল হেলা।

তার সে চিকন রঙের লিখন ক্ষণেকতরেই খেয়াল খেলা।

সুর বাঁধে আর সুর সে হারায় দণ্ডে পলে,

গান বহে যায় লুপ্ত সুরের ছায়ার তলে,

পশ্চাতে আর চায় না তাহার চপল তুলি—

রয় না বাঁধা আপন ছবির রাখীর ডোরে ॥

৭৮

এবার বুঝি ভোলার বেলা হল—

ক্ষতি কী তাহে যদি বা তুমি ভোলো ॥

যাবার রাতি ভরিল গানে

সেই কথাটি রহিল প্রাণে,

ক্ষণেক-তরে আমার পানে

করুণ আঁখি তোলো ॥

সন্ধ্যাতারা এমনি ভরা সাঁঝে

উঠিবে দূরে বিরহাকাশমাঝে।

এই-যে সুর বাজে বীণাতে

যেখানে যাব রহিবে সাথে,

আজিকে তবে আপন হাতে

বিদায়দ্বার খোলো ॥

৭৯

কী ধ্বনি বাজে
গহনচেতনামাঝে!
কী আনন্দে উচ্ছ্বসিল
মম তনুবীণা গহনচেতনামাঝে।
মনপ্রাণহরা সুধা-ঝরা
পরশে ভাবনা উদাসীনা॥

৮০

ওরা অকারণে চঞ্চল
ডালে ডালে দোলে বায়ুহিল্লোলে নবপল্লবদল॥
বাতাসে বাতাসে প্রাণভরা বাণী শুনিতে পেয়েছে কখন কী জানি,
মর্মরতানে দিকে দিকে আনে কৈশোরকোলাহল॥
ওরা কান্ পেতে শোনে গগনে গগনে মেঘে মেঘে কানাকানি,
বনে বনে জানাজানি।
ওরা প্রাণঝরনার উচ্ছলধার ঝরিয়া ঝরিয়া বহে অনিবার,
চিরতাপসিনী ধরণীর ওরা শ্যামশিখা হোমানল॥

৮১

আয় তোরা আয় আয় গো—
গাবার বেলা যায় পাছে তোর যায় গো।
শিশিরকণা ঘাসে ঘাসে শুকিয়ে আসে,
নীড়ের পাখি নীল আকাশে চায় গো।
সুর দিয়ে যে সুর ধরা যায়, গান দিয়ে পাই গান,
প্রাণ দিয়ে পাই প্রাণ— তোর আপন বাঁশি আন্,
তবেই যে তুই শুনতে পাবি কে বাঁশি বাজায় গো।
শুকনো দিনের তাপ তোর বসন্তকে দেয় না যেন শাপ।
ব্যর্থ কাজে মগ্ন হয়ে লগ্ন যদি যায় গো ব'য়ে
গান-হারানো হাওয়া তখন করবে যে 'হায় হায়' গো॥

৮২

ও জলের রানী,
ঘাটে বাঁধা একশো ডিঙি— জোয়ার আসে থেমে,
বাতাস ওঠে দখিন-মুখে। ও জলের রানী,
ও তোর ঢেউয়ের নাচন নেচে দে—
ঢেউগুলো সব লুটিয়ে পড়ুক বাঁশির সুরে কালো-ফণী ॥

৮৩

ভয় নেই রে তোদের নেই রে ভয়,
যা চলে সব অভয়-মনে— আকাশে ওই উঠেছে শুকতারা।
দখিন হাওয়ায় পাল তুলে দে, পাল তুলে দে—
সেই হাওয়াতে উড়ছে আমার মন।
ওই শুকতারাতে রেখে দিলেম দৃষ্টি আমার—
ভয় কিছু নেই, ভয় কিছু নেই ॥

৮৪

ঝাঁকড়া চুলের মেয়ের কথা কাউকে বলি নি,
কোন্ দেশে যে চলে গেছে সে চঞ্চলিনী।
সঙ্গী ছিল কুকুর কালু, বেশ ছিল তার আলুথালু
আপনা-'পরে অনাদরে ধুলায় মলিনী ॥

হুটোপাটি ঝগড়াঝাঁটি ছিল নিষ্কারণেই।
দিঘির জলে গাছের ডালে গতি ক্ষণে-ক্ষণেই।
পাগলামি তার কানায় কানায় খেয়াল দিয়ে খেলা বানায়,
উচ্চহাসে কলভাষে কল'কলিনী ॥

দেখা হলে যখন-তখন বিনা অপরাধে
মুখভঙ্গী করত আমায় অপমানের ছাঁদে।
শাসন করতে যেমন ছুটি হঠাৎ দেখি ধুলায় লুটি
কাজল আঁখি চোখের জলে ছল'ছলিনী ॥

আমার সঙ্গে পঞ্চাশ বার জন্মশোধের আড়ি,
কথায় কথায় নিত্যকালের মতন ছাড়াছাড়ি।
ডাকলে তারে 'পুঁটুলি' ব'লে সাড়া দিত মর্জি হলে,
ঝগড়া-দিনের নাম ছিল তার স্বর্ণনলিনী॥

৮৫

মনে হল পেরিয়ে এলেম অসীম পথ আসিতে তোমার দ্বারে
মরুতীর হতে সুধাশ্যামল পারে।
পথ হতে গেঁথে এনেছি সিক্তযূথীর মালা,
সকরুণ নিবেদনের গন্ধ ঢালা—
লজ্জা দিয়ো না তারে।
সজল মেঘের ছায়া ঘনায় বনে বনে,
পথহারার বেদন বাজে সমীরণে।
দূরের থেকে দেখেছিলেম বাতায়নের তলে
তোমার প্রদীপ জ্বলে—
আমার আঁখি ব্যাকুল পাখি ঝড়ের অন্ধকারে॥

৮৬

জানি জানি এসেছ এ পথে মনের ভুলে।
তাই হোক তবে তাই হোক— এসো তুমি, দিনু দ্বার খুলে॥
এসেছ তুমি যে বিনা আভরণে, মুখর নূপুর বাজে না চরণে—
তাই হোক ওগো, তাই হোক।
মোর আঙিনায় মালতী ঝরিয়া পড়ে যায়—
তব শিথিল কবরীতে নিয়ো নিয়ো তুলে॥
কোনো আয়োজন নাই একেবারে, সুর বাঁধা হয় নি যে বীণার তারে-
তাই হোক ওগো, তাই হোক।
ঝরো ঝরো বারি ঝরে বনমাঝে আমারই মনের সুর ওই বাজে—
বেণুশাখা-আন্দোলনে আমারই উতলা মন দুলে॥

৮৭

কী বেদনা মোর জানো সে কি তুমি জানো

ওগো মিতা, মোর অনেক দূরের মিতা।

আজি এ নিবিড়তিমির যামিনী বিদ্যুতসচকিতা ॥

বাদল-বাতাস ব্যেপে হৃদয় উঠিছে কেঁপে

ওগো সে কি তুমি জানো।

উৎসুক এই দুখজাগরণ এ কি হবে হায় বৃথা ॥

ওগো মিতা, মোর অনেক দূরের মিতা,

আমার ভবনদ্বারে রোপণ করিলে যারে

সজল হাওয়ার করুণ পরশে সে মালতী বিকশিতা।

ওগো সে কি তুমি জানো।

তুমি যার সুর দিয়েছিলে বাঁধি

মোর কোলে আজ উঠিছে সে কাঁদি ওগো সে কি জানো—

সেই-যে তোমার বীণা সে কি বিস্মৃতা ॥

৮৮

আমার কী বেদনা সে কি জানো

ওগো মিতা, সুদূরের মিতা।

বর্ষণনিবিড় তিমিরে যামিনী বিজুলি-সচকিতা ॥

বাদল-বাতাস ব্যেপে আমার হৃদয় উঠিছে কেঁপে—

সে কি জানো তুমি জানো।

উৎসুক এই দুখজাগরণ এ কি হবে বৃথা।

ওগো মিতা, সুদূরের মিতা,

আমার ভবনদ্বারে রোপিলে যারে

সেই মালতী আজি বিকশিতা— সে কি জানো।

যারে তুমিই দিয়েছ বাঁধি

আমার কোলে সে উঠিছে কাঁদি— সে কি জানো তুমি জানো।

সেই তোমার বীণা বিস্মৃতা ॥

৮৯

চলে যাবি এই যদি তোর মনে থাকে
ডাকব না, ফিরে ডাকব না—
ডাকি নে তো সকালবেলার শুকতারাকে।
হঠাৎ ঘুমের মাঝখানে কি
বাজবে মনে স্বপন দেখি
'হয়তো ফেলে এলেম কাকে'—
আপনি চলে আসবি তখন আপন ডাকে॥

৯০

আমরা ঝ'রে-পড়া ফুলদল ছেড়ে এসেছি ছায়া-করা বনতল-
ভুলায়ে নিয়ে এল মায়াবী সমীরণে।
মাধবীবল্লরী করুণ কল্লোলে
পিছন-পানে ডাকে কেন ক্ষণে ক্ষণে।
মেঘের ছায়া ভেসে চলে চির-উদাসী স্রোতের জলে—
দিশাহারা পথিক তারা
মিলায় অকূল বিস্মরণে॥

৯১

উদাসিনী সে বিদেশিনী কে নাই বা তারে জানি
মনে জাগে নব নব রাগে তারি মরীচিকা-ছবিখানি॥
পুবের হাওয়ায় তরীখানি তার
ভাঙা এ ঘাট কবে হল পার,
রঙিন মেঘে আর রঙিন পালে তার করে গেল কানাকানি॥
একা আলসে গণি বসে পলাতকা যত ঢেউ।
যায় তারা যায়, ফেরে না, চায় না পিছু-পানে আর কেউ।
জানি তার নাগাল পাব না, আমার ভাবনা
শূন্যে শূন্যে কুড়ায়ে বেড়ায় বাদলের বাণী॥

৯২

বারে বারে ফিরে ফিরে তোমার পানে
দিবারাতি ঢেউয়ের মতো চিত্ত বাহু হানে,
মন্দ্রধ্বনি জেগে ওঠে উল্লোল তুফানে।
রাগরাগিণী উঠে আবর্তিয়া তরঙ্গে নর্তিয়া
গহন হতে উচ্ছলিত স্রোতে।
ভৈরবী রামকেলি পূরবী কেদারা উচ্ছ্বসি যায় খেলি,
ফেনিয়ে ওঠে জয়জয়ন্তী বাগেশ্রী কানাড়া গানে গানে।
তোমার আমায় ভেসে
গানের বেগে যাব নিরুদ্দেশে।
তালী-তমালী-বনরাজি-নীলা বেলাভূমিতলে ছন্দের লীলা—
যাত্রাপথে পালের হাওয়ায় হাওয়ায়
তালে তালে তানে তানে॥

ভাদ্র ১৩৪৬]

৯৩

রিমিকি ঝিমিকি ঝরে ভাদরের ধারা—
মন যে কেমন করে, হল দিশাহারা।
যেন কে গিয়েছে ডেকে,
রজনীতে সে কে দ্বারে দিল নাড়া—
রিমিকি ঝিমিকি ঝরে ভাদরের ধারা॥
বঁধু দয়া করো, আলোখানি ধরো হৃদয়ে।
আধো-জাগরিত তন্দ্রার ঘোরে আঁখি জলে যায় যে ভ'রে।
স্বপনের তলে ছায়াখানি দেখে মনে মনে ভাবি এসেছিল সে কে—
রিমিকি ঝিমিকি ঝরে ভাদরের ধারা॥

ভাদ্র ১৩৪৬]

৯৪

আজি কোন্ সুরে বাঁধিব দিন-অবসান-বেলারে
দীর্ঘ ধূসর অবকাশে সঙ্গীজনবিহীন শূন্য ভবনে।—

সে কি মূক বিরহস্মৃতিগুঞ্জরণে তন্দ্রাহারা ঝিল্লিরবে।
সে কি বিচ্ছেদরজনীর যাত্রী বিহঙ্গের পক্ষধ্বনিতে।
সে কি অবগুণ্ঠিত প্রেমের কুণ্ঠিত বেদনায় সম্বৃত দীর্ঘশ্বাসে।
সে কি উদ্ধত অভিমানে উদ্যত উপেক্ষায় গর্বিত মঞ্জীরঝঙ্কারে॥

চৈত্র ১৩৪৬]

৯৫

প্রেম এসেছিল নিঃশব্দচরণে।
তাই স্বপ্ন মনে হল তারে—
দিই নি তাহারে আসন।
বিদায় নিল যবে, শব্দ পেয়ে গেনু ধেয়ে।
সে তখন স্বপ্ন কায়াবিহীন
নিশীথতিমিরে বিলীন—
দূরপথে দীপশিখা রক্তিম মরীচিকা॥

২৮. ১২. ১৩৪৬

৯৬

নির্জন রাতে নিঃশব্দ চরণপাতে কেন এলে।
দুয়ারে মম স্বপ্নের ধন-সম এ যে দেখি—
তব কণ্ঠের মালা এ কি গেছ ফেলে।
জাগালে না শিয়রে দীপ জেলে—
এলে ধীরে ধীরে নিদ্রার তীরে তীরে,
চামেলির ইঙ্গিত আসে যে বাতাসে লজ্জিত গন্ধ মেলে॥
বিদায়ের যাত্রাকালে পুষ্প-ঝরা বকুলের ডালে
দক্ষিণপবনের প্রাণে
রেখে গেলে বল নি যে কথা কানে কানে—
বিরহবারতা অরুণ-আভার আভাসে রাঙায়ে গেলে॥

চৈত্র ১৩৪৬

৯৭

এসো এসো ওগো শ্যামছায়াঘন দিন, এসো এসো।
আনো আনো তব মল্লারমন্দ্রিত বীন॥
বীণা বাজুক ঝমকি ঝমকি,
বিজুলির অঙ্গুলি নাচুক চমকি চমকি চমকি।
নবনীপকুঞ্জনিভৃতে কিশলয়মর্মরগীতে—
মঞ্জীর বাজুক রিন্‌-রিন্‌ রিন্‌-রিন্‌॥
নৃত্যতরঙ্গিত তটিনী বর্ষণনন্দিত নটিনী— আনন্দিত নটিনী,
চলো চলো কূল উচ্ছলিয়া কলো-কলো-কলো কল্লোলিয়া।
তীরে তীরে বাজুক অন্ধকারে ঝিল্লির ঝঙ্কার ঝিন্‌-ঝিন্‌-ঝিন্‌-ইন্‌॥

১৬. ৫. ১৩৪৭

৯৮

শ্রাবণের বারিধারা ঝরিছে বিরামহারা।
বিজন শূন্য-পানে চেয়ে থাকি একাকী।
দূর দিবসের তটে মনের আঁধার পটে
অতীতের অলিখিত লিপিখানি লেখা কি।
বিদ্যুৎ মেঘে মেঘে গোপন বহ্নিবেগে
বহি আনে বিস্মৃত বেদনার রেখা কি।
যে ফিরে মালতীবনে, সুরভিত সমীরণে
অস্তসাগরতীরে পাব তার দেখা কি॥

২০. ৫. ১৩৪৭

৯৯

যারা বিহান-বেলায় গান এনেছিল আমার মনে
সাঁঝের বেলায় ছায়ায় তারা মিলায় ধীরে।
একা বসে আছি হেথায় যাতায়াতের পথের তীরে,
আজকে তারা এল আমার স্বপ্নলোকের দুয়ার ঘিরে।
সুরহারা সব ব্যথা যত একতারা তার খুঁজে ফিরে।

প্রহর-পরে প্রহর যে যায়, বসে বসে কেবল গণি
নীরব জপের মালায় ধ্বনি অন্ধকারের শিরে শিরে ॥

৩. ১১. ১৯৪০

১০০

পাখি, তোর সুর ভুলিস নে—
আমার প্রভাত হবে বৃথা জানিস কি তা।
অরুণ-আলোর করুণ পরশ গাছে গাছে লাগে,
কাঁপনে তার তোরই যে সুর জাগে—
তুই ভোরের আলোর মিতা জানিস কি তা।
আমার জাগরণের মাঝে
রাগিণী তোর মধুর বাজে জানিস কি তা।
আমার রাতের স্বপনতলে প্রভাতী তোর কী যে বলে
নবীন প্রাণের গীতা
জানিস কি তা ॥

১২. ১৯৪০]

১০১

আমার হারিয়ে-যাওয়া দিন
আর কি খুঁজে পাব তারে
বাদল-দিনের আকাশ-পারে—
ছায়ায় হল লীন।
কোন্ করুণ মুখের ছবি
পুবেন হাওয়ায় মেলে দিল
সজল ভৈরবী।
এই গহন বনচ্ছায়
অনেক কালের স্তব্ধবাণী
কাহার অপেক্ষায়
আছে বচনহীন ॥

১২. ১৯৪০]

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১

মায়ার খেলা

প্রথম দৃশ্য

কানন

মায়াকুমারীগণ

সকলে। মোরা জলে স্থলে কত ছলে মায়াজাল গাঁথি।

প্রথমা। মোরা স্বপন রচনা করি অলস নয়ন ভরি।

দ্বিতীয়া। গোপনে হৃদয়ে পশি কুহক-আসন পাতি।

তৃতীয়া। মোরা মদির তরঙ্গ তুলি বসন্তসমীরে।

প্রথমা। দুরাশা জাগায় প্রাণে প্রাণে
আধো তানে ভাঙা গানে
ভ্রমরগুঞ্জরাকুল বকুলের পাঁতি।

সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।

দ্বিতীয়া। নরনারী-হিয়া মোরা বাঁধি মায়াপাশে।

তৃতীয়া। কত ভুল করে তাঁরা, কত কাঁদে হাসে।

প্রথমা। মায়া করে ছায়া ফেলি মিলনের মাঝে,
আনি মান অভিমান—

দ্বিতীয়া। বিরহী স্বপনে পায় মিলনের সাথি।

সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

গৃহ

গমনোন্মুখ অমর। শান্তার প্রবেশ

শান্তা। পথহারা তুমি পথিক যেন গো সুখের কাননে—
ওগো যাও, কোথা যাও।
সুখে ঢলোঢলো বিবশ বিভল পাগল নয়নে
তুমি চাও, কারে চাও।
কোথা গেছে তব উদাস হৃদয়, কোথা পড়ে আছে ধরণী,
মায়ার তরণী বাহিয়া যেন গো মায়াপুরী-পানে ধাও—
কোন্ মায়াপুরী-পানে ধাও॥

অমর। জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত—
নবীন বাসনা-ভরে হৃদয় কেমন করে,
নবীন জীবনে হল জীবন্ত।
সুখ-ভরা এ ধরায় মন বাহিরিতে চায়.
কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে—
তাহারে খুঁজিব দিক-দিগন্ত॥

মায়াকুমারীগণের প্রবেশ

সকলে। কাছে আছে দেখিতে না পাও।
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও।
মনের মতো কারে খুঁজে মরো—
সে কি আছে ভুবনে।
সে-যে রয়েছে মনে।
ওগো, মনের মতো সেই তো হবে
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও।
তোমার আপনার যেজন, দেখিলে না তারে?
তুমি যাবে কার দ্বারে।

যারে চাবে তারে পাবে না, যে মন
তোমার আছে যাবে তা'ও ॥

[প্রস্থান]

শান্তার প্রতি

অমর। যেমন দখিনে বায়ু ছুটেছে,
কে জানে কোথায় ফুল ফুটেছে,
তেমনি আমিও, সখী, যাব—
না জানি কোথায় দেখা পাব।
কার সুধাস্বর-মাঝে জগতের গীত বাজে,
প্রভাত জাগিছে কার নয়নে,
কাহার প্রাণের প্রেম অনন্ত—
তাহারে খুঁজিব দিক-দিগন্ত ॥

প্রস্থান

নেপথ্যে চাহিয়া

শান্তা। আমার পরান যাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাই গো।
তোমা ছাড়া আর এ জগতে মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো।
তুমি সুখ যদি নাহি পাও
যাও সুখের সন্ধানে যাও—
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়মাঝে,
আর কিছু নাহি চাই গো।
আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন
তোমাতে করিব বাস
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ মাস।
যদি আর-কারে ভালোবাস,
যদি আর ফিরে নাহি আস,
তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও—
আমি যত দুখ পাই গো ॥

কানন

প্রমদার সখীগণ

প্রথমা। সখী, সে গেল কোথায়। তারে ডেকে নিয়ে আয়।
সকলে। দাঁড়াব ঘিরে তারে তরুতলায়।
প্রথমা। আজি এ মধুর সাঁঝে কাননে ফুলের মাঝে
হেসে হেসে বেড়াবে সে, দেখিব তায়।
দ্বিতীয়া। আকাশে তারা ফুটেছে, দখিনে বাতাস ছুটেছে,
পাখিটি ঘুমঘোরে গেয়ে উঠেছে।
প্রথমা। আয় লো আনন্দময়ী, মধুর বসন্ত লয়ে।
সকলে। লাবণ্য ফুটাবি লো তরুলতায়॥

প্রমদার প্রবেশ

প্রমদা। দে লো সখী, দে পরাইয়ে গলে সাধের বকুলফুলহার—
আধোফুট জুঁইগুলি যতনে আনিয়া তুলি
গাঁথি গাঁথি সাজায়ে দে মোরে, কবরী ভরিয়ে ফুলভার।
তুলে দে লো, চঞ্চল কুন্তল কপোলে পড়িছে বারে-বার॥
প্রথমা। আজি এত শোভা কেন। আনন্দে বিবশা যেন—
দ্বিতীয়া। বিম্বাধরে হাসি নাহি ধরে, লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে ধরাতলে॥
প্রথমা। সখী, তোরা দেখে যা, দেখে যা—
তরুণ তনু এত রূপরাশি বহিতে পারে না বুঝি আর॥
দ্বিতীয়া। জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা,
কোরো না হেলা হে গরবিনী।
বৃথাই কাটিবে বেলা, সাঙ্গ হবে যে খেলা—
সুধার হাটে ফুরাবে বিকিকিনি।

মনের মানুষ লুকিয়ে আসে,   দাঁড়ায় পাশে—
হেসে চলে যায় জোয়ার-জলে ভাসিয়ে ভেলা।
দুর্লভধনে দুঃখের পণে লও গো জিনি।
ফাগুন যখন যাবে গো নিয়ে ফুলের ডালা
কী দিয়ে তখন গাঁথিবে তোমার বরণমালা   হে গরবিনী।
বাজবে বাঁশি দূরের হাওয়ায়,
চোখের জলে শূন্যে চাওয়ায়   কাটবে প্রহর—
বাজবে বুকে বিদায়পথের চরণ ফেলা   হে গরবিনী॥

তৃতীয়া। সখী,   বহে গেল বেলা, শুধু হাসি খেলা
এ কি আর ভালো লাগে।
আকুল তিয়াষ প্রেমের পিয়াস প্রাণে কেন নাহি জাগে।
কবে আর হবে থাকিতে জীবন
আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন—
মধুর হুতাশে মধুর দহন নিতিনব অনুরাগে।
তরল কোমল নয়নের জল নয়নে উঠিবে ভাসি,
সে বিষাদনীরে নিবে যাবে ধীরে প্রখর চপল হাসি।
উদাস নিশ্বাস আকুলি উঠিবে,
আশা-নিরাশায় পরান টুটিবে—
মরমের আলো কপোলে ফুটিবে শরম-অরুণ-রাগে॥

প্রমদা। ওলো,   রেখে দে সখী, রেখে দে— মিছে কথা ভালোবাসা।
সুখের বেদনা, সোহাগযাতনা— বুঝিতে পারি না ভাষা।
ফুলের বাঁধন, সাধের কাঁদন,
পরান সঁপিতে প্রাণের সাধন,
'লহো লহো' ব'লে পরে আরাধন— পরের চরণে আশা।
তিলেক দরশ পরশ মাগিয়া
বরষ বরষ কাতরে জাগিয়া
পরের মুখের হাসির লাগিয়া   অশ্রুসাগরে ভাসা—
জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া   জীবনের সুখ নাশা॥

অমরের প্রবেশ

প্রমদার প্রতি

অমর। যেয়ো না, যেয়ো না, যেয়ো না ফিরে।
দাঁড়াও, চরণদুটি বাড়াও হৃদয়-আসনে।
তুমি রঙিন মেঘমালা যেন ফাগুনসমীরে।

প্রমদা। কে ডাকে। আমি কভু ফিরে নাহি চাই—
আমি কভু ফিরে নাহি চাই।

অমর। তোমায় ধরিতে চাহি, ধরিতে পারি নে—
তুমি গঠিত স্বপনে।
মোরে রেখো না, রেখো না
তব চঞ্চল লীলা হতে রেখো না বাহিরে।

প্রমদা। কে ডাকে। আমি কভু ফিরে নাহি চাই।
কত ফুল ফুটে উঠে, কত ফুল যায় টুটে—
আমি শুধু বহে চলে যাই।
পরশ পুলকরস-ভরা রেখে যাই, নাহি দিই ধরা।
উড়ে আসে ফুলবাস, লতাপাতা ফেলে শ্বাস,
বনে বনে উঠে হাহুতাশ—
চকিতে শুনিতে শুধু পাই— চলে যাই।
আমি কভু ফিরে নাহি চাই।

[অমরের প্রস্থান]

অশোকের প্রবেশ

অশোক। এসেছি গো এসেছি, মন দিতে এসেছি—
যারে ভালোবেসেছি।
ফুলদলে ঢাকি মন যাব রাখি চরণে,
পাছে কঠিন ধরণী পায়ে বাজে—
রেখো রেখো চরণ হৃদিমাঝে।

নাহয় দ'লে যাবে, প্রাণ ব্যথা পাবে—
আমি তো ভেসেছি, অকূলে ভেসেছি॥

প্রমদা। ওকে বলো সখী, বলো, কেন মিছে করে ছল।
মিছে হাসি কেন সখী, মিছে আঁখিজল।
জানি নে প্রেমের ধারা, ভয়ে তাই হই সারা—
কে জানে কোথায় সুধা কোথা হলাহল।

সখীগণ। কাঁদিতে জানে না এরা, কাঁদাইতে জানে কল—
মুখের বচন শুনে মিছে কী হইবে ফল!
প্রেম নিয়ে শুধু খেলা, প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা—
ফিরে যাই এই বেলা চলো সখী, চলো॥

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

কানন

[অমর শান্তা ও সখী]

শান্তা। তারে দেখাতে পারি নে কেন প্রাণ খুলে গো—
বুঝাতে পারি নে হৃদয়বেদনা।
কেমনে সে হেসে চলে যায়, কোন্ প্রাণে ফিরেও না চায়—
এত সাধ এত প্রেম করে অপমান।

সখী। সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না— শুধু সুখ চলে যায়।

শান্তা। এত ব্যথা-ভরা ভালোবাসা কেহ দেখে না,
প্রাণে গোপনে রহিল।
এ প্রেম কুসুম যদি হ'ত প্রাণ হতে ছিঁড়ে লইতাম,
তার চরণে করিতাম দান—
বুঝি সে তুলে নিত না, শুকাত অনাদরে—
তবু তার সংশয় হত অবসান॥

[প্রস্থান]

অমর। আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি,
পরের মন নিয়ে কী হবে।
আপন মন যদি বুঝিতে নারি
পরের মন বুঝে কে কবে।

সখী। অবোধ মন লয়ে ফেরো ভবে,
বাসনা কাঁদে প্রাণে হাহারবে।
এ মন দিতে চাও দিয়ে ফেলো—
কেন গো নিতে চাও মন তবে।

অমর। স্বপনসম সব জেনেছি মনে—
'তোমার কেহ নাই এ ত্রিভুবনে,
যেজন ফিরিতেছে আপন আশে
তুমি ফিরিছ কেন তাহার পাশে।'

সখী। নয়ন মেলি শুধু দেখে যাও, হৃদয় দিয়ে শুধু শান্তি পাও।
তোমারে মুখ তুলে চাহে না যে থাক্ সে আপনার গরবে।

অমর। ভালোবেসে যদি সুখ নাহি তবে কেন,
তবে কেন মিছে ভালোবাসা।

সখী। 'মন দিয়ে মন পেতে চাহি'— ওগো কেন,
ওগো কেন মিছে এ দুরাশা।

অমর। হৃদয়ে জ্বালায়ে বাসনার শিখা,
নয়নে সাজায়ে মায়া-মরীচিকা,
শুধু ঘুরে মরি মরুভূমে।

সখী। ওগো কেন, ওগো কেন মিছে এ পিপাসা।
আপনি যে আছে আপনার কাছে
নিখিল জগতে কী অভাব আছে—
আছে মন্দ সমীরণ, পুষ্পবিভূষণ, কোকিলকূজিত কুঞ্জ।

অমর। বিশ্বচরাচর লুপ্ত হয়ে যায়—
একি ঘোর প্রেম অন্ধরাহুপ্রায় জীবন যৌবন গ্রাসে।

সখী। তবে কেন, তবে কেন মিছে এ কুয়াশা॥

প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ

প্রমদা। সুখে আছি, সুখে আছি, সখা, আপন-মনে।

প্রমদা ও সখীগণ। কিছু চেয়ো না, দূরে যেয়ো না—
শুধু চেয়ে দেখো, শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি।

প্রমদা। সখা, নয়নে শুধু জানাবে প্রেম, নীরবে দিবে প্রাণ।
রচিয়া ললিত মধুর বাণী আড়ালে গাবে গান।
গোপনে তুলিয়া কুসুম গাঁথিয়া রেখে যাবে মালাগাছি।

প্রমদা ও সখীগণ। মন চেয়ো না, শুধু চেয়ে থাকো—
শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি।

প্রমদা। মধুর জীবন, মধুর রজনী, মধুর মলয়বায়।
এই মাধুরীধারা বহিছে আপনি,
কেহ কিছু নাহি চায়।
আমি আপনার মাঝে আপনি হারা,
আপন সৌরভে সারা।
যেন আপনার মন আপনার প্রাণ
আপনারে সঁপিয়াছি॥

অমর। ভালোবেসে দুখ সেও সুখ, সুখ নাহি আপনাতে।

প্রমদা ও সখীগণ। না না না, সখা, ভুলি নে ছলনাতে।

অমর। মন দাও দাও, দাও সখী, দাও পরের হাতে।

প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা ভুলি নে ছলনাতে।

অমর। সুখের শিশির নিমেষে শুকায়, সুখ চেয়ে দুখ ভালো!
আনো সজল বিমল প্রেম ছলছল নলিননয়নপাতে।

প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা ভুলি নে ছলনাতে।

অমর। রবির কিরণে ফুটিয়া নলিনী আপনি টুটিয়া যায়,
সুখ পায় তায় সে।
চির-কলিকাজনম কে করে বহন চির শিশিররাতে।

প্রমদা ও সখীগণ। না না না, মোরা ভুলি নে ছলনাতে॥

প্রস্থান

[পুনঃপ্রবেশ]

প্রমদা। দূরে দাঁড়ায়ে আছে, কেন আসে না কাছে।
যা তোরা যা সখী, যা শুধা গে
ওই আকুল অধর আঁখি কী ধন যাচে।

সখীগণ। ছি ওলো ছি, হল কী, ওলো সখী।

প্রথমা। লাজবাঁধ কে ভাঙিল। এত দিনে শরম টুটিল!

তৃতীয়া। কেমনে যাব। কী শুধাব।

প্রথমা। লাজে মরি, কী মনে করে পাছে।

প্রমদা। যা তোরা যা সখী, যা শুধা গে—
ওই আকুল অধর আঁখি কী ধন যাচে॥

অমরের প্রতি

সখীগণ। ওগো, দেখি, আঁখি তুলে চাও—
তোমার চোখে কেন ঘুমঘোর।

অমর। আমি কী যেন করেছি পান, কোন্ মদিরারস-ভোর।
আমার চোখে তাই ঘুমঘোর।

সখীগণ। ছি ছি ছি।

অমর। সখী, ক্ষতি কী।
এ ভবে কেহ জ্ঞানী অতি কেহ ভোলা-মন,
কেহ সচেতন কেহ অচেতন,
কাহারো নয়নে হাসির কিরণ কাহারো নয়নে লোর—
আমার চোখে শুধু ঘুমঘোর।

সখীগণ। সখা, কেন গো অচলপ্রায় হেথা দাঁড়ায়ে তরুছায়।

অমর। অবশ হৃদয়ভারে চরণ চলিতে নাহি চায়,
তাই দাঁড়ায়ে তরুছায়।

সখীগণ। ছি ছি ছি।

অমর। সখী, ক্ষতি কী।
এ ভবে কেহ পড়ে থাকে কেহ চলে যায়,
কেহ বা আলসে চলিতে না চায়,

কেহ বা আপনি স্বাধীন কাহারো   চরণে পড়েছে ডোর—
কাহারো   নয়নে লেগেছে ঘোর ॥

সখীগণ। ওকে বোঝা গেল না— চলে আয়, চলে আয়।
ও   কী কথা-যে বলে সখী,   কী চোখে যে চায়।
চলে আয়, চলে আয়।
লাজ টুটে শেষে মরি লাজে   মিছে কাজে।
ধরা দিবে না যে, বলো, কে পারে তায়।
আপনি সে জানে তার মন কোথায়!
চলে আয়, চলে আয় ॥

প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

কানন

প্রমদা সখীগণ অশোক ও কুমারের প্রবেশ

কুমার। সখী, সাধ করে যাহা দেবে তাই লইব।

সখীগণ। আহা মরি মরি, সাধের ভিখারি,
তুমি   মনে মনে চাহ প্রাণ মন।

কুমার। দাও যদি ফুল, শিরে তুলে রাখিব।

সখীগণ। দেয় যদি কাঁটা?

কুমার। তাও সহিব।

সখীগণ। আহা মরি মরি, সাধের ভিখারি,
তুমি   মনে মনে চাহ প্রাণ মন।

কুমার। যদি একবার চাও, সখী, মধুর নয়ানে
ওই আঁখিসুধাপানে চিরজীবন মাতি রহিব।

সখীগণ। যদি   কঠিন কটাক্ষ মিলে?

কুমার। তাও হৃদয়ে বিঁধায়ে চিরজীবন বহিব।

সখীগণ। আহা মরি মরি, সাধের ভিখারি,
তুমি   মনে মনে চাহ প্রাণ মন ॥

প্রমদা। এ তো খেলা নয়, খেলা নয়—
এ-যে হৃদয়দহন জ্বালা সখী।
এ-যে প্রাণ-ভরা ব্যাকুলতা, গোপন মর্মের ব্যথা—
এ-যে কাহার চরণোদ্দেশে জীবন মরণ ঢালা।
কে যেন সতত মোরে ডাকিয়ে আকুল করে—
'যাই যাই' করে প্রাণ, যেতে পারি নে।
যে কথা বলিতে চাহি তা বুঝি বলিতে নাহি—
কোথায় নামায়ে রাখি, সখী, এ প্রেমের ডালা!
যতনে গাঁথিয়ে শেষে পরাতে পারি নে মালা॥

প্রথমা সখী। সেজন কে, সখী, বোঝা গেছে
আমাদের সখী যারে মন প্রাণ সঁপেছে।

দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া। ও সে কে, কে, কে।

প্রথমা। ওই-যে তরুতলে, বিনোদমালা গলে,
না জানি কোন্ ছলে বসে রয়েছে।

দ্বিতীয়া। সখী, কী হবে—
ও কি কাছে আসিবে কভু। কথা কবে?

তৃতীয়া। ও কি প্রেম জানে। ও কি বাঁধন মানে।
ও কী মায়াগুণে মন লয়েছে।

দ্বিতীয়া। বিভল আঁখি তুলে আঁখি-পানে চায়,
যেন কী পথ ভুলে এল কোথায় ওগো।

তৃতীয়া। যেন কী গানের স্বরে শ্রবণ আছে ভ'রে,
যেন কোন্ চাঁদের আলোয় মগ্ন হয়েছে॥

প্রমদা। সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে।
তারে আমার মাথার একটি কুসুম দে।
যদি শুধায় কে দিল কোন্ ফুলকাননে—
মোর শপথ, আমার নামটি বলিস নে॥

সখীগণ। তারে কেমনে ধরিবে, সখী, যদি ধরা দিলে!

প্রথমা। তারে কেমনে কাঁদাবে, যদি আপনি কাঁদিলে!

দ্বিতীয়া। যদি মন পেতে চাও, মন রাখো গোপনে।
তৃতীয়া। কে তারে বাঁধিবে, তুমি আপনায় বাঁধিলে ॥

নিকটে আসিয়া প্রমদার প্রতি

অমর। সকল হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছি যারে
সে কি ফিরাতে পারে সখী!
সংসারবাহিরে থাকি, জানি নে কী ঘটে সংসারে।
কে জানে, হেথায় প্রাণপণে প্রাণ যারে চায়
তারে পায় কি না-পায়— জানি নে।
ভয়ে ভয়ে তাই এসেছি গো অজানা-হৃদয়-দ্বারে।
তোমার সকলই ভালোবাসি— ওই রূপরাশি,
ওই খেলা, ওই গান, ওই মধুহাসি।
ওই দিয়ে আছ ছেয়ে জীবন আমারই—
কোথায় তোমার সীমা ভুবনমাঝারে ॥
সখীগণ। তুমি কে গো, সখীরে কেন জানাও বাসনা।
দ্বিতীয়া। কে জানিতে চায় তুমি ভালোবাস কি ভালোবাস না।
প্রথমা। হাসে চন্দ্র, হাসে সন্ধ্যা, ফুল্ল কুঞ্জকানন—
হাসে হৃদয়বসন্তে বিকচ যৌবন।
তুমি কেন ফেলো শ্বাস, তুমি কেন হাসো না।
সকলে। এসেছ কি ভেঙে দিতে খেলা—
সখীতে সখীতে এই হৃদয়ের মেলা।
দ্বিতীয়া। আপন দুখ আপন ছায়া লয়ে যাও।
প্রথমা। জীবনের আনন্দ-পথ ছেড়ে দাঁড়াও।
তৃতীয়া। দূর হতে করো পূজা হৃদয়কমল-আসনা ॥
অমর। তবে সুখে থাকো, সুখে থাকো। আমি যাই— যাই।
প্রমদা। সখী, ওরে ডাকো, মিছে খেলায় কাজ নাই।
সখীগণ। অধীরা হোয়ো না সখী!
আশ মেটালে ফেরে না কেহ, আশ রাখিলে ফেরে।

অমর। ছিলাম একেলা আপন ভুবনে— এসেছি এ কোথায়।
হেথাকার পথ জানি নে, ফিরে যাই।
যদি সেই বিরামভবন ফিরে পাই।

প্রস্থান

প্রমদা। সখী, ওরে ডাকো ফিরে। মিছে খেলা মিছে হেলা কাজ নাই।
সখীগণ। অধীরা হোয়ো না সখী!
আশ মেটালে ফেরে না কেহ, আশ রাখিলে ফেরে॥

প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

অমর ও শান্তা

অমর। আমার নিখিল ভুবন হারালেম আমি যে।
বিশ্ববীণার রাগিণী যায় থামি যে।
গৃহহারা হৃদয় যায় আলোহারা পথে হায়—
গহন তিমিরগুহাতলে যাই নামি যে।
তোমারই নয়নে সন্ধ্যাতারার আলো,
আমার পথের অন্ধকারে জ্বালো জ্বালো।
মরীচিকার পিছে পিছে তৃষ্ণাতপ্ত প্রহর কেটেছে মিছে।
দিন-অবসানে তোমারই হৃদয়ে
শ্রান্ত পান্থ অমৃততীর্থগামী যে॥
শান্তা। ভুল কোরো না গো, ভুল কোরো না, ভুল
কোরো না ভালোবাসায়।
ভুলায়ো না, ভুলায়ো না, ভুলায়ো না নিষ্ফল আশায়।
বিচ্ছেদদুঃখ নিয়ে আমি থাকি, দেয় না সে ফাঁকি—
পরিচিত আমি তার ভাষায়।

দয়ার ছলে তুমি হোয়ো না নিদয়।
হৃদয় দিতে চেয়ে ভেঙো না হৃদয়।
রেখো না লুব্ধ করে— মরণের বাঁশিতে মুগ্ধ করে
টেনে নিয়ে যেয়ো না সর্বনাশায়॥

অমর। ভুল করেছিনু, ভুল ভেঙেছে।
জেগেছি, জেনেছি— আর ভুল নয়, ভুল নয়।
মায়ার পিছে পিছে
ফিরেছি, জেনেছি স্বপন সবই মিছে—
বিঁধেছে কাঁটা প্রাণে— এ তো ফুল নয়, ফুল নয়।
ভালোবাসা হেলা করিব না,
খেলা করিব না লয়ে মন— হেলা করিব না।
তব হৃদয়ে, সখী, আশ্রয় মাগি।
অতল সাগর সংসারে— এ তো কূল নয়, কূল নয়॥

প্রমদার সখীগণের প্রবেশ

দূর হইতে

সখীগণ। অলি বারবার ফিরে যায়, অলি বারবার ফিরে আসে—
তবে তো ফুল বিকাশে।

প্রথমা। কলি ফুটিতে চাহে, ফোটে না— মরে লাজে, মরে ত্রাসে।
ভুলি মান অপমান দাও মন প্রাণ, নিশিদিন রহো পাশে।

দ্বিতীয়া। ওগো, আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও
হৃদয়রতন-আশে॥

সকলে। ফিরে এসো ফিরে এসো— বন মোদিত ফুলবাসে।
আজি বিরহরজনী, ফুল্ল কুসুম শিশিরসলিলে ভাসে॥

অমর। ডেকো না আমারে ডেকো না— ডেকো না।
চলে যে এসেছে মনে তারে রেখো না।
আমার বেদনা আমি নিয়ে এসেছি,
মূল্য নাহি চাই যে ভালো বেসেছি।

কৃপাকণা দিয়ে আঁখিকোণে ফিরে দেখো না।
আমার দুঃখ-জোয়ারের জলস্রোতে।
নিয়ে যাবে মোরে সব লাঞ্ছনা হতে।
দূরে যাব যবে সরে তখন চিনিবে মোরে—
অবহেলা তব ছলনা দিয়ে ঢেকো না॥

অমরের প্রতি

শান্তা। না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে।
ওগো, কে আছে চাহিয়া শূন্যপথপানে—
কাহার জীবনে নাহি সুখ, কাহার পরান জ্বলে।
পড় নি কাহার নয়নের ভাষা,
বোঝ নি কাহার মরমের আশা, দেখ নি ফিরে—
কার ব্যাকুল প্রাণের সাধ এসেছ দ'লে॥

অমর। যে ছিল আমার স্বপনচারিণী
তারে বুঝিতে পারি নি—
দিন চলে গেছে খুঁজিতে খুঁজিতে।
শুভখনে কাছে ডাকিলে, লজ্জা আমার ঢাকিলে গো—
তোমারে সহজে পেরেছি বুঝিতে।
কে মোরে ফিরাবে অনাদরে কে মোরে ডাকিবে কাছে,
কাহার প্রেমের বেদনায় আমার মূল্য আছে—
এ নিরন্তর সংশয়ে আর পারি নে যুঝিতে।
তোমারেই শুধু পেরেছি বুঝিতে॥

প্রস্থান

[শান্তা] হায় হতভাগিনী,
স্রোতে বৃথা গেল ভেসে, কূলে তরী লাগে নি, লাগে নি।
কাটালি বেলা বীণাতে সুর বেঁধে—
কঠিন টানে উঠল কেঁদে,
ছিন্ন তারে থেমে গেল-যে রাগিণী।

এই পথের ধারে এসে ডেকে গেছে তোরে সে।
ফিরায়ে দিলি তারে রুদ্ধদ্বারে।—
বুক জ্বলে গেল গো, ক্ষমা তবুও কেন মাগি নি।

সপ্তম দৃশ্য

কানন

অমর শান্তা, অন্যান্য পুরনারী ও পৌরজন

স্ত্রীগণ। এস' এস', বসন্ত ধরাতলে।
আন' কুহুতান, প্রেমগান।
আন' গন্ধমদভরে অলস সমীরণ।
আন' নবযৌবনহিল্লোল, নব প্রাণ—
প্রফুল্লনবীন বাসনা ধরাতলে।

পুরুষগণ। এস' থর'থর'কম্পিত মর্মরমুখরিত
নব পল্লবপুলকিত
ফুল-আকুল মালতিবল্লিবিতানে—
সুখছায়ে মধুবায়ে এস' এস'।
এস' অরুণচরণ কমলবরণ তরুণ উষার কোলে।
এস' জ্যোৎস্নাবিবশ নিশীথে কলকল্লোলতটিনীতীরে।
সুখসুপ্তসরসীনীরে এস' এস'।

স্ত্রীগণ। এস' যৌবনকাতর হৃদয়ে,
এস' মিলনসুখালস নয়নে,
এস' মধুর শরমমাঝারে— দাও বাহুতে বাহু বাঁধি।
নবীনকুসুমপাশে রচি দাও নবীন মিলনবাঁধন॥

প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ

অমর। এ কি স্বপ্ন! এ কি মায়া!
এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া॥

পুরুষগণ। ও কি এল, ও কি এল না—
বোঝা গেল না, গেল না।
ও কি মায়া কি স্বপনছায়া— ও কি ছলনা।

অমর। ধরা কি পড়ে ও রূপেরই ডোরে।
গানেরই তানে কি বাঁধিবে ওরে।
ও-যে চিরবিরহেরই সাধনা।

শান্তা। ওর বাঁশিতে করুণ কী সুর লাগে
বিরহমিলনমিলিত রাগে।
সুখে কি দুখে ও পাওয়া না-পাওয়া,
হৃদয়বনে ও উদাসী হাওয়া—
বুঝি শুধু ও পরম কামনা॥

অমর। এ কি স্বপ্ন! এ কি মায়া!
এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া॥

সখীগণ। কোন্ সে ঝড়ের ভুল ঝরিয়ে দিল ফুল,
প্রথম যেমনি তরুণ মাধুরী মেলেছিল এ মুকুল।
নব প্রভাতের তারা
সন্ধ্যাবেলায় হয়েছে পথহারা।
অমরাবতীর সুরযুবতীর এ ছিল কানের দুল।
এ যে মুকুটশোভার ধন—
হায় গো দরদী কেহ থাক যদি, শিরে দাও পরশন।
এ কি স্রোতে যাবে ভেসে দূর দয়াহীন দেশে—
জানি নে, কে জানে দিন-অবসানে কোন্খানে পাবে কূল॥

শান্তা। ছি ছি, মরি লাজে।
কে সাজালো মোরে মিছে সাজে।
বিধাতার নিষ্ঠুর বিদ্রূপে নিয়ে এল চুপে চুপে
মোরে তোমাদের দুজনের মাঝে।
আমি নাই, আমি নাই—
আদরিণী, লহো তব ঠাঁই যেথা তব আসন বিরাজে॥

শান্তা ও স্ত্রীগণ। শুভমিলনলগনে বাজুক বাঁশি,
মেঘমুক্ত গগনে জাগুক হাসি।

পুরুষগণ। কত দুখে কত দূরে দূরে আঁধারসাগর ঘুরে ঘুরে
সোনার তরী তীরে এল ভাসি।
ওগো পুরবালা, আনো সাজিয়ে বরণডালা।
যুগলমিলনমহোৎসবে শুভ শঙ্খরবে
বসন্তের আনন্দ দাও উচ্ছ্বাসি॥

প্রমদা। আর নহে, আর নহে।
বসন্তবাতাস কেন আর শুষ্ক ফুলে বহে।
লগ্ন গেল বয়ে, সকল আশা লয়ে—
এ কোন্ প্রদীপ জ্বালো! এ-যে বক্ষ আমার দহে।
আমার কানন মরু হল—
আজ এই সন্ধ্যা-অন্ধকারে সেথায় কী ফুল তোলো।
কাহার ভাগ্য হতে বরণমালা হরণ করো—
ভাঙা ডালি ভরো।
মিলনমালার কণ্টকভার কণ্ঠে কি আর সহে॥

অমর। ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে ওরে পাখি,
যা উড়ে, যা উড়ে, যা রে একাকী।
বাজবে তোর পায়ে সেই বন্ধ, পাখাতে পাবি আনন্দ—
দিশাহারা মেঘ যে গেল ডাকি।
নির্মল দুঃখে যে সেই তো মুক্তি নির্মল শূন্যের প্রেমে।
আত্মবিড়ম্বন দারুণ লজ্জা, নিঃশেষে যাক সে থেমে।
দুরাশার মরাবাঁচায় এতদিন ছিলি তোর খাঁচায়—
ধূলিতলে যাবি রাখি॥

শান্তা। যাক ছিঁড়ে, যাক ছিঁড়ে যাক মিথ্যার জাল।
দুঃখের প্রসাদে এল আজি মুক্তির কাল।
এই ভালো ওগো, এই ভালো— বিচ্ছেদবহ্নিশিখার আলো।
নিষ্ঠুর সত্য করুক বরদান— ঘুচে যাক ছলনার অন্তরাল।

যাও প্রিয়, যাও তুমি যাও জয়রথে। বাধা দিব না পথে।
বিদায় নেবার আগে মন তব স্বপ্ন হতে যেন জাগে—
নির্মল হোক হোক সব জঞ্জাল॥

মায়াকুমারী। দুঃখের যজ্ঞ-অনল-জলনে জন্মে যে প্রেম
দীপ্ত সে হেম—
নিত্য সে নিঃসংশয়, গৌরব তার অক্ষয়।
দুরাকাঙ্ক্ষার পরপারে বিরহতীর্থে করে বাস
যেথা জলে ক্ষুব্ধ হোমাগ্নিশিখায় চিরনৈরাশ,
তৃষ্ণাদাহনমুক্ত অনুদিন অমলিন রয়।
গৌরব তার অক্ষয়—
অশ্রু-উৎস-জল-স্নানে তাপস মৃত্যুঞ্জয়॥

প্রস্থান

সকলে। আজ খেলা-ভাঙার খেলা খেলবি আয়।
সুখের বাসা ভেঙে ফেলবি আয়।
মিলন-মালার আজ বাঁধন তো টুটবে,
ফাগুন-দিনের আজ স্বপন তো ছুটবে—
উধাও মনের পাখা মেলবি আয়।
অস্তগিরির ওই শিখর-চূড়ে
ঝড়ের মেঘের আজ ধ্বজা উড়ে।
কালবৈশাখীর হবে-যে নাচন—
সাথে নাচুক তোর মরণ-বাঁচন,
হাসি কাঁদন পায়ে ঠেলবি আয়॥

পরিশিষ্ট ২

পরিশোধ

নাট্যগীতি

'কথা ও কাহিনী'তে প্রকাশিত 'পরিশোধ' নামক পদ্য-কাহিনীটিকে নৃত্যাভিনয়-উপলক্ষে নাট্যীকৃত করা হয়েছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এর সমস্তই সুরে বসানো। বলা বাহুল্য, ছাপার অক্ষরে সুরের সঙ্গ দেওয়া অসম্ভব ব'লে কথাগুলির শ্রীহীন বৈধব্য অপরিহার্য।

গৃহদ্বারে পথপার্শ্বে

শ্যামা। এখনো কেন সময় নাহি হল

নাম-না-জানা অতিথি—

আঘাত হানিলে না দুয়ারে,

কহিলে না 'দ্বার খোলো'।

হাজার লোকের মাঝে

রয়েছি একেলা যে,

এসো আমার হঠাৎ-আলো—

পরান চমকি তোলো।

আঁধার-বাধা আমার ঘরে,

জানি না কাঁদি কাহার তরে।

চরণসেবার সাধনা আনো,

সকল দেবার বেদনা আনো,

নবীন প্রাণের জাগরমন্ত্র

কানে কানে বোলো॥

রাজপথে

প্রহরীগণ। রাজার আদেশ ভাই—
চোর ধরা চাই, চোর ধরা চাই।
কোথা তারে পাই?
যারে পাও তারে ধরো,
কোনো ভয় নাই॥

বজ্রসেনের প্রবেশ

প্রহরী। ধর্ ধর্, ওই চোর, ওই চোর।
বজ্রসেন। নই আমি, নই নই নই চোর।
অন্যায় অপবাদে
আমারে ফেলো না ফাঁদে।
নই আমি নই চোর।
প্রহরী। ওই বটে, ওই চোর, ওই চোর।
বজ্রসেন। এ কথা মিথ্যা অতি ঘোর।
আমি পরদেশী—
হেথা নেই স্বজন বন্ধু কেহ মোর।
নই চোর, নই আমি নই চোর॥
শ্যামা। আহা মরি মরি,
মহেন্দ্রনিন্দিতকান্তি উন্নতদর্শন
কারে বন্দী ক'রে আনে চোরের মতন
কঠিন শৃঙ্খলে।— শীঘ্র যা লো সহচরী,
বল্ গে নগরপালে মোর নাম করি,
শ্যামা ডাকিতেছে তারে। বন্দী সাথে লয়ে
একবার আসে যেন আমার আলয়ে
দয়া করি॥
সহচরী। সুন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের হাতে ঘুচাবে কে।
নিঃসহায়ের অশ্রুবারি পীড়িতের চক্ষে মুছাবে কে।

আর্তের ক্রন্দনে হেরো ব্যথিত বসুন্ধরা,
অন্যায়ের আক্রমণে বিষবাণে জর্জরা।
প্রবলের উৎপীড়নে কে বাঁচাবে দুর্বলেরে—
অপমানিতেরে কার দয়া বক্ষে লবে ডেকে॥

প্রহরীদের প্রতি

শ্যামা। তোমাদের একি ভ্রান্তি—
কে ওই পুরুষ দেবকান্তি,
প্রহরী, মরি মরি—
এমন ক'রে কি ওকে বাঁধে।
দেখে যে আমার প্রাণ কাঁদে।
বন্দী করেছ কোন্ দোষে॥

প্রহরী। চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে—
চোর চাই যে ক'রেই হোক।
হোক-না সে যেই-কোনো লোক—
নহিলে মোদের যাবে মান॥

শ্যামা। নির্দোষী বিদেশীর রাখো প্রাণ—
দুই দিন মাগিনু সময়।

প্রহরী। রাখিব তোমার অনুনয়।
দুই দিন কারাগারে রবে,
তার পর যা হয় তা হবে॥

বজ্রসেন। এ কী খেলা, হে সুন্দরী, কিসের এ কৌতুক।
কেন দাও অপমানদুখ—
মোরে নিয়ে কেন, কেন এ কৌতুক॥

শ্যামা। নহে নহে নহে এ কৌতুক।
মোর অঙ্গের স্বর্ণ-অলঙ্কার
সঁপি দিয়া, শৃঙ্খল তোমার
নিতে পারি নিজদেহে। তব অপমানে
মোর অন্তরাত্মা আজি অপমান মানে॥

বজ্রসেন। কোন্ অযাচিত আশার আলো
দেখা দিল রে তিমিররাত্রি ভেদি দুর্দিনদুর্যোগে।
কাহার মাধুরী বাজাইল করুণ বাঁশি।
অচেনা নির্মম ভুবনে দেখিনু এ কী সহসা—
কোন্ অজানার সুন্দর মুখে সান্ত্বনাহাসি ॥

২

কারাঘর

শ্যামার প্রবেশ

বজ্রসেন। এ কী আনন্দ!
হৃদয়ে দেহে ঘুচালে মম সকল বন্ধ।
দুঃখ আমার আজি হল যে ধন্য,
মৃত্যুগহনে লাগে অমৃতসুগন্ধ।
এলে কারাগারে রজনীর পারে ঊষাসম,
মুক্তিরূপা অয়ি লক্ষ্মী দয়াময়ী ॥

শ্যামা। বোলো না বোলো না আমি দয়াময়ী।
মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা!
এ কারাপ্রাচীরে শিলা আছে যত
নহে তা কঠিন আমার মতো।
আমি দয়াময়ী!
মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা ॥

বজ্রসেন। জেনো প্রেম চিরঋণী আপনারই হরষে,
জেনো, প্রিয়ে—
সব পাপ ক্ষমা করি ঋণশোধ করে সে।
কলঙ্ক যাহা আছে
দূর হয় তার কাছে—
কালিমার 'পরে তার অমৃত সে বরষে ॥

শ্যামা। হে বিদেশী, এসো এসো। হে আমার প্রিয়,
এই কথা স্মরণে রাখিয়ো
তোমা-সাথে এক স্রোতে ভাসিলাম আমি
হে হৃদয়স্বামী,
জীবনে মরণে প্রভু॥

বজ্রসেন। প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে—
বাঁধন খুলে দাও, দাও দাও।
ভুলিব ভাবনা, পিছনে চাব না—
পাল তুলে দাও, দাও দাও।
প্রবল পবনে তরঙ্গ তুলিল—
হৃদয় দুলিল, দুলিল দুলিল।
পাগল হে নাবিক,
ভুলাও দিগ্‌বিদিক
পাল তুলে দাও, দাও দাও॥

শ্যামা। চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে—
নিয়ো না, নিয়ো না সরায়ে।
জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে
বক্ষে ধরিব জড়ায়ে।
স্খলিত শিথিল কামনার ভার
বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর—
নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিয়ো হার,
ফেলো না আমারে ছড়ায়ে।
বিকায়ে বিকায়ে দীন আপনারে
পারি না ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে—
তোমার করিয়া নিয়ো গো আমারে
বরণের মালা পরায়ে॥

৩

বজ্রসেন ও শ্যামা তরণীতে

শ্যামা। এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী।
তীরে বসে যায় যে বেলা, মরি গো মরি।
ফুল ফোটানো সারা ক'রে
বসন্ত যে গেল স'রে—
নিয়ে ঝরা ফুলের ডালা বলো কী করি।
জল উঠেছে ছল্‌ছলিয়ে, ঢেউ উঠেছে দুলে—
মর্মরিয়ে ঝরে পাতা বিজন তরুমূলে।
শূন্যমনে কোথায় তাকাস—
সকল বাতাস সকল আকাশ
ওই পারের ওই বাঁশির সুরে উঠে শিহরি।

বজ্রসেন। কহো কহো মোরে প্রিয়ে,
আমারে করেছ মুক্ত কী সম্পদ দিয়ে।
অয়ি বিদেশিনী,
তোমারই কাছে আমি কত ঋণে ঋণী॥

শ্যামা। নহে নহে নহে। সে কথা এখন নহে

ওই রে তরী দিল খুলে।
তোর বোঝা কে নেবে তুলে।
সামনে যখন যাবি ওরে,
থাক্‌-না পিছন পিছে পড়ে—
পিঠে তারে বইতে গেলে
একলা প'ড়ে রইবি কূলে।
ঘরের বোঝা টেনে টেনে
পারের ঘাটে রাখলি এনে—
তাই যে তোরে বারে বারে

ফিরতে হল গেলি ভুলে।
ডাক্‌ রে আবার মাঝিরে ডাক্‌,
বোঝা তোমার যাক ভেসে যাক—
জীবনখানি উজাড় ক'রে
সঁপে দে তার চরণমূলে॥

বজ্রসেন। কী করিয়া সাধিলে অসাধ্য ব্রত কহো বিবরিয়া।
জানি যদি, প্রিয়ে, শোধ দিব এ জীবন দিয়ে—
এই মোর পণ॥

শ্যামা। নহে নহে নহে। সে কথা এখন নহে॥

তোমা লাগি যা করেছি কঠিন সে কাজ,
আরো সুকঠিন আজ তোমারে সে কথা বলা—

বালক কিশোর, উত্তীয় তার নাম—
ব্যর্থ প্রেমে মোর মত্ত অধীর।
মোর অনুনয়ে তব চুরি-অপবাদ
নিজ'পরে লয়ে সঁপেছে আপন প্রাণ।
এ জীবনে মম, ওগো সর্বোত্তম,
সর্বাধিক মোর এই পাপ
তোমার লাগিয়া॥

বজ্রসেন। কাঁদিতে হবে রে, রে পাপিষ্ঠা,
জীবনে পাবি না শান্তি।
ভাঙিবে ভাঙিবে কলুষনীড় বজ্র-আঘাতে।
কোথা তুই লুকাবি মুখ মৃত্যু-আঁধারে॥

শ্যামা। ক্ষমা করো নাথ, ক্ষমা করো।
এ পাপের যে অভিসম্পাত
হোক বিধাতার হাতে নিদারুণতর।
তুমি ক্ষমা করো॥

বজ্রসেন। এ জন্মের লাগি
তোর পাপমূল্যে কেনা মহাপাপভাগী
এ জীবন করিলি ধিক্‌কৃত। কলঙ্কিনী,
ধিক্ নিশ্বাস মোর তোর কাছে ঋণী॥
শ্যামা। তোমার কাছে দোষ করি নাই,
দোষ করি নাই,
দোষী আমি বিধাতার পায়ে;
তিনি করিবেন রোষ—
সহিব নীরবে।
তুমি যদি না কর দয়া
সবে না, সবে না, সবে না॥
বজ্রসেন। তবু ছাড়িবি নে মোরে?
শ্যামা। ছাড়িব না, ছাড়িব না।
তোমা লাগি পাপ নাথ,
তুমি করো মর্মাঘাত।
ছাড়িব না॥

শ্যামাকে বজ্রসেনের হত্যার চেষ্টা

নেপথ্যে। হায়, এ কী সমাপন! অমৃতপাত্র ভাঙিলি,
করিলি মৃত্যুরে সমর্পণ।
এ দুর্লভ প্রেম মূল্য হারালো হারালো
কলঙ্কে অসম্মানে॥

৪

পথিকরমণী

সব-কিছু কেন নিল না, নিল না,
নিল না ভালোবাসা।

আপনাতে কেন মিটালো না যত-কিছু দ্বন্দ্বেরে—
ভালো আর মন্দেরে।
নদী নিয়ে আসে পঙ্কিল জলধারা,
সাগরহৃদয়ে গহনে হয় হারা।
ক্ষমার দীপ্তি দেয় স্বর্গের আলো প্রেমের আনন্দেরে॥

প্রস্থান

বজ্রসেন। ক্ষমিতে পারিলাম না যে
ক্ষমো হে মম দীনতা
পাপীজনশরণ প্রভু!
মরিছে তাপে মরিছে লাজে
প্রেমের বলহীনতা—
ক্ষমো হে মম দীনতা।
প্রিয়ারে নিতে পারি নি বুকে, প্রেমেরে আমি হেনেছি।
পাপীরে দিতে শাস্তি শুধু পাপেরে ডেকে এনেছি।
জানি গো, তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে
চরণে তব বিনতা—
ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না আমার ক্ষমাহীনতা॥

এসো এসো এসো প্রিয়ে,
মরণলোক হতে নূতন প্রাণ নিয়ে।
নিষ্ফল মম জীবন, নীরস মম ভুবন—
শূন্য হৃদয় পূরণ করো মাধুরীসুধা দিয়ে॥

নূপুর কুড়াইয়া লইয়া

হায় রে নূপুর,
তার করুণ চরণ ত্যজিলি, হারালি কলগুঞ্জনসুর।

নীরব ক্রন্দনে বেদনাবন্ধনে

রাখিলি ধরিয়া বিরহ ভরিয়া স্মরণ সুমধুর।

তোর ঝঙ্কারহীন ধিক্কারে কাঁদে প্রাণ মম নিষ্ঠুর ॥

শ্যামার প্রবেশ

শ্যামা। এসেছি, প্রিয়তম।—

ক্ষমো মোরে ক্ষমো।

গেল না, গেল না কেন কঠিন পরান মম

তব নিঠুর করুণ করে॥

বজ্রসেন। কেন এলি, কেন এলি, কেন এলি ফিরে—

যাও যাও, চলে যাও॥

শ্যামার প্রণাম ও প্রস্থান

বজ্রসেন। ধিক্ ধিক্ ওরে মুগ্ধ, কেন চাস্ ফিরে ফিরে।

এ যে দূষিত নিষ্ঠুর স্বপ্ন,

এ যে মোহবাষ্পঘন কুজ্ঝটিকা—

দীর্ণ করিবি না কি রে।

অশুচি প্রেমের উচ্ছিষ্টে

নিদারুণ বিষ—

লোভ না রাখিস

প্রেতবাস তোর ভগ্ন মন্দিরে।

নির্মম বিচ্ছেদসাধনায়

পাপক্ষালন হোক—

না কোরো মিথ্যা শোক,

দুঃখের তপস্বী রে—

স্মৃতিশৃঙ্খল করো ছিন্ন—

আয় বাহিরে,

আয় বাহিরে।

নেপথ্যে। কঠিন বেদনার তাপস দোঁহে
যাও চিরবিরহের সাধনায়।
ফিরো না, ফিরো না— ভুলো না মোহে।
গভীর বিষাদের শান্তি পাও হৃদয়ে,
জয়ী হও অন্তরবিদ্রোহে।
যাক পিয়াসা, ঘুচুক দুরাশা,
যাক মিলায়ে কামনাকুয়াশা।
স্বপ্ন-আবেশ-বিহীন পথে
যাও বাঁধনহারা,
তাপবিহীন মধুর স্মৃতি নীরবে ব'হে॥

পরিশিষ্ট ৩

এই গানগুলি রবীন্দ্রনাথের নানা গ্রন্থে মুদ্রিত, অথচ প্রথম সংস্করণ গীত-বিতানে (পরিশিষ্ট খ) যে গানগুলি রবীন্দ্রনাথের নয় বলিয়া নির্দিষ্ট তাহারই একাংশ। রবীন্দ্রনাথের রচনা নয় যে, এ সম্পর্কে অন্ত নির্ভরযোগ্য মুদ্রিত প্রমাণ এপর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। পরবর্তী গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য।

১

এমন আর কতদিন চলে যাবে রে!
জীবনের ভার বহিব কত! হায় হায়!
যে আশা মনে ছিল, সকলই ফুরাইল—
কিছু হল না জীবনে।
জীবন ফুরায়ে এল। হায় হায়॥

২

ওহে দয়াময়, নিখিল-আশ্রয় এ ধরা-পানে চাও—
পতিত যে জন করিছে রোদন, পতিতপাবন,
তাহারে উঠাও।
মরণে যে জন করেছে বরণ তাহারে বাঁচাও॥

কত দুখ শোক, কাঁদে কত লোক, নয়ন মুছাও।
ভাঙিয়া আলয় হেরে শূন্যময়। কোথায় আশ্রয়—
তারে ঘরে ডেকে নাও।
প্রেমের তৃষায় হৃদয় শুকায়, দাও প্রেমসুধা দাও॥

হেরো কোথা যায়, কার পানে চায়। নয়নে আঁধার-
নাহি হেরে দিক, আকুল পথিক চাহে চারি ধার।
এ ঘোর গহনে অন্ধ সে নয়নে তোমার কিরণে
আঁধার ঘুচাও।
সঙ্গহারা জনে রাখিয়া চরণে বাসনা পুরাও॥

কলঙ্কের রেখা প্রাণে দেয় দেখা প্রতিদিন হায়।
হৃদয় কঠিন হল দিন দিন, লজ্জা দূরে যায়।
দেহো গো বেদনা, করাও চেতনা! রেখো না, রেখো না—
এ পাপ তাড়াও।
সংসারের রণে পরাজিত জনে নববল দাও॥

৩

নিত্য সত্যে চিন্তন করো রে বিমলহৃদয়ে,
নির্মল অচল সুমতি রাখো ধরি সতত॥
সংশয়নৃশংস সংসারে প্রশান্ত রহো,
তাঁর শুভ ইচ্ছা স্মরি বিনয়ে রহো বিনত॥
বাসনা করো জয়, দূর করো ক্ষুদ্র ভয়।
প্রাণধন করিয়া পণ চলো কঠিন শ্রেয়পথে,
ভোলো প্রসন্নমুখে স্বার্থসুখ, আত্মদুখ—
প্রেম-আনন্দরসে নিয়ত রহো নিরত॥

৪

মা, আমি তোর কী করেছি।
শুধু তোরে জন্ম ভ'রে মা বলে রে ডেকেছি॥
চিরজীবন পাষাণী রে, ভাসালি আঁখিনীরে—
চিরজীবন দুঃখানলে দহেছি॥
আঁধার দেখে তরাসেতে চাহিলাম তোর কোলে যেতে—
সন্তানেরে কোলে তুলে নিলি নে।
মা-হারা সন্তানের মতো কেঁদে বেড়াই অবিরত—
এ চোখের জল মুছায়ে তো দিলি নে।
ছেলের প্রাণে ব্যথা দিয়ে যদি, মা, তোর জুড়ায় হিয়ে
ভালো ভালো, তাই তবে হোক—
অনেক দুঃখ সয়েছি॥

৫

সকলেরে কাছে ডাকি আনন্দ-আলয়ে থাকি
অমৃত করিছ বিতরণ।
পাইয়া অনন্ত প্রাণ জগত গাহিছে গান
গগনে করিয়া বিচরণ।
সূর্য শূন্যপথে ধায়— বিশ্রাম সে নাহি চায়,
সঙ্গে ধায় গ্রহপরিজন।
লভিয়া অসীম বল ছুটিছে নক্ষত্রদল,
চারি দিকে চলেছে কিরণ।
পাইয়া অমৃতধারা নব নব গ্রহ তারা
বিকশিয়া উঠে অনুক্ষণ—
জাগে নব নব প্রাণ, চিরজীবনের গান
পূরিতেছে অনন্ত গগন।
পূর্ণ লোক লোকান্তর, প্রাণে মগ্ন চরাচর
প্রাণের সাগরে সন্তরণ।
জগতে যে দিকে চাই বিনাশ বিরাম নাই,
অহরহ চলে যাত্রীগণ।
মোরা সবে কীটবৎ, সমুখে অনন্ত পথ
কী করিয়া করিব ভ্রমণ।
অমৃতের কণা তব পাথেয় দিয়েছ, প্রভো,
ক্ষুদ্র প্রাণে অনন্ত জীবন॥

৬

সখা, তুমি আছ কোথা—
সারা বরষের পরে জানাতে এসেছি ব্যথা॥
কত মোহ, কত পাপ, কত শোক, কত তাপ,
কত যে সয়েছি আমি তোমারে কব সে কথা॥

যে শুভ্র জীবন তুমি মোরে দিয়েছিলে সখা,
দেখো আজি তাহে কত পড়েছে কলঙ্করেখা।
এনেছি তোমারি কাছে, দাও তাহা দাও মুছে—
নয়নে ঝরিছে বারি, সভয়ে এসেছি পিতা॥
দেখো দেব, চেয়ে দেখো হৃদয়েতে নাহি বল—
সংসারের বায়ুবেগে করিতেছে টলমল।
লহো সে হৃদয় তুলে, রাখো তব পদমূলে—
সারাটি বরষ যেন নির্ভয়ে রহে গো সেথা॥

৭

সখা, মোদের বেঁধে রাখো প্রেমডোরে।
আমাদের ডেকে নিয়ে চরণতলে রাখো ধ'রে—
বাঁধো হে প্রেমডোরে।
কঠোর পরানে কুটিল বয়ানে
তোমার এ প্রেমের রাজ্য রেখেছি আঁধার ক'রে।
আপনার অভিমানে দুয়ার দিয়ে প্রাণে
গরবে আছি বসে চাহি আপনা-পানে।
বুঝি এমনি করে হারাব তোমারে—
ধুলিতে লুটাইব আপনার পাষাণভারে।
তখন কারে ডেকে কাঁদিব কাতর স্বরে॥

৮

ছি ছি সখা, কী করিলে, কোন্ প্রাণে পরশিলে—
কামিনীকুসুম ছিল বন আলো করিয়া।
মানুষ-পরশ-ভরে শিহরিয়া সকাতরে
ওই-যে শতধা হয়ে পড়িল গো ঝরিয়া।
জান তো কামিনী-সতী কোমল কুসুম অতি—
দূর হতে দেখিবার, ছুঁইবার নহে সে।

দূর হতে মৃদু বায় গন্ধ তার দিয়ে যায়,
কাছে গেলে মানুষের শ্বাস নাহি সহে সে।
মধুপের পদক্ষেপে পড়িতেছে কেঁপে কেঁপে,
কাতর হতেছে কত প্রভাতের সমীরে।
পরশিতে রবিকর শুকাইছে কলেবর,
শিশিরের ভরটুকু সহিছে না শরীরে।
হেন কোমলতাময় ফুল কি না ছুঁলে নয়—
হায় রে কেমন বন ছিল আলো করিয়া।
মানুষ-পরশ-ভরে শিহরিয়া সকাতরে
ওই-যে শতধা হয়ে পড়িল গো ঝরিয়া॥

৯

না সজনী, না, আমি জানি জানি, সে আসিবে না।
এমনি কাঁদিয়ে পোহাইবে যামিনী, বাসনা তবু পূরিবে না।
জনমেও এ পোড়া ভালে কোনো আশা মিটিল না॥
যদি বা সে আসে, সখী, কী হবে আমার তায়।
সে তো মোরে, সজনী লো, ভালো কভু বাসে না— জানি লো।
ভালো ক'রে কবে না কথা, চেয়েও না দেখিবে—
বড়ো আশা করে শেষে পূরিবে না কামনা॥

পরিশিষ্ট ৪

এই-সব গান কোনো রবীন্দ্র-নামাঙ্কিত গ্রন্থে বা রচনায় নাই। নানা জনের নানা সংগীতসংকলনে বা রচনায় ছড়ানো আছে। পরবর্তী গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য।

১

ভাসিয়ে দে তরী তবে নীল সাগরোপরি।
বহিছে মৃদুল বায়, নাচিছে মৃদু লহরী॥
ডুবেছে রবির কায়া, আধো আলো, আধো ছায়া-
আমরা দুজনে মিলি যাই চলো ধীরি ধীরি॥
একটি তারার দীপ যেন কনকের টিপ
দূর শৈলভুরুমাঝে রয়েছে উজল করি।
নাহি সাড়া, নাহি শব্দ, মন্ত্রে যেন সব স্তব্ধ—
শান্তির ছবিটি যেন কী সুন্দর আহা মরি॥

২

ছিলে কোথা বলো, কত কী যে হল
জান না কি তা? হায় হায়, আহা!
মানদায়ে যায় যায় বাসবের প্রাণ—
এখানে কী কর, তুমি ফুলশর
তারে গিয়ে করো ত্রাণ॥

৩

চলো চলো, চলো চলো, চলো চলো ফুলধনু,
চলো যাই কাজ সাধিতে।
দাও বিদায় রতি গো!
এমন এমন ফুল দিব আনি
পরশিবে মানিনীহৃদয়ে হানি,
মরমে মরমে রমণী অমনি
থাকিবে গো দহিতে॥

৪

এসো গো এসো বনদেবতা, তোমারে আমি ডাকি।
জটার 'পরে বাঁধিয়া লতা বাকলে দেহ ঢাকি
তাপস, তুমি দিবস-রাতি নীরবে আছ বসি—
মাথার 'পরে উঠিছে তারা, উঠিছে রবি শশী।

বহিয়া জটা বরষা-ধারা পড়িছে ঝরি ঝরি,
শীতের বায়ু করিছে হাহা তোমারে ঘিরি ঘিরি।
নামায়ে মাথা আঁধার আসি চরণে নমিতেছে,
তোমার কাছে শিখিয়া জপ নীরবে জপিতেছে।

একটি তারা মারিছে উঁকি আঁধারভুরু-'পর,
জটার মাঝে হারায়ে যায় প্রভাতরবিকর।

পড়িছে পাতা, ফুটিছে ফুল, ফুটিছে পড়িতেছে—
মাথায় মেঘ কত-না ভাব ভাঙিছে গড়িতেছে।
মিলিয়া ছায়া মিলিয়া আলো খেলিছে লুকাচুরি,
আলয় খুঁজে বনের বায়ু ভ্রমিছে ঘুরি ঘুরি।

তোমার তপ ভাঙাতে চাহে ঝটিকা পাগলিনী—
গরজি ঘন ছুটিয়া আসে প্রলয়রব জিনি,
ভ্রূকুটি করি চপলা হানে ধরি অশনিচাপ।
জাগিয়া উঠি নাড়িয়া মাথা তাহারে দাও শাপ।

এসো হে এসো বনদেবতা, অতিথি আমি তব—
আমার যত প্রাণের আশা তোমার কাছে কব।
নমিব তব চরণে, দেব, বসিব পদতলে—
সাহস পেয়ে বনবালারা আসিবে দলে দলে।

৫

কত ডেকে ডেকে জাগাইছ মোরে,
তবু তো চেতনা নাই গো।
মেলি মেলি আঁখি মেলিতে না পারি,
ঘুম রয়েছে সদাই গো॥
মায়ানিদ্রাবশে আছি অচেতন,
শুয়ে শুয়ে কত দেখি কুস্বপন—
ধন রত্ন দাস বিলাসভবন—
অন্ত নাহি তার পাই গো॥

কল্পনার বলে উঠিয়া আকাশে
ভ্রমি অহরহ মনের উল্লাসে,
ভাবি না কী হবে নিদ্রার বিনাশে—
কোথা আছি কোথা যাই গো।
জানি না গো এ-যে রাক্ষসের পুরী,
জানি না যে হেথা দিনে হয় চুরি,
জানি না বিপদ আছে ভূরি ভূরি—
সুধা ব'লে বিষ খাই গো॥

ভাঙিতে আমার মনের সংশয়
জাগায়ে দিতেছ নিজপরিচয়,
তুমি-যে জনক জননী উভয়
বুঝাইছ সদা তাই গো।
সে কথা আমার কানে নাহি যায়,
ভুলিয়ে রয়েছি রাক্ষসীমায়ায়—
কী হবে, জননী, বলো গো উপায়।
শুধু কৃপাভিক্ষা চাই গো॥

৬

আঁধার সকলই দেখি তোমারে দেখি না যবে।
ছলনা চাতুরী আসে হৃদয়ে বিষাদবাসে
তোমারে দেখি না যবে, তোমারে দেখি না যবে
এসো এসো, প্রেমময়, অমৃতহাসিটি লয়ে।
এসো মোর কাছে ধীরে এই হৃদয়নিলয়ে।
ছাড়িব না তোমায় কভু জনমে জনমে আর,
তোমায় রাখিয়া হৃদে যাইব ভবের পার॥

—

রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সম্পাদিত গীতবিতানের পূর্ববর্তী দুই খণ্ডে যে-সব রচনা আছে, তাহাতে কবির রচিত গানের সংকলন সম্পূর্ণ হয় নাই। অবশিষ্ট সমুদয় গান এবং অখণ্ডিত আকারে গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলি তৃতীয় খণ্ডে দেওয়া গেল। অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন মুদ্রিত গ্রন্থে, কিছু রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপিতে, কিছু সাময়িক পত্রাদিতে নিবদ্ধ ছিল।

বর্তমান গ্রন্থ-সংকলন ও সম্পাদনের ভার শ্রীকানাই সামন্তকে দেওয়া হইয়াছিল। এই খণ্ডের পরিকল্পনা হইতে মুদ্রণ অবধি সুদীর্ঘ সময়ে শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী, শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ও শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার নানা তথ্য ও নানা সন্ধান দিয়া, নানা সংশয়ের নিরসন করিয়া, বহু সাহায্য করিয়াছেন। ফলতঃ প্রত্যেক পদে তাঁহাদের এরূপ অকুণ্ঠিত সাহায্য না পাওয়া গেলে, এই গ্রন্থপ্রকাশের আশু কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

ইহা ছাড়া, শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসুকুমার সেন ও শ্রীসুধীরচন্দ্র কর বিভিন্ন প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া এবং শ্রীমতী অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাশগুপ্ত, শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল ও শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত কয়েকখানি দুর্লভ গ্রন্থ দেখিবার সুযোগ দিয়া নানা ভাবে সম্পাদনকার্যে আনুকূল্য করিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এবং সাধারণ-ব্রাহ্ম-সমাজের পাঠাগার হইতে কয়েকখানি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ দেখিবার সুযোগ হইয়াছে। বিশ্বভারতী-গ্রন্থনবিভাগ ইঁহাদের সকলকেই কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন। বিশেষ বিষয়ে যাঁহার নিকটে বা যে রচনা হইতে সাহায্য পাওয়া গিয়াছে, গ্রন্থপরিচয়ে যথাস্থানে তাহা জানানো হইল। ইতি

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

আশ্বিন ১৩৫৭

তৃতীয়খণ্ড গীতবিতানের বর্তমান সংস্করণের প্রণয়ন-ব্যাপারে শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, শ্রীবিশ্বজিৎ রায় ও শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় নানা সময়ে গ্রন্থসম্পাদককে নানারূপ সাহায্য করেন এবং শ্রীশান্তিদেব ঘোষ কয়েকটি প্রশ্নের সদুত্তর জানাইয়া তাঁহাকে বিশেষভাবে বাধিত করিয়াছেন।

শ্রাবণ ১৩৬৪

তৃতীয়খণ্ড গীতবিতানের বর্তমান সংস্করণে (১৩৬৭ বঙ্গাব্দ) 'নাট্যগীতি' বিভাগে ৪টি গান (১০৩-১০৬-সংখ্যক) ও 'প্রেম ও প্রকৃতি' বিভাগে ১টি (৮৯-সংখ্যক) গান রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত বিভিন্ন রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি হইতে নূতন সংকলন করা হইয়াছে। পূর্বোক্ত গীতচতুষ্টয় শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে আমাদের গোচরীভূত।

শ্রাবণ ১৩৬৭

বর্তমান সংস্করণে নূতন যোগ করা হইল— ৮৫৭ পৃষ্ঠায় ৭৯-সংখ্যক গান : বুঝি ওই সুদূরে ডাকিল মোরে ইত্যাদি।

২২ শ্রাবণ ১৩৭১

গীতবিতান তৃতীয় খণ্ডের বর্তমান সংস্করণে ভগ্নহৃদয়-ধৃত বা ভগ্নহৃদয় হইতে রূপান্তরিত গানগুলি (পৃ ৭৬৮-৭৫/সংখ্যা ৩-১৯) একত্র দেওয়ায়, অনেক গানের সন্নিবেশে পূর্ব সংস্করণ হইতে বহু পার্থক্য ঘটিয়াছে। তাহা ছাড়া, 'মুখের হাসি চাপলে কি হয়' গানটি বর্জিত, এ সম্পর্কে যাহা কিছু তথ্য ৯৭০-অঙ্কিত পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২৫ বৈশাখ ১৩৭৬

বর্তমান সংস্করণে যে গানগুলি নূতন যোগ করা হইল তাহাদের সূচনা (প্রথম ছত্র) এরূপ—

আনে জাগরণ মুগ্ধ চোখে	পৃ ১০০১
আমরা কত দল গো কত দল	৯৮৯
উদাসিনী সে বিদেশিনী কে	৯০৮
গন্ধরেখার পন্থে তোমার শূন্যে গতি	৯০২
সন্ন্যাসী, / ধ্যানে নিমগ্ন নগ্ন তোমার চিত্ত	৯০২

প্রত্যেক গান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পরবর্তী গ্রন্থপরিচয়ে যথাস্থানে দ্রষ্টব্য। গীতবিতানের বর্তমান সংস্করণ-প্রণয়নে শ্রীকানাই সামন্তকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস।

পৌষ ১৩৭৯

জ্ঞাতব্যপঞ্জী

গ্রন্থপরিচয়

জ্ঞাতব্যপঞ্জী

রবীন্দ্রনাথের গানের সংকলন

এই তালিকায় অনুষ্ঠানপত্রাদি ধরা হয় নাই

১ ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ॥ ১২৯১

২ রবিচ্ছায়া ॥ যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র -কর্তৃক প্রকাশিত। বৈশাখ ১২৯২[১]

'অনেকগুলি গানে রাগ রাগিণীর নাম লেখা নাই। সে গানগুলিতে এখনও সুর বসান হয় নাই।...

'এই গ্রন্থে প্রকাশিত অনেকগুলি গান আমার দাদা— পূজনীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সুরের অনুসারে লিখিত হয়। অনেকগুলি গানে আমি নিজে সুর বসাইয়াছি, এবং কতকগুলি গান হিন্দুস্থানী গানের সুরে বসান হয়।'

—রচয়িতার নিবেদন। রবীন্দ্রনাথ

৩ গানের বহি ও বাল্মীকিপ্রতিভা ॥ বৈশাখ ১৮১৫ শক। বাংলা ১৩০০ সাল। সংক্ষেপে 'গানের বহি' রূপে উল্লিখিত।

'১-চিহ্নিত গানগুলি' আমার পূজনীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত। ২-চিহ্নিত গানের সুর হিন্দুস্থানী হইতে লওয়া। আমার স্বরচিত অথবা প্রচলিত সুরের গানে কোন চিহ্ন দেওয়া হয় নাই।'

—সূচীপত্র-সূচনা। রবীন্দ্রনাথ

৪ কাব্যগ্রন্থাবলী ॥ সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশিত। আশ্বিন ১৩০৩

'গীতিগ্রন্থ ও গীতিনাট্য ব্যতীত এই গ্রন্থাবলীর অন্যান্য পুস্তকে যে সকল গান ... সূচীপত্রে তাহাদিগকে তারা-চিহ্নিত করিয়া দেওয়া গেল।'

—ভূমিকা। রবীন্দ্রনাথ

৫ কাব্যগ্রন্থ ॥ মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত। অষ্টম ভাগ : ১৩১০[৩]

৬ রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী ॥ হিতবাদীর উপহার। ১৩১১

৭ বাউল ॥ জাতীয় সংগীতের সংকলন। সেপ্টেম্বর ১৯০৫

৮ গান ॥ যোগীন্দ্রনাথ সরকার -কর্তৃক প্রকাশিত। সেপ্টেম্বর ১৯০৮

৯ গান ॥ ইণ্ডিয়ান প্রেস। ১৯০৯

'কিশোরকালের সকল শ্রেষ্ঠ গান হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্যন্ত যত গান

রচনা হইয়াছে, সমস্ত প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে পারি নাই।… অনেক গানে এখনো সুর বসানো হয় নাই… বাল্মীকি-প্রতিভা ও মায়ার খেলার গান গুটিকয়েক বিবিধ সঙ্গীতের মধ্যে দ্বিতীয়বার সন্নিবেশিত [এরূপ অন্য গানও প্রচুর]… এই পুস্তকে সাতশত সাতাশটি গান আছে।'[৪] —প্রকাশকের নিবেদন

১০ গীতাঞ্জলি। শ্রাবণ ১৩১৭

১১ গীতিমাল্য। জুলাই ১৯১৪

১২ গান। সেপ্টেম্বর ১৯১৪

১৩ গীতালি। ১৯১৪

১৪ ধর্ম্মসঙ্গীত। ডিসেম্বর ১৯১৪

১৫ কাব্যগ্রন্থ। ইণ্ডিয়ান প্রেস। প্রথম ভাগ : ১৯১৫। দশম ভাগ : ১৯১৬

১৬ প্রবাহিণী। অগ্রহায়ণ ১৩৩২

১৭ গীতিচর্চ্চা। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর -কর্তৃক সম্পাদিত। পৌষ ১৩৩২

'পূজনীয় ৺মহর্ষিদেবের ও পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দুইটি গান, তিনটি বেদগানও এই স্থানে সন্নিবেশিত করা হইল।'[৫]

—প্রকাশকের নিবেদন

১৮ ঋতু-উৎসব। ১৩৩৩। শেষবর্ষণ শারদোৎসব বসন্ত সুন্দর ও ফাল্গুনী এই পাঁচখানি গীতিগ্রন্থ বা গীতপ্রধান গ্রন্থের সংকলন।

১৯ বনবাণী। আশ্বিন ১৩৩৮। ইহার 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা' ও পরবর্তী অংশে বহু গান আছে।

২০ গীতবিতান। প্রথম সংস্করণ। প্রথম-দ্বিতীয় খণ্ড : আশ্বিন ১৩৩৮

তৃতীয় খণ্ড : শ্রাবণ ১৩৩৯

২১ গীতবিতান। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম-দ্বিতীয় খণ্ড : মাঘ ১৩৪৮

যথাক্রমে ১৩৪৫ ভাদ্রে ও ১৩৪৬ ভাদ্রে প্রথম ও দ্বিতীয়[৬] খণ্ডের মুদ্রণ শেষ হইয়াছিল। প্রথম খণ্ডের গীতভূমিকা 'প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে' ঐ গ্রন্থে ছিল না। উত্তরকালে দুই খণ্ডে নূতন আখ্যাপত্র ও প্রথমখণ্ডে গীতভূমিকা সংযোজিত।

১ কবি বলেন : বিস্মৃত বাল্যকালের মুহূর্ত্ত-স্থায়ী সুখ দুঃখের সহিত দুইদণ্ড খেলা করিয়া কে কোথায় ঝরিয়া পড়িয়াছিল… এ গানগুলি আজ সাত আট বৎসর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে, আমি ছাপাইতে চেষ্টা করি নাই।

'প্রকাশকের বক্তব্য'-শেষে আছে : ১২৯১ সনের শেষ দিন পর্যন্ত রবীন্দ্রবাবু যতগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন প্রায় সেগুলি সমস্তই এই পুস্তকে দেওয়া গেল।

২ স্পষ্টই মুদ্রণপ্রমাদ। 'গানগুলি' স্থলে 'গানগুলির সুর' হইবে।

৩ মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত অষ্টম ভাগ কাব্যগ্রন্থ ১৩১০ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত বা প্রকাশিত এই তথ্য উক্ত গ্রন্থের আখ্যাপত্র-অনুযায়ী ঠিক হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। অষ্টম ভাগের প্রায় শেষে (৩২৩-৩১ পৃষ্ঠায়) সন্নিবিষ্ট— 'মন তুমি নাথ লবে হরে' 'যে কেহ মোরে দিয়েছ সুখ' 'গরব মম হরেছ প্রভু' ইত্যাদি অন্তত আটটি গান যে ১৩১১ বঙ্গাব্দের ২০ জ্যৈষ্ঠ হইতে ২৩ আষাঢ়ের মধ্যে রচিত তাহা শ্রীসমীরচন্দ্র মজুমদার -সংরক্ষিত রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি দেখিয়া জানা যায়। মনে হয় শেষ ১৬ পৃষ্ঠার একটি ফর্মা এবং আরো ১ পাতা বা ২ পৃষ্ঠা বাদে সমুদয় গ্রন্থ ১৩১০ সালেই ছাপা হইয়া থাকিবে।

৪ 'গান'এর এই দ্বিতীয় সংস্করণ বড়োই রহস্যময়। ইহার বিভিন্ন প্রতি মিলাইতে গিয়া দেখা গেল— সূচীপত্রসহ সমগ্র গ্রন্থের মুদ্রণ সারা হইলে, বহু গান বর্জনের ও সেই স্থলে নূতন গান সন্নিবেশের প্রয়োজন হয় এবং এজন্য স্পষ্টতই অনেকগুলি পাতা নূতন ছাপা হয়; সমস্ত সূচীপত্র পুনর্বার ছাপা সত্ত্বেও বহু বর্জিত গানের উল্লেখ থাকে, সেগুলি অধিকাংশই ছিল অন্যের রচনা। পরবর্তী 'বর্জিত গান'এর তালিকায় চিহ্ন দিয়া বুঝানো হইয়াছে যে, + চিহ্নিত রচনা অপরিবর্তিত 'গান' (১৯০৯) গ্রন্থে থাকিলেও, পরিবর্তিত ও বহুপ্রচারিত কপিগুলিতে নাই— উহার 'সংশোধিত' সূচীপত্রে থাক্ বা না'ই থাক্।

এই গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণসমূহে এক অংশ 'ধর্ম্মসঙ্গীত' এবং অবশিষ্ট অংশ 'গান' নামে পৃথগ্‌ভাবে প্রকাশিত। সুতরাং 'গান' এই নামের পরবর্তী গ্রন্থ প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের অখণ্ড 'গান' হইতে বহুশঃ ভিন্ন।

৫ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'বিমল প্রভাতে' ইত্যাদি গানটিও আছে।

৬ এই খণ্ডের পরিশিষ্ট-ধৃত গান-দুটির মেক-আপ প্রুফ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত, তাহাতে তারিখ : 5/9/39 [১৯ ভাদ্র ১৩৪৬]

অন্যান্য বিশিষ্ট আকর গ্রন্থ

১ জাতীয় সঙ্গীত। প্রথম ভাগ। দ্বিতীয় সংস্করণ। সেপ্টেম্বর ১৮৭৮

২ ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী। সংক্ষেপে 'সঙ্গীতমুক্তাবলী'।
নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় -সংকলিত। প্রথম ভাগ। তৃতীয় সংস্করণ। ১৩০০

৩ ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্তন। প্রসন্নকুমার সেন -সংকলিত ?[১]

৪ ব্রহ্মসঙ্গীত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। বিশেষভাবে সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী -কর্তৃক সংশোধিত ও সম্পাদিত একাদশ সংস্করণ (মাঘ ১৩৩৮) দেখা হইয়াছে। 'ব্রহ্মসঙ্গীত' উল্লেখ-মাত্রে সর্বত্র উক্ত গ্রন্থই বুঝিতে হইবে।

৫ ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্তন। নববিধান। দ্বাদশ সংস্করণ। ১৯৩৩

৬ বাঙ্গালীর গান। বঙ্গবাসী। দুর্গাদাস লাহিড়ী -সংকলিত। ১৩১২
এই গ্রন্থে তথ্যের ও মুদ্রণের প্রমাদ অত্যন্ত বেশি।

---

[১] স্খলিত-আখ্যাপত্র এই নামের একখানি গ্রন্থ দেখা হইয়াছে। ইহাকে আভ্যন্তরিক প্রমাণে, প্রসন্নকুমার-সংকলিত এবং নববিধান-প্রকাশিত গ্রন্থের কোনো-এক সংস্করণ মনে হয়; দ্বাদশ সংস্করণের পূর্ববর্তী।

বর্তমান গ্রন্থে বর্জিত গান

গানের সূচনা যে গ্রন্থে রবীন্দ্রগীত-রূপে প্রচার	[0]প্রথমসংস্করণ গীত- বিতানের (খ) পরিশিষ্টে	রচয়িতা তৎ-সম্পর্কিত প্রমাণ
অন্তরের ধন প্রাণরঞ্জন স্বামী ॥ ১ ব্রহ্মসঙ্গীত। নাম নাই [২]স্বর ৮ (১৩৫৬)। শুদ্ধিপত্র দ্রষ্টব্য	নাই	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর [১]বীণাবাদিনী ১২।১৩০৪।২৪৩ সঙ্গীতপ্রকাশিকা ৪।১৩১৫।২২১
আজ তোমায় ধরব চাঁদ ॥ ২ প্রকৃতির প্রতিশোধ	নাই	অ [অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী] স্বরলিপি-গীতিমালা
আজি এ সন্তান দুটি ॥ ৩ ব্রহ্মসঙ্গীত	নাই	'শুভদিনে এসেছে দোঁহে' গানেরই পাঠান্তর
আজি কী হরষসমীর বহে ॥ ৪ শনিবারের চিঠি ১০।১৩৪৬।৫৯১	নাই	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬ ব্রহ্মসঙ্গীত
+আমি সকলি দিনু ॥ ৫ কাব্যগ্রন্থ (১৩১০)। গান (১৯০৯)	*চিহ্নিত	ইন্দিরা দেবী[৩] শতগান। ব্রহ্মসঙ্গীত
আর গো কত যুঝি। ৬ দ্বিতীয়সংস্করণ গীতবিতান	নাই	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর [৪]ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩

[0] উক্ত গ্রন্থে 'বাদ-দেওয়া গানের তালিকা' বা পরিশিষ্ট (খ), পৃ ৮৫৯-৬৪, দ্রষ্টব্য। যে গানগুলি রবীন্দ্রনাথের রচিত নয় বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল ওই তালিকায় সেগুলি তারা-চিহ্নিত হইয়াছে।

[১] সাময়িক পত্রের উল্লেখের আনুষঙ্গিক সংখ্যাগুলি যথাক্রমে মাস বৎসর ও পৃষ্ঠাঙ্ক -সূচক। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র বৎসর-গণনা শকাব্দে।

[২] স্বর—স্বরবিতান। গ্রন্থোত্তর সংখ্যা সর্বদাই গ্রন্থের খণ্ড-বাচক।

[৩] রচনা নিজের বলিয়া স্বীকার করেন।

[৪] দ্রষ্টব্য দশম পাদটীকা, পৃ ৯৭৩ + দ্রষ্টব্য চতুর্থ টীকা, পৃ ৯৬৩

গানের সূচনা যে গ্রন্থে রবীন্দ্রগীত-রূপে প্রচার	প্রথমসংস্করণ গীত- বিতানের (খ) পরিশিষ্টে	রচয়িতা তৎ-সম্পর্কিত প্রমাণ
+এ কী এ মোহের ছলনা ॥ ৭ গান (১৯০৯)	*চিহ্নিত	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ২ সঙ্গীতপ্রকাশিকা ৯।১৩১০।৭৯
এ কী ভুলে রয়েছ মন ॥ ৮ কাব্যগ্রন্থ (১৩১০)	নাই	নিমাইচরণ মিত্র সঙ্গীতমুক্তাবলী
এ ভব-কোলাহল ॥ ৯ বাঙ্গালীর গান	নাই	'চলেছে তরণী প্রসাদপবনে' গানের শেষ অংশ
+এসো দয়া গলে যাক ॥ ১০ গান (১৯০৯)	*চিহ্নিত	ইন্দিরা দেবী[৩] ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫
+ওই-যে দেখা যায় আনন্দধাম ॥ ১১ কাব্যগ্রন্থ (১৩১০)। গান (১৯০৯) প্রথমসংস্করণ গীতবিতান	নাই	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত সঙ্গীতপ্রকাশিকা ১।১৩১১।৬৪১
+কতদিন গতিহীন ॥ ১২ গান (১৯০৯)	*চিহ্নিত	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫
কে আমার সংশয় মিটায় ॥ ১৩ রবিচ্ছায়া	নাই	সুরের উল্লেখ নাই গান নহে
+কেন আনিলে গো ॥ ১৪ গান (১৯০৯)	আছে	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬ সঙ্গীতপ্রকাশিকা ১২।'১০।১২৩
গভীর-বেদনা-অস্থির প্রাণ ॥ ১৫ ব্রহ্মসঙ্গীত	নাই	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবাসী ১২।১৩৪৬।৮১৮ সাহিত্য-সাধক-চরিত- মালা ৬৬, পৃ ২৫

+ দ্রষ্টব্য চতুর্থ টীকা, পৃ ৯৬৩ ৩ রচনা নিজের বলিয়া স্বীকার করেন।

গানের সূচনা যে গ্রন্থে রবীন্দ্রগীত-রূপে প্রচার	প্রথমসংস্করণ গীত- বিতানের (খ) পরিশিষ্টে	রচয়িতা তৎ-সম্পর্কিত প্রমাণ
*চিত মন তব পদে ॥ ১৬ গান (১৯০৯)	*চিহ্নিত	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৬
ছাড়িব আজি জীবনতরণী ॥ ১৭ ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্তন	নাই	দয়ালচন্দ্র ঘোষ ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্তন (১৯৩৩)
*ছেলেখেলা কোরো না লো ॥ ১৮ রবিচ্ছায়া। গান (১৯০৯)	*চিহ্নিত	সুরের উল্লেখ নাই গান নহে
*জীবন বৃথায় চলে গেল রে ॥ ১৯ গান (১৯০৯)	আছে	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫ সঙ্গীতপ্রকাশিকা ৯।১৩১৪।৮২
জীবনবল্লভ তুমি দীনশরণ ॥ ২০ ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্তন	নাই	পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় ব্রহ্মসঙ্গীত। ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্তন (১৯৩৩)
*ডাকি তোমারে কাতরে ॥ ২১ গানের বহি। কাব্যগ্রন্থাবলী কাব্যগ্রন্থ (১৩১০)। গান (১৯০৯) রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী	আছে	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩
*তাঁরে দেখো দেখো ॥ ২২ ব্রহ্মসঙ্গীত। গান (১৯০৯)	*চিহ্নিত	ইন্দিরা দেবী* প্রবাসী ১১।১৩১১।৬২৪
*তুমি আদি অনাদি ॥ ২৩ গান (১৯০৯)	*চিহ্নিত	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫ সঙ্গীতপ্রকাশিকা ৯।১৩১৪।৭৯

গানের সূচনা যে গ্রন্থে রবীন্দ্রগীত-রূপে প্রচার	প্রথমসংস্করণ গীত- বিতানের (খ) পরিশিষ্টে	রচয়িতা তৎ-সম্পর্কিত প্রমাণ
†তোমা বিনা কে আর করে ॥ ২৪ গান (১৯০৯)	*চিহ্নিত	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গীতপ্রকাশিকা ৭।১৩১৪।৩৯
তোমারি জয়, তোমারি জয় ॥ ২৫ ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্তন	নাই	কৈলাসচন্দ্র সেন ব্রহ্মসঙ্গীত ॥ ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্তন (১৯৩৩)
দরশন দাও হে প্রভু ॥ ২৬ সাধনা ১১।১২৯৮।৩১৯ নাম নাই ব্রহ্মসঙ্গীত	নাই	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা স্বরলিপি ও গানের খসড়া[৫]
দীন দয়াময়, ভুলো না ॥ ২৭ ব্রহ্মসঙ্গীত তত্ত্ববোধিনী ৬।১৭৯৪।৯৩ রচয়িতার নাম নাই	নাই	প্রথম প্রকাশের কালে রবীন্দ্রনাথের বয়স ১২। রবীন্দ্রনাথ বলেন— জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা। শনিবারের চিঠি ১০।১৩৪৬।৫৯১-৯২
দুজনে মিলিয়া যদি ॥ ২৮ রবিচ্ছায়া	নাই	সুরের উল্লেখ নাই গান নহে
নিকটে নিকটে থাকো হে ॥ ২৯ ব্রহ্মসঙ্গীত	নাই	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার হাতের স্বরলিপি ও গানের খসড়া[৫]
†নির্ঝর মিশিছে তটিনীর ॥ ৩০ রবিচ্ছায়া। গান (১৯০৯)	*চিহ্নিত	সুরের উল্লেখ নাই গান নহে

† দ্রষ্টব্য চতুর্থ টীকা, পৃ ৯৬৩

গানের সূচনা যে গ্রন্থে রবীন্দ্রগীত-রূপে প্রচার	প্রথমসংস্করণ গীত- বিতানের (খ) পরিশিষ্টে	রচয়িতা তৎ-সম্পর্কিত প্রমাণ
*নিরঞ্জন নিরাকার ॥ ৩১ গান (১৯০৯)	*চিহ্নিত	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৩ ব্রহ্মসঙ্গীত
*প্রভু দয়াময় ॥ ৩২ রবিচ্ছায়া। গান (১৯০৯)	*চিহ্নিত	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী ৬।১৮৩৭।১১৫
বিপদভয়বারণ ॥ ৩৩ ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন	নাই	যদু ভট্ট। ব্রহ্মসঙ্গীত ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ১
*বিমল প্রভাতে মিলি ॥ ৩৪ বৈতালিক। গীতিচর্চ্চা ব্রহ্মসঙ্গীত। গান (১৯০৯)	নাই	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫ স্বরলিপি ও গানের খসড়া* সঙ্গীতপ্রকাশিকা ৯।১৩১৪।৬৭
ব্যথাই আমায় আনল ॥ ৩৫ ব্রহ্মসঙ্গীত	নাই	অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী লেখক-কর্তৃক স্বীকৃত
*ভবভয়হর প্রভু ॥ ৩৬ গান (১৯০৯)	*চিহ্নিত	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৫
মায়ের বিমল যশে ॥ ৩৭ রবিচ্ছায়া	নাই	সুরের উল্লেখ নাই গান নহে

* জ্যোতিরিন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে হিন্দি গানের সুরে বাংলা কথা বসানো। যে স্বরলিপিগুলির বাংলা কথার অংশে অল্পবিস্তর কাটাকুটি আছে সেগুলিকেই খসড়া বলা চলে; হাতের লেখা যাঁহার রচনাও তাঁহারই। রবীন্দ্রনাথের প্রখ্যাত কয়েকটি রচনার খসড়া রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখায় পাওয়া যায়।

গানের সূচনা যে গ্রন্থে রবীন্দ্রগীত-রূপে প্রচার	প্রথমসংস্করণ গীত- বিতানের (খ) পরিশিষ্টে	রচয়িতা সম্পর্কে ইতি বা নেতি -বাচক প্রমাণ
[৬] মুখের হাসি চাপলে কি হয় ॥ ৩৮	নাই	কেদারনাথ চৌধুরী [?]
[৭] রাজা বসন্ত রায়		[৯] প্রভাত-রবি, পত্র ১৮-১৯
[৮] সঙ্গীতপ্রকাশিকা ২।১৩১২।১৯৭		দেশ, ২৮ বৈশাখ ১৩৭৫
[৬] গীতবিতান (১৩৫৭-১৩৭৩)		সাহিত্যসংখ্যা। পৃ ১৫২

---

[৬] গীতবিতানের পূর্বসংস্করণগুলিতে এই গান ও এ সম্পর্কে বহু তথ্য গ্রন্থপরিচয় অংশে দ্রষ্টব্য। বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে, এ গানের ভাব ভাষার ইঙ্গিত লেখক রবীন্দ্ররচনা হইতেই সংগ্রহ করিয়াছেন :

হাসিরে পায়ে ধোরে রাখিবি কেমন করে,
হাসির যে প্রাণের সাধ ঐ অধরে খেলা করে!

দ্রষ্টব্য : ভারতী ৯।১২৮৮।৪৩০।কলম২/বউঠাকুরানীর হাট, প্রচলিত সংস্করণ, পরিচ্ছেদ ৮।— রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে (১৩১৫-১৬ বঙ্গাব্দে) প্রায়শ্চিত্তে ইহার সার্থক ও সম্পূর্ণ রূপ দেন : হাসিরে কি লুকাবি লাজে ইত্যাদি।

[৭] কেদারনাথ চৌধুরী বউঠাকুরানীর হাট উপন্যাসের এই নাট্যরূপ দেন জানা যায়; এই নাটকের উল্লেখও আছে বউঠাকুরানীর হাট উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণের (১৮৮৭ খৃঃ অঃ) আখ্যাপত্রে। মুদ্রিত আকারে 'রাজা বসন্ত রায়' পাওয়া যায় না।

[৮] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর -সম্পাদিত।

[৯] 'মুখের হাসি চাপলে কি হয়' রবীন্দ্রনাথের গান নহে এ পক্ষে নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ ইতঃপূর্বে পাওয়া যায় নাই। বর্তমানে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত পত্র না পাওয়া গেলেও, তাঁহাকে লিখিত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পত্রেই এ সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া যায়।

দ্বিতীয় সংস্করণের

বিজ্ঞাপন

গীত-বিতান যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তখন সংকলন কর্তারা সত্বরতার তাড়নায় গানগুলির মধ্যে বিষয়ানুক্রমিক শৃঙ্খলা বিধান করতে পারেননি। তাতে কেবল যে ব্যবহারের পক্ষে বিঘ্ন হয়েছিল তা নয়, সাহিত্যের দিক থেকে রসবোধেরও ক্ষতি করেছিল। সেই জন্যে এই সংস্করণে ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করে গানগুলি সাজানো হয়েছে। এই উপায়ে, সুরের সহযোগিতা না পেলেও, পাঠকেরা গীতিকাব্যরূপে এই গানগুলির অনুসরণ করতে পারবেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-সম্পাদিত

গীতবিতানের বিষয়বিন্যাস

ভাগ	গীতসংখ্যা	ইদানীন্তন গীতবিতানের পৃষ্ঠা
সাধক	২	১২৬-১২৭
উৎসব	৭	১২৭-১২৯
আনন্দ	২৫	১২৯-১৩৯
বিশ্ব	৩৯	১৩৯-১৫৪
বিবিধ[১০]	১৪৩	১৫৫-২০৩
সুন্দর	৩০	২০৪-২১৪
বাউল	১৩	২১৫-২২০
পথ	২৫	২২০-২২৯
শেষ	৩৪	২২৯-২৪২
পরিণয়[১১]	৯	৬০৭-৬১০
স্বদেশ	৪৬	২৪৩-২৬৭
প্রেম		
গান	২৭	২৭১-২৮১
প্রেমবৈচিত্র্য	৩৬৮	২৮১-৪২৩
প্রকৃতি		
সাধারণ	৯	৪২৭-৪৩১
গ্রীষ্ম	১৬	৪৩১-৪৩৭
বর্ষা	১১৫	৪৩৭-৪৮১
শরৎ	৩০	৪৮১-৪৯৩
হেমন্ত	৫	৪৯৪-৪৯৫
শীত	১২	৪৯৫-৫০০
বসন্ত	৯৬	৫০০-৫৪০
বিচিত্র	১৩৮	৫৪৩-৬০৪
আনুষ্ঠানিক	৯	৬১০-৬১৪
পরিশিষ্ট[১২]	২	৯০৯

তৃতীয় খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়

রবীন্দ্রনাথের গানের 'সম্পূর্ণ' সংগ্রহ প্রচারের উদ্দেশ্যে 'গীতবিতান' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) বাংলা ১৩৩৮ সালের আশ্বিনে প্রথম প্রকাশিত হয় ; তৃতীয় খণ্ডের প্রকাশ ১৩৩৯ সালের শ্রাবণে। এই সংস্করণে গানগুলি প্রধানতঃ বিভিন্ন গীতগ্রন্থে কালক্রমে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। পরে, বিষয়ানুক্রমে সাজাইবার প্রয়োজন বোধ করিয়া কবি গানগুলিকে বিভিন্ন ভাগে ও বিভাগে বিভক্ত করিয়া দেন। এইভাবে সজ্জিত দ্বিতীয়সংস্করণ গীতবিতানের মুদ্রণ ১৩৪৬ সালের ভাদ্রেই সমাধা হয়, কিন্তু নানা কারণে ১৩৪৮ মাঘের পূর্বে বহুল প্রচারিত হয় নাই। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'গীত-বিতান দ্বিতীয় সংস্করণ দুই খণ্ডে মুদ্রিত হইয়া যাওয়ার পর কবি আরও অনেকগুলি গান রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল গান তৃতীয় খণ্ডে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। অনবধানতাবশত প্রথম দুই খণ্ডে কতকগুলি গান বাদ পড়িয়াছে ; তৃতীয় খণ্ডে ঐ সকল গান সংযোজিত হইবে।'

বস্তুতঃ ১৩৫৭ আশ্বিনে ওই দীর্ঘপ্রত্যাশিত তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করা সম্ভব হইল। ইহাকে নির্ভুল বা নিখুঁত করিতে আরও দীর্ঘকালব্যাপী অনুসন্ধান ও সম্পাদনার প্রয়োজন ছিল। আশা করা যায়, সে কাজ পর পর অনেকগুলি

পূর্বপৃষ্ঠার পাদটীকা—

[১০] দ্বিতীয় সংস্করণে গানের সংখ্যা ১৪৪ ছিল ; তন্মধ্যে ১৪২-সংখ্যক রচনা (আর গো কত ঘুরি। পৃ ১৯৯) বর্তমানে বর্জিত হইল। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপির তৃতীয় খণ্ডে এই গান (সংখ্যা ৬) রবীন্দ্রনাথের নামে মুদ্রিত, পরে চিরকুটে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ছাপাইয়া সংশোধিত —এরূপ গ্রন্থ দেখা গিয়াছে। শ্রীমতী ইন্দিরাদেবীর অভিমতও এই সংশোধনেরই অনুকূলে।

[১১] বর্তমান মুদ্রণে এই গীতিগুচ্ছ দ্বিতীয় খণ্ডে আনুষ্ঠানিক সংগীতের প্রথম পর্যায়রূপে সংকলিত। কবির বহু গীতিসংকলনে এই গান বা এরূপ গান সংগত কারণেই অনুষ্ঠানসংগীত-রূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে।

[১২] ১৩৪৬ ভাদ্রে গ্রন্থমুদ্রণ প্রায় শেষ হইবার পর রচিত হওয়ায় পরিশিষ্টে দেওয়া হয়। বর্তমানে তৃতীয় খণ্ডের যথোচিত স্থানে সংকলিত। এই দুটি গান সম্পর্কে পৃ ৯৬৩ -ধৃত টীকা ৬ দ্রষ্টব্য।

সংস্করণে (১৩৬৪ ভাদ্র - ১৩৭৯ পৌষ) কথঞ্চিৎ সমাধা হইয়া থাকিবে। কবির রচিত গানের সংখ্যা অল্প নহে ; পাঠভেদ 'অনন্ত' ; মূলতঃ কতগুলি পত্রিকায়, অনুষ্ঠানপত্রে, পাণ্ডুলিপিতে, কবির আপন গ্রন্থে ও অন্যের কৃত সংকলনে এই-সব রচনা বিন্যস্ত বা বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে তাহার তালিকাও অতিশয় দীর্ঘ হইবে। কবির প্রথম বয়সে তাঁহার বহু রচনা যেমন অন্যের গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, অন্যের একাধিক রচনা যে তাঁহার গ্রন্থে স্থান পায় নাই এমন নয় ; অথচ যথোচিত প্রমাণের অভাবে বা নানা প্রমাণের পরস্পরবিরুদ্ধতায় অনিশ্চয়তা ঘুচে না। সম্পাদন-কার্যে নানা ত্রুটিবিচ্যুতির সম্ভাবনা সব সময়েই আছে।

যাহা হউক, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রচলিত গীতবিতানের প্রথম দুইটি খণ্ডে কবির যে গান বর্জিত, যে গান সংকলিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না বা প্রমাদবশতঃ সংকলিত হয় নাই, সে-সবই বর্তমান তৃতীয় খণ্ডে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া পূর্বোক্ত দুই খণ্ডে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও 'মায়ার খেলা'র মাত্র অল্প কতকগুলি গান বাছিয়া লওয়া হইয়াছিল ; বর্তমান তৃতীয় খণ্ডে সম্পূর্ণ 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও 'মায়ার খেলা' মুদ্রিত হইল। কেবল এই দুইটি গীতিনাট্য নয়, কবির সমুদয় গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যই, যাহার আদ্যন্তই প্রায় সুরে বাঁধা এবং প্রসঙ্গবিচ্ছিন্ন হইলে যাহার অনেকাংশের অর্থ বা কবিত্বসৌষ্ঠব -অবধারণে অসুবিধা হইতে পারে, এই সর্বশেষ খণ্ডে সম্পূর্ণতঃ সংকলন করা সংগত মনে হইয়াছে। পরিশিষ্টে 'নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা' (পাণ্ডুলিপি : পৌষ ১৩৪৫) এবং 'পরিশোধ' (প্রবাসী : কার্তিক ১৩৪৩) মুদ্রিত হইল।

সুধীজনের নিকট বিস্তারিত ভাবে বলা বাহুল্য যে, সংগীতস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির পরিমাণ প্রকৃতি ও পরিণতির পূর্ণাঙ্গ অনুশীলন ও ধারণা করিতে হইলে 'রবিচ্ছায়া' 'গানের বহি' প্রভৃতি প্রাচীন কোনো গ্রন্থের কবি-রচিত কোনো গানই ত্যাগ করা চলে না। বহু রচনাকে সাধারণে নিছক কবিতা বলিয়া জানিলেও কবির বহু গ্রন্থে বহুবার সেগুলি সুর-তালের উল্লেখের দ্বারা অভ্রান্ত-ভাবে গীতরূপেও নির্দিষ্ট ; সেই গানগুলি এই গ্রন্থে সংকলন করা হইল। মুদ্রিত স্বরলিপির ঠিকানা সূচীতে দেওয়া হইয়াছে ; যে ক্ষেত্রে সুরের অথবা সুর ও তালের উল্লেখ মাত্র পাওয়া গিয়াছে, সেই তথ্যই সূচীতে পরিবেশিত।

তৃতীয় খণ্ড গীতবিতানের গানগুলি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্যাদি, রচনার সন্নিবেশক্রমে পরে দেওয়া গেল। পার্শ্ববর্তী প্রথম সংখ্যায় এই গ্রন্থের পৃষ্ঠা, আবশ্যকস্থলে পূর্ণচ্ছেদের পরবর্তী সংখ্যায় আলোচ্য গানের সংখ্যা, বুঝানো হইয়াছে।

৬১৭-৭৫০ গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য ॥ কৌতূহলী পাঠক এই নাট্যাবলী সম্পর্কে বহু তথ্য রবীন্দ্র-রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডের গ্রন্থপরিচয়ে দেখিয়া লইবেন। যেমন রবীন্দ্র-রচনাবলীর—

'অচলিত' প্রথম খণ্ডে : কালমৃগয়া ও
প্রথমসংস্করণ বাল্মীকিপ্রতিভা

প্রথম খণ্ডে : বাল্মীকিপ্রতিভা ও মায়ার খেলা

পঞ্চবিংশ খণ্ডে : চিত্রাঙ্গদা চণ্ডালিকা ও শ্যামা

৬১৭-৩৪ কালমৃগয়া ॥ গীতিনাট্য। প্রকাশকাল অগ্রহায়ণ ১২৮৯। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে 'বিদ্বজ্জনসমাগম' উপলক্ষে খ্রীস্টীয় ১৮৮২ অব্দের শনিবার ২৩ ডিসেম্বর তারিখে অভিনীত।

৬৩৫-৫৪ বাল্মীকিপ্রতিভা ॥ গীতিনাট্য। ১২৮৭ (১৮০২ শক) ফাল্গুনে প্রকাশিত। ১২৯২ ফাল্গুনে যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা বহুশঃ পৃথক গ্রন্থ; উহারই ঈষৎ-সংস্কৃত রূপ বর্তমানে প্রচলিত এবং গীতবিতান গ্রন্থে মুদ্রিত। ইহাতে 'কালমৃগয়া' হইতে বহু গান, কতকগুলি পরিবর্তন-সহ, কতকগুলি যথাযথ, গৃহীত হইয়াছে। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি বলেন, 'বাল্মীকিপ্রতিভায় অক্ষয় বাবুর [অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর] কয়েকটি গান আছে এবং ইহার দুইটি গানে বিহারী [লাল] চক্রবর্তী মহাশয়ের সারদামঙ্গল-সঙ্গীতের দুই-এক স্থানের ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে।'

৬৪০ ও ৬৪৩ 'রাঙাপদপদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা' এবং 'এত রঙ্গ শিখেছ কোথা' অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর রচনা। দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রস্মৃতি, সংগীতস্মৃতি অধ্যায়।

৬৫২ কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা ॥ 'যাও লক্ষ্মী অলকায়' প্রভৃতি ছত্রে 'সারদামঙ্গল' কাব্যের অংশবিশেষের প্রভাব আছে।

৬৫৩ এই-যে হেরি গো দেবী আমারি ॥ ইহাতে দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' (অক্টোবর ১৮৭৫) কাব্যের 'জয় জয় পরব্রহ্ম' গানটির কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

৬৫৩ দীন হীন বালিকার সাজে ॥ গান নহে, আবৃত্তির বিষয়।

৬৫৫-৮২ মায়ার খেলা ॥ গীতিনাট্য। ১৮১০ শকের (বাংলা ১২৯৫) অগ্রহায়ণ মাসে প্রথম প্রকাশিত। কবি ইহার বিজ্ঞাপনে জানাইয়াছেন, 'সখিসমিতির মহিলাশিল্পমেলায় অভিনীত হইবার উপলক্ষে এই গ্রন্থ উক্ত সমিতিকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।... আমার পূর্ব্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্যনাটিকার [নলিনী'র] সহিত এ গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে।... পাঠক ও দর্শকদিগকে বুঝিতে হইবে যে, মায়াকুমারীগণ এই কাব্যের অন্যান্য পাত্রগণের দৃষ্টি বা শ্রুতিগোচর নহে।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম জীবনের এই গীতিনাট্যকে শেষ বয়সে (১৩৪৫ সালে) নূতন রূপ দিয়া, পুরাতন গানকে নূতন করিয়া এবং বহু নূতন গানও যোজনা করিয়া, নৃত্যে অভিনয় করাইবার আয়োজন করিয়াছিলেন। সেই অপ্রকাশিতপূর্ব নৃত্য-নাট্য 'পরিশিষ্ট ১' রূপে এই গ্রন্থে অন্যত্র মুদ্রিত হইল।

৬৮৩-৭০৮ চিত্রাঙ্গদা ॥ নৃত্যনাট্য। কবির পুরাতন রচনা 'চিত্রাঙ্গদা' (ভাদ্র ১২৯৯) কাব্যের কাহিনী অবলম্বনে রচিত এবং কলিকাতায় 'নিউ এম্পায়ার থিয়েটার'এ খ্রীষ্টীয় ১৯৩৬ সালের ১১, ১২, ১৩ মার্চ্ তারিখে অভিনয়-উপলক্ষ্যে প্রথম প্রকাশিত। বিজ্ঞপ্তিতে কবি জানাইয়াছিলেন, 'এই গ্রন্থের অধিকাংশই গানে রচিত এবং সে গান নাচের উপযোগী। এ কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, এই-জাতীয় রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে বহুদূর অতিক্রম করে থাকে, এই কারণে সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে। কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য্য নয়। যে পাখীর প্রধান বাহন পাখা, মাটির উপরে চলার সময় তার অপটুতা অনেক সময় হাস্যকর বোধ হয়।'

৬৮৩ 'ভূমিকা' ছাড়াও ইহার—

৬৮৭ সখী, কী দেখা দেখিলে তুমি ইত্যাদি ৫ ছত্র

৬৮৯ হায় হায়, নারীরে করেছি ব্যর্থ ইত্যাদি ৮ ছত্র

৬৯০-৯১ ব্রহ্মচর্য !— ইত্যাদি ৮ ছত্র

৬৯৩ এ কী দেখি ! ইত্যাদি ১১ ছত্র

৬৯৪ মীনকেতু ইত্যাদি ৪ ছত্র

৬৯৬ হে সুন্দরী, উন্মথিত যৌবন আমার ইত্যাদি ১৫ ছত্র

৬৯৭ আজ মোরে ইত্যাদি ২০ ছত্র

৭০২-৭০৩ রমণীর মন-ভোলাবার ছলাকলা ইত্যাদি ৯ ছত্র

৭০৫ হে কৌন্তেয় ইত্যাদি ৮ ছত্র [পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

অংশগুলি গান নয়, 'কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে' রচিত। ৭০৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বৈদিক মন্ত্র কয়টিও আবৃত্তির বিষয়।

৭০৬-৭০৭ এস' এস' বসন্ত, ধরাতলে। রূপান্তরে 'মায়ার খেলা'য় মুদ্রিত।

বিভিন্ন অভিনয়-উপলক্ষে কবিকর্তৃক এই নৃত্যনাট্যের বহুল পরিবর্তন সম্পর্কে, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ মহাশয় যাহা জানাইয়াছেন এ স্থলে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে—

৬৮৭ যাও যদি যাও তবে ইত্যাদি দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রথম গানটি ১৯৩৬ সালের পরবর্তী অভিনয়ে প্রায়শই বাদ দেওয়া হইয়া থাকে।

৬৯০ যে ছিল আপন শক্তির অভিমানে··· হায় হায় হায়। সখীগণের গানের এই তুকের পরেই নিম্নলিখিত সংলাপটুকু, ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে কবিকর্তৃক সন্নিবিষ্ট হইয়া, বাঁকুড়ায় ও মেদিনীপুরে বহু অভিনয়ে গীত ও অভিনীত হইয়াছিল :

চিত্রাঙ্গদা। তুমি কি পঞ্চশর।
মদন। আমি সেই মনসিজ—
নিখিলের নরনারী-হিয়া
টেনে আনি বেদনাবন্ধনে।
চিত্রাঙ্গদা। কী বেদনা কী বন্ধন
জানে তাহা দাসী।

তুমি কোন্‌ দেবতা প্রভু,
তুমি কোন্‌ দেবতা।

[ঋতুরাজ] আমি ঋতুরাজ, আমি
অখিলের অনন্ত যৌবন।
আমি ঋতুরাজ।

এই অংশটি যুক্ত হওয়াতে, সহজেই অনুমেয়, নৃত্যনাট্যের প্রচলিত সংস্করণ-অনুযায়ী মদনের যে কালে আবির্ভাব, তৎপূর্বেই তাঁহার ঋতুরাজ-সহ মঞ্চপ্রবেশ ঘটানো হইয়াছিল।

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ইহাও জানাইয়াছেন যে—

৬৯০ ব্রহ্মচর্য !— পুরুষের স্পর্ধা এ যে ইত্যাদি ৩ ছত্র, এ ক্ষেত্রে মদনের উক্তিরূপেই ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং পরবর্তী

৬৯১ পঞ্চশর, তোমারি এ পরাজয় ইত্যাদি ৫ ছত্র ছিল সখীর উক্তি।

৭০৫ হে কৌন্তেয় ইত্যাদি পূর্বোক্ত ৮ ছত্র সম্পর্কে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ জানাইয়াছেন যে, প্রচলিত স্বরলিপিগ্রন্থে গানরূপে প্রচারিত না থাকিলেও, ১৯৩৮ ফেব্রুয়ারিতে এই অংশে কবি সুর দেন এবং ঐ বৎসর মার্চ্‌ মাসে পূর্ববঙ্গ ও আসাম -ভ্রমণকালে বহু অভিনয়ে, তেমনি পরবৎসর বাঁকুড়ায় ও মেদিনীপুরে শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রী-গোষ্ঠী যে অভিনয় করেন তাহাতে, সুরে ও তালে গীত এবং অভিনীত হয়।

৭০৯-৩২ চণ্ডালিকা॥ নৃত্যনাট্য। ১৩৪০ ভাদ্রে রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' নাটক প্রকাশিত হয়; উহাতে দুইটি দৃশ্য এবং প্রায় বলা চলে 'প্রকৃতি' ও 'মা' এই দুইটি চরিত্রই আছে। মা ও মেয়ের সংলাপ গদ্যে রচিত। ওই নাটকের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ নূতন ভাবে আদ্যন্ত 'ছন্দে' ও সুরে রচনা করিয়া, বর্তমান নৃত্যনাট্যের প্রথম প্রকাশ বাংলা ১৩৪৪ সালের ফাল্গুনে; সর্বসাধারণ-সমক্ষে প্রথম অভিনীত হয় কলিকাতার 'ছায়া' রঙ্গমঞ্চে খ্রীষ্টীয় ১৯৩৮ সালের ১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ্‌ তারিখে। পরবর্তী ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে (১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে) কলিকাতায় 'শ্রী' রঙ্গমঞ্চে পুনরভিনয়ের

প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত রচনাটিতে নানা পরিবর্তন সাধন করেন। পরিবর্তিত নাটকের যে পাঠ ১৩৪৫ চৈত্রে স্বরলিপি-সহ প্রচারিত, তাহাই বর্তমান গ্রন্থে সংকলন করা হইয়াছে। এই রচনা আদ্যন্তই সুরে তালে বসানো।

১৩৪৪ ফাল্গুনে প্রকাশিত 'চণ্ডালিকা'য়, আখ্যায়িকার সার-সংকলন হিসাবে মূল নৃত্যনাট্যের পূর্বে একটি 'পরিচয়' মুদ্রিত আছে; উহার সূচনায় কবি বলিয়াছেন, 'সমগ্র চণ্ডালিকা নাটিকার গদ্য এবং পদ্য অংশে সুর দেওয়া হয়েছে।'

বস্তুতঃ, চণ্ডালিকার ব হু গা ন স ম্পূ র্ণ ই গ দ্য ছ ন্দে লে খা —ইহা সতর্ক পাঠকের মনোযোগ এড়াইবে না।

৭৩৩-৫০ শ্যামা ॥ নৃত্যনাট্য। 'কথা ও কাহিনী' কাব্যের অন্তর্গত 'পরিশোধ' (২৩ আশ্বিন ১৩০৬) কবিতাটির বিষয়বস্তু লইয়া রচিত 'পরিশোধ' নৃত্যনাট্য (আশ্বিন ১৩৪৩) বর্তমান গ্রন্থে 'পরিশিষ্ট ২' রূপে মুদ্রিত। 'শ্যামা' উহারই পরিবর্তিত পরিবর্ধিত ও সমৃদ্ধতর রূপ বলা যায়; বাংলা ১৩৪৬ ভাদ্রে স্বরলিপি-সহ প্রথম প্রচারিত। তৎপূর্বে ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে কলিকাতার 'শ্রী' রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়।

ইহাও প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সুরে তালে বাঁধা, কোথাও 'কাব্য-আবৃত্তি' নাই।

৭৫৩-৬৪। ১-২০ সংখ্যা ॥ ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ॥ বাংলা ১২৯১ সালে প্রথম প্রকাশ-কালে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ[0] -সহ একুশটি রচনা ছিল। আর-একটি ভানুসিংহের পদ (কো তুঁহু বোলবি মোয়)

---

[0] রবিচ্ছায়ায় যে কয়টি গান (মোট ৫টি) সংকলিত তাহাতে তালেরও উল্লেখ আছে। যে-কোনো গান উল্লিখিত রাগ-তালে গাওয়া হয় কিনা তাহা স্বতন্ত্র বিচারের বিষয়। যেমন, 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যামসমান' গানে প্রথমতঃ 'পূরবী'র উল্লেখ ছিল, পরে 'ভৈরবী / কাওয়ালি'র উল্লেখ রবিচ্ছায়ায়— এই গানের স্বরলিপি দ্রষ্টব্য স্বরবিতানের একবিংশ খণ্ডে।

১২৯২ সালের 'প্রচার' মাসিক-পত্রে এবং পরে 'কড়ি ও কোমল' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত হয়। বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের অনুসরণে প্রাচীন ব্রজবুলিতে রচিত এই গান বা কবিতাগুলি কয়েক বৎসর ধরিয়া 'ভারতী'তেও প্রকাশ পায়— যথা, বর্তমান গ্রন্থের ৮, ৯, ১০, ১৩, ১৪, ১৫ সংখ্যা ১২৮৪ সালে ; ১৮ সংখ্যা ১২৮৫ সালে ; ১৬ সংখ্যা ১২৮৬ সালে ; ১৭ ও ১৯ সংখ্যা ১২৮৭ সালে এবং ১১ সংখ্যা ১২৯০ সালে। মূলতঃ 'ভারতী'র ১২৮৪ আশ্বিন ও ১২৮৮ শ্রাবণ -সংখ্যায় মুদ্রিত দুইটি পদ—

৪৪০ সজনি গো) শাঙনগগনে ঘোর ঘনঘটা ইত্যাদি

৩৪২ মরণ রে তুঁহুঁ মম শ্যামসমান ইত্যাদি

গীতবিতানের পূর্ববর্তী অংশে মুদ্রিত হইয়াছে। বর্তমান খণ্ডে, যে গানগুলির স্বরলিপি (সংখ্যা ২, ৩, ৫, ৮, ৯, ১০, ১১) আছে সেগুলির পাঠ স্বরলিপি-অনুসারী। স্বরলিপি-বিহীন রচনার সংকলন -কালে প্রায়শঃ পরবর্তী সংহত ও মার্জিত পাঠই গৃহীত হইয়াছে। বলা প্রয়োজন—

৭৫৯। ১২-সংখ্যক গানের প্রাচীন পাঠ 'গহির নীদমে' ইত্যাদি। তেমনি

৭৬৩। ১৯-সংখ্যক গানের প্রাচীন পাঠ 'দেখলো সজনী চাঁদনী রজনী' ইত্যাদি। ১২৯১ সালে মুদ্রিত মূলগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৭৬৭-৮১২। ১-১৩২ সংখ্যা ॥ নাট্যগীতি ॥ বিভিন্ন নাটক বা নাট্যকাব্যের যে গানগুলি ইতিপূর্বে সংকলিত হয় নাই, সেইগুলি এই অধ্যায়ে মুদ্রিত। কোনো নাটকের না হইলেও, নাট্যগুণোপেত অন্য কতকগুলি রচনা এই অংশে স্থান পাইয়াছে।

৭৬৭।১ জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ দ্বিগুণ ॥ যেটুকুর স্বরলিপি আছে সেই সংক্ষিপ্ত পাঠই গীতবিতান গ্রন্থে সংকলিত। দীর্ঘতর মূল রচনা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর -প্রণীত 'সরোজিনী' নাটকের (১৭৯৭ শকাব্দ) অন্তর্গত এবং জহরব্রত-উদ্‌যাপনে উদ্যতা রাজপুত-ললনাদিগের সমবেতসংগীত। ইহার রচনা সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের উক্তি উদ্ধারযোগ্য—

…রাজপুত মহিলাদের চিতাপ্রবেশের যে একটা দৃশ্য আছে, তাহাতে পূর্ব্বে আমি গদ্যে একটা বক্তৃতা রচনা করিয়া দিয়াছিলাম। যখন এই স্থানটা পড়িয়া প্রুফ্ দেখা হইতেছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরে পড়াশুনা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। গদ্য-রচনাটি এখানে একেবারেই খাপ খায় নাই বুঝিয়া, কিশোর রবি একেবারে আমাদের ঘরে আসিয়া হাজির। তিনি বলিলেন— এখানে পদ্যরচনা ছাড়া কিছুতেই জোর বাঁধিতে পারে না। প্রস্তাবটা আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না— কারণ, প্রথম হইতেই আমারও মনটা কেমন খুঁৎ-খুঁৎ করিতেছিল। কিন্তু এখন আর সময় কৈ? আমি সময়াভাবের আপত্তি উত্থাপন করিলে, রবীন্দ্রনাথ সেই বক্তৃতাটির পরিবর্ত্তে একটা গান রচনা করিয়া দিবার ভার লইলেন, এবং তখনই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই "জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ" এই গানটি রচনা করিয়া আনিয়া, আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন।

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি (১৩২৬) পৃ ১৪৭

৭৬৭।২ হৃদয়ে রাখো গো, দেবী, চরণ তোমার॥ ইহার ভাব ও ভাষা অনেকাংশে বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদামঙ্গল' (১২৮৬) কাব্য হইতে গৃহীত, উক্ত গ্রন্থের ১২৭৭ সালে রচনা আরম্ভ ও ১২৮১ সালে 'আর্য্যদর্শন' পত্রে আংশিক প্রকাশ হয়। প্রথম হইতেই এই গানটি 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র শেষে বরদাত্রী সরস্বতীর ভাষণের অব্যবহিত পূর্বে বাল্মীকি-কর্তৃক উদ্‌গীত বাণীবন্দনারূপে সন্নিবিষ্ট ছিল। 'গান' গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকালে (সেপ্টেম্বর ১৯০৮) ইহা 'বাল্মীকিপ্রতিভা' হইতে বর্জিত হইয়াছে।

৭৬৮-৭৫। ৩-১৯ -সংখ্যক গানগুলি 'ভগ্নহৃদয়' (১২৮৮ বঙ্গাব্দ) নাট্যকাব্যের অন্তর্গত। 'রবিচ্ছায়া'য় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুর তালের উল্লেখ -সহ, সংকলিত আছে। কয়েকটি গান (৬টি) যে ভগ্নহৃদয়েরই নানা অংশ বা অংশের রূপান্তর তাহা নূতন আবিষ্কার; এ-কয়টি গীতবিতানের ১৩৭৬-পূর্ব সংস্করণে প্রেম ও প্রকৃতি অধ্যায়ে (বর্তমান

সংখ্যা ৪, ১৫, ১৬, ১৯) এবং তৃতীয় পরিশিষ্টে (বর্তমান সংখ্যা ৫ ও ১৭) সংকলিত হইয়াছিল। এগুলি ভগ্নহৃদয়ে 'গান' বলিয়া নির্দেশ করা হয় নাই কিন্তু সবগুলি রবিচ্ছায়ায় এবং সংখ্যা ৫ অধিকন্তু 'গানের বহি'তে (১৩০০) ও গানে (১৯০৯) গৃহীত। সংখ্যা ৫ ও ১৭ ('সখা' স্থলে 'সখী' আছে সত্য) প্রথমসংস্করণ গীতবিতানের বর্জনতালিকায় অ-রাবীন্দ্রিক বলিয়া নির্দিষ্ট !

৭৭৩।১৫ প্রথমতঃ 'কাব্যগ্রন্থাবলী'র (১৩০৩) সূচনায় 'ছায়া' (পৃ ৯) শিরোনামে মুদ্রিত ও গান বলিয়া নির্দিষ্ট, দ্বিতীয়তঃ 'গান' অংশে (পৃ ৪৩৯) উহারই সংক্ষিপ্ত পাঠ সংকলিত— শেষোক্ত পাঠই গীতবিতানে তথা স্বরবিতানে সংকলিত।

৭৭৪।১৬ প্রথম প্রকাশ : ভারতী : কার্তিক ১২৮৬, পৃ ৩২২।

৭৭৫।১৯ ইন্দিরাদেবী -কৃত স্বরলিপি অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত পাঠ সংকলিত।

৭৭৬। ২০ ও ২১ -সংখ্যক রচনা 'রুদ্রচণ্ড' (১২৮৮) নাট্যকাব্যের অন্তর্গত এবং 'রবিচ্ছায়া'য় সংকলিত। প্রথম গান (২০) প্রাপ্ত স্বরলিপি-অনুযায়ী বর্তমান গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত আকারে সংকলন করা হইয়াছে।

৭৭৭-৭৮ ২২-২৬ সংখ্যা 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১২৯১) হইতে।

৭৭৭।২৩ বৃদ্ধ ভিক্ষুকের গান ; নাটকের পূর্বসংস্করণে ইহা দীর্ঘতর ছিল। 'কাব্যগ্রন্থাবলী'তে ও পরবর্তী সংস্করণসমূহে সংক্ষিপ্ত আকারে মুদ্রিত।

৭৮০।৩৩-৩৫ 'নলিনী' (১২৯১ বৈশাখ) নাটকে মুদ্রিত। ৩৩ ও ৩৪ সংখ্যক গান পরবর্তী 'বিবাহ-উৎসব' গীতিনাট্যে অঙ্গীকৃত।

৭৭৮-৮৩। ২৬-৩৪ ও ৩৬-৪৫ চিহ্নিত ১৯টি গান[১] 'বিবাহ-উৎসব' গীতিনাট্যে ব্যবহৃত হয়। (১২৯৯ ভাদ্র-আশ্বিনের 'ভারতী ও বালক' পত্রে ইহার প্রথম দৃশ্য স্বরলিপি-সহ প্রচারিত।[২]) জানা যায় 'কোনো পারিবারিক বিবাহ-উৎসবোপলক্ষে' ইহার যৌথ রচনা।[৩] মোট

---

[১] বলা আবশ্যক, ২৬-সংখ্যক গান প্রকৃতির প্রতিশোধ (১২৯১) হইতে এই গীতিনাট্যে লওয়া হইয়াছে।

৭টি দৃশ্যে ৪৫টি গান ; তন্মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বর্ণকুমারী ও অক্ষয় চৌধুরীর কতকগুলি গান থাকিলেও. রবীন্দ্রনাথের রচনাই ২৮টি। তাহা ছাড়া, সব-শেষে সুর-তালের-উল্লেখ-হীন 'যে তোরে বাসে রে ভালো' ইত্যাদি কয় ছত্র ইন্দিরাদেবীর অভিমতে আবৃত্তির বিষয় মাত্র— 'শিশু' কাব্যে পাওয়া যাইবে। বিবাহ-উৎসব[৪] -ধৃত রবীন্দ্রনাথ-রচিত সবগুলি গান গীতবিতানে সংকলিত ; তন্মধ্যে

---

[২] পৃ ২৪৪-৫২। 'মহিলা শিল্পমেলায় অভিনীত।' অপিচ দ্রষ্টব্য ভারতী ও বালক, ১২৯৯ পৌষ, পৃ ৫২৬, নীচে হইতে অষ্টম-সপ্তম ছত্রে— 'মহিলা শিল্পমেলায় অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যে "বিবাহ উৎসব" পুস্তক ছাপাইবার পূর্ব্বে' ইত্যাদি। মনে হয়, মাসিক পত্রে প্রথম দৃশ্যের স্বরলিপি-যুক্ত প্রচার ও 'বিবাহ-উৎসব' পুস্তিকার প্রকাশ প্রায় সমকালীন। প্রথম দৃশ্যের শেষ গানটি মাত্র রবীন্দ্রনাথ-রচিত : নাচ্, শ্যামা, তালে তালে ইত্যাদি।

[৩] দ্রষ্টব্য ইন্দিরাদেবী-রচিত 'রবীন্দ্রস্মৃতি' গ্রন্থের 'নাট্যস্মৃতি' অধ্যায়ে 'বিবাহ-উৎসব' প্রসঙ্গ। অপিচ দ্রষ্টব্য সরলাদেবী চৌধুরানীর 'জীবনের ঝরা পাতা' (১৮৭৯ শক) গ্রন্থ ; তদনুযায়ী (পৃ ৫৬) হিরণ্ময়ীদেবীর বিবাহ-উপলক্ষ্যে ইহার রচনা। জানা যায় শেষোক্ত ঘটনা রবীন্দ্রনাথের বিবাহ (২৪ অগ্রহায়ণ ১২৯০) হইতে ৩ মাস পরে ; দ্রষ্টব্য : সমকালীন ১।১৩৬৪। পৃ ২০-২১।

[৪] প্রাপ্ত পুস্তিকার প্রচার তৃতীয় পাদটীকায় উল্লিখিত ঠাকুর-বাড়ির পারিবারিক বিশেষ বিবাহ-উৎসবের সমকালীন নহে, তাহার অনেক পরে, ইহা নিঃসন্দেহ। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার '২৮' সংখ্যায় (মাঘ ১৩৫০/পৃ ১৭) ব্রজেন্দ্রনাথ এই পুস্তিকার বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা-ভুক্তির যে তারিখ দিয়াছেন— ১৩ মে ১৮৯২ [১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯]— তাহা গ্রন্থপ্রচারের খুব কাছাকাছি সময় সন্দেহ নাই। তেমনি নিঃসন্দেহে বলা যায় ইহা বিশেষ ভাবে স্বর্ণকুমারীদেবীর রচনা নহে ; প্রথম দৃশ্যে ৭টি গানের মধ্যে

১৯টি বর্তমান গুচ্ছে আর অবশিষ্ট ৯টি নানা সূত্রে গীতবিতানের নানা অধ্যায়ে, যথা—

	পৃষ্ঠাঙ্ক
ও কেন চুরি ক'রে চায়	৪২১
তারে দেখাতে পারি নে কেন	৩৯৬।৬৬২।৯২১
দেখে যা, দেখে যা, দেখে যা লো তোরা	৪১৮
নাচ্, শ্যামা, তালে তালে	৭৭০
বনে এমন ফুল ফুটেছে	৪১৬
বুঝি বেলা বহে যায়	৪১৬
মনে রয়ে গেল মনের কথা	৩৪৮
রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে	৬৪৪
সখী, সে গেল কোথায়	৪১৯।৬৫৮।৯১৮

৭৭৮-৭৯। ২৮ ও ৩০ বিবাহ-উৎসব গীতিনাট্যে দ্বিতীয় দৃশ্যের অন্তর্গত ও 'ভারতী'র ১৩০০ বৈশাখ সংখ্যায় মুদ্রিত। এ দুটি গান যে

৬টি তাঁহার হইলেও (স্বর্ণকুমারীদেবীর বসন্ত-উৎসব গীতিনাট্যের প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক -ধৃত) বাকি ৬টি দৃশ্যে সম্ভবতঃ তাঁহার রচনা নাই। বিবাহ-উৎসবের যে মুদ্রিত প্রতি আমরা পাইয়াছি তাহার প্রচ্ছদে বা ভিতরে কোথাও কোনো রচয়িতার নাম নাই। পুস্তিকাখানি 'ভারতী ও বালক' পত্রিকার 'কার্য্যাধ্যক্ষ' প্রকাশ করেন, মলাটের শেষ পৃষ্ঠায় অন্যান্য বহু পুস্তকের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ-প্রণীত মেঘদূত (১২৯৮), স্বর্ণকুমারীদেবীর নবকাহিনী (১২৯৯), রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা' (১২৯৫) বইগুলির বিজ্ঞাপনও দেখা যায়।

বর্তমান প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য 'রবীন্দ্রনাট্যকল্পনার বিবর্তন' : বিশ্বভারতী পত্রিকা : বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৬/পৃ ৩৪৫-৪৭।

'বিবাহ-উৎসব' পুস্তিকার প্রচ্ছাদিত ও প্রচ্ছদহীন বিভিন্ন প্রতি শ্রীপুলিনবিহারী সেনের সংগ্রহে দেখা গিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথেরই রচনা ইহা জানাইয়াছেন সরলাদেবী (ভারতী : ফাল্গুন ১৩০১/পৃ ৬৮১-৮২) তাঁহার 'বাঙ্গলার হাসির গান ও তাহার কবি' প্রবন্ধে। বর্তমান গীতিগুচ্ছের অন্যান্য কয়েকটি গান সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে—

৭৭৮।২৭ 'ছবি ও গান' (ফাল্গুন ১২৯০) কাব্যের অন্তর্গত। এখানে 'স্বরলিপি-গীতিমালা'র সংক্ষিপ্ত পাঠ গৃহীত হইয়াছে।

৭৮১।৩৮ 'স্বরলিপি-গীতিমালা' পুস্তকে মুদ্রিত দীর্ঘতর পাঠ রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সম্মিলিত রচনা বলিয়া নির্দিষ্ট। 'গানের বহি' প্রভৃতি গ্রন্থে পূর্বোক্ত রচনার প্রথমার্ধ মাত্র গৃহীত, এজন্য ঐটুকুই রবীন্দ্ররচনা মনে হয়। অবশিষ্ট রচনাংশের শ্রী ও শৈলী পৃথক— উহাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা হইতে পারে।

'গানের বহি'তে ও 'বিবাহ-উৎসব' গীতিনাট্যে এক পাঠ দেখা যায়, উহাই গীতবিতানে সংকলিত।

৭৮১-৮২। ৪১ ও ৪৪ -সংখ্যক দুটি গানই 'গানের বহি' (বৈশাখ ১৩০০) এবং 'স্বরলিপি-গীতিমালা' (১৩০৪) গ্রন্থে পাওয়া যায়।

৭৮২-৮৩। ৪২ ও ৪৫ -সংখ্যক গান পূর্বোক্ত 'স্বরলিপি-গীতিমালা'য় সংকলিত। শেষোক্ত গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতে লেখা স্বরলিপিতেও রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়াই নির্দিষ্ট।

৭৭৮-৮২। ২৭, ২৯, ৩২-৩৭, ৩৯, ৪০, ৪৩ -সংখ্যক গান ১২৯২ বৈশাখে প্রকাশিত 'রবিচ্ছায়া'তেও সংকলিত আছে।

৭৮৩।৪৬ প্রথমাবধি 'রাজা ও রানী' (শ্রাবণ ১২৯৬) নাটকে মুদ্রিত।

৭৮৩।৪৭ আজ আসবে শ্যাম॥ 'রাজা ও রানী'র প্রথম সংস্করণে ছিল।

৭৮৪। ৪৮-৫১ -সংখ্যক গান 'বিসর্জন' (প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭) নাটকের বিভিন্ন সংস্করণ হইতে গৃহীত।

৭৮৪। ৪৮, ৫০-৫১। কলিকাতায় 'ভারত সঙ্গীত সমাজ'এর উদ্যোগে ১ পৌষ ১৩০৭ তারিখে 'বিসর্জন'এর বিশেষ অভিনয় হয়। অনুষ্ঠান-পত্রে দেখা যায়— অটলকুমার সেন (গোবিন্দমাণিক্য), অমরনাথ বসু (নক্ষত্ররায়), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (রঘুপতি), হেমচন্দ্র

বসুমল্লিক (জয়সিংহ), অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ (মন্ত্রী), ভূতনাথ মিত্র (চাঁদপাল), বেণীমাধব দত্ত (নয়নরায়) এবং মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (গুণবতী) ইহাতে অভিনয় করেন। উক্ত অভিনয়ের অনুষ্ঠানপত্রে এই তিনটি গানই পাওয়া যায়। ৪৮-সংখ্যক রচনা এপর্যন্ত অপর কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই।

৭৮৫।৫২ খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে। 'সোনার তরী'র অন্তর্গত এই কবিতার রচনাকাল : ১৯ আষাঢ় ১২৯৯। 'ভারতী'তে ১২৯৯ চৈত্রে ইহার স্বরলিপি প্রকাশিত হয়।

৭৮৬-৮৮। ৫৩-৫৭ -সংখ্যক রচনাবলী সংশোধিত 'গান' (১৯০৯ খ্রীস্টাব্দ) গ্রন্থ হইতে সংকলিত। ৯৬৩ পৃষ্ঠায় চতুর্থ টীকা দ্রষ্টব্য।

৭৮৬।৫৩-৫৪ 'চিত্রা' (ফাল্গুন ১৩০২) কাব্যের অন্তর্গত।

৭৮৬।৫৫ কাব্যগ্রন্থাবলীর অন্তর্গত 'চৈতালি' (আশ্বিন ১৩০৩) কাব্যের 'গান' রচনার প্রথম ও শেষ স্তবক, মধ্যবর্তী স্তবক বর্জিত ; ইহার রচনা : ২৯ চৈত্র [১৩০২]

৭৮৭-৯১। ৫৬-৬১ সংখ্যা 'কল্পনা' (বৈশাখ ১৩০৭) কাব্যের অন্তর্গত।

৭৮৮।৫৮ 'কল্পনা' কাব্যে পাঠান্তর মুদ্রিত আছে। স্বরলিপি-সহ বর্তমান পাঠ কবির হস্তাক্ষরে পাওয়া গিয়াছে। প্রচলিত 'অখণ্ড' গীতবিতানে তাহার প্রতিলিপি দ্রষ্টব্য।

৭৮৯-৯০ ৫৯-৬০ -সংখ্যক রচনা 'কল্পনা' কাব্যে পূর্বাপর সুর তালের উল্লেখ-সহ মুদ্রিত। ৬০-সংখ্যক গানের সূচনা (ইন্দিরাদেবীর স্মৃতি-অনুযায়ী) এইরূপ—

I গা গা -া । গা গা -া । গা -া গা ।
কি সে র্ ত রে ॰ অ শ্ ‍শ্রু

। মা মা -গা I রা রা -গা । -া সা সা ।
ঝ রে ॰ কি সে ॰ র্ ত রে

। রা -া রা । রা -া -গা I সা -গা -রা ।
দী র্ ঘ শ্বা ॰ স্ ব ॰ ন্

। গা -া -া । -া -া -া । -া -া -মা I
ধু ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

৭৯১।৬১ 'কল্পনা'র এই কবিতাটি সুর তালের উল্লেখ -সহ সংশোধিত 'গান' (১৯০৯) গ্রন্থে সংকলিত। দ্রষ্টব্য পৃ ৯৬৩, টীকা ৪।

৭৯২।৬২ 'বিনি পয়সার ভোজ' (ব্যঙ্গকৌতুক : ১৯০৭) কৌতুকনাট্যের অন্তর্গত, 'সাধনা'য় ১৩০০ সালের পৌষে মুদ্রিত।

৭৯২-৯৬। ৬৩-৮১ সংখ্যা। প্রধানতঃ 'চিরকুমার সভা' হইতে সংকলিত এই ১৯টি গান (ক্ষুদ্রার্থে গীতিকাও বলা চলে) উক্ত নাটকে স্বভাবকবি অক্ষয়কুমার যত্রতত্র ললিতে কেদারায় ভৈরবীতে গাহিয়া উঠেন। বন্ধুদের আক্ষেপ : গানগুলি শেষ করা হয় না কেন। অক্ষয়ের জবাব তাঁহাদের কাছে—

সখা, শেষ করা কি ভালো ?
তেল ফুরোবার আগেই আমি
নিবিয়ে দেব আলো।

—প্রজাপতির নির্বন্ধ

অথবা পুরবালার কাছে—

তুমি জান আমার গাছে
ফল কেন না ফলে,
যেমনি ফুলটি ফুটে ওঠে
আনি চরণতলে।

—চিরকুমারসভা

কাজেই অক্ষয়ের গানের এই অজস্রতাতেই খুশি থাকিয়া, গানগুলি চার তুকে সম্পূর্ণ হইল না যে তাহার ক্ষুন্নতা, শুধু বন্ধুজনকে নয়, সাধারণকেও মানিয়া লইতে হয়।

বলা প্রয়োজন, 'চিরকুমারসভা' সংলাপপ্রধান উপন্যাসের আকারে 'ভারতী' পত্রিকার ১৩০৭ বৈশাখ-কার্তিক পৌষ-চৈত্র এবং ১৩০৮ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত। পরে, হিতবাদী-কর্তৃক প্রচারিত 'রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী'তে (১৩১১) 'রঙ্গচিত্র' বিভাগে স্থান পায়। অতঃপর, উহা 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' নামে ইণ্ডিয়ান প্রেস -কর্তৃক প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থাবলীর অষ্টম ভাগ রূপে

(১৩১৪) প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে কোনো কোনো অংশ পরিবর্তন করিয়া, কোনো কোনো অংশ নূতন যোগ করিয়া, রবীন্দ্রনাথ বাংলা ১৩৩১ সালের চৈত্রে বা পরবর্তী বৈশাখে 'চিরকুমারসভা' নাম দিয়াই যে নাটক লিখিয়া দেন তাহা ১৩৩২ সালে বহুদিন ধরিয়া (প্রথম অভিনয় : ২ শ্রাবণ ১৩৩২) সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বিশেষ সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। বর্তমান গ্রন্থে উল্লিখিত সমুদয় সংস্করণ দেখিয়াই গানগুলির সংকলন।

১৯৬।৮২ মনোমন্দিরসুন্দরী ॥ ইহাও 'চিরকুমারসভা'য় অক্ষয়কুমারের গান। ১৩২১ সালের 'গান' অবধি ইহার যে রূপ ছিল তাহাতে কতকগুলি নূতন ছত্র যোগ করিয়া বর্তমান পাঠটি ১৩২৭ সালে 'গান' গ্রন্থের নূতন সংস্করণে মুদ্রিত হয়। প্রচলিত 'চিরকুমারসভা'তেও এই পাঠই আছে।

১৯৭।৮৩ 'শিশু' কাব্যে (কাব্যগ্রন্থ : দশম ভাগ : ১৩১০) যে কবিতা আছে এই রচনা তাহারই সংক্ষিপ্ত রূপ। ১৩৩৮ সালের 'গীতোৎসব' (২৮, ২৯, ৩১ ভাদ্র ও ১ আশ্বিন) উপলক্ষ্যে কবি ইহাতে সুর দেন ও বালক নটের নৃত্য-সহযোগে তাহারই রূপ দেন।

১৯৭।৮৪ শারদোৎসব (১৩১৫) হইতে সংকলিত।

১৯৮। ৮৫, ৮৬, ৮৮ ও ৮৯ সংখ্যা 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক (১৩১৬) হইতে গৃহীত।

১৯৮-৯৯। ৮৭ ও ৯০ -সংখ্যক গান 'ভারতী' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত 'বৌঠাকুরানীর হাট'এর অঙ্গীভূত; যথাক্রমে ১২৮৮ মাঘ ও ১২৮৯ আশ্বিনে মুদ্রিত।

১৯৯।৯১ 'বৌঠাকুরানীর হাট' হইতে গৃহীত।

এই প্রসঙ্গে বলা বাহুল্য হইবে না যে, 'বৌঠাকুরানীর হাট' ১২৮৮ কার্তিক হইতে ১২৮৯ আশ্বিন পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে 'ভারতী'তে মুদ্রিত হওয়ার পরে ওই বৎসরেই (১৮০৪ শক) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকখানি 'বৌঠাকুরানীর হাট' গল্পেরই বিষয়বস্তু লইয়া রচিত। উহার বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ

লিখিয়াছেন, 'মূল উপন্যাসখানির অনেক পরিবর্তন হওয়াতে এই নাটকটি প্রায় নূতন গ্রন্থের মতই হইয়াছে।'

পূর্বালোচিত 'রাজা বসন্ত রায়' (দ্রষ্টব্য টীকা ৭ পৃ ৯৭০) অন্যে প্রস্তুত করিয়াছিলেন; তাহা জনপ্রিয়ও হইয়াছিল; বহু বৎসর পরে উপন্যাসটির সার্থক রূপান্তর ঘটাইবার ইচ্ছার পিছনে সেই স্মৃতি এবং সমকালীন অন্য কারণও রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল।

৭৯৮-৯৯। ৮৬-৯১ সব গানই কবি উপন্যাস বা নাটকের অন্যতম পাত্র বসন্ত-রায়ের কণ্ঠে দিয়াছেন।

৭৯৯।৯২ 'রাজা' (পৌষ ১৩১৭) নাটক হইতে গৃহীত।

৮০০।৯৩ 'অচলায়তন' (প্রবাসী: আশ্বিন ১৩১৮) নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যের অন্তর্গত। রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত ১২৫-সংখ্যক অচলায়তন পাণ্ডু-লিপিতে (রচনাশেষে তারিখ: '১৫ই আষাঢ় /১৩১৮/ শিলাইদা') যে গানটি বর্জনচিহ্নিত করিবার পরে এ গান লেখা হয় সেটি হইল—

আমরা কত দল গো কত দল!
তোমায় ঘিরে ফুটেছি গো শতদল!
আপন মনে নানা দিশি
ছড়িয়ে আছি দিবানিশি,
তবু একটিখানে আছে মোদের পরিমল
যেখানেতে পরশ কর করতল॥

৮০০।৯৪ শ্রীমতী সীতাদেবীর 'পুণ্যস্মৃতি' গ্রন্থে (১৩৪৯/পৃ ৫৪-৫৫) পূর্বোক্ত অচলায়তন পাণ্ডুলিপি-ধৃত অথচ প্রবাসী পত্রে ও গ্রন্থে বর্জিত এই গানের বিষয় প্রথম উল্লেখ। পাণ্ডুলিপি দেখিয়া অভ্রান্ত পাঠ-নির্ণয় সম্ভবপর হওয়ায়, গানটি এখন গীতবিতানের যথোচিত স্থানে সন্নিবিষ্ট হইল। এই গান রবীন্দ্রসদনের আর-এক পাণ্ডুলিপিতেও পাওয়া যায়; কোনো পাণ্ডুলিপিতেই বর্জন-চিহ্নিত নয়; ইহার স্থান অচলায়তন নাটকে দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষে।

৮০০।৯৫ 'ফাল্গুনী' (সবুজ পত্র : চৈত্র ১৩২১) হইতে সংকলিত।

৮০১।৯৬ 'চতুরঙ্গ' হইতে (সবুজ পত্র : পৌষ ১৩২১) সংকলিত।

৮০১-৮০২। ৯৭-১০০ সংখ্যা 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস হইতে। তন্মধ্যে ৯৭-৯৮ -সংখ্যক গান ১৩২২ সবুজ পত্রের কার্তিক সংখ্যায়, ৯৯-সংখ্যক অগ্রহায়ণে এবং ১০০-সংখ্যক পৌষে প্রথম প্রচার লাভ করে।

৮০২।১০১ 'মুক্তধারা'র এই গান 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের 'আমি ফিরব না রে, ফিরব না আর' গানের রূপান্তর বলা যাইতে পারে।

৮০২।১০২ 'মুক্তধারা' (প্রবাসী : বৈশাখ ১৩২৯) নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর গান। এই চরিত্র 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকেও আছে।

৮০৩। ১০৩-১০৬ -সংখ্যক গান রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি হইতে শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় সংকলন করেন; এগুলি 'রক্ত-করবী' নাটকের উদ্দেশে রচিত হইলেও নাটকে ব্যবহৃত হয় নাই। ১০৩-১০৪ -সংখ্যক গানে সুরের উল্লেখ ছিল। ১০৬-সংখ্যক রচনার সহিত তুলনীয় গান : আমার স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে।

৮০৪।১০৭ 'রক্তকরবী' (প্রবাসী : আশ্বিন ১৩৩১) হইতে।

৮০৪।১০৮ 'নটীর পূজা' (মাসিক বসুমতী : বৈশাখ ১৩৩৩) হইতে।

৮০৪।১০৯ এই গানটি সম্ভবতঃ 'নটীর পূজা' নাটকে ব্যবহারের উদ্দেশে রচিত হইয়াছিল। এ স্থলে প্রথমসংস্করণ গীতবিতানের তৃতীয় খণ্ড (শ্রাবণ ১৩৩৯) হইতে গৃহীত।

৮০৫।১১০ তপতী (ভাদ্র ১৩৩৬) নাটকের উদ্দেশে রচিত হইলেও ব্যবহৃত হয় নাই। ইহা সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনের দপ্তর হইতে শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন।

৮০৫।১১১ 'গৃহপ্রবেশ' (প্রবাসী : আশ্বিন ১৩৩২) হইতে।

৮০৫-৮০৬। ১১১-১১৪ -সংখ্যক গান 'শাপমোচন' (কলিকাতায় মহর্ষিভবনে প্রথম ও দ্বিতীয় অভিনয়-কাল : ১৫ ও ১৬ পৌষ ১৩৩৮) নৃত্য-নাট্যের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়। নৃত্য গীত ও কথকতার সম্মিলনে অনুষ্ঠিত কবির এই রচনা বিভিন্ন অভিনয় উপলক্ষ্যে

বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছিল। এ সম্পর্কে বিশদ তথ্য দ্বাবিংশখণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয়ে দ্রষ্টব্য।

৮০৫।১১২ রচনাকাল : ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ।

৮০৬।১১৩ রচনার স্থানকাল : পানাদুরা (সিংহল), ২৬ মে ১৯৩৪।

৮০৬।১১৪ 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ' —'উর্বশী' (২৩ অগ্রহায়ণ ১৩০২) কবিতার সংক্ষেপীকৃত ও পরিবর্তিত গীতরূপ। কবির জীবনকালে 'শাপমোচন'এর শেষ অভিনয় শান্তিনিকেতনে, ১৩৪৭ পৌষে। তদুদ্দেশে ১৩৪৭ অগ্রহায়ণে রচিত গানের এই পাঠ শ্রীশান্তিদেব ঘোষের সৌজন্যে পাওয়া গিয়াছে, এবং সম্প্রতি প্রথম স্তবকটি শ্রীশান্তিদেব ঘোষ গ্রামোফোন রেকর্ডেও গাহিয়াছেন।

শাপমোচনের বিভিন্ন অভিনয় উপলক্ষে নিম্নলিখিত কথা-অংশগুলিতেও সুর দেওয়া হইয়াছিল—

রাজা। অ সু ন্দ রে র প র ম বে দ না য় সুন্দরের আহ্বান। সূর্যরশ্মি কালো মেঘের ললাটে পরায় ইন্দ্রধনু, তার লজ্জাকে সান্ত্বনা দেবার তরে। মর্তের অভিশাপে স্বর্গের করুণা যখন নামে তখনি তো সুন্দরের আবির্ভাব। প্রিয়ে, সেই করুণা কি তোমার হৃদয়কে কাল মধুর করে নি॥ ...

রাজা। এ ক দি ন স ই তে পা র বে, সইতে পারবে, তোমার আপনার দাক্ষিণ্যে, রসের দাক্ষিণ্যে॥ ...

রানী। তো মা র এ কী অ নু ক ম্পা অ সু ন্দ রে র তরে, তাহার অর্থ বুঝি নে। ওই শোনো, ওই শোনো উষার কোকিল ডাকে অন্ধকারের মধ্যে, তারে আলোর পরশ লাগে। তেমনি তোমার হোক-না প্রকাশ আমার দিনের মাঝে, আজি সূর্যোদয়ের কালে॥

—রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২। শাপমোচন ও গ্রন্থপরিচয়

৮০৬।১১৫ 'চার-অধ্যায়' (অগ্রহায়ণ ১৩৪১) গল্পে ইহার প্রথম দুটি ছত্র আছে। সমগ্র রচনাটি কবির অন্যতম পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত। রচনা ১ অগস্ট ১৯৩৪ [১৬ শ্রাবণ ১৩৪১] তারিখে বা অব্যবহিত পূর্বে। দ্রষ্টব্য শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত পত্র,

সংখ্যা ২৮০ : দেশ : ১১ কার্তিক ১৩৬৮।

৮০৭।১১৬ 'বাঁশরী' (ভারতবর্ষ : কার্তিক-পৌষ ১৩৪০) নাটক হইতে।

৮০৭।১১৭ 'মুক্তির উপায়' (অলকা : আশ্বিন ১৩৪৫) নাটক হইতে।

৮০৭।১১৮ 'মুক্তির উপায়' হইতে। বলা উচিত, এই নাটক রবীন্দ্রনাথের ওই নামেরই ছোটো গল্পের নাট্যরূপ। লোকসংগীতের অনুকরণে রচিত এই গানটি গল্পেও ছিল (সাধনা : চৈত্র ১২৯৮)।

৮০৭-৮১০। ১১৯-১২৬ সংখ্যা। গল্পগুচ্ছের 'একটা আষাঢ়ে গল্প' (সাধনা : আষাঢ় ১২৯৯) নাট্যীকৃত হইয়া 'তাসের দেশ' রূপ লয় (ভাদ্র ১৩৪০)। এই গানগুলি উক্ত নাটকেরই পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ (মাঘ ১৩৪৫) হইতে সংকলিত।

৮১০-১২। ১২৭-১৩২ সংখ্যা। প্রচলিত 'ডাকঘর' নাটকে গান নাই। কবি ১৩৪৬ সালে কতকগুলি গান যোগ করিয়া ইহাকে নূতন রূপ দিতে প্রবৃত্ত হন। বর্তমান ছয়টি গান, তাহা ছাড়া—

৮৬৬।১৩ 'সমুখে শান্তিপারাবার' ডাকঘরের জন্য লেখা এরূপ জানা যায়।

বহুদিন মহলা চলিয়াছিল ; গানগুলি অধিকাংশই ঠাকুর্দার ভূমিকায় কবি নিজে গাহিতেন। কবির ভগ্ন স্বাস্থ্যের উপর অধিক পীড়নের আশঙ্কায়, শেষ-পর্যন্ত তাঁহাকে এই 'ডাকঘর'-অভিনয়ের উদ্যম হইতে নিবৃত্ত করা হয়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে— ১৯১৭ অক্টোবরে জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' সদনে ডাকঘরের যে অভিনয় হয় তাহার প্রযোজনাতেও কয়েকটি গান ছিল। 'আমি চঞ্চল হে' 'গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ' এবং 'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে' এই তিনটি গানের উল্লেখ দেখা যায় শ্রীমতী সীতাদেবী -প্রণীত 'পুণ্য-স্মৃতি' গ্রন্থে (শ্রাবণ ১৩৪৯/পৃ ২৫৮-৬০)। (শেষ দুটি গান রবীন্দ্র-নাথ গাহিয়াছিলেন এবং তিনি ঠাকুরদার ভূমিকাতে নামিয়াছিলেন এরূপ জানা যায়।) ১৯১৭ ডিসেম্বরের শেষে ও ১৯১৮ জানুয়ারির প্রথমে ডাকঘরের পুনরভিনয় হইয়াছিল মনে হয়। কারণ, ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ২৬, ২৮, ২৯ ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় ভারতের

জাতীয় মহাসভার বার্ষিক অধিবেশন হয়; জানা যায় ওই সময়ে লোকমান্য টিলক, শ্রীমতী বেসান্ট্‌, গান্ধীজি, মালবীয়জি প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ করিয়া একদিন বিশেষ অভিনয়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তদুপলক্ষ্যে মুদ্রিত বা পরে পুনর্মুদ্রিত ৪ জানুয়ারি ১৯১৮ তারিখের ইংরেজি অনুষ্ঠানপত্রে জানা যায় যে, 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে' গানটি এই অভিনয়ে গাওয়া হয়। ওই অনুষ্ঠানপত্রে আরও জানি, ঠাকুরদাই (রবীন্দ্রনাথ) কখনো ভিক্ষুক কখনো প্রহরী আর কখনো ফকির সাজেন।

৮১৫-২৩। ১-১৬ সংখ্যা ॥ জাতীয় সংগীত ॥

৮১৫-১৬। ১ ও ২ সংখ্যা 'জাতীয় সংগীত' (১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দ) গ্রন্থ হইতে সংকলিত। এই গান সম্পর্কে ১৩৪৬ সালের 'শনিবারের চিঠি'র অগ্রহায়ণ (পৃ ৩১৫-১৭) ও কার্তিক (পৃ ১৫২-৫৩) সংখ্যায় মুদ্রিত 'রবীন্দ্ররচনাপঞ্জী' দ্রষ্টব্য। 'অয়ি বিষাদিনী বীণা' (২) ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে 'হিন্দুমেলা'য় পঠিত (অথবা গীত?) হইয়াছিল, এরূপ অনুমিত হইয়াছে; দুর্গাদাস লাহিড়ী -কর্তৃক সম্পাদিত 'বাঙ্গালীর গান' গ্রন্থে (বঙ্গবাসী : আশ্বিন ১৩১২) ইহা রবীন্দ্রনাথের নামেই সুর তালের উল্লেখ -সহ মুদ্রিত আছে।

৮১৬-১৮। ৩-৬ -সংখ্যক গান 'রবিচ্ছায়া'য় মুদ্রিত। বিশেষ কথা এই—

৮১৮।৫ ইহা 'বীণাবাদিনী'তে মুদ্রিত (আশ্বিন ১৩০৫) পাঠ।

৮১৮।৭ 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' ১২৮৬ সালে (১৮০১ শকে) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম নাটক'এর দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম মুদ্রিত হয়। ১২৯২ শ্রাবণের বালক পত্রে (পৃ ১৭৮) ইহার রূপান্তরিত পুনর্মুদ্রণ; রচয়িতার উল্লেখ নাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'সঙ্গীতপ্রকাশিকা'র ১৩১২ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় স্বরলিপি -সহ রবীন্দ্রনাথের রচনা-রূপে যখন ছাপা হয়, 'বন্দে মাতরম্‌' ধুয়াটি নূতন দেখা যায়। গীতবিতানে 'সঙ্গীতপ্রকাশিকা'র পাঠ অনুসৃত।

'জীবনস্মৃতি'র 'স্বাদেশিকতা' অধ্যায়ে যেখানে রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুমেলা' ও 'স্বাদেশিকের সভা'[৫] সম্বন্ধে লিখিয়াছেন সেখানে প্রসঙ্গক্রমে এই গানের প্রথম-দ্বিতীয় ছত্র উদ্‌ধৃত হইয়াছে দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের কোনো কাব্যগ্রন্থে এই গানটি এপর্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই ; 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থেও রচয়িতা কে সে সম্বন্ধে কোনো কথাই নাই। অথচ, 'বাল্মীকিপ্রতিভা' গীতিনাট্যে 'এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে' গানটির প্রথম ছত্রেই ইহার ভাবের ও ভাষার আশ্চর্য প্রতিধ্বনি আছে, দুটি গানের সুরও প্রায় অভিন্ন।

'ভারতী ও বালক' পত্রের ১২৯৬ কার্তিক-সংখ্যায়, ৩৬৫ পৃষ্ঠায়, 'স্নেহলতা' গল্পে[৬] 'সঞ্জীবনী' সভার মতোই একটি সভার বর্ণনায় এই গানটি আছে—

এক সূত্রে গাঁথিলাম সহস্র জীবন
জীবন মরণে রব শপথ বন্ধন
ভারত মাতার তরে সঁপিনু এ প্রাণ
সাক্ষী পুণ্য তরবারি সাক্ষী ভগবান
প্রাণ খুলে আনন্দেতে গাও জয় গান
সহায় আছেন ধর্ম্ম কারে আর ভয়।

গীতবিতানে-সংকলিত রচনার সহিত ভাবে ও ভাষায় ইহার কতটা সাদৃশ্য তাহা ছাড়াও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উক্ত কাহিনী-অনুসারে এই গানটির রচয়িতা 'চারু এখন ষোড়শবর্ষীয়

---

[৫] ইহা স্বদেশভক্তদের একরূপ গুপ্তসভা ছিল। রাজনারায়ণ বসুও ইহার সভ্য ছিলেন ; 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' হইতে জানা যায় ইহার নাম ছিল 'সঞ্জীবনী সভা' ; সভার সাংকেতিক ভাষায় বলা হইত 'হাম্‌চুপামুহাফ্‌'।

[৬] লেখিকা স্বর্ণকুমারীদেবী। পরবর্তীকালে 'স্নেহলতা' দুই খণ্ডে গ্রন্থ-আকারেও বাহির হয়।

বালক' অথচ বন্ধুপরিজনপ্রশংশিত কবি, তাহাকে 'গুপ্তসভার মেম্বর করিয়াছে— সেখানকার সে Poet Laureate', এবং 'যখন সকলে একসঙ্গে ইহা [সংকলিত গানটি] গাহিয়া উঠিল, চারুর আপনাকে সেক্‌স্‌পিয়ারের সমকক্ষ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।' উল্লিখিত 'সঞ্জীবনী সভা'র সহিত রবীন্দ্রনাথের যোগ, সেই মণ্ডলীতে কবি হিসাবে তাঁহার সমাদর, তাঁহার তখনকার বয়স এবং কৈশোরোচিত উৎসাহ, এমন-কি 'জীবনস্মৃতি'তে বর্ণিত (স্বাদেশিকতা অধ্যায়ের শেষ অংশে) বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবু আর তরুণ সকল সভ্য মিলিয়া সমবেত গান গাওয়ার দৃশ্য— স্নেহশীলা ভগিনী স্বর্ণকুমারীদেবী গল্পচ্ছলে প্রায় সব কথাই বলিয়াছেন ও সবটারই একটি বাস্তব ছবি আঁকিয়াছেন দেখা যায়।

'রবীন্দ্রগ্রন্থপরিচয়' (প্রথম সংস্করণ : পৌষ ১৩৪৯) গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'গানটি যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা, ইহা আমরা কবির নিজের মুখেই শুনিয়াছি'।

শ্রীশান্তিদেব ঘোষের সাক্ষ্যও অনুরূপ।[৭]

৮১৯।৮ ১২৮৪ আশ্বিনের ভারতীতে মুদ্রিত ও 'রবিচ্ছায়া'য় সংকলিত।

৮১৯-২০। ৯-১১ -সংখ্যক রচনা 'গানের বহি'তে মুদ্রিত আছে।

৮২১।১২ 'কে এসে যায় ফিরে ফিরে' 'কল্পনা' হইতে ; রচনা : ১৩০৪।

৮২১-২২। ১৩ ও ১৪ -সংখ্যক গান ১৩১০ সালের 'কাব্যগ্রন্থ' অষ্টম ভাগে প্রথম সংকলিত হয়।

৮২৩।১৫ 'ওরে ভাই, মিথ্যা ভেবো না' 'সঙ্গীতপ্রকাশিকা'র ১৩১২ পৌষ সংখ্যায় স্বরলিপি-সহ প্রকাশিত। তৎপূর্বে ইহা 'ভাণ্ডার' মাসিক পত্রের কার্তিক সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

৮২৩।১৬ 'আজ সবাই জুটে আসুক ছুটে' কবির অন্যতম পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত। রচনা : ২৪ আশ্বিন [১৩১২]।

৮২৭-৫৮। ১-৮৩ সংখ্যা॥ পূজা ও প্রার্থনা।—

---

[৭] রবীন্দ্রনাথের একটি গান : দেশ : ২৬ চৈত্র ১৩৫০/পৃ ২৫৭

৮২৭।১ শক ১৭৯৬ ফাল্গুনের (১২৮১) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' হইতে ; তখন কবির বয়ঃক্রম চতুর্দশ বৎসর মাত্র। ইহা গুরু নানকের যে গানের প্রথমাংশের ভাষান্তর, তাহা পরে দেওয়া গেল ('ব্রহ্মসঙ্গীত' গ্রন্থে আরও বারো ছত্র দেখা যায়)—

জয়জয়ন্তী। তেওরা

গগনময়্ থাল, রবি চন্দ্র দীপক বনে,
তারকা-মণ্ডলা জনক মোতি।
ধূপ মলয়ানিলো, পবন চবঁরো করে,
সকল বনরাই ফুলন্ত জ্যোতি।
ক্যায়্সী আরতি হোবে ভবখণ্ডনা তেরী আরতি,
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী।[৮]

—ব্রহ্মসঙ্গীত

বাংলা গানের রচয়িতা সম্পর্কে পূর্বে নানা সংশয় থাকিলেও, কবির জীবদ্দশায় 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী'তে লেখা হয়—
আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত 'ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি' (দ্বিতীয় ভাগ) পুস্তকে ইহা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নামে বাহির হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, এটি তাঁহার রচনা।

—শনিবারের চিঠি ১০।১৩৪৬।পৃ ৫৯০

৮২৭।২ 'প্রবাসী' (চৈত্র ১৩২০) হইতে। অমৃতসর-গুরুদরবারে-প্রচলিত ভজনের অনুস্মৃতি। মূল গান[৯] নিম্নে দেওয়া গেল—

সিন্ধুড়া। তেতালা

এ হরি সুন্দর, এ হরি সুন্দর!
তেরো চরণপর সির নাবেঁ।
সেবক জনকে সেব সেব পর,
প্রেমী জনাঁকে প্রেম প্রেম পর,

---

৮ 'শতগান' গ্রন্থে ঈষৎ ভিন্ন পাঠ ও স্বরলিপি আছে। রবীন্দ্রনাথের রূপান্তর গ্রন্থেও (১৩৭২/পৃ ১৯৪) সংকলন অনুরূপ।

৯ 'প্রবাসী'তে ঈষৎ ভিন্ন পাঠ আছে।

দুঃখী জনাঁকে বেদন বেদন,
সুখী জনাঁকে আনন্দ এ।
বনা-বনামেঁ সাঁরল সাঁরল,
গিরি-গিরিমেঁ উন্নিত উন্নিত,
সলিতা-সলিতা চঞ্চল চঞ্চল,
সাগর-সাগর গম্ভীর এ।
চন্দ্র সূরজ বরৈ নিরমল দীপা,
তেরো জগমন্দির উজার এ।

—ব্রহ্মসঙ্গীত

৮২৭-৩৯। ৩-৩৬ সংখ্যা 'রবিচ্ছায়া' হইতে সংকলিত। অধিকাংশই বাংলা ১২৮৭ সাল বা ১৮০২ শক (কবির বয়ঃক্রম ২০ বৎসর) হইতে নিম্ন-লিখিত ক্রমে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত—

৩-৬,১২	ফাল্গুন ১৮০২ শক
৭-১০	ফাল্গুন ১৮০৪
১১,১৩	জ্যৈষ্ঠ ১৮০৫
১৪-১৮	ফাল্গুন ১৮০৫
১৯-২০	জ্যৈষ্ঠ ১৮০৬
২১	ভাদ্র ১৮০৬
৩৬	কার্তিক ১৮০৬
২২-২৩ ও ২৬	অগ্রহায়ণ ১৮০৬
২৪-২৫ ও ২৭-৩৪	ফাল্গুন ১৮০৬
৩৫	বৈশাখ ১৮০৭

৮৪০-৪১। ৩৭-৩৮ সংখ্যা 'রাজর্ষি (১২৯৩) উপন্যাসে বালক ধ্রুবের গান। 'হরি তোমায় ডাকি' (৩৭) গানের 'বালক' পত্রে (ভাদ্র ১২৯২) প্রকাশিত বা 'রাজর্ষি'তে মুদ্রিত পাঠ ঈষৎ ভিন্ন; বহু ব্রহ্মসংগীতসংকলনে যে পাঠ দেখা যায় এ স্থলে তাহাই গৃহীত। 'আমায় ছজনায় মিলে' (৩৮) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ফাল্গুন ১৮০৮ শকে (১২৯৩) প্রকাশিত।

৮৪১-৪৫। ৩৯-৫৩ সংখ্যা। ৪৭-সংখ্যক গানটি গীতবিতানের প্রথম সংস্করণ হইতে। তদ্‌ব্যতীত সবই 'গানের বহি' গ্রন্থে মুদ্রিত। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশ—

৪১	ফাল্গুন ১৮০৭ শক
৪২-৪৩	চৈত্র ১৮০৭
৪৪-৪৫	বৈশাখ ১৮০৮
৪৬-৫১	ফাল্গুন ১৮০৮
৫২	ফাল্গুন ১৮০৯
৫৩	ফাল্গুন ১৮১৪

৮৪৫-৪৬। ৫৪-৫৬ 'কাব্যগ্রন্থাবলী'তে (১৩০৩) মুদ্রিত। শেষোক্ত গান (মহাবিশ্বে মহাকাশে ইত্যাদি) সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, ইহা প্রচলিত গীতবিতান গ্রন্থের ১৪০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত পাঠান্তরের সহিত অবিরোধে ১৩১০ সালের কাব্যগ্রন্থে বা ১৯০৮ ও ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের 'গান' গ্রন্থে মুদ্রিত ছিল; পরবর্তী গীতসংকলনগুলি হইতে ভ্রষ্ট। ইহার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি বিশ্বভারতী পত্রিকায় মুদ্রিত ও প্রচলিত চতুর্থখণ্ড স্বরবিতানে সংকলিত হইয়াছে।

৮৪৬।৫৭ স্বরলিপিযুক্ত রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে ও 'বীণাবাদিনী'র ১৩০৫ ভাদ্র সংখ্যায় পাওয়া যায়।

৮৪৬-৫২। ৫৮-৬৯ -সংখ্যক রচনা 'কাব্যগ্রন্থ' (১৩১০) হইতে গৃহীত। ৬৩-৬৫ ও ৬৭-৬৯ -সংখ্যক গান আখর-বিহীন ভাবে গীতবিতান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডেই মুদ্রিত আছে।

৮৫০।৬৭ 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে' গানের আখর-বিহীন পাঠ অন্যত্র সংকলিত। এই গানের প্রসঙ্গে কবি বলেন—

পূর্বেই বলিয়াছি একদিন আমার রচিত দুইটি পারমার্থিক কবিতা শ্রীকণ্ঠবাবুর নিকট শুনিয়া পিতৃদেব হাসিয়াছিলেন। তাহার পরে বড়ো বয়সে আর-একদিন আমি তাহার শোধ লইতে পারিয়াছিলাম। সেই কথাটা এখানে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি।

একবার মাঘোৎসবে [মাঘ ১২৯৩] সকালে ও বিকালে

আমি অনেকগুলি গান তৈরি করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে একটা গান— 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।'

পিতা তখন চুঁচুড়ায় ছিলেন। সেখানে আমার এবং জ্যোতিদাদার ডাক পড়িল। হারমোনিয়ামে জ্যোতিদাদাকে বসাইয়া আমাকে তিনি নূতন গান সব-ক'টি একে একে গাহিতে বলিলেন। কোনো কোনো গান দুবারও গাহিতে হইল।

গান গাওয়া যখন শেষ হইল তখন তিনি বলিলেন, 'দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত, তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে কাজ করিতে হইবে।' এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচ-শ টাকার চেক আমার হাতে দিলেন।

—জীবনস্মৃতি। হিমালয়যাত্রা

৮৫৩।৭০ ইহা কবির কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই। 'সমালোচনী' পত্রিকায় প্রকাশ: মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৮।

৮৫৩।৭১ 'বসুধা' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ: কার্তিক ১৩১২। রবীন্দ্রসদনের পাণ্ডুলিপি-বিচারে মনে হয় ১৩১২ আশ্বিনেই রচিত।

৮৫৩।৭২ 'গীতাঞ্জলি' হইতে। রচনা: ২৬ আষাঢ় ১৩১৭।

৮৫৪।৭৩-৭৪ শান্তিনিকেতন-আশ্রমের অন্যতম উৎসব-অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়: ২৫ বৈশাখ ১৩৩২। এ দুটি যে গান তাহা শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদারের সাক্ষ্যে ও সৌজন্যে জানা গিয়াছে। 'গীতালি'-অনুযায়ী রচনাকাল যথাক্রমে ১৬ এবং ২৫ আশ্বিন ১৩২১।

৮৫৫।৭৫ বাউল সুরের নির্দেশ -সহ 'প্রবাসী' পত্রিকায় ইহার প্রকাশ: মাঘ ১৩২৪। 'গীতপঞ্চাশিকা'য় (আশ্বিন ১৩২৫) রচনাটি থাকিলেও স্বরলিপি নাই।

৮৫৫।৭৬ রবীন্দ্রনামাঙ্কিত গ্রন্থে এ রচনাটির প্রথম সাক্ষাৎ পাই 'নবগীতিকা'র (১৩২৯) দ্বিতীয় খণ্ডে।

৮৫৬।৭৭-৭৮ 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় প্রকাশ: ফাল্গুন ১৩২৯।

৮৫৭।৭৯ ১৩৩০ সনে 'বিসর্জন' অভিনয়ে গাওয়া হয়। স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র (বুলা) মহলানবিশের নিকট ইহার কথা ও সুর পাওয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি শ্রীমতী সাহানাদেবী এই গান টেপ্-রেকর্ডে গাহিয়াছেন; রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে তাহার সহিতও মিলাইয়া দেখা হইয়াছে।

৮৫৭।৮০ ইহার নানারূপ পাঠ কাব্যে নাটকে অনুষ্ঠানপত্রে ও স্বরলিপি-গ্রন্থে মুদ্রিত। তন্মধ্যে দুই-একটি 'পাঠ' মুদ্রণপ্রমাদ মাত্র। বর্তমান পাঠ সম্পূর্ণতঃ 'প্রবাহিণী' গ্রন্থের অনুরূপ। এই গান ১৩৩০ ভাদ্রে 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয়ে গাওয়া হইয়াছিল।

৮৫৭।৮১-৮২ এই দুটি হিন্দীভাঙা গান 'আদর্শ'-সহ পাওয়া গিয়াছে শ্রীসমীরচন্দ্র মজুমদার -সংরক্ষিত রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে।

৮৫৮।৮৩ 'নবীন' গীতাভিনয়ের সমকালে (চৈত্র ১৩৩১) রচিত এবং শ্রীমতী সাবিত্রীগোবিন্দের গাওয়া গ্রামোফোন রেকর্ড্ রূপে প্রচারিত।

রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত একখণ্ড জীর্ণ কাগজে মূল-সহ পূর্বোক্ত গানের এক পূর্বপাঠ পাওয়া যায়। এক-পিঠ-সাদা ওই কাগজেই আর-এক অজ্ঞাতপূর্ব 'ভাঙা' গানের খসড়া রহিয়াছে; রবীন্দ্রনাথ যেভাবে লিখিয়াছেন মূল-সহ তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল (জীর্ণ কাগজে কয়েকটি অক্ষর কেবল অনুমানগম্য এবং শেষ ছত্রের উকারও লুপ্ত)—

মনুয়া, য়ো জগমে
লীপ্টায়ো ॥ অন্ধকারে।
এ রোকয়ি নহী হা সহায়ো।
য়হ সংসার স্বপ্নকী মায়া
বিরসাভর ম ভুলায়ো
ব্রহ্মানন্দ ছোড় ভববন্ধন
মোক্ষদুয়ার আর পারয়ো ॥
পারাবারে

—

আনে জাগরণ মুগ্ধ চোখে

কেন সংশয়শঙ্কিত চিত্ত

মগন কেন অবসাদে

রুদ্ধ বদ্ধ কেন ভয়বন্ধনে

জীর্ণ [কেন] দুখশো[কে]

৮৬১-৬৮। ১-১৭ সংখ্যা ॥ আনুষ্ঠানিক সংগীত ॥

৮৬১।১ 'বর্দ্ধমান দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে রচিত'। ১২৯২ বৈশাখে প্রকাশিত 'রবিচ্ছায়া' গ্রন্থের সর্বশেষ গান।

৮৬১।২ 'ভারতীয় সঙ্গীত সমাজ' আচার্য জগদীশচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জানাইতে ১৯ মাঘ ১৩০৯ বা ২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৩ তারিখে যে সারস্বত সম্মিলনের আয়োজন করেন, তদুপলক্ষে রচিত। সম্প্রতি চিঠিপত্রের ষষ্ঠ খণ্ডে পাণ্ডুলিপির প্রতিচিত্র এবং আনুষঙ্গিক বিবরণ (পৃ ২৪৬) -সহ প্রচারিত হইয়াছে।

৮৬২।৩ মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন ইত্যাদি যে গান গীতবিতানের প্রথম খণ্ডে (স্বদেশ : ১৭ সংখ্যা) মুদ্রিত, তাহার বহু পাঠান্তরের মধ্যে এটিকে বিশিষ্ট বলা চলে। ১৯৪০ অগস্টে অক্স্‌ফোর্ড্‌ বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথকে 'ডক্টর' উপাধি দেওয়া হয়, তদুপলক্ষ্যে রচিত। শ্রীশান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্রসংগীত' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৮৬২-৬৩। ৪-৬ সংখ্যা 'রবিচ্ছায়া' হইতে সংকলিত। তন্মধ্যে 'জগতের পুরোহিত তুমি' (৪) গানটি রচনার বিশেষ উপলক্ষ্য ১৫ শ্রাবণ ১২৮৮ (২৯ জুলাই ১৮৮১) তারিখে কৃষ্ণকুমার মিত্রের সহিত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের চতুর্থ কন্যা লীলাবতীর বিবাহ। এই সময় রবীন্দ্রনাথ আরও যে দুইটি গান লিখিয়া দেন বলিয়া জানা যায় তাহা হইল 'দুই হৃদয়ের নদী' ও 'শুভদিনে এসেছে দোঁহে' —উভয় গানই গীতবিতান গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 'আনুষ্ঠানিক' অধ্যায়ে সংকলিত, সংখ্যা যথাক্রমে ৬ ও ৯। রবীন্দ্রজীবনীর প্রথম খণ্ডে (১৩৭৭/পৃ ১৫১) লীলাবতী দেবীর দিনপঞ্জী উদ্ধার করিয়া বলা হইয়াছে : 'নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুন্দরীমোহন দাস, অন্ধ

চুনীলাল ও নরেন্দ্রনাথ দত্ত [পরে স্বামী বিবেকানন্দ] মহাশয়গণ সংগীত করিয়াছিলেন।... শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ...সংগীত রচনা করিয়া গায়কদিগকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন।' রবীন্দ্রনাথের এক চিঠিতে (রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহ) শেষোক্ত গানের পূর্বপাঠ পাওয়া যায় : মহাগুরু, দুটি ছাত্র এসেছে তোমার ইত্যাদি।

৮৬৩-৬৪।৭-৮ কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের কন্যা কুমুদিনী মিত্র (বসু) এবং বাসন্তী মিত্র (চক্রবর্তী) এতদুভয়ের পরিণয়োপলক্ষ্যে রচিত, পরে 'ব্রহ্ম-সঙ্গীত'এ মুদ্রিত। শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্তীর পত্রে এই দুই রচনা সম্পর্কে তথ্য জানা যায় ; ইহাও জানা গিয়াছে যে, রচনা-দুটিতে কবি স্বয়ং সুর দেন নাই, তবে 'তাঁহার অসীম মঙ্গললোক হতে' (৮) রচনায় সাহানা সুর দেওয়া হয় এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥

৮৬৪-৬৫। ৯-১১ সংখ্যা। কবি শান্তিনিকেতন-আশ্রমে পৌত্রী 'কল্যাণীয়া নন্দিনী'র পরিণয় (১৪ পৌষ ১৩৪৬) উপলক্ষ্যে এই তিনটি গান রচনা করেন। 'প্রেমের মিলনদিনে সত্য সাক্ষী যিনি' (১০) রচনাটির পূর্বতন পাঠ ছিল 'দুজনের মিলনের সত্যসাক্ষী যিনি' ইত্যাদি এবং পরবর্তী 'জীবনের সব কর্ম' স্থলে ছিল 'তোমাদের সব কর্ম'।

৮৬৫।১২ ১২৯৩ সালে 'কড়ি ও কোমল'এ মুদ্রিত (উত্তরকালে 'শিশু' কাব্যে সংকলিত), 'আশীর্বাদ' কবিতার সূচনাংশ এবং শেষ স্তবক মিলাইয়া এই গানটি ঠিক কোন্ সময়ে রচিত জানা যায় না। তবে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' -কর্তৃক প্রকাশিত 'ব্রহ্মসঙ্গীত'এ সুর-তালের উল্লেখ-সহ বহু বৎসর ধরিয়া (১৩১১ মাঘে প্রকাশিত অষ্টম সংস্করণ দেখা হইয়াছে) মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে। কবি স্বয়ং ইহার সুরকার কিনা তাহা জানা যায় না কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় বিশিষ্ট গ্রন্থে বহুলভাবে প্রচারিত হওয়ায় মনে করা অন্যায় হইবে না যে, অন্ততপক্ষে তাঁহার অনুমোদন ছিল। আকর-কবিতায় মূল ছত্রগুলি হইতে দু-এক স্থানে সামান্য পাঠান্তর দেখা যায়।

৮৬৬।১৩ ইহার রচনা ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯ তারিখে নবপরিকল্পিত 'ডাকঘর' নাটকের শেষ দৃশ্যে 'সুপ্ত' অমলের শিয়রে ঠাকুরদার গান -রূপে। উল্লিখিত নাটক শেষ পর্যন্ত মঞ্চস্থ হইতে পারে নাই। শুনা যায় কবি অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, গানটি তাঁহার দেহত্যাগের পূর্বে যেন প্রচারিত না হয়; তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে ইহা প্রথম সাধারণসমক্ষে গীত হয়। উল্লিখিত 'ডাকঘর' নাটকের অন্য গান-গুলি এই গ্রন্থের ৮১০-১২ পৃষ্ঠায় (সংখ্যা ১২৭-১৩২) মুদ্রিত।

৮৬৬।১৪ ২৫ ডিসেম্বর ১৯৩৯ তারিখে খ্রীস্টদিবসের উদ্‌যাপন-উদ্দেশে রচিত, 'প্রবাসী'র ১৩৪৬ মাঘ-সংখ্যায় 'বড়দিন' শিরোনামে মুদ্রিত।

৮৬৭।১৫ 'অন্ধদের দুঃখলাঘব শিবির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে' কলিকাতায় ২ নভেম্বর ১৯৪০ তারিখে রচিত। 'প্রবাসী'র ১৩৪৭ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ২৭০ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় সম্পাদকীয় মন্তব্যটি দ্রষ্টব্য।

৮৬৭।১৬ 'সৌম্য আমাকে বলেছে মানবের জয়গান গেয়ে একটা কবিতা লিখতে··· তাই একটা কবিতা রচনা করেছি, সেটাই হবে নববর্ষের গান।' কবির এবংবিধ উক্তি হইতে জানিতে পারি, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে কবি মানব-সাধারণের অভ্যুত্থান সম্পর্কেই এইটি রচনা করেন ১ বৈশাখ ১৩৪৮ তারিখে। এই রচনা সম্পর্কে অন্যান্য তথ্য এবং পাঠান্তর শ্রীশান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্রসংগীত' (প্রচলিত সংস্করণ) গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।

৮৬৮।১৭ 'হে নূতন' গান সম্পর্কে পূর্বোক্ত গ্রন্থে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ বলেন, 'এই তাঁর জীবনের সর্বশেষ গান।' কবি বহুদিন পূর্বে (২৫ বৈশাখ ১৩২৯) যে কবিতা (পঁচিশে বৈশাখ : পূরবী) লিখিয়াছিলেন তাহারই শেষ দিকের কতকগুলি ছত্র লইয়া, একটু-আধটু পরিবর্তন করিয়া, ইহার রচনা ও সুরযোজনা বাংলা ১৩৪৮ সালের ২৩ বৈশাখ তারিখে; কবির পরবর্তী জন্মোৎসবে গাওয়া হয়।

৮৭১-৯১২। ১-১০১ সংখ্যা॥ প্রেম ও প্রকৃতি॥

৮৭২-৭৫। ৫-১১ সংখ্যা 'শৈশবসঙ্গীত' (১২৯১) কাব্যে মুদ্রিত। তন্মধ্যে—

৮৭৩।৬ 'ফুলবালা'র অন্তর্গত 'গান'

৮৭৩-৭৪। ৭-৮ 'ভগ্নতরী'র অন্তর্গত 'গান' এবং

৮৭৫।১১ 'অপ্সরাপ্রেম'এর অন্তর্গত 'গান'। শেষোক্ত গাথায় ধৃত সুদীর্ঘ 'গীত' 'কেন গো এমন চপল' ইত্যাদি গীতবিতানে সংকলন করা হয় নাই।

৮৭১-৮৮। ১-৬ এবং ৮-৪৪ -সংখ্যক গানগুলি 'রবিচ্ছায়া' (বৈশাখ ১২৯২) গ্রন্থ হইতে সংকলিত।

কবি এই গ্রন্থের নামকরণে বা 'নিবেদন' উপলক্ষ্যে 'শৈশব-সঙ্গীত' অথবা 'বাল্যলীলা' (দ্রষ্টব্য টীকা ১/পৃ ৯৬৩) বলিয়া এই সময়ের গানগুলির প্রকাশে বিশেষ সংকোচ দেখাইয়াছেন। ইহার মধ্যে যেগুলি প্রেমের গান তাহাতে আবার প্রায়শই একটি 'নাটকীয়তা'ও দেখা যায়। এখানে সংকলিত প্রথম ও দ্বিতীয় গান ইংরেজির অনুবাদ এবং ২৯-সংখ্যক গান একটি গাথায় ব্যবহৃত হওয়াতে, তাহার কারণও বুঝা যায়; অন্যগুলি যে ঐরূপ কেন তাহা আজও গবেষকগণের অনুসন্ধান-সাপেক্ষ বলা চলে।

তথাপি এটুকু বলিতে বাধা নাই যে— 'মানসী' কাব্যে 'ভুলে' 'ভুল-ভাঙা' 'নারীর উক্তি' 'পুরুষের উক্তি' এবং আরো বহু কবিতায় মধুরভাবের সূক্ষ্ম-ঘাত-প্রতিঘাত-ময় যে বিচিত্র প্রকাশ রসোত্তীর্ণ এবং পরম রমণীয়তায় উদ্ভাসিত, তাহারই পূর্বাভাস 'শৈশবসঙ্গীত' ও 'রবিচ্ছায়া'র 'প্রেমের গান'গুলিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি বস্তুতই উজ্জ্বলরসোপেত গীতিনাট্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়, সেরূপ বিশেষ একটি গুচ্ছ পূর্ববর্তী ৭৭৮-৮৩ পৃষ্ঠায় (গীতসংখ্যা ২৭-৩৪ ও ৩৬-৪৫) সংকলিত হইয়াছে।

৮৭১-৭৫। ১-১১ সংখ্যার মধ্যে যেগুলি 'ভারতী' পত্রিকায় মুদ্রিত দেখা যায় মাস ও বর্ষ উল্লেখ -পূর্বক তাহার তালিকা দেওয়া গেল—

৮৭১।১ ভারতী : কার্তিক ১২৮৬। ইহা Thomas Moore'এর *Irish Melodies* গ্রন্থের Love's Young Dream কবিতার পর-পৃষ্ঠায়-সংকলিত প্রথম ও শেষ স্তবকের অনুবাদ—

Oh ! the days are gone, when beauty bright
my heart's chain wove ;
when my dream of life, from morn till night
was love, still love.
New hope may bloom,
and days may come
of milder calmer beam,
but there's nothing half so sweet in life
as love's young dream.
No, there's nothing half so sweet in life
as love's young dream.

...

No,— that hallow'd form is ne'er forgot
which first love trac'd ;
still it lingering haunts the greenest spot
on memory's waste.
'Twas odour fled
as soon as shed ;
'twas morning's winged dream ;
'twas a light that ne'er can shine again
on life's dull stream :
Oh ! 'twas light that ne'er can shine again
on life's dull stream.

৮৭১।২ ভারতী : কার্তিক ১২৮৬। ওয়েল্‌স্‌'এর কবি Talhaiarn'এর ইংরেজী অনুবাদ হইতে অনূদিত।

৮৭২।৩ ভারতী : ফাল্গুন ১২৮৮। 'গানের বহি'র সংক্ষিপ্ত পাঠ গৃহীত।

৮৭২।৪ ভারতী : ভাদ্র ১২৯১।

৮৭২।৫ ভারতী : অগ্রহায়ণ ১২৮৭।

৮৭৩।৬ ভারতী : কার্তিক ১২৮৫।

৮৭৩-৭৪।৭-৮ ভারতী : আষাঢ় ১২৮৬।

৮৭৫।১০ ভারতী : ফাল্গুন ১২৮৬।

৮৭৫।১১ ভারতী : ফাল্গুন ১২৮৫।

৮৮৩।২৯ ভারতী : চৈত্র ১২৮৬/পৃ ৫৫৫ : গাথা (খড়্গ-পরিণয়) -শীর্ষক একটি দীর্ঘ কবিতার অন্তর্গত। স্বর্ণকুমারীদেবীর উক্ত কবিতা তাঁহার 'গাথা' কাব্যে সংকলন-কালে মূল কবিতায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-পূর্বক গানটি বর্জিত হইয়াছে।

৮৮৯।৪৫-৪৬ বাংলা ১৩০০ বৈশাখের 'গানের বহি'তে মুদ্রিত।

৮৯০।৪৭-৪৮ 'স্বরলিপি-গীতিমালা' (১৩০৪ সাল) হইতে সংকলিত। প্রথমোক্ত গানটি পরবর্তী 'গান' (১৯০৯ খ্রীস্টাব্দ) গ্রন্থেও দেখা যায়। অন্য গানটি (৪৮) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বহুপুরাতন ১২৮৮ সালের 'স্বপ্নময়ী' নাটকেও পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের বহু গান ওই নাটকের অঙ্গীভূত রহিয়াছে।

৮[illegible]।৪৯ এই রচনা মূলতঃ 'মানসী' কাব্যের অন্তর্গত ; রচনাকাল : আষাঢ় ১২৯৪। ১৩২৬ পৌষের 'কাব্যগীতি'তে ইহার স্বরলিপি মুদ্রিত।

৮৯১।৫০ 'নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা'র মহলা উপলক্ষে, 'জীবনে আজ কি প্রথম এল-বসন্ত' (পৃ ৬৫৬ ও ৯১৬) গানটিতে বহুবিধ পরিবর্তন করিয়া বর্তমান গানটির রচনা হয় ১৩৪৫ সালে। উক্ত নৃত্যনাট্যের কবি-কর্তৃক সংশোধিত ও সম্পাদিত যে পরবর্তী পাঠ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে গৃহীত হয় নাই।

৮৯২।৫১ বর্তমান গানটি রচনার উপলক্ষ্যও একই। আরম্ভের চারিটি ছত্র লইয়াই গীতিনাট্য 'মায়ার খেলা'র গান (পৃ ৬৭৩)— শেষ চার ছত্র সম্পূর্ণ নূতন। নৃত্যনাট্যের পরবর্তী পাঠ হইতে পূরা গানটি কবি-কর্তৃক বর্জিত হইয়াছে।

৮৯২।৫২ মূলতঃ 'সোনার তরী'র অন্তর্গত ; রচনা : ১২ আষাঢ় ১৩০০। মূল কবিতার কেবল প্রথম ও শেষ স্তবক লইয়া রচিত এই পাঠ সংশোধিত 'গান' (১৯০৯ খ্রীস্টাব্দ) গ্রন্থে পাওয়া যায়।

৮৯৩।৫৩ ১৩০৩ আশ্বিনের 'কাব্যগ্রন্থাবলী'তে 'চিত্রা' কাব্যের অন্তর্গত; রচনা: ১৩ জ্যৈষ্ঠ [১৩০১]

৮৯৩-৯৪। ৫৪-৫৫ -সংখ্যক এই দুটি গান ইন্দিরাদেবীর 'গানের বহি'তে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে পাওয়া গিয়াছে। 'বৃথা গেয়েছি বহু গান' (৫৫) অন্য একটি পাণ্ডুলিপিতেও সুরের উল্লেখ -সহ পাওয়া যায়।

৮৯৪।৫৬ 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা' গানটির বর্তমান পাঠ 'বীণাবাদিনী'র ১৩০৫ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা হইতে সংকলিত; ইহা 'কল্পনা'য় ও 'গীত-বিতান'এর পূর্ববর্তী 'প্রেম' অধ্যায়ে মুদ্রিত পাঠ হইতে বহুশঃ ভিন্ন। ইন্দিরাদেবীর 'গানের বহি'তে কবির হস্তাক্ষরে এই পাঠই দেখা যায়; রচনাকাল: ৯ আশ্বিন ১৩০৪।

৮৯৪।৫৭ 'বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিল' গানের রচনাকাল: ১০ আশ্বিন ১৩০৪। 'সঙ্গীতপ্রকাশিকা'য় ১৩১২ শ্রাবণে প্রকাশিত এবং পরে ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের 'গান'এ সংকলিত।

৮৯৫।৫৮ ইন্দিরাদেবীর 'গানের বহি'তে রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে পাওয়া যায়; ১০ আশ্বিন ১৩০৪ তারিখে রচিত। ওই বৎসরেই কার্তিক-সংখ্যা 'বীণাবাদিনী'তে কথা ও স্বরলিপি প্রকাশিত।

৮৯৫।৫৯ ইহা 'কার হাতে যে ধরা দেব প্রাণ' (পৃ ৭৯৫) গানের পাঠান্তর; 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' হইতে সংকলিত। ১৩১০ সালের 'কাব্যগ্রন্থ' অষ্টম ভাগেও দেখা যায়।

৮৯৬।৬০ বাংলা ১৩১৬ বৈশাখে 'বিজ্ঞাপিত' প্রায়শ্চিত্ত নাটকের একটি গানের (দ্রষ্টব্য পৃ ৫৭১/সংখ্যা ৬৪) এই পাঠভেদ ১৩২৯ বৈশাখে প্রকাশিত 'মুক্তধারা'য় পাওয়া যায়।

৮৯৬।৬১ 'অচলায়তন' (প্রথম প্রকাশ: প্রবাসী: ১৩১৮ আশ্বিন) গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

৮৯৬।৬২ আদৌ 'খেয়া' কাব্যে সংকলিত; রচনা: ২৪ মাঘ ১৩১২।

৮৯৭।৬৩ 'বলাকা'য় সংকলিত কবিতার পাঠান্তর; মূল কবিতার রচনা: ৭ কার্তিক ১৩২২।

৮৯৭।৬৪ ভাসে (গান) —এই শিরোনামে বাংলা ১৩২৯ ভাদ্রের 'প্রবাসী'তে

প্রকাশিত। রচনা : ৩১ আষাঢ় [১৩২৯]

৮৯৭।৬৫ 'অনেক দিনের মনের মানুষ' (দ্বিতীয়খণ্ড নবগীতিকা : ১৩২৯) গানের এই রূপান্তরিত পাঠ 'নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা'র পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত। নৃত্যনাট্য হইতে পরে বাদ দেওয়া হয়।

৮৯৮।৬৬ 'হৃদয় আমার ওই বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে' (রচনা : জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯) গানের এই অভিনব পাঠ ১৩৩৭ ফাল্গুনে 'নবীন'এর অনুষ্ঠানপত্রে মুদ্রিত হয়।

৮৯৮।৬৭ ইহার রচনা : ২৪ চৈত্র ১৩২৯। গীতবিতানের ৫৩৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত পাঠের আখর-ওয়ালা রূপান্তর। দ্বিতীয়খণ্ড স্বরবিতানের প্রচল সংস্করণে দুটি গানেরই স্বরলিপি পাওয়া যাইবে।

৮৯৯।৬৮ পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত। ১৩২৯ সালের ফাল্গুন-চৈত্রের মধ্যেই রচিত মনে হয়। ইহার সুর 'পিয়া বিদেশ গয়ে' এরূপ একটি হিন্দি গানের অনুরূপ এই অনুমান করা হয়।

৮৯৯-৯০০। ৬৯-৭১ সংখ্যা। 'প্রবাহিণী' (অগ্রহায়ণ ১৩৩২) হইতে গৃহীত। 'অবেলায় যদি এসেছ আমার বনে' গানটি (৭০) তৎপূর্বেই 'সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা'য় প্রচারিত হইয়াছিল।

৯০০।৭২ প্রথমসংস্করণ 'গীতবিতান' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড (১৩৩৯) হইতে সংকলিত। রচনা : ফাল্গুন ১৩৩২।

৯০১।৭৩ সুরেন্দ্রনাথ করের সৌজন্যে প্রাপ্ত অন্যতম রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত। আনুমানিক রচনাকাল : ফাল্গুন ১৩৩২।

৯০১।৭৪ প্রথমসংস্করণ 'গীতবিতান' গ্রন্থে মুদ্রিত ; রচনা : ফাল্গুন ১৩৩২। বর্তমান পাঠে, প্রকাশিত স্বরলিপির অনুসরণ করা হইয়াছে। কবি 'দালিয়া' ছোটো গল্পের আখ্যান লইয়া নাটক রচনা করার সংকল্প করিয়াছিলেন শুনা যায় ; ইহা তাহারই প্রস্তাবনা-গীত।

৯০২।৭৫ ১৩৩৪ আষাঢ়ের বিচিত্রায় প্রচারিত (পৃ ২০-২১) এবং বনবাণী-কাব্যের (১৩৩৮ আশ্বিন) নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা অধ্যায়ে সংকলিত 'বৈশাখ' কবিতার (ধ্যাননিমগ্ন নীরব নগ্ন ইত্যাদি) এই পূর্বরূপ তথা গীতরূপ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনের একাধিক রবীন্দ্র-

পাণ্ডুলিপিতে বর্তমান। ইহা যে গানই সে বিষয়ে সমকালীন দু-একজন ব্যক্তি সাক্ষ্য দেন। রচনাকাল ফাল্গুন ১৩৩৩।

৯০২।৭৬ 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা'র অন্তর্গত এই গানটির যে পাঠ ১৩৩৪ আষাঢ়ের 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত তাহাই অধিক প্রচলিত এবং এই গ্রন্থের ৫১৯ পৃষ্ঠায় (সংখ্যা ২৩৩) মুদ্রিত। মূলতঃ বসন্তের গান (রচনা: ১৯ ফাল্গুন ১৩৩৩), শরতের প্রসঙ্গে ব্যবহার করায় 'বনবাণী' কাব্যে, অর্থাৎ 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা'র সর্বশেষ পাঠে, যেমনটি দেখা যায় তাহাই এ স্থলে সংকলিত হইল।

৯০২।৭৭ 'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা'র অঙ্গীভূত 'চঞ্চল' কবিতা: ওরে প্রজাপতি মায়া দিয়ে কে যে পরশ করিল তোরে ইত্যাদি। দিনেন্দ্রনাথ-কৃত ইহার যে গীতরূপ ১৩৪৫ বৈশাখের তৃতীয়খণ্ড স্বরবিতানে সংকলিত (পরে ১৩৫৪ আশ্বিনের দ্বিতীয়খণ্ড গীতবিতানে), কবিতা হিসাবে তাহার ছন্দ পৃথক্, ভাষাতেও বহু পরিবর্তন। অল্পকালের মধ্যেই কবিতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ এ রচনায় আরও বহুবার বহু পরিবর্তন করিলেও (বিভিন্ন রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে ৮।৯টি রূপের কম নয়), বর্তমান সংকলনের বিশেষ গুরুত্ব নানা কারণে। প্রথমতঃ ইহা মূল কবিতার কেবল ভিন্ন ছন্দে লেখা ভিন্ন রূপই নয়, একেবারে রূপান্তর বা জন্মান্তর। দ্বিতীয়তঃ ইহা যে গান তাহাও জানি শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এক চিঠিতে (দেশ: ২৮ মাঘ ১৩৬৭/পৃ ৯৯): 'নিম্নলিখিত গানটি পুরাতনের নবীকরণ।' স্মরণ করা যাইতে পারে মূল রচনা ১৩৩৩ সনের ২৭ ফাল্গুনে এবং ওই চিঠি (সম্ভবতঃ গানটিও) লেখা হয় ৩০ অগস্ট্ ১৯২৮ (১৪ ভাদ্র ১৩৩৫) তারিখে। চিঠিতে লিখিয়া পাঠানোর পরেও গানটিতে কিছু পরিবর্তন করা হয়; শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনের রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি হইতে সেই পরবর্তী পাঠই এ স্থলে গৃহীত।

৯০৩।৭৮ 'এবার বুঝি ভোলার বেলা হল' গানটি ১৩৩৬ চৈত্রের 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত; রচনা: ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০। ভাষা ও ভাবের দিক

দিয়া অন্যত্র মুদ্রিত 'স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে' গানের সহিত তুলনীয়।

৯০৪।৭৯ হিন্দি আদর্শ ও স্বরলিপি -সহ ১৩৬৪ বৈশাখ-আষাঢ়ের বিশ্বভারতী পত্রিকায় মুদ্রিত। সম্ভবতঃ ১৩৩৮ সালে রচনা করিয়া, কবি স্বয়ং ইহা শ্রীমতী অমিয়া ঠাকুরকে শিখাইয়াছিলেন ; তাঁহারই সৌজন্যে পাওয়া গিয়াছে।

৯০৪।৮০ নবীন (ফাল্গুন ১৩৩১) গীতিনাট্যের বহুখ্যাত গানের এই রূপান্তর ১৩৪১ শ্রাবণে প্রকাশিত 'শ্রাবণগাথা'র অঙ্গীভূত।

৯০৪।৮১ রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত। শ্রীশান্তিদেব ঘোষের সৌজন্যে জানা যায় : ইহার রচনা ১৩৩৮ বৈশাখের প্রথম দিকে।

৯০৫। ৮২-৮৩ সংখ্যা। মধু বসুর পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের 'দালিয়া' ছোটো গল্পটি নাট্যীকৃত হইয়া ১৯৩৩ সনের ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে কলিকাতায় 'এম্পায়ার থিয়েটার' রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। তাঁহারই সৌজন্যে দেখিবার সুযোগ হইয়াছে যে, উক্ত নাট্যের যে পাঠ রচিত হইয়াছিল তাহাতে কবি স্বহস্তে বহু পরিবর্তন করেন এবং সূচনায় এই রচনা দুটি লিখিয়া দেন। 'ওগো জলের রানী' (৭৪) গানটির সহিত 'ও জলের রানী'র (৮২) সাদৃশ্য নাই ; ইহার সূচনায় কবি এরূপ সুর দেন—

সা -া -া । রা গা -া । রগা রসা -া
ও ০ ০ জ লে র্ রা০ নী০ ০

৯০৫।৮৪ প্রথম প্রকাশ ১৩৪০ জ্যৈষ্ঠের 'সন্দেশ' মাসিক পত্রে ; পরে ইহা 'বিচিত্রিতা' (শ্রাবণ ১৩৪০) গ্রন্থে সংকলিত। বাউল সুরের গান। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ৩ অগস্ট্ ১৯৫৭ তারিখের পত্রে জানাইয়াছেন : 'কবি যখন এই কবিতায় সুর দেন তখন 'নুটুদি' (শ্রীমতী রমা মজুমদার বা কর / মৃত্যু : মাঘ ১৩৪১) ছিলেন, তাঁকেও শিখিয়েছিলেন।'

৯০৬।৮৫-৮৬ ১৩৪২ সালের শ্রাবণে উদ্‌যাপিত বর্ষামঙ্গলের অনুষ্ঠানপত্র হইতে সংকলিত। এই দুটি গানেরই পাঠান্তর 'বীথিকা' (ভাদ্র ১৩৪২)

কাব্যে এবং গীতবিতান গ্রন্থের পূর্বতন ভাগে ৪৭১ এবং ২৮৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে।

৯০৭।৮৭ 'বীথিকা'য় মুদ্রিত এই গানের রচনা : ২৮ শ্রাবণ ১৩৪২। শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহে কবির পরম স্নেহভাজন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহসা মৃত্যু হয়। স্বভাবতই মনে হয় যে, সেই 'সকল নাটের কাণ্ডারী আমার সকল গানের ভাণ্ডারী' পরমাত্মীয়ের অশ্রুগূঢ় স্মৃতি ১৩৪২ বর্ষামঙ্গলের এই রচনায় মিলিয়া মিশিয়া আছে।

৯০৭।৮৮ ১৩৪২ শ্রাবণে বর্ষামঙ্গলের অনুষ্ঠানপত্রে প্রথম প্রচারিত। পূর্ববর্তী ৮৭-সংখ্যক রচনার সহিত তুলনীয়। বর্তমান পাঠে, মুদ্রিত স্বরলিপি অনুসৃত হইয়াছে।

৯০৮।৮৯ রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত। পত্রপুট কাব্যের পঞ্চম কবিতায় (২৫ অক্টোবর ১৯৩৫) ইহার সূচনার কয়েক ছত্র সংকলিত।

৯০৮।৯০ রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত এই গান ১৩৪৩ সালের দোলপূর্ণিমায় রচিত।

৯০৮।৯১ মায়াবিনী বেশে বিদেশিনী কে সে ইত্যাদি যে রবীন্দ্র-লেখাঙ্কনের প্রতিচ্ছবি 'শনিবারের চিঠি'তে (১৩৪৮ চৈত্র / পৃ ৬৩৫), তাহাই অন্যে নকল করেন রবীন্দ্রসদনের ১৯১-সংখ্যক পাণ্ডুলিপির '৩১' পৃষ্ঠায়। (এখানি মুখ্যতঃ সমসাময়িক নকলের খাতা।) রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে সূচনায় ও শেষের দিকে দুটি পদ বদল করিলে পাই পরিচিত গীতিকবিতা : উদাসিনী-বেশে ইত্যাদি। বর্তমান সংকলন আরও-পরে-রচিত গীতরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই ; কবি স্বহস্তে এটি লেখেন পূর্বোক্ত খাতায় সামনের রচনারিক্ত '৩০' পৃষ্ঠায়। পূর্ব রচনায় অথবা কবিতায় (তখনও সুর হয়তো দেন নাই) নিখুঁত ছন্দোবন্ধন স্বেচ্ছায় শিথিল করিয়া এই নূতন গীতরূপের উৎপত্তি বা পরিপূর্তি। কাব্যছন্দের বাঁধাবাঁধি ভাঙিয়া এরূপ পরীক্ষা বা পরিবর্তন কবি পূর্বেও করিয়াছেন। কদাচিৎ আগের ও পরের উভয় রচনাতেই সুর দিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-রাগরূপ হারাইয়া গিয়া থাকিলে, মুক্ত ছন্দের কবিতারূপেই ইহার সমাদর

হইবে। মূল রচনা শান্তিনিকেতনে ৮ ভাদ্র ১৩৪৫ তারিখে (২৫।৮।১৯৩৮)— মনে হয় এটির রচনা অল্পকাল পরে।

৯০৯। ৯২-৯৩ সংখ্যা। এই গান দুটি দ্বিতীয়সংস্করণ 'গীতবিতান'এর পরিশিষ্ট হইতে সংকলিত। আনুমানিক রচনাকাল : ভাদ্র ১৩৪৬। দ্রষ্টব্য পাদটীকা ১২, পৃ ৯৭৩।

৯০৯ ও ৯১০। ৯৪ ও ৯৬ সংখ্যা। বাংলা ১৩৪৬ সালের ২৯ ও ২৮ চৈত্রে রচিত। রবীন্দ্র-সদনের পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত।

৯১০।৯৫ ১৩৪৬ চৈত্রের এই রচনা 'সানাই' কাব্যের 'ভালোবাসা এসেছিল' (১৫ চৈত্র ১৩৪৬) কবিতার সহিত তুলনীয়।

৯১১।৯৭ ইহা ১৬ ভাদ্র ১৩৪৭ তারিখে রচিত ও পরবর্তী ১৮ভাদ্র তারিখে শান্তিনিকেতন আশ্রমের বর্ষামঙ্গল উৎসবে গীত হয়।

৯১১।৯৮ পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত। রচনা : ২০ ভাদ্র ১৩৪৭।

৮১০-৮১২। ১২৭-১৩২ সংখ্যা

৮৬৪-৬৭। ৯-১১ ও ১৩-১৫ সংখ্যা

৯০৯-৯১১। ৯৪-৯৮ সংখ্যা —সম্ভাবিত তৃতীয়সংস্করণ 'গীতবিতান'এ সংকলনের উদ্দেশে এই সতেরোটি গানের টাইপ-কপি, 'অপ্রকাশিত নূতন গান' এই পরিচয়ে, রবীন্দ্রনাথ বর্তমানেই প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

৯১১।৯৯ ৩ নভেম্বর ১৯৪০ তারিখের সকালে কলিকাতার বেতার-কেন্দ্র হইতে রবীন্দ্রসংগীতের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। উহা শুনিয়া কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কবি এই গানটি রচনা করিয়া শ্রীমতী অমিতা ঠাকুরকে শিখাইয়া দেন। তাঁহারই সৌজন্যে মুদ্রিত পাঠ নির্ধারিত হইয়াছে। শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার আমাদিগকে এই গানের সন্ধান দেন।

এই বৎসর ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে কালিম্পঙে কবি নিদারুণ ভাবে পীড়িত হইয়াছিলেন ; কলিকাতায় আসিয়া রোগমুক্তির পর ৩০ অক্টোবর তারিখে একটি কবিতা রচনা করেন : একা ব'সে আছি হেথায় ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য রোগশয্যায়। 'যারা বিহান বেলায় গান এনেছিল আমার মনে' উক্ত রচনারই গীতরূপ বলা যায়।

৯১২। ১০০-১০১ সংখ্যা। রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত এই রচনা-দুটি যে গানই, শ্রীশান্তিদেব ঘোষের সৌজন্যে তাহা জানা গিয়াছে। রচনা ১৯৪০ সালের ডিসেম্বরে। 'পাখি তোর সুর ভুলিস নে' গানটি পরে কবিতায় পরিবর্তিত হইয়া 'শেষ লেখা'র তৃতীয় কবিতা-রূপে মুদ্রিত আছে।— 'আমার হারিয়ে যাওয়া দিন' গানের একটি পাঠান্তর অন্যতম রবীন্দ্র পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত হইল—

হারিয়ে যাওয়া দিন
আর কি খুঁজে পাব তারে—
অশ্রুসজল আকাশপারে
ছায়ায় হল লীন।
করুণ মুখচ্ছবি
বাদল-হাওয়ায় মেলে দিল
বিরহী ভৈরবী।
গহন বনচ্ছায়
অনেক কালের স্তব্ধবাণী
কাহার অপেক্ষায়
আছে বচনহীন॥

শান্তিনিকেতন
১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১। বিকাল

৯১৫-৩৪ পরিশিষ্ট ১॥ নৃত্যনাট্য মায়ার খেলা॥ রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত ১৩৪৫ পৌষের একখানি পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত। পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ অন্যের হাতের নকল হইলেও রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে বহু বর্জন ও পরিবর্তন করিয়াছেন, বহু নূতন অংশ যোগ করিয়াছেন

দেখা যায়। পাণ্ডুলিপি দেখিয়া মনে করিবার কারণ আছে যে, রচনা একরূপ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ব্যক্তিগত সাক্ষ্যে এরূপ জানা যায় যে, ১৩৪৫ অগ্রহায়ণে এই নৃত্যনাট্যের কল্পনা ও রচনা শুরু হয়; কিছুকাল মহলা চলিবার পর ওই বৎসরে দোলপূর্ণিমার উৎসব উপলক্ষ্যে নৃত্যগীতযোগে শান্তিনিকেতন-আশ্রমে ইহার অংশবিশেষ অভিনীত হইয়াছিল। সম্পূর্ণ নৃত্যনাট্যের অভিনয় কখনোই হয় নাই। পাণ্ডুলিপিতে প্রবেশ-প্রস্থান ইত্যাদি নাট্য-নির্দেশে যে যে স্থলে সংশয়ের অবকাশ আছে, বর্তমান মুদ্রণে সম্ভবপর নির্দেশ বন্ধনী-মধ্যে দেওয়া গেল। পূর্বসংকলিত (পৃ ৬৫৫-৮২) গীতিনাট্যের সহিত বর্তমান নৃত্যনাট্যের তুলনা করিলে[১০] রবীন্দ্রনাথের কবি ও শিল্পী -মানসের বিস্ময়কর পরিণতির কিছু আভাস পাওয়া যাইবে আশা করা যায়। হয়তো ইহাও বুঝা যাইবে কেন রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'প্রথম বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্য। তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশই রূপের বাহন।'[১১]

৯৩০ 'যে ছিল আমার স্বপনচারিণী' এই গানটি 'আমি কারেও বুঝি নে; শুধু বুঝেছি তোমারে' (পৃ ৬৭৬) গানের রূপান্তর; নূতন সৃষ্টিই বলা চলে। ইহাতে 'পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্য' এ উক্তির অর্থ বুঝা যায়।

৯৩৫-৪৫ পরিশিষ্ট ২ ॥ পরিশোধ ॥ এই নৃত্যনাট্য ১৩৪৩ কার্তিকের 'প্রবাসী' হইতে সংকলিত। কবি-কর্তৃক লিখিত মুখবন্ধ (পৃ ৯৩৫) দ্রষ্টব্য।

---

[১০] দ্রষ্টব্য শ্রীকানাই সামন্ত -কর্তৃক আলোচনা: রূপসৃষ্টি: মায়ার খেলার রূপান্তর: তরুণের স্বপ্ন (চৈত্র ১৩৬৩), পৃ ৯৪২-৫৪ অথবা রবীন্দ্রপ্রতিভা (১৩৬৮), পৃ ৩২০-৩০।

[১১] দ্রষ্টব্য ১৩ জুলাই ১৯৩৫ তারিখের পত্র: সুর ও সঙ্গতি। সংগীতচিন্তা (১৩৭৩) গ্রন্থে সংকলিত, দ্রষ্টব্য পৃ ১৭৯।

১৩৪৩ আশ্বিনে ইহার রচনা। ১৩৪৩ সালের ২৪ ও ২৫ কার্তিক তারিখে কলিকাতার 'আশুতোষ হল'এ ইহার অভিনয়। এই রচনা পরে নানা ভাবে পরিবর্তিত হইয়া 'শ্যামা' (পৃ ৭৩৩-৫০) নৃত্যনাট্যে পরিণত হয়।

৯৪৭-৫১ পরিশিষ্ট ৩॥ প্রথমসংস্করণ গীতবিতান'এ 'বাদ-দেওয়া গানের তালিকা'য় (পরিশিষ্ট খ) কতকগুলি গান কবির 'স্বরচিত নহে' বলিয়া নির্দিষ্ট। তাহারই একাংশের বিবরণ বর্তমান গ্রন্থের জ্ঞাতব্য-পঞ্জীতে (পৃ ৯৬৫-৬৯) দ্রষ্টব্য; অন্য অংশ এ স্থলে তৃতীয় পরিশিষ্টরূপে সংকলিত— এগুলি যে রবীন্দ্রনাথের রচিত নয়, এ সম্পর্কে প্রথমসংস্করণ 'গীতবিতান'এর উক্ত বিজ্ঞপ্তির অতিরিক্ত অন্য মুদ্রিত ও নির্ভরযোগ্য কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। অপর পক্ষে তৃতীয় ও সপ্তম ব্যতীত সব গান ১২৯২ সালের 'রবিচ্ছায়া'য়, তৃতীয় ও অষ্টম ব্যতীত সব গান ১৩০০ সালের 'গানের বহি'তে, এবং প্রথম হইতে নবম অবধি সব গানই ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের 'গান' গ্রন্থে পাওয়া যায়। ১৩০৩ সালের 'কাব্যগ্রন্থাবলী' গ্রন্থে এক পাঁচ সাত আট ও নয় -সংখ্যক গান, এবং '১৩১০' সালে প্রকাশিত 'কাব্যগ্রন্থ' অষ্টম ভাগে তিন পাঁচ ও সাত -সংখ্যক গান পাওয়া যায়। 'নিত্য সত্যে চিন্তন করো রে' (৩) 'ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি'র চতুর্থ ভাগে এবং 'সঙ্গীতপ্রকাশিকা'য় (চৈত্র ১৩১৩) স্বরলিপি-সহ রবীন্দ্রনাথের নামেই প্রচারিত। 'মা আমি তোর কী করেছি' (৪) গানটি 'ভারতী'তে 'বৌঠাকুরানীর হাট' গল্পের অঙ্গীভূত হইয়া ১২৮৯ আষাঢ়ে প্রথম প্রকাশিত; গ্রন্থের প্রথম-দ্বিতীয় সংস্করণেও মুদ্রিত। 'না সজনী, না, আমি জানি' (৯) 'স্বরলিপি-গীতিমালা'য় রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়াই নির্দিষ্ট হইয়াছে।

৯৫২-৫৫ পরিশিষ্ট ৪॥ সংকলিত রচনাগুলি ইতঃপূর্বে রবীন্দ্র-নামাঙ্কিত কোনো গ্রন্থে বা রচনায় পাওয়া যায় নাই।

৯৫২॥ এই রচনা স্বরলিপি-সহ 'বালক'এর ১২৯২ আষাঢ় সংখ্যায় ও পরে 'স্বরলিপি-গীতিমালা'য় মুদ্রিত; তৎপূর্বে দীর্ঘতর আকারে ১২৮৬

ভাদ্রের 'ভারতী'তে প্রকাশিত। একমাত্র 'স্বরলিপি-গীতিমালা'য় রচয়িতা সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

কথা :—শ্রীজ্যো—

—শ্রীর

কিন্তু, সুরকারের উল্লেখ না থাকায় 'হিন্দিভাঙা' সুর বলিয়া মনে হয়। প্রথম প্রকাশের কাল (ওই সময়ের 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' ধারাবাহিক ভাবে মুদ্রিত হইতেছিল) এবং রচনাশৈলীর বিচারে ইহা প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া অনুমান হয়। বর্তমান পাঠ 'স্বরলিপি-গীতিমালা'র অনুসারী।

৯৫২।২-৩ ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে প্রচারিত 'মানময়ী' গীতিনাট্যের অঙ্গীভূত। ইন্দিরাদেবী-লিখিত 'রবীন্দ্রস্মৃতি' (বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত : ১৩৬৭/পৃ ২৭-২৮) দ্রষ্টব্য। এক সময়ে গান দুটি পড়িয়া শুনাইলে পর, রবীন্দ্রনাথ 'নিজের বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।' দ্রষ্টব্য 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী' : শনিবারের চিঠি : ফাল্গুন ১৩৪৬/পৃ ৭৬১।

৯৫৩।৪ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' (১২৮৮) নাটক হইতে সংকলিত। ভাব ভাষা ছন্দের বৈশিষ্ট্য এবং রবীন্দ্রজীবনের বিশেষ অনুষঙ্গ বা স্মৃতি ছাড়া ইহা যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা সে সম্পর্কে অন্য প্রমাণ দুর্লভ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকগুলিতে রবীন্দ্রনাথের গানের অজস্র ব্যবহার দেখা যায়। 'স্বপ্নময়ী'তে পাই—

	গীতবিতান। পৃষ্ঠা
অনন্তসাগরমাঝে	৮৮৮
আঁধার শাখা উজল করি	৭৭১
আমি স্বপনে রয়েছি ভোর	৮৭৭
আয় তবে, সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি	৪১৪
কে যেতেছিস আয় রে হেথা	৮৯০
ক্ষমা করো মোরে সখী	৭৬৯
দেখে যা, দেখে যা, দেখে যা লো তোরা	৪১৮
দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখগান গাহিয়ে	৮১৮

তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে 'দেলো সখি দে পরাইয়ে চুলে' গানটি রবীন্দ্রনাথের যদি বা হয়, 'মায়ার খেলা'র

'দেলো সখি, দে, পরাইয়ে গলে'[১২] সাধের বকুলফুলহার।
আধফুট' জুঁইগুলি যতনে আনিয়া তুলি' ইত্যাদি

সুপরিচিত গান তবু নয়। উভয় গানের সাদৃশ্য উদ্ধৃত দুই ছত্রেই সীমাবদ্ধ। ইন্দিরাদেবীর অভিমত এই যে, স্বপ্নময়ী'র গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা,অথবা অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর হইলেও হইতে পারে।

৯৫৪।৫ 'ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন' (৯৬৪ পৃষ্ঠায় 'আকর গ্রন্থ' -তালিকার তৃতীয়) গ্রন্থে এবং 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'এর 'ব্রহ্মসঙ্গীত' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের নামে মুদ্রিত।

৯৫৫।৬ 'সাধারণ-ব্রাহ্ম-সমাজ'এর 'ব্রহ্মসঙ্গীত' গ্রন্থ হইতে (মাঘ ১৩৩৮) সংকলিত। অন্যান্য নানা গ্রন্থেও রবীন্দ্রনাথের নামেই প্রচারিত। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ইহার প্রথম প্রকাশ (রচয়িতার নাম মুদ্রিত হয় নাই) ১৮০৮ শক বা বাংলা ১২৯৩ চৈত্রে।

---

[১২] 'মায়ার খেলা' প্রথম সংস্করণের পাঠ। 'স্বরলিপি-গীতিমালা'য় এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতের স্বরলিপি-লিখনে এই পাঠই আছে। সম্পূর্ণ গানটির সম্পর্কে 'স্বরলিপি-গীতিমালা'র সংকেতে জানি রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ, আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতের লেখায় স্পষ্টই পাই— 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'।

রবীন্দ্রসংগীতের যাহারা বিশেষ চর্চা করেন তাঁহারা সকলেই জানেন যে, পূর্বপ্রচলিত বিলাতি বা বৈঠকি গানের অথবা লোকসংগীতের আত্মীকরণ এবং প্রথম জীবনের কিছু রচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুরসংযোজন—ইহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের নামে প্রচারিত প্রায় সব গানের সুরস্রষ্টাও রবীন্দ্রনাথ। কৈশোরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহচর্যে ও উৎসাহদানে কবি কী ভাবে গীতিরচনায় প্রবৃত্ত হন সে সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' হইতে আমরা অনেক কথা জানিতে পারি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকের জন্য 'জ্বল্‌ জ্বল্‌ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' গানটি রবীন্দ্রনাথ কী ভাবে রচনা করেন তাহা পূর্বেই (পৃ ৯৮১) বলা হইয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কথায় আরও জানিতে পারি—

সরোজিনী-প্রকাশের পর হইতেই, আমরা রবিকে প্রমোশন্‌ দিয়া আমাদের সমশ্রেণীতে উঠাইয়া লইলাম। এখন হইতে সঙ্গীত ও সাহিত্যচর্চ্চাতে আমরা হইলাম তিনজন— অক্ষয় (চৌধুরী), রবি ও আমি। ... ... এই সময়ে আমি পিয়ানো বাজাইয়া নানাবিধ সুর রচনা করিতাম। আমার দুই পার্শ্বে অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কাগজ পেন্সিল লইয়া বসিতেন। আমি যেমনি একটি সুর-রচনা করিলাম, অমনি ইঁহারা সেই সুরের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কথা বসাইয়া গান-রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন। একটি নূতন সুর তৈরি হইবামাত্র, সেটি আরও কয়েকবার বাজাইয়া ইঁহাদিগকে শুনাইতাম। সেই সময় অক্ষয়চন্দ্র চক্ষু মুদিয়া বর্ম্মা সিগার টানিতে টানিতে, মনে মনে কথার চিন্তা করিতেন। পরে যখন তাঁহার নাক মুখ দিয়া অজস্রভাবে ধূমপ্রবাহ বহিত, তখনি বুঝা যাইত যে এইবার তাঁহার মস্তিষ্কের ইঞ্জিন চলিবার উপক্রম করিয়াছে। তিনি অমনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া চুরুটের টুক্‌রাটি, সম্মুখে যাহা পাইতেন এমন কি পিয়ানোর উপরেই, তাড়াতাড়ি রাখিয়া দিয়া হাঁফ ছাড়িয়া "হয়েছে হয়েছে" বলিতে বলিতে আনন্দদীপ্ত মুখে লিখিতে শুরু করিয়া দিতেন। রবি কিন্তু বরাবর শান্তভাবেই ভাবাবেশে রচনা করিতেন। রবীন্দ্রনাথের চাঞ্চল্য কচিৎ লক্ষিত হইত। অক্ষয়ের যত শীঘ্র হইত, রবির রচনা তত শীঘ্র হইত না। সচরাচর গান বাঁধিয়া তাহাতে সুর-সংযোগ করাই প্রচলিত রীতি, কিন্তু আমাদের পদ্ধতি ছিল উল্টো। সুরের অনুরূপ গান তৈরি হইত।

স্বর্ণকুমারীও অনেক সময় আমার রচিত সুরে গান প্রস্তুত করিতেন।

সাহিত্য এবং সঙ্গীতচর্চ্চায় আমাদের তেতলা মহলের আবহাওয়া তখন দিবা-রাত্রি সমভাবে পূর্ণ হইয়া থাকিত। রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বপ্রথম রচনা "কালমৃগয়া"[১৩] গীতিনাট্য এবং তাঁহার দ্বিতীয় রচনা "বাল্মীকি-প্রতিভা"[১৪] গীতিনাট্যেও উক্ত-রূপে আমার রচিত সুরের অনেক গান দেওয়া হইয়াছিল।

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি। পৃ. ১৫১, ১৫৫-৫৬

এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতে জানিতে পারি—

এই সময়ে পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর তৈরি করায় মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলিনৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরবর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু তাঁহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিশি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল।

—জীবনস্মৃতি। গীতচর্চা

---

[১৩] এক হিসাবে 'কালমৃগয়া' রবীন্দ্রনাথের 'সর্বপ্রথম' গীতিনাট্য হইতে পারে না। 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র যে রূপ অধুনা অপ্রচলিত (দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-রচনাবলীর 'অচলিত প্রথম খণ্ড') উহা 'কালমৃগয়া'র প্রায় দুই বৎসর পূর্বে রচিত বা অভিনীত হয়। 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র প্রচলিত দ্বিতীয় সংস্করণ অবশ্যই 'কালমৃগয়া'র পরবর্তী।

[১৪] 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' (ফাল্গুন ১৩২৬) গ্রন্থে (পৃ ৩৩) অনুলেখক শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (অবশ্যই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাক্যানুসারে) এরূপ লিখিতেছেন যে, 'বাল্মীকিপ্রতিভার প্রায় সব গানের সুরই জ্যোতি-বাবুর সংযোজিত।' এ উক্তির সত্যতা-নির্ণয় কিঞ্চিৎ গবেষণা -সাপেক্ষ। সত্য হইলেও, সম্ভবতঃ এ উক্তির লক্ষ্য হইল বাল্মীকিপ্রতিভার প্রথম সংস্করণ। দ্বিতীয় সংস্করণে অন্তর্বর্তীকালীন 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্যের বহু নূতন 'গান পরিবর্তিত আকারে অথবা বিশুদ্ধ আকারে' গৃহীত— আর, 'কালমৃগয়া'তে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক বা স্বাধীন-স্বতন্ত্র সুরসৃষ্টির পর্ব ভালোভাবে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এরূপ মনে করিবার সংগত কারণ আছে।

রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিবার পর, 'বাল্মীকিপ্রতিভা'য় দেশী-বিলাতি উভয় প্রকার সংগীত লইয়া কী ভাবে পরীক্ষা চলিয়াছিল তাহা 'জীবনস্মৃতি'তে বর্ণিত হইয়াছে—

এই দেশী ও বিলাতী সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকিপ্রতিভার জন্ম হইল। ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দিশি, কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকি মর্যাদা হইতে অন্য ক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে; উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে। যাঁহারা এই গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা আশা করি এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সংগীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসংগত বা নিষ্ফল হয় নাই। বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব। সংগীতের এইরূপ বন্ধনমোচন ও তাহাকে নিঃসংকোচে সকলপ্রকার ব্যবহারে লাগাইবার আনন্দ আমার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল। বাল্মীকিপ্রতিভার অনেকগুলি গান বৈঠকি-গান-ভাঙা, অনেকগুলি জ্যোতি-দাদার রচিত গতের সুরে বসানো এবং গুটিতিনেক গান বিলাতি সুর হইতে লওয়া। আমাদের বৈঠকি গানের তেলেনা অঙ্গের সুরগুলিকে সহজেই এইরূপ নাটকের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাইতে পারে— এই নাট্যে অনেক স্থলে তাহা করা হইয়াছে। বিলাতি সুরের মধ্যে দুইটিকে ডাকাতদের মত্ততার গানে লাগানো হইয়াছে এবং একটি আইরিশ সুর বনদেবীর বিলাপগানে বসাইয়াছি [পৃ ১০২৬ দ্রষ্টব্য]। বস্তুত, বাল্মীকিপ্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সংগীতের একটি নূতন পরীক্ষা— অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার কোনো স্বাদগ্রহণ সম্ভবপর নহে। য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে বাল্মীকি-প্রতিভা তাহা নহে— ইহা সুরে নাটিকা; অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্যবিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র— স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্প স্থলেই আছে।

আমার বিলাত যাইবার আগে হইতে আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে বিদ্বজ্জনসমাগম নামে সাহিত্যিকদের সম্মিলন হইত। সেই সম্মিলনে গীতবাদ্য কবিতা-আবৃত্তি ও আহারের আয়োজন থাকিত। আমি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসার পর একবার এই সম্মিলনী আহূত হইয়াছিল [১৬ ফাল্গুন ১২৮৭]—

ইহাই শেষবার। এই সম্মিলনী উপলক্ষেই বাল্মীকিপ্রতিভা রচিত হয়। আমি বাল্মীকি সাজিয়াছিলাম এবং আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা সরস্বতী সাজিয়াছিল —বাল্মীকিপ্রতিভা নামের মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু রহিয়া গিয়াছে।

—জীবনস্মৃতি। বাল্মীকিপ্রতিভা

উল্লিখিত সংগীতসৃষ্টিতে সকলে কিরূপ মাতিয়া উঠেন, এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নেতৃত্ব ছিল কতখানি, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে উৎসাহে আর-কিছু রচনা করি নাই। ওই দুটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সংগীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্ত দিন ওস্তাদি গানগুলাকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছা মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক-একটি অপূর্ব মূর্তি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে-সকল সুর বাঁধা নিয়মের মধ্যে মন্দগতিতে দস্তুর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্ত ভাবে দৌড় করাইবা মাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত। সুরগুলা যেন নানা প্রকার কথা কহিতেছে এইরূপ আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম। আমি ও অক্ষয়বাবু অনেক সময়ে জ্যোতিদাদার সেই বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সুরে কথাযোজনার চেষ্টা করিতাম।··· এইরূপ একটা দস্তুরভাঙা গীত-বিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই দুটি নাট্য লেখা। এইজন্য উহাদের মধ্যে তাল-বেতালের নৃত্য আছে এবং ইংরেজি-বাংলার বাছ-বিচার নাই। আমার অনেক মত ও রচনারীতিতে আমি বাংলাদেশের পাঠকসমাজকে বারম্বার উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছি— কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সংগীত সম্বন্ধে উক্ত দুই গীতিনাট্যে যে দুঃসাহসিকতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে কেহই কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই এবং সকলেই খুশি হইয়া ঘরে ফিরিয়াছেন।

—জীবনস্মৃতি। বাল্মীকিপ্রতিভা

'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও' কালমৃগয়া'র সহিত 'মায়ার খেলা'র পার্থক্যের বিষয়ে কবি বলিয়াছেন—

মায়ার খেলা··· গীতনাট্য··· ভিন্ন জাতের জিনিস। তাহাতে নাট্য মুখ্য

নহে, গীতই মুখ্য। বাল্মীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের 'পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ।

—জীবনস্মৃতি। বাল্মীকিপ্রতিভা

কবি নিজের সংগীতচর্চা ও সংগীতসৃষ্টি সম্পর্কে বহু কথা 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা'তে বলিয়াছেন। সংগীত সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত 'সঙ্গীতের মুক্তি' প্রবন্ধে (সবুজপত্র : ভাদ্র ১৩২৪) এবং মাসিক পত্রিকাদিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অন্য প্রবন্ধে ও পত্ররাজিতে, তথা 'সুর ও সঙ্গতি' পুস্তকে নিবদ্ধ পত্রালাপেও, অনেকটা জানিতে পারা যাইবে। সংগীত সম্বন্ধে তাঁহার বহু পুরাতন রচনা হিসাবে 'সঙ্গীত ও ভাব' (ভারতী : জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮) উল্লেখ করা যাইতে পারে ; তবে, কবি-যে দীর্ঘ জীবনের সংগীতসাধনার পথে এই প্রবন্ধের ভাবনাধারা কালে পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছেন তাহা 'জীবন-স্মৃতি'র 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ' অধ্যায়ে স্পষ্ট ভাবেই বলা আছে। রবীন্দ্রনাথের গান-সম্পর্কিত এই-সকল ও অন্যান্য রচনা, চিঠিপত্র, আলাপ, বিশ্বভারতী-কর্তৃক 'সংগীত-চিন্তা' গ্রন্থে (বৈশাখ ১৩৭৩) প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে তাঁহার পরিণত অভিমতের এবং তাহার বিকাশেরও একটি পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। সৃষ্টিতেই স্রষ্টার সব কথা নিঃশেষে নিহিত থাকিলেও, ভাষ্য-ব্যতীত বুদ্ধি দিয়া তাহা আয়ত্ত করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর হয় না ; এবং এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। যেমন 'বাল্মীকিপ্রতিভা' প্রভৃতি রচনায় বহু ক্ষেত্রে বিলাতি সুরের ব্যবহারের কথা 'জীবনস্মৃতি' হইতে জানা গেল, ভারতীয় ও য়ুরোপীয় সংগীতের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য কোথায় জানিতে হইলেও রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যই উদ্ধারযোগ্য (ভারতীয় সংগীত সম্পর্কে রবীন্দ্র-মন্তব্য তাঁহার আপন সৃষ্টি সম্পর্কেও সত্য সন্দেহ নাই)—

য়ুরোপীয় সংগীতের মর্মস্থানে আমি প্রবেশ করিতে পারিয়াছি, এ কথা বলা আমাকে সাজে না। কিন্তু বাহির হইতে যতটুকু আমার অধিকার হইয়াছিল তাহাতে য়ুরোপের গান আমার হৃদয়কে এক দিক দিয়া খুবই আকর্ষণ করিত। আমার মনে হইত এ সংগীত রোমান্টিক। রোমান্টিক

বলিলে যে ঠিকটি কী বুঝায় তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বলা শক্ত। কিন্তু, মোটামুটি বলিতে গেলে রোমান্টিকের দিকটা বিচিত্রতার দিক, প্রাচুর্যের দিক, তাহা জীবনসমুদ্রের তরঙ্গলীলার দিক; তাহা অবিরাম গতিচাঞ্চল্যের উপর আলোক-ছায়ার দ্বন্দ্ব-সম্পাতের দিক; আর-একটা দিক আছে যাহা বিস্তার, যাহা আকাশনীলিমার নির্নিমেষতা, যাহা সুদূর দিগন্তরেখায় অসীমতার নিস্তব্ধ আভাস। যাহাই হউক, কথাটা পরিষ্কার না হইতে পারে, কিন্তু আমি যখনই য়ুরোপীয় সংগীতের রসভোগ করিয়াছি তখনই বারম্বার মনের মধ্যে বলিয়াছি ইহা রোমান্টিক— ইহা মানবজীবনের বিচিত্রতাকে গানের সুরে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছে। আমাদের সংগীতে কোথাও কোথাও সে চেষ্টা নাই যে তাহা নহে, কিন্তু সে চেষ্টা প্রবল ও সফল হইতে পারে নাই। আমাদের গান ভারতবর্ষের নক্ষত্রখচিত নিশীথিনীকে ও নবোন্মেষিত অরুণরাগকে ভাষা দিতেছে; আমাদের গান ঘনবর্ষার বিশ্বব্যাপী বিরহবেদনা ও নববসন্তের বনান্তপ্রসারিত গভীর উন্মাদনার বাক্যবিস্মৃত বিহ্বলতা।

—জীবনস্মৃতি। বিলাতি সংগীত

রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের কোন্ কোন্ রচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সুর দিয়াছিলেন 'গানের বহি ও বাল্মীকিপ্রতিভা'র সূচীপত্রে সংকেতে তাহা বিজ্ঞাপিত। তদনুসারে এবং 'স্বরলিপি-গীতিমালা' (১৩০৪) দেখিয়া যত দূর জানা যায়, নিম্নলিখিত রচনাবলীর সুরস্রষ্টা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—

	গীতবিতান। পৃষ্ঠা
অনেক দিয়েছ নাথ আমায়[১৫]	১৬৭
এত দিন পরে, সখী	৮৮২
এমন আর কত দিন চলে যাবে রে	৯৪৭
ওকি সখা, মুছ আঁখি	৮৮২
কে যেতেছিস আয় রে হেথা[১৬]	৮৯০
খুলে দে তরণী[১৬]	৮৭৭

১৫ 'শতগান'-অনুযায়ী সুরকার রবীন্দ্রনাথ। 'স্বরলিপি-গীতিমালা'য় নাই।

'বাল্মীকিপ্রতিভা'র গান ছাড়া 'গানের বহি ও বাল্মীকিপ্রতিভা'য় প্রায় সাড়ে তিনশত গান আছে। ইহার মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একুশ-বাইশটিতে সুর দিয়াছেন দেখা গেল। উক্ত গ্রন্থে 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র গানের সূচী না থাকাতে, উহার কোন্ গানের সুরকার কে বিস্তারিতভাবে তাহা জানা যায় না ; জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' হইতে সাধারণভাবে যাহা জানা যায় তাহা পূর্বেই সংকলিত হইয়াছে। 'গানের বহি'তে হিন্দিগান-বিশেষের রাগ-রাগিণীর অনুসরণে রচিত হইয়াছে এরূপ গানের সংখ্যা অনেক

১৩ 'গানের বহি'তে নাই।

বেশি ; 'গানের বহি'র সূচীপত্রের সংকেত এবং ইন্দিরাদেবীর সন্ধান'[17] অনুযায়ী মোট ৯০।৯২টি হইবে মনে হয়। বলা উচিত, এই গণনায় অল্পসংখ্যক কানাড়ি, গুজরাটি, মাদ্রাজি, মহীশূরি ও পঞ্জাবি গান -ভাঙা রচনাও ধরা হইয়াছে ; 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র গান ধরা হয় নাই।

আর-একটা কথাও উল্লেখযোগ্য যে, কালমৃগয়া (প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১২৮৯) ও দ্বিতীয়সংস্করণ বাল্মীকিপ্রতিভা (প্রকাশ : ফাল্গুন ১২৯২) এই দুইখানি গীতিনাট্য সারা করিয়া কবি 'মায়ার খেলা'য় (প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১২৯৫) হাত দেন, স্বরলিপি-গীতিমালায় শেষোক্ত গ্রন্থের যতগুলি গান সংকলিত দেখা যায়, প্রায় সবেরই সুরকার রবীন্দ্রনাথ।

'গানের বহি'র পরবর্তী গ্রন্থসমূহেও 'হিন্দিভাঙা' গানের অসদ্ভাব নাই। সে-সব গান ও সেগুলির আদর্শস্বরূপ গানের বিশদ তালিকা ইন্দিরাদেবীর 'রবীন্দ্র-সংগীতের ত্রিবেণীসংগম' পুস্তিকায় দ্রষ্টব্য। পুরাতন 'গান ভাঙিয়া' নূতন গান রচনা করার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই অপরূপ বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন। অন্য সহস্রাধিক গানে যেমন এ-সকল ক্ষেত্রেও তেমনি আপনার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে স্রষ্টা রচনায় আপনার শীলমোহর অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। 'ভাঙা গান'ও বিশেষভাবে রাবীন্দ্রিক হইয়া উঠিয়াছে ইহা আমাদের অজানা নয়।

'কালমৃগয়া' ও 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র কতকগুলি গানে ইংরেজি স্কচ আইরিশ প্রভৃতি গানের সুর দেওয়া হইয়াছে। 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম' অনুযায়ী তাহার তালিকা—

কালমৃগয়া	গীতবিতান। পৃষ্ঠা
ও দেখবি রে ভাই, আয় রে ছুটে : The Vicar of Bray	৬১৭
[18] তুই আয় রে কাছে আয় : The British Grenadiers	৬১৭
ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে : Ye banks and braes	৬১৯
মানা না মানিলি : Go where glory waits thee	৬২৩
সকলই ফুরালো : Robin Adair	৬৩৪

---

[17] রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম : পৌষ ১৩৬১

[18] গানের প্রথম ছত্র : ও ভাই, দেখে যা কত ফুল তুলেছি।

লোকপ্রচলিত বা পুরাতন বাংলা গানের সুরেও কবি কতকগুলি গান বাঁধিয়াছেন; সে সম্পর্কে জানিতে পারি—

কাজেই যত দূর জানা যায়, বাংলা কতকগুলি পূর্বপ্রচলিত সংগীতের সুর, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বহু বৈঠকি গানের সুর, অতি অল্পসংখ্যক বিলাতি গানের সুর এবং কবির তরুণ বয়সে কিছু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দেওয়া সুর, ইহা

---

১৯ 'শতগান' গ্রন্থে স্বরলিপি দেওয়া আছে।

* মূল বাউল সংগীতটি কবি শিলাইদহে গগন হরকরার নিকট পাইয়াছিলেন। দ্রষ্টব্য: কথা ও স্বরলিপি: প্রবাসী: বৈশাখ ১৩২২/পৃ ১৫২-৫৪ এবং জ্যৈষ্ঠ ১৩২২/পৃ ৩২৪।

২০ কাফিকানাড়া-কাওয়ালি। দ্রষ্টব্য: সঙ্গীতপ্রকাশিকা ৪।১৩১১।২১৯

ব্যতীত— রবীন্দ্রসংগীতে কথাও যেমন সুরও তেমনি সর্বদাই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টি। তবে—

কথা কও, কথা কও, অনাদি অতীত : 'কথা ও কাহিনী'র প্রথম প্রবেশকের অংশবিশেষ : শিশিরকুমার ভাদুড়ী -কর্তৃক প্রযোজিত ও অভিনীত 'সীতা' নাটকের সূচনায়

তবে আমি যাই গো তবে যাই : 'শিশু' কাব্যের 'বিদায়' কবিতা

দিনের শেষে ঘুমের দেশে : 'খেয়া'র প্রথম কবিতা

পথের পথিক করেছ আমায় : উৎসর্গ

হে মোর দুর্ভাগা দেশ : গীতাঞ্জলি

এই গানগুলি সময়বিশেষে প্রচলিত বা আদৃত হইলেও, এগুলির কোনটিতেই কবি সুর না দেওয়াতে, এগুলিকে রবীন্দ্রসংগীত বলিয়া গণনা করা সম্ভবপর হয় নাই। অন্যের যে-সব রচনায় রবীন্দ্রনাথ সুর আরোপ করিয়াছেন[২১] সেগুলির

---

২১ এই প্রসঙ্গে 'গীতবিতান বার্ষিকী'তে (১৩৫০) মুদ্রিত শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রগীতজিজ্ঞাসা' প্রবন্ধ বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

সুহাসচন্দ্র মজুমদার বলেন যে, বাল্যকালে দেখিয়াছেন 'ভারতীয় সঙ্গীত সমাজ' যে বার মনোমোহন রায় -প্রণীত 'রিজিয়া' নাটকের অভিনয় করান তাহার রিহার্সালে রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত আসিতেন এবং গানও শিখাইতেন; কয়েকটি গানের সুর নাকি কবি স্বয়ং রচনা করেন, 'থিয়েটারি' সুর হইতে সেই-সব সুরের বিশেষ পার্থক্য আছে। সুহাসবাবুর উক্তি, রিহার্সালের সাক্ষী ও শ্রোতা তাঁহার মাতুল শ্রীনিত্যরঞ্জন মল্লিক ও শ্রীসত্যরঞ্জন মল্লিক মহাশয়েরা সমর্থন করেন। 'রিজিয়া' নাটকের ব্রজবুলিতে রচিত একটি গানে (বধুয়া, সুধা ঢালয়ি পরাণে ইত্যাদি) কয়েক স্থলে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর স্পষ্ট প্রভাব দেখা যায় এবং বাংলা ১৩১০ সনে প্রচারিত এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণেই এ যেমন বিজ্ঞাপিত হইতে দেখি যে 'বিশেষ আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, রিজিয়া "ভারতীয় সঙ্গীত-সমাজ" কর্তৃক অভিনয়ার্থ মনোনীত হইয়াছে', দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে তেমনি মহাসমারোহে ঐ প্রতিষ্ঠানে অভিনীত হওয়ার সংবাদও দেওয়া হইয়াছে।

তালিকা পরে দেওয়া গেল—

প্রথম ছত্র	রচয়িতা	স্বরলিপি
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর	বিদ্যাপতি	শতগান। স্বরবিতান ১১,২১
সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি	গোবিন্দদাস	শতগান। স্বর ২১
বন্দে মাতরম্ (অংশ)	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শতগান। স্বর ৪৬
মিলে সবে ভারতসন্তান[২২]	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	শতগান
বুঝতে নারি নারী কী চায়	অক্ষয়কুমার বড়াল	শতগান
গান জুড়েছেন গ্রীষ্মকালে	সুকুমার রায়	ঋতুপত্র : হেমন্ত। ১৩৬২
ওহে সুনির্মল সুন্দর উজ্জ্বল	হেমলতা দেবী	জ্যোতিঃ
বালক-প্রাণে আলোক জ্বালি	হেমলতা দেবী	জ্যোতিঃ

ইহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি বেদমন্ত্রে ও বৌদ্ধ মন্ত্রে সুর দেন[২৩]—

বৈদিক মন্ত্র	আকর	স্বরলিপি
য আত্মদা বলদা	ঋগ্বেদ	শতগান। ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ৪
তমীশ্বরাণাং	শ্বেতাশ্বতর	আনন্দসঙ্গীত ৪।১৩২২।২। ব্র স্ব ২
যদেমি প্রস্ফুরন্নিব	ঋগ্বেদ	ভারতী ও বালক ১০।১২৯১।৫৮৮ আনন্দসঙ্গীত ১।১৩২২।১৩৮। ব্র স্ব ৩
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ	ঋগ্বেদ	আনন্দসঙ্গীত ৪।১৩২০।৬ তত্ত্ববোধিনী ৯।১৮৪৫।২৩৩। ব্র স্ব ৩
সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বম্	ঋগ্বেদ	
উষো বাজেণ বাজিনি	ঋগ্বেদ (ভৈরবী)	
অচ্ছা বদ তবসং গীর্ভিরাভিঃ	ঋগ্বেদ (চৌতাল)	হিন্দী বিশ্বভারতী পত্রিকা ৭-৯।১৯৪৬।৫২৫
এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে	বৃহদারণ্যক	
ধীরা ত্বস্য মহিনা	ঋগ্বেদ	

---

[২২] ইন্দিরাদেবীর অভিমত : রবীন্দ্রনাথের সুর নয়।

[২৩] দ্রষ্টব্য : 'রবীন্দ্রগীতজিজ্ঞাসা' —গীতবিতান বার্ষিকী (১৩৫০)। / ব্র স্ব বা ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি : সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ -প্রকাশিত নূতন গ্রন্থমালা।

'উদু ত্যং জাতবেদসম্' (ঋগ্বেদ), 'বায়ুরনিলমমৃতমথেদম্' (ঈশ), 'অস্তা দেবা উদিতা সূর্যস্য' (ঋগ্বেদ) এবং 'পৃথিবী শান্তিরন্তরিক্ষম্' (অথর্ব বেদ) ইত্যাদি শ্লোকসমূহ[২৪] রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক ব্যবহৃত, তবে রাগ-তালে গাওয়া হয় না, সুরে আবৃত্তি হয় মাত্র। বৌদ্ধমন্ত্রে সুর-যোজনার তালিকা—

বৌদ্ধ মন্ত্র	সুর
ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে[২৫]	ভৈরবী
উত্তমঙ্গেন বন্দেহং[২৫]	কাফি
নত্থিমে শরণং[২৫]	মিশ্ররামকেলি
নমো নমো বুদ্ধদিবাকরায়[২৫]*	বেহাগ
বুদ্ধো সুসুদ্ধো করুণামহাণ্ণবো*	মিশ্ররামকেলি

কোন্ গান কবির প্রথম রচনা এ বিষয়ে রবীন্দ্রসংগীতরসিকের মনে কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। 'শনিবারের চিঠি'র পূর্বসংকলিত সাক্ষ্যে 'গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে' গানটি ১২৮১ সালের মধ্যেই রচিত। 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' পরবর্তী স্বাধীন রচনা, ১২৮২ সালের মধ্যে রচিত। 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' ১২৮৬ সালের মধ্যে। এগুলির কোনোটিতে কবি স্বয়ং সুর দিয়াছিলেন কি না বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ যে গানকে নিজের যথার্থ প্রথম রচনা বলিয়া স্বীকার করেন সে সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

এই শাহিবাগ প্রাসাদের চূড়ার উপরকার একটি ছোটো ঘরে আমার আশ্রয় ছিল। শুক্লপক্ষের গভীর রাত্রে সেই নদীর দিকের প্রকাণ্ড ছাতটাতে একলা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো আমার আর-একটা উপসর্গ ছিল। এই ছাদের উপর নিশাচর্য করিবার সময়ই আমার নিজের-সুর-দেওয়া সর্বপ্রথম গানগুলি রচনা করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে 'বলি ও আমার গোলাপবালা' গানটি এখনো আমার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আসন রাখিয়াছে।

—জীবনস্মৃতি। আমেদাবাদ

---

[২৪] 'তপতী' নাটকে [২৫] 'নটীর পূজা'য় * 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যে প্রযুক্ত।

পুনশ্চ 'জীবনস্মৃতি'র পাণ্ডুলিপিতে—

শুক্লপক্ষের কত নিস্তব্ধ রাত্রে আমি সেই নদীর দিকের প্রকাণ্ড ছাতটাতে একলা ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। এরূপ একটা রাত্রে আমি যেমন-খুশি ভাঙা ছন্দে একটা গান তৈরি করিয়াছিলাম— তাহার প্রথম চারটে লাইন উদ্‌ধৃত করিতেছি।

নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়,
ধীরে ধীরে অতি ধীরে গাও গো!
ঘুমঘোরভরা গান বিভাবরী গায়,
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো![১৩]

ইহার বাকি অংশ পরে ভদ্র ছন্দে বাঁধিয়া পরিবর্তিত করিয়া তখনকার গানের বহিতে ['রবিচ্ছায়া'] ছাপাইয়াছিলাম— কিন্তু সেই পরিবর্তনের মধ্যে সেই সাবরমতী নদীতীরের, সেই ক্ষিপ্ত বালকের নিদ্রাহারা গ্রীষ্মরজনীর, কিছুই ছিল না। 'বলি ও আমার গোলাপবালা' গানটা এমনি আর এক রাত্রে লিখিয়া বেহাগ সুরে বসাইয়া গুন্ গুন্ করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছিলাম। 'শুন নলিনী, খোলো গো আঁখি' 'আঁধার শাখা উজল করি' প্রভৃতি আমার ছেলেবেলাকার অনেকগুলি গান এইখানেই লেখা।

—জীবনস্মৃতি (প্রচল সংস্করণ)। গ্রন্থপরিচয়

'নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়' রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্বাধীন রচনা। এটি কবির প্রথম গীতিগ্রন্থ 'রবিচ্ছায়া'র প্রথম গান বটে (গীতবিতানে সংকলিত পাঠ), কিন্তু বলা যায় 'এ গান সে গান নয়' এবং 'স্বরলিপি-গীতিমালা'য় ইহার যে সুর লিপিবদ্ধ তাহাও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা। এই প্রসঙ্গে বলা উচিত যে, কবির উল্লিখিত 'নীরব রজনী দেখো' ও 'আঁধার শাখা উজল করি' গান দুটি 'ভগ্নহৃদয়' (১২৮৮ সাল) কাব্যে এবং 'বলি, ও আমার গোলাপবালা' ও 'শুন নলিনী, খোলো গো আঁখি' 'শৈশবসঙ্গীত' (১২৯১ সাল) কাব্যে প্রথম সংকলিত হয়। তাহা ছাড়া ১২৮৭ সালের 'ভারতী' পত্রে 'ভগ্নহৃদয়'এর প্রথম ছয়

---

[১৩] অব্যবহিত পরে অতিরিক্ত ৪ ছত্র 'ভগ্নহৃদয়' পাণ্ডুলিপিতে গ্রন্থে, তথা ভারতী পত্রে। রবিচ্ছায়ায় বর্জিত। রবীন্দ্র-সুর হারাইলেও, কথা হয়তো হারায় নাই।

সর্গের প্রকাশ, সেই সম্পর্কে মাঘে (পৃ ৪৭৬) 'আঁধার শাখা উজল করি' এবং ফাল্গুনে (পৃ ৫০৮) 'নীরব রজনী দেখো' মুদ্রিত হয়; 'ভারতী'তে 'বলি ও আমার গোলাপবালা'র প্রকাশ ১২৮৭ অগ্রহায়ণে। তরুণ রবীন্দ্রনাথ ১২৮৫ সালের ৫ আশ্বিন তারিখে বিলাত-অভিমুখে যাত্রা করেন, উল্লিখিত গানগুলি তৎপূর্বেই রচিত।[২৭]

'জীবনস্মৃতি'র পাণ্ডুলিপি হইতে উদ্‌ধৃত রচনায় রবীন্দ্রনাথ 'যেমন খুশি ভাঙা ছন্দে'র কথা বলিয়াছেন, এবং পরে 'ভদ্র ছন্দে' 'শুদ্ধি' করিয়া তাহা যে নষ্ট করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল এজন্য খেদও প্রকাশ করিয়াছেন। কবিতায় বা গানে নব নব পথের সন্ধান, নব নব মুক্তির আস্বাদন, নূতন নূতন আঙ্গিকের পরীক্ষায় নিত্য নূতন সিদ্ধি -লাভ —এ প্রবণতা স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের জীবনে শুরু হইতে শেষ পর্যন্তই দেখা যায়। ২৩ শ্রাবণ ১৩৩৬ তারিখে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লেখেন, 'কখনো কখনো গদ্য রচনায় সুর সংযোগ করবার ইচ্ছা হয়। লিপিকা কি গানে গাওয়া যায় না ভাবছ?'[২৮] 'লিপিকা'য় কোনোদিন সুর দেওয়া হইয়াছিল কি না জানা নাই, 'শাপমোচন'এর বিভিন্ন অভিনয়ে কতক-গুলি গদ্য অংশে সুর দেওয়া হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত ও উদ্‌ধৃত হইয়াছে। উত্তরকালে অমিত্রাক্ষর ছন্দে বা 'পুনশ্চ'-অনুগামী গদ্য ছন্দে গান রচনার দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয় যে, তাহা 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'র আলোচনায় বুঝা যায় এবং কবি নিজেও তাহা বলিয়া দিয়াছেন—'সমগ্র চণ্ডালিকা নাটিকার গদ্য এবং পদ্য অংশে সুর দেওয়া হয়েছে'। অমিত্রাক্ষর রচনার প্রাচীন ও সুন্দর দৃষ্টান্ত হইল ১৩১০ সালের কাব্যগ্রন্থে মুদ্রিত: এ ভারতে রাখো নিত্য, প্রভু, তব শুভ আশীর্বাদ ইত্যাদি। এই ভাবগম্ভীর রচনায় যে আনুপূর্বিক চরণে চরণে মিল নাই, সাধারণতঃ সে কেহই লক্ষ্য করেন না। ইহা হইতে

[২৭] এই প্রসঙ্গে শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'রবীন্দ্রগীতজিজ্ঞাসা' (গীতবিতান-বার্ষিকী ১৩৫০) হইতে, ও তৎসম্পাদিত 'জীবনস্মৃতি'র (১৩৫৪ জ্যৈষ্ঠ) গ্রন্থপরিচয় হইতে যথেষ্ট দিশা পাওয়া গিয়াছে।

[২৮] ৩৯-সংখ্যক পত্র : পথে ও পথের প্রান্তে

পুরাতন অল্পাধিক অমিত্রাক্ষর রচনা অনেক পাওয়া যাইবে না তাহাও নয়; যেমন—

	গীতবিতান। পৃষ্ঠা
বাজাও তুমি কবি	১১৮
দুখ দূর করিলে দরশন দিয়ে	৮৩৭
তোমায় যতনে রাখিব হে	৮৩৮
আইল আজি প্রাণসখা	৮৩৯
অসীম আকাশে অগণ্য কিরণ	১৬৪

অধিক দৃষ্টান্ত বাড়াইয়া লাভ নাই। উক্ত রচনাগুলি 'রবিচ্ছায়া' বা 'গানের বহি'তে প্রথম সংকলিত হয়, অর্থাৎ কবির প্রথম জীবনের রচনা। কেবলমাত্র এই দিক দিয়াও ১৩০৩ সালের কাব্যগ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত 'বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে'[২৮] বিস্ময়কর। স্বরাশ্রয়ী কবিতার বন্ধন-মুক্তিতে কবির পরীক্ষা যে ফুরায় নাই, তাহার বিশেষ পরিচয় পাই বহুদিন পরে, ১৩৩১ ফাল্গুনের গীতিগুচ্ছে (অনুষ্ঠানপত্র: নবীন)—

	গীতবিতান। পৃষ্ঠা
বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী (গদ্য ?)	৫২২
বেদনী কী ভাষায় রে	৫২৫
বাজে করুণ সুরে	৩৪৯

এই গানগুলিতে অন্তর্লীন অনুপ্রাসের মাধুরীতে চমৎকৃত হইয়া, কখনো-বা অনিয়মিত মিলের কৌশলে ভুলিয়া, গীতবধির কোনো কাব্যরসিকও হয়তো নিয়মিত অন্ত্যানুপ্রাসের অভাব বোধ করিবেন না। গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণ একটি বিষয় অবশ্যই লক্ষ্য করিবেন যে, উল্লিখিত গানগুলি সবই পূর্বপ্রচলিত হিন্দি গানের, বা বঙ্গবহির্বর্তী কোনো প্রদেশের কোনো গানের, সুরে রচিত। পরবর্তী তালিকার গানগুলি সম্পর্কে বোধ হয় সে কথা বলা যায় না।

---

[২৮] মজুমদার-পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় রচনা ১৩০২ আশ্বিনে। ঐ বৎসর (শক ১৮১৭) ফাল্গুনের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় পাঠান্তর মুদ্রিত: বিশ্বরাজালয়ে বিশ্ববীণা বাজিছে ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য: অখণ্ড গীতবিতান/পৃ ৬১৫

গীতবিতান। পৃষ্ঠা

ঢাকো রে মুখ, চন্দ্রমা, জলদে	৮১৮
দিনান্ত-বেলায় শেষের ফসল নিলেম (দিলেম ?)	৩৬৫
ধূসর জীবনের গোধূলিতে	৩৬৫
আজি কোন্ সুরে বাঁধিব	৯০৯

শেষ তিনটি গান, বিশেষতঃ শেষ গানটি (২৯ চৈত্র ১৩৪৬), গদ্যে রচিত বলিয়াই মনে হয়। ছন্দোবদ্ধ কবিতা হউক, তবু রবীন্দ্রনাথের জীবনের সর্বশেষ গান 'হে নূতন' (পৃ ৮৬৮) কথা ও কাব্যছন্দ -গত আঙ্গিকের দিক দিয়া অল্প বিস্ময়জনক নয়।

রবীন্দ্রনাথ গীতিনাট্যে নৃত্যনাট্যে যেমন সুরের তেমনি ভাষা ও ছন্দের কত নূতন পরীক্ষা করিয়া কোথায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, সে বিষয়ে যথাকালে অনুসন্ধান ও আলোচনা হইবে আশা করা যায়। কেবল বলা বাহুল্য না হইতে পারে, যাহা free verse বা মুক্তছন্দ, যে ক্ষেত্রে নানা ছন্দের বা ছন্দশৈথিল্যেরও সুষ্ঠু মিশ্রণ হইয়া থাকে, তাহারও সার্থক উদাহরণ নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' বা 'শ্যামা' খুঁজিলে পাওয়া যাইবে। পূর্বোক্ত অনেকগুলি অমিত্রাক্ষর রচনাও যে মুক্তছন্দেরই নিদর্শন নয় তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। বিশেষতঃ শেষোক্ত রচনার পরবর্তী 'প্রেম এসেছিল নিঃশব্দচরণে' ও 'নির্জন রাতে নিঃশব্দচরণপাতে' (পৃ ৯১০) রচনা দুটি অথবা 'পূজা ও প্রার্থনা' অধ্যায়ে (পৃ ৮৫৬-৫৮) ৭৭, ৭৮, ৮১ ও ৮৩ -অঙ্কিত 'ভাঙা' গান কয়টি। (এপর্যন্ত কবিতার ছন্দ লইয়াই আলোচনা করা গেল। গানের ছন্দ সম্পর্কে বর্তমান গ্রন্থ-সম্পাদকের বিশেষ জ্ঞান নাই।) এরূপ হওয়ার কার্যকারণ ঠিক-ঠিক বুঝিতে হইলে— সুর, তাল, লয়, কথা, বিশেষ উপলক্ষ্য, এ-সবের অন্যোন্যনির্ভর বৈশিষ্ট্যের সর্বাঙ্গীণ আলোচনা করিতে হইবে, বলাই বাহুল্য।

রবীন্দ্রনাথের গানের বৈশিষ্ট্য বৈচিত্র্য ও সংখ্যা বিস্ময়কর। আলোচনার ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্র সুদূরপ্রসারিত।

পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

সংযোজন

৭৬৮।৩ 'ভগ্নহৃদয়' পাণ্ডুলিপিতে ও গ্রন্থে (১২৮৭ ফাল্গুনের ভারতীতে) সংকলিত পাঠের চতুর্থ ও পঞ্চম ছত্রের অবকাশে রহিয়াছে :

নিশীথের সুনীরব সমীরের সম,
নিশীথের সুনীরব সমীরের সম,
নিশীথের সুনীরব জোছনা-সমান
অতি— অতি— অতি ধীরে কর সখি গান !

দ্রষ্টব্য পুরোগামী রবীন্দ্র-উদ্‌ধৃতি ও তৎসম্পর্কে পাদটীকা-২৬।